## 표 <br> BDeBooks



## E-BOOK

(3) www.BDeBooks.com
(9) FB.com/BDeBooksCom

- BDeBooks.Com@gmail.com


## শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



## দূরবীন <br> শীর্ষ্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

# প্রথম সংস্কর্রণ জানুয়ার্রি ১৯৮৬ থেকে সপ্তম মুদ্রণ নভেম্বর ১৯৯৪ পর্যম্ত মুদ্রণ সংষ্যা ৩২৭০০ অট্টম মুদ্রণ জুন ১৯৯৫ মুদ্রণ সৃথ্যা ১০০০০ 

## প্রচ্ছুদ অমিয় ভট্রাচার্য

ISBN 81-7066-436-5



 उеकर्दृष মूদ्रिত।

মুল্য ১০০.૦०
"রা-স্বা"
পূজনীয়
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (বড়দা)
শ্রীচরণকমলেষু

बই नেষকের অन্যাन্য বই
ঘুণপোকা
পারাপার
কাগজের বউ
आশর্য ব্রমণ
याও भাথি
দिन याয়
শ্যাওলা
लाल नीল মানুষ
wয়
ফক़ল আলি আসাছ্গ
নীলু হাজরার হত্যারহস্য
ফুল চোর
শিউলির গা্ধ
উজान
জাল
গ্গেরের কবচ

১৯২৯ সালের শীতকালের এক जোরে হেেকাષ্ত নৌ্যরির হাত থেকে দড়ি সমেত কুয়োর বালতি জলে পড়़ গেল। अসহনীয় শীতের সেই নির্জন ভ্রাকমমহূর্চের অক্ধকারে হেমকান্ত অসशয়जাবে দাঁড়িয়ে ওনলেন জলে দড়ি ও বালতির পড়া ও ডুবে যাওয়ার শা্ । তার জীবনে এরकম घট̈ना এই প্রথম।

 এই বিপ্বষ্ত হাত থেকে গতকাল পর্य্য কথন্গো কুয়োর বালতি পড়ে যায়নি।
 তারপর সিদ্ধাল্ঠে এলেন, তিনি বুড়ে হর্রেছেন। যথ্থষ্ট বুড়ে।

यাড়িতে দড়ি আছু, বালতি তোলার কঁঁাও মজুত। ইচ্ছে করুলে হেমকাণ্ত কেউ জানবার
 করবেন ? जोবনের অনেক কাজরেই आজকাল তौর তুচ্দ বলে মনে হয়।

১৯২৯ বা তদানীষ্তন কালে বয়স ত্রিশ পেরোলেই গড়পড়ত বাঙাनী পুরুম নিজেরে বুড়ো ভাবতেন। প’য়ত্রিশ ছ ত্রিশ বছর বয়সে অনেকেরই নাতিন্নাতনি হতে তুক করত। কাজেই নিজেকে বুড়ে ভাবার সোষ ছিল না। সেই হিসেরে হেেকাষ্তকেও বুড়ের দলে কেলা যায়। घটनाর সময়



 সেও বিবাহিত, তরে সষ্তান'হয়নি। চতুর্থ ও পক্মম পর পর দুই মেয়ে नলিতা ও বিশাথা। ললিতার বিয়ে দিয়েছেন কলকাতায়। ষ্ঠীt পুত্র সন্তান। বয়স দलের বেশী নয়। जाর নাম প্রথঢে রাখা
 সে কৃষ্চকান্ত। বিশাখা ও কৃষ্বকাণ্ত ছাড়া হেমকান্তর কাহে কেউই থাকে না। প্রকাঔ বাড়ি হা-ছা



 নেশা নেই তার। বড় जাই বরদাকাষ্ত্র বাল্যকাল থেকেই এবটা উদাসী ভাব ছিন। ब্যীবনে जাল


পরিত্তে त্তী প্রতা ঢকায় তাঁর বাপের বাড়িতে আজও জীবন ধারণ করে আছেন। কেমন আছেন जा হেমকাষ্ত জানেন না। তাঁর ছোো এক ভাই ছিন। নলিনীকাষ্ত। তার পরোপকারের নেশা ছিন। ভ্রফপুত্রে এক ঝড়ের রাত্র তার লৌকাড়বি হয়। নৌকোর অনান্য যাট্রীরা বেঁচ গেলেও নলিनীকাস্তর লাশ পাওয়া যায় घট্নাস্থল থেকে তিন মাইন ভাঁ্ডিতে। তিন ভাইয়ের ম্বতাবেই মিল আছে। কেউই খুব বিষয়াসক্ত নন। এসরাজ বাজানো ছাড় হেমকান্ত্র কোনো আমোদ－প্রমোদও
 হিলেবী মানুষ। কোনো বাপারেই তিনি অসতর্ক নन। তोর জমিদারী খूব বড় নয়। अनाना

 शभि কম，ভালবাসা বा आবেগও নগণ্য।

হেমকাষ্ত হারিকেনটা বইরে রেখে ঘরে ছুকলেন। অন্যানা দিন এই সময়ে তিনি আহিক করতে বসেন। আজ বসলেন না। তাঁর শাষ্ত ও ভাবলেশহীন মন আজ কিছू চচ্ছল। বিলিতি টেবিল ন্যাম্পের সনতে ধরিয়ে তিনি বসনেন বিষয়টি নিয়ে চিষ্তা কর়তে।


 পৃথিবীর সহিত आসন্ন বিরহের কथা মনে করিয়া হুদয় ভারান্রুল্ত হইয়া উঠঠ। সেদিন কে小াবাবুকে দেখিতে গিয়াছিলাম। উদুরিতে পোটট ফুলিয়া ঢাক ইইয়াছহ। পিঠভরা বেডলোর। হাঁ করিয়া কট্টে শ্যাস লইতেছেন। একেবারে শেষ অবস্शুয় তौঁহাকে বাড়ির পিছন দিকে একটি ঘরে স্ছানাঙ্তরিত করা ছইয়াছে। ঘরে ছুকনেই মনে হয় চারিদিক মৃতুর বীজাণুতে ভরা। ঘরের এক কেণে একটি ভাড়াটিয়া কীর্তনীয়া ছোট্ট কনতাল নইয়া হ্না্ত্ ও যা্্ৈিক ম্বরে তারক্রক্ম নাম

 চিরক্কুা । তাঁহাকে আমি বিশষ হঁঁচচলা করিতে লেখি নাই। সেদিনও তিনি শযাাশায়িনী ছিলেন। কে小াবাবুর জনা শে বিশেষ শোক অনুভব করিতেছিলাম তাহ নহহ। তঁঁার যথেষ্ট বয়েস ছইয়াছে। কিন্তু সেই সময় একটি घট্নায় সমস্ত চিত্রিটিই এক অनায়প অর্থ প্রতিতত ছইল। কে小াবাবুর নাতি শরৎ অকম্মাৎ এক হাতে বন্দুক ও অনা হাত গোটাকয় মৃত বেলেহौস নইয়া घরে প্রবেশ করিল। বলিল ‘চর থেকে মেরে আনলাম বাবা，আজ আর খালিशাতে ফিরিনি’। তোমাকে কী বলিব। সেই যোষণায় এবং রেলেহึস লেখিয়া বাড়ির লোকজনের মধ্যে যেন একটা উত্তেজনা বহিয়া গেন। শরৎ কিশোর বয়শ্ক। তাহার টিপ যে কি সা্্যাতিক হইয়াছু এবং তার সাহসও যে
 বাড়িতে বেলেহঁস তরিবৎ করিয়া রাঁধিবার নানা তোড়জোড় চলিতেছে। কয়েক মুহৃর্ত্র জনা ভ্যে কে小াবাবুকে সকলেই ভুলিয়া গেন। বার্ধক্যে ও মৃতুতে বে মানুষ কতটা একা ও নিঃসশ जাহা সেদিন বুঝিলাম। এও বুমিলাম কোকাবাবুর আখ্ীীয়－পরিজনেে মুখে যে উদ্নেগ ও আগাম শোকের ছাপ পড়িয়াছে তাহার সবটাই れটি নয়，ছদ্রবেশও আছে। সেইদিনই মনে প্রক্নের উদয় হইন， আমাদের প্রিয় পরিজনদের মধ্যে বে ভালবাসা সমব্রেনা ও প্রেম দেখিত পাই তাহার অনেকটাই বোধছয় আমাদের চোখর ভ্র । সচ্চিদানন্দ，এবার একবার লন্ধা ছুটি লইয়া আস। ঢোমারও



হেমকান্তর লেশ্রমণের নেশা নেই। বষ্তুত বাইরের জগৎ স্প্পরেকে তার ভীতি ও অষ্ঞण

সর্বজনবিদিত। নিজের জমিদারীরও সর্ব্র তিনি যাননি। অপরিচিত পরিবেশ ও অচেনা মানুষজনের মধ্যে তিনি বড় অস্বস্তি বোধ করেন। হেমকান্তর বন্ধু হোমিওপ্যাথ যোগেন্দ্র সিংহ প্রায়ই বলেন, ত্তামার বাপু এটি একটি মানসিক রোগ। পুরুষ মানুষের ঘরকুন্নে স্বভাব খুব স্বাভাবিক ব্যাপার नয়।

কিন্তু হেমকান্ত ভারবন, ঘরের বাইরে যে বিশাল পৃথিবী তার যত বৈচিত্রাই থাকুক, নিজের গণ্ডীবদ্ধ জীবনেণ যে テিনি বৈচিত্র্যের শেষ পান না। দুর্গাবাড়ির মণ্ডপের পিছনে একটি ?পাড়ো জমি আছে। এদিকটায় কেউই বড় একটা আসে না। এই ছাড়া-জমির একপাশে একটি শুকন্নো খাদে বাড়ির আবর্জনা ফেলা হয়। এই জমিটায় এক সময়ে হয়তে বাগান ছিল। এখন আগাছার নীচে মাটিতে মখমলের মতো শ্যাওলা পড়েছে । বাগানের শেষপ্রান্েে একটি ভাঙা বুহাম গাড়ি পড়ে আছে কবেে থেকে। তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে উढঠ匕ছে লতনো গাছ । হেমকাষ্ত মাঝে মােে কামলা ডেরে কিছুটা ক্রে পরিষার করান । তাই জঙ্গল খুব ঘন হতে পারেনি । কিন্তু এই জায়গাটার বনা ও পরিতক্ত ভাবটিকে কথনো নষ্ট্ ততে দেন না হেমকান্ত।

কেন এই জায়গাটা হেমকান্তর প্রিয় তার সৃম্পষ্ট কোনো উত্তর তাঁর নিজেরও জানা নেই। তবে এই জায়গায় পা দিলেই তার ভিতরটায় একটা সুবাতাস বয়ে যায়। প্রায় আড়াই বিমের এই ভৃমিথণ্ডটি উচ্ পiচচল দিয়ে ঘেরা। পitচিলের গায়ে গায়ে চিরুনির দাঁড়ার মতো রুজু রুজু ঢাঙা পাম গাছ। পৃথিবী থেকে আলাদা করে নেওয়া এই ভূমিখণে হেমকাস্তর মন অবাধে বিস্তার লাভ করে । কত দার্শননিক চিন্তা আসে। রুহাম গাড়িটার একটি পাদানী ঝেড়েঝুড়ে রোজ পরিষ্কার করে রেথে যায় চাকর রাখাল। হেমকান্ত বিকেলের দিকে প্রiয়ই এসে সেই পাদানীতে বসেন। চারধারে কীট-পতঙ্গ পাখিদের শব্দ । বনজ একটা গক্ধ্র তাকে আচ্ছ্ন করে রাথে। কাশী বৃন্দাবন, হিমালয় বা সমুদ্র কোথাও যাওয়ার কেনো প্রয়োজন বা তাগিদ তিনি বোধ করেন না । তাঁর মনে হয়, এই তো বেশ আছি। মানুষের মন এক অদ্ড়ত চিত্রকর। চেনা পরিচিত জায়গাতেও সে কত নিপুণ হাতে তুলির একটু-আধটু টানে কত অপর্রাচিত দাশাই না ফুটিয়ে তোেে। র্রুহাম গাড়ির পাদানীতে বসে হেমকান্ত তাঁর মনটিকে কাজ করে যেতে দেন । ষীরে ষীরে তাঁর সামনে ফুটে ওঠে অভ্রভেদী পাহড়, তরগ্গহ্ষুক্ধ সমুদ্র, কনথলের রাস্তা বা ইংলতের মফঃম্বল।

মনোরোগ ? না, ঢাঁর কোনো মনোরোগ নেই তো ! তবে একটা দুঃখ আছে । शুব গোপন দুঃথ। কিংবা হয়তো তা গোপন এক সুখই আসলে। সেই দুঃখ বা সুখের কথা তিনি বড় একটা কাউকে বলেননি কখনো। खुখু সচ্চিদানन্দ জানে।

য্যেদিন কুয়োর বাল্লত হাত থেকে পড়ে গেল. সেদিন ভারী ও বিপুল বেলজিয়ামের কাচে তৈরি তিন খঙ্ডের পৃণ্ণাবয়ব আয়নার স্যামনে কিছুক্মণ দাঁড়ালেন তিনি। স্তী-বিয়োগের পর একবার মৃতু-চিন্তা এসেছিল তাঁর। সেটা স্ছায়ী হয়ান। বিসর্জিত অশ্রুই সেই মৃত্তু-চিষ্তা ও শ্মশানবৈরাগ্যকে ধুয়ে নিয়ে গিয়েছিল। হেলে পড়া গাছ যেমন ঠেকনায় ভর দিয়ে বেঁচে থাকে, তেমনি त্তী-বিয়োগের সময় তাঁকে ঠেকা দিয়ে রেখেছিল রभময়ী। শুষু রभময়ী বলেই পেরেছিন। নইলে তথনই হেমকান্তর সংসার ছাড়ার কথা।

বেলজ্যিয়ামের খঁটি ও মহান আয়না তাঁকে কিছूই বলन না । তিন খ তौকে ভাগ করে বিশ্লেষণ করল, তাঁর তিনটি প্রতিবিম্বকে কোলে নিয়ে ভাবল অনেকশ্মণ কিষ্ডু কিদूই বলম না। সব কথা বলতে নেই। হেমকান্ত বিষধ্ণবদনে এসে বসলেন সেই ভ্রুহাম গাড়ির পাদানীত।

বিকেল হয়েছে। ফার্ণ জাতীয় কিছू সুন্দর গাছ গজ্রিয়েছে ব্রুহাম গাড়িটার আশেপাশ্শ। ভারী সুম্দর গাছత্ৰ। হেমকাম্তর পায়ে মোজা এবং তালতলার চটি। সেই চটির ডগা দিয়ে তিনি গাছথनিকে একদ্ম আদর করলেন।

একটা আবছা ধৌয়ার আস্তরণ হালকা মেঘের মডো ভেসে আছে সামনে । দুর্গাবাড়ির পিছদ্রর
 তিনি ভূহম গাড়িটার কাছে আসেন সেটেও আজ ওই আবছহায়ায় অর্ধেক আড়ান। সেদিকে চেয়ে তিনি ভোররাত্রির घট্নাটা আবার তৈতি করভে লাগলেন মনে মনে। তুচ্দ ও সামান্য একটা ঘট্না
 ডান হাতের আনগামুঠির ভিতর দিয়ে পিছল সাপের শরীরের মভে নেমে যাচ্ছে পাটের মজবুত











 গাড়ির পাদানীতে বসে তাঁর মনে হল, এ দ̆টি হাত তাঁকে ককছ্ ই戸িত করছে। বলছছ, ছেড়ে দাও,

 তিনি বেশ আছেন। সংসারে কোেো বক্ধন তার কথনো ছিন না, এখনো নেই। ছেলেমের্যেদের মধ্যো




 তौকে অনণ্তের আম্বাদন দেয় ।

কৃয়াশার ভিতরে অস্প্ট এক ছায়ামৃর্তিকে দ্দেে অনামনস্ক হেমকনস্ত একদ̆ চমকে উঠcেন।

 आসছিন সে। চকিত পায়ে।
 চকিত-চরণা, চকিতন্নয়না, চকিত-রসনা।
 দেথলে তাম্রাভ গাত্রবর্ণের মেল্যেটিকে তেমন নজরে পড়বের না। রभময়ীর শরীী কৃশ এবং কিছ্হ


 आঠাকাঠিি মতো চোখ লেগে থাকে। ক্নোতে ইচ্ছে করে না। कী গভীর মায়া, কত ছলছলে আর কर্ণ !
 নেই। এই শীতে রঋময়ীর পাল্যের চমড়া ফেটে একাকার কাঙ। ফিতে－পেড়ে সাদা খোলের একটা শাড়ি পরনন।
 ठिक नয়।

রুময়ী বলन，আহুাদের কथা পরে হরে। ও－সব তোমার মুখ্য মানায় না। শরূe খবর দিত্যে গেল কে小কাবাবুর শাস উচেছে। একবার যাও।

হেেেকন্ত নড়ে উঠলেন，খुব খারাপ অবস্গ নাকি
এখন आর খারাপ নয়，একেবারে লেষ অবস্থ। একবার যাও।
হেমকান্ত গঙ্לীর হলেন। বললেন，आমি গিয়ে কী করব ？বোকার মঢেে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। গোত কয্য়ে সাষ্রনার বুল্লি আউড়ে যেতে হবে। এছাড়া আর কি？
র乡ময়ী খूব শাঁ্ত ম্বরে বলन，সৌুকুও जে করা দরকার।
आজ आমার শরীর जাল নেই মনু। মনটাও খারাপ।
তাহলে যাবে না ？
নাই গেলাম। এ－সব সামাজিকত আমার जাল লাগে ना।
নাকি চোৃথর সামনে কউকে মরতে দেখতে চাও না！
হেমোষ্ত এক্দু হাসলেন। বললেন，তও বটে।
রभময়ী হেমকাষ্তর দু হাত দূরজ্মে দौড়ান্নে। তার গা থেকে একট্ট औচ আসছ্ বনে মনে হন হেমকাষ্তর । রুময়ী বলল，ডুমি আমি সবাই একদিন না একদিন তো মরবোই। মরতে দেখা ভয়ের को ？

হেমকান্ত অনা প্্া ধরে বনলেন，কোকাবাদু যদি মরেন তাহলে আমাকে ঢো আবার স্নান না করিয়ে ঘরে দুকতে দেবে না।

স্নান করবে। जাতু কি ？গরম জল করা थাকবে। আधন আর লোহা＂্রেরে घরে ছুকবে आমি সব তৈরি রাখব।

রাখৰবে জাनि। কিষ్ आজ आমার অত হাসামা ভান লাগছ్ না।
রभময়ী একদ্ম হতাশার গলায় বলে，কানোকলেই जো কেনো হাभামা পোয়ালে না। এমন জড়ভরত रয়ে দিন কাটাত जাল লাগে তোমার？

হ্েেমাষ্ত বিষজ্ম গলায় বললেন，সং্সার বাঙ্তবিকই বড় জটিল জায়গা মনু। সूनয়नী গেছে， ভেরেছেনাম এরপর আর লোক－লৌকিকত，ভদ্রত অভদ্রতার ধার ধারতে হরে না। आপনমনে থাক্।। এখन দ্খছ，निজ্ছেমচো করে থাকনার টপায় নেই।
 বাস। ना গেলে কেমন দেখবে ？এ সময়ে শতুও তো যায়।

মনু，ভूমি কোনোদিন আমার কোনো অসুবিধে বু小লে না। কোনটা आমি ভালবাসি，কোনটা বাসি ना সৌট জেনেও पूমি সবসময়ে অপছন্দের কাজটাই आমাকে দিয়ে করাতে চও। মরার সময় নাই বा গেলাম，কোকাবাবুর অসুখের সময় তো জমি প্রায় দেখত্রেছেছ।


 গেলে－पूমি গেলে－

সহিসকে গাড়ি যুত্তে বলো গে，आমি তৈরি হরেে আসহि।

হেমকাস্ত হঠাৎ বললেন, খারাপ দেখাবে না মনু ?
রঙ্গমষ়ী যেতে যেতে মুখ-ফেরাল । মুখে একটু হাসি । কী অপরূপ হয়ে গেল মুখটা ! বিহ্নল হেমকাস্ত চেয়ে রইলেন ।

রঙ্গমীী বলল, দেখাবে। তবু তোমার জন্যেই যেতে হবে।
বরং খবর পাঠিয়ে দাও, আমার শরীর খারাপ ।
সেটা অজুহাত হল, অজুহাত কি ভাল ?
মানুষের শরীর খারাপ হয় না ?
হয় । তোমার হয়নি ।
কে বললে হয়নি ?
রঙময়ী একটু ज্রূ ষুঁচকে চিস্তাম্বিত মুখে বলে, সত্যি বলছো নাকি ? শরীর সত্যিই খারাপ
কেমকাত্ত একটা দীর্ঘপ্ধাস ফেললেন । বললেন, তোমরা তো কেউ আমার কোনো খবর রাখো না মনু। সে না হয় নাই রাখলে, কিষ্তু মুখের কথাটুকু অম্তত বিপ্ধাস কোরো।

রঙ্গময়ী এই অভিমানের কথায় মুচকি হেসে বলল, শরীর খারাপ তা বুঝব কি করে ? দিব্যি তো মুল-ফুল সেজে কুঞ্জবনে এসে বসে আছো

হেমকাস্ত ডাক-হাঁক বা প্রচণ্ড প্রতাপের মানুষ নন । তবে বম্ধ কপটটের মতো তার একটা নীরেট গাষ্ভীর্য আছে। সেইজন্য সকলেই তাঁকে সমীহ করে। ত্র মুখের দিকে চেয়ে তরল কথাবার্তা কেউই শলল না। অবশ্য রঙ্গময়ী তার ব্যতিক্রম । হেমকাস্তও রঙ্গময়ীর কাছেই কিছু প্রগলভ হয়ে ওঠেন । রঙময়ীর এ কথাটায় তিনি হাসলেন না ! বোধহয় পুরোনো ক্ষতে ব্যথাতুর স্পর্শ পেলেন । বললেন, আজককের দিনটা আমার ভাল যাচ্ছে না মনু। মনটা মুষড়ে আছে। এর ভপর যদি কোকাবাবুর মৃতুুা চোখে দেখতে হয় তবে সারা রাত আর ঘুম হবে না ।

রঙ্গয়ী তার মায়াবী চোখ দিয়ে যতদূর সম্ভব খুটিয়ে লক্ষা করে হেমকাম্তকে । তারপর বলে, মনের আর দোষ কি ? পুরুষ মানুষরা হাঁটে, বেড়ায়, আদ্ডা দেয়, তাস পাশা খেলে। তোমার তো সে-সব কিছু নেই। কেবল বসে বসে আকাশ পাতাল কী যে ভাবো

হেমকাস্ত একই ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, আমি কি কেবল বসেই থাকি ? কিছু করি না ?
তা বলিনি। निজের সব কাজ তুমি নিজ্েেই করে নাও । কিষ্তু সেটাও কি বাপু পুরুষ মানুষকে মানায় ? নিজের ছাড়া কাপড় ধুচ্ছো, নিজের জল গড়িয়ে নিচ্ছো, নিজ্রের মশারি টাঙাচ্ছো বা জুতো বুরুশ করছো, পুরুষ মানুষের এ কেমন ধারা ? অত দাসদাসী ডবে আছে কেন ?

তাহলে কিছু করি বলছো ?
করো, কিস্তু ওসব করো বলে आমি তোমার প্রশংসা করতে পারব না।
তোমার প্রশংসা ! ওরে বাবা ! সে তো নোবেল প্রাইজ পাওয়ার শামিল ।
আমার প্রশংসা তো বড় কথা নয় । তোমার বউও দুঃষ করে বলত, উনি যে কেন সকলের এত্ত ছৌয়াচ বौচিয়ে চলেন ।

বলত নাকি ?
বলবে নাই বা কেন ? তাকে তো তুমি স্বামীসেবার সুযোগই দাওনি। জ্ৰর হলে মাথাটা পর্যম্ত টিপে দিতে ডাকতে না।

সেটা ভাল হয়নি বুঝি ?
ভাল কি মপ্দ সে জানি না । মেয়েমানুষের বুপ্ধি অক্দ, তার ఆপর আমি মুখ্য মানুষ । আমাদের চোখে ভাল লাগে না বলেই বनि।



তর্ক করতে কেউ তাঁকে দেখেনি কখনো। হেমকান্ত মমদ স্বরে বলজেন, তোমার বুদ্ধি অক্প নয় । মৃর্থও তোমকে কেউ বলেনি। আমার সম্পকে তোমার সিদ্ধাষ্তও সঠিক। আমি নিজে আমার ত্রুট্তিলি খুব ভাল বুঝি। কিষ্তু মনু, দোষ জেনেও কি সব সময়ে মানুষ সে দোষ ছাড়চে পারে ?

রञ ময়ী షৃকুটি করে বলে, তোমার দোষ দেখে বেড়ানোই বুঝি আমার কাজ ? সে সব নয়। কিছু মনে কোরো না আমার কথায। শরীর থারাপের কথা বলছিলে, কী হয়েছে তা তো বললে না।

এখনো তেমন কিছু হয়নি। হয়তো শরীর ততটা খারাপ নয়। মনটা খারাপ। আর মন খারাপ বলেই শরীরটাও ভাল লাগছে না।

চूপচাপ বসে থাকলে কি মন ভাল হবে ! একটু বেড়িয়ে এসো গিয়ে । কোকাবাবুর বাড়িতে না যাও, अन্য কোথাও তো যেতে পারো।

হেমকান্ত হঠাৎ দौঁড়ান। বলেন, না তার দরকার নেই। চলো, বরং দুজনেই কোকাবাবুর বাড়িতে यাই।

এ কপায় রকময়ী যেন একটু থুশি হয়। একটা দীপ্তি দণেক খেলা করে যায় মুখে। চোথের গভীর দৃষ্টি যেন বনে, এই তো চাই।

রগময়ীর সঙ্গে হেমকাষ্তর বাইরের সম্পর্কটা খুবই পলকা। প্রায় কিছুই নয়। রগময়ী এ বাড়ির পুরুতের মেয়ে। পুরুত বিনোদচন্দ্র এখন খুবই বুড়ো হয়ে পড়েছেন। তাঁর ছেলে লশ্মীীকান্তই এথন পৃজ্েে-আর্চা করে। বিনোদচন্দ্রের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। তাদের অধিকাংশ লেখাপড়া শেখেনি। ভাল করে খাওয়াই জুটত না তাদের। রझময়ী বিনোদচন্দ্রের চতুর্থ কন্যা। তাঁর আশা ছিল্ন: মিদার শ্যামকান্তর মধ্যমপুত্র হেমকান্তর সন্গে এই মেয়েটির বিয়ে হবে। শ্যামকান্তর ত্ত্রী মেয়ৌের সুলক্ষণ দেথে একবার এরকম অভিমতও ব্যাক করেন। কষ্টেসৃষ্টে তিন মেয়ের বিয়ে দিলেও চতুর্থ রর্গয়ীর জন্য বিনোদচন্দ্র অনাত্র বিয়ের চেষ্টা করেননি। বয়সে রभময়ীর চেয়ে হেমকসষ্ত প্রায় পনেরো বছরের বড়। কিষ্ঠু রאময়ীর যখন বছর পাঁচেক বয়স তখন হেমকান্তর বিয়ে হয়ে যায়। এরপর বিনোদচন্দ্র নলিনীকাষ্তর আশায় বসে রইলেন। কিষ্ঠু শ্যামকাষ্ত বা তাঁর স্ত্রীর তরফ থেকে তেমন কোনো আশাব্যঞক ইস্গিত পেলেন না। তাঁর বড় তিনটি মেয়েই গরীবের ঘরে পড়েছে। তাদের একজন আবার অকাল বৈধবোর কবলে। ছেলেরা কেউই মানুষ হয়নি। বিনোদচন্দ্র তখন রগময়ীকে জমিদারের ঘরে বিয়ে দেওয়ার জন্য মরিয়া। পুরোহিত হলেও তাঁর নীতিজ্ঞান প্রখর ছিল না । গলগ্রহ এক বালবিষবা বোন তাঁর সংসারে আছে। কনকপ্রভা । কনকের বুদ্ধি তীক্ছ, তবে বौকা। কনক একদিন বিনোদচন্দ্রকে বলল, সোনাভাই, यদি চৌধুরীবংশেই মনুকে দিতে চাও তো সোজা পথ ছাড়। বিনোদচন্দ্র সোজা পণ ছাড়তে রাজি, কিষ্ডু বौঁকা পথ পেলে তো!

কনক সেই বौকা পথের সষ্ধান দিল না। उবে নিজৌ দায়িত্ব নিল।
নলিনী বড় দালানে থাকত না। কাছারিঘরের পাশে খাজাঞ্চী মুহ্রি বা ওই ষরনের কর্মচারীদের জন্য যে এক সারি घর ছিল তারই একটায় থাকত। বিলাসব্যসনের ধারেকাছেও ঢেঁষত না সে। ঘরে একটি তক্ঞপোশ, তাতে দীন বিছানা । কয়েকটা বইয়ের আলমারি আর লেখাপড়ার জন্য একটা টেবিল আর চেয়ার ছিল। अনেক রাত অবধি জেগে সে পড়াতনো করত সেই ঘরে।

সেই घরে মাঝে মাঝে কনক র্গসয়ীকে পাঠাত। রঙ্গময়ীর কাজ ছিল গিয়ে জিজ্ঞেস করা, आপনার কি কিছू লাগবে ?

এর্রকম নিন্রীহছাবে ব্যাপারটা খরু হয়েছিন । নলিনীর ঘরে মাবে মাঝে খাওয়ার জল বা ঘোলের সরবе मिয়ে আসত রभময়ী। काबটা তাকে मिয়ে কেন করানো হচ্ছে তা অবশ্য সে বুঝত না। নলिनीর প্রতি সে কোনো যুব্তীসুলভ আকর্ষণও বো४ কব্রত না।



সুতরাং আর একটু বাঁকা পথ নিতে হন কনককে। একদিন একটু বেশী রাত্রে সকলে ঘুমোনোর পর রঙময়ীকে ঠেলে তুলে দিল কনক, যা তো, নলিনীর বোধহয় থুব জ্রর এসেছে। দেখে আয় তো

রঙ্যয়ী ঘুমচোথে একটু অবাক হলেও তড়িঘড়ি গিয়ে ঢুকেছিল নলিনীর ঘরে । নলিনী পড়তে পড়তে মুখ তুলে অবাক হয়ে চাইল। এত রাত্রে রঙ্গয়ী!

কিছু বুねবার আগেই বাইরে থেকে দরজা টেনে শিকল তুলে দিল কনক।
নলিনী চমকে উঠল।
আর থরথর করে কেঁপে উঠল রঙময়ী!

## $\mathfrak{n}$ २ $\mathfrak{a}$

টহলদার একটা কালো পুলিশ ভ্যান খুব শ্লথ গতিতে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ধরে উত্তরমুথো এগিয়ে আসছে। হেড লাইটের সামনে ফুটপাথ ধরে দুজন মাতালকে দৌড়োতে দেখা যাচ্ছে। একজন লম্বা, ফিট চেহারা । অন্যজন কিছু থলথলে । দুজনেই দৌড়োচ্ছে ল্যাং ল্যাং করে, টলোমলো পায়ে। পড়ছে, আবার উঠছে। পিছু ফিরে দেখছে বারবার। ভ্যানটা তাদের ঠিক তাড়া করছে না, কিষ্ভু অনুসরণ করছে। লেগে আছে আঠার মতো পিছনে।

হাঁফাতে হাঁফতে প্রশাষ্ত বলে, রোজ ন্যাকড়াবাজি! শালা, রোজ ন্যাকড়াবাজি! আমাদের পেয়েছেেো কী? আ্যাই ঞ্রু-ধ্রুব, আয় কেলো করি সেদিনের মতো ।

লম্বাজন צ্রুব। হাইড্রাযট্টের উঠে-থাকা ঢাকনায় একটা হোঁট খেয়ে খানিক দूর ভারসাম্যইীনভাবে পড়ো-পড়ো হয়ে গিয়েও দাঁড়ায়। কোমরটা চেপে ধরে বলে, মাইরি! মাইরি। রোজ পিছনে ভৃতের গাড়ি! আর পারা যায় না।

অনেক রাত। যौौকা রাস্তায় হকারদের উटে-যাওয়া অস্থায়ী দোকানপাটের jঁট পড়ে আছে ফুটপাথে। প্রশাষ্ত একটা ইঁট তুল্েে নিয়ে ধ্রুবর मिকে চেয়ে বলে, ঝাড়বো ?

কেস খারাপ হয়ে যাবে। সেদিনের কथা মনে নেই ?
আজ ফুটো করে দেবো। দেবো ?
দাঁড়া একাই ভাবি।
গাড়িটা কিছ্র দূরে হেড লাইট હ্রেলেই দাঁড়িয়ে আছে। তারা লৌড়োলে আবার পিছু নেবে।
乡্রুব সেদিকে চেয়ে বনল, এটা পুলিশের ভ্যান নয়।
তাহলে ?
এটা মাইরি ভৃতের গাড়ি।

צ্রুব মাथা নেড়ে বলে, কালুর সোকানে হুটোপাটা করাটা আজ ঠিক হয়नि।
আলবাৎ ঠিক হয়েছে। শালা মাল বেচে খায়, তার আবার টাইম লিমিট কিসের ? বারোটার পর সেম ক্রোজড, ইয়ার্কি পেয়েছে ?

তা বলে ভাঙ্ুর করবি ? সিভিলাইজেশন নেই ?
আমি তো সেকथাই কালুকে বলসুম, ঘর থেকে বার করে मিচ্ছিস, जটা কোন সেশী ভদ্রতা ! বन, প্রथমে আমি রং সেখিয়েছি ? ఆই শালাই তো রং निण्रिস।

ফ্মমাও তো করতে পারতি!



कত ভালবাসি । হাজার হাজার লোককে রোজ ఋমা করে मिচ্ছি শালা，আর কালুটকে পারসूম না ！ এ！

প্রুব কিছ্হ গঙ্টীর হয়ে বলে，কোথায় আমাদের একটা গোলমান হচ্ছে বল তো！রোজ গఆগোল ！ একটা না একটা গওগোল। আর রোজ শালা পিছনে ভৃতের গাড়ি।

এঃ। आমার দুগালে দুটেে থাহ্পড় মারবি গ্রুব ？কেন শালা आমি রোজ жমা করতে ভুলে যাই বল ঢো！মারবি থাপ্রড়！

মারাই উচিত। তোর সঙ্গে মেশাজ উচিত নয়।
প্রশাষ্ত একটু थতিয়ে যায়। ধরা－ধরা গলায় বলে，ডুইও ওর অনেকলুলো বোতল ভেঙেছিস। টেবিল চেয়ার উল্টে ফেলেছিস－

সে তো তোরটা দেথে।
গাড়িটা সামানা একটু এগিয়ে আসে ।
প্রশাষ্ত বিস্মারিত চোথে চায়। বনে，আসছে！খু－্রুব！দোড়ো ！
毅 মারবি না ？
ना，ना। ॠমা ！फমা ！मৌড়ো！
পারবি না। গাড়ির সজ্গে কোনো হিউম্যান বিয়িং লৌড়ে পেরেছে ？
ঢাহলে ？
কেস কর। বিবেকানन্দ বলেননি，বর্বরদের মূখোমুথি হও！
কে？
গ্রেট মান।
বিবেকানন্দ ？কোথায় বলেছে বল তো！
কোথায় যেন । বলতে বনতে క্রুব একটা ইঁট তোলে।
প্রশাণ্ত চাপা উত্টেজ্জিত স্বরে বলে，মার！ফুটো করে লে！एই－হৃই－ৃ－ই－ই－
 পড়ে ।
 खল ছিটকে ইটটা निরাপদে অবতরণ করে।

গাড়িটা থেমে যায় ফের। সামনের দরজজ খুলে একজন নামে। হেড লাইটের আলোর আড়ালে দাড়িয়ে লোকটা অনুচ্চ স্বরে বলে，צ্রুববাবু，হাম্মা মাচাচ্ছেন কেন ？বাড়ি যান।

প্রশাষ্ত డোথ মিচমিট করে গাড়ির আলোব্র দিকে চেয়ে থেকে বলে，বাড়ি যাবো কিনা ততে ওর বাবার কি？

צ্রুব ওঠঠ। কাঁকালে হাত দিয়ে একটা ব্যথার শব্দ করে বলে，বাড়ি যেতে বলছে ？
বলহে । বাট দ্যাট ইজ নট হিজ বিজনেস । মার ইট । রোজ পিচ্র নেওয়া ！রোজ ন্যাকড়াবাজি ！ দে ফুনো করে। বলতে বলতে আর একটা হ̌ँট ডোলে প্রশাষ্ত ।

夕্রুব কর্ত্তেতের একটা হাত তুলে বলে，দাঁড়া，কী হয়েছিল যেন কালুর সোকানে ！হা্মাবাজি ？
－মালের আড্ডায় এবটু－আ徂 হয় । কালু শালা মাল বেচে খায়，৫র অত ন্যাকড়া কিসের ？
צ্রুব মাथा नেড়ে বলে，আध आমদের মাन ঋাওয়ার কथा ছিন না। काल আমরা প্রমিস করেছিলাম，आब মাল থাব ना।

আজকের কथা হয়নি। কथা ছিন，হক্টায় একদিন বাদ সেবো। সেটা আख হতে পারে，কাল হতে পারে，পরツ হতে পারে।

आজকের ক্থাই হয়েছিন। আক ড্রাই ডে না ？

আজ ! ওফ, মনেই ছিল না মাইরি! ইস, ছিঃ ছিঃ !
ওই ভূত্রে গাড়িটার দোষ নেই। কমা করে দে।
দেবো ? মাইরি ?
Ch। क্ষমার মঢে জিনিস নেই।
 হাজার হাজার লোককে ক্ষমা করি। যেদিন কাউকে ক্ষমা করতে ভুলে যাই সেদিন ভাল করে খেতে भाরি না, घूমোতে পারি না, মাन থেলেই কান্ন পায়। जোর ?

আমারও ওসব হয়। সকলের হয়।
रবেই। ফমা করতে আমি এত जালবাসি শে, মাবে মাবে নিজেকেও ফমা করে দিং।
বহৃৎ মাত্লামি করহিস প্রশাা্ত! आজ ব্যাপারটা তুু হল কি করে বল ঢে!
কোন ব্যাপারण ?

নার্সিং হোম থেকে। তোর বাচাটা জপয়া। দারুণ অপয়া।
आমার বাচ্চা ! বলে s্বুব ভূ কোচকায়, তারপর ফ্যাক ফ্যাক করে शসে, আমার বাচ্চা ! शः হাঃ-

প্রশাষ্ত সন্দেহের গনায় বলে, তোরই নে! চিক বলিनि?
দूর শালা ! তোকে একটা কथा বলে র্রাখি। তোকে বলেই বলছি। বাচ্চাটা আমার নয়।
उबে কার ?

মাইরি বলছিস ?
মাইরি।
সামনের মোড়ে आর একটা জীপগাড়ি বাঁক ফেরে এবং এগিয়ে এসে ভাননটার পিছনে থামে। একজন লোক नামে। বিষ্ছু ভানটার হেড লাইট এথনো बলছে বলে কাউকে দেখা যায় না।

এবদ্ট অপেশা করে 夕্বু आর প্রশাা্ত।

প্রশাষ্ত আবার ঝেলে-দেওয়া ইঁটটা ডোলে। বলে, শালারা বহৃৎ ভানতারা করছছ।




रেড লাইটের আড়ান থেকে লোকটা আবার বনে, आপনার বাবা এबাদ্ आগেই थানায় টেলির্সেন করেহিলেন। বলেছেন, এমনিতে না গেলে হাসপাতালে গিয়ে পাশ্প করে পেট থেকে মাল বের করে তারপর ভ্যানে করে প্ৰौচ্ দিতে।

夕্বূব বনে, यাচ্চি। কিছ্র করতে হরে না। आপনারা ডিউট্চিতে যান।
 সেরো।





বলে কি চাকর？
夕্রুব চাপা স্বরে বনে，সিভিলাইজেশন বলে একটা কথা আছে প্রশাণ্ত । আজ जামরা খুব গওগোল করেছি।

মাল থায় তো লোকে একট্টু গળগোল কররে বমেই তুকু।
夕্বুব গষ্টীর হয়ে মাथা নেড়ে বলে，আজ গওগোলের দিন ছিল না । কালুর দোকানে হটোপাটা করা ठिक হয়नि।

হটোপাটা হত না মাইরি। এবটা কালো মতো রোগা মতো লোক আজ কালুর मোকানে বসেছিল। ভেজা বেড়াল শালা！খুব নজর করছিল আমাদের।

বটে！ঠিক দেひেছিস ？
খুব ঠিকসে দেখেছি ওরু। গায়ে একটা ফান্দুস জ্যাকেট ছিল। খুনিয়া রঙের জ্যাকেট। শেষদিকে ওই লোকটট কালুকে চোথ মারায় কালু ঝौপ ফেলে দিল।

ভূতের বাচ্চাটা কে বল তো ！
পুলিশের খৌচড় হবে।
＜্রুব একটা হাই তোলে। বনে，ঠিক আছে। যা হওয়ার হয়ে গেছে। চল।
লিতুসে স্ট্রেটে মোড় নিয়েই দুজনে দौঁড় করানো ট্যাকসি দেখতে পায় । ট্যাকসির সামনে একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে।

প্রশাা্ত একটা হতাশার শ্বাস ফেলে বলে，आ্যারেনজমেন্ট ！মাইরি，তোর সঙ্গে ফুর্তি করে সুখ নৌ।

মুখটা একদু বহ্ধ রাখবি বাবা ？
কনস্টেবলটা ট্যাকসির পিছনের দরজা খুলে ষরে। বনে，উঠুন। ড্রাইভারকে বলা আছে।
প্রেব একটু লজ্জিত মুখ করে গাড়ির ভিতরে গড়িয়ে চনে যায়। প্রশাষ্ত উঠবার আগে か্ল！户্টেবলটার দিকে কটমট করে একটু চেয়ে থাকে। কনস্টেবল দরজাটা বক্ধ করে দেয় । ট্যাকসি


भশাষ বী পাকট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে এ পকেট ও পকেটট হাতড়ে বলে，

sুব অধস গধায় বたল，আমারটাও কালুর দোকানে পড়ে আছে। এই যে ড্রাইভার，আপনার দেশলাইট দোv।

ড্রাইডার জবান দেয় না，তবে একটা হাতে একটা দেশলাই এগিয়ে দেয় । সিগারেট ষরাতে যাতে अসুবিধে না হয় তার জনাই বোধ হয় গাড়ির গতিও ষীর করে দেয়।

দুজনে সিগারেট ধরানোর পর প্রশাষ্ভ বন্ে，ভি আই পি－দের হাত নম্বা হয় ঠিক শালা ভৃতের शাতের মডো। সেই যে ঘর থেকে হাত বাড়িয়ে লেবু গাছ থেকে লেবু ছিড়ে এনেছিম্ম，মনে নেইই ？ ঠিক সেইরকম।

ষ্রুব ঝিমোতে ঝিমোতে বলে，মুখটা বক্ধ করবি বাপ ！আমার মনটা ভাল নেইই। আমি একটু চোখ বুজ্েে ভাবছি।

কী ভাবছিস ？যে বাচ্চাটা তোর বউ আब পয়দা করল সেটা তোর নয় ？
ఆটা आমার নয় ঠিকই，কিষ্যু ওটা निज্যে ভাবছি না।
उबে कী निয়ে ভাবছিস？
অनেক সিরিয়াস প্রবলেম আছে। ঢুই সব বুגবি না । মুখ বুজ্ে থাক। ভবানীপুর এলে নামিয়ে দেবো।


আমার অনেক প্রবলেম ।
তোর প্রবলেম আসলে একটাই। সেটা হল তোর বাপ।
বাবাও একটা প্রবলেম বটে।
বহুৎ গভীর কঠিন প্রবলেম । বাপের জনাই তোর লাইফটা বিলা হয়ে যাচ্ছে । শালা পাবলিকের কাছে ইমেজ খারাপ হয়ে যাবে, ডোটে টান পড়্ব, তাই তোর বাপ তোর পিছনে হরবকত লোক লাগিয়ে রেখেছে। তুই বাঁচত্ত চাস তো পালা । ফোট ।

ধ্রুব দু হাতে কান ঢেকে বলে, ওঃ এমন চচঁচাচ্ছিস ! মাথা ধরে যাচ্ছে !
চ্চেচালুম ? আচ্ছা, ক্ষমা।
ধ্রুব একটু বিরক্তির গলায় বলে, সিগারেটের ফুলকি আস্ৰছে । ঠিক করে ধর । জানালার কাচটা পুরো তুলে দে।

দিচ্ছি গুরু।
প্রবলেমের কথাটা ওনতে চাস ? তোকে বলেই বলছি।
বল না।
কাউকে বলবি না । বাবা রিসেণ্টলি এনিমি প্রপার্টির অনেক টাকা পেয়ে গেছে। কয়েক লাখ টাকা ।

এनিমি প্রপার্টি ? সেটা কী खिনিস ?
ষুস শালা ! ইস্টবেঙলে আমাদের মেলা প্রপার্টি ছিল না ?
ওঃ, সে প্রপার্টি !
সেই প্রপার্টি।
টাকা পেলে আর প্রবলেমের কী ?
আছে। টাকাটা আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হওয়ার কথা।
ঢোর ভাগে ক্ত পড়বে ?
ঠিকমতো ভাগ হলে अনেক । কিষ্খু হচ্ছে না ।
কেন ?
বাবারা যে চার ভাই । দলিল বাবার কাছে ছিল বলে নাবা পেয়ে গেছে। কিষ্তু টের পেয়ে আমার জ্যেঠতুড্তে ভাইরা অবজেকশন দিয়েছে।

গাড্ডা । কিষ্ভু তোর বাপ ঠিক বেরিয়ে আসবে । খচ্চর লোক ।
s্রুব মাথা নাড়ে । বলে, পারছে না। বশ্ৎ গাড্ডা। এখনকার আইনের অনেক প্যাঁচ। বাপের প্রপাট্চিতে মেয়েদেরও দাবি আছে। তাই পিসিরাও নেমে পড়েছে।

ঢোর বাপ তাহমে করছে কি ?
বাবা খুব ঙ্কেপে আছে । আমি ভেবেছিলাম এ টাকাটা হাতে পেলে কেটে পড়ব। একদম হাওয়া হয়ে যাবো।

কোথায় याবি ?
যেখানেই যাই, ডোর বাপের কী? צ্⺀ুব ধমকে ওঠে।
প্রশাষ্ত খিলখিল করে হাসে, ন্যাকড়াবাষ্ম শানা ?
ধ্রুব সিগারেটে একটা টান মেরে বলে, আরে বাবা, এ সেই বাড়ি থেকে পানানো নয়, আমার বাবাও সিরিয়াসলি চাইছে, আমি কেটে পড়ি।

মাইর্রি?
চাইবেই। আফ্টার অন হি ইজ এ লিডার । আমি থাকলে বাবার কন্ট্যাট্ট হেডেক। আমাকে কাটিয়ে मেওয়ার জন্য বাবা এক্টা অ্যারেনজম্ম্ট করেছিল । নাসিকে বাবার এক বহ্ধু আছে। তার

সঙ্গে আমাকে ভেড়াতে চাইছে বাবা । আমি বাবাকে বলেছি, রাজি আছি তবে লাখ দুই টাকা ছাডূন ।
দু লাখ! সে তো অনেক টাকা ! প্রশান্ত চোখ বড় করে ।
দূর শালা ! ঘরের টাকা নাকি ? বাবা তো এনিমি প্রপার্টির টাকাটা ফালতু পেয়ে গেছে। সেটা থেকেই দেওয়ার কথা ছিল घরের টাকা হলে বাবা রাজি হত নাকি ?

সে কেসটা তো বিলা হয়ে গেছে বলছিস !
হাঁ । দারুণ কিচান হচ্ছে । মামলা-টামলাও হতে পারে । তবে বাবাকে সবাই ভয় খায় বলে এখনো তেমন কিছু করছে না।

তোর বাবা পুরো টাকাটা ঠিক হজম করে দেবে । লিডাররা সব পারে ।
या বুঝিস না, জানিস না তা निয়ে কথা বলিস কেন ?
এ আর না বোঝার কী আছে গুরু ?
আছে । সম্পত্তিটা আসন্ল বাবারই ছিল । শেষ বয়সে দাদু বাবার নামে সব লিখে দিয়ে যায় । উইলের প্রবেটও আছে। কিন্তু উইল কেউ মানছে না বলে ঝামেলা। বাবা সকলের সঙ্গে नেগোশিয়েসন চালাচ্ছে, আ丬্মীয়দের বলছে, কিছু ছাড়ছি, তোমরা মেলা ঝামেলা কোরো না ।

তোর বাপকে সব দিয়ে গেল কেন ?
বাবা ছিল যাকে বলে ড্যাডি’জ ব্লু আইড বয় । সে অনেক কথা। আমদের ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার তোর অত জানার কী দরকার ?

প্রশাম্ত একটা হাই তুলে বলে, কে জানতে চাইছছ গুরু ? তখন থেকে তুইই তো ফ্যাচ ফ্যাচ বকে যাচ্ছিস। আমার মাথা ধরে গেছে। পাকিস্তানে তোদের ক’ পহার সম্পত্তি ছিল রে ? তোর বাপ লিডারী করে তার চেয়ে ঢের বেশি কামিয়েছে । ওসব বাত ছোড় ।

কামিয়েছে তো কী ? আমার বাবা সাফারও করেছে। হি ওয়াজ এ পোলিটিক্যাল সাফারার ।
প্রশান্ত আবার খিক খিক করে হেসে বলে, জানি বাবা জানি । ব্রিটিশ আমলে তিন দিন যে জেল (.খটেছ়ছ তারও এখন রবরবা । তামার তকমা পাচ্ছে, মাসে মাসে পেনসন । বিজঘুট্টি করবার । ওয়াঃ जग়!

य! $\ddagger$ মিহরির কি এক দর র শালা ? আমার বাবার নাম স্বাধীনতার ইতিহাসেও লেখা আছে ।

 (.बा সার, (.)্গার ড সার ।

প্রশাঁ্ত ঞকটু মাथ্য ৪লকে বাল, তা হতে পারে । তবে আমাদের ফ্যামিলিতে অত ঝুট ঝাম্লো নেই। ফালহ কেউ চুলকে ঘা করতে যেত না।

চামচা ফ্যামিলি ।
介িিক কथা। কিস্তু স্ট্রেট ফ্যামিলি । চামচা তো সবাই ডামচা । তোর ফ্যামিলিটা জগা খিচুড়ি, একটা চামচা, একটা বিপ্মবী, একটা কেক্রন তো আর একটা হাড় বদ্জাত।

সবচুয়ে বজ্জাত কেসনটা জানিস ?
কোনটা ?
লালটুদা ।
আরে বাবা! যে ল্লাকটা ইস্টযবঙ্গলে খেলত সেই না ?
সেই। এন ব্যাংকের অফিসার । সাপের পাঁচ পা দেখেছে ।
বহোৎ ঋনেপিনেওলা লোক মাইরি।
খায় । আবার খাওয়ায়ও। ওসব ঠিক আছে। কিষ্তু বাবার সড়ে যে সবচেয়ে বেশী লড়ে যাচ্ছে সে হল লালটুদী ।
 গাড্ডায় এসে গেছে।
 মিলেঙে।

డোখ বুজে মাছি তাড়ানোর মনে একবার হতত নাড়ে পুব। কোথায় যেতে হবে ড্রাইভার জানে। সুতরাং সে आর বাকি রাঙ্তাঢ মুথ খোেে না।

夕্বূ যখन जাদ্র কাनীঘাটের বাড়ির সামনে এসে টাাকসি থেকে নাচে তখনো তিনতলার একটা घরে আলো জলছে। অनেক রাত পর্যষ্য সেই ঘরে আলো জ্রলে।

याড়ির সামনে একদু বাগান আছে। ফ্টেক পেরিয়ে ছুকলে ঘোরানো রাত্তা। তারপর

 বর্তমান সমাজ বাবস্থায় ঢিকে থাকার মহো এলেম আছে।
 డেशারা। গায়ে এই শীতকালেও একট্টা ফর্সা গেঞ্জী আর భুতি। বয়স মাটের ওপরে হবে，কিষ্ুू বিপুল


आরে জগাদ ！
জগা এক ধরন্রে নিপ্পলক ঢোথে তাকে দেখছিল। এথন জগাকে ভয় পাওয়ার মচো কিছ্হ নেই夕্রুবর। তবে সে যখন ছোটো ছিন，এবং জগাদ মখন আরও কমবয়সী এবং আরও ম্বা丬্যবান তখন চড় চাপড়ান মাঝে মাঝেে গেতে হত। আশর্য এই，এ বাড়ির কাজ্রে লোক হয়েও জগাদার সেই अधिकाরে কেউ হস্ঠক্巾প করত না। এখন আর ভয় খায় না ধ্বূব，বরং পিছনে লাগে।

জগা বनলে，এতক্ষণ এলে ？
थूব রাত হয়ে গেছে নাকি ？צ্রু এবদু অবাক হওয়ার ভান করে বলে।
জগা মাথা নেড়ে বনে，ফুর্তির পকক রাত হয়ান মোটেই। কিষ্ঠু আজকের দিনটা রাত না করনেও পারতে।

कেন，आজ की ？
আজ को সে তে তোমারই জনার ক্থা।
 বলো তো！দুনিয়াট：গোমড়ামুখোয় ভরে গেল মাইরি।

জগা একাঁ চাপা গলায় বলে，জোরে কথা বলো না। বাড়িসুদ্ম সবাই জ্জেগে আছে।
কেন ？জেগে আছে কেন ？आমার বিচারসভা বসবে নাকি ？
সে কে জানে। তूমি ঘরে যাও। বেশী শষসাড়া কেরেো না।
यাচ্ছি বাবা যাচ্ছি। চত্থির্দিকে এত গার্জি্যান থাকলে বড় মুশকিন। তোমাকে এখানে খাড়৷ থাকতে বনেরে কে ？

কেউ বলেনি। ঢুমি ঘরে যাও．।
জগাদা，पूমি কি এখन্নে এবাড়ির চাকর？
জগা এবাু হাসে，ঢোমার कী মনে হয় ？
মনে হয় তুমি চাকর হয়েই জন্মেছ্ছে। এ জন্মে আর ম্বভাবটা ছাড়তে পারবে না।
ना হয় নাई পারनाম।
কেন পারহছ না ？ম্যাকিনেন বেরীভে ত্রম আট শো টাকা মাইনের চাকরি করো। বাগনানে


## মতো হাবভার কেন ?

চেঁচিও না, বলছি না, भবাই জেগে আছে।
ধ্রুব চট করে জিভ কেটে বলে, তাই তো । ভুলে যাচ্ছিলাম । আসলে তোমাকে লেখলে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারি না । পঞ্ণাশ বছরেরও বেশী এ বাড়ি তোমার রক্ত মজ্জা মেদ মাংস শুষে খেয়েছে । তোমার গায়ে, চরিত্রে, স্বভাবে স্ট্যাম্প মেরে দিয়েছে চাকর বলে। আমার চোখের সামনে একবার তোমকে সোনাজ্যাঠা চটিপেটা করেছিল । আজও তবে কেন তুমি এবাড়ির গোলামী করো তোমার তিতরে আগুন নেই ? বিদ্রোহ নেই ?

একতলার একটা লম্বা প্যাসেজ পেরোচ্ছিল তারা। অনেকগুলো সারিবদ্ধ ঘর । বেশীর ভাগই খালি এবং তালা দেওয়া । শেষ প্রাম্তের ঘরটায় আলো জ্বলছে । এ ঘরটাই ধ্রুবর । ধ্রুবর একার । তার বউ এ ঘরে থাকে না । এখন অবশ্য সে নার্সিং হোমে ।

জগা কথা বলছিল না। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল শুধু।
ধ্রুব নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জগার দিকে ফিরে বলল, ভাঙো জগাদা, ভাঙতে 刃ুরু করো ।
কী ভাঙবো
এ বাড়ির বনিয়াদ । হাতের কাছে যা পাও তাই দিয়েই ভাঙতে শুরু করো । বাড়ি ভাঙো, মানুষ ভাঙো, সিস্টেম ভেঙে উড়িয়ে দাও।

জগার কাছে এসব কথা নতুন নয় । বহুবার শুনেছে । পেটে জিনিস পড়লেই ধ্রুব একটু বিপ্ণবী হয়ে যায়। জগা হাত ধরে ধ্রুবকে ঘরে টেনে ঢোকালো । তারপর দরজাটা আবজে দিয়ে বলল,


¢ ${ }^{\text {r }}$ आ
צ্রুব प পা র্পাছ্যেয়ে যায়, কী যে চেঁচাও না মাথা ধরে যাচ্ছে ! চেঁচাচ্ছ কেন ? এমন কী বলেছি

যা বলেছো তা আর‘বলো না ।
কেন বলব না ?
জগা একটা গভীর হতাশার চোখে ধ্রুবর দিকে চেয়ে বলে, বউমার অবস্থা ভাল নয় । তার মানে ?
নার্সিং হোম থেকে একটু আগেই টেলিফোন এসেছে । ছোটোবাবু খবর পেয়েই চলে গেছেন ।
ধ্রুব চুপ হয়ে যায় । তার আর কিছু বলার থাকে না।

## u ৩ ॥

চোখের পলকে অবস্থাটা বুঝে নিয়েছিল কিশোরী রঙময়ী । মেয়েদের বাস্তববুদ্ধি একটু বেশীই দেন বিষাতা । রঙ্গময়ী বুঝেছিল, ওই বন্ধ কপাট ত্তার জীবনের সব সম্তাবনার পথে খিল তুলে দিল । সে ঝাপপিয়ে পড়ল বহ্ধ দরজার ওপর । চেঁচানোর উপায় নেই, করাঘাত করা বিপজ্জনক । দরজায় মৃদু কিল দিতে দিতে সে চাপা গলায় বলতে লাগল, দরজা খোলো, পিসি, দরজা খোলো ! ও পিসি...

নলিনীকাস্ত বজ্রাহতের মতো বসে অবাক চোখে দৃশ্যটা দেখছিল, কিছুক্ষণ সে বোষহয় মানুষ ছিল না, পাথর হয়ে গিয়েছিল । তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কী হয়েছে বলো তো ! কে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করল ?

রঙ্য়ী তখনো থরথর করে কাঁপছে । নলিনীকে তার ভয় ছিল না । সে জানত নলিনী নারীমুখী

নয় । মেয়েমানুষের প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই । রগময়ীর ঢের বেশী ভয় সমাজকে, কলক্ককে । কौঁপতে কौপতে ক্বরগ্রস্ত রুগীর গলায় সে বলল, পিসি, আমার পিসি । ওপাশে শেকল তুলে দিয়েছে ।

কেন ? বাইরে থেকে শেকল তুলে দেওয়ার মানে কী?
জানি না। आপনি দরজাটা খুলে দিন।
নলিनी অনুচ্চ স্বরেই কथা বলছিল । কিস্ডু সেই মৃদু স্বরও রাগে থমপম করে উঠল, এত রাতে তুমিই বা আমার ঘরে এলে কেন ?

রঈময়ী সেই রাগের আভাস দেখেই অপরাধবোধে কেঁদে ফেলল । ভাঙা বিকৃত গলায় বলল, आমি তো আসিনি । পিসি বলল, आপনার্র কিছু দরকার আছে কিনা জ্জিজ্ঞেস করতে। পিসি সঙ্গে এসেছিল ।

হঠাৎ নলিनीর মুখ রুদ্ধ রোষে টকটকে লান হয়ে গেল । বলল, তোমার পিসি?
शाँ, आমि কिছू জাनि ना।
নলিनी রাগলেও সেই রাগ রケময়ীর ওপর প্রকাশ করল না। চুপ করে দौঁড়িয়ে সষ্তবত পরিস্থিতিটা একটুস্মণ ভেবে নিল। তারপর হঠাৎ হাসল। তার হাসি বরাবর সুন্দর । অমলিন, সরল। मौতের ঝিকিমিকির ভিতর দিয়ে তার হদ্য় দেখা যেত ।

মাथাটা একট্ট নেড়ে সে বলল, এভাবে কি হয় ?
রগময়ী ভীত গলায় বলল, কী হয় ?
নলিনী মাথাটা আগের মতোই নাড়তে নাড়তে বলল, এভাবে হয় না। তোমার পিসিকে সুযোগমডো বোলো, এভাবে হয় না । তুমি বড় ছোটো, ঠিক বুঝবে না । তোমার পিসি ভুল করেছেন।

आপনি দরজাটা খুলে দিন ।
ভয় পেও না রঙ্গময়ী। চেয়ারটায় বোসো । দেখি আমি কী করতে পারি।
রগময়ী আর্ত গলায় বলল, পিসি দরজা বন্ধ করে দিল কেন ?
সেটা ডোমার পিসিকেই জিজ্ঞেস কোরো। তিনি যদি বলতে নাও চান তাহলেও ফ্মতি নেই রঙময়ী। বয়স হলে তুমি নিজ্ৰিই বুঝতে পারবে।

রঙময়ী হয়তো বুঝতে পারছিল, আবার পারছিলও না । কিশোরী বয়সের বয়ঃসপ্ধি। আলোআौধারির সময় । পিসি একটা অঘটন ঘটাতে চাইছে, টের পাচ্ছিল সে । কিষ্ডু কেন, তা ভেবে তার মাথা কৃল-কিনারা হারিয়ে ফেলছিল । এত রাতে একা পরপপুরুষের ঘরে কী করে পিসি ঠৈলে দিতে পারে তাকে ?

তবে নলিনীকে রঙময়ী জানত । এ পুরুষ বটে, কিষ্তু বিপজ্জনক নয় । না, কখাটা ঠিক হল না । নলিনী হয়তো বা বিপজ্জনকই ছিল । পরবর্তী কালে তার জীবনের একটা গোপন দিক প্রকাশ হওয়ার পর সেটা জানা গিয়েছিল। কিষ্তু সেই বিপদ মেয়েদের জন্য নয়, ইংরাজদের জন্য। তাই রঙময়ীর সেই রাতে ভয় করেনি । লজ্জা ও আ丬্মগ্গানিতে ফুঁিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে গিয়ে নলিনীর টেবিলের সামনে কাঠের চেয়ারে বসল ।

বুদ্ধিমান নলিনী দরজা খুলবার চেষ্টা করল না । শাম্তভাবে ফিরে এসে সেও বসল নিজ্জের চেয়ারে । রঙময়ী দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদছছ। নলিনী ধীর স্বরে বলল, দরজার পাল্মাটা খুব ভারী । জোর করে খুলতে গেলে শব্দ হবে। কাউকে তো এ অবস্থায় ডাকাও যায় না ।

রঙ্য়ী ভীত স্বরে বলল, তাহলে ?
তোমার পিসি খুব নিশ্চিষ্তে বসে থাকবেন না নিশ্চয়ই। এক সময়ে এসে ঠিকই দরজা খুলে দেবেন। ততক্ষণ আমাদের অপের্ষা করতে হবে ।

সে কতক্ষণ ？রসময়ী आকুল গলায় প্রং্দ করে।
নলিনী তেমনি ঝকবকে হাসি হেসে বলে，তোমার পিসির তো মাথায় গোলমাল। বিকারগ্রস্ত লোক। তিনি কখন এসে দরজা খুলবেন তা কে জানে ！হয়তো একা আসবেন না，সজ্গে লোক জুটিয়ে আনবেন।

লোক জোটবেন কেন ？
তুমি বড় বোকা রসময়ী। আমার যতদূর ধারণা，উনি তোমাকে আর আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছেন ।

## সर्বनाশ！

নলিনী মাথা নেড়ে বলল，কিছু সর্বনাশ নয়। চিত্তা কোরো না। বসে বসে বই পড়ো বরং। কী পড়বে？বক্কিম ？

রস্ময়ীর বই পড়ার মতো মনের অবস্থা নয়। সে মাথা নেড়ে জানাল，বই পড়বে না। তাহলে কী করবে ？
বসে থাকবো। ওই জানালাটার শিক ভাঙা যায় না ？
यায় । তবে তার জন্য একটা ছোটোখাটো হাতি লাগবে। দেখছো তো，কী মোটা শিক！
রभময়ী ভারী হতাশ হয়ে আবার মুখ ঢাকল। खোঁপাতে লাগল।
নলিনী এবার আর তাকে বাধা দিল না। কাঁদতে দিল। নিজে যে বইখানা পড়ছিল সেটা ফের তুলে নিয়ে চঞ্চলভাবে পাতা ওন্টাতে লাগল। কিষ্ডু পড়ার মতো মনের অবস্থা নয় । একসময়ে বইটা টেববলে রেখে শাষ্তভাবে রসময়ীর দিকে চেয়ে বলল，মানুষের মনের নোংরামি দেখলে আমার
 （．アन बलো © ঢা

র়भময়ী की জবাব দেবে ？তার \｛্পাস কनকপ্রভা থারাপ না ভাল তা সে কখনো বিচার করে দের্খেন। প্পাস \｛িসিই। কোল্েপিঠঠ করে তাদের মানুষ করেছে। আদরে সোহাগে শাসনে। অপ্ধাচারী বিধবা। তার বিচার র্গময়ী কি করতে পারে ？তাই কथাটা তার কানে লাগল। কিষ্ুু পিসির পল্ক হয়ে তো কিছু বলারও নেই। তাই চুপ করে নখ দিয়ে টেবিলক্কথের এমভ্রয়ডারির একটা যোঁড় খूँট্টে লাগল সে।

নলিনী উटে চঞ্চল পায়ে পায়চারী করতে করতে বলল，তোমার পিসি এর আগে আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাবও এনেছেন । আমি তौকক অনেক বুঝিয়ে বলেছি，বিয়ে করা আমার পক্সে সষ্ভব নয় । আমি কখনো নারীচিষ্তা করি না，সংসারধর্ম পালনের বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই। তোমার পিসি সেটা ওনেছেন，কিষ্তু বিপ্ধাস করেননি।

এ কथা ওনে রুময়ীর মরে যেতে ইচ্ছে করছিল নজ্জায়। পিসি তার অজাণ্তে এত কাબ করেছে， সে জানত না। টেবিলের দিকে আরো ঋুকে পড়ল সে ।

নলিनী বলল，তিনি তাবলেন আমি বোধহয় গরীবের মেয়ে বলেই তোমাকে বিয়ে করতে রাজি নই। আশ্চর্य ！গরীবিয়ানা তো একটা অবস্থার ভেদ মাত্র। নিত্য পরিবর্তনশীল সমাজে ধনী ও দরিদ্র কারো স্ছায়ী পরিচয় তো নয়। তা ছাড়াও একটা কथा আছে রभময়ী।

রभময়ী এক পলক তাকাল নলিনীর দিকে। তারপর আবার মুখ নামিয়ে নিল।
নলিনী পীর স্বরে বলল，তোমাকে বা আর কোনো মেয়েকে আমার কোনোদিনই বিয়ে করার সষ্ভাবনা নেই। আমি ভিন্নতর এক কাজে ব্যাস্ত। কিষ্তু তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

রসময়ীর বুক কौ⿻丷木ছিল । ভয় সব সময়ই অজানাকে ঘিরে। সে তো জানে না নলিনী কী জিজ্ঞেস করবে। সে শক্ত হয়ে রইল।

নলিनी জিজ্ঞেস করল，তুমি কি করো প্রতি আসক্ত রঙময়ী？



নनिनी क্রার্র মুখের দিকে তীক্ক চোেে চেয়ে ছিন।
रुभมस़ी घाथा नেড়ে জনাन, ना।
 भारহ् ना। এমन कि रচে পार大 ?

কোমাকে যজ্রণা দেওয়ার জন্য বলছি না। आমি বলছি, কোো মেয়ে यদি কোনো পুরুষের প্রতি
 यमि বিবাश সষ্ষব नাও হয় তরে অना কোনো পুকুষকেও তার গ্রহণ করা উচিত নয়।
 লোনা। সেই ব্য়ঃসষ্ধির সময্যে তার কোনো বোধ্বৃদ্ধিই পরিণত ছিন না। মনে একটা आলো-আौধার্রির आবহাওয়ায় কত চিষ্তার ঘবি ভেসে ভ্যে। সতা বটে, সেই বয়সে যখন তার

 গোপন কथा जো আর কারো জাनা সষ্ষব ন নয়







 वোধহश्र जर्夭यामी।
















যে সে করে ।
রঙময়ী উদগ্রীব হয়ে বলল, কী काত ?
 বালবিষ্বার বড় কষ্ট।



 একবার মাত্র ভাত থায়, আচার বিচার মেনে চনে। সে র্পটান মাথে না, সাজ্ে না । কিষ্ֶ তব্ব তার দৃবল ছপানো শ্যেবনও তো ক্রিয়াশীল। তার খাজনা মেটাত পিসি কোনো পश্ছ নিয়েছে কি ?
 কাজ করেছে।
 হয়জো এই বাড়ি থেকে তাড়িয্যেও দিত্ত পার্র। অন্তত কনকপ্রতাকে তো বটেই।

রหময়ী এই দিকটা ভেবে ল্রেথে। নनিনী পরোপকার করে বেড়া়, দেশের কাজ নিয়ে বাস্ত थাকে, কথলো জমিদারের মরো বাবহার করে না কারো সক্শে । এ সবই ঠিক। কিষ্ধু তুু লে তে এই

 विभि...


 आমি পिসিকে বनব।

বनে লাভ নেই। বननाম না, ঢোমার পिসির মাথার ঠिক নেই। एট করে আবার হয়জো আর जকাঁ বিभজ্জনক কাত করে বসবে।
 পिসिক্কে ভাবচে भाরেन নा?

 উঠ্ঠিছি হঠাৎ।

 মের্যে। বৃদ্পিও রাখো।

रभมয়ী বায়না ধরার গनाয় বলन, নा। आগে বলুন, आপানি याবেন ना!
 পারে।
 পिসিি কथা বাবাকে বলে লেবো। বাবা বকে గ্রেবে।

নनिनी বলन, अত কিদ্ড করতে হবে না।
তাহলে বলুন, आপনি यাবেন না।

আল্গে তুমি একটা কথার জবাব দাও । তোমার পিসিকে আমি মা বলে ভাবতে পারি না একথা তোমার মনে হল কেন ?

রঙ্গয়ী লজ্জায় অধোবদন হয়ে বলল, आমি সেভাবে বলিনি।
তহলে কীভাবে বলেছো ?
आমি কিছু ভেবে বলিনি। হঠাৎ কথাটা মুখ দিয্যে বেরিয়ে পড়ল ।
নলিনীর উজ্জ্জল চোখে কৌতুক খেলা করছে। সে নঘু গলায় বলল, না কি আমার কথাটা তোমার বিষ্বাস হয়ানি ! आমি পৃথিবীর সব মেয়েকেই মা বলে ভাবতে পারি এটা অবশ্য অনেকেরই কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয় ।

রঙময়ী তখন শীতের মধ্যেও ঘামতে শুরু করেছে।
নলিনী অবশ্য আর ঘাঁটাল না । একটা হাই তুলে বলল, কনকপ্রভাও তাই ভাবে । মেয়েদের প্রতি মাতৃভাবটা একটা ভড়ং মাত্র। কনকপ্রভা মা ডাক শুনতে ভালবাসে না।

রঙ্গময়ী চুপ।
নলিनী বলল, এবার घরে গিয়ে खুয়ে থাকো গে যাও।
রঙ্গয়ী বলল, যাবো ? দরজা যে বষ্ধ।
নলিনী মৃদू হেসে বলল, বহ্ধ ছিল। এখন আর নেই। তোমার পিসি বোষহয় দরজায় শিকল তুলে এতক্ষণ কান পেতে আমাদের কথা থ্ছিল । তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি দেখে এইমাত্র শিক্ খুলে চলে গেছে । তुমি শব্দ পাওনি, কিস্তু আমি পেয়েছি। খালি পায়ে সে যে বারান্দা পেরিয়ে চলে গেল তাও টের পেয়েছি।

রঙ্গময়ী উঠে দौড়াল । দরজার কাছে গিয়ে পাম্পা টানতেই সেটা থুলে এল । রঙ্গময়ী একদু দ্বিধাজড়িতভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, যাই ?

যাও।
আর আসবো না কথনো ?
आসবে না কেন ? তবে রাতবিরেতে নয় ।
রঙ্গময়ী ষীর পায়ে বেরিয়ে আশ্তে আশ্তে চলে এল घরে । পিসির সজ্ছই এক বিঘানায় সে শোয় । বিছানায় পিসি ওপাশ ফিরে তয়ে ছিল । রঙ্গয়ী লেপ দিয়ে মুখ তেকে চুপ করে জেগে পড়ে রুইল বিছানায় । ঘুম আসার কথা নয় সহজ্জে । তুয়ে তুয়ে টের পেল, পিসি কঁদছে। ফুলে ফুলে ।

রঙ্গময়ী কোনো প্রশ্ম করল না। তার চোখও তখন ভেসে যাচ্ছে জলে।

আর্জ ঘোড়ার গাড়িতে হেমকাষ্তর মুখোমুখি বসে রঙময়ীর সেই রাতের কথা মনে পড়ে । খধু আজ নয়, এতদিন ধরে প্রায় রোজই কখনো না কখনো সেই অদ্খুত রাত্রিটির স্মৃতি এসে হানা দিয়েছে।

নির্জন সঙ্ধ্যা । ব্রহ্মপুরত্রর ওপর প্রগাঢ় কুয়াশা জনে আছে। নদীর ধার দিয়ে ইঁট-বौौানো এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি চলেছে। কুয়াশায় মাঝে মাঝে। রাস্সর পাশে বড় বড় গাছের ছৃতুড়ে চেহারা দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায় । জোনাকি পোকাব ফুলঝুরির মতো থোকা থোকা আলো ছাড়া নদীর দিকটায় আর কোনো আলো নেই। কুয়াশা না থাকলে নদীর ওধারে শম্ভুগঞ্জের পতিত জলা জমিতে দপদপিয়ে উঠতে দেখা যেত আলেয়ার অদ্টুত আলো । জলে পাট ও মুলি বौঁশ পচহে । তার কটু গক্ধে বাত্তাস মম্থর । এই ব্রদ্মপুত্রেরই কোনো বौকে নন্নিনীর প্রাণহীন দেহ পাওয়া গিয়েছিল । সেও কবেকার কথা। তবু মনে পড়ে।

র্গময়ী তার পাশের জানালাটা তুলে দিল । উত্তুরে ভয়ংকর বাতাস আসছে। হেমকাষ্ত জানালা তুলবেন না । বঙ্ধ কপাট, বক্ধ জানালা হেমকাম্তর সহ্য হয় না । अস্থির বোধ করেন তিনি। আজ

অস্থিরতা কিছু বেশী। যদিও তাঁর দেহখানি নিস্পন্দ এবং স্থির, চোখ বাইরের কুয়াশাচ্ছ্ন অক্ধকার नিসর্গে মম, তবু তাঁর অস্থিরতা টের পায় রঙময়ী। বড় বেশী স্বাবলম্বী এবং ততটাই অসহায় এই একটি মানুষ।

কালীবাড়ির গায়ে কতগুলো দোকনের আলো ঝলমলিয়ে মিলিয়ে গেল। গাড়ি বौঁক ফিরছে। নদী চলে গেলে চোথের আড়ালে।

হেমকাস্ত মুখ ফেরালেন। বললেন, না এলেই ভাল হত।
রঙময়ী মাथा नেড়ে বলে, ভাল হত না। তूমি শক্ত হও।
হেমকন্ত্ত শক্তু হলেন কিনা বলা শক্ত তবে চুপ করে বসে রইলেন। ন্দমার গক্ผের সজ্সে ঘোড়ার গায়ের গা্ধ মিশে বাতসটা কিছ্ন ঘোলা। ওডিকোলোনে ভেজানো র্মমালটা পকেট থেকে বের করে নাকে চেপে ধরলেন হেমকাণ্ত ।

অন্ধকারে হেমকান্তকে শ্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবু রগময়ী মাঝে মাঝে অস্প্ষ্ট হেমকাষ্তর মুখের দিকে চাইছে। বড় দুর্বল এই মানুষটি। আবার খুবই আষ্খনির্ভরশীল। রभময়ী আর কোনো পুরুষমানুষ দেথেনি হেমকান্তর মতো, যার চরিত্রে এমন বিপরীত সব খাাবनী আছে।

সে বলল, আমরা এসে গোছি। শোনো, আমি গাড়িতেই চুপ করে বসে থাকব। ভুম্মি গিয়ে কোকাবাবুকে দেখে এসো ।

এका ?
একা কেন ? ও বাড়িতে এখন গিজগিজ করছে লোক।
তুমি তো যাবে না।
आমি সহ্গে না গেলেই कि তूমি একা ?
তা বটে।
রभময়ী মৃদু শব্দে হেসে ফেলে । রলে, লোকে হয়তো কিছু বলবে। আমার না যাওয়াই ভাল ।
সহিস নেমে এসে দরজাটা খুলে ধরে আছে। হেমকাচ্ত ধীরে ষীরে নামলেন।
কোকাবাবুদের বাড়িটা প্রকা । সামনে মস্ত ফ্টক, নহবৎথানা। ভিতরে বাগান। তারপর পুরোনো আমলের দুই মহনা বাড়ি । ষটক আজ शौ श゙ করহে থোলা । ভিতরে অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আহে। কিষ্ভু ভিতরে গাড়ি ঢোকাতে আগে থেকে সহিসকে বারণ করে রেখেছিলেন হেমকাষ্ভ। কিষ্ঠু এখন গাড়ি থেকে নেমে তাঁর দ্বিফা এবং জড়তা দেখা দিল।

গাড়ির জানালা দিয়ে নির্নিমেষ চোথে দৃশ্যটা দেখতে থাকে রস্গময়ী। ফট্ট দিয়ে হেমকাণ্ত ভিতরে पুকছে। এক হাতে কৌচাটি ধরা । ঢুকবার আগে বার দूই ফিরে তাকালেন। হাতে ছড়িটা
 দিবাকাষ্তি হেমকাষ্তকে খুবই অভিজাত দেখাচ্চে, তবু তাঁর ভাবভগ্গিতে আজ সহজ স্ব'ভাবিক ভাবটি নেই। বড় বড় গাহপালায় ভরা বাগানটার মধ্যে মিলিয়ে গেলেন হেমকাষ্ঠ।

রসময়ী তবু যাত্রাপথের দিকে बেয়ে রইল। बোথে কোনো দৃষ্টি নেই। চোখ স্মৃতিভারাক্রাষ্ত । বহুদিন আগেকার একটা দ্শ্য দেখছে।-

সুনয়नী বাপের বাড়ি যাবে বমে ঘাটে বজরা তৈরি । সাজ শেষ করে সুনয়নী এসেছে বিঞ্গহ ভ্রণাম
 অভ্যাসবশে হাত বাড়াল। তামার পাত্রাট হাতে দাঁড়িয়ে ছিল য্রছময়ী। मिতে গিত্যে কী কাব্রণে কে জানে এক ঝলকক পড়ে গেল মেঝেয়ে।

সूनয়नी উপুড় হয়ে আচচনে মেঝেটা মুহে নিয়ে বলन, शাত কেঁপে গেল ঠাকুরঝি?
রऊময়ী তটস্থ হয়ে পড়ল। সে জানে তার হাত কাপেনি । यদি কৈঁপে পাকে তবে তা সুনয়নীরiই হাত্ত। কি্্ু সে কিছু বলল না।

সুনয়নী উঠে দাঁড়িয়ে রঙ্গময়ীর চোথে চোথে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইন একইুফ্মণ ; বলতে নেই, সুনয়नী ডাকের সুন্দরী। চোথ দুখানা বড় বড়। अনেকক্巾ণ সেই দूখানা বড় বড় চোখে চেয়ে নিঃশেষ করে দেখল সে রжময়ীকে। তরপর একটা শ্যাস ফেলে বলল, তোমার সজ্গ পারলাম না।

की পারলে না ?
তোমার সঙ্গে কি পারা যায় ? রগময়ী কত রগ্গ জানে।
রभময়ী হতবাক্, বিব্রত, কুঠ্ঠিত। বলল, কী বলছো তুমি ?
বেরোবার সময় কর্তাকে বললাম, ওগো যাচ্ছি, ভালমতো থেকো। উনি কী বললেন জানো ? বললেন, ও নিয়ে ভেবো না। রभময়ী তো আছে।

রभময়ী अপ্রতিভ रয়ে একটু হাসল, এই কथा!
এই কথাটুকু বড় কম নয়। অনা বউ হলে এই ব্যাঙের গর্ঠ থেকেই চাং মাছ বের করত। যাই, দুজনে রইলে কিষ্ঠু।

এই রহসাময় ইগ্গিত সেই প্রথম নয়। আগেও তুনেছে রঙ্ময়ী। বহৃবার, নানা প্রসন্গে। গায়ে মাথেনি।

সেদিন মাখল। <ড় লজ্জা হল, ঘেল্না এল নিজ্ের ওপর।
সেইদিনই বিকেলবেলা হ্মেেকান্ত একা বসে ছিলেন তাঁর কুঞ্জবনে ভাঙা গাড়িটার পাদানিতে। রऋময়ী হানা দিল সেখানে।

শোনো, তোমার সস্গে অ;মার কথা আছে।
বলো রभময়ী, বলোে। ছুদয়ের অবারিত দ্বার থুলে দাও।
তখন হেমকাম্ত ওরকমই ছিলেন । কখনো কখনো তরল আবেগ বেরিয়ে আসত, চটুল ইয়াক্কিও করতেন মাঝে মাঝে।

রभময়ী ভূ कুঁচকে বলল, হঠাৎ এত খুশি-খুশি ভাব কেন ? বউ বাপের বাড়ি গেছে, এথন তো তোমার বিরহদশা চলার কথ্য।

হেমকাষ্ত মৃদু হেসে বলনেন, তা বটে। তবে কি জানো, মাঝে মাঝে একটু বিপ্রহ ভাল। বউ সবসময়ে কাহে থাকলে কেমন একঘেয়ে লাগে।

তा তো বুঝলাম। কিষ্ভু আমার बীবনটাকে -্ালিয়ে পুড়িয়ে খাক করছো কেন তুমি ?
आমি! হেমকাষ্ত বিস্মিত, ব্যপ্টিত।
ডুমি নও তো আর কে ? বউঠান আজ বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় সেইসব ইশারা ইগ্গিত করে গেল।

কোন সব ?
তোমাকে আমাকে নিয়ে. মাঝে মাঝে যা রটে।
সুনয়नী তো সেরকম নোংরা মনের মেয়ে নয়।
আহা গো ডোমার বউকে নোংরা মনের बেয়ে বলেছি নাকি ? সে কেমন তা আমি ভালই জানি। সেভাবে সে বলেওনি। একটু রসিকতা করেছে। কিষ্ঠু কথাটা আমার আজ লাগল খুব।

হেমকাষ্ত বিব্রত মুখ করে বলে, কিষ্ভু আমি তার কী করব বলো তো ? সুনয়नী এলে• বরং-
কী বুদ্ধি! বউয়ের কাছে বলবে যে রস্भময়ী তার নামে নালিশ করেছে ? বললে আমার সুখ খুব বাড়বে বুঝি ?

তাহলে কী করব ?
আমকে দূর করে দাও। সেটাই ভাল হবে।
তোমাকে দূর করার আমি কে ? দূর করবোই বা কেন ?
লোকে মিথ্যে রটাবে আর আমি তাই মুখ বুজে সয়ে যাবো চিরকাল ? আমার নামে কেন এত

মিথ্যে রটননা হবে বলো তো!
হেমকান্তর মুখ ওুকয়ে গেল ভয়ে। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, রাগ কোরো না রжময়ী। লোকের কথা প্রাঙ্ - নেই।

রক্গয়ীর সেদিন বড় জ্যালা করছিল বুক। নলিনীর ঘরে পিসি কনকপ্রভা সেই যে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল এক রাৰএ তার জের সহজে থামেনি। কিছু কান ও চোথ জেগে ছিল ঠিকই। নলিনী যে তাকে মা বলে ডডকোছল তা কে বিশ্ধাস করবে ? কেবল যুবকের ঘরে নিঔতিরাতে এক কিশোরীর অভিসারটাই ধরে নিয়েছছল লোকে। পাঁচকান হয়ে সে কথ্থ রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে গেল। বিনোদচন্দ্র বएু চেষ্টা করেও মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ জোগাড় করতে পারলেন না আর। টাকার জোর থাকলে কলক্কের ওপর চুনকাম করা যেত। দুর্ভাগাবশে বিনোদচন্দ্রের তাও নেই। নলিনীর মৃতুর পর রभময়ীকে আজকাল জড়ানো হয় হেমকান্তর সঙ্গে ।

রঙময়ী বলল, লোকের কথা না ধরলেল ত.তামাদের চলে, আমি গরীবের মেয়ে, আমার চলে না । आম काल (থ<ক आর ৷.৬ামাদের খরদোরে যাবো না।

गात्ज न
না। यর্ডদন বউخান নেই তর্তদ্দন না।
লোকে কী বলে রঙময়ী ? তোমার আর আমার মধ্যে ভালোবাসা আছে?
তাই বলে, লোকে তো জানে না যে, কথাটা কত বড় মিথ্যে !
ব্যাথিত ও বিমর্ষ হেমকান্ত উঠে দাঁড়ালেন। শরবিদ্ধ হরিণের মতো কাতর একটা শব্দ করে বললেন, आমার বুকের বাঁ দিকটা বড় ব্যথা করছে রঙময়ী। আমাকে একটু ४রে নিয়ে ঘরে পৌঁছে माও।

## ロ 8 n

খবরটা কতখানি ুুরুতর তা বুঝতে খানিক সময় নিল ধ্রুব । ফ্যালশ্যান করে জগার মুখের मिকে কিছূক্ম চেয়ে থেকে বলল, মরে গেছে?

ना। उবে অবস্গা थুব খারাপ ।
কতটা খারাপ ?
आমি অত জানি না। उবে বাবু ফিরে এলে তাঁর কাছে গিয়ে তনে আসতে পারো।
তুমি आসল খবরটা লুকোচ্ছে না তো!
আরে না। তেমন খারাপ খবর হলে কি আর বাসা এত হুপচাপ थাকত ?
রেমির বাপের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে ?
श゙ं, তারা সব নার্সিং হোম-এ আছে।
আমারও কি একবার যাওয়া দরকার ?
জগা বনে, গেলে বোধ হয় ভানই করতে। তবে তোমার যা অবস্থা দেখছি তাতে গিয়ে আবার একটা কেলেংকারী বাধধাবে। তার চেয়ে রাতটা কাটিয়ে দাও। সকালে যেয়ো

उতদ্মণ यमि রেমি না বাঁচে ?
আমরা ঢো থবর নিচ্ছিই। লহু টেनিফেনের সামনেই বসে আহে। তাছাড়া গেনেও সেখা করতে তো আর পারবে না। দেখা করা একদম বারণ করে দিয়েছে ঢাজার।
s্রুব একটা চেয়ারে বসে পড়ে।
খুবই চিষ্তিতভাবে দু হাত জড়ো করে তাতে ঋুতনির ভর রেথে কিছুদ্মণ শুন্য চোথে চেয়ে थাকে সামনের দিকে। তারপর বলে, তুমি आজ রাতট̈া আমার ঘরে শোেে জগাদা ?

কেন ?
শোও না, থবরটা শোনার পর থেকে গাটা কেমন ছমছম করছে।

জগা অবাক হয়ে বলে, কিসের ছমছম?
রেমি আমাকে পছন্দ করে না, জানোই তো । यদি আজ রাতে রেমি মরে যায় তরে ঠিক ওর ভূত আমার গলা টিপতে আসবে।

জগা কানে আঙুল দিয়ে বলে, ছিঃ ছিঃ, এ কী কथা তোমার মুখে ! অমন অলুদ্ষণে কথা বলতে आஜে ?

भ্রুব বनে, তूমি জানো না তাই বলছ। उ যে আমাকে কী ভীষণ ঘেম্মা করে।
তা বলে জ্যাষ্ত মানুষটাকে ভৃত বানাবে ?
पूমি শোবে কিনা বলো।
শোবোখন। কিষ়্ু তোমরা লেখাপড়া শিখে কী হলে বলো তো!
צ্রুব বিবর্ণ মুখে একাঁ কাঠ-কাঠ হাসি হেসে বনে, বই-পড়া বিদ্যে জীবনে কোনো কাজে লাগে না। এ তো জানোই জগাদা । থিওরেটিক্যালি আমি ভূতে বা ভগবানে বিষাস করি না, কিষ্ঠু ইন প্র্যাকটিস অন্য ব্যাপার।

তাই তো দেখছি। রাতে কিছু খােে তো ? নাকি খেয়ে এসেছো?
খাওয়া ? ও বাবা খাওয়ার কथা ভাবতেই পারি না।
রাতে তো প্রায় দিনই খাচ্ছে না। কাজটা ঠিক হচ্ছে না। শুকিয়ে যাবে।
צ্রুব ঠ্যাং ছড়িয়ে বলে, তুমি বরং আলমারিটা খুলে দেখ। একটা ব্যাত্রির বোতল আছে। চার আঙুলের মতো তেলে দাও।

खগা চোখ গোল করে বলে, আরো খাবে ?
নইলে ঘूম আসবে না। अমनिতেই আজ নেশা জমেনি, একটা হুজ্জোত বেৰেে গিয়েছিন। তারপর রেমির এই থবর।

ध্রুব মাছি তাড়ান্োর মতো হাত নেড়ে বলে, সে অনেক ব্যাপার।
বাবুর নাম তুমিই ডোবাবে।
भ্রুব মুখের একটা বিকৃতি ঘঢ়িয়ে বলে, কেন, সৌা বাবা নিজে পারে না ?
তার মানে?
या সব করে বেড়াচ্ছে তাতে নিজের নাম নিজেই ডোবাবে। ছেলের দরকার হবে না।
জগা অত্যষ্ত গষ্টীর গলায় বলে, আজ को হয়েছিল ?
কালুর দোকানে একটু গখগোল, তেমন কিছ্ন নয় ।
কতটা গঞগোল ?
বলलाম তো। বেশী নয়।
দেখ কুট্রি, আমার কাহ নুকিও না।
ধ্রুব হঠাৎ উঠে তার ট্রাউজারস ছাড়তে ছাড়তে বলে, পায়জামাটা কোথায় দেখ তো। শোবো। মাথা ঘूরছ़।

জগা কথাটার জবাব দেয় না 1 তবে একষরনের বিপজ্জনক জ্রলজুলে চোথে s্বুরর দিকে চেয়ে বলে, या কিছू কার বেড়াচ্ছে তা বাপের খুঁটির জোরেই। না হলে এতमিনে কয়েকবার জেল ঝেটে आসতে হত, তা জানো ?

צ্রুব ছাড়া প্যান্টা একটা লাथि মেরে উড়িয়ে দেয়। সেটা গিয়ে দরজার কাত্ পড়ে। গায়ের औढো পুলওভারট খুनতে গিয়ে বগলের কাছ বরাবর আটকে গেল। জগার দিকে ঘুরে সে বলে, একটু টেনে খুলে দাও তো

জগা একটা প্রকাত হাত বাড়িয়ে একটা হাঁচকানটান মেরে সোয়েটারটা থুনে আনে। সোয়েটারটা

থুলে আসে বটে, কিষ্তু হাঁচকা টানে টাল খেয়ে অবলম্বনহীন ধ্রুব দूটো হাত ওপর দিকে তুলে অসহায়ভাবে পড়ে একটা কাতর শব্দ করে। জগা হাত বাড়িয়ে তাকে আর একটা ছাঁচকা টানে তুলে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলে, বাপের নাম বংশের নাম ডোবাতে এ বাড়ির ছেলে হয়ে তোমার লজ্জা করে না, কিষ্তু আমরা চাকর হয়েও তোমার কাতু দেখে লজ্জা পাই।

乡্রুব একটু হাঁফাচ্ছিল। মাথাটা দু হাতে চেপে ধরে বলল, ওঃ। এত কথা বলো কেন ? একটু ব্যাণ্ডি দাও, নেশাটা পুরো না হলে আমার মাথাধরাটা ছাড়বে ন্া।

চাবিটা দাও।
কিসের চাবি ?
লোহার আলমারির। তাইতেই তো ব্রাগ্ডি আছে বললে।
ওঃ সেই চাবি। ওই চেস্ট অফ ড্রয়ার্সের ওপরের ড্রয়ারটা দেখ।
জগা গিয়ে ড্রয়ার খুলে চাবিটা বের করে নেয়। তারপর ধ্রুবর দিকে চেয়ে বলে, आমি यাচ্ছি। খেয়ে আবার আসব। ততঙ্ষণ চুপচাপ বসে থাকে।

צ্রুব তাড়াতাড়ি ওঠার চেষ্ঠা করে । কিষ্তু পারে না । জগা দরজা খুলে বেরিয়ে যায় । বাইরে থেকে দরজাট টেনে দেয় সাবধানে।
s্রুব আতক্কিত চোথে দরজাটার দিকে চেয়ে থাকে কিছুদ্মণ। অবোধ দৃষ্টি । তারপর ফাঁকা ঘরটার চারদিকে চায় । হঠাৎ থুব শীত করতে থাকে তার । নাভির কাছ থেকে একটা কौপুনি উঠে আসছে । সে গিয়ে কাঠের ওয়ার্ডরোব খুলে একটা ধোয়া পায়জামা বের করে খুব কচ্টে পরে নেয়। গায়ে একটা আলোয়ান জড়ায়। ওারপর দরজা খুলে বেরোয়। আশ্তে আশ্তে দোতলার সিড়ি ভেঙে উঠতে থাক । त্লশাটা খुব একটা টের পাচ্চ না এখন।
 ডেস্ক আর রিভম্নতিং চেয়ার। একটা ডডভান এবং তার সামনে একটা টুল। বসবার জন্য আরো গোটা চারেক গ্গাদ ঈটl .েয়ার রয়েছে। কয়েকটা টেবিলে রয়েছে বাঁকুড়ার ঘোড়া থেকে শুরু করে

 ऊবে মুথচোখ তার সবসময়েই ভীষণ সিরিয়াস এবং বিরক্তিতে ভরা। সে যে হাসে থুবই কম তা তার মৃখের দিকে. একবার তাকালেই বোঝা যায় । বোঝা যায়, এই পৃথিবী বা এই মানবীজল্ম সে একটুও পছন্দ করছে না।

צ্রুব ঘরে पুক্তেই লতু চোখ তুলে চাইল।
প্রুব তার বোন লতুকে যে ভয় পায় তা নয়, কিষ্ভু এর সামনে সে একদ্টু অস্বত্তি বোষ করে। মেয়েটে যেন কেমনতরো। তাছাড়া রেমির সহ্গে লঢুরইই ভাব কিঘूটা গা়়।
s্রুব শীতে কौপছিল। সেই কौপুনি তার গলাতেও প্রকাশ পেল, কিড্ম খবর আহে নাকি রে লতু ?
লতুর গলা খুবই নির্বিকার। বলে, অবস্থা ভাল নয়।
কী হয়েছে ? আজ বিকেলেও তো নরমাল ছিল।
হেমার্জ। অপারেশন করা হতে পারে।
आমি এবদু বসব এখানে ?

একটু আগে । বলে ধ্রুব টেবিলের ওপর টেলিফোনটার দিকে ইশারা করে বলে, কতত্মণ আগে লাস্ট থবরটা এসেছে ?

आ४ घवा।
কে ফোন করেছিল ?

বাবা।
को বलन ?
ওই তো या বললাম। তুমি_গিয়ে শুয়ে থকো না। আমরা থবর নিচ্ছি।
কেন, आমি এখানে বসে থাকলে কি তোর অসুবিধে হবে ?
না, তা হবে কেন ?
তবে ? ফোনটা আমকে দে, আমি একটু কথা বলব।
লতু টেলিফোনটা ঠেলে এগিয়ে দিয়ে বলে, বলতে পারো, তবে লাভ নেইই। বাবা ওখানে আছেন। খবর কিছু থাকলে উনিই টেলিফোন করবেন বলেছেন ।

ধ্রুব তবু টেলিফোনটা তুলে নেয় । লতুর দিকে চেয়ে বলে, নারসিং হোমের নমবরটা বল তো ।
লতু জবাব দেয় না, একটা প্যাড এগিয়ে দেয়। তাতে লাল পেনসিলে নমবরটা লেখা।
ডায়াল করতে করতেই দ্রুব টের পায়, সে কোনো খবর জানতে চায় না। রেমির জনা চিস্তা করার অনেক লোক আছে। রেমিকে নিয়ে যে উদ্বেগ ও ব্যস্ততা চলছে তার মধ্যে নিজেকে ভেড়াতেও সে চাইছে না। সে চাইছে এই সময়টা একা ঘরে বসে ভয়ংকর সব চিন্তার আক্রমণ থেকে কিছুক্ষণ দৃরে সরে থাকতে।

একটা মোটা গলা নারসিং হোমের নামটা উচ্চারণ করল ওপাশ থেকে।
צ্রুব থুব দায়িত্বশীল এবং উদ্বিগ্ব স্বামীর মতোই বলল, রেমি চৌধুরির কনডিশন কেমন ? কেবিন নমবর ফাইভ।

একটু ধরুন।
কিছুর্ষণ চুপচাপ।
তারপর তাকে চমকে দিয়ে ভারী গলাটা বনে, গ্যালো ।
বলুন।
কনডিশন একই রকম।
অপারেশন হবে ?
হাঁ। ওটিতে নিয়ে যাওয়া হবে কিছুঙ্মণ বাদে।
খুব চিন্তার কিছ্ আছে কি ?
ডাক্তররা বলতে পারেন। আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।
ডাক্তার মজুমদারকে একট্ট দিতে পারেন টেলিফেনে ?
উনি এখন ভীষণ বিজি।
আচ্ছা তুনুন, রেমি চৌধুরির একটা বাচ্চা হয়েছিন আজ বিকেলে। সেই বাচ্চাঢা কেমন আহে ?
বাচ্চা ভাन आছে।
আর ইউ সিওর?
शाँ।
থ্যাক ইউ।
এতঝ্ষণ লতু একবারও দাদার দিকে তাকায়নি । বই পড়ছিল। এবার তাকিয়ে একটা হাই তুলে आবার বইয়ে মুখ ऊুজল।

夕্রুবর এবটু লজ্জা করছিি। রেমিন্গ জন্য যে তার কোনো উদ্বেগ আহে তা বোধ হয় লতু এখনো বিষ্ধস করে না। আর বসে থাকার মানে হয় না। গ্রুব উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে সোতলার বারান্দাটায় দাঁড়ায়। দোতলায় গোটা সাতেক ঘর আছে। লাইব্রেরি ছাড়া আরো চার-পীচ্টা ঘরে আলো আছে। বাইরে থেকে বাড়িটাকে যতটা ঘুমণ্ত পুরী মনে হয়েছিল ততটা নয়।

কিষ্রু এখন ওইসব ঘরের কোনোটাতেই গিয়ে দুদখ বসবার বা সময় কাটাবার উপায় নেই।

বোমা মেরে মাঝে মাঝে এই বাড়িটাকে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে তার। সেটা পারছে না বলেই অনাভাবে সে প্রতিশোধ তুলে নিচ্ছে।

তাভ্ কাজ হচ্ছে কি ？বনেদী বাড়ি এবং ভি আই পি বাবার ভিত একট্তু নড়াতে পেরেছে কি সে ？ঠিক বুঝতে পারছে না।

צ্রুব আস্তে আস্তে সিড়ি বেয়ে নেমে আসে নীচে। আসার পথে দু－একজন চাকর－বাকর শ্রেণীর লোকের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায় তার। প্রত্যেকের মুখেই একট়া উদ্বেগ ও গাড্টীর্য লদ্ষ করে সে । তবে তার সঙ্গে কেউই কথা বলে না বা অভিবাদনও করে না কোনোরকম এ বাড়ির সবাই বুঝে গোছ，ধ্রুব ফালতু লোক

নিজের ঘরের 心েজান্না দরজাটার সামনে এসে ধ্রুব দাঁড়ায়। ঘরে ঢুকতে কেমন অস্ধস্তি আর ভয়－৩য় করছে তর। আশচর্যের বিষয়，ভয়টা ভৌতিক। কিস্ডু সেরকম ভয়ের কোনো কারণ





（েয়ারে শররঁরের ভর রেখে সে কিছুহ্মণ চোখ বুজে রইইন । চোখ বুজতেই দেখতে পেল রেমির মুথ। নার্রসসং হোমের বালিশে আধো－ডুবষ্ত সেই মুখ শীর্ণ，সাদা এবং তৎসভ্যেও সুন্দর। চোখ （：1जা，Cutvর পাতায় একটা হালকা নীল ছোপ পড়েছে। ঠেঁট শুকনো । দৃশ্যাটা দেখে শিহরিত川 タ1 ৷ চোখ খোলে।

প্াসেজ ধরে একটা লোক আসছে। বগলে গোটান্না বিছানা। চাকর। এ বাড়িতে চাকর অন্নক। পুরোনোদের চুনে ધ্রুব। কিন্ত্ আজকাল অনেক নতুন রিক্রুট হয়েছে，তাদের নামও צ্রুব आান না। এই লোক্টাও তাদের দান্ল। বয়স বেশী নয় ছোকরার। צ্রুবকে দেথে উল্টোদিকের （দয়াল घ্রেষে সভয়ে চলে যাচ্ছিল।

ধ্রূব ডাকল，এই শোনো।
ছেলেট দাঁড়িয়ে যায়।
জগাদা কোথায় বলো তো ？
খাওয়ার ঘরে।
যাও তো，গিয়ে বলো আমি তাড়াতাড়ি আসতে বলেছি।
উनি তো হাসপাতানে যাবেন।
সে की ？হাসপাতালে কেন ？
বউদির জন্য ？
কেন ？
বলছিলেন যদি রক্ত দিতে হয় তাই যাবেন।
s্রুব চিষ্তিত হয়ে পড়ে। জগাদা নারসিং হোমে यাচ্চে，তার মানে কত রাতে ফিরবে বা আদৌ ফিরবে কিনা তার ঠিক নেই। কিজ্তু একা घরে তার পক্ষে থাকা সম্তব নয় । ধূবর মাথায় চকিতেে একটা বৃদ্ধি খেলে যায়। সে ছহাকরাটাকে বলে，তুমি কোথায় খুতে যাচ্ছে ？

আজ্ঞে ওই পিছন দিককার সিড়ির নিচে।
আজ ওখান শुত্ रবে না। তুমি বরং আজ আমার ঘরে শুয়ে পড়ো।
ছেলেটী অবাক হয়। বলে，কিম্ৰু বাবা আমাকে ওখানেই ততে বনেছেন।
বাবা ！তোমার বাবা কে ？

আজ্ঞে শ্রীজগবন্ধু রায়। যাকে আপনি জগাদা বললেন।
জগাদার ছেলে তুমি ?
आজ্ঞে হাঁ।
ধ্রুব হঠাৎ একটু চটটে গিয়ে বলে, জগাদার ছেলে হয়ে তুমি এ বাড়িতে চককরের কাজ করতে
पूকেছো কেন ? আর কাজ পেলে না ?
ছেলেটা একটু হকচকিয়ে গিয়ে বলে, আমি আর এক জায়গাতেও কাজ করি।
কোথায় ?
বাবার কোমপানিতে। বেয়ারা।
কী পাশ করেছো ?
হায়ার সেকের্গার।
কোন ডিভিশন পেয়েছিলে ?
সেকেণু ডিভিশন।
আর পড়োনি কেন ?
পড়ছি তো।
পড়ছ ? ध্বুব অবাক হয়, की পড়হো ?
নাইট কলেজে বি কম ख্রাসে ভর্তি হয়েছি ।
এ বাড়িতে কী কাজ করতে হয় ?
এই ফাইফরমাস।
সम্মানে লাগে না ?
ছেলেটা মুশকিনে পড়ে গিয়ে বলে, কিছু অসुবিধে হয় না।
তूমি यে বি কম পড়ছ তা বাড়ির মালিক জান ?
জানে।
তা সর্বেও ফাইফরমাস করে ?
ছেলেটট এবার একটু হেসে বলে, বাবাও তো এ বাড়িতে কাজটাজ করে। তাই আমিও করি।
আর अফিসে যে বেয়ারার চাকরি করো সেটা কেমন লাগে করতে ?
খারাপ লাগে না । খাটুনি তো বেশী নয়। আমি পড়ার বই নিয়ে যাই, अফ্সিসে বসে পড়ি।
乡্রূবর একট্ট ক্লান্তি লাগে।
জগাদার এই ছেলেটিকে সে কখলো দেথ্থেি । ছেনেটা জীবনের মোড় ফেরানোর জন্য জানপ্রাণ দিয়ে লড়ছে। নিজের ત্রেণীকে ছাড়িয়ে উচ্চতর ત্রেণীা্ভ প্রবেশের ছাড়পত্র একদিন পেয়ে যাবেই। কিষ্রু এত পরিশ্রম এরা করে কী ক’রে ? मिনে বেয়ারা, সকালে বিকেলে বাড়ির চাকর আর রাত্রে কলেজ্রের পড়য়া। আরেব্বাস!

গ্রুব একটু হেসে বলল, তুমি আজ আমার ঘরেই শোও। आমি জগাদাকে বলে দিচ্ছি। আমার শরীরটা আজ ভাল নেই, ঘরে একজন লোক थাকা দরকার।

ছেলেটা এ কথায় মাথা নেড়ে রাজি হয়ে গেল।
গ্রুব দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। পিহনে ছেলৌি, সসক্কোচে।
ওই কোণের দিকে বিছানাটা পেভে নাও। মশারি আছে?
आছে।
आমি জগাদাকে বলে দিয়ে আসছি।
ছেলেটা বিছানাটা কাঠের আলমারির সামনে নামিয়ে রেখে বলল, আপনকে যেতে হবে না, आমিই বাবাকে বলে আসছি। বাবা বলৈছিহেন, দরকার হলে আমাকেఆ রক্ত দিতে যেতে হবে।

## দরকারের সময় यদি आমাকে そুজ্জ না পান তাহনে রেগে যাবেন।


ছেনেট যাওয়ার সময় সাবभाনে দরাটা जেজ্যেয়ে দিয়ে গেন।
 থিয়েটারে নিয়ে গেছে ？বোখ হয় । না，রেমির জনা তার কিছু করার নেই। তাকে কেউ কিছ্হ করতে
 তার রক্ত বোধ হয় অЖচি।
 সে ভেবে দেখল，রেমির জনাই ওু নয়，পৃথিবীর কারো জনাই তার কিছ্ম করার নেই।

 आছে।
 जাবল না। পান্টের পকেট থেকে সিগারেট আর দেশলাই রের করে টেবিলে রেখেখিল। প্যাকেটটা पूলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরায় সে। घুম আসবে না। বড় শীত করহছ্।
 লাগল বুকের মধ্যে।
 নয়। কেনো অশরীীী，কোনো অচিন বাতাস কি খুলছে দরজ ？

কে，বলে বিকট একটা চিeকার করে ওঠে প্রুব।
 घ্रुবর কानে।

आxর্य ！সাদা आর বাদামীत্চে মেশানো সেই কাবলে বেড়ালটা না ？রেমির বেড়াল। এটাকে

 করে যাচ্ছে। রেমির রেড়াল কথনো এঘরে আসে না，কিষ্ুু আজ এল কেন ？এর মানে কি，কোনো অশুভ＂ইস্ছিত ？নাকি বেড়ানটি ম্তপ্রায় রেমির প্রতিনিধি হয়ে কিছू বলতে এপেছে তাকে？

आতকিত s্রূব কিদ্রুতেই বেড়ানটার চোখ থেকে চোথ সরাতে পারছিল না। जার মনে হচ্ছিল বেড়ানটা जাকে সল্মোহিভ করে ফেনেছে। খুব ধীরে ধীরে जার বাঘচেতনা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

দরজ্ৰাঢ शাট করু খুলে গেন হুাং। জগার বিশাল চেহোটা দাড়াল দরজা জুড়ে।
को বাপার এথन্ল！Mাওনি？
乡ूব বেড়াनটার দিকে आডুন দেথিয়ে বলল，ওढা এখানে কেন ？को চায় ？
জগা বেড়ানটাকে দদে নীছ হয়ে কোলে ডুলে নিয়ে এবন্টু আদর করে বলল，আश，বউমা নেই

 এগানে ওতে বলেছি।

श゙ঁ，বनছিল আমাকে। কিন্ঠু শোওয়ার কি কারো সময় হবে আজ ？বউমার অপারেশন তরু হল বলে। বারু ক্সেন করেছিল，রক্ত দিতে পারে এমন কয়জন লোক চাই।

ধ্রুব হঠাৎ নড়েচড়ে বসে বলল, সে তো আমিও দিতে পারি।
জগা হাসল, সে তো ভাল কথা । বউমার জন্য যদি কিছू করতে পারো তাহলে বুঝবো মরদ। কিষ্ডু या মাन টেনে বসে আছো এ অবস্থায় ডাক্তাররা কি তোমার রক্ত নিতে চাইবে ?

তবু आমি সন্গে যাবো।
ডুমি খুব ভয় খেয়েছো কুট্টি। কিসের এত ভয় তোমার ?
জানি না। তবে ভয় খচ্ছি ঠিকই, জগাদা চাবি দাও। আর খানিকট৷ না খেলে আমি মরে যাবে।

জগা টাঁকক থেকে চাবিটা বের করে ধ্রুবর দিকে '্রেড়ে দিয়ে বলল, কুট্টি, তোমার সব সাহস বিপ্বব আর তেজ গিয়ে এখন বোতলে জমা হয়েছে। এটা কিছ্তু খুব কেরদানির কথা নয় । যাও, গিলে পড়ে থাকে। মা বাপ বউ বা দুনিয়ার জন্য কিছ্হ তোমকে ভাবতে হবে না। কিছু ভাল লোক দুনিয়াকে চালিয়ে নেয়, আর তোমার মতো কিছু ফালতু লোক বসে বসে খায় আর ফুর্তি করে।

তुমি আমাকে ঘেন্না করো জগাদা ?
না, কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি. ঘেন্না করতে চাইলেই বা পারব কেন ?
आমি তোমাদের সঙ্গে যাবো তার আগে একটু মেরে নিই দাঁড়াও ।

## ॥ ( )

ধনীর বাড়িতে শোকের ত্মেন উচ্ঘ্ছস থাকে না। অর্থ, আরাম, বিলাস ও বাসন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে একটা দূরত্ব রচনা করে। আ丬্মীয়তার বঙ্ধন সেখানে শিথিল হতে বাধ্য। কোকাবাবুর বাড়িতে শোকের একটা সৌজনাসৃচক স্তক্ধতা বিরাজ করছে বটে, কিন্তু প্রকৃত শোক যে এ নয় তা বারবাড়ি পার হয়ে গাড়িবারান্দা অতিক্রম করে বৈঠকখানায় पুকতে ঢুকতেই অনুভব করলেন হেমকান্ত।

কোকাবাবুর এসটেটের কর্মচারীরা অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত হয়েই ছিন। প্রৌঢ় নায়েব বিশ্বেষ্বর এগিয়ে এসে জোড়হাতে বলল, আসুন, আসুন।

אেমকান্তর বুকে এক প্রগা় যস্তণা থাবা গেড়ে আছে। না, কোনো ব্যথা বা বেদনা নয়, জ্রালা নয়। যেন একসেরী একটা লোহা তাঁর হৃৎপিগের সঙ্গে লেগে ঝৃলে আছে। বৈঠকখানায় অনেক বিশিষ্ট ব্যাক্তি সময়োচিত গাষ্ভীর্য মুখে মেখে বসে আছেন। প্রায় সকলকেই হেমকান্ত চেনেন। নীরবে দু-একজন হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন তাঁকে। দু-একজন হতাশাভরে মাথা নাড়লেন। মোক্তর রাজ্নেনবাবু উঠে এসে হেমকান্তর সক্গে ভিতরবাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, কোকাবাবুর বিষয় সম্পত্তির অবস্গা খুবই থারাপ।

হেমকাস্তকে থবরটা স্পশ করল না। নির্বিকার মুখে বললেন, তাই নাকি ?
কেন, आপনি জানেন না ?
না তো
ইদানীং প্রায় সবই গোপনে বিক্রি করে দিচ্ছিলেন। কিষ্তু নগদ টাকাও কিছ్ দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ছেলেতে ছেলেতে ডुমুল হাচ্ছ ।

হেমকান্ত আর একটৃ বিবর্ণ হয়ে গেলেন । রাজেনবাবু ফের বৈঠকথথানায় ফিরে গেলেন । বিশ্বেষ্বর আগগ আগে পথ দেথিয়ে নিয় হেমকান্তকে কোকাবাবুর ঘরে হাজির করে দিল।
 যাচ্ছে, ম্ম করতালের সঙ্গে । ডাক্তার সৃর্যকান্ত সেন একটি চেয়ারে গন্টীর মুখে বসে আছেন। আর একটি চেয়ারে কোকাবাবুর বড় ছেলে মাথায় হাত দিয়ে বসা। দু-একজন দাসী ও চাকর

উদ্দেশ্যীননভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কোকাবাবুর শ্যাস উঠ্ছে । ब্sান নেই। গলায় আজ একটা নতুন জিনিস দেখতে পেলেন হেমকান্ত। সোনার একটা চেন ছিল। সেটি নেই। তার জায়গায় একটা কাঠির মালা পরানো।

को একা, की आष्यীয়-পরিজনহীন আজ কোকাবাবু! মৃত্যু মানেই কি একাকী\্ব ও পরিজনহীনতা ? মুমৃর্মু ওই মননুষটি কি এই মুহূর্তে টের পাচ্ছেন যে, তাঁর त্তী আছে, পুত্রকন্যা আছে, বিষয় স凶্পত্তি আছে ? এমন কি দেহ বা অস্তিप্রই কি अনুভব করছেন ? সেই ফর্সা ও সুন্দর চেহারাটির আজ कী দশা ! এই দেহটি একটু পরেই অগ্মিতে সমর্পিত হরে। তথন কোকাবাবু কোথায় ?

কে একজন একটি চেয়ার এগিয়ে দিল। কিষ্তু হেমকাণ্ত বসলেন না । তাঁর মনে হল বসতে গেলেই তিনি মৃর্ছিত হয়ে পড়ে যাবেন।

তিনি স্র্য ডাক্তরের চেয়ারের হাতলটি ষরে দাঁড়িয়ে রইলেন । সূর্य ডাক্তার ষীরে ষীরে উঢে তাঁর কানে কান্ন বললেন, আর কয়েক মিনিট। হয়ে এসেছে।

रেমকান্ত জিভ দিয়ে তকনো ঠোঁট ভেজানোর চেষ্টা করনেন । কিষ্ডু জিভটাও তুকনো এবং থড়থড়ে। মানুষ এত নিষ্ঠুরভাবে আর একজন মানুষের মৃতুর কথা ঘোষণা করে কী করে ? নিজের মৃতুর অমোঘতার কথা তার মনে পড়ে না ?

কোকাবাবুর অস্বভভাবিক শ্বাসের শব্দ ক্রমেই ঘরখানা ভরে তুলছিল। এত বিশাল ও বিষন্ন শব্দ হেমকান্ত আর কখনো শোনেননি। তাঁর পায়ের নীচে মৃদু একটা ভূমিকম্প টের পাচ্ছিলেন তিনি। আসল ভৃমিকম্প নয়, তাঁর নিজ্জের শরীরের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন। তাঁর শিথিল হাত থেকে কুয়োর বালতির দড়ি অন্তহীন নেমে যাচ্ছে। তিনি ঠেকাতে পারছেন না সেই নিম্নগতি।

হেমকান্ত যে ঘর থেকে বেরিয়ে যারেন সেই শক্তিদুকু পর্যষ্ত নেই। তিনি স্থবির ও প্রস্তরীভূত হয়ে গেছেন কোকাবাবুর জড়বৎ দেহটি এক প্রবল সম্মোহনে তাঁকে আটকে রেখেছে। তিনি দৃশাটি দেখতে চাইছেন না, কিন্তু না দেথেও যেন উপায় নেই।

সূর্যকান্ত গিয়ে কোকাবাবুর হাতখানা তুলে নাড়ি দেথলেন। ভূ কিছু কুঞ্চিত, মুখে যথাযথ উদ্দেগ । কোকাবাবুর গলায় একটা ঘরঘর শব্দ হচ্ছিল, সেটা আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে এল। একটা হেঁচকি ওঠার মতো শব্দ হল কি ? কিন্তু ঘরটা অকস্মাৎ শব্দহীন হয়ে গেল । সূর্यকান্ত কোকাবাবুর গাতখানা নামিয়ে রাখলেন । গগন মুখ তুলে তাকাল। সূর্যকান্ত ডাইনে বौয়ে মৃদু মাথা নাড়লেন ।

এ সবই বুঝ্রে পারছেন হেমকান্ত। ইংগিত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। নিস্তক্ধ ঘরে ক্বান্ত কীর্তনীয়া হঠাৎ তার নামগান চৌদুনে তুলে দিল । একজন দাসী সরু ম্বরে কেঁদে উঠে ভিতরবাড়িতে ছুটে গেল ।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন তা সম্পৃর্ণ বিস্মৃত रয়েছিলেন হেমকাষ্ত। ঘরথানা যখন আপ্মীয় পরিজন ও অতিথিতে ভরে উঠল তখন খুব আস্তে আস্তে তিনি বেরিয়ে এলেন।

ঘোড়ার গাড়িতে উদ্বিপ্ মুখে বসে আছে রঙ্য়ী। অপলক চোখে চেয়ে আছে হেমকাস্তর আসা-পথের দিকে। হেমকান্ত গাড়ির কাছে আসতেই কোচোয়ান দরজা খুলে দেয় এবং রঙ্গময়ী হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরে।

হেমকান্ত তাঁর দুদিকের জানালা তুলে দিলেন । গাড়ির ভিতরটা গভীর অন্ধকারে ডুবে গেল ।
রঙ্গয়ী কোনো কথা বলল না । কিন্তু এই নিভৃত অন্ধকারে লোকচক্ষুর অগোচরে সে নির্লজ্জের মরো হেমকান্তর একখানা হাত ধরে রইল।

হেমকনস্তর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছিল না। হাত থরথর করে কাঁপছে। গা বড় বেশী ঠাণ্ড। স্বরভঙ ঘটেছে। ভাঙা গলায় হেমকান্ত হুাৎ জিজ্ঞেস করলেন, মনু, তুমি আছো তো ? থাকব না তো কোথায় যারো ?
বড় অন্ধকার।

बানালা খুলে দিই ?
না, জানানা খুলো না। आমার বড় শীত করহছ । কौপছি।
বীজমষ্ᅮ্র জপ করো। আষ্তে আষ্তে ঠিক হয়ে যাবে।
হেমকাষ্ত ফিস ফিস করে বলनেন, সুনয়नीকে আমি চোখের সামনে মরতে দেখিনি। ডূমি দেখেছো, না ?

সে কथा इঠাৎ आজ কেব ?
আজ প্রথম একজন মানুষকে অমি নিজের চোখে মরতে দেখলাম।
তাতে কী হয়েছে ? ডাক্তাররা তো অনবরত মানুষকে মরতে দেখছে। প্রথম প্রথম হয়তো খারাপ লাগে, তারপর আর অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

তুমি সুনয়নীকে মারা যেতে দেখেছো মনু ?
দেখেছি। আমি আরো মৃত্ু দেখেছি।
তোমার খারাপ লাগে না ?
মৃতু মাত্রই খারাপ ।
ওঃ মনু ! বলে হঠাৎ হেমকাম্ত রঙ্গয়ীর হাত চেপে ধরেন । তারপর আت্তে আস্তে বলেন, আমি কেন আজ এত একা মনু ? কেন আমার এত একা লাগছে ? তোমরা কেউ কি নেই আমার কাছে ?

রঙ্গময়ী এক হাত বাড়িয়ে জানালা খুলে দেয় । ব্রহ্মপুত্রের হিমশীতল বাতাস আসে হু-হু করে । সঙ্গে পচা মুলি বাঁশ আর পাটের গম্ধ ।

হেমকাস্ত আস্তে হাতটা টেনে নেন । তারপর বলেন, কাজটা তুমি ঠিক করোনি।
কোন কাজটা ?
এই কোকাবাবুর কাহ আমাকে নিয়ে আসাটা।
তুমি পুরুষমানুষ, এত ভয় পেলে চলে ?
হেমকান্ত মাথা নেড়ে বলেন, ভয় নয় । এ অন্য একরকম অনুভূতি। তুমি ঠিক বুঝবে না । শৈশব গেছে, কৈশোর গেছে, যৌবন গেছে, এখন্ এল বার্ধক্য। এই বার্ধক্যকে আমি সইতে পারছি ना।

তোমার বার্ধক্য ? রঙ্গময়ী অবাক হয়।
তুমি জানো না। তুমি জ্মনো না।
রঙ্গময়ী চুপ করে থাকে।
গাড়ি একটা বাঁক ফেরে । তারপর খানিকটা ঢালু বেয়ে গড়িয়ে নামতে থাকে দেউড়ি পেরিয়ে বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে।

হেমকান্ত নামেন । বাড়ির সব ঘরে আজকাল আলো জ্বলে না । এক বৃহৎ অন্ধকারে ডুবে আছে তাঁর পিতৃপুরুষের এই বাসস্থানটি । তিনি সেই অক্ধকারের দিকে চেয়ে থাকেন কিছুক্ষণ । মৃতু তাঁর কাছে নতুন নয় । এ বাড়িতে তাঁর মায়ের মৃত্যু ঘটেছে, বাবার মৃতু ঘটেছে। ব্রহ্মপুত্রের জলে心েসে গেছে নলিনীর মৃতদেহ । সুনয়নী গেল এই তো সেদিন । কিন্তু সেদিনের হেমকান্ত আজ আর নে

রঙ্গময়ী নেমে হেমকান্তর পাশে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বলল, তুমি ঘরে যাও। আমি একটু বাদে आসব।

হেমকান্ত মাথা নাড়লেন । একজন চাকর লঠ্ঠন হাতে সিড়িতে দাড়িয়ে আছে সসম্র্রমে । হেমকান্ত আস্তে আস্তে সিড়ি ভেঙে উঠলেন । पুকবার মুখেই বাঁ ধারের ঘর়খানায় কৃষ্ণকান্ত তার গহহি্কিক্ষ প্রতুলের কাছে পড়াশুনো করছে । হেমকাম্ত কদাচিৎ এই ঘরে ঢেকেন। আজও ঢুকলেন না । দরজায় কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকান্তর দিকে চেয়ে রইলেন ।







 বনেন, কিছু নয়। পড়ো তোমরা, পড়ে।
 অবশ্য উজ্জ్ স সেজবাতি জনছছ।

आর একজন চাকর তাঁর পোশাক ছাড়িয়ে লেয় । ধূতি, মোজা ও বালাপোষের কোট পরে তিনি



কেন, को হয়োে ?
 বিছানাপত্র সব ক্লেরত হবে। মশারিশুদু। ঘরে গসাজল দিক। ওচা শীগগির।

হেমকান্ত ওঠন। কিছু তট্ছ, কিছ্ন অপ্রতিভ।
 জীবিত থাকে, তত্ৰণ কত সমাদর, কত आদর ও সোহাগ। সেই থ্রিয়জন যখन মৃত্দেহ প পর্यবসিত




"এই চিষ্তা इইতে आমি প্রাণে প্রc্মে উদ্বেনিত হইলাম। প্রাণ कী ? आष্মা कী ? দেহের সल্পে

"आমি এইमব প্রশ্ন লইয়া একজন জনবুমওয়াना লোকের সল্গে आলোচনা করিবার ফिকির

 নাই। তিনি আবার বাবার নিযুক্ত পুরোহিত। কিষু হা হতোশ্মি ! বিনোদচন্দ্র আমাকে যাহা বুমাইবার
 করে বে শরীর তাহা তো একটি ব্ৃু । কিষ্ঠু শরীর ছাড়িয়া বে বাহির হয়, যাহাকে প্রাণ আথা লেওয়া
 পদার্थ।
"आমি তाँशাকে পুনরায় জিজ্sাসা করিলাম, आপনি আधाকে প্রত্য় করিয়াহেন কিনা। উनि

 इस।


কিছুদিন তপ্ধাচারে জপতপ করুন, পরে পদ্ধতি শিখাইব। কিষ্তু তাঁহার হাবভাব দেখিয়া মনে হইন, পদ্ধতি তিনিও বড় একটা জানেন না।
" কোকাবাবু গত ইইলেন। তাঁহার দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়াছে। আমার দেহও মিশিবে। সেইজন্য বড় একটা চিষ্তিত নহি । আমি মৃত্যুর স্বরূপকে জানিতে চাই। এই আকাঙ্কা নিতান্ত তত্ব্বগত নহে। এই আকাঙ্কা আমার অন্তরে নিরম্তর রক্তক্ষরণ ঘটাইতেছে।
"মানুষের সহিত এই পৃথিবীর একটা সম্পর্ক তাহার জীবৎকালে রচিত হয়। আমাদের আয়ুষাল মহাকালের তুলনায় পম্মপত্রে নীরবৎ ক্সস্থায়ী। এত জানি বুঝি, তথাপি এই পৃথিবীর সহিত নিজ্েেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিবার আয়োজন বড় কম করি না। কিষ্ঠু এই দৃশ্যমান জগৎ ও জীবনের अভিরিক্ত আর একটি নীরব প্রবাহ আছে। তাহার কথা কি কখনো তোমার মনে হয় ?
"আমার প্রিয় কুঞ্জবনটির কथা তুমি নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাও নাই। আজকাল রোজ অপরাহে, সেইখানে বসিয়া কত কথা ভাবি। সেই যে একদিন স্থলিত হাত হইরে কুয়ার বালতি পড়িয়া গেল সেই হইতেই এই আন্দোলনের সৃত্রপাত। তোমার মতো আমি কাজের মনুষ নহি। বলিতে কী, সারাটা জীবন আমি নিজ্জেকে লইয়াই আছি। বড় জোর নিজের কাজটুকু নিজে করিয়া লই। কিষ্তু বৃহৎ জগৎ ও জীবনের সহিত আমার সম্পর্ক নাই। তাই বোধ হয় আমার মনটিও কিছু নিষ্কর্মা। এইসব চিচ্তা করিবার অবকাশ পাই।
"কিম্তু ভায়া সচ্চিদানন্দ, চিস্তা বড় সুখের নহে। আমার দাদা কেন সংসারত্যগী হইয়াছিল তাহা আমার সঠিক জানা নাই। সংসার ছাড়িয়া লে কোন পরমার্থ লাভ করিয়াছে তাহারও সংবাদ পাই নাই। আমার তো সন্যাস গ্রহণেরও দরকার নাই। সংসারে আমি তো সন্ম্যাসীর মতোই বসবাস করিতেছি। আজকাল সেই বৈরাগ্য তীত্রতর ইইয়াছে। কিষ্তু ভাই, আমি সংসার ছাড়িয়া বনেজभলে যাইতে পারিব না। আমার সেই সাহস নাই
"আমার এই অসময়ে তোমাকেই আমার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন । ছুল্পি কাছে থাকিলে হয়তো দু-একটি কথার ফুৎকারে আমার অন্তরের জ্বালা নিবারণ করিতে শারিতে। তোমার সাহচর্যই হয়তো আমার বহু জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিত। কিন্তু তুমি বাস্ত মানুর্ষ, আমার পৃর্ব পত্রের জবাবটাই এখনো দিয়া উঠিতে পার নাই।

কোকাবাবুর শ্রাদ্ধের নিমষ্ত্রণ রক্ষা করে এসে হেমকাম্ত সচ্চিদানন্দকে এই চিঠি লিখলেন ।
বাড়ির মধোই বাঁধানো পুকুর। চারধালে মস্ত মস্ত পাম গাছ। তার ছায়া জলে এত দীর্ঘ হয়ে পড়ে যে, পুকুরটিকে অতল গভীর বলে মনে হয়। বাস্তবিক পুকুরটি গভীরও। জলে ঘোর গভীরতার একটি কৃষ্ণ রং আভাসিত হয়। বাঁধানো সিড়ির ধাপ বহু দূর নেমে সেই কালো জনে কোথায় হারিয়ে গেছে।

পুকুরের ধারেই বাঁধা থাকে দু’টি হরিণ। অনেকখ্যানি দড়ির ছাড় দেওয়া থাকে। তারা ইচ্ছেমতো চরে। সিড়ি দিয়ে নেমে এসে জল খায়। কখনো গাছের তলায় বিশ্রাম করে।

এ বাড়ির বড় বউয়ের বাবা মন্ত শিকারী। মেয়ের বিয়ের সময় কথ্থ দিয়েছিলেন, একজোড়া হরিণ আর হরিণী কোনো সময় উপহার পাঠাবেন। অবশেষে কিছুকাল আগে এই দুটি চিত্রল হরিণ আর হরিণী এসে পৌছেছে।

বিশাখা এই দুটি অবোধ জীবকে বড় ভালবাসে। প্রথমে ওরা ভয় পেত তাকে। আজকাল পায় না। বিশাখা তাদের কমলালেবুর খোসা ও রৌয়া, লেবু পাতা, ভেজানো আতপচাল, ছোলা খাওয়ায়। হরিণের চেহারা যত সুন্দর, ডাক তত সুন্দর নয়। কিষ্ঠু পৃথিবীতে সব তো একসস্গে পাওয়া যায় না। হরিণ দুট্টিকে দেখেই বিশাখার চোখ জুড়িয়ে যায় আর একট বাপারও হয় । তার গা কেমন করে।

কেমন করে ?
রাজ্ন মোক্তারের মেয়ে সুফলাকে সে একদিন জ্জ্যেস করল, হরিণ দুটো দেখে তোর কেমন মনে হয় রে ?

খুব সুন্দর । কী সরু সরু পা ! অথচ কেমন দৌড়োয় !
সে তো खানি। কিষ্ঠু আর কিছ্হ মনে হয় না ?
সूফना অবাক হয়ে বলে, আর কী মনে হবে ?
তোর গা কেমন করে না ?
কেমন করবে?
কেমন যেন শিরশির শিরশির । আমার করে কিষ্ট্র ।
না বাবা, আমার সাপ দেখলে গা শিরশির করে । আর কেঁচো
সে তো আমারো করে । এ তা নয়। অন্যরকম শিরশির ।
কিরকম শিরশির ?
তোর কেবল প্রু্ম । তাকিয়ে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখ, তোরও কররে ।
দোতলার বারান্দা থেকে পুকুরের পাড়ে বौধা হরিণদুটোকে অনেকস্মণ ধরে দেখল সুফল্ন । তারপর বলল, যাঃ।

কিষ্তু বিশাখা অন্যরকম জানে। দীঘল চেহারা ছিমছাম দু’টি হরিণ তার ভিতরে এক অনুভৃতির ক্পম্পন তোলে । এক্টা অস্গুট কিছু যেন তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে চায় ।

বিশাখা লেখাপড়া করেছে সামান্য । খানিকটা বিন্নেদচক্দের কাছে, আর খানিকটা রগময়ীর কাছে। ইস্কুলে ভর্ডি হয়েছিল, কিষ্তু ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এথন অপেক্ষা বিয়ের ।

এই বাড়ি ছেড়ে পরের বাড়িতে চলে যেতে বিশাখার যে খুব কষ্ট হবে, তা নয় । এ বাড়িতে তার সত্যিকারের আপনজন কেউ নেই।

দুপুরে বিশাখা স্নান করতে এসেছিল ঘাটে । সজ্গে তেল, গামছা, শাড়ি নিয়ে দাসী । স্নানে কোনো বাধা নেই। উঁচ দেয়াল দিয়ে চারদিক ঘেরা । ঘাটের পাটায় বসে কিশোরী বিশাখা তেল মাখল । গায়ে ঝौঝঅলা সর্ষের তেল। মাথায় ফুলেল ।

বিশাখার রূপ সাঙ্ঘাতিক। রঙ ষেমন দুধে-আলতায়, তেমনই তার লম্ষা ডৌলের চমৎকান প্রতিমার মতো মুখ । মাথায় চুলের বন্যা । তবে কৌঁকড়ানো বলে চুল খুব দীর্ঘ হয়ে পড়েনি । কোমর অবধি মেঘের মডো ঘনিয়ে থাকে। হেমকান্তর সম্তানদের মষ্যে বিশাখারই রাপ সবচেয়ে বেশী ।

চূনী দাসী হলেও সখির মতোই । বিশাখার কাছাকাছি বয়স । তেরো বা চৌপ্দ । দুজনে একসগ্গেই পুতুল খেলে, লুডো খেলে । একটু দূরত্ব থাকে মাত্র । অর্থা বিশাখার সব কথাতেই চूনীকে সায় দিতে হয় । তার মাও এবাড়ির দাসী । সেই মেয়েকে শিখিয়ে দিয়েছে, মনিবের মেয়ের মুখে মুখে কখনো জবাব দিবি না।

দুজনেরই পরনে ডুরে শাড়ি । বিশাখারটা কিছু দামী । চূনীরটা আটপৌরে । চৃনী কিছু স্বাস্থ্যবতী । বিশাখা রোগার পর্যায়ে ।

বিশাখা কালো জলে পাম গাছের লম্ববান প্রতিবিম্ব দেখছিল। গভীর নীল আকাশ। জল প্রায় নিথর । মাঝে মাঝে একটু হাওয়া এসে কঁপিয়ে দেয় ছায়া । কখনো বড় বড় মাছ ঘাই দেয় । সেটুবু ছাড়া জল বড় স্তব্ধ ও গম্ভীর। পুকুরের বিপরীত ঘাটের কাছে কামিনী ঝোপের নিচে বসে আছ্ৰে একটা হরিণ। আর একটা চরছে একটু দূরে

কী সুন্দর ! বিশাখা বিমুপ্ধভাবে বলল।
কী সুন্দর ? কিসের কथা বলছ ? চূনী তার শাড়ির পাড়ে বাঁধা খোপা খুলতে খুলডে জিজ্ঞেস করল।

বিশাখা বলল, দেখছিস না, জলে কেমন ছায়া! আকাশটা! আর হরিণ!
श্যাঁ গো, সত্যি ভারী সুন্দর। জল या ঠাতা না । স্নান করতে বুঝবে। আজ আমার খুব কাপুনি হবে।

তোর এত কौপুনি হয় কেন আজকাল ?
চৃনী একটু লজ্জার হাসি হেসে বনে, সেই যে সেদিন স্নানের সময় ঢিল পড়েছিন সেই থেকে।
বিশাখা একটু ডূ কোঁচকায়। ঢিল পড়েছিল ঠিকই। সে বলল, কে "ুঁড়েছিল জানিস ?
ना, कী করে জানব ? দেয়ালের ওপিঠ থেকে এসেছিল। কী বড় ঢিল!
লক্ষ্মণকে বলেছিলাম। সে খৌজ করেছিল। কাউকে পায়নি।
দুপুরবেলা যারা ঢেলা ছেঁড়ে তারা তো আর মনুম নয়।
তবে কি ভূত ?
তা নয় کতা কী ?
বিশাখার বয়স এমন নয় যে, ভৃতে বিপ্যাস করবে না । ভৃতে তার অবিচল বিপ্যাস । ত্বু তার কেন যেন মনে হয় সেদিনকার সেই ঢিলটা কেনো ভৃত ছেঁড়েনি ।

বিশাখা কিছু বলল না। তেল মাখা হয়ে গেছে। উদাস চোথ সে সামনের দিকে চেয়েছিল। ঠিক উদাদণ নয়। তার চোথে মায়ার এক অঞ্জন মাখা। আজকাল সে যা দেখে তাই সুন্দর বলে প্রতিভাত হয়।

হঠাৎ চূনী চাপা গলায় বলে উঠল, ওই দেখ ! ওই দেখ ছোড়দি! দেয়ালের ওপর ও কার মুড্ড !

## $\mathfrak{n}$ ৬ $\mathfrak{a}$

নারসিং হোমে রক্তের অতাব নেই। টাকা ফেলনেই বোতল বোতল রক্ত পাওয়া যায়। কিস্তু কৃষ্ণকান্তের সেই সব অঞ্ঞাতকুলশীল রক্তে আস্থা নেই। সেই জন্য পরিবার এবং অগ্মীয়স্বজন সবাইকে খবর দিয়ে রেখেছেন। বউমার অপারেশন, রক্ত দরকার, তোমরা এসো।

প্রথমেই ট্যাকসি হঁককড়ে এসে গেল লালটু । ভিতরে ভিতরে যত বিরোধই থাক, পরিবাররর কেউ বিপদে পড়লেই সে আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

লাউক্জে বসে কৃষ্ণকান্ত একটা কোল্ড ড্রিংক খাচ্ছিলেন। ভিতরে প্রচণ উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা, গলা শুকিয়ে কাঠ। नाরসিং হোমের কত্তৃপক্ষ অবশ্য তিনি উঠতত বললে উঠছে, বসত়ত বললে বসছে, কিন্তু তাতে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। জীবন-মৃতুর ওপর কোনো খলিফারই তো হাত নেই।

লালটু पুকল বুন্নো মোের মতো । তেমনই প্রকাণ্ড চেহারা, বেশ বড়সড় একটা ভূঁড়ি, বড় বড় শ্বাস ফেলে, প্রচণ জোরে কথা বলে। ঢুকেই বলল, সেই হারামজাদাট কোথায় ?

কৃষ্ণকাষ্ত একট় হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন। হারামজাদা এক ও अদ্বিতীয় ધ্রুব। ছেলেটা তাঁকে কতদূর ডোবাবে তা তিনি এখনো জানেন না । মতিগতি ফেরানোর জন্যা একট্ট অক্প বয়সেই বিয়ে দিয়েছিলেন। লাভ হয়নি।

লালটু বলল, आপনি বাড়ি চলে যান কাকা। আমরা তো আছি। আপনি বুড়ো মানুষ, রাত (জগে বসে থাকার কী দরকার ?

কৃষ্ণকান্ত একটু গা ঢিলে দিত়ে একটা সোফায় বসে আছেন। পাশে নারসিং হোমের সুপারিনটেনডেন্ট ও আর একজন উচ্চপদস্গ গ্গেছের লোক খুব সতর্ক মুখচ্চেখ নিয়ে উপবিষ্ট। কৃষ্ণকাণ্ত কোল্ড ড্রিংকের স্ট্রতে আর একটা মদু টান দিয়ে বললেন, যারো। রক্ত দেওয়ার লোকজন সব আসुক।

আর কে আসরে
 উইল বি ल্ना প্রবcেম স্যার।




 जिड্ভ পাররো বনে একখান अতিশয় বলিষ্ঠ शাত বাড়িয়ে দেখাল।
 এল ハেথ তো লালা৷।

লালদ্রু লাউঞ্জের সিড়ি দিয়ে নাম্ম । একটা টাকসি থেকে কানু আর চানু নামছে। তার থুড়তুতো ভাই। বড় কাকার ছেলে। দুজনই ব্রিলিয়ান্'। একজন শিবপুরের বি ই, জনাজন এম বি বি এস পাশ
 দুদান্ত মস্তান। शौক ডাক্ ওস্তাদ লোক। লাनাু তিনজন্নে তাড়া দিয়ে বনল, या या डিতরে যা आমি একদু এগিক্রে দ্দে আর কে অসে।
 তেমাথ। পৌরোল পামপ। রাত গভীর ₹ওয়ায় রাঙ্তায় লোকজন নেই। মাবে মাবে এক-আাষটা


 কাতে ফৃট্বলের মভোই উপভেগ্য, টানা-পোড়েন ও উত্তেজনায় ভরা। লালট্ ফুর্তি করতত ভালবাস্, মারপিট করতে ভালবাসে, মড়া পোড়াতে ভালবাস্স। তার ভালবাসা বিচিত্র ও ব্হমমুী। তার রাগ সাংঘাতিক, ভালবাসাও সাংঘাতিক। যাকে जালবাসে তার জন্য জন দিত্ড পারে, याর

 জনাই শে মেে্যেটিকে সে সতিকরের जালবাসত তকে বিয়ে করতে পারেনি। সবচেত্য ব্যো গুরুতর সেটা হন, উগ্র মেজাজের জন্য পহ্বার তাকে চাকরি ছডড়তে হয়েছে। এখন সে ব্যাংকের

 না। তরে সে শে দিলদরিয়া লোক এটা সবাই স্বীকার করে। নিজ্জেদের বৃহ পরিবার ఆ
 বढে, কিন্ডু কাকা কাকাই। রক্তের গঠोর সস্পর্ক।
 সব। রেমির অত রক্ত कিছুতেই नাগবে না। কিষ্মু ছেটোকাকার ম্বতাবই হল ওই। যে কোনও উপলর্কে নিজের বহং পরিবারটির সকলকে জড়ো করে ফেন্লেন। গোষ্ঠীপতি হিসেবে তিনি निজের ক্শুতা এইভাবেই যাচাই করতে जালবাস্সে মাঝে মাব্যে।



आরে ! ঢূমি রেমির ভাই না ?
ছেলেটা একটা জলণ্ত সিগারেট টুক করে কেনে চটিত্ডে মাড়িয়ে বলল, शাঁ, আপনি তো

লাनদ্টুা !
কতষ্ষণ এসেছে ডুম ?
অনেকক্ষণ। সেই সক্ধে থেকেই। आমি একা নই। বাবা. মা, দাদা সবাই আছহ।
কোথায়! দেখলাম না जো!
ওরা ওপরে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আচে। आমার হাসপাতালের গদ্ধ ভাল লাগে না বলে নীচে এतে দাঁড়িক্য आছি।

ছেনেটার গা়্য এই শীততও মাত্র শার্ট দ্েথে লালাঁ বলन, গরম জমাও তো পরে আসোনি দেथঘ ।

সময় পাইনি। দিদির খবর পেয়ে তাড়াহড়ো করে চলে এসেছি।
आরে, এত চিস্যার कী ? আমরা ত্ত আছি । आयট্টর অन রেমি আমাদের বাড়ির বউ। তूমি মা বাবাকে নিয়ে বাড়ি চলে यাও। টেক রেস্ট।

ছেলেটা একদ্ অভিমান ভরে বলল, यদি কোেো দরককার হয় সেই জনাই আছি। তুনেছিলাম দিদির রক্ত লাগবে। কিষ্ঠু তানুইমশাই কিছুত্তই আমাদ্দর রক্ত আকসেপট করতে রাজি নন। কেন বলুন তো

লালা্দ হেেঃ হোঃ করে হাসল। বলল, आরে ! তার জন্য রাগছ কেন ? কাকার একাু বাতিক आহে।

এढা कী ষরনের বাতিক ? आমরা তে দিদির পর নই। আমাদের রক্ত কি অঔচি ? তানুইমশাই অजत্ত ক্কাস কनশाम।

 পর্य্ত বাবরি। লালট্ট বুমत্ত পারছিল না ছোকরা কমিউনিসট্ট কিনা। আগে পায়জামা এবং
 বাইরেটা দেখে চেনা মুশকিল। ছেলেটার নাম কিছুতেই মেে পড়ছিল না লালট্টু। তবে সে বিগ
 নয় । কাকার ধারণাট को জানো ? তনলে জুমি হাস্বে, বাট ইট ইজ এ ফ্যাকট। काকার বিभ্যাস,
 जाদ্রে রক্ত্টা একদূ বেশী পিউরিষায়েড आা হেনদি।

বলে লালট্ আর একচোট হোঃ হেঃ করে হাসল।
কিষ্ুু রেমির ভাই হসস না। বলन, এই বিষ্ঞাের যুগে ওসব বিभ্গাস অচল। র্ত কার কত পিউরিসাল্রেড সেটা স্পেশালিস্টরা বলবে। আমরা পপ্চিমবজ্পের লোক বলে আমাদের রক্ত
 সল্গে ছেলের বিয়ে দিতে যাওয়াই বা কেন ?


 কथा বनि ना। उ<ে জানি, ॐ̊র অनেক ধারাই লজিকাল নয়।

রেমির ভাই গঙ্টীর মুথে বলল, এই বিয়েতে আমরাও খুব খুশি নই। জামাইনাবার বিহেব্য়ার খুব খারাপ। দিদি সাইকোনজিক্যালি ভীষণ आপসেট । অनেকদিন ধরেই আমরা সব কিদ্ম মুথ বুজে সश
 লাগছছ। জামাইবাবুর রকু কি आপনার কাছে ঋুব পিওর বলে মনে হয় ?


 রাগটা সামলাল। চ厅 রাগটাকে সে নিজেই আজকাল ভয় পায়। তারপর চাপা রাগের গনগন্ন
 কোন শয়োরের বাচ্চা আমার রক্তে ইমপিওর বলবে হে ?

রেমির ভাই বে এই ধমকে ভয় খেল এমন নয়। বযং খুবই উদাস একরকম বেপরোয়া মুখে त্তিমিত গলায় বলল, একদ্L আগে আমার বাবাকে তানুইমশাই ইনডিরেকেণি অপমান করেছেন। দিদির এই প্রথম বাচ্চা। একটা প্রিমিটিভ ন্তিয়ম আছে প্রথম বাচ্চা হওয়ার দায়দায়ি়্র মেয়ের বাপের यাড়ির। আমার বাবা নারসিং হোমের খরচটটা নিজে দিতে চেয়েছিলেন। তাতে তালুইমশাই এমন
 জমিদারী। नারসিং হেমের খরচ দিতে চেয়ে আমার বাবা যেন ওঁকে অপমান করেছেন।

লাनট্ খুবই অবাক হয়ে গেল। তার ছোেে কাকা নেতা মানুষ। পাবলিক তौঁ সস্পর্কে जাল কথ্াও বলে, খারাপ কথাও বনে। কিষ্ুু ত বলে কুমুমরা বলবে কেন ? লাनট্রুর গা হাত পা নিশপিশ করহিল।

ঠিক এই সময়ে একটা প্রাইভেট গাড়ি এমে থামল নারসিং হোের ফটট্টে। দরজা গুলে প্রথমে নামল জগা। তার পর צ্রুব। সल্গে আর একটা বাচাচা চাকর।

 পড়বে ? শালার তিন পয়সার সব কুদুমও আজকান নষ্বা চওড়া লেকচার ঝেড়ে যায় ! ফ্র ইউ! अनলি কর ইউ!
 লাनఫ̆।

এই একটা লোককে প্রূব বরাবর ভয় পায়। লেশা এখন আর নেই। মাথাট এমনিতেই কেমন
 শী ডেড ?

মরলে তোরই মরা উচিত। গো হেম আ্যা -ট ইওরসেনফ।

 স<্গে বিয়ে দেওয়াই বোকামি হর্যেছে। যা ভিতরে যা। কাকা বসে আছ్ন।
 डিতরে চনে গেন। লাनদ̆ এগির্যে গেন পেটরোল পাচ্পটার কাছাকাছি। পা ফাঁক করে দাঁড়িরে একচ্প সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল।




 সিগারেট ধরিহ়়̦ে। একট্ট ট্যাকসি বাঁক নিল। তার হেডলাইটের আলোয় রেমির ভাইফ্যের সাদা এবং দাড়িওলা মूখটা কল্যেক সেকেণের জন্য স্পষ্ট দেখা গেল।

চোথ বাঁচাতে মুখ নামিয়ে নিল ছেলেটা।
ট্যাকসি থেমেছে । তাদেরই লোক । লানটু এগোলো। তার অনুমান ঠিক। ট্যাকসি থেকে একে একে নেমে আসছে শচীন, অলক, ম্দুল, জয়িতা, শাষ্তনু আর পৃথা। ছোটো কাকার গোঠী বা ক্ল্যান। আরো আসবে। আখ্যীয়রাই তো শুধু নয়, ছেটোকাকার বিশাল পরিচিতির জগৎ। রাজনৈতিক দলের লোকেরা আছে। প্রভাবশাनী বষ্ধুবাধব আছে। চামচা আছে। একটু বাদেই নারসিং হোম হয়তো বা জনসমুদ্রে পরিণত হবে।

পায়ে পায়ে আবার লাউঞ্জে ফিরে আসছিল লালটু। হঠাৎ অবাক হয়ে দেখল, ধ্রুব তার দুর্বিনীত শালাটির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে। দুজনে নীநু স্বরে কথা বলছে।

দৃশ্যটা ভাল লাগল না লালটুর। צ্রুবর উচিত শ্বণ্ডড়বাড়ির সন্গে কোনো সম্পকই না রাখা। ব্যাপারটা একদিন খ্রুবকে বুঝিয়ে দেবে সে।

পায়ে পায়ে লাউঞ্জে ফিরে আসে লালটু। ছেটোকাকা ভ্রূ কুঁচকে বসে আছেন সেই একই জায়গায়। অনারা নীরবে দাঁড়িয়ে।

কী হয়েছে ? লালটু জিজ্ঞেস করে।
কৃষ্ণকান্ত তার দিকে একবার চেয়ে মাথা নাড়লেন। গলাটা সাফ করে নিয়ে বললেন, হেমারেজটা বক্ধ হচ্ছে না। কণ্তিশন গ্রেভ। লালটু, নিতাইটাকে দেখ তো। বোধহয় গাড়িতে ঘুম্মেচ্ছে। ওর কাছে আমার প্রেশারের বড়ি আছে। নিয়ে আয়।

আপনি বাড়ি চলে यান না! এ একটা কামপোজ খেয়ে ঘুমিয়ে পডুন। আমরা আছি।
না, ঠিক আছে। ওই গর্ভস্রাবটা কোথায় ?
ধ্রুব বাইরে আছে। ডাকব ?
ডাকতে হবে না। বুধু বল গিয়ে, বউমার অবস্গা ভাল না।
বলে কী হবে ? আপনি উত্তেজিত হবেন না। অপারেশন তো হরে। দেখা যাক।
যে রুগী বौচতে চায় না তাকে বাঁচাবে কে ?
বাঁচতে চায় না ?
চাই তো তনছি। সারজেন দাশলপু বলল, পেশেন্ট বলছে, আমার বাচচার ইচ্ছে নেই। আমি ব"চতে চাই না। এমন কি বাচ্চাটার জন্যও না।

লালটু বুঝে নিল, বউমার জন্য দুচ্চিন্তা, ছেলের ওপর রাগ সব মিলিয়ে ছোটো কাকা আজ একটু বেহেড । সে গিয়ে ছোটোকাকার পাশের খালি জায়গাটায় বসে বলল, ভেঙে পড়বেন না। এভরিথিং উইল বি অলরাইট। आমি বলি, আপনার বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল।

কেন, বাড়ি যেতে বলছিস কেন ? বাড়ি গিয়ে কী করব ? সারাক্ষণ দুম্চিণ্তা হবে। তার চেয়ে এই-ই ভাল । যা হওয়ার চোখের সামনে হোক। বাচ্চা মেয়েটা... এই স্সদ্ন বিয়ে দিয়ে আনলাম । স্টিল এ চাইশ্ড। ওই গর্ভস্রাবটার দোষে...

কাকা ! লালটু সাবধান করে দেয়। দেয়ালেরও কান আएে, কোন কথার কোন অর্থ ষরবে তা जো বলা যায় না। গলা খौকারি দি<়ে

ধ্রুবরও তো বয়স বেশী না। ঋচিশ কি ছাব্বিশ। এই বয়সে কত আর কাতজ্gান হয় মানুষের !

এই বয়সে যার হয় না তার কোনোকানেই হয় না। ও জন্মেছে আমাকে শেষ করার জন্য।
অপারেশন থিয়েটারে রেমি তথন আলোর নীচে ওয়ে। এত আলো তবু যেন সব আলোও অক্ধকারকে তাড়াতে পারছে না। অঞ্ধকার চোথে নয়। ভিতরে।

রক্তে সে আজ স্নান করছে কখন থেকে। ভেসে যাচ্ছে নিজের রক্তের স্রোতে।
বাচ্চাটা জম্মাল দুপুরের একদু পর । অনেক যজ্রণণা দিয়ে নাড়ী ছিড়ে, শরীর অবশ করে নেমে গেল। দूर्বহ यד্ত্রণার অবসান। কচি গলার কান্নার শব্দ পৃথিবী জুড়ে মাদन বাজাত লাগল।

ছেলে ? না মেয়ে ?
ছেলে ! ছেলে ছেলে হয়েছে গো ! সোনার গয়না দিতে হবে কিস্তু । ধুইয়ে মুছিয়ে ছেলেটাকে দেখিয়ে এই কথা বলে निয়ে গেল একটা আয়া ।

কিম্তু তারপর থেকে রেমির শরীরের ভিতরে রক্তের কলধ্বনি আর থামতে চায় না ।
হেমারেজটা ধরডে অনেক সময় নিয়েছে ডাক্তার । কিষ্তু শুধু ডাক্তারেরই কি দোষ ? লেবার রুম থেকে বেড-এ নিয়ে যাওয়া পর্যস্ত সব টের পেয়েও কি চুপ করে থাকেনি রেমি ?

শুষু সে টের পেয়েছিল। কিস্তু কিছু বলেনি কাউকে। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল অয়েলক্লথথর ওপর পাতা চাদর । ঢাকা কম্বলের নীচে তার শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছিল । ঝিমঝিম করছিল মাথা । কানে সব শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল।

কে?
आমি । আমি ধ্রুব।
থুব লাজুক মুখেই খ্রুব এসে দেখা করেছিল ।
চোখের দুর্বল পাতা অতি কষ্টে তুলে রেমি জিজ্ঞেস করল, ওকে দেখেছো ?
কাকে?
বাচ্চাটাকে।
ন্ নাঃ। দেখবো । তাড়া কী?
দেখো। ভাল করে দেখো।
ত্তেমার কি খুব কষ্ট হয়েছে ?
না । কষ্ট কিসের ? মেয়ে হয়ে জন্মেছি, এ কষ্ট তো কপালের লেখন।
তা বটে। বাপদের গর্ভযষ্ত্রণা নেই। কিস্তু অন্য যস্ত্রণা আছে।
আছে নাকি ?
আছে আছে।
রেমির চোখে সেই সময় একটা মস্ত পাথর চাপা দিল কে । আবার এক্যু বাদে চোখ মেলতে পারল সে। গলাটা বড্ড শুকনো। ক্ষীণ কঠ্ঠে বলল, আমাকে একটু জল দিত্তে বলো। বড় তেষ্ঠা ।

ধ্যুব নিজ্জেই, জল খাইয়ে দিল তাকে। খুব সাবধানে, আস্তে আস্তে । তবু ধ্রুবর হাত কাপছিল । অक्প অक्र চলকাচ্ছিল জল ছোট্ট পোর্সিলিনের মগটা থেকে।

আঃ, গায়ে জল পড়ছে। ঠাণডা না
আমার হাতটা আজকাল কাঁপে কেন বলো তো ! মাन খাই বলে নাকি ?
ত্̧ম যা যা, আয়াকে বলো । না হয় নার্সকে ডাকো।
আমিই না হয় দিলাম । দাঁড়াও, গলায় তোয়ালে দিয়ে নিই।
আর লাগবে না। হয়েছে।
ধ্রে মগটা রেখে দিল । বলল, এবার কেটে পড়তে হরে । বাবা আসবে ।
তাই পড়ো না। কে থাকত্ত বলেছে ?
ত্রেমার চেহারাটা ভাল দেখাছ্ছে না রেমি । ইউ আর সিক!
না, ম্মেটেই না । আমি ভাল আছি। খুব জ্োর দিয়ে রেমি বলেছিল। কিষ্তু সে ঠিকই টের পপয়েছিল, সে ভাল নেই। ত্তলপেটে একটা ব্যথা মেরে মেরে নিচ্ছিল । রক্তের কলষ্বনি শুতে পাচ্ছিল সে । কিন্তু সে বলেনি সেই কথা। কাউকে বলেনি ।

কङ বয়স হবে তার এখন ? কুড়ি.? না, একুশ। হ্যौ একুশ । এখনো সে কলেজের ছাত্রী । এই এভ অक্প বয়সে সে বউ হয়েছে, মাও হয়ে গেল । এত তাড়াতাড়ি দরকার ছিল না এসব হওয়া । অপেক্ষা করা উচিভ ছিল।

সে আচমকা বলল, শোনো, একটা কথা বলি ।
की?
বাচ্চাটাকে দেখো।
তার মানে ?
বাচ্চাটাকে একবার দুটো চোখে দে:খ এসো ।
বলছ্ তো দেখব। তাড়া কিসের ?
শোনো, এই বাচ্চাটা—এটা তোমার ।
তার মানে ?
আমাকে সন্দেহ কোরো না।
ধ্রুব একটু লজ্জা পেল কি ? হ্যাঁ, পেল । ফর্সা রং একটু লাল হল । বেশ দেখতে লোকটা । লম্বা ছিপছিপে চাবুকের মতো চেহারা । স্পষ্টই বোঝা যায় গায়ে অভিজাত বংশের রক্ত আছে। তবু গোলমালটা কোথায় ? কেন গোলমাল ? কেন লোকটা স্বাভাবিক নয় ?

বিয়ের পরই তাদের জ্নেড়ে দার্জিলিং পাঠিয়েছিলেন শ্বশুরমশাই । সেটা এক ধরনের হানিমুনই হবে। আর সেখানে একটা অদ্ডুত ঘটনা ঘটেছিল ।

## ॥ 111

"ভাই হেমকান্ত, তোমার পত্রখানি ঠিক তিন দিন আগে পাইয়াছি। তাহার পর হইত্ত কেবলই ভাবিতেছি, তোমাকে কী লিখিব । ভাবিয়া দেখিলাম, দুইটি পন্থা আছে । তোমার মানসিক বৈকল্যে প্রলেপ দিতে দু-একটা সাস্ত্বনার কথা, স্তোকবাকা অথবা এই বৈকল্যকে তোমার দার্শীনিক চেতনা বলিয়া বর্ণনা করিয়া লেখা যায় । তাহাতে তোমার মানসিক বৈকল্যের কতদূর কী প্রশমন ঘটিবে জানি না, কিন্তু তোমার দুর্বলতাকে প্রকারাম্তরে প্রশ্রয় দেওয়া ইইবে। দ্বিতীয় পচ্থা মোইমুদগর । অর্থাৎ তোমার মতো কৃপমળূককে দেশকাল ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিয়া তুমি যে কত বড় অপদার্থ তাহাই তোমার চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরা। আমি দ্বিতীয় পস্থাটিই গ্রহণ করিলাম ।
"তোমার পত্র ইইতে যতদূর উদ্ধার করিতে পারিলাম তাহার মোদ্দা কথা হইল, তোমার নবनीनिन्দिত কোমল কর হইতে কুয়ার বালতি শ্থলিত ইইয়া জলে পড়িয়াছে। घটনা তো তবে সাঙ্যাতিক । সারা বিব্বে তো সাম্প্রতিককললে এরূপ বিশাল বির্পযয় আর ঘটে নাই । ফলে ডোমার মনে হইল, তুমি বুড়া ইইতেছ, জীবনদীপের শিখা নিস্তেজ ইইতেছে ইত্যাদি। ভাল কথা । কিষ্তু এই অবিমিশ্র জলীয় মানসিকতার উৎসটি কোথায় তাহা কোনোদিন স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পাইয়াছ কি ? তোমার হস্তাক্ষর মুক্তার ন্যায় সুন্দর, ভাষাও প্রাঞ্জল। তথাপি বলি, তোমাকে বাল্যকালাবধি গভীরভাবে জানি বলিয়া পত্রটির অম্তর্নিহিত অর্থটি খানিকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। সাধারণ মানুষ এই পত্র পড়িয়া মাথামুগ্ডু কিছুই বুঝিবে না । বড় জোর ভাবিবে, ইহা বোধ করি কূাপত বায়ুর প্রভাব।
" তোমার মনে আছে কিনা জানি না,বাল্যকালে আমরা উভত়ে পাঠশালায় যাইতাম। একদা ব্রર্মপুত্রের তীরে এক বুড়া পাগল আমাদের তাড়া করিয়াছিল । দোষটা আমারই । সে নিরিবিলিতে বসিয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করিতেছিল । আমি তাহাকে একটি ঢিল মারি । খানুপাগলা তাহাতে ক্শেপিয়া গিয়া অঙ্গের একটিমাত্র আবরণ ছেঁড়া গামছাখানি পরিত্যাগ করিয়া ভীম కুহুংকারে আমাদের ধাওয়া করিল। প্রকৃতপক্ষে কে ঢিল মারিয়াছিল जাহা সে জানিত না। প্রভাতসমীরে ত্রহ্মপুত্রের পারে বসিয়া নিবিষ্টমনে সে প্রাকৃতিক ক্রিয়া সারিতেছিল । ঢিল খাইয়া সে চমকিত ইইয়া আপাদের দেখিল

এবং তৎক্ষণৎ তাড়া করিল । কে অপরাধী তাহা সে জানিত না, তবে তোমার রাঙামূলার মতো চেহারাটিই তাহার পছন্দ হইয়া থাকিবে। সুতরাং আমাকে ছাড়িয়া সে তোমার পিছু লইল । সেই বয়েসের পক্ষে যতেষ্ট নাদুসনুদুস শৃরীর লইয়া তুমি প্রাণভয়ে বইখাতা ফেনিয়া দৌড়াইতেছ আর দিগম্বর খানুপাগলা ত্েেমাকে তাড়া করিয়া লইয়া যাইতেছে, দৃশাটl যথেষ্ট হস্যোদ্রেককারী । কিন্তু মুস্কিল হইল সেই সময়ে তুমি দৌড়ঝাঁপ ভাল জানিতে না । এমন কি আমাদের মতো হাঁটিয়া পাঠশালায় যাওয়ার অভ্যাসও তোমার ছিল না। তোমার দৌড় দেখিয়া মনে ইইতেছিল যেন স্বয়ং জরদ্গব দৌড়াইবার চেষ্টা ক.রিতেছে ! কালীবাড়ি পর্যন্ত পৌছাইতেই তোমার দম বাহির হইবার জোগার, আতক্কে চোখ ডিম্বাকৃত্তি ধারণ করিয়াছে, কেমন যেন দিগবিদ্গিজ্ঞানশূন্য দিশাহারা অবস্থা । জমিদার-ন্দন্দর সেই দুরবস্থা দ্দেখিয়া পথচারীরা অবশা হস্তক্ষেপ করিল এবং খানুপাগলাও নিরস্ত হইল । কিন্তু বহুক্ষণ তোমার স্বাভাবিক. অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই । তোমার বাক্য সরিতে ছিল না, আর বারবার শশহরিয়া উঠিতেছিরে. চো,খ এক্স অস্বাভাবিক দৃষ্টি । তোমার অবস্থা দ্দেয়া আমি ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম, পাগলের তাড়া, কুকুরের কামড়, বা অন্যতর নানাবিধ উৎপাত বাল্যকালের নিত্যসঙ্গী। ইহাতে অতটা আর্তক্কিত হওয়ার কী আছে তাহা আমার শিশু মস্তিক্কে ঢেকে নাই। তবে.বুঝিয়াছিলাম, ত্োমার মন তেমন শক্তপোক্ত নহে। অথচ তোমারই অগ্রজ বরদাকান্ত অস্ম সাহসী বালক ছিল । তোমার সহোদর নলিনীর সাহসিকতার খ্যাত তো ব্যাপক
" তুমি যুবা বয়সে ফুটবল খেলিয়াছ এবং তেমন মন্দ খেল নাই, তোমার জীবনে একমাত্র ওইটিই या পুরুষষাচিত। সেও খেলিয়াছ আমারই তাড়নায় । নহিলে বাল্যাকলে বিদ্যালয়ে তুমি ছিলে বালকদের উপহাস ও লঘুক্রিয়ার উপকরণ। কিষ্তু তোমার মধধা যে সৎ ও মহৎ একটি মানুষের বাস তাহা অনুভব করিয়া আমি তোমাকে প্রচণ ভালবাসিতাম । তাই তোমাকে লইয়া বিদ্যালয়ে যে লঘু হাসা-পরিহাস চলিত তাহা আমি পছন্দ করিতাম না। তাই সর্বদা তোমাকে রক্ষা করিয়া চলিতাম । একদিন মনে হইল, তুমি যদি নিজেই নিজেকে রক্ষা করিতে শিক্ষা না কর তত্র আমার সাধ্য নাই বহির্বিশ্বের নানাবিধ আক্রমণ হইতে তোমাে সর্বদা রক্ষা করিতে পারি। ফুটবল একটি উপলক্ষ মাত্র । তবে তাহার বিশ্ষষ উপযোগ শরীর ও মনকে একযোগে গড়িয়া তোলে। বলিতে কী, ফুটবল তোমাকে জীবনের অনেক বাহুল্য বর্জন করিয়া একমুখীন হইতে শিখাইয়াছিল। বিপক্ষের গ্গোলপোস্ট যখন আমাদের লক্ষস্থল তখন ক্রীড়াটিও অর্থপৃর্ণ ও লক্ষ্যাভিমুখী সংবেগ লাভ করে । ওই গোলপোস্টটি যদি না থাকে তবে ক্রীড়া অর্থহীন হইয়া যায় । ক্লাস্তি আসে ও সমগ্র পরিশ্রমটাই পণুশ্রম হইয়া পড়ে । ভাই হেম, জীবনটাও কি ডাহাই নহে ?
" তোমার জীবনটা এইরূপ লক্ষ্যহীন ইইয়া ওঠার অবশ্য কারণ আছে। বরদাকাষ্ত সম্মাসী ও নলিনী স্বদেশী হইয়া যাওয়ায় তোমার পিতামাতা তোমার সম্পর্কে বিশেষ সাবধানী ইইয়া পড়েন । অত আদর সতর্কতা তোমাকে ঘিরিয়া থাকায় তুমি ছায়াবৃত্ত বৃক্ষের মতো ত্মেন বাড়িয়া ওঠ নাই । মা-বারার মুখ চাহিয়া তোমাকে অনেক অন心্ভিপ্রিত গ্রহণ বর্জন করিতত হইয়াছে। ফলে তোমার ডরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে নাই। উপরষ্তু জমিদার-নন্দন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ বলিয়া তোমাকে খাওয়াপরার ভাবনাও ভাবিতে হয় নাই । কষ্পনাবিলাসী হওয়া তোমার পক্ষে স্বাভাবিক । কিস্তু ভাই হেম, কষ্পনাবিলাসী হওয়া কি আমাদের সাজে ?
"দেশ তথা বিষ্বের পরিস্থিতি যদি কিছুটা অনুধাবন করার চেষ্টা কর তাহা হইলে দেখিবে আমরা কি রকম সংকটের ভিতর দিয়া চলিয়াছি। একটা বিম্বযুদ্ধ শেষ ইইয়াছে তো আযগানিস্তান লইয়া আর এক বিপ্বযুদ্ধের সম্তাবনা দেখা দিয়াছে। আমানুল্লাকে সিংহাসন ছাড়িতে ইইয়াছে। রুশীরা কৌজ পাঠাইয়াছে। এদিকে সাইমন কমিশনরূপ এক দুষ্টচক্র এদেশে ভ্রিটিশ শাসন কায়েম করিবার ফন্দি আঁটিতেছে। সংবাদপত্রটিও কি পড়িবার মতো আগ্রহ বোধ কর না? এদেশে

প্রতি বeসর ইংরাজ ১১> কোটি টাকার পণ্য বিক্রয় করে। ভারতবাসীকক লইয়া শে ছেলেথেলা ও
 অবতী尔 হও। মম্যুচ্চিন্তা কপ্পূরের মঢো উড়িয়া যাইবে।
"তুমি বুড়া ছইয়াছ ভাবিলেও হাসি পায়। কক, आমি তে তোমার বয়সা হইয়াও বুড় হই নাই ! তবে তোমার বার্ধকেকের বোধ কোथা হইতে आসিতেছে ? বলিলে হয়তে রাগ করিবে, তবু বলি, তোমার আসল থौकতি অন্য জায়গায়। তোমার সেই স্পপ্শকততর ও সयত্গগোপন স্থানটির সभ্ধান आমি কতকটা জানি। বলি কি, লোকলজ্জ পরিতাগ করিয়া বহং র্भময়ীকে বিবাহ কর। आর
 বাস্তবরোধসশ্পন্木, বূদ্দিমতী ও সাহসী। সে সম্পুর্ণजােে তোমার ভার লইলে এখনো জोবনে অনেক
 বौচিয়া थाকিলে আমি একথা উচারণ করিনার সাহস পাইতম না। यদিও জানি সूনয়নীীর প্রতি তোমার (্রেম তেমন গভীর ছিল না । কেন ছিল না সে)

 आসিয়াছিল। দরিদ্র পুরোহিত-কন্যাকে শেষ অবধি অবশ্য তোমরা গ্রহণ কর নাই। কিষ্ঠু বর্জনই कি করিতে भाরিলে !



 नरহ। पूমিও রभময়ীর প্রসझ্গ উঠিলে नজ্জা পাইতে ওকু করিলে। রোপটা आমি তখনই
 বেশী তলাইয়া দ্দেখি নাই। আমার বিभाम, পুকুমমনুষ এবটিমাত্র নারীর দ্ঘারা সম্পুণ 'পোষণ





 কিষ্বু তিতরে ভিতরে ওই প্রেমই তোমাকে খইবে।



 जোমার ক্কেত্রেও মনে হয, প্রকতি প্রতিশোধ লইত্তেহ মাত্র। ওই বেরাগোর মৃলে আছে সেই






 याহ घটে তাহার গडীরে आঢছ আমাদের মন। সেই মনের সম্মুयীন হও। অকপটট নিজের কাছে নিজেরে প্রকাশ কর। ভাবের ঘরে আর চুরি করিও না।
"প্রিয় হেেকান্ত, जোমাকে এইসব কথা লিখিয়া কিছ্ C্রেশও বো4 করিতেছি। হয়তে এতটা
 সংক্টাপন্ন র্রেগীকে বাচাইতে অন্ত্র খরিতেই ছয়।
"শীয় দেশে যাওয়া ইইবে না। কলিকাতায় কৃগ্রেসের সভায় ব্যো দিতে আসিয়াছি। বে বিপুল

 লাগিবে ?


 রেখে জনালা দিয়ে চেয়ে রইলেন। দক্ষিণের এই জনালা দিয়ে বাড়র डিতর দিককার বাগান চোথে পড়ে। দুপুরের কবোষ্ণ রোদ এনে পড়ে গা়়ে।

 হেমকন্তু
সচ্চিদনন্দ দেশকাল পরিি্থিতির মধ্যে নেমে আসার পরামর্শ দিয়োে । চিরকালই সে এইরকম ।
 সে লেমে পড়़েন। आইন পাশ করে প্রবল প্রতাপে ওকানতি করহে। কংগ্রেসের সত্সে তার সম্পক






হেমনাत্ত উঠে ভিতর দিককার দরদালানে এসে পায়ারি করতে লাগলেন। সোতলার এই







 সচ্চিमननक এबটা পাগল।
"মা গো!" बलে cে চচচালো না भुকুরের খার্র ?



প্রথমটায় ভাল দেখতে পেলেন না । তারপর লক্ষ করলেন, পাঁচিলের ওপর একটা কে যেন দাঁড়িয়ে অছছ । জেলখানার মতো উচু পাঁচিল। ওঠা থুব সহজ নয়। কে ওটা ? বাইরের লোক ? না, বাড়রইই কেউ ?

বিরক্ত হেমকান্ত অনুচ্চ স্বরে ডাকলেন, হরি ।
চৗর খাস চাকর দৌড়ে এল।
হেমকান্ত ভ্ কুঁচকে বললেন, দেখ তো কে একটা লোক পিছনের দেয়ালে উঠেছে । ধরে নিয়ে আয়। পালাতে যেন না পারে দেখিসি।

र্থি চলে গেল।
হেমকান্ত আবার জানালায় এসে দাঁড়ানোর আগে ঘরে গিয়ে কাঠের আলমারি থেকে দৃরবীনটা নিয়ে এলেন । বিদেশে তৈরি শক্তিশালী দূরবীন। চোথ তুলে তিনি দেয়ালের ওপরে দাঁড়ানো ল্লাকটাকে দেখলেন ।

লোক নয়, নিতাস্তই অল্পবয়সী ছেলে একটটা। সতেরো আঠারোর বেশী বয়স হবে না। পরনে মালক্রেঁচা মারা ধুতি, গায়ে হাফ শাঁ। রং বেশ ফর্সা। সদ্য দাড়ি গোঁফ গজিয়োছ। ছেলেটা পিছন্রে মস্ত আমবাগানের দিক থেকেই দেয়ালে উত্রেছে বলে আন্দাজ করলেন হেমকান্ত । তবে ছেলেটার হাবভাব একট্ট কেমনতরো। মুখটা শুকনো । চুল এলোমেলো। চোথের চাউনিটা যেন লক্ষাইীন। চারদিকে টালুমালু করে চেয়ে দেখছে।

হেমকান্ত দূরববীনটা নামিয়ে রাখলেন । বরকন্দাজরা দেয়ালের নীচে পৌছে গেছে। ছেলেটার পালানোর পথ নেই।

হেমকান্ত সিড়ি বেয়ে আস্তে ষীরে নেমে এলেন নীচে। সামনের বৈঠকখানায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কত্যেক র্মিনিটের মধ্যেই পিছমোড়ায় ধরে বরকন্দাজরা নিয়ে এল ছেলেটিকে। হেমকান্ত লক্ষ্য করলেন, ছেলেটা ল্যাংচাচ্ছে।

হেমকান্ত নিষ্ঠুরতা পছন্দ করেন না। কিন্তু এই ছেলেটার বেয়াদবিও সহ্য করার মতো নয়। অन্দরমহলের দেয়ালে উঠবে বাইরের লোক, এ কেমন কথা ? ওখানে মেয়েরা স্নান করে, বেড়ায়।

হেমকান্ত গা্টীর গলায় জিজ্ঞেস করনেন, তুমি কে ?
ছেলেটা খুবই ঘাবড়ে গেছে। তকনো বেঁঁট জিভ দিয়ে চেটে বলল, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। ওটা যে ভিতরের মহন তা বুঝতে পারিনি।

কথাটা সত্যি হতেও পারে। হেমকান্ত বললেন, তোমার নাম কি ? কোথা থেকে আসহে ?
আমার নাম শশীভ্ষণ গঙ্গেপাধ্যায়। বাড়ি বরিশাল জেলা।
এখানে কী করতে এসেছো ?
চাকরর খুঁজতে।
দেয়ালে উঠে কী করছিলে ?
ছেলেটা ১ৌঁট কামড়ে একটু যেন ভেবে নিয়ে বলল, আমি গত দুদিন ওই আমবাগানটায় আছি।
হেমকান্ত অবাক হয়ে বলেন. আমবাগানে আছো য়ানে ?
কেথাও থাকার জায়গা পাচ্ছিলাম না, তাই আমবাগানে ছিলাম।
এই শীতে ?
আজ্ঞে হাঁ। খুব কষ্ট হচ্ছিল।
তহলে সরাসরি এসে কাছারিবাড়িতে বলোনি কেন ? এ বাড়িতে বা থে কে小ন বাড়িতে গেলে একটা আশ্রয় জুটে যেত।

আমার উপায় ছিল না।

কেন ?
শশীভূষণ घাবড়ে গেছে বiট, কিন্তু ভেডে পড়েনি । হেমকাম্তর চোখের দিকে চেয়ে বলল, সেটা খুব নিরাপদ হত না । আপনার লোকেরা একটু তফাৎ হলে সব কথা বলতে পারি ।

হেমকাম্ত বিরক্ত হলেন । তবু চোখের ইশারায় সবাইকে সরে যেতে বললে সবাই সরে গেল । এবার বলো।
আমি দুদিন ষরে কিছু খাইনি। পুলিশের তাড়া খেয়ে এখানে এসে পড়েছি।
কেন, পুলিশ তোমাকে তাড়া করেছে কেন ?
তাদের সন্দেহ আমি স্বদেশী করি।
কুঞ্চিহ ভূ সটান হল হেমকাম্তর । একটু হাসলেন । আগেই তাঁর অনুমান করা উচিত ছিিল ব্যাপারটা।

হেমকাম্ত বললেন, তাই বলো ।
শশীভূষণ ক্ষীণ একটু হেসে বলল, আমবাগানে বড্ড মশা। আমি ওখানে আর থাকতে পারছি ना

হেমকান্তর হঠাৎ সচ্চিদানন্দের চিঠিটার কথা মনে হল । দেশ কাল পরিস্থিতি নিয়ে ভাবিত হতে ऊাঁকক বলেছে সচ্চিদানন্দ । তা দেশকললের তো এই অবস্থা । এইটুকু ছেলে লেখাপড়া ছেড়ে, বাড়িঘর ফেলে স্বদেশী করে বেড়াচ্ছে। হয় গুলিটুলি খেয়ে মর়বে, নয় তো জেলে পচবে।
(.इयकাস্ত বলা.লন, দেয়ালে উढেঠ কী দেখছিলে ?


- जना (.एातना यeल4 फिल ना (.তा ?

भরো তাই।
থাবার পেলে চুর্রি করতাম । তাছাড়া আর কিছু চুরির মতলব ছিল না ।
(.োমার বাবা কী করেন ?

মাস্টারী। সামান্য মাইনে ।
সে জানি । মাস্টারির মাইনে আর আমাকে শেখাতে হবে না । তুমি ক্তদূর সেঋপড়া ক্রেষ্ণ ?
বি এ পড়ছিলাম ।
এখন পড়ছো না ?
না। কলেজ ছেড়ে দিয়েছি।
মা-বাপের প্রতত কর্তবা নেই.?
আছে 1
সেটা আগে না করেই দেশসেবায় বেরিয়ে পড়েছো ?
দেশসেবা তো নয় । পুলিশের সम্দেহ যে, আমি স্বদেশী । বরিশালে একজন পাদ্রী খুন নিয়ে আমাদের বাড়িতে সাচ্চ হয়। বাবাই আমাকে পালিয়ে যেতে বলেন ।

পাদ্রীকে কারা খ্ন করোছ ?
জানি না। তবে লোকটা গাট্রী নয় । পুলিশের স্পাই।
সে যাই হোক, তোমাকে আশ্রয় দেওয়া বিপজ্জনক ।
তা आমি জানি। আমি দুদিন কিছুই খাইনি।
দुमिन ? বলে হেমকান্ত অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।
খাওয়ার পয়সাও নেই । বেরোতেও ভয় করছিল । আমকে যদি কিছু খাবার দেন তাহলে আবার রওনা হয়ে যেতে পারি।

কোথায় যাবে ?
ঢাকা । সেখানে আমার পিসির বাড়ি ।
গাড়িভাড়া আছে ?
না । তবে এতটা আসত্ত পেরেছি, বাকিটাও চলে যেতে পারব ।
আর यদি ধরা পড়ো ?
পড়ব না।
সচ্চিদানন্দের দেশ কাল পরিস্থিতিই কি শশীভূষণের রূপ ধরে এসে হাজির হল ?
হ্রমকাম্ত একটা দীর্ঘশ্ধাস ছেড়ে হরিকে ডেকে বললেন, একে কিছু খেতে দে । তারপর गারবাড়ির নলিনীর ঘরটায় নিয়ে যা ।

শশীভূষণ হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে বলে, আমি ঘরেটরে যাবো না।
হেমকাস্ত মৃদুস্বরে বললেন, ভয় নেই, ধরিয়ে দেরো না। একটু বিশ্রাম নাও। তারপর চলে যয়়া 1

## II b II

ফাঁ্ট ক্রাস কুপে কামরায় হানিমুনটা খুু থেকেই জমে যাওয়ার কথা। একদিকে তরতাজা একটা ছেলে, অন্যদিকে টগবগে একটা মেয়ে । কিষ্তু জমল না । গাড়ি শেয়ালদা ছাড়তে না ছাড়তেই ধ্রুব তার স্যুটকেসে জামাকাপড়ের তলায় সযত্নে শোয়ানো বোতলটি বের করে বসে গেল এবং খুব নিবিষ্টমনেে প্রায় একনাগাড়ে মদ খেয়ে যেতে লাগল । ফলে খাওয়ার জলের বোতলটা বর্ধমান যেতে না যেতেই শেষ।

রেমি ધ্রুবর দিকে তাকাচ্ছিল না। জানালার ধারে আড়ষ্টভাবে বসে বাইরের চলন্ত প্রকৃতি দেখার চেষ্ঠা করছিল। এ কার সজ্গে বিয়ে হন তার ? একজন নেতা এবং বড়লোকের ছেলে, এই পরিচয় দেখেই কি বাবা క্রুবর সঙ্গে বিয়ে দিল তার ? আর কোনো খোঁখবর করল না ? צ্রুব সুপুরুষ সন্দেহ নেই। রেমি এও জানে, খাওয়া-পরা বা বিলাস-ব্যসনের কোনো অভাব তার হবে না । কিষ্তু সেইটেই তো সব নয়। এ লোকটা বিয়ের দিন থেকেই গগ্গগোল করে যাচ্ছে যে ! বিয়ের দিন যখন সাজগোজ করানো হচ্ছে রেমিকে; সেই সময় একবার খবর এল খ্রুবকে বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না। দুটো মিনিবাস ভর্তি রুক্ষ ও উগ্র চেহারার বরयাত্রীরা এসে বাড়ি গরম করে ফেলেছে তখন । তাদের অনেকেই ভারী ভারী সোনার গয়না দিয়ে আশীর্বাদও করে গেল তাকে। অন্তত বিশ-ত্রিশ ভরি সোনা রোজগার করে ফেলল রেমি । কিষ্ুু বরের গাড়ি আসেনি, বর আনরে গিয়েছিল দাদা। সেই টেলিফোন করে জানাল, ધ্রুব বাড়িতে নেই। কৃষ্ণকান্তবাবু খুব রাগারাগি করছেন। এমন কি পুলিশকে পর্যন্ত কাজে লাগনো হয়েছে।

রেমির কানে খবরটা হয়তো এসে পৌছতো না। কিষ্ধু সষ্ধের লপ্গ পেরিয়ে যাওয়ায় ফিসফাস ুজজुজ গুরু হয়ে গিয়েছিন। বাঙালরা একদু উচ্চন্বর হয়েই থাকে, বড় একটা ঢাকঢাক ুড় ওড় নেই। তাদের মধ্যে একজন বেশ চেঁচিয়েই রলছিল, দেখ কোথায় গিয়ে মাল থেয়ে গড়াগড়ি यাচ্ছে। ওর কি কোনো কাতুজ্ঞান আছে ! কক্চপা যে কেন এটার বিয়ে দিচ্ছেন তাই বোঝা যাচ্ছে ना।

বাঙাল বাড়িতে বিয়ে নিয়ে রেমির আগ্ীীয়ম্বজনের মধ্যে দ্বিধা এবং ভয় ছিলই। বাঙালদের্র রীতিনীতি আলাদা, আচার-বাবহার আলাদা, রেমিদের বাড়িতে আর কেউ বাঙাল বিয়ে করেও নি। তাই বাঙাল ছেলের সন্সে বিয়ের বাপারে অনেকে আপত্তি তুলেছিল। কিষ্ঠু বাবার উপায্য ছিল না


করায় বাবা আর আপতি করতে পারেনি। কিষ্মু বর ব্পোো হওয়ায় সকলেই ঘাবড়ে গেছে।





পরের লя রাত এগারোটের কাছাকাছি। তার অন্তত আড়াই ঘन্ট আগে নৈशাি স্টেশনের কাছে
 ছেলেকে ধরে আনার পর ক্সষ্ষকান্ত নিজের হাতে তাকে চট্টিপো করেন। তবে তার্ প্রধান अडिय্যোগ ছিন, উপোস তেঙ্ডে সে বিয়ের দিন রুটি মাংস থেব্যেছিন কেন।

צ্রুব যথন বিয়ের পিড়িতে এসে বসল তথন তার মুথ গঙ্টীর এবং থমথমম। একটা ম্্তও সে
 হপাপ বসে ছিল। রেমি তথনই জানত বাবা তাকে হাত-পা बেঁধে জলে <েলে দিয়োেে। এটা বিয়েই নয়। এই লোকটা হয় পাগল, নয় ব্দমাশ। সারা জীবন একে স্বাयী হিসেবে কপ্পনা কনাও তার পCক কষ্টকর হবে।

ফুলশय্যার রাত্রে ঘরে এসেই একটা আলমারি খুলে মদের সরঞ্জাম বের করে বসে গেল জ্বুব। जাকে বলन, খাওয়ার ঘরের ও্রিজ থেকে বর<্েের ট্বৌ নিয়ে এসো তে।

जবাক बেমি বলन, पूমি आজ মদ খবে?
थেनে को ? तোজ col খाई, আজ नয় কেন ?
आজকের fिনে৫ খায় 小েউ ?
 চাকরবাকর কাউকে বলো। এনে দেরে।

आমি পারব না।

 आनिनि। সুতরাং आমার বেশী দায়फায়িত্जও নেই।
 आর বোঝাতে হবে না।



 করবে जাবजে গা ঘিনधिন করহিন जाর।
 धुरूख़्रে বসল।
 आた।

ध্বে ॠोর ম্রে বলল, जোমার নাম ঢো রেমি!




צ্রুব রাগল না। ঘীর স্বরে বলল, ঠিক আমার মতো অবস্থায় না পড়লে তুমি কথনোই আমার সমস্যার কথা বুঝতে পারবে না রেমি। আমকে ঘেন্না করা খুব সোজা। এই বাড়ির সকলেই আমাকে ঘেন্না করে। কারণ তাদের সেটা শেখাো হয়েছে।

কথাটা রেমি ভাল বুঝল না। তবে চুপ করে রইল।
ধ্রুব নিজেই খানিকক্ষণ বিরতি দিয়ে বলে, আমার মা নেই, জানো ?
রেমি বলল, তোমার মা নেই তাতে কী হল ? অনেকেরই থাকে না
ঠিক কथা। কিষ্তু আমার মায়ের এখনো বেঁচে থাকার কথা ছিল । মা গায়ে আগুন লাগিয়ে মারা যায়। আমি তখন ছোটে, বছর দশেক বয়স হবে হয়তো। পম্মপুকুরের বাড়িতে থাকতাম তখন। বাথরুমে ঢুকে মা গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেয়। গোটাট পুড়ে গেল, অথচ মা একটাও শব্দ করেনি। হাঙ্ড্রেড পারসেন্ট বারনিং, হাসপাতালে তিন দিন बেঁচে থেকে মারা যায়। সেই মৃতুাটা यতদিন মনে থাকবে ততদিন তোমার শৈশুরের সঙ্গে আমার লড়াই শেষ হবে না।

রেমি বুঝতে পারছিল না। বলল, কিসের লড়াই ?
লড়াইটা বহুমুখী, কারণ বহু কিছুর জন্যাই ওই লোকটা দায়ী। লোকটা বর্বর, নির্বোধ, ঋ্ষ্যতলোভী, নিষ্ঠুর, অহংকারী। জানো এসব ?

না। মাথা নাড়ল রেমি।
丹ীরে چীরে জানবে। তবে লোকটার গুণও অনেক। সমস্তরকমের বিরুদ্ধতাকেই জয় করতে পারে, সমস্ত প্রতিকৃলতাকেই নিজের অনুকৃলে ঘুরিয়ে নিতে পারে । ব্রিটিশ আমলে এ লোকটা বিস্তর সাফার করেছে, লাঠি গুলি ফাঁসির দড়িকে ভয় খায়নি। তাই লোকটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না । সবচেয়ে বড় কথা কী জানো ? সবচেয়ে বিস্ময়কর কথা ? এই লোকটা নিজের দেশ এবং দেশের মানুষকে বাস্তবিকই ভালবাসে।

রেমি এই অ্বশুর্রসঙ্গ খুব উপভোগ করছিল না। ছেলের মুথে বাপের নিন্দে এমনিতেও সুস্বাদু নয়। সে বলল, আমার মাথা ধরেছে। আমি একটু তচ্ছি।

צ্রুব উদাস স্বরে বলল, $এ$ বাড়িতে যে ঘেন্নার বীজাগু ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমকেও তা আ্যাটাক করেছে, বুঝলে ? সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। এনি ওয়ে, তুমি শুয়ে পড়ো। আমার বোধহয় আজ রাতে আর ঘूম আসবে না।

রেমি খয়ে পড়ল এবং একসময়ে ঘুমও এল। খুব সকালবেলা তুমুন চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল তার। বাইরের প্যাসেজে ধ্রুব চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলছিল, কোনো শালার রাইট নেই আমাকে আটকে রাখার । ছাড়ো আমকে, ছাড়ো নইলে আমি গুলি করে উড়িয়ে দেবো সবাইকে, সুইসাইড করব...

রেমি বুকে ধড়ফড়ানি নিয়ে দৌড়ে দরজায় গিয়ে দেখল, চার পঁচজন ষণ্ডামার্কা লোক চেপে


কৃষ্ণকান্ত সিড়ি বেয়ে নেমে এলেন । টকটকে গৌরবর্ণ সুপুরুষ। দীর্ঘকায় এবং মজবুত গড়ন। এসে ছেলের সামনে দौড়ালেন। মুখে কথা নেই।

কিষ্ডু ঞ্োঁকের মুখে যেন নুন পড়ল। সপ্তম স্বর চিচি করতে লাগল খ্রুবর। সে বলল, দেখুন, আপনার লোকেরা আমকে ধরে রেখেছে।

কৃষ্ণকাণ্ত গমগমে গলায় বললেন, ওদের ওপর সেরকমই হুকুম আছে।
কেন, आমি কী করেছি ?
কৃষ্ণকান্ত বললেন, ওদের ওপর হুকুম আছে, তুমি বাড়ি থেকে পালানোর চেষ্টা করুেে তোমাকে যেন ধরে আনা হয়।

आমি পালানোব্র চেষ্টা করিনি।

তরে ক্র করেছিলে ?
মাথা ধরেছে বরে একটু বাইরে যাচ্ছিলাম। হাওয়ায়।
কৃষ্ণকন্ত মাথা নেড়ে বলনেন, আজকের দিনটা শুধু বেরিও না। চেষ্টা করনেও বেরোতে পারবে না। তবে কাল যেখানে খুশি যেও। কেউ বাধা দেবে না।

এই বলে কক্ণকণস্ত আবার ওপরে চলে গেলেন।
রেমির বুকের ধড়ফড় অনেকক্ষণ ছিল। লোকগুলো ধ্রুবকে আবার ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল ।

রেমি জিজ্জেস করল, কোথায় যাচ্ছিলে ?
צ্রুবর মুখচোখ রাগে লাল। ঘনঘন শাস ফেলছিল। চাপা গর্জন করে বলল, যেখানে খৃশি যাচ্ছিলাম, তাতে जেোমর বাবার কী ?

রেমি দাত্ে দাত পিষে বলল, আমার বাবার কিছ্তু নয়, তবে ত্তোমার বাবার তো দেখলাম রেশ মাথাব্যথা ।

খ্যুব চেয়ারে বসে বোতল তুলে নিল। রেমি অবাক হয়ে দেখল, রোতলটা সারা রাত খোর্লেনন ধ্রুব। অর্থাৎ ফুলশযায় রাতটা ধ্রুব বাস্তবিকই মদ খায়নি। তবে ভোরবেলা সেই অপমান্রে পর খেল।

পরদিনই পাহারা তুলে নিলেন ক্ষষ্ণকাম্ত । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ধ্রুব আর পালান্নার চেষ্টা. করল না। খুব শান্ত হয়ে রইল ক’দিন। বেশী বেরোতও না বাড়ি থেকে।

রেমির সঙ্গে অবশ্য খ্য়বর দেখা হত খুবই কম । পারিবারিক নিয়ম অনুযায়ী দিনের বেলা স্বামীর সঙ্গে দেখা করার উপায় ছিল না। দেখা হত রাত্রিবেলা। সেই কয়েকদ্নিন খ্বুব থুব শান্ত রইল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে কেমন একরকম উদাসীন দূরত্ব বজায় রাখত। কथা বলত না একদম । দাড়ি কামাত না বলে গালে কোমল দাড়ি গজিয়ে ভারী সৃন্দর দেথাভ ওকে। আলাদা একটা ছোটো খাটে তয়ে থাকত।

খুবই কচি এবং কাঁচা বয়স ছিল তাদের। সেই সময়ে তো দুজনের ভিতরেই তীব্র চৌম্বক
 অन্যরকম ঘটল।

সেদিন একটু রাত করেই ঘরে এসেছিল রেমি । খ্বী একটৃ কাৎ হয়ে শুয়ে আছে । ঘুমণ্ত । লম্বা দুলওলা মাথাটা একটু গড়িয়ে গেছে বালিশ থেকে। লাল টুকট্টুক করহে ঠেঁট। বিশাল চোথের নীচে ক্লাব্তির কান্ো হোপ । গায়ে একটা ফর্সা পাঙ্রাবি, সোনার বোতামঙলো ঝকঝক কবছে। ফর্সা বুকে কিছ্রু রোম দেখা যাচ্ছিল। একটা जাবিজ ঝুলে আছে গলা থেকে।

বড় মায়া হল রেমির। মাথাটা তুলে দিম বালিশে। এ লোকটাকে তার ভালবাসতে ইচ্ছে করে। কিষ্তু .লোকটা যেন কেমনধারা। কিছুতেই কারো ভালবাসা নিতে হাত বাড়ায় না। বিদ্রোহী? কিষ্তু সেই বিদ্রোহের রকমটা এরকম বিদঘুটে কেন ?

কয়েক মুহ্রুর্তের বিভ্রম। রেমি প্রুবর মাথার চুলে একটু হাত বুলিয়ে দিল্ন। তারপর তার পাশেই একটু জায়গা করে নিয়ে শুয়ে পড়ল। ডাকল, এই, ঘুমোনে ? শোনো, আমার একা তততে বুঝি ভয় করে না?

צ্রুব বাস্তবিকই ঘুমিয়ে পড়েছিল। চোখ খুলে তাকে দেথে একন্টু অপ্রধ্যুত হম । তবে রাগ করল না, বিরক্তও হল না। बরং ঠাট্টা করে বলল, তूমি কেেন শিবিরের লোক তা জানো তো ? জাनि।
তোমাকে আমি তাই বিশ্যাস করি না।
নাই বা করলে।

আমাকে শোধরানোর জনাই বাবা তোমাকে বউ করে এনেছে। কিষ্তু আমি এত সহজে শোধরাবো না রেমি।

पूমি কি খুব খারাপ?
আমি খুব খারাপ হতে চাই।
এখন একাঁ খারাপ इও না ব্রদ্মচারী, দেখি।
খুব কাছ থেকে ধ্রুবর মুখখানা দেথে সম্মোহিত হয়ে গেল রেমি, কী সুন্দর ! তার মেল়ললী চহংকার ভেসে গেল, উবে গেল অভিমান রাগ বা ঘুণা। শরীর ও ছাদয় জুড়ে বেজে যাচ্ছিল এক मামামা। এই সেই রণবাদ্য যা অবশাশ্তাবী করে তোলে দুই বিপরীত শরীরের সংঘর্ষ ও সংঘাত।

একটি দুটি, রাত্রি কাটল শরীরের উন্মত্ততায়।
কিন্তু এই বাড়ির ভিতরে ভিতরে বে বিভেদ, বিদ্বেষ ও অবিপ্পাস জরেছে বহুদিন ধরে, তা ছাড়বে কেন্ন তাদের?

বিয়ের এক্মাস পরেই ইলেকশন। কৃষ্ণকান্ত বিধানসভার নমিনেশন পেয়েছেন, বাড়িতে প্রুর লোকের আনাগোনা এবং ভীষণ বাস্ততা দেখা দিল । রান্নাঘরে বিশাল উনুন জ্বলে সারাদিন। দলের কর্মীরা অনেকেই এসে খায় । তা হচ্ছে প্রায় চব্বিশ ঘন্ট। । বাড়িটা প্রায় বারোয়ারি বাড়ি হয়ে উঠল ।

একদ্ন সন্ধেবেলা ধ্রুব একটা লোককে কলার ধরে হিড় হিড় করে টনতেত টানতে ভিতরর নিয়ে এল। চেঁচিয়ে কৃষ্ণকাষ্তের উদ্দেশ্শে বলতে লাগল, দেখুন, আপনার লোকজনকে একটু দেখে यान।

কৃষ্ণকান্ত দলের লোকজনকে নিয়ে ওপরতলায় জরুরী মিটিং কর্木াছলেন। মিটিং অবশ্য সারাদিন লেগেই থাকত। বিরক্ত মুখে কৃষ্ণকান্ত গাড়িবারান্দার ছাদে এসে দौড়ালেন । বললেন, कী रয়েছে ? চেচচচ্ছে কেন ?

ધ্রুব বলन, এই লোকটাক্রে চেনেন তো ! এ হচ্ছে আপনার একজন ক্যামপেনার। রঘুবীর माশশর্মা।

চिनব ना কেন ? उ को করেছে ?
একটু আগে হাজরা পার্কের উণ্টাদিকে গলিতে এ দুটো ছেলেকে মেরেছে। তারা দেয়ালে निখছিল। সেই দেয়াল নাকি আপনার। খু এই কারণে দলবল নিয়ে এ গিয়ে ওঢের তাড়া করে। গनিতে নিয়ে গিয়ে পেটে ছোরা মেরেছে। তারপর এসে ফুটপাথে বেঞ্চ পেতে বসে বিড়ি ফুফকছে।

কৃষ্ণকাষ্ত গমগমে গলায় বললেন, চিঁচিও না, ছেড়ে দাও ওকে, আমি দের্থি।
कী দেখবেন ?
সে आমি বুঝব।
आপনি বুঝবেন কেন ? এ লোকটাকে পুলিশের হাতে দেওয়া উচিত।
কৃষ্ণকাষ্ত ধমক দিয়ে বললেন, צ্রুব ! ওকে ছেড়ে দাও। পুলিশে দেওয়ার দরকার হলে আমিই फেবো। তूমি जোমার কজে यাও।

সেটা তো আইন নয়।
আইন তোমার চেয়ে আমি ভাল জানি।
জानেন, কिस्रु মানেন না।
কৃষ্ণকাষ্ত এবটু বিপদে পড়লেন । কারণ দলের লোকজন সব উঠে গাড়িবারাম্দার ওপরে ভীড় করে পিতা-পুত্রের নাটক দেখছে। নীচে এবং ফটকের বাইরেও লোক জমা হচ্ছে।

কৃ্ণকান্ত মরীয়া হয়েই বললেন, ও বে মেরেছে তার কোনো সাফ্ফী আছে?
आমিই সাক্পী।
पूমি একা ?

তাছাড়া আর কে সাশ্ষী লেবে ?
पूमि ठिক দেথেছো ?
निफ्ठয়। आপनि थानाয় Шৈनिखোন করুন। आমি সাকী লেব।
রঘুবীর দাশশর্মা ரুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। একাু হাসছিলও মাঝে মাঝে। সে জানে צ্রুব একাঁ পাগলা গোছের। সে এও आনে কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী যে কোনো বিপদ থেকে তা<ক উদ্ধার করবেনই।

কৃষ্ণকাष্ত বলनেন, आমি থানায় एোন করহি। র্যুবীরকে ఆপরে আসচ্ত বলো।
ব্যাপারটা এইখানেই মিটে গেল অবশ্য। ঘন্টাখানেকের মধ্েোই পুলিশ এসে রঘুবীরকে ধরে নিয়ে যায় এবং তার পরদিনই রঘুবীর ছাড়া পেয়ে অন্য এলাকায় কৃষ্ণকাস্তর হয়ে খাটতে থাকে।

কৃষ্ণকান্ত তথন একদিন রেমিকে ডেকে বললেন, বাক্সপাঁটরা গুঘিয়ে নিয়ে দামড়াটাকে সল্রে করে ক’দিন দার্জিলিং বেরিয়ে এসো তো মা। রিজার্ভেশন হয়ে গেছে।

সেই তারা হানিমুনে চলল। রস্মলশীল পরিবারের পঢ্ষ দারুণ আখুনিক ব্যাপার।
মষুচন্দ্রিমা না নিমচক্দ্রিমা তা কে বলবে ? צ্রুব সেই আগের মতোই অম্বাভাবিক। কিছूতেই রেমিকে চিনতে চায় না। তাকায় না, কथा বলে না। দিনরাত একনাগাড়ে মদ খেয়ে যাচ্ছে।

ইলেকশনের সময়ে তাকে কেন সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা কি বোঝেনি খ্রুব ? ঠিকই বুঝেছিন। আর রেমি বুক্তে পারছিল মাত্র কয়েকদিন্রে শারীরিক প্রেম ধ্রুবর ফুরিয়ে গেছে। শরীর আর কত্তিন শরীরের বাঁ४নে বাঁধা থাকতে পারে। যেখানে স্বামী-গ্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে যৌনতাই প্রধান সেখানে সম্পক বাতাসের ভর সয় না।

आমি? রেমি অবাক হয়ে বলল. আমকে জল आনডে বলছে ?
কেন, पूমি আনলে की হয় ?
মেয়েরা কখনো এসব করে ? यদি গাড়ি ছেড়ে দেয় আমি তো দৌড়ে এসে চলণ্ত ট্রেনে উঠতেও भाরব না।

बেষ্ঠা করলেে সব পারা যায়। পারবে।
তूমি পারো গিয়ে। आমি তোমার মদ খাওয়ার জন্য জन আনতে পারব না।
তাহলে आমি বাबরুমের জলই মিশিয়ে খাবো।
তা খেতে পারো।
খাবো ? ডুমি আমাকে থেতে দেবে ? জানো, গাড়ির জলে এক লল্ম রকমের জীবাণু আহে ?
তा आমি की করব? তোমাকে তো आমি মদ খেতে বলিनি।
মাইরি, যাও না।
বলেছি তো পারব না।
ঠिক आহू, তাহনে आমিই নামशি । यमि গাড়িতে উঠতে না পারি তাহণে ভুমি একাই দার্জিলিং যেও

এই বলে গ্রুব নিজেই উঠল এবং জলের বোতল নিয়ে নেরে গেল । সেটা গীঘকাল । প্যাটফরর্মের কলে দারুণ ভীড়। রেমি দেখল, క্রুব সেই ভীড়ের মধ্যে ঠেনঠেলি করে पুকে পড়ল । কিষ্ঠু তারপর आর তाকে मেथा যাচ্ছিল না।

জম निয়ে यাত্রীরা হুড়োহড়ি করে ফিরে আসহে। কল প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। কিষ্ডু জ্রুবকে আর দ্থথতে পেল না রেমি।. গার্ডের হইশিল বাজল। একসময়ে গাড়ি নড়েও উঠল।

কিন্তু জ্রুব ?
আতক্কে জানালা দিয়ে রেমি তারস্বরে চেঁচাতে লাগল, এই ডুমি কোথায় ? ওগো, তूমি এসো

শীগগির ！গাড়ি ছেড়ে দিল बে！

মরীীয়া রেমি গাড়ির आালার্ম চেন ধরে ঝুলে পড়ল। গাড়ি থামতেই সে নেরে পড়ন আひন－গরম भ্যাটফ্ম্ম। তারপর ছুটতে লাগল পিছন দিকে।

夕্রুবকে অবশা পাওয়া গেन সহজেই। খুব নিবিষ্মনে হুইলারের লোকানে দাঁড়িয়ে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওন্টাচ্ছিন। রেমি গিয়ে তার হাত ধরতেই সে একটৃও লজ্জিত না হয়ে এবটা হাই তুলে বলল，প্রেরের চেফ্যে তাহলে সিকিউরিটিই বড়！कী বলো ？

## ロ ৯ u

उथन সক্ধের ক্য়াশামাখা अभ্ধকার ষীরে शীরে গড়িয়ে আসছू চারদিক থেকে।



বিকেল থেকেই শশিভূষণ টের পাচ্ছিল，জ্রর আসবে। কিষ্ুু পরের বাড়িতে অঢেনা লোকজনের কাছে সে কধাটে বলতে পারেনি। একটা ঘর আর একটা বিছানা পেশ্যে সে বত্তে গির্যেছিল। শেষ বেলায় এক পেট্ থেব্যে অঘোরে লেপমুড়ি দিয়ে ঘুম্মেচ্ছিল। ঘूম जাঙল মাথার বাथা আর শরীরের কल্পে । কাউক্কে ডাকবে কিনা বুমতে পারছিন না সে। এরা রাজা জমিদার মনুম। এসব লোক কেমন হয় ত তার ভাল জানা নেই। আखয়ৃఫু দিয়েছে লেই ঢের। এরপর আবার অসুথ－বিসুখের কথ্থ ওনলে হয়েে বিরক্ত হরে। শশিভৃষণের অবশা অরেরে সণ্গে চেনাজানা বহ দিন্নে ！এ হন

 শশিভৃষণ ভয়ে আলো জ্রাनল না। घরে যে লোক আছে সৌা পাচজনাক জনান দেওয়ার कী দরকার ？
 লাগল চেতনা। ঢোখের তারা উল্টে গেল। কিছুক্ষণ ঘোরের মধ্যে সে ওয়ার্রসওয়াথ্থে কবিতা
 উঠতে नाগল।

ঘরের দরজা डিতর থেকে বক্ধ করে দির্যেছিল সে। উঠে সেটা আর খুলে দিতে পারেনি।
 দুটো জোনাকি পোক ঘুরে घুরে ওড়़। গাছের ডালে রহস্যময় সব শব্দ হ়়। শেয়াল ডাকে। জ্রের ঘোরে এই সব आবई এক বিচিত্র পরপারের ঘ্ছবি রচনা করে শশিতৃষণেণ চারপাশে।

 উপভোগ করে নেয়। সারা বিকেন মোড় চালির্রেও সে ক্রাশ্ত হয়নি। আরে। অরেকক্ষণ ছালাতু পারে। কিন্ঠু উপায় নেই। এবদু বাদাই প্রতুল মাস্টারমশাই আসবেন হরি এলে তাকে ডেকে निख़ে यাবে।

তার এই ঘোড়া দাবড়ানোর দৃশাট্ দেখঘিল মাত্র একজন সে হল হর কমপাউঔার। এই বিभ সংসারে তার আপনজন আর কেউ অবশিষ্ট নেই। বছর দুই আগে কৃমি বিকারে जার মেয়ৌো মার



গিয়ে ডাক্সারখানার পেছন দিককার ওমুপ্রে ঘরে বসে थাকত। অবাক হয়ে দেখত হর কমপাউতার
 মাবে মেজার গাসে কৃষ্ককাষ্তকে মিষ্টি ও সুগন্ধী সিরাপ খাওয়াত সে। বিস্তুর ভৃত-প্রেতের গল্প শোনাত।

মাথা খারাপের লক্ষণ দেথা দেওয়ায় হর ক্মপাউগারের চাকরিটি গেছে। কিষ্ঠু হেমকাষ্ত তাকে তাড়ি়ে দেননি'। হর কমপাউজারকে চাকরি দিয়েছিলেন তাঁ বাবা শ্যামকান্ত। বাপের আমলের পুরোন্না ও বিপ্ধাপী লোকটিকে তাই এখনও নিজের আশ্রয়ে রেখেছেন।

মায়ামাহ মানুষের জন্মগত অভিশাপ। সरজে কাটে না। आপন না পেলে পরকে আকড়ে


 পर्यं।
 নেই, অবস্থা বয়স ইত্যাদির ফারাকও যথথঘ। তবু এ ছেলেটাকে দ্থলেই বুকটার মধ্যে কেমন উথলে-ওঠা ভাব হয় তার। ছেলেটার যা দ্দেে তাই তার ভাল লাগে। এই যে আবছয়া মতো आলোয় সাদা টাদু ম্যেড়ায় চেপে চররদিকে ঢেউ তুলে দাবড়ে বেড়াচ্ছে কৃষ্ণকান্ত, এই দূশাটাকে তার পার্থি কিছू বলে মনে ছয় না। এ যেন এক ম্বপ্ন-দৃশ্য। বিলিতি ছবির বইতে এরকম সব ছবি আছে। তা থেকেই যেন বেরিয়ে এসেছে ছেলেট, আবার ছবির মধ্যে ফিরে যাবে।

কাছারির মাঠের চারধারে অজু পাম গাছে মিছিন। তারই ফাঁকে ফাঁকে মাবে মাবে হারিয়ে
 याচ্ছে অবিরন।
 কমপাউজার কাছারির সিড়ির লেষ ধাপটায় বসে একটা নসিি রঙের আলোয়ানে সারা গা ঢেকে


পথথীী জায়গাঢা ভাল না খারাপ ভা আজকাল आর বুঝতে পারে না হরনাথ। তবে সে বোব্রে
 आর কিছু নয়।

 তার বদরুদ্দিনের গল্পটট মনে পড়েছে। সবটা নয়, তরে কিছুটা। কৃষ্ণকান্ত ঘোড়া চালানো লেষ করে তার পাশট্তিতে এস্সে বসরে। তথন গষ্মটা লোনাবে হরনাথ। তা প্রাপপণণ সে গল্পটা মাথার


বদরুক্দিন্নর যোড়াটার বয়স হয়েছিন। তার ওপর চোখ ছানি পড়তে লাগন। বদরুপ্দিনও বড়ো মনুষ। ঢোথের নজর তারও তথন কুে এসেছে। তু সওয়ারির জন্য কানা মোড়ায় ছাকরা গাড় য়তে বদরুদ্দন রোজ রেরোরে। তবে গণগগানও হত খুব। প্রথম প্রথম আन্দাজে রাঙ্তা

 जরপর একদিন গাঙ্পিনার পাড়ে রাস্তা ছেড়ে মোড়াটা গিয়ে পড়ন এ̣কটা মাদার গাছের ওপর।



 কেউ এথनো বদরুপ্দিনের ছ্যাকরা গাড়ির সওয়ার इয়। आর রাতা ভুল হয় না।

বুড়ো সহিস बঠेন হাতে এসে দাঁড়িয়ে আহে মচ্ঠের মধ্যিथানে। ঘোড়ার পায়ের শশ্ এগিক্রে आসছে।

ও ছোোক্র্ত, এবার নামো ঘোড়ার মুখ দিয়ে ফেন্না বেরোচ্ছে। আর না।
 চালিয়েছি আজ। না, হরमा?

थुव।
দুজনেই চুপচাপ কিছুজ্ষণ বসে থকে। কুয়াশা এবং অক্ধকার ঘনিয়ে ওঠঠ। মচ্দির থেকে শब्यধ্বनि आসে।

কৃষ্ণকাস্তর সত্তিকারের কোনো অভিভাবক নেই। হেমকান্ত তার প্রতি নজর দেন না। কেউই
 মরো করেই। সময় মরো লেখাপড়া করা আর ইসকুলে যাওয়া ছাড়া বাদবাকি সময়টা সে কী করে বেড়ায় তার থোজ কেউ নেয় না । সুতরাং নানা সৃষ্টিছাড়া কাঙু করে সে। তিনতলার চোর কুঠুরিতে পুরোনো আমলের কিছ্হ অস্তশক্ত্র আছে। সেই ঘর থেকে একদিন একটা তরোয়াল বের করে এনেছিল কৃষ্ণকান্ত। সারাদিন খোলা তরোয়াল হাতে করে ঘুরে বেড়াল। কয়েকজন অবশ্য বারণ করেছিন, সে শোনেনি । বস্তুত হেমকাষ্ত ছাড়া আর কারও কथা শোনে না সে । ফয়জনের গোটা দুই ছাগল আর ছানাপোনারা রোজই ঘাস থেতে আসে বারবাড়ির পচ্চিম দিককার গোচর ভৃমিটায়। কथन यে কৃষ্ণকান্ত সেখানে হাজির হয়েছে তা কেউ জানে না। হঠাৎ তার আর্তনাদ তুনে লোকজন ছুটে গিয়ে দেথল ধারি ছাগলটার মুণ্ডু খসে পড়ে আছে মাটিতে, ধরটা ছটফটট করছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে জায়গাট। কৃষ্ণকান্ত রক্তমাখা তরোয়াল হাতে দৃশাটার দিকে সষ্মোহিতের মরো চেয়ে থরথর করে কौপহে।

ক্ষষ্ণকান্ত চমৎকার সাঁতার কাটতে পারে। বিলেষ করে ডুবসৗতার । একদিন তার ইচ্ছে হল, अभ্দরমহলের मिকে যে অথৈ পুকুরঢা আছে তার তলা থেকে মাটি খামচে আনবে। যেই কথা, সেই কাজ। একमिন ডুব দিল তো দিলই। আর ওঠঠ না । হরি বিপদ বুঝেে লোকজন নিয়ে ঝौপিয়ে পড়ল জনে। যখন কৃষ্ণকান্তকে তোলা হন তখন মতার ঘন্টা প্রায় বেজে গেছে।

হেমকাষ্তর অন্যানা ছেলেরা যেমন শাা্ত ও সুশীল কৃষ্ণকান্ত তেমন নয় । घরের চেয়ে বাইরের আকর্ষণ তার ঢের বেশী .। বাড়ির পিছন দিকে পগারেরে ওপারে হেমকাষ্তর কিছু প্রজা বাস করে। তারা গরীব ও অসংস্কৃত। ককষ্ণকাষ্ড নিয়মিত সেই পাড়ায় যায়। সেখানে তার একদস্গল অনুচর৫
 সন্সে। এর ওর তার বাড়ি থেকে ফুল বা ফল চूরি করে। তাদের সত্গে ফুটयলও খেমে।
 শ্রোতের মুখে ঠেলে fিয়ে আসে। বুড়ো রামভজুয়া দারোয়ানের কানে সে একবার গোকুনপিঠের গরম রস ঢেলে দিয়েছিল। রামভজুয়ার সেই কান একদম গেছে।

হেমকাচ্তর কাছ్ অবশ্য এসব খবর বড় একটা প্পোছোম না। প্রথম কथা, কৃষ্ণকান্ত যে হেমকাস্টর आদরের ছেলে এটা সবাই জানে। দ্বিতীয় কथা, মা-মরা ছেলে বলে সকলেরই একট্ৰ মায়া আছে। তাই কেউ নালিশ করতে যায় না। হেমকাম্তর বড় ছেলে কণককাষ্তি কলকাতায় ऊौদের কালীঘাটের বাড়িতে থাকে। অ্য়রের সজ্গে সে একটা বাবসায় নেমেছে। বাবসা কিসের তা থেঁজ করেননি হেমকান্ত। তবে আয় বোধহয় ভালই হচ্ছে । কণককান্তি টাকার জন্য বাপকে চিঠি

লেথ্থ না । সম্প্রতি সে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছে । সে কৃষ্ণকান্তকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করতে চায়। হেমকান্ত না বা হাঁ কোনোটাই জানাননি। কৃষ্ণকান্তকে ছেড়ে থাকতে তাঁর কষ্ঠ হরে । তবু তাকে যে ক.লকাতায় পাঠানোই উচিত তাও তাঁর মনে হয়। এখানে কৃষ্ণকে দেখার কেউ তেমন নেই। কণককাষ্তিও আগ্রহের সগ্গেই চাইছে।

কিষ্তু কলকাতায় যাওয়ার প্রস্তাবে কৃষ্ণকান্ত কেঁদে ভাসিয়েছে। বাবা তাকে এখনো কিছ্হ বলেনি ঠিকই, কিন্তু যদি বলে ? বাবার কথার ওপর তো আর কথা চলে না । মনু পিসি বা রগ্গয়ীই হচ্ছে তার একমাত্র ভরসা । বড়দা তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চায় खুনে সে গিয়ে মনু পিসির ওপর হামলে পড়ল, আমি কিন্তু কিছুতেই যাবো না, বলে দিচ্ছি। তুমি বাবাকে রাজি করাও।

কৃষ্ণ কোথাও চলে যাবে এটা রжময়ীও ভাবতে পারে না । সুনয়নী চলে যাওয়ার পর এই দৃধের বাচ্চাটিকে সে বুকে আগলে এত বড়টি করেছে। তবু সে বলল, যাবি না তো কী করবি ? এখান্ন কে তোকে অত চোথে চোথে রাখবে ? কখন পুকুরে ড়ুেে মরিস, কার সঙ্গ মারামারি করে মাথা ফাটিয়ে আসিস তার তো ঠিক নেই। কলকাতায় ধরাবাধধা জীবন, সেখানেই গিয়ে থাকা ভাল।

এরপর কৃষ্ণকান্ত রেগে রжময়ীকে আঁচড়ে কামড়ে চুল ছিড়ে একাকার কাণ করল। রभময়ী ভরসা দিল, আচ্ছা যা, তোর বাবাকে রাজি করানোর চেষ্ঠা করব।

কষষ্ণকান্ত ভরসা পেল বটে, কিষ্তু ভয়ট্ৰ আজও কাটেনি। কণককাষ্তি সামনের মাসে আসছে । সেই সময় আবার তকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার কথা উঠবে। সেখানে এমন অবারিত মাঠঘাট নেই, ঘোড়া নেই, বক্ধু নেই, ধরেকাছে নেই নদী বা পুকুর। বড়া লোকটা ভারী গোমরামুখো। বউদিভ ভীষণ রাগী।

গেছি। অनেকদ্কিন আগ।
তোমার ভাল লাগ ?
ना।
তোমার এ জায়গাটাই বেশী ভাল बাপে, না হরদ্গ ?
शौं।
আমারও। তবু বড়দ্দ আমাকে কলকাতায় নিয়ে যেত চাইতে।
श्रनाথ উদ্বিঞ্ম হয়ে বলে, সে कী? पूমি যেও ना।
কিন্ত্ জোর করে নিয়ে গেলে কী করব ?
তুমি জোর করেই এখানে থেকে যাবে।
কৃষ্ণকান্ত এ কথায় হেসে উঠে বলল, হরদা, তুমি সতিাই পাগলা। বাবা যদি বনে, ওরে কৃষ্ণ,木ণাক্র সঙ্গে কলকাতায় যা তা হলে কী হবে ?

ডুমি লুকি্য়ে থেকো। আমি জেমােে একটা জয়গা দেখিত়ে লেবো। কেউ খুজে পাবে না ৩ামাকে।

अनেক আছে। কেউ খুঁজে পাবে না।
জায়গাটা দেখাবে আমাকে?
इরনাথ মৃপ্ধ চোখে চেয়ে দেখছিল কৃষ্ণকান্তকে। এ ছেলে ভবিষ্যতে খুব বড় কৌ একজন
 -IA একাম ভয়ের জায়গা।

कয় কিসের ভয় ?
अथानে आরও একজन थाকে কिना।

সে কে ?
তোমার কাকা। নলিনীকাষ্ত ।
কী যে বলো ! কাকা তো बেঁে নেই।
তা না থাক, মরে তো আছে।
তার মানে?
इরনাথ নির্বিকার গলায় বলে, নলিনীবাবুর ঘরে এখনো নলিনীবাবু থাকেন ।
কৃষ্ণকাস্তর গায়ে একটু কাঁটা দিল । হরনাথের কাছ ঘেঁেে বসে সে বলল, সত্যি বলছ ?
তিন সত্যি । মাঝরাতে সাইকেল চালিয়ে আসেন । ঘরে ঢোকেন । সব টের পাই।
কখনো দেখেছো ?
দু-একবার । আমি তাঁর সাড়া পেলেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসি । রোজ দেখতে পাই না অষশ্য । তবে দু'বার দেখ্ছি। একবার আমাকে ইশারায় কাছেও ডাকেন।

তুমি কাছে গেলে ?
গিয়েছিলাম । কিষ্তু তারপর আর কিছু দেখতে পেলাম না।
ও বাবা! ও ঘরে আমাকে লুকিয়ে থাকতে বলছ ?
ভয় পেও না । উনি তোমার কাকা হতেন। তোমার কোনো ক্ষতি করবেন না । বরং, ভালই করবেন। ওদের ভয় পেতে নেই। আমাদের যেমন একটা জগৎ আছে, ওদেরও তেমনি একটা আলাদা জগৎ আছে।

তুমি ভৃত দেখত্তে পাও ?
ฆুব দেখতে পাই । তোমার মাকেও মাঝে মাঝে দেখি, ভিতরের দরদালানের জানালায় দঁড়িয়ে দুপুরবেলা চুল শুকোচ্ছেন । কাল যখন বিকেলে তুমি ঘোড়া চালাচ্ছিলে তখন উনি এসে সামনের গাড়িবারান্দার ছাদে দौঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে দেখছিলেন তোমাকে।

কৃষ্ণকাস্ত খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল ইরনাথের সঙ্গে । বলল, মা আমাকে কেন দেখছিল ?
দেখবে না ? ছেলে বলেল কথা ! ত্তেমাকে একন্টুখানি দেখে চলে গেছেন, এখন তুমি কত বড়টি হয়েছো ! ঘোড়া চালাও, ইসকুলে যাও, ফুটবল খেল । মা তাই দেখতে আসেন ।

ভয় ভয় করলেও কৃষ্ণকাষ্তর ঘটনাটা খারাপ লাগল না। মার কথা তার মনেই নেইই। তযু মা যে নোথের আড়ালে এখনো আছে সেটা ভাবতে ভালই লাগে।

হরনাথ অন্মুট গলায় বলে, দুলিকেও দেখি। জঙলে জঙ্গলে ঘুরে শাক তোজে । औচলে মাছ ধরে । কখনো ঘরেও আসে । আমার মাথার কাছটিতে চুপ করে বসে থেকে আবার চনে যায় ।

তবে যে প্রতুল মাস্টারমশাই বলে, ভূত বলে কিছু নেই ।
কी জানি। আমি তো সব স্পষ্ট দেখি। এই যেমন তোমাকে দেখছি। তবে তাদের সরঁ কথাবার্তা হয় না।

আমার মাকে দেখাবে? আমার় খুব দেখতে ইচ্ছে করে ।
দেখা কি আর না যায় ? চেষ্টা থাকলে, ইচ্ছে থাকলে দেখা যায়ই । দুলি মরার পর আমি কেব巾 দিন়রাত তাকে ভাবতাম আর কাঁদতাম । ভাবতে ভাবতে আর কাঁদতে কাঁদতে মাথাটা কেম্ম গগুগোল হয়ে গেল । তারপর থেকে সব দেখডে পাই। কোকাবাবু যেদিন মারা গেলেনসেদিন কী?
সেদিন তাঁকেও দেখেছি । সক্ধেবেলা ব্রক্মপুত্রের জলে নেমে স্নান করলেন । সুম্দর একটা পিনিশ এল । তাইতে উঠে কোথায় চলে গেলেন ।

কৃষ্ণকান্ত একটু কাঠ কাঠ হয়ে গেল ভয়ে ।
চারদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে । শেয়াল ডেকে উঠল । উত্তরের হাওয়া এম অর্ডুত এক

## হাহাকারের শব্দ নিয়ে।

হরনাথ উঠে বলল，চढ্লে，লুকিয়ে থাকার জায়গাটা তোমাকে দেখিয়ে fিই।
কৃষ্ণকান্ত ভয় পায় বটে，কিষ্তু ভয়ে কুঁকড়ে যায় না，ভেঙেও পড়ে না । ডার ভিতরে এক অফূরন্ত কৌতৃহনই তাকে ভয়ের মুথেও এক ধরনের সাহস দেয়। সে উঠে বলল，কোথায় যাবে ？ কাকার ঘরে ？

কাকার घরেই। তবে তার মধ্যেও একট্ট ব্যাপার আছে। চলো দেখাচ্ছি।
দুজনে আবছা অক্ধকার টানা বারান্দা ধরে কাছারিঘর ছাড়িয়ে ভিতর দিকে হঁঁতে থাকে।
সারি সারি ঘর। এত ঘর কোনো কাজে লাগে না। এক সময়ে এই কছারি বাড়িতে বিস্তর সোক কাজ করত। আজকাল জমিদারির আয় কমেছে। লোকজনও কমম গেছ্ছ। ল্গোটা চারেক বড় বড় মাকদ্দমায় হেরে গেছেন হেমকন্ত，কেবল তদবিরের অভাবে এথন শোনা যাচ্ছে，বড় ভাই বরদাকান্তর স্ত্রীও সম্পত্তির অংশ চেয়ে মামলা করবে। হেমকান্ত এসব বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে মাথা घামন না। তাঁর কর্মাারীরাও তাঁর কানে সব কथা তোলে না। কিষ্ঠু এই মন্ত জমিদারিতে যে अলস্ম্যীর সঞ্চার ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। এই শৃন্য ঘরগুলো তারই আগাম ইभ্তিভ বহন করহে।

নলিনীর বন্ধ দরজার সামনে এসে হরনাথ দौঁড়ায়। দরজায় কান পেতে কী একটু শোনে। তরপর ফিস্সষিস করে বলে，ওই শোনো। নলিনীবাবুর গল্গা！

আচমকা কৃষ্ণকান্তু ওুনতে পেল，ঘরের মধ্ো একটা গলা বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল，ভৃত！ प्रण
 যাচ্ছে এক রহসাময় বৃহহললিকায় ব্রপ্মপুত্রের বুক থেকে আশটে গক্ধ বয়ে নিয়ে ছু হু করে উত্তুরে々ওয়া এল। কাছেপিৰঠ ডেকে উঠল একশ শেয়াল।

ভয় পাওয়ারই কথা। শশিভূষণকে যখন ধরে আনা হয় তখন ককষ্ণকাণ্ত ইসকুলে। তাই খটনাটার কथা সে জানে না। কৃষ্ণকাষ্ত একবার ভাবল，দৌড় দেবে। কিষ্তু জানার কৌতূহসও গার अসীম । সে দরজায় দমাদম ঘা দিয়ে বनल，কে ？কে ভিতরে ？

তোমার কাকা। ফিস্িস করে হরনাথ বলে
কিষ্ঠু কৃষ্ণকান্ত লষ্ষা করে়্হ，দরজাটায় তালা দেওয়া নেই। এ ঘরটায় সর্বদাই তালা দেওয়া পাারে．ভিতরের কঠ্সস্বর যদি নলিনীকাস্তর（প্রতাষ্মারই হয় তবে দরজার তালাটা খোলবার দরককারই 55 ना निष्চয়ই কেউ আছে।

আবার সে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল।
সেই শ＜্পে লোক জড়ো হত্ে দেরী হল না । গগন মুহুরি বলল，ও ঘরে একজন অতিথি আজ । サথর থেকে আছে। কর্তাবাবু তার ওপর নজর বাখতে বল্লছেন।

ষ্বষ্ণকান্ত একটু রাগের গলায় বলল，লোকট্ট দরজা খলছছ না কেন্ন ？কে লোকটা ？
গগন মাথা চুলকক বলল，আমরা চিনি না। তবে পাগল্লর মতো চেহারা।
 ＂．1জাটা ভাঙ্তে হাব।

খবর পেয়ে হেমকান্তও দরজা ভাঙার হুকুম দিলেন । ভিত্তর ঢ়কে দেখা গেল，শশিভৃষণের জ্ঞান


সদময়ীকে কিছ্ছু বল্তে হয় না । সে চট করে পুকূর থেকে এক বালতি জল নিয়ে এসে সযত্রে －\｜ण\｜भইয়ে দিয়ে জলপাট দিতে লাগল কপালে । কুমুদ ডাক্তার এসে ওযুধ দিয়ে বলে গেল，খারাপ NT．は ম্যালেরিয়া। মাথায় রাক্তর চাপ প্রবল।

সৃ্চকান্ত জনে জনে জিজ্sেস করেও ল্গোকটার নাম ছাড়া আর কিছুই জানতে পারল না।

শশিভৃষণের বয়স প্রতুল মাস্টারমশাইয়ের সমান। কিষ্ডু চেহারাঢা একদম মড়ার মতো ঋঁটকো, সাদা। গালে দাড়ি। লম্বা লম্বা চুল।

মনু পिসি, লোকটা कि পাগল ? সে রস্সয়ীকে জিজ্ভেস করল।
না রে, দু দিন আমবাগানে লুকিয়ে ছিল। খয়দায়নি। তাই ওরকম দেখাচ্ছে।
লুকিত্যে ছিল কেন ?
শুনছি তো, পুলিসে নাকি তাড়া করেছিল।
কেন তাড়া করেছিল ?
স্বদেশী করত যে!
এটা আর বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না কৃষ্ণকান্তকে। ম্বদেশীদের সে খানিকটা চেনে। তবে ভাল চোথে দেখে না । সে বলল, তা হলে পুলিসে খ্বর দিচ্ছে না কেন ?

ওরে চুপ, চুপ ! পুলিস এনে তোর বাপপরও রেহাই নেই। ওসব বলিস না। তোকে বলাই ভুল হয়েছে দেখছি।

কক্ষক্ণান্ত জিজ্ঞেস করল, কোন আমবাগানে ? বাড়ির পিছনেরটা ?
তাই তো তুনছি।
ওখানে ছিন লোকটা ? দু দিন ?
शाँ।
মশা কামড়ায়নি?
তা আর কামড়ায়নি! সারা গায়ে তো দেখছি দানা দানা হয়ে আছে।
কিছু খায়ওনি ?
को थाবে ? শীতকলে कि आর আমবাগানে আম পাওয়া যায় ?
লোকটার দিকে আর একবার ভাল করে চুয়ে দেখল কষ্ণকান্ত । চেহারাটা তার পছন্দ হল না ঠিকই । তবে যে-লোক দুদিন না খেয়ে আমবাগানে লুকিয়ে থাকতে পারে তাকে একট্ শ্রদ্ধা না করে উপায় की?

$$
\mathfrak{u} \text { ১০ n }
$$

 মানুষ নয়। इয় পাগল, না एয় পয়লা নম্বরের বদমাশ। उব্ মাঝরাস্তায় এই লোকটির সল্গ গোলমাল নাঁধিয়ে লাভ নেই। রেমির চোথে ভথন জল এসে গেছে। खৌপাতে যোপা<ে সে বলল, চল্গো জ্ৰ।r|গির। ক্তেমার পায়ে পড়ি। ট্রেন ছেড়ে দেবে।

প্রেব মাগাজিনটা বগলদাবা করে ষ্ষরে সুস্থে দাম মেটাল। তারপর বলল, চলো। কিষ্ঠৃ একটা


তারা কামরায় ফেরার পর গার্ড সাহেব একবার হানা দিয়েছিলেন । কিষ্ত্র কষষ্ণকান্তর (ছলে বলে প্পরিচয় পাওয়ায় জল আর বেশীদূর গড়ায়নি। এমন কি জরিমানা পর্यד্ত fিয় হর্যানন তাদ্রর।








প্রকক্গ বাড়িতে। বললেন, দার্জিলিং তো যাবেই। একদিন এখানে রেস্ট নিয়ে যাও।
গ্রুব একটু গাঁইতুই করেছিল বটে, কিষ্তু থেকেও গেল।
ওই একটি দিন রেমির বড় চমеকার কেটেছিল। সুদর্শনবাবুর দুটি যুবতী মেয়ের সজ্গে তার ভীষণ ভাব হয়ে গেল । বড়লোকের মেয়ে বলে কোনো দেমাক-টেমাক নেই, কিংবা থাকলেও তা রেমিকে দেখয়নি। সেই সঙ্গে জুটে গেল সুদর্শনবাবুর ভাইপো সমীর। যেমন ঝকঝকে চেহারা তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত তার চালচলন আর কথাবার্ত। তারা চারজনে মিলে চমৎকার একটা টিম হয়ে গেল এত তড়াতাড়ি যে কারও সঙ্গ বন্ধুত্ব হত্ত পারে তা রেমির অভিজ্ঞতায় ছিল না। সষ্ভবত দায়িত্ব ভ কাণ্ডজ্ঞনইীন ধ্রূ<র কাছ থেকে ধাকা থেয়েই রেমির মধ্যে একটা ভয় ও নিঃসঙ্গতার বোধ জন্ম নেয়। তাই এই তিন,টি স্বাভাবিক, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা যুবক যুবতীকে পেয়ে সে আঁকড়ে ধরল সেই টিমে ধ্রুব ছিল না কারণ আগের দিনের অতেল মদ তথন তার ওপর শাধ নিচ্ছে, দারুণ মাথাধরা, বমির ভাব ও দুর্বলতয় আচ্ছন্ন হাংওভার কাটতে সে সারাদিনটাই প্রায় বিছানা আলিঙ্গন করে রহুল।

নন্দা. ছন্দা আর সমীরের সঙ্গে রেমি বেরোলো শহর দেখতে। কী সুন্দর শহরটি। খানিকটা কলকাতর সঙ্গে খানিকটা গ্রাম মেশালে যেমন হয় আর কী শহর ঘেঁষে একটি পাহাড়ী নদী বয়ে यাচ্ছে। মহানनা উত্তরে মহান হিমালয়।

সমীর বলन. শিলিগড়ি এখন ওয়েস্ট বেঙ্গেের সেকে•্ড সিটি। কলকাতার পরই শিলিওড়ি
কলকাতা-গর্রবিনী রেমি বলল, আহা রে, কলকাতার সগ্ে টক্কর দেওয়া অত সস্তা নয় মশাই শিলিঙ্ডিড়িকে সাত জন্ম তপসা করতে হবে।

সমীর ছাবলা নয় এ ক্থার জবাবে ম্দু এক্টু হাসল মাত্র ! হুড খোল্গা জীপগাড়িটা চালাচ্ছিল সে-ই চে!থ গগলস কিছ্তক্ষণ বাদে সেই গগলসের ভিতর দিয়ে রেমির দিকে চেয়ে বলল, কলকাতা ঞখু আপনারই নয় কিষ্ঠু, আমদেরও।

তাই নাকি ?
(য কোনো বাঙালীকেই জিজ্ঞেস করুন । নোংরা হোক, ঘিপ্রি হোক, কলকাতার নিন্দে করলে যে কোনো বাঙালী ডটে যায় আমি আরো বেশী চটি। কারণ কলকাতাকে আমার মতো করে কেউ আবিক্কার কর্রেন্রি আমার রক্ধ্রে ররক্ধ্রে কলকাতা।

রেমি বলল, তবু ভাল আমি ভাবলাম আপনি বুঝি শিলিগড়িকে ততাল্লাই দিতে গিয়ে কলকাতাকে ছোয়া করহেন।

মোটেই নয়
নন্দা বনল, সমীরদা অসষ্ভব কলকাত্তাই। ছুটি পেলেই পালাবে। আমাদের তো বাবা স্ট লেকে অত বড় বাড়ি পড়ে আঢছ। কিম্ডু আমর গিত়़ বেশীদিন থাকতে ইচ্ছে করে না।

ছন্দার অবশা অন্য মত। সে বনল. না বাবা, আমার কলকাতাই ভাল লাগে।
সাদ্দিন তারা রেস্টুরে:ন্টে খেল, চোরাই হংকং মারকেটেট ঘুরে ঘুরে বিদ্দেশী শাড়ি আর কসরেটিক্স কিন্নল, সেভক র্রাড ষরে চালে গেল কালিঝোড়া পর্যন্ত। আর তারই ফাঁকে চারজনের টিমটা আরও আঠাল্লা হয়ে উঠল

পরদ্দন সেই চররজন এবং গ্রুব এবটা জোগা জীপগাড়িতিত গেল দার্জিলিং। সমীর পাহাড়ী রাস্তায়
 তিন যুবটী পিছন্নর দিকে বসে একা: মাইল রাস্তা টেরই পাওয়া গেল না।

কিন্তু মুর্শকিল ইল বিকক্লবেলা, যখন রেমি আর ধ্বুবকে দার্জিলিং-এ রেখে ওরা ফিরে আসবে। কারণ ধ্ধুব গোত্রেলে ঢুকেই বার-এ সেঁটে বসে গ্রিত্যেছিল ! বিকেল নাগাত সে চুরচুর মাতাল ! সুতরাং নन্দা ছন্দ! আর সমীর यদি শিলিগुড়ি ফিরে আসে তাহলে রেমি একন পড়ে যায়। এই অনাম্যীয়




 কিছ্হ হয় তাহলে কে দেখবে ?
 ক্টে যাবে। उয় आপনাকে নিয়ে। आপনার রক্ষক ঢো কেউ থাকছে না।
 ফেলে যাওয়াঢ゙ ঠিক নয়। কিষ্ঠু তাদরও ফেরা দরকার। ছ্দার কলেজ আছে। নन्मারও कী সব এনগেজমেদ্ট।

খানিকক্ষণ শলা পরামর্শের পর চিক হল, সমীর থেকে যাবে। দই বোন ফিেরে যাবে শিলিওড়ি।
 आসবে।

কিষ্ঠু রেমি আজ জানে, সমীরেরও থেকে যাওয়ার কোনো দরকার ছিল না। লেই সুদ্রর ছিমছম হোটেনটির মালিক স্বয়ং সুদর্শনবাবু। হোটেলের বশংবদ ক্गচারীরা তাদর जালই দেখাশোনা করতে পারত। সুতরাং সমীরের ওই কथাঢ "আপনার রক্ষক তো কেউ থাকছে না" ঠিক নয়।

কিষ্ুু বলতে নেই, সমীর থাকায় রেমির বুকের মধ্যে এক আনন্দের খামচাখাম্মচ ওরু হয়েছিল। সেই অবোখ রহসাময় অনুরূতির কোনো মানে হয় না। এত বেহায়া বেহেড রেমি বিट়ের আগেও
 করার রাস্তায় ?

নन্দা आর ছদ্দা চলে যাওয়ার পর জ্বূবকে বিছানায় পৌঁছে দেওয়া হন। একজন বেয়ারা মজুক থাকन घরে। নিঃসাড়ে 'घুম্মোতে লাগল s্রুব।
 गोण।

জোকা গাড়িটায় আবার দুজনে বেরোলো। তথন সс্ধের পর রাস্তাঘাট বেশ ফঁঁকা, মাাল প্রায়
 করशছন । বারবার মনে হচ্ছিল এবার একটা কিছू হবে, কিছ্হ घট্বে, জীবনে একটা মোড় ফিরবে।

आत্তে আत্তে গাড়িট বিজিন্ন চড়াই উত্রাই তেঙে চালাচ্ছিল সমীর। কেথাও यাচ্ছিল ना। উल्দেশ্যरीन চना।
 বাইট বয় হিলেন। এরকম কবে থেকে হল? ইজ হি खাষ্ট্রেটেড ?

রেমি তার ধী জানে ? সে মুদুম্বরে বলন, आমি তো বিয়ের পর থেকেই এরকম দেখছি। আগে कोরকম ছ্নিন জানি ना।

आপनि निष्য়ই খूব লোনनि ফिन করেন !
সেটে কি আর বনতে হবে !



সেটাই जো ভাবছি।
ভাবছেন ? যাক বौচালেন। প্রশাটা করেই আমি মনে মনে জিব কাঢছিনাম, অনধিকার চর্চা হয়ে

গেল ভেবে।
রেমি ম্নান একটু হেসে বলল্ল, অত ফরমাল इওয়াক্র দরকার নেই । আমি ভীষণ প্রবলেমের মধ্যে আছি । এই সময়ে আমার একজন বষ্ধু দরকার যে গাইডেনস দিতে পারবে । আমি আপনার পরামর্শ চাই। ওকে নিয়ে কী করব বলুন তো ।

সমীর একটু ভেবে বলল, আপনি যमি অনুমতি দেন তবে কাল সকালে আমি ওরর সঙ্গে একটু কথা বলে দেখতে পারি । তবে উনি খুব গষ্ভীর । কাল থেকে বভ্বার কথা বলার চেষ্টা করেছ্ । উনি তেমন ইণ্টারেস্ট দেখাচ্ছেন না ।

তবু আপনি একটু কথা বলে দেখবেন । তবে দয়া করে আমার রেखারেন্গ দেবেন না । তাহলে চটে যাবে।

আরে না না, আমি অত বোকা নই। আপনাকে আড়াল করাই তো আমার উদ্দেশ্য ।
রেমি মৃদুস্বরে বলল, আমার খুব ভয় করছে দার্জিলিং বেড়াতে এসে ।
কিসের ভয় ?
আমার মনে হচ্ছে কও.ট অ্যাবনরম্যাল। যে কোনও সময়ে আমার কথা ভুলে গিয়ে হয়তো আমাকে ছেড়েই কোথাও চলে যাবে।

ধ্রুববাবু কি এতই ইরেসপনসিবল ?
হ্যাঁ। আপনি ধারণা করতে পারবেন না। আসার সময় বর্ধমান স্টেশনে এমন একটা কাণ্ড করেছিল যে আমার ভিতরে একটা ভয় पুকে গেছে। আমি ওকে বিষ্ষাস করি না।

সমীর খুব হাক্কা গলায় বলল. আপনার মতো মেয়েকে ভুলে গিয়ে বা ফেলে রেথে কি যাওয়া याয় ?

সমীরের এই স্ঠুতিটুকু তার ভালই লাগল । সে বলল, আমি এমন কিছু না ।
সে আপনি জানেন না। আমরা জানি । কিন্তু জ্রুববাবু অ্যাবনরম্যাল এটা কি ঠিক জানেন
জানি । জর সবচেয়ে বেশী রাগ জর বাবার ওপর ।
কেন বলুন তো ! কৃষ্ণকান্তবাবুকে আমি চিনি। দারুণ লোক ।
শ্বশুরমশাইয়ের তুলনা হয় না । তবু ও ওর বাবাকে দেখতে পারে না। সেটাই অস্বাভাবিক। জেলাসি নয় তো !
কে জানে কী। এ প্রসঙটা বাদ দিন।
সরি। দার্জিলিং আপনার কেমন লাগছে ?
ভাল ।
ষ্রুববাবু নরম্যাল থাকলে আরো ভাল লাগত ।
সেটা ঠিক। তবে যতটা খারাপ লাগার কথা ছিল এখন ততটা থারাপ লাগছে না ।
এ হচ্ছে কথার পিঠে কথার খেলা । কিষ্তু রেমি বাস্তবিক কথার খেলা জানে না । সে যা বলেছিল তা অকপট মন থেকে উঠে আসা কথা। সত্যিই তো তার খারাপ লাগছিল না ।

তারা যখন হোটেলে ফিরল তখন দার্জিলিং-এর নিয়ম অনুযায়ী অনেক ব্রাত । রাস্তাঘাট সম্পুর্ণ জনশূন্য। হোটেলেও দু-চারজন মদাপায়ী ছাড়া বাকি সবাই ঘরে দোর দিয়েছে ।

ফাঁকা ডাইনিং হল-এ বসে রেমি আর সমীর রাতের খাবার খেল । খেতে খেতে রাত গড়িয়ে দিল অনেকটা। কথা আর শেষ হতে চায় না । 纟্রুবর সঙ্সে সাতमिনে যত কথা না হয় তার চেয়ে ঢের বেশী সেই কয়েকঘণ্টায় হল সমীরের সঙ্গে রেমির । খাওয়ার পর লাউনজ্েে ইলেকট্রিক হিটারের সামনে নরম সোফায় কম্বলমুড়ি দিয়ে বగসও অনেকক্ষণ সময় কাটাল তারা।

তারপর একসময়ে রেমির মনে হল, এবার ঘরে যাওয়া দরকার । হোটেলে কেউ আর জেগে নেই। ধ্রুবকেও অনেকক্ষণ একা রাখা হয়েছে।

সে অনিচ্ছার সছ্গে বলল, এবার যাই।
আরে বসুন বসুন, সবে তো সষ্ধে।
এইভাবে যাই-যাই করে কাটল আরো কিছু সময় । যখন বাস্তবিকই ঘরে এল রেমি তখন রাত পৌনে একটা ।

ধ্রুব তখনো অচেতন । রেমির অনেকক্ষণ ঘুম এল না । কেমন একটা উদভ্রান্ত উত্তেজনায় বুক কাঁপছে। বারবার শিহরিত হচ্ছে সর্বাঙ্গ । এরকম তার আগে কখনও হয়নি। এমন কি ফুলশয্যার রাতেও নয় । নিজেকে বহুবার ধিক্কার দিল সে । তারপর ঠাকুর দেবতার পায়ে মাথা কুটতে লাগল মনে মনে, আমকে রক্ষা কর । এ আমার কী হল? কেন হল ? ছিঃ ছিঃ।

পরদিন ধ্রুবর ঘুম ভাঙল বেলায় । গভীর হ্যাংওভার । ভাল করে তাকাতে পারছে না । মাথা ধরা বমি বমি ভাব।

রেমি তীব্র বিরাগের সঙ্গে বলল, এটা কী ধরনের হানিমুন হচ্ছে আমদের ?
ধ্রুব মাথা চেপে ধরে আধশোয়া অবস্থায় তার দিকে চেয়ে বলল, কে বলেছে হানিমুন ? এটা হল এক্সাইল । কৃষ্ণকান্ত চৌধুরির পলিটিক্যাল ফিলড থেকে ধ্বৈব চৌধুরিকে সরিয়ে দেওয়া । শুষু দেখাশোনা করার জন্য সঙ্গে তুমি ।

তাই নাকি ?
একজ্যাকটলি তাই। যাও একটা হেভি ব্রেকফাস্ট অরডার দিয়ে এসো। আর আমকে ধরে একটু বাথরুমে पুক্কেয়ে দ্যিয়ে যাও ।

স্নান এবং ছোটো হার্জরির পর কিন্তু ছিপছিপে তেজী চেহারার ধ্বুবকে আবার বেশ তরতাজা দেখাচ্ছিল । নিজেই পোশাক-টোশাক করল। বলল, চলো, একট ঘুরে আসি।

হঠ্ঠা ভভততর মুখে যে বড় রাম নাম ।
ধ্রুব একটু হেসে বলে, চলো, দেখা যাক একসাইলটাকে হানিমুন করে তোলা যায় কিনা।
সত্যি নাকি ?
একটা দীর্ঘশ্বাসকে চাপা দিল রেমি । ভিতরকার উত্তেজনায় সারা রাত সে এপাশ ওপাশ করেছে । পাপবোধ তাকে ছিড়ে খেয়েছে। সকালে-সে তখন বড় অবসন্ন । ধ্রুবর সজ্গে বেড়াতে যাওয়ার শারীরিক বা মানসিক শক্তিতে তখন টান ধরেছে ।

সে বলল, আমি হাঁটতে পারব না ।
হাঁটতে হবে না । হোটেল থেকে একটা গাড়ি ম্যানেজ করা যাবে।
রেমি একটু তটস্থ হয়ে বলে, হোটেলের গাড়ি দরকার নেই । কালকের সেই জীপগাড়িটাই তো আছে ।

কোন জীপগাড়িটা ?
যেটায় আমরা এলাম। সমীরবাবুও আছেন ।
কে সমীরবাবু ? সুদর্শনকাকার ভাইপো ?
অকারণে লাল হয়ে এবং মুখ নামিয়ে রেমি বলল, হাঁ । তোমার ওই অবস্থা দেখে উনি আর কাল ফির্র যাননি ।

ধ্রুব ভ্রূ কুঁচকে বোধহয় সেকেণ্ড দুই রেমির দিকে চেয়ে রইল । আর রেমির তখন মনে হল, ধ্রুব তার ভিতরকার সব দৃশ্য দেখে ফেলছে । কী যে অস্বত্তি ! সে তাড়াতাড়ি উঠে সাজপোশাকে একটু সংশোধন শুরু করে দিল।

ধ্রুব বলল, সুদর্শনকাকার মেজো মেয়েটার নাম যেন কী!
ছন্দা, কেন বলো তো !
ওই ছন্দার সঙ্গে বোষহয় সমীরের একটা আনহেলদি রিলেশন আছে।

बেমি ইলেকট্রিক শক খায়ার মহো চমকে উळे বলে, या: की बে বলো না!


তा বটে। जाহলে লেট आস গো। সমীরকে রেডি হতে বলো।
यलाई आहू। উनि তৈরি। आयরা नाघलেই शग ।
 आপनि शনড্রেড পারসেেট ফिট লেখছि।
 అনनाম, आমার জনাई আপনি আটকে গেলেন।

- बिज्ন नয়।

צ্যুব খুব ভদ্র গলায় বলল, কাन आপনি প্রায় সারাদিন গাড় চানিত্যেছেন । আब পাশে বসে রেস্ট निन। आমি চালাবে।

পারবেন ? পাহড়ী রাস্তা কিষ্ৰু।
পার্।






দूभुরে जाত খাওয়া অবथि তিनজন্নে চমeকার সময় কাt্যে দিল।
সমীর বলन, आজ आवाর ফ্রে যাঔ্যার কणा। यमि অनूমতি দেन जाइनে याई।


 একটা কমপানি रবে।
 মেজজটা ভাল आছে বলেই বলঢে চাইছি।
আরে বলুন না! कী কथা বেমি বরং ঘরে গিয়ে রেস্ট নিক। আমরা দুটো বীয়ার নিয়ে লাউনজ্জ বসि।

मেই ভাन।
 কिছू ব্যে ना एয় याভে ও চটে যায় কিংবा রেমিকে সন্দেহ করে।
 তিন্নে কেটে যাওয়ার পর সে ক্নাষ্ত হয়ে একদু ঘুমিয়ে পড়েছিন । যথন ঘুম ভাঙন তথন সক্ধে হয়ে গোতে। ঘর खঁ"巾।

তাড়ততড়ি উঠে নীচে নেমে এসে দেথन সমীর গঙ্টীরতাবে লন-এ পায়চারি করছছ একা। সে को ? आหनि এबा! उ কোथाয় ?
সমীর একবার কপালে হাত দিত্রে হতাশার ভস্গি করে বলল, হি ইজ বিয়త এতর़িথিং। जाর মানে?
किছू করা গেল नা রেমি। आমি ভাল করে কথা বলা তকু করার আগেই উনি আসছি বনে কেনে

পড়লেন । কোথায় গেলেন কে জানে ঘ ঘা দুই বাদে বিভিম্ম জায়গায় ফোন করতে তুরু করলাম । খবর পেলাম, বাজারের কাছে একটা বাব্র-এ মদ খেয়ে প্রচ হাগামা বাধিয়েছেন।

সে কী! রেমির চোখ কপালে উঠন।
ব্যাপারটা স্যাড। কয়েকটা নেপালী ছোকরার সঙ্গে মারপিট হয়েছে। খুব বেশীদূর গড়ায়নি অবশ্য। তাহলে পেটে কুকরি पুক্কে যেত। তবে একটু মোট হয়েছে।

রেমি आর্তনাদ করে উঠল, ও কোথায় বলুন।
ডাক্তারখানায়। এখুনি আসবেন। ভয় পাওয়ার কিছ্ম নেই।
निষ্ঠয়ই आছে। ও কি উত্েেড ?
না না, সেরকম কিছ্ন নয়। বরং দুটো ছোকরা ওর হাতেই বেশী ঠ্যাঙানি খেয়েছে। উনি ঠিক আছেন । কপালটা একটু কেটেছে । আপনি অস্ছির হবেন না। আমাদের হোটেলের মানেজার নিজে গেছেন স্পটে।

রেমি অবশ হয়ে লনের একটা বেনচে বসে পড়ল। অত্যণ্ত সেকেনে ভগ্গিতে বলন, কী হবে ?
इয়তো কিছু হবে না। কিষ্ঠু লোক্যাল ছেলেদের সন্সে গఆগোল কর়ায় এখানে আপনাদের थাকাটা আর সেফ নয়। आপনি বরং ঘরে গিয়ে এসেনশিয়াল কিছ্ খুিয়ে নিন। সুটকেশ ট্যুটকেসখুেো থাক, পরে পাঠিয়ে দেবে। క্বুবাবু এলেই আমি আপনাদের নিয়ে শিলিখড়ি নেমে यাবো।

রেমি ভয় পেয়ে বলল, কেন ? লোকাল ছেলেরা কি গওগোল করবে ?
ক্রতে পারে। সেটাই স্বাভাবিক।
রেমির হাত পা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। কোনোরকমে ঘরে এসে সে পাগলের মতো ভুলভাল धिनिস ভরে একটা বিট বাগ গোছাচ্ছিল। মাथায় ব্যળেজ বাঁथा ध্রুব घরে पूকে বিরক্ত গলায় বলল, की কब্রছো ? आমরা শिनिखড়ি যাচ্ছি না।

রেমি লৌড়ে এসে ঝौপিয়ে পড়ন క্রুবর বুকে, কী করেছো তুমি ? কী সর্বনেশে কাঔ করেছো ? জনো না, এথানে মারপিট করতে যাওয়া 'কী ভীষণ রিসক্কি ? কেন মারপিট করেছো ?

ళ্রুব তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আরে, অত তাড়াতাড়ি সব কথার জবাব কি করে দেবো ? মারপিট করিনি, निজেকে বাচাতে মেরেছি। তা বলে পালাবো কেন ?

কিষ্থু সমীর যে বলল-
शাং সমীর। আমার গায়ে হাত পড়লে জল অনেকদূর গড়াবে রেমি । ডুমি ঘখতেরে কथা ভুলে याচ্ছে!

তখন স্থির হল রেমি। সত্যিই ডো। ঘটনার আকশ্মিকতায় সে বিস্মৃত হয়েছিল যে তার ম্ব৩র কৃষ্ণকাষ্ত নৌধুরি । খূু দার্জিলিং কেন,সারা দেশের সর্বত্রই তার প্রভাব ছড়ানো । তবু সে বলল, কিছু হরে না তো ?

কী হবে ? বলে ব্যभের হাসি হেসে প্রুব বলে, বাবার কাহে অলরেডি ট্রাংক কল-এ খবর চলে গেছে। পুলিশ হেভি আ্যাকশন নিচ্ছে। কিছ্র তেবো না রেমি, লিডারের ছেলে হতে কপাল লাগে। সকালটা সুন্দর কেটেছিল রেমির। কিষ্ডু সেই সক্ধেবেলাই আবার ধ্রুবর মেজাজ পাল্টাল ।

## ॥ ১ை ॥

পিতার বাৎসরিক কাজটি হেমকান্ত প্রতিবছর বেশ ঘটা করেই করেন। শ’খানেক ব্রাদ্মণকক ভোজন করানো হয় এবং ভালরকম দক্ষিণা ও অন্যান্য দানসামগ্রী দেওয়া হয়। ব্রাদ্মণ ছাড়াও আমপ্ত্রিতের সংখ্যা বড় কম হয় না।


 বাৎসরিকের প্রশ্ন যেখানে। অগতা তিনি র্র্যয়ীকে ডেকে পাঠালেন।

 গোপনে ?

দরকরৌই করছি।
দরকারট नि।
আश, অত দারোগাগিরির কী আছে। গয়নাওলোয় তো আমারও খানিকট্ট অধিকার আহ్, না कि?
 করছে কেন ?

বननाম जো দরকার আহ্।


 তাও সব নেই। মেয়েরা অখुরবাড় থেকে আসে, এটা ওটা নিয়ে যায়। বউরাও নিয়েছে।

সूनয়নী অত হিসেবী মেয়ে ছিন না।
তোমার তো নিচ্য়ই মনে আছে।
রभময়ী হেসে ঝ্সেেে বলে, গয়না তোমার বউয়ের আর তার হিসেব রাখতে হবে আমাকে ?
হিলেব কি সতিই নেই ?
রभময়ী মাथा নেড়ে বলে, না। তবে সুনয়নী আমাকে একজোড়া বালা आর একটা शার দিয়েছিন্ন।

जোমাকে जেওয়া গয়নার কথা আসছে কেন ?
आসছছ তার কারণ আহে। সুনয়নী কাউকে সাক্ষী রেvে গয়নन দूঢে आমাকে লuয়নি। आমি পরিও না। পরলে ঢোর-দা়ে ধরা পড়তে পারি। সেతুলো পড়ে আহে বাক্েে। তোমার গয়নার দরকার थাকনে নিতে পারো।

দूर, को खে বলো।
রभময়ী একদু হাসল। প্রশাা্ত গলাতেই বলল, তোমার মতো মানুম বউয়্যের গয়নার থোঁজ করছ্ जढा जাবাই याয় ना। ইमानीং कि भूব হিসেবী হয়েছ্ছে ?

रলে লোষ कী?
দোষ তো নয়ই। বরং হুমি হিসেবী হলে আমি বাঁচি। कী দরকার বলো তো ? বেচবে নাকি ?
 এটা পাচকান হলে গোটা পরিবারটারই মর্যাफার হানি। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, আরে না । হঠা মনে হল, গয়নাঙুো গেল কোথায়?

সুন্য়নীর घরে লেয়ালের সিন্দুকে সব পাবে। তার চাবি আছে তোমার পড়ার ডেসকের ড্রয়ারে।
ठिक आएा।

এ কথাতে রঙ্গময়ী চলে গেল না । ছুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গলাটা সামান্স নামিয়ে বলল, গয়नা দিয়ে তুমি কী করবে জানি না । তবে आমি বলি, ও গয়না থেকে একটাও এদিক ওদিক না করাই ভাল । তোমার হিসেব না থাক, তোমার মেয়ে আর বউদের আছে। কিছু সরালেই তারা টের পাবে।

হেমকান্ত বিস্মিত হয়ে বলেন, তারা টের পাবে ? তা পাক না ।
রঙ্গময়ী একটু বিব্রত হয় । একটু অর্রাতিভ হাসে । ম্দুস্বরে বলে, ত্বমি ভাবছো, তোমার বউয়ের গয়না, সুতরাং ওর ওপর তোমারই অধিক্ার ।

তাই जো হওয়া উচিত মনু।
উচিত তো অন্কক কিছুই । কিষ্তু ও গয়নায় হাত পড়লেই কুরুক্ষেত্র লেগে যাবে । তোমার মেয়ে আর বউরা বনবেড়ালের মতো থাবা পেত্তে বসে আছে পূজ্েের সময় কী কান্ড হয়েছিল তা তো জানো না।

को कान्ড ?
সে তোমার শুনে কাজ নেই । অন্দরমহলে অনেক .কিছু হয়, সবটাই পুরুষের কানে না যাওয়া ভাল।

निশ্র্そ स্গড়া ?
হ্যাঁ, ভীষণ ঝগড়া । আর সেটা সুনয়নীর গয়না নিয়েই । তাই বলছিলাম হট করে গয়নায় হাত দিও না।

হেমকাস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেনলেন । মুখখানায় বিমর্ষতার ছায়াপাত ঘটল। হেমকাম্ত বসেছিলেন নিজের শোওয়ার ঘরখানায় পৃর্বাস্য হয়ে । মেঝের ওপর পুরু উলের গালিচা, তার ওপর একটা ছোট্টো ডেসকে প্যাড ও লেখার সরঞ্জাম সাজাননা। সকালের রোদ এসে পড়েছে গালিচার ওপর । সেই আলোয় গাল্িিার অপরূপ রং ও নকশা ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে।

হেমকান্ত গালিচার নকশার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, কত ভরি গয়না আছে জানো ?
না । তবে শুধু সুনয়নীরই বোধহয় হাজার ভরির মতো সোনা ছিল। এখন বোধহয় অত নেই ।
ওরা কতটা निয়েছে তা বোধহয় জানো না ?
ना। ওরা यখन সिम्पू খোলে তখन आমি কাছে थाকি না।
তরে জানলে कী করে !য, निয়̣ছে ?
মেয়েমানুষ হচ্ছে ইীন জীব।
হেমকাম্ত হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, এ কথাটার মানে বুঝলাম না ।
রঙ্গয়ী হেসে বলে, মানে কি ছাই আমিই জানি। মেয়েমানুষের লেখাপড়া নেই, চিষ্তাভাবনা নেই, তাদের মন আর চোখ সবসময়েই সংসারের আস্তাকুঁড় খুঁটছে। তাই ত্রারা খবর রাখে।

তুমি কি সেইরক্ম মেয়েমানুষ ?
তবে আর কীরকম ?
হেমকাম্তর একবার ইচ্ছে হল সচ্চিদানন্দর চিঠিটা রঙ্গময়ীকে দেখান । কিষ্তু সেই চিঠিতে তো শুধু রঙ্গময়ীর প্রশংসাই নেই, তাঁকে এবং রঙ্গয়ী<েে জড়ড়়়় এমন সর ইগ্গিত আছে যা পড়লে রঙ্গময়ী হয়াতা বা গলায় দড়ি দেরে । হেমকান্ত রঙ্গময়ীর দিকক এই সকললের আলোয় চেয়ে দেখলেন ভাল কার ।

সচ্চিদানন্দ মিছছ বলেনন । ধারায়লা এক ব্যক্তিত্দ রঞ্গময়ীকক এই ভরা যযীবনে ভারী বিশিষ্ট করে
 দেখা ও জানা একটটি মানুয। এভ কাছের মানুষের মধ্যে ধরাছ্ছৈয়ার বাইরের কোনো গুণ আছে কিন্না তা টের পাওয়া কঠিন । তবু সচ্চিদানন্দর চিঠিটi পাভয়ায় পর থথকে রঙ্গয়ীকে নতুন দৃষ্টিরে

দেখার চেষ্টা করচেন হেমকান্ত। কিষ্তু পুরোনো চোখ সব গজুগোল করে দিচ্ছে। হেমকান্ত বললেন, নিজের সম্পর্কে তুমি যাই বল্লো, नোকে কিষ্ঠু অনা কথা তলে।

লোকে কী বলে ?
বলে, তুমি নাকি অসাধারণ।
লোককর আর খেয়ে দ্রেয়ে কাজ নেই। কে তোমাকে আবার এসব বলল?
সচ্চিদানন্দকে ডোমার মনে আাছ নিশ্চয়ই
থাকবে না কেন ? পাজি লোকদুর আমার মনে থাকে।
পাজি লোক হেমকান্ত চোখ বড় বড় করে বলেন, কে পাজি? আমার বক্ধু সচ্চিদানন্দ ?
তার কথাই তো হচ্ছে।
সে পাজি হবে কেন ?
কেন হবে তা অত বলতে পারি না। তবে লোক চিনি।
কীরকম চেনো ?
ভালই চিনি। ললিতার বিয়ের সময় যা একখানা কান্ড করেছিল।
को কाড्ড ?
সবই কি তোমকে শুনতে হবে?
হবে।
শুনে তোমার ভাল লাগবে না।
তুমি সবসময়ে আমার মন রেখে কथা বলো ?

হেমকান্ত মৃদু ও ম্नান একটু হেসে বললেন, তবু শোনা যাক। একটা মানুষকে নানাভাবেই জানতে হয়।

স্নিभ্ধ ও স্মিত মুখে রঙ্যয়ী কিছুুজ্ষণ হেমকান্তর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, ললিতার বিয়ের সময় সচ্চিদানন্দবাবু আমাকে ছদদ ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, রক্ময়ী, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

বनো की? হেমकাष্ভ ভারী বিত্রত বোধ করতে থাকেন।
অবশ্য উনি আমার অবস্গা দেথে দুঃશিত হয়েই প্রস্তাবটা করেন । বলেছিলেন, তোমার তো গতি হচ্ছে না। ভবিষ্যৎ বলতে তো একটা কथা আছে।

पूমি को বলलে ?
आমি की বলতে পারি বলে তোমার মনে হয় ?
হেমকাষ্ত शী করে চেয়ে থেকে বলেন, কী खানি।
आমি বলनाম, आপনার त्र्রী जো একজন আছেন। উनि বলजেন, থাক না। পুক্रষমানুষের কি একজনকে निয়ে থাকলে হয় ?

पूমি তথन कী করলে ?
একটা কথ্াা বলেছিলাম। তাই心ে উনি খুব ঘাবড়ে গিয়ে প্রস্তাবটা যিরিয়ে নিলেন।
कथाটा की?
সেটা বলতে পারব না।
কिছूতেই না ?
কिছूতেই না।
হেমকান্ত আবার একটা দীর্ঘ্প্যস ছেড়ে বলেন, থাকগে, শুনতে চাই না।
রभময়ী কিছুম্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বলে, যে ছেলেটকে কাছারি বাড়িরে থাকতে দিয়েছো

তার থুব জ্বর। জানো ?
ওুনেছিলাম।
তার বাড়িতে একটা খবর नিওয়া দরকার।
ঠিকানাটা জেনে নিয়ে একটা চিঠি দিয়ে দাও।
রभময়ী মদ হেসে বলে, তোমার যা বুদ্ধি!
কেন, বুদ্ধির আবার कী দোষ হল ?
ছেলেটা পুলিসসের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে তা তো জানো।
হাঁ, বলছিল বটে।
তাহলে চিঠি লেখাট কি ঠিক হবে ? পুলিস হয়তো চিঠির থ্খাঁ্জ করবে।
হেমকান্ত একটু বিরক্তু হয়ে বলেন, তাহলে কী করব ?
বরিশলেে কাউকে পাঠাও। সে গিয়ে ওর বাবাকে খবরটা গোপনন দিয়ে আসবে।
ডাক্তার কী বলছে ? अবস্থা থুব খারাপ ?
বেশ খারাপ । মাঝেে মাঝে জ্ভান ফিরছে, আবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। জ্ররটাও ছাড়ছে না।
হাসপাতালে দিলে কেমন হয় ?
ভান হয় না। সেখানে ওর কথা সবাই জানতে পারবে। পুলিসের খাতায় নাম থাকলে হাক্গামা হবে।

সে তো এখানেও হতে পারে।
পারেই তো। মুহরি গোমস্তারা দেখছে। তারাও বাইরে বলাবলি করবে। স্বদেশী-করা ছেলেদের দেখলেই চেনা যায়।

ছেলেটা কি স্বদেশী বলে তোমার মনে হয় ?
হয়। आমি লোক চিনি।
তাহলে তো বিপদ হন মনু।
একটু হল। কিন্তু তুমি ও নিয়ে ভেবো না। ছেলেটা যদি নাই বাচে তাহলে আর কী হবে ?
বাঁচবে না ?
বাঁচতে পারে যদি ভাগ্যে থাকে। তেমন সেবাयত্ন তো হচ্ছে না। দিনের মধ্যে পাঁচ সাতবার মাথায় জল দেবে কে ? আইসব্যাগ ধরে থাকবে কে ?

কেন, তুমি!
ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।
ছাইও তো কাউকে না কাউকে ফেলতে হবে মনু।
রঙময়ী একটা কপট দীর্ঘ্ষ্যস ছেড়ে বলে, আমি যেটুকু পারি করছি। কিজ্ডু তবু ওর বাড়ির লোককে খবরর দেওয়া দরকার। যদি শেষ পর্যণ্ত না বাঁচে তাহলে তাঁরা চোখের দেখাটাও দেখতে পাবেন না।

ঠিক आহে। নগেন মুহুরীর বাড়ি বরিশালে। ওকে যেতে বলো।
রুময়ী চলে গেলে হেমকান্ত অনেকঞ্ষণ চুপ করে বসে রইলেন নিজের জায়গাট্তিত। সচ্চিদানন্দর চিঠিটার জবাব দেওয়া দরকার। কিষ্ঠু লিখতে ইচ্ছে করছে না । আর দিন দশেক বাদে তাঁর বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। যথেষ্ট টাকার জোগাড় নেই। তার ওপর দুটি ঘটনা তার মনটাকে আরো খারাপ করে দিল। এক হল, রঙময়ীকে সচ্চিদানন্দ বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। দুই, শশিভূষণ ছেলেটির অসুস্থতা।

হেমকাষ্ত উঠে নিজ্জের পড়ার ঘরে এসে ডেসকের দেরাজ থেকে চাবি বের করলেন।
 ना।
 आँधारि आর जाभসা গষ্ধ।
 পারেন। किষ্ঠ খার জিনিসটাকে বড়ই অপছ্দ তাঁর। বাজারে নগদ টাকার বেশ এৰটা অভাব চनছছ। লোকের হাতে টাকা নেই। आদায় উশুলও কম।

হেমকাত্ দরজাট ব্ধ করে দিলেন। তারপর গিফ্রে সিন্দুকট্য় ঢাবি ঢেকালেন।

 দूর করহিন। মনে হচ্ছিন गन চूরি কর্ছেন।
 পেশ্রেছিল উপহার হিসেবে। তার বাপের বাড়ির ল্যাহুক আছছ, হেেকাস্তুর মাশ্যের দেওয়া গয়না

 বলে মনে করতে পারছেন না।


 पूরি করতে पুকেছেন হেমকান্ত।

হেমকাস্ত্র সৌেনাবোধ অসीম।
 দাঁড়লেন। তাঁর মনে হল সুনয়নী এথन না থাকলেও এক সময়ে সে এই ঘরে বাস করেহে। তার
 সুনয়নী বাז্তবিকই তौকে দেথছে না, কিষ্ঠু তিনি যে এ ঘরে पুকেছেন তার স্প্দন সুনয়নীর সেই অদৃশ্য উপস্থিতিতে গিয়ে প্পেছোচ্ছে।

হেমকাষ্ত মুদ ম্বরে বললেন, ডूমি কী রেেে গেছ তা তে জানি না। একটু দেথছি, যদি অনুমতি দা ।

 কাছে আসতেন না। अসুস্তण বা রোপ ভোগ জিনিসটা তিনি সইতে পারেন না। সুনয়নীকক সেবা
 হয়़েে সেই সময়েই সूনয়নীী রপময়ীকে গয়েना দিয়েছিন ।
 সুনয়নী কি নিজের গয়নাগাটির ওপর নজর রাvত ওয়ে ওয়ে ? নইলে দপ্ষিণে পা করে ওতো কেন ?

ভেবে আবার চিষ্তাষ্ধিত হলেন হেমকান্ত। আत্ত আત্ঠ বিছানার জাজ্রিমে হাতটা ঘষতে ঘষণে বনলেন, কেন পার্থিব সপ্পদের এত পিপাসা ছিল তোমার ? কিছুহ তো সল্গে यায় না। সব ফেলে य্যেে হয়।

সুন্য়नীর ত্যিমিত কষ্ঠ নিজের অষ্তরে তনতে পেলেন হেমকাষ্ত, সবই জানি। তবু বড় মায়া।

তোমার মতো জাগ্রত বিবেক কজনের भাকে? তার ওপর आমি মেয়েমননম।

 आथ্রজন $এ$ সবের দাম को ?

দাম बেই? जाइলে সব সৃষ্টि হन কেন ?
मাম মানুষ দuয়, সৃষ্ঠিকর্ত जো দেন না। সোনাকে মহার্ঘ বানাল কে ? দেহকে এত মুना দিল কে ? আथজনকে পৃথিবীর মানুষের থেকে আলাদা করে চেনাল কে ? মানুষই তো ? সভা মননম। নইলে সেই প্রগগতিহসিক কালে মানুষ লো সোনার দাম কত তা জানত नা। फেহ্থে বিলাস সে


সে সব অभcের কথা। মানুষ কি आর তখन মানুষ ছিল ? জन्रुর মতোই जো ছিন।
এথনো কি তাই নেই সুনয়নী ? পৃথিীীকে নো আমার এথন आরো ভয়ংকর জभনের জায়া বলে মনে হয়।

דুমি চিরকানই এবদু কেমন যেন ! না বৈরাগী, ना সংসারী। এরকম কেন বলো তো ? তোমার


बেঁচও जে থাকতে চাই সুনয়নী। জীবন্মৃত হয়ে থাকতে চাই না। জরা আসছছ, মত্যু আসছে,

কিসের প্রপ্ন ?
 ছেলেমেয়েরো কেমন ?

अरा यूव जान।
ভাল ? তবে কেন তোমার মৃহ্যুর পরই মেয়েরা এসে গয়ানা চুরি করে নিয়ে যায় ? কেন বউরা এসে অতে ভাগ বসায় ? যেন ওরা जোমার মৃত্থার অপেশ্শেতেই ছিল।

ওসব তো ওদেরই।
 প্থিবীর ধ্পश্সের দিনে পৃথিবী आবার সব কিরিয়ে নেবে। সুনয়নী, এমন कি ঢেমার আমার
 উপকরণ মাত্র। কাল্টৌডিয়ান। কেন এত আমার-আমার বলে হয়ান হয় মনুম ?

তোমার মনো জাগ্রত বিবেক তো সকলের নেই।
 यद्ञा

তुমি মরতে তয় পাও ?
 তোলে। তোমার মৃত্রু কথা আমাকে বলবে?
 শिখिनि, जাষার বাবशারও जাল জাनि না।

বোবাও जো ভাব প্রকাশ করে। তুমি পারবে না ?
পারূ কিনা কে জানে। তবে মনে হয়েছিল, গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছি। তারপর মনে হন, অনেক দूরে চলে এলাম। এত দূরে কখनো আসिनि। ขूব কঠ शচ্ছिন।

কিককম কষ্ট ?
 १৬

बোঝা গেল ना সুনয়नी।
বোঝানো যায়ও না গো । অপক্ষা করো, একদিন তোমারও কো ওরকম হবে ।
হ্যাঁ। তার বড় একটা দেরীও নেই ।
কেন ওকথ বলছ ? সেই বালতিটা হাত থেকে পড়ে গেল বলে ? ওট゙ কিছু নয় ।
কী করে বুঝলে কিছু নয় ?
কিছু नিশ্চয়ই। তবে ওটা বয়সের জন্য নয় ।
তবে কিসের জনা ?
তোমার সব কাজই একটা नিয়ম শুংখলায় বাঁধা। नিজ্জেক তুমি কততুি নিগড়ে बেঁধে রেখেছো । গব্ডীর বাইরে কখনো যাও না । হুমি কখনো অস্বাভাবিক কোরো আচরণ করো না । কিষ্ঠু তোমার ভিতরে, খুব গভীরে একটা নিয়ম ভাঙার ইচ্ছে জেগেছে ।

भেটা কীরকম ?
क্রুম আর नিয়ম শৃংথলায় থাকত্ত চাইাছা না । কিষ্তু সেই পাগল ইচ্ছেকে জোর করে চাপা দিয়ে রেখছো । তোমার হাত থেকে বালর্ত পড়ে যায়নি ।

তাহলে ?
ক্ৰম ইচ্ছে কারই বালতিটাকে ছেড়ে দিয়েছিলে ।

॥ ১২ ॥
সারারাত পুলিশ হোেেন ঘিরে রইল বটে, কিম্তু সক্ধের পর কিছ্হ ছেলেছোকরা জুটে দূর থেকে ঢिল আর কিছু গালাগাল छুঁড়তে লাগল । হহাটেলের কয়েকটা কাচ ভাঙা ছাড়া তেমন গুরুতর ঘটনা নয় সেটা । ত্রবু ভঢ়় কঁঁপুনি ধরে গেল রেমির । ভঢ়় মুটে কথা আসছে না, রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখে বিছানায় কম্বল জড়িয়ে বসে রইল সে ।
 হবে, घুমও চলে आসবে।

রেমি মাথা নেড়ে জানাল, খাবে না।
ક্রুব আর সাধল না । পাজামা চড়ি়়ে, শাল চাপিয়ে ঘর থথকে বেরোনোর মুখে বলল, সমীর বোধহয় এখনো আছে । ওকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এক্ু কমপ্যানি দিতে পারবে ।

রেমি হंঠাৎ উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করে, ডুমি কোথায় যাচ্ছে ?
লাউন্জ । পুনিশ থ্থেক্ক আমার একটা স্টেটম্টে নিতে এসেছে।
আমিও যাবো । বলে উঠ்তে গেল রেমি । কিষ্তু পায়ে একরত্তি জ্জের পেল না সে 1 শরীরে ঠকাঠক কौপুনি । পা দুটো অবশ । আবার বসে পড়ল ।

গ্গী উদাস গলায় বলল, গিয়ে কী লাज ? आমি আবার মদ খাই কিনা मেখডে চাও ? খলেও ঙ্ভা ঠ্ৰেকতে পারবে না ।

కुব বেরিয়ে যাওয়ার পর রেমি ট্লিযোনে কলকাতার লাইন চাইল । লাইটনিং কল । মিনিট প!়রেরা সময় যেন অন্তইীनতায় প্রসারিত হত্রে লাগল । পনেরো মিনিটের মধ্যেই সে পি বি এক্স অপারেটরকে বার দুই ত্রাগাদা দিল এবং কৃষ্কাস্তর 心োন নমবর মনে করিয়ে দিল ।

অবশেষে কষ্ণকাষ্ত লাইনে এলেন, কটমা, তোমরা ভাল আছো তো ?
না বাবা, आমাচের ভীষণ বিপদ । চারদিক ঘিরে ফেলেছে ঞুরা, ঢিল মারছে । আমরা বোষহয় फার্জিলিং থেকে আর ফিরতে পারব না ।

কৃষ্ণকাষ্ত এক্র চিষ্তিত গলায় বলেন, কেন, এখनো পুলিশ পিকেট দেয়নি ?

मिয়েছে, কিষ্তু তবু আমরা বোধহয় ফিরতে পারব না।
দরকার হলে পুলিশ ソলি চালাবে। তুমি চিষ্তা কোরো না।
গুলি! বলে আর্তনাদ করে ওঠে রেমি, গুলি চালাবে কেন ?
কৃষ্ণকান্ত একটু হাসলেন, গুলি চালাতে হয়তো হবে না, কিষ্তু ছেলেগুলো যদি বাড়াবাড়ি করে তাহলে তো একটা কিছু করতে হবে। कী বলো ?

তা বলে ソলি ? आমি তাহলে ভয়েই মরে যাবো
কৃষ্ণকাষ্ত শাষ্ত ম্বরেই বললেন, লামা নামে একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করবে। তোমার কাছে বোধহ্য হাজার তিন চারেক টাকা এখনো আছে। না ?

আছে, বাবা, আপনি या দিয়েছিলেন তার কিছুই খরচ হয়নি। পুরো পौচ হাজারই আছে।
ঠিক আছে ওটা থেকে লামাকে দু হাজার টাকা দিও।
দেবো, কিষ্টু, এই বিপদ থেকে কী করে বেরোবো বাবা ?
ওটা नিয়ে তো আমিই ভাবছি। ডুমি কিছু খেয়েছো এখনো ?
ना, খিদে নেই।
খিদে নেই তো ভয়ে। ভাল করে মুর্গীর ব্েেল দিয়ে ভাত খাও, তারপর শুয়ে পড়ে। আমি লামার সঙ্গে কনট্যাক্ট করেছি, তোমাকেও ফোন করতাম ওকে টাকাটা দেওয়ার জন্য।

টাকা নিয়ে লামা কী করবে বাবা
ওই ছেলেগুলোকে দেবে। ওরা বেকার ছেলে, কাজকর্ম নেই, হুজুগ পেলেই একটা কিছু করে বসতে চায়। টাকাটা হাতে পেলেই ফুর্তি করতে চলে যাবে। কিস্তু খবর্দার, নিজে গিয়ে আবার ওদের টাকা সেধো না। যা করবার লামা করবে। ও হচ্ছে আমার পলিটিক্যাল এজ্ৰে্ট।

রেমি উদ্বেগের সঙ্গে বলল, আপনার ছেলেকে পুলিশ কী সব জিজ্ঞেস করাছু। ওর সজ্গে কথা বলবেন ?

কৃষ্ণ ক্ন্ত বললেন, না । কথা বলে লাভ নেই । ও কেন ও কাজ করেছে জানো ? ইলেকশনের মুথে আমাকে একটা স্কাণুলে জড়ানোর জন্য। ওকে কিছু বলা বৃথ। তবে তুমি यमি পারো ওকে ইমিউন রেখো।

কিন্ঠু আমি যে পারছি না বাবা!
চট করে তো পারবে না। সময় লাগবে। যদি মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলো তাহলে হয়জো একদিন ওকে কনট্রোল করতে পারবে। তোমার ওপর আমার অনেক ভরসা ।

এমন সময়ে একটা ঢিল এসে ঝনঝন করে উত্তর দিককার শার্শি ভাঙল। চমকে উঠল রেমি। টেলিফোনে কৃষ্ণক্নন্তকে তুনিয়েই হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল, আমি যে ভীষণ ভয় পাচ্ছি। आমার মাথা কেমন যেন তুলিয়ে যাচ্ছে। आমি কী করব!

একসচেনজের তিন মিনিটের ওয়াণিং পার হয়েও কান্নাটা গড়াল। কৃষ্ণ कাস্ত বাধা দিলেন না। রেমির রুদ্ধ আবেগটা একটু কমে এলে বললেন, শোনো বউমা, খ্রুব খুব বেশীদিন বেঁচে থাকবে বলে আমার মনে হয় না। হয় খুন হয়ে যাবে, নয় তো লিভার পচাবে, না হয় তো মাতাল অবস্থায় গাড়ি টাড়ি চাপা পড়বে। ওর আয়ু বেশীদিন নয় ।

রেমি শিউরে উঠে বলল, কী বলছেন ?
কথাটা থুনতে খারাপ, তবু যুক্তিসঙ্গত কে ওকে সারাক্কণ চোথে চোথে রাখবে বলো ? সব পরিস্থিতিতে তো আর আমি বাঁচাতে পারব না। বিয়ের সময় সুপাত্রের হাতে কন্যা সস্প্রদান করা হয়। আমি কিস্তু মা, ্রুবকেই তোমার হাতে সম্প্রদান করেছি। এখন তুমি যা বুঝবে করবে। অপাত্রে পড়েছো বলে যদি সারাজীবন মনে মনে আমাকে গালমন্দ করো তো কোরো, তবু আমার ছেলেটাকে দ্রেখে। ওর কেউ নেই। বাস্তবিকই কেউ নেই।

শেষ দিকক কৃষ্ণকান্তর গলাটা ভারী শোনাল কিনা তা ভাল বুঝতে পারছিন্ন না রেমি । পাথুরে কৃষ্ণকান্ত সহজে গলেন না। তবু যদি গলাটা ভারী তুনিয়ে থাকে তবে সেটা কৃষ্ণকাস্তর অভিনয়ও হতে পারে । রেমিকে একটা পতিত উদ্ধারের সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই হয়তো অভিনয়টুকুর দরকার ছিল ।

টেলিফোন রেরে রেমি হাঁটুতে মুখ গুঁজে কান্না চাপবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে ফোঁপাচ্ছিল । এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। বাইরে থেকে সমীর ডাকল, বউদি।

সেই সময়ে রেমির মাথাটা হঠাৎ খারাপই হয়ে গিয়ে থাকবে। বিয়ের পর থেকে কাত্ঞজানহীন, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য একটা লোকের সঙ্গ তাকে তিলে তিলে পাগল করে তুলেছে । তার ওপর আছে দেহ এ মনের যৌবনোচিত চাহিদায় দিনের পর দিন বঞ্চনা । কৃষ্ণকান্ত সুকৌশলে যে গুরুভার তার ওপরে চাপাতে চাইছেন তাতেও তার মন বিদ্রোইী হয়ে থাকবে। ঠিক কী হয়েছিল তা বলা মুশকিল তবে এই সময়ে আর একটা মস্ত পাথর এসে উত্তর দিককার আর একটা শার্শি ভাঙল ।

রেমি পাগলের মতো গিয়ে দরজা খুলেই আঁকড়ে ধরল সমীরকে, আমকে এক্ষুণি নিয়ে চলুন এক্ষুণি! আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে চাই না। পীজ-

অপ্রতিভ সমীর নীচু জরুরী গলায় বলল, মিষ্টার লামা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন । এই যে-

রেমি সামলে গেল। ঠিক সমীরের পিছনেই লোকটা দাঁড়ানো । দ্যশটা কুৎকুতে দুই চোখে দেখছে । গায়ে ওভারকোট, মাথায় টুপি, মুখে তীব্র মদের গম্ধ । হাসতেই চোখদুটো মুখের থলথলে চর্বির মধ্যে अদৃশা रয়ে গেল।

রেমি লজ্জা পেয়ে সরে এল ঘরে । সমীরের সশ্রদ্ধ ভাব দেখে সে বুঝতে পারছিল, তার ম্মশের পলিটিক্যাল এজ্নেন্ট লামা দার্জিলিঙের কেওকেটা লোক। তার চেহারাতেও যথেষ্ট বুদ্ধি এবং আ丬্মবিপ্বাসের ছাপ আছে। তবে খুব হাসছিল লোকটা।

লজ্জা ঢাকতে রেমি তার সুটকেস খুলে দুহাজ্জার টাকা বের করে দিয়ে বলল, আমার শ্বশুরমশাই টাকাটা আপনাকে দিতে বলেছেন ।

লামা টাকাটা বুকপকেটে রেখে ভাঙা বাংলায় জ্জিজ্ঞেস করল, খুব ভয় পাচ্ছেন তো ।
আর একটা ঢিল এসে শার্শি ভাঙতেই কাচের টুকরো ছটকে. পড়ল চারদিকে। তবে ঘরখানা বড় এবং উত্তরের জানালায় ভারী পর্দা টানা দেওয়া থাকায় তাদের গায়ে এসে পড়ল না।

রেমিকে কিছু বলতে হল না, পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে লামা নিজেই মাথা নাড়ল । মৃদুস্বরে বলল, সিচুয়েশন ইজ্জ গ্রেভ অ্যাণ স্যাড । লোকে এটার মধ্যে পলিটিক্যাল মোটিভেশন পেয়ে যাবে অ্যাণ্ড দেয়ার উইল বি স্ক্যাগুাল । এনিওয়ে, আমি দেখছি। আপনারা আজ একটু বেশী রাতে কিংবা কাল খুব ভোরে দার্জিলিং কুইট করলে ভাল হয়।

লামা চলে গেল এবং ঠিক দশ মিনিটের মধ্যেই ভোজবাজিতে থেমে গেল বাইরের হাগামা শুকনো মুখে সমীর বলল, ম্যাডাম কী করবেন ?
आমি চলে যাবো।
কিষ্ভু র্রুববাবু যেতে চাইছেন না । আমি একটু আগেই লাউনজ্ে ওর সজ্গে কथা বলেছি । ও না গেলে যাবে না, আমার কিছু করার নেই। আমি যাবো।
একা ?
আপনি আমাকে শিলিঙুড়ি পর্যষ্ত নিয়ে চলুন । কাল আমি প্পেন ষরে কলকাতা ফিরে যাবো । কাজটা কি ঠিক रবে ?
অত চিস্তা করভ্তে পারব না। আমি যাবো । আপনি গাড়ি রেডি রাখবেন ।

গাড়ি রেডিই আছে । তবে শিলিগুড়ি থেকে কাকা আসছেন । তাঁর জনা একটে ওঢ়টট করা ভাল ।

রেমি জেদী মেয়ের মতো মাথা নেড়ে বলল, আমি অপেক্ষা করতে রাজি নই।
একটু রিস্ক নিচ্ছেন বউদি।
निलে निচ্ছি। অবশ্য यদি आপনার কোনো অসুবিধে না থাকে-
সমীর একটু হেসে বলল, অলওয়েজ অ্যাট ইওর সারভিস । আপনি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন । আমি ধ্রুববাবুকে একটু জানিয়ে আসি । নইলে হয়তো ভাববেন তাঁর বউকে নিয়ে পালিয়ে গেছি।

রেমি স্পষ্ট করে সমীরের দিকে চেয়ে বলল, আমি কিষ্ত্ সতি্য পালাচ্ছি। আপনি ওকে জনাফল জানাতে পারেন, কিন্তু আমি আর ওর সঙ্গ থাকছি না।

বলেন কি ?
আমি ডিসিশন नিয়ে ফেলেছি। কলকাতায় ফিরেই ডিভোর্সের দরখাস্ত করব ।
সমীরের চোখেমুখে সত্যিকারের আতক্ক ফুটে উঠল। আমতা আমতা করে বলল, এটা তো একটা মেজর ডিসিশন । এত তাড়াতাড়ি নিলেন'?

ডিসিশনটা তাড়াতাড়ি নিলে জীবনটা আবার নতুন করে তাড়াতাড়ি শুরু করতে পারব । আমাদের সম্পর্কটা কেমন তা তো আপনাকে বলেছিও।

বলেছেন ঠিকই। কিন্তু আমি ভাবছিলাম ধ্রুববাবুর এসব ব্যাপার বোষহয় খুব ডীপ সেট নয় । খানিকটা अভিনয়ও থাকতে পারে ।

তার মানে ? প্রায় চেঁচিয়ে উঠ্ঠল রেমি ।
উনি হয়তো সকলকে বিপন্ন করে তুলে একধরনের আনন্দ পান যাকগে, আপনি নিশ্চয়ই সেটা আমার চেয়ে ভাল বোঝেন । মার কাছছ মাসির গল্প কঢ়ে লাভ কি ?

কথাটা বিপ্ধাস করতে ইচ্ছে হয়েছিল র্রামর । কিম্তু সে তো জানে, তা নয় । রেমম ম্নান হেসে মাথা নেড়ে বলল, অভিনয়টয়় নয় । आমি জানি। কখন বেরোবেন

রাত দশটার মধ্যে দার্জিলিং ঘুমিয়ে পড়ে । দশটায় স্টার দিলে আর্মাম আপনাকে সাড়ে বারোটায় শিলিগুড়ি পৌছে দিতে পারব।

বাড়ির লোক আমাকে অত রাতে দেখে কিছু বলঢে না ?
বলতে পারে । তবে আমি একটা টেলিয়েন করে আগেই জানিয়ে দেরোথন । তাহলে আর কোনো প্রঙ্ন উঠবে না।

সমীর চলে গেলে রেমি নিশ্চিষ্ত হয়ে একটা শ্বাস ফেলল
প্য্যানটা ঠিকমতোই এগোচ্ছিল। রেমি বাক্স শুছিয়ে নিয়েছে। অনিচ্ছের সজ্গেও ঘরে vাবার आনিয়ে খানিকটা খেয়েছে। গরম পোশাক পরে অপেক্ষা করেছে সমীরের জন্য। আর ত্তার পালানোর পথ বিঘ্নহীন করতে ধ্রুব গিয়ে पुকেছে বার-এ। রাত ন’টার মধ্ব্য তার চেতন্ন সম্পৃণ বিলুপ্ত। তাকে একবার বলেছিল সমীর, বউদি শিলিগুডি চলে যাচ্ছেন ধ্রুববাবু। আপনিও যাবেন তো ?

צ্রুব মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে, এই তুচ্ছ প্রসদ্গ উড়িয়ে দিয়েছে ।
রাত দশটার কয়েক মিনিট আগে বেয়ারা এসে রেমির মালপত্র নিয়ে গাড়িতে তুলল। রেমি नেমে এল নীচে। যখন গাড়িতে উঠডে যাবে তথনই আকস্মিক घটনাটা घটন ।

হোটেলের সামনের বাগানের গাছপালার আড়াল থেকে নিঃশক্পে এগিয়ে এল লামা। গায়ে ওভারকোট, মুখে মার্কামারা হাসি । তবে হাসিটা তখন আর স্বতঃ্ফৃ্র্ত নয় । রেমিকে জিঙ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন ? ভীষণ চমকে উঠেছিল রেমি। শীত বাতাসের একটা চাবুক যেন তাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। কচ্টে বলল, आমি চলে যাচ্ছি।

צ্রুববাবু কোথায় ?
उ याচ
कেन याচ্ছে ना ?
রেমি নিজ্রেকে সামলে নিয়েছে। স্রূকুটি করে বলল, সেটা তো ও জানবে, আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

সমীর সামনের সীটে উঠতে গিয়েও লামাকে দেখে স্থিরচিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে ফিরে লামা হাসিমুথে বলল,। কৃষ্ণকাম্তবাবুর সহ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়েছে। উনি চান ধ্রূববাবুকে औँর ন্ত্রীর সক্পেই কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক। আপনি রেমি দেयীকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন ?

লামাকে দেখে সমীর যে ভয় পেয়েছে তাত সন্দেহ নেই। সে কौধটা উঁছू করে বলল, খ্রুববাবুর পারমিশন নিয়েই উনি যাচ্ছেন। আমি প্রৗছে দিতে যাচ্ছি।
 T্ত্রী চলে যাচ্ছেন !

আমার কিছু করার ছিল না মিষ্টার লামা।
লামা রেমির দিকে ফিরে বলল, আপনি যেতে চাইছেন, কিষ্్ূ এভাবে যেতে পারবেন না। হাগামা থেমেছে বটে কিস্ডু রাস্তা এথনো পরিষ্ষার নয়। দেখবেন? আসুন আমার সহ্গে।

লামা গেট-এর দিকে হাঁটতে লাগল । সমীর নীচ স্বরে রেমিকে বলল, কিছू করার নেই । চলুন দেথা যাক।

ফটকের কাছে এনে লামা তাদের দেখাল। হোটেলের সামনেই একটা ঢাল। রাস্তাটা মোড় নিয়ে পাইন গাছের একটু জড়ামড়ির মধ্যে ড়ূে গেছে। সেখানে আবছা আলোয় কয়েকটা সিগারেটের आগुন ঠিকরে ঠিকরে উঠঢে। অষ্তত দশ পনেরটা ছেলে অপেক্শা করছে রাা্তা জুড়ে।

রেমি आতক্কিত হয়ে বলল, ওরা কী চায় ?
লামা মৃদু হেসে বলে, নাথিং। ওখু আপনাদের বেরোনোর রাস্তাটা আটকে আহে। এথন যাওয়াটা সেফ নয় মিসেস চৌধুরি।

তাহলে কখন ?
কাল সকালে।
তখন সেফ হবে ?
হবে। ધ্রুববাবু আপনাকে আ্যাকমপ্যানি করবেন। কোনো ট্রাবল হবে না। এখন ঘরে ফিরে যান ।
হতাশ রেমি ফিরে এল ঘরে । צুবকে ধরাধরি করে এনে বিছানায় দিয়ে গেল কয়েকজন বেয়ারা ।
পরদিন প্রকাশ্য দিনের আলোয় তারা দার্জিলিং ছাড়ল। রেমি, প্রুব আর সমীর। কার্শিয়াং-এ চা খেতে নেমে এক ফাঁকে সমীর চুপি চুপি রেমিকে বলল,বউদি, একটা বিপদ বौষ্বিয়ে রেখে গেলেন কিন্তু।

को বিপদ ?
আপনি কাল একবার আমাকে জড়িয়ে ४রেছিলেন, মনে আছে ?
রেমি লজ্জা পেয়ে বলে, সে তো ভয়ে।
সমীর বিক্কৃ মুথ করে বলে, ভালবাসায় নয় তা জানি। কিষ্ঠূ মিষ্ঠার লামা সেটাকে ওভাবেই ইনটারপ্রেট করেছে । লোকটার ওয়ান ট্ব্যাক মাইও। একবার যা ভেবে নেবে তা থেকে আর সরানো याবে না। ঋুব সষ্ভব आপনার ষ্বળরকেও ব্যাপারটা জানিয়েছে।

मে की ?
সেটাই বিপদের। কৃষ্ণকাষ্তবাবু यमि কাকাকে জানান তাহলে আমি খুব মুশকিলে পড়ে যাবো।
কিসের মুশকিল ? বুঝিয়ে বলनেই হবে। আমার শ্ব৩র অবুぬ লোক নন।

 निখে জাनিয়ে দেবো যে，আপনি সতিই আমার প্রেনে পড়़ননি।

এ কথায় কাগজ্জের মতো সাদা হয়ে গেল সমীর। अব্বিযাসভরা ঢোv রেমির দিকে চেয়ে থাকল
 দেখतে পায়। কিষ্ঠু ব্যাপারচ ভীষণ গোপন বউদি। डীষণ গোপন।

 জপেক্থা করतে লাগল క্বৈবকে একা পাওয়ার জনা।

পেল ট্টেনে। আবার সেই কৃপে কামরা। সে আর ध্বু।
बেমি বাঁপি＜্য পড়ল s্বূর उপর，বলো তোমার পাগनামি आর মাতनামি সব অভিনয় ！সব जॉড়াম । বলো তूমি অস্বাভাবিক নও ！এত বূ⿸্ধি এত চোখ কখনো কোনো মাতালের থাকে ？ বनো！বলছ ना কেন ？

সেই আক্রমণে প্রুব যেমন অবাক তেমনি বিপন । বলল，আরে কী করুছ ？ডাকাত পড়েছ্থ ডেবে লোকজন ছুটে আসবে শে！
आमूক। তবু ডूমি বলো এসব जোমার अভিনয়，এতলো কিছুহ সতি নয় ！
タুব এবদু বিচ্মু হাসি হেসে বলল，তাহলে খুশি হবে ？
হরো। তাহলে এমন খুশি হবো শে আনল্দে ট্রেন থেকে লাফ্যিেে পড়ব নীচে। खूব জোরে হো－হে করে হাসব। ক্রেদেও কেনেতে পারি।

夕্রুব কিছু তোমার সমস্যা একটাই। আমি মদ এবং পাগলামি ছড়নেই তোমার সেই সমস্যাঢে বোধকরি মিটে याয়। কিষ্ঠू आমার সমস্যাট্ जত সরন নয়।

তোমর কাছে ভিন্ছে চাইছি। পায়ে পড়ছি।
 করহি। आমি নিজেও লক্য করেছি पूমি আমাকে जালবাসার চেষ্ঠা করহ।

बেষ্টা নয়। आমি তোমাকে ভালবাসি গো।
সেটাও মানनাম। বাট आই ছাভ দু সেট্ মাই आকাউন্টস উইথ আদার পিপন। রেমি， आপাতত আমার কাতু কিছ్ প্রতাশা কোরোনা।

## n ১৩ ひ

＂डाई সচ্চিদানन्म，তোমার সহিত आর পারিলাম ना। বए पूরে जব্গান কর্রিয়াও पूমি आমার


 কर्बिएाइ।



 ৮২

নারীদদর বিচারের মাপকাঠি আলাদা । কিষ্হ আযাদ্দর চিন ভাইয়ের মধ্যে আমিই बে সব দিক দিয়া অব্যেগ্য ও অপদার্থ ছিনাম তাহা আমার পিতঠাকুর হইতে শিকককরা সকলেই আমাকে বারণবার বুবাইয়াছেন এবং आমিও বুबিয়াছি।
 সর্রে গিয়াছি। একবার রহিম সাহেবের পাটবোবাই নৌকা়় তিনি রাা্রিবেলা অহ্রিসश্যোগ করেন।



 কচ বড় অসাখু তাহ প্রমাণ করিবার ঢেষ্যা করেন তাহ ইইলে কেমন হয় ?
 কাनক্রম্মে একদিন কণ্গেসের নেত হইয়া ওঠা ডোমার পাক্巾 বিচিত্র নহে। কিষ্ঠু সেইদিন যদি কেহ
 घनिষ्ঠ ছিল ঢाश आयরা জাनि। তথन কেমন হইবে ?
"তোমাকে আघাত করিবার জনা প্রসপটি উখাপন করি নাই। आমি জানি মানুমকে বিচার




 বা চাদরে উপভোগ করে। তাহার সহিত আমার দুরু ছিল তাহাও ন্থীকার করি এবং বলি,





 একটিছ প্রদীপশিখা বলিয়া মনে হয় বটে, কিষ্ুু আসলে প্রতিটি নিম্মেেই শিখাটি মরিয়া নুতন একটি


 একটি মনুষও आসলে অনেকधলি মানুষের সমষ্টিমার। आমি यদি আজ বলি, খানু পাগলার তাড়া

"जেমাকে দর্শন বিষয়ে ख্gান দেওয়ার জনা প্রসभটির জবতারণা করি নাई। বলিতেছিলাম,


 जেজাল जোে না।



বাসায় आশ্রয় দিয়াছিলাম। তাহাকে নাকি পুলিশ ম্বদদশী মনে করিয়া তাড়া কর্রিয়াছু। বেচারা দিন
 अमুश्र হইয়া পড়িয়াহে। ডাক্তর তেমন ভরসা দিতেছে না। সে বলিয়াহিল তাহার বাড়ি বরিশালে, পिত শিশ্ককত করেন। কিষু পুলিশের ভয়ে তাহার বাড়িতেও থবর দিত্তে পারিতেছি না। সে বাঁচিবে কি মরিবে জানি না,কিষ্ूू আপাতত তাহার দায় ভে আমার উপর বর্তাইয়াছ్ তাহাত কোনো সণ্দেহ নাई।
 ত্দcেই তাহাকে বিদাম দিতে পারিতাম। বিশেষ করিয়া ইংরাজ রাজत্গে পুলিশের খাতায় नাম-লেখানো লোককে আuয় দ্রওয়ার প্রশ্নই ওঠঠ না। তবু দিলাম। কেন দিলাম তাহ জানিলে पूমি হািিবে। দিলাম তোমার কथा মনে করিয়া।
"ভাই সচ্চিদানন্দ, দেশ কাল পরিश্शিতি সম্পকে আমি তোমার মঢেে সচেতন নই একথা ঠিক। দেশের কে小ায় কী घটিত্তেছ, ইংর্রাজরা কত টাকার জিনিস বeসরে এই দেশে রশ্তানি করিতেছে, ম্বদেশীরা কয়টি ইংরাজ মারিল এত খবর বি্যারিতভাবে আমি রাখি না। তবে মানুম তাহার বিশেষ সমাজ ও পারিপার্ষिকের মধ্যাই বাঁচিয়া থাকে, তাই দেশ কাল পরিস্शিতিকে সম্পুর্ণ এড়াইচেও পারে


 आমাদের মঢো ঘরকুনো ও आশ্যসুথী মানুষরাও তাই সর্ব্বে পরিবেশকে এড়াইয়া চনিতে পারে না।
 থাবিবেই। আমি এই দলের। ইহারা আন্দোলন করিতে পথে নামিবে না, বিস্দেশী দ্রব্যের বজ্হুলসবে ব্যেগদান করিবে না, ইংহাজ মারিবে না, পতিতোদ্ধার কর্রিবে না, ইহারা কেবন বসিয়া ভাবিবে।


 ম্বদেণের প্রতি বে কর্ত্যা আজও না করিয়া পাপ সক্ষ্য় করিতেছি, এই ছোকরাকে আশ্রয় দিলে সেই পর্র্তপ্রমাণ অপরাধ্যে তিলপ্রমাণ ফয়াও হইতে পারে। এথন সেই কর্মের ফ্নভোগ করিতেছি। শশিভূষণ বূঝি বাঁচে না।
"আর এক সমস্যা আমার কনিষ্ঠ পুত্রটিকে লইয়া। সে তহার মাকে লেখে নাई বनिলেই হয়।

 आমি মতামত দিই নাই। यে কোনো বিষভ়ৌই মনস্হির কর্রিতে আমার সময় লাগে। মনে হইত্তে,



 কতढा आभनজन ?


 भूত্রের তেমন কোনো ল্নে भाखে ना।
"সেই কथা যতবার মনে হয় ততবার শীজ্র মরিতে ইচ্ছা করে..."
इঠাৎ রসময়ীর ক্ঠস্বর পিছন থেকে বলে উঠন্, তোমার মরতে ইচ্ছে করে ?
হেমকাষ্ত চমকে উঠলেন। কিষ্তু চিঠিিট চাপা দেওয়ার চেষ্ঠা করলেন না। বললেন, কখন এলে ?

অনেকক্ষণ। পিছনে দাঁড়িয়ে চিঠিটা পড়ছিলাম। আমার য্যাসের শব্দও পাওনি ?
না। হয়তো শ্যাস বক্ধ করে পড়ছিলে।
মরতে ইচ্ছে করে লিখেছো কেন ? সত্যিই করে ?
হেমকাষ্ত মূদু একটু হাসলেন, বললেন, বোষহয় করে।
ছেলেম্মেয়েরা ভালবাসে না তোমাকে এ কथা কে বলল ?
কেউ বলেনি। आমি লিখেছি ভালবাসে কিনা জানি না।
জানোনা কেন ? খখौঁ নিলেই তো হয়।
चैौজ निলে. की জানা যাবে বলো তো মনু। বাসে ?
आমি বলতে যাবো কোন্ দুঃখv ?
তুমি ছাড়া আর তো কেউ বলতে পারবে না।
কৃষ্ণকে ছেড়ে থাকতে यদি কষ্টই হয় তবে সে কथা কনককে জানিয়ে দিলেই তো পারো। সচ্চিদানন্দবাবুকে জানানোর কী?

হেমকান্ত মৃদু মূদু হাসছিলেন। বিব্রতও বোধ করছিলেন । বললেন, সেটা জানানো ভাল হবে ना।

পাছে ছেলের সম্পর্কে তোমার দুর্বলতা ধরা পড়ে যায় ? আচ্ছা নোক । বাবা ছেলেকে ভালবাসে এর মধ্যে কি লজ্জার কিছু আছে ?

হেমকাষ্ত একদু বিষধ্ হয়ে বললেন, মনু, লজ্জার কিছু আছে কিনা তা তুমি ঠিক বুঝবে না। यमि সত্যি কथা জনতে চাও, তাহলে বলি আছে।

এ রকম উজ্টট কथা কথনো खुनिনি।
আমি চাই না কৃষ্ণ কথাটা জানতে পারে।
সে জানলে দোষটা কী ?
দোষের কিছু নয় তা জানি । তবে হয়তো ভাববে, বাবা এমনিতে ডাক্থেজও করে না কিষ্তু কলকাতায় যাওয়ার বেলায় বাগড়া দিচ্ছে।

শুধু এইটুকু ?
না। হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, আরও একটু কথা আছে।
সেটা को ?
আমি মায়া কাটাতে চাই।
তাই বা কেন ?
তুমি বুঝবে না।
খুব বুঝবো, একটু বোঝানোর চেষ্টা করে দেখ।
তাহলে বোসো।
রঙ্গময়ী শীতের রোদ্রে পিঠ দিয়ে কারপেটের আর এক অংশে বসল! তার মুখচোখে ক্সান্ডির ছাপ. রান্রিজাগরণের চিছ্

হেমকন্ত বললেন, आমি হঠাৎ বুঝ্তে পেরেছি পৃথিবীতে আখ্রীয়তার বষ্ধনুুলো ভারী পলকা ।
$এ$ কथा কেন বলছে ?
या সতি বনে মনে হয়েছে তাই বলছি।

 তাই তোমার अসব মনে হয়।
 কেন সং্সার তোমাকে यাঁকি লেবেই।






 ছिनाय।

সারা রাত : घूম্মে৫नि?
 जा বটে।
आজ সকানে মানুবারু এদে দেখে अষুধ দিয়ে গেছেন।
মানুবাবুা आयाর কে ?
ক্রमতनায় যে হোমি৫পাথ ডাক্তার বসে।
मে को বनल ?

হেমকাষ্ত ম্মুম্বরে বললেন, কেন মে চেলেটা মর্তত এ বাড়িত্ত এল!
সে ভেবে এখন आর कী করূে।
কোনো রকমেই कि বौठानো যায় না মनू ?

কেন, अকणা বলছ কেন ?
বরিশালে এক পাদ্রীকে খুন করার জना अর यাঁসি হবে।
কে বলल ?
आমि জानि।
को করে জানলে ?

की বन巨िन ?

 কुগীীর অব্গ্ जো ওরা जাল বুুবে না।

সर्বनाশ!
সर्বনাশের कि হল ?
भूनिশ यमि थবर পায় ?
थ্বর কি आর পায়नि!
পেল্যেছ ?

কে বলো তো ?
মহেশবাবু। সেই যে বাবরি দুল-
হেমকাস্ত মাথা নেড়ে বললেন, জানি।
তাই বলছিলাম ছেলেটার বেঁচেও লাভ নেই।
হেমকান্ত গভীর দৃষ্টিতে রঙ্গয়ীর দিকে চেয়ে রইলেন । তারপর বझলেন, তবু ছেজেটাকে বাঁচানোর জন্য তুমি প্রাণপণ করছ। কেন করছ রঈময়ী ?

কেন আবার । বাঁচানোর চেষ্টা তো করতেই হবে । কোন মায়ের কোল খালি করে চলে এসেছে । তাকে এমনি এমনি মরতে দেওয়া যায় ?

এই যে বললে রোগে না মরলেও ফঁঁসিতে মরবে!
সেটা এখনো জানি না। তবে খুনটা বোধহয় ও করেছে।
হেমকাম্ত একটা দীর্ঘশ্যাস ছেড়ে বললেন, তাহলে রোগেই কেন ওকে যেতে দাও না ?
এ কথায় রঙময়ী হঠাৎ একট্ অদ্ডুত হাসল । সেই হাসিতে রোজকার দেখা রগময়ী বদলে গেল হঠাৎ। ধীর স্বরে বলল, তাহলে ওর কথা তো কেউ জানতে পারবে না। পত্রিকায় ఆর নাম উঠবে না। ইতিহাসে নামটা লেখাও থাকবে না।

নামটা ডাউড় হওয়াটা কি ভাল ?
কে জানে ! তবে আমার মনে হয়, ওইটুকু ছেলে একটা সাহসের কাজ যখন করেছে তখন দেশের লোকের সেটা জানা উচিত । ফাঁসিতেই যদি মরে তাহলে হাজার হাজার ওর বয়সী ছেলে খবরটা জেনে এই কাজে নামবে।

মনু ! হেমকাম্ত আর্তনাদ করে ওঠেন।
কী বলছ! স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো গলায় রঙ্গময়ী জবাব দেয় ।
ডুমিও কি স্বদেশী করছ নাকি ?
আমার তো জমিদারি নেইহ, করলে দোষ কি ?
সর্বনাশ।
সর্বনাশের কিছু নেই । মেয়েরা আবার স্বদেশী করতে পারে নাকি ? হাতে পায়ে বেড়ি আছে না ! বলে রঙময়ী একটু হাসে।

তা না হয় বুঝলাম, কিস্তু ছোকরা যদি ধরা পড়ে তাহলে আমরাও কি রেহাই পাবো! বাঘে ঞ্রুজে আঠারো ঘা।

তোমার যে কত রকমের ভয় ।
ভয়টা কি মিথ্যে ?
তা বলিনি । কিষ্তু শশীর যা হবে তোমার তো আর তা হবে না । কেউ ষরে নিয়ে ফौসি फেবে না তোমকে। তুমি তো আর স্বদেশী বলে ওকে আশ্রয় দাওনি ।

তুমি পুলিশকে জানো না।
না জানলেই বা । অত ভয় পেও না।
মহেশ কবে এসেছিল ?
পরণু থথকেই ঘুরঘুর করছে।
কিছু বলেছে ?
আমকে না । তবে কাছারি বাড়িতে অনেককে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তোমার কাছেও আজ আসার কথা।

কে বলल ?

মহেশবাবু নিজ্রেই বলে গেছেন।
হেমকান্ত কিছুফণ উদ্বিঞ্ম মূথে ভাবলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কী বনব বলো তো মনু !
कী আবার বলবে। आমি হলে তো घাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিতাম। उটा কাজের কथा হन না।
তাহলে যা বলবার নিজেই বুদ্ধি করে বোলো। রাত জেগে আমার মাধাঢা ঠিক নেই এথন।
একটু বোসো মনু। তোমার সজ্গে আমার আর একটু কथা आर्ठ।
आবার कী কथा?
आஜে।
কাজের কथা, না ভাবের কथা ?
হেমকাষ্ত হেসে বললেন, দুরক্মই। যে ভাবে যে নেয়।
রুझয়ী বলन, ভাবের কथा হল্েে না হয় পরে అনব।
ভারের কथাকে এত ভয় কেন মনু ?
आমি বাপু, ভাবের কথাকে বড় ভয় পাই। তাছাড়া এথন ভাবের কথ্ধা শোনার মতো মন নেই।
पूমি কাজ্রের লোক खানি। তবू আब একটা কथा জিজ্ঞেস করি। জবাব দেবে?
আগে ডো তুনি
তোমার কি কোনো বিশেষ দুঃখ আছে মনু ?
এই কथা! বলে রঙময়ী বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল হেমকাষ্তর দিকে। বেশ দেখাল তাকে।

হেমকাষ্ত এই চোথের সামনে বরাবর কুকড়ে যান । কিষ্রু আর একদু সাহস করে बোথে চোথ রাখলেন। বললেন, কथাটাে তুচ্চ ভেবোনা। কারণ আছে বলেই खিজ্গেস করহি।

রঙ্গয়ী একটা দীর্ঘ্্যাস ফেলে বলে, কারণ ছাড়া ডুমি কিছু করবে না জানি। কিষ্ভু কারণটা কি ?
আগে বলো।
বলার কী আছে তাও তো ছাই বুবাছি না । আমি গরীব পুরুতের মেয়ে, আমার তো দুঃখ থাকারই কथा।

সে দুঃখ তোমার নেই। থাকলেও আমি তার কথা বল্লছি না। आমি জিজ্gেস করছছি বিশেষ কোনো দুঃখের কथা।

রभময়ী শ্রাষ্তমুখেও হাসতে লাগল । বলল, আর একটু বুঝিয়ে না বললে বোকা মেয়েমানুষের মাथाয় कि সেঁৈোয় ?

হেমকাষ্ত চোখ থেকে চোখ না সরিয়েই বলনেন, ষরো যদি জিজ্ঞেস করি কোনো পুরুষের প্রতি ডুমি আসক্ত কিনা यাকে মুখ ফুটে কখনো কথাটা বলতে পরোনি ?

রঙ্গময়ীর কোনো ভাবাষ্তর বোঝা গেল না । তবে সে চোখ দুটো বুজে স্থির হয়ে বসে রইল কিছুদ্মণ। তারপর চোথ খুলে হেমকাত্তর দিকে তাকাল। স্নিক্ধ ও গভীর এক দৃষ্টি। আस्大ে করে বলল, না তো।

ठिক বलছ মनू?
রभময়ী হাসল। বলল, তুমি কি अन্য কিছू শুনতে চেয়েছিলে ?
হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, না। তবে কিছू লোক অন্য কথা বলে।
তাদের চেয়ে আমাকে তোমার ভাল জানবার কথা।
आমি जো তাই মনে করি। তবু কেন যে ল্লোকের অप্যুত সব সন্দেহ।
को সन्मেश?
সচ্চিদানন্দ একটা চিঠি निখেছিল। তাতে কিছু অप্যুত কथা ছিল তোমকে নিয়ে।

সেটে তোমাকে বना যায় না।

সচ্চিদান্দ্টু পাগन।



সেক্রমই।
लোকটা কে?

 পड़़िए।

পড়েছো ! *:। তাহলে-



 जनिত করतে হল কেন বলো ঢো!

## n 28 n

जোটে জিতে কৃষ্ককাষ্ত ময্রী হয়েছেন। বাড়ির আবহাওয়াण ֶুবই जাল। ফুরষুরে একটা आনক্দের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে সবসময়ে। সেই আনক্দা রেমিকেও ছোঁ়। এমন এক বাড়ির সে বউ







একদিন রেমিকে ডেকে বললেন, রামহাগলটা आবার চাকরি ছেড়েছে জনো ?
बরেম জানত ना। घाथा नीए করে রইন।
কৃষ্ণ小াষ্ভ বनলেন, আটশ্শে টাबা মাইনের চাকরি। এ বাজারে কিছু কম নয়। কেন ছাড়ল ত। जোমাকে বলেছে?
উनि आমাকে কিছू বলেন ना।
 জিজ্পেস কোরো তো কেন ছড়ন।

করব ।

 খাির রাখতেই ওরা ছগলনটাক ডেকে নিয়ে চাকরি দিয়েছিল। সেটাতে বোধহ়় বাবুর অপমান হয়ে থাকবে। বাপের খাতিরে ওর মতো লাচ্সাহেব চাকরি করবে কেন। কিষ্ছু বউমা, আমি বুকি না

ঘাপলটার কোয়ালিশ্কিশেনটাই বা कী বে খাতির ছাড় আচ্শ ঢাকা মাইনের চাকরি জোগাড় কনবে। ఆকে একপাটাও জ্ভে্েে কোরো।
 ঘঁটা নয়। এর আগেও ক<্যেকবার ছেড়েছে। आবার চাকরি পেক্রেও গেছে। না পেলেও তো অতি
 টাকায় সে कী করে তা কেউ জানেও না, ขবরও নেয় না।

কৃষ্ককাষ্ত কিষ্ুু উत্তেজিত গলায় বললেন, চিরটাকাল এরকম यাবে না বুমলে বউমা ? आমরা




 বউ निয়ে সিনেমায় যাওয়া বা রেস্দুরেনটে খাওয়া ইত্যাদি হানকা পলকা বাপারে নেই। (্রেत্ম গদ গদ ঢাবেরও তার অভাব। উপরহৃ সে কমপ্পিমেনট দিতে জানে না। কোনোদিন রেমিকে সে বলেনি, বাঃ, पूমি তো খুব সুন্দর ! কিষ্ঠু রেমি অতটা আশাও করে না প্রুবর কাছ থেকে। প্বুব বে রোজ বাড়ি ঝেেরে, তার সc্দে ম্বাভাবিক দু-চারটট কথাবার্ত কয় এবং এক বিছানায় লোয় সেইটেই
 মনে মনে ভগবানকে বলে, এটুহ বজায় থাকলেই যথথ্ট। आমি আর বেশী চাই না। সুতরাং জুবর চাকরি ছেড়ে দেওয়ার घটোয় সে ম্বামীর ওপর একদুও চটল ना। সে জানে, কারও অ丹ীনে কাজ
 কब्পনাই করা যায় ना।
 जার पूমিও একদু নাও। ওকে বোঝাও, শাসন কর্রে।

রেমি বলन, आপনি ভাবছেন কেন ? একটা কিছू ঠিকই কররে।
সেটা আর কবে হবে ? চাকরি করতে यদি না চায়, বাবসা কক্কক। কিন্তু সেটাও কি করবে ? টাকা হাতে পেলেই ঙুঁকে দিয়ে বসে থাকবে। বাপের হোটেলে থাকে বলে টের পায় না কত ধানে

 কथাটা শ্য়রমশাই রেমিম সামনে না বলনেও পারতেন।

 পড়ছছ। থার্ড ওয়ারল্ড ইকনমি।

রেমি বইটা কেড়ে নিয়ে পাশ্ বসে বলन. Cোমর সल্গে आমার কथा आছु
乡্রুব বিরত হনেও সেট্ প্রকাশ করল না। বলन, ম্রেয়েদের অত को বলার থাকে বালো ভো
আজকের কথাঢা ইমপরটানাট।
কেন্ কথাট ইমপরটানট নয় তোমার?
বাবা আজ আমাক ডেকে পাঠिয়েছিলেন।
 করহ বাবা।

ভ করহি। তবূ আজ ডডকে কয়েক্ট কथা বলালেন, ভোমার সম্পকে। ৯০

ఆ: शाँ, কथा একটা বनার আহে বটে। आমি চাকব্রিতা ছেড়ে দিয়েছি।
কিষ্ঠু সেটা আমকে জানাఆनि। অषচ आমি তোমার त्र्রী।
চাকরি ছাড়লে त्रীকে বলার এবটা সাংবিষানিক নিয়ম আহে বোষহয়!
আছে।
आমি জানতাম না।
তूমি অনেক কিছুই জানো না। কিষ্ৰু আমার প্রশ্ন হল, আমকে যখন বিয়ে করেছে, তখন আমারও ইচ্ছে করে স্বামীর রোজগারে খেতে পরতে। ইচ্ছেটা কি অন্যায় ?

অন্যায় তো বটেই। তোমাকে আমি আজও বিয়ে করিনি। তোমার অখ্র আমার সত্গে তোমাকে জুট্টেয়ে দিয়েছেন। খাওয়া পরার ব্যাপারটা ওঁর সহ্ছেই ফ্য়সালা করেে নাও গে।

তোমার মুড পা্টে যাচ্ছে।
צ্রুব হেসে বলল, না। आমি ভাল মুডে আছি। চাকরি না থাকনে আমি সব সময়েই ভান মুডে थाকি।

চাকরি ছাড়লে কেন ?
আমার ভাল লাগে না । আমাদের বংশে কেউ কথনও চাকরি করেনি । ওটা আমার ধাতে নেই।
তুমি যে বাপের হোটেলে খাও তা নিয়ে ষ্ুরমশাই আজ একট্ম খৌটা দিলেন। সেটা আমার ভাল লাগেনি।

সত্যকে সহ্য করাই তো ভাল।
কেন করব উপায় থাকতে ?
উপায়ট কি ?
ডোমাকে রোজগার করতে হবে।
খামোকা রোজগার করে কী লাভ ? বাবার মেলা টাকা। আমরা ক’ভাই ছাড়া খাবে কে ?
তবু সেটা বাবার টাকা, তোমার তো নয়।
বাবারও পুরোটা নয়। বলা ভাল, পৃর্বপুরুষদের টাকা। তাতে বাবারও যা অধিকার আমাদেরও তাই।

সেটা উনি যখন থাকবেন না তখন দেখা যাবে। আমার স্বামী বে অদ্ষম নয় আমি সেটা প্রমাণ করতে চাই।

ম্বণেরের অপমানের শোধ নেবে নাকি ?
यमि বলि তाই?
লোকটা ঝানু পলিটিসিয়ান। অপমান গায়ে মাথে না। তুমি যে শোধ নিয়েছো তা হয়তো বুঝতেই পারবে না।

বোঝাত চাইও না। আমি ওঁকে আর অপমান করার সুযোগ দিতে চাই না ।
आমি চাকরি বা রোজগার করলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ?
খানিকটা যাবে।
को ভাবে ?
আমরা আলাদা বাসা করে সংসার পাতব।
ধ্রুব কথাটা শুনে হঠাৎ উঠে বসল। রেমিকে দু’হাতে ধরে স্থির দৃষ্টিতে মুখের দিকে কিছুদ্মণ চেয়ে ম্দ্র একটু হেসে বলল, আমি এ কথাটই তোমার মুখে তনব বলে আশা করছিলাম। কিন্তু এক্থা আর কখনও উচ্চারণ কোরো না।

ধ্রুবর এই কথথায় একটু ঘাবড়ে গেল রেমি। বলল, কেন ?
আমাদের পরিবারে বাপ এবং ছেলের ভিন্ন হওয়ার প্রথা এথনও চালু হয়নি। হয়তো ভবিষ্যতে

একদিন হবে। কিষ্যু पूমি সেটা ত্र কোরে না।
তাহলে की করে প্রমাণ হবে যে, पूমি *র ఆপর নির্ভরশীল নও ?
ক্ষ্ণকাষ্ত চৌধুরি প্রমাণ চাইহহ না। তুমি ভুল করহ। বাপের হোটেন্নে খাওয়া নিয়ে থ্রোতা দেওয়াটা একটা মৃদू প্রেভোকেশন মাত্র । आমি আध্যনির্ভরশীল হলেই কৃষ্ণকাষ্ভবাবু যুশি হবেন তা নয় । ব্রং উনি চান যে, আমি ওরঁই হাত থেকে রোজ ল্যাজ নেড়ে নেড়ে ভুু্ভবশেষ গ্গণ করি।

ছিঃ, ఆ की বলছ ?
ঠিকই বলছি। তুমি লোকটাকে চেনো না।
রেমি একটু চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছ, তাহলে তুমি রোজগার করে টঁর হাতে প্রতিমাসে টাকা দাও।

কত টাকা मেবো ?
যতই হোক। পীচশো সাতশ্শে।
তোমার শ্বতু সেটা হাত পেতে নেবে ?
নেবেন না কেন ?
সেটা জিষ্ঞাসা করে এসো।
জিজ্ঞেস করতে হবে কেন ? বাপ কি ছেলের টাকা নেয় না ?
কৃষ্ণকান্ত কি তেমন বাপ ?
নেবেন না বলছ ?
इয়তো নেবে, তবে নিজে হাত পেতে নেবে না । इয়তো কোনও চাকরকে ডেকে বলবে, ওরে টাকাটা তোর কাহে রেথে দে তো।

যাঃ, ঋधতমশাই মেটেট ওরকম নন।
হবে হয়তে। আমি ভদ্রলোক সম্পর্কে থুব ভাল জানি না।
ইয়ার্কি হচ্ছে ?
বাস্তবিকই জানি না, আমার লোকটা সম্পর্কে একটু ধौধা আছে।
কিরক্ম ধौौधा ?
-ষরো, লোকটা একসময়ে স্বদেশী করত। তাই না ?
তা ঢো বটেই।
বেশ आদর্শবাদী লোক ছিল। তাই না ?
এখনও আছেন।
আহা, এখনকার কথা ছডড়ে।
ঠিক আহে, বলো।
লোকটার জ্যাঠা সষ্যাসসী হয়ে যায় । কাকা স্বদেশী করতে করতে খুন হয় বা দুর্ৰটনায় মারা যায় । ঠিক তো ?

তাই তো তেনি।
সুতরাং ল্লোকটার ভিতরে সন্ন্যাস এবং স্বদেশীয়ানার একটা অ্যাডমিকচ্চারও ঘটেছে। স্বীকার করো ?

না হয় করলাম।
কিস্তু লোকটা এখন এক নম্বরের ধাপ্পাবাজ, মিথ্যেবাদী এবং ক্যারিয়্যারিসট।
আবার ?
ধ্রুব রেমির হাত নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, তোমার বয়স কত ?
কেন, তুমি জানো না ?

মেয়েদের বয়স তারা নিজেরাই মনে রাখতে চায় না। সে যাক্গে। তুমি খুব কম বয়সী বোকা একটটি মেয়ে।

না হয় হলাম ।
এ বয়সে একজন দেশবিখ্যাত নেতার মুখোমুখি হলে মাথা ঠিক রাখা মুশকিন। চোখ ধौঁধিয়ে याয়।

আমার কি তাই হয়েছে ?
হয়েছে। একটু বেশী মাত্রায় হয়েছে। যতঅ্মণ ওই ধौथানো ভাবটা থাকবে ততস্ষণ লোকটার আসল চেহারা তোমার নজরে পড়বে না।

রেমি অভিমান ভরে বলল, তুমি ঠিক বলছ না গো । মুরমশাই কত সহজ সরলভাবে থাকেন, একটুও বাবুগিরি নেই, আরাম আয়েস নেই—

ঠিক কथा। লোকটার সপক্ষে পজিটিভ পয়েন্টও অনেক আছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে লোকটা সম্তবত চরিত্রবানই ছিল। কিষ্ডু লেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই লোকটা চরিত্র হারাচ্ছে। খুব ষীরে ষীরে. অবশ্য।

প্পার্টাটিক করতে গেলে ওরকম একট্ম আধটু হয় ।
צ্রুব নীরবে মাথা নাড়ল। তারপর অন্যমনস্ক চোথে ঘরের আলোটার দিকে চেয়ে রইল কিছুহ্ । তারপর বলল, पूমি কথাটা |ভেবে বলোনি, কিষ্ঠু খুব ঠিক কথা বলেছে।

কোন কথাট ?
এই যে বললে পলিটিকস করতে গেলে অমন একটা আধটু করতে হয়।
হয়ই তো
आমি তো সেটা মেনেই নির্যেছি। কথাটা খুবই সত্যি। এদেশে পলিটিকস মানেই ওইসব। মিথ্যে কথা, ফেরেববাজি, ধাপ্পা এবং ক্যারিয়ার । চলো, কাল তোমকে বিধানসভায় নিয়ে যাবো। একটু দেখে আসবে, শ্রদ্ধেয় এম এল এ আর মক্রীরা সেখানে বসে কেমন থেয়োখেয়ি করেন ।

আমার দেখে দরকার নেই।
দরকার আছে। তোমার অ্মఅর কিরকম দেশোদ্ধার করছেন তার একটা আঁচ গাওয়া তোমার দরকার।

আমার চোখে শ্বশুরমশাইকে ছোটেi করে দিত়ে তোমার কী লাভ ?
צ্রুব গভীর এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে স্নেহভরে বলল, তুমি কি বিপ্ধাস করো কৃষ্ণকাস্তকে কালিমালেপন করায় আমার থুব সুখ?

রেমি ধ্রুবর খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, তবে সব সময় ऊँর সম্পর্কে ওরকম বলো কেন ?
লাভ-হেট রিলেশন কাকে বলে জানো ?
কথ্টা ওনেছি। মানে জানি না।
মানে आমিও ভাল জানতাম না। কিষ্তু কৃষ্ণকাষ্তর সহ্গে আমার সম্পক্টা এখন বোষহয় ওই লাভ-হেট।

তার মানে?
আমি যখন কৃষ্ণকান্ত চৌুুরিকে বাবা বলে ভাববার চেষ্টা করি তথন কিছুতেই মজ্ট্রী কৃষ্ণকাষ্তর ছবি চোখের সামনে আসে না।

তবে কী ছবি आসে ?
চপ্মিশ দশকের গোড়ায় জেলখানায় বসে এক কৃষ্ণকাষ্ত খুব মলিন বিকেলের আলোয় লাল কাগজে পেনসিল দিয়ে তার বিরহিনী বউকে চিঠি লিথছে, এরকম একটা লোককে মনে পড়ে। কিংবা মনে পড়ে একটা লোক-যাকগে, ওসব বনে লাভ নেই।

রেমির চোখ ছলছল করছিল। বলল, উनि খুব কষ্ট পেয়েছেন এককালে। না গো?
ધ্রুব হেসে মাথা নেড়ে বলল, কষ্ট কিসের ? স্কোপ পেলে আমিও ওরকম রোমান্টিক কষ্ট করতে রাজি। কিন্তু আমরা তো স্কোপই পেলাম না রেমি।

পেলে কী করতত ?
ওঃ, সে অনেক কিছু করতাম । বোমা মেরে ফাঁসির দড়িতে হাসতে হাসতে মরতাম । তার আগে গীতা পাঠ করতাম। গান গাইতাম, হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী । কিংবা দ্বীপাম্তরে চলে যেতাম গোটা কয়েক ইংরেজকে নিকেশ করে।

খুব বুকন্কি সাহস জানা আছে।
কেন, आমি কি খুব ভেডুয়া ?
जा বলছি না।
তবে কী বলতে চাইছ ?
তুমি কেনো বাপারেই সিরিয়াস নও।
आমি ভীষণ সিরিয়াস রেমি। আমি यদি ম্বদেশী আমলে জন্ম নিতাম তাহলে কৃষ্ণকাস্তর মতো ষ্বদেশী করতাম না।

কী করতে ?
অन্যরকম কিছু। ভারতবর্ষে স্বদেশী আমলটাই ছিল আবেগসর্বম্ব। আবেগ জিনিসটা ফ্ষণস্থায়ী । চট করে কেটে যায় । কৃষ্ণকান্তর অবস্থা দেথছ না ? স্বদেশী জ্রর যেই ছেড়ে গেল, দেশ যেই স্বধীন হল, अমনি কোমরে কাপড় बেঁধে স্বদেশী সারটিফিকেটখানা বুকে ধটটেে ক্যারিয়ার তৈরি করতে নেমে পড়েছে ! সেই কৃষ্ণকান্তর সঙ্গে যদি এই কৃষ্ণকাস্তর আজ দেখা হয়ে যায় তাহলে দুজনের মধ্যে তুমুল মারপিট লেগে যাবে।

রেমি হেসে গড়িয়ে পড়ল, को যে বলেসে না!
সেইজনাই বলছিলাম, মা যা ছিলেন এবং মা যা ইইয়াছেন তা দেখতে চলো অ্যসসেমবলিতে यাই। গ্যালারি থেকে দেখবে নীচের এরেনায় দুদল লোক দুদিকে বসে কেমন গলা ছেড়ে ঝগড়া করহে । কলেজের ডিবেটিংও এর চেয়ে অনেক ভাল । ওই कুঁয়োর মধ্যে যে かুতোלुতি, রেষারেষি ঠেলাঠেলি চলছে তাই থেকে দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে এমন কথা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।

তার জন্য তো অতরমশাই দায়ী নন।
না । उবে তিনি यদি সе হতেন তবে ওই কুঙ্তীপাকে গিয়ে ছুক্তেন না। স্यাপীন ভারতের পলিটিকস সভয়ে পরিহার করে ভদ্রলোকের মতো জীবনयাপন করতে পারতেন।

যারা পলিটিকস করে তারা ভদ্রলোক নয় ?
কে বলল নয় ? তা বলিनি । ব্যক্তিমানুষ হিসেবে অনেকেই ভদ্রলোক। ভাল এবং সе লোকেরও অভাব নেই। কিষ্ঠু সেটুকু তাদের নন-পলিটিক্যাল একজিসটেনস।

आমি আর এসব থুনতে চাই না। এখন আমাকে আদর করো।
আমার মেজাজটা চটকে দিয়ে এথন আদর চাইছো ?
মেজাজ কখन চটকালাম ? রেমি চোখ কপালে তুলল।
এই যে এতন্মণ বকামে!
তুমিই বকলে।

आচ্ছ, घাট মানছि।
শোনো।
বনো।

তোমার শশুরকে বলে দিఆ，আমি ক্যারিয়ারিন্ট নই। নিজের জীবন কিভাবে যাপন করব সৌাও ঠिক করব आমিই। উनি খেন সেটা নিয়ে চিজ্তা না করেন।

ও বাবা，ওসব आমি বলতে পারব না।
তাহলে আমিই বলব।
দোহাই，পায়ে পড়ি। বোলো না। উনি রাগী মানুষ।
आমিও রাগী।
বেশ，রাগটা আমার ওপর দেখাও। эঁর ওপর নয়।
তোমার ভয়টটা কিসের ？
তোমাদের যদি ঝগড়া হয় ？
হোক না।
না গো। পায়ে পড়ি।
তুমি খুব পায়ে পড়তে শিখেছো তো ！কার কাছ থেকে শিখলে ？
ঠেকে শিত্খেি।
乡্রুব মাथা নেড়ে বলল，এটাও পলিটিকস নয় তো ？এই পায়ে পড়াটা ？
তুমি এক নমবরের—
की ？
বলব না। আমকে এবার একটু আদর করো। একটুখানি।
ધ্বুব সে কথায় কর্ণপাত করল না । উঠে পায়চারী করতে করতে বলল，আজ আমার ঘুম আসবে ना। একদম，ঘूম আসবে না।

পরদিন থেকেই ধ্রুব আবার বেহেড। সকাল থেকে গভীর রাত অবধি পাত্তা নেই। কোনোদিন निজেই ফেরে，কোনোদিন পুলিস পোঁছে দিয়ে যায়। প্রায় দিনই বেশুশশ অবস্থায় ফেরে। কেঁদে ভাসাতে লাগল রেমি।
সেই দूঃসহ দুর্দিনে হঠাৎ একদিন এসে হাজির হন সমীর।

## ロ ゝ® ロ

বাইরে ঝিমঝিম করে ভরা দুপুর । ভারী নির্জন，নিরিবিলি，অথচ রোদে ঝলমলে। ক্য়াশা কেটে বহু দূর পর্যষ্ত দ্খখা যায়। উত্তরে অতিকায় মহিষের মতো গারো পাহাড় পর্यত্ত। ব্রদ্মপুত্রের স্রোতে গলষ্ত রূপো এসে মেশে। ঝিরঝির করে অবিরল কথা বলে মহানিম। মস্ত মস্ত ঘরের ঘুলঘুলি， বারান্দার ওপরের কড়ি বর্গায় নানান জাতের হাজারো পায়রা নড়াচড়া করে আর ডেকে ওঠে। ভরষ্ত দুপুরে পায়রার গদগদ স্বরের ডাক এক অদ্ভুত মায়া তৈরি করে।

শব্দের কি কোনো আকার আছে ？প্র্্টটা মাথায় আসে，কিস্তু জবাবটা ভেবে পান না হেমকাা্ত। শব্দ সম্ভবত নিরাকার । তবু হেমকান্তর মন বলে，ওই পায়রার বুকুম বুকুম শব্দ ওর আকার গোল। তুলোর বলের মতো। স্টিমারের বাঁশির শপ্দকে কি কখনো তাঁর সরু ও দীর্ঘ আকারবিশিষ্ট বনেন মনে হয়নি？সেতারের ঝনৎকার যেন ফুলঝুরির বহ্বর্ণ কেন্দ্রাতিগ অপিবিন্দু। মাঝে মাঝে এই দুপ্বুরবেলা তাঁর এসরাজ নিয়ে বসতে ইচ্ছা করে । কিষ্ঠু বসেন না । লজ্জা করে। এসর্木াজের শব্দ শুনनে ছেলে মেয়ে অবাক হবে । হয়তো দৌড়ে আসবে মনু । লোকটার হল কী ？কিষ্ভু এসরাखের ছড় টানলেই তাঁর চোথে ভেসে ওঠে তস্তুজালের মতো একটা আকৃতি । অদৃশ্য এক মাকড়সা অজ্ডুত দ্রুততায় বুনে চলেছে। জ্যোৎস্নারাত্রে বিরহী হরিপদ মাঝে মাঝে পুকুরের ঘাটলায় বসে আড়বौশি বাজায়। তখन দীঘन চিত্রময় এক সাপের আকার খেলা করে হেমকান্তর ঢোথের সামনে। এসবই ভ্রম হয়ত্তা। শব্দের বাস্তবিক কোনো আকার নেই। কিষ্ডু হেমকাষ্তর ভিতরে তার্রা আকার পায়।

পায়রারা গদগদ স্বরে কী বলে ? ভালবাসার কথা ? কিষ্ডু পশু-পাখির আয্যজন নেই, সংসার নেই। নিতান্ত সংস্কারবশে তারা কখনও কখনও দলবদ্ধভাবে বাস করে বটে, কিন্তু সমাজ গড়তে জানে না। ভালবাসা তারা কোথায় পায় ? তুলোর বলের মতো অবিরল তাদের বুকুম বুকুম ডাক এই নির্জন দুপুরে হেমকাস্তর চারদিকে নেমে আসে। উড়ে উড়ে বেড়ায়। ভালবাসার কথা বলে।

দক্ষিণের সূর্য একফ্ালি সাদা কারপেট বিছিয়ে দেয় বারান্দায়। তাতে রেলিঙের নকশাদার পুপ্পিত ছায়া। ভারী ভাল লাগে হেমকান্তর। ঘুলঘুলির রঙিন কাচ দিয়ে রঙের বিচ্ছুরণ ঘটে যায় দেয়ালে। পায়রার ময়ূরকন্ঠী গায়ে খেলা করে রোদের বর্ণানী। চিকের ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখেন, শত্ভাগে ভাগ হয়ে গেছে বাইরের দ্শ্যাবনী। কী চমৎকার!

এইসব শব্দ ও দ্শ্য, তুচ্ছাতিতুচ্ছ সব ঘটনা হেমকান্তকে বার বার অবাক করে দেয়। বেঁচে থাকতে আজকাল তাঁর দ্বিতুণ ভাল লাগে কেন ? এই আলো ও ছায়া, এইসব অর্থইীন শব্দ, এসব মৃত্যুর পর কি প্ৗীছাবে তাঁর কাছে কোনো দিন ? কে জানে কেমন সেই চির প্রদ়াষের জগৎ কিংবা কে জানে মৃত্যুর পর হয়তো কোনো অস্তিড্ইই থাকে না কারো। সে এক স্বপ্নহীন অনস্তিত্রের অস্তহীন ঘুম।

কখন নিজের অজান্তে চলে আসেন দোতলার বারান্দা ঘুরে ছেলে-মেয়েদের মহলে। এমনিত্ত आসেন না । স্নেহশীলা দাসী ও বিপ্যাসী যত্নশীল চাকরদের পরিচর্যায় ছেলে-মেয়েরা ভালই আছে, তিনি জানেন । নিজের উপস্থিতির ুুরুভার কথনো ওদের ওপর চাপিয়ে দিতে তাঁর ইচ্ছে হয় না।

একটু চমকে উটে শোনেন, কৃষ্ণকান্ত বিশাখাকে বলছে, দেখ দিদি, আজ যদি দুপুরে ঘুমোই তো গরু খাই।

গরুই তো থাস। কালও ঘুমিয়েছিস। টাস্ক করেছিলি মাস্টারমশাইয়ের ?
কাল ? ওঃ, রাত জাগতে रয়েছিল না ?
তোকে কে রাত জাগতে বলেছে ?
কে আবার বলবে ?
তবে জাগ্গিস কেন ?
মনুপিসি যে বলে শশীদা বাঁচবে না !
তাতে তোর কী ?
आমি সেইজনাই তো বসে থাকি।
কেন বসে থাকিস ?
কমপাউনডার কাকা বলে, মরার সময় আঋাটা শরীরের কোন ফুটো দিয়ে বেরোবে তার ঠিক নেই। কারো নাক দিয়ে, কারো কান দিয়ে, কারো মুখ দিয়ে, কারো নাভি দিয়ে, আবার গুঘ্যার দিয়েও বেরোয়।

কী অসভ্য রে! ছিঃ ছিঃ ভাই, দौঁড়া মনুপিসিকে বলব।
বাঃ, কমপাউনডার কাকা বলে যে আサ্াটা ধ্েौয়ার মতো জিনিস। এক বিঘৎ লম্বা। সুট করে বেরিয়ে আসে। আমি সেইটে দেখার জন্য বসে থাকি। শশীদার আঘা কোথা দিয়ে বেরোবে बानिम ?

आমি জানব कী. করে?

তোর শশীদা কি মহপপরুষ নাকি ?
শশীদা শ্বদেশী ना!
তঢত কি?
স্বদেশীরা তো আর या তা नোক নয় । ইংরেজ্জ মারে। শশীभা এক পাদ্রী<ে মেরেছে खানিস ?

খুব বীরত্রের কাজ করেছে, না। বাবা খনলে দেবেখন তোমকে। স্বদেশীদের ছায়া পর্যণ্ত মাড়াতে নেই।

কৃষ্ণকাষ্ত। একটু যেন অবাক হয়ে বলে, বাবা স্বদেশীদের পছন্দ করে না ?
একদম না। আমরা ইংরেজদের পক্ষে।
তবে বাবা শশীদাকে বাড়িতে থাকতে দিল কেন ?
মেটেই থাকতে দেয়নি। আটক রেখেছিল। পুলিশে ধরিয়ে দেবে বলে।
তবে এখনো দেয়নি কেন ?
লোকটার অসুখ করল বলে।
यদি শশীদা সেরে যায় তাহলে দেবে?
নিশ্চয়ই দেরে দেওয়াই উচিত।
কৃষ্ণকাস্ত একট্ট ரুপ করে থেকে বলল, তাহলে শশীদার মরাই ভাল।
হেমকাস্ত খুবই অবাক হলেন । তাঁকক ইংরেজের সমর্থক ও স্বদেশীদের বিরোধী বলে কবে চিহ্তিত করা হল. এবং কেন তা তিনি জানেন না। একটু কৌতুক বোধ করলেন তিনি। শশিভূষণকে ধরিয়ে লেবেন বলে আটক রাখা হয়েছে এ কথাই বা কে রটাল ? বিশাখাই বা এসব কथা জানল কোথা থেকে ? তিনি তো মেয়েকে এসব প্রসন্গে কখনো কিছু বলেননি । স্বদেশীদদর প্রতি বিশাখার এই জাতক্রেধ্রে কারণটাঞ তাঁর অজানা । বরং উন্টোটাই হওয়া উচিত ছিল। রঙ্গয়ীর শাসনে এবং ছায়ায় ওরা মানুষ রঙ্য়ীর নিজের একটু স্বদেশীপ্রীতি আছে। কাজেই বিশাখার এরকম উল্টো মত হওয়ার কারণ নেই। তবে ?

অনুচ্চ স্বরে তিনি ডাকনেন, কৃষ্ণ । বিশাখা।
ভাইবেেনের ঘর निসস্তক্ধ হয়ে গেল হঠাৎ।
হেমকান্ত ঘরে ঢুকলেন।
কৃষ্ণ ও বিশাখা উঠে দাঁড়ায়। তটস্থ, সষ্তস্ত । মুখচোথে বিহ্ন ভাব। হেমকান্তর সামনে ওদের কেন যে এরকম একটা রাপান্তর হয়! তিনি তো শাসন তর্জন করেন না কখনো!

দু’দিকে দুটি প্রকান্ড খাট । জানালা ঘ্মেষে মস্ত ডেস্ক। তার ওপর সাজান্ো বইখাতা, দোয়াতদান এ কললম । একটি বিলিতি মহার্ঘ টেবিল ল্যাম্প। দूই খটের পাশেই শ্ধেতপাথরের তেপায়া । দেয়াল আলমারি, আয়না বসানো বারমা সেগুনের আলমারি, কাচের বাক্সে সাজানো বিদেশী পুতুল আর থেলনা ! দেয়ালে এয়ারগান।

চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন হেমকাষ্ত। এ ঘরে তিনি কদাচিৎ আসেন।
মেয়ের দিকে একটু সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তিনি। লোকচরিত্র অনুষাবনের অভ্যাস তাঁর নেই। মুখ্তী দেথে চরিত্রের ঠিকানা পাওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন। কিন্তু তাঁর মেয়েটি যে ভারী শ্রীময়ী তাতে সন্দেহ নেই। তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়, বুক ঠাল্ডা হয়।

কিস্তু মানুষের মুথশ্রীকে কি বিপ্ধাস আছে ? তাঁর অনা মেয়েরাও সুন্দরী। অপাপবিদ্ধ মুখশ্রী। কিন্তু তবু গোপনে মায়ের গয়না সরাতে তো তাদের বাধেনি। বিশাখা যে অন্য রকম হবে তা মনে করার কোনো কারণ নেই।

হেমকান্ত মেয়ের দিকে চেয়ে সকৌুুকে প্রশ্ন করলেন, তুমি স্বদেশীদের পছন্দ করোনা ?
বিশাখা খুবই घাবড়ে গেছে। कী বলবে বুঝতে না পেরে হঠাং মাथা নত করে নখ দেখতে লাগল। ब্রীড়ার সেই ভস্সিটুকুও ভারী অপরাপ।

মেয়েকে আর অস্ধস্তির মধ্যে ফেলতে ইচ্ছে হন না তাঁর। মেয়ে মাত্রই কিছুটা নির্বোধ, কুমুটে, পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপরায়ণ। তাদের দোষও নেই। মেয়েদের ব্যক্তিত্ব গঠনে কোনো চেষ্টাও যে এবং কাজ কতদূর এগিয়েছে তা হ্মেকান্ত জানেন না। তবে তাঁর বিশ্ধাস ক্তীীলোকদের উচ্চশিক্ষা দিয়ে কোনো লাভ নেই। তাদের মনের आনালা-কপাট খুলে বাইরের উদার মুক্ত আলো-হাওয়ার পথটুকু অবারিত করে দিলেই যথেষ্ট। সি এ টি ক্যাট শেখার চেয়ে থানকুনিপাতার আরোগ্য গুণ জানাটা অনেক বেশী কার্যকরী শিক্ষ। লোকে বলে, এদেশের মেয়েরা ভারী সহনশীলা । কথাটা সত্যি বলে মনে হয় না হেমকাস্তর। সহনশীলতা এক অনবদ্য গুণ, তা শিক্ষা করতে হয়। এদেশের মেয়েরা সয় বটে, কিষ্ঠু সে দায়ে পড়ে। ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের আগুন ফুঁসতে থাকে, আর সে আগুন বেরোবার পথ পায় না বলেই অন্যবিধ রক্ধ্র থোজে। হেমকান্ত আজ একটু একটু টের পান, সুনয়নীর মধ্যেও সেই বিদ্রোহ ছিল। তাই আজ মেয়ের ওপর রাগ হল না হেমকাম্তর । করুণা হল। ওকে তিনি কোনো শিক্ষাই দিতে পারেননি। ওখু জন্মসৃত্রে পাওয়া সুন্দর মুখত্রী ও ফর্সা রঙটুকুই ওর সম্বन।

বোধ হয়! হাঁ, বোধ হয় কথাটা যোগ করে রাখা ভাল। কারণ বিশাখা তাঁর উরসজাত হলেও ওকে তো তিনি ভাল করে চেনেন না। সষ্তবত বিশাখা রঙময়ীকে অপছন্দ করে। আর তাই রঙ্গময়ীর ঝোঁক যেদিকে, বিশাখার ঝোঁক ঠিক তার উল্টোদিকে। নইলে স্বদেশীদের প্রতি অত আক্রোশ থাকার কথা ওর না। কিন্তু রঙময়ীর প্রতি ওর বিরাগের কারণটা কী? কারণ কি তিনি নিজেই?

ছেলের দিকে চেয়ে হেমকাস্ত একটু স্বস্তি পেলেন। কৃষ্ণ তাঁকে দেখে তটস্থ বটে, কিন্তু ভীত नয়।

হেমকান্ত গাঢস্বরে প্রশ্ন করলেন, স্বদেশীদের তুমি পছন্দ করো ?
কৃষ্ণ একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল।
হেমকান্ত বললেন, তুমি তোমার দিদির শাছে যা শুনেছো তা ঠিক নয়। আমি শশিভূষণকে ধরিয়ে দেব না। স্বদেশীদের প্রতিও আমার আক্রোশ নেই। ভয় পেও না। বলো।

কৃষ্ণকান্ত হেসে মাথা নোয়াল। বলল, হাঁ বাবা। ওরা খুব সাহসী।
হেমকাষ্ত কেমন যেন একদু নিশিচিষ্ত বোধ করলেন। তাঁর আর কোনো ছেলেই স্বদেশীদের প্রতি আগ্রহ দেখায়নি। দেশে যে সব আন্দোলন হচ্ছে সে সম্পর্কে তারা নির্বিকার। তিনি নিজেও তাই। তাঁর এই ছেলেটি यদি স্বদেশ নিম্রে ভাবে তো ভাবুক।

হেমকান্ত বললেন, তোমার কাকা স্বদেশী করতেন। অবশ্য শশিভূষণের মতো ইংরেজ মারেননি। জানো বোধ হয় ?

জানি। কাকাকে ইংরেজরা মেরেছিল।
বিশ্মিত হেমকান্ত বললেন, একथা কে বলল ?
মনুপिসি।
কথাটা সষ্তবত সত্য নয়। তবু প্রতিবাদ করলেন না হেমকান্ত। শুষু বললেন, হতে পারে। তবে কে মেরেছিন বা আদৌ মেরেছিল কিনা তা এখনও আমরা সঠিক জানি না। একটা নৌকোডুবি घটেছিল, এটাই জানা আছে।

মনুপিসি বলে, কাকাকে মারার পর প্রমাণ লোপ করতে নৌকোটা ডুবিয়ে দেওয়া হয়।
হেমকান্ত একটা দীর্ঘষ্যাস ফেললেন। এ ছেলের মনের মধ্যে কিছু জিনিস শিকড় গেড়ে বসেছে। তা সহজ়ে ওপড়ানো যবেে না। বোধ হয় বীজটা ছড়াচ্ছে মনুই। তবু অসষ্থুষ্ট হলেন না হেমকাা্ত। আকস্মিক এক দুর্বলতাবশে ছেলের মাথায় একবার হাত রাখলেন । স্নেহের স্বরে বললেন, পড়াশোনা হচ্ছে তো ঠিকমতো ?

আমি ফার্স্ট ইই বাবা।

इও ? হেমকাম্ত বিস্মিত। বলেন, কই, আমকে কেউ বলেনি তো !
এবার বাৎসরিক পরীক্ষায় হয়েছি।
বলোনি কেন ?
দিদি জানে।
হেমকান্ত হাসলেন। ছেলের পরীক্মার ফনটুকু পর্যস্ত তাঁর কানে কেউ পৌছে দেয় না। নির্বাসন কি একেই বলে না ? এই নির্বাসন দত্তের দাতা তিনিই, গ্রহীতাও তিনিই।

কিস্তু আর নয়। বাইরে রোদ ম্লান হয়ে এল। এক্টু বাদেই কুঞ্জবনে এক অস্ডুত ছায়া নামবে। ফার্ন জাতীয় গাছগুলির ছায়া আলপনার মতো পড়ে থাকবে ঘাসে। ভাঙা গাড়িটার পাদানীতে বসে চারদিকে এক নিবিড় রূপের রাজ্যে ডুবে যাবেন তিনি। সময় নেই।

হেমকাস্ত ঘরে এসে পোশাক পরতে লাগলেন ।
কিজ্তু বাধা এল। একজন কর্মচারী এসে খবর দিয়ে গেল, স্বয়ং দারোগা কাছারিঘরে অপেক্ষ করছেন। হেমকান্তর দর্শনপ্রার্থী।

হেমকান্ত বিরক্ত হলেন। একটু উদ্বেগও বোধ করতে লাগলেন । দারোগার স্ৰাগমন কেন তা অনুমান করতে কষ্ট নেই। শশিভূষণ।

দারোগা রামকান্ত রায়ের সঙ্গে .হেমকান্তর পরিচয় সামান্য। শুনেছেন লোকটা দুঁদে এবং প্রভুভক্ত।

হেমকান্ত কাছারিঘরে ঢুকতেই রামকান্ত তাঁর ছ্যাটটা বগলে করে উঠে দাঁড়ালেন। বিশাল ভ্ৰঁড়িদার চেহারা । কাছারির প্রাঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর ঘোড়াটিও বিশালদেইী এবং তেজী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঠুকে নালের বিকট শব্দ করছে।

রামকান্ত বললেন, একটু বিরক্ত করতে এলাম হেমবাবু। সরকারী কাজ।
বসুন।
রামকান্ত বললেন, বসা টসা পরে। অনেকক্ষণ বসে আছি। একবার সেই ছেলেটিকে দেখতে চাই।

হেমকান্ত ন্যাকা নন। বুঝলেন। তবু একটু বিম্ময়ের ভান করে বললেন, কোন ছেলেটি ?
শশিভূষণ। যে ছেলেটিকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন।
কেন বলুন তো।
একটু খবর আছে। এই ছেলেটিকে বরিশালের পুলিস খুঁজছ। খুনের মামলা।
হেমকাস্তর উপস্থিত বুদ্ধি ভাল খেলেনা। তিনি কী করবেন বুঝতে পারলেন না। শেষে হতাশার গলায় বলनেন, তাকে আর দেখার কিছু নেই। ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে।

তা জানি। তবু সরকারী কর্তব্য তো করতেই হবে। জানা দরকার এই ছেলেটিই সে কিনা।
হলে কী করবেন ?
রিমুভ করার মতো অবস্থা দেখলে পুলিস গার্ডে হাসপাতালে ট্রানসফার করতে হবে।
হেমকাষ্ত ম্দু ম্বরে বললেন, বোধ হয় তা সষ্তব নয়।
দেখা যাক। একটু অধৈর্যের ভাব প্রকাশ করলেন রামকান্ত । বললেন, আপনার বাড়ি•সার্চ করার ওয়ারেন্ট আমার সঙ্গেই আছে। তবু আমি তা করিনি । আপনি মান্যগণ্ঠ লোক, যা করার আপনার অনুমতি নিয়েই করতে চাই।

হেমকান্ত বললেন, চলুন।
দীর্ঘ বারান্দা দিয়ে রামকান্তকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে আজ নিজের ওপর একটু ঘৃণা হচ্ছিল হেমকান্তর । চিরকাল সুখের জীবনই কাট্য়য়েছেন তিনি। নির্বিকার, আற্মসুখী। নিজস্ব জগতেই তাঁর বাস। বাইরে একটা অচেনা পৃথিবী আছে। সেথানে আছে অচেনা, অদ্তুত চরিত্রের কিছু লোকজন ।

তাদের ভাল ঢেনেন না তিনি। এই শশিভূষণ সেই বাইরের দুনিয়ার ল্েোক। কীই বা বয়স, তবু স্নেহের বম্ধন কেটে উধাও বেরিয়ে পড়েছে। খুনও করেছে হয়তো। কাজটা ভাল না মন্দ তার বিচার ইতিহাস করবে। কিষ্ৰু নিজের অত্তিত্বের একটা জানান তো দিতে পেরেহে। হেমকান্ত তা পেরে उঠঠনनि।

বিছানায় শশিভৃষণ শয়ান। অচৈতন্য। গালে এ-কয়দিনে দাড়ি আরও কিছু বেড়েছে। শরীরটা বড়ই বিবর্ণ, শীর্ণ। মাথায় জলপটি দিচ্ছিল রभময়ী। ऊौদদের দেথে উঠে দাঁড়াল।

রামকাণ্ত শশিভূষণের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুঙ্শণ । রঙময়ীর দিকে চেয়ে বললেন, আপনি রুগীর কেউ হন ?

না। দেখাশোনা করছি।
অবস্থ কেমন ?
ভাল নয়।
একটু বাদ্দ হাসপাতানের ডাক্তার এসে ওকে দেখবে। দুজন পুলিস গার্ড থাকবে বাইরে।
রহ্গময়ী একটু ক্লান্ত ও কাু গলায় বলল, রুগী কি পালাবে?
তা হয়তো নয়। তবু সাবধান इওয়া ভাল।
ডাক্তার বলে গেছে, রুগী বেশীদ্শণ নয়।
কোন ডাক্তার দেখছে ?
তিনজন দেখছে।
তাদের স্টেটমেন্টও আমরা নেবো । রুগীর অবস্গা যদি সত্যিই খারাপ হয়ে থাকে তবে তার জন্য আপ্নারা কষ্ট পাবেন কেন ? সরকারই ওর ভার নেবে।

সরকার ভার নেবে কেন ?
শশিভূষণ সাসপেকট।
ক্লাস্ত রঙময়ী চুপ করে রইল।
হেমকান্ত মৃদুম্বরে জিজ্ঞাস করনেন, এই কি সেই ?
রামকান্ত গণ্ভীর গলায় বললেন, शাঁ।
হেমকান্ত একটা শ্বাস গোপন করলেন।
রামকা'্ড বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললেন, কীভাবে ছেলেটি আপনার বাড়িতে আশ্রয় পেল সে সম্পর্কে আপনি একটা স্টেটমেন্ট লিখে রাখবেন। দরকার হবে।

আমার স্টেটমেন্ট ? কেন ?
यাতে আপনাকে আমেলায় পড়তে না হয়।
দারোগা রামকান্ত বারবাড়িতে এসে দুজন সিপাইকে ইশারা করতেই তারা শািিভূষণের ঘরে থানা গাড়তে রওনা হয়ে গেল। রামকান্ত ঘোড়ায় ওঠার আগে হেমকান্তর দিকে চেয়ে বললেন, শশিভূষণের অবস্থা আমর কাহে খুব খারাপ বলে মনে হল্ল না।

বলেন কি ? হেমকাস্ত হতভম্ব হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, ডাক্তারও যে জবাব দিয়ে গ.গTছ !

সে তো ৰনলাম। কিষ্তু মুমূর্ৰু রুগী आমি কিষ্তু কম দেখিনি।
আমরা কি মিথ্যে বলছি ? হেমকান্ত একাু রৃষ্ট হয়ে বললেন।
তা বলিনি । এমনও হতে পারে ডাক্তাররা ঠিক বলছে না । সে যাই হোক, হাসপাতালের ডাক্ত।র এসে দেখলেই সব বোঝা যাবে। আমদের এই কাজই করতে হয় হেমবাবু, মনটাও ডাই কেমন সন্দেহপ্রবণ হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না। আচ্ছা ওই মহিলাট্টি কে ? আপনার আখ্যীয়া ?

হাঁ। ছেলেবেলা থেকেই এ বাড়িতে আছে।

ওঁকে আমার কয়েকটা প্রল্ন করার আছে, আপনি অনুমতি দিলে। তবে সে পরে হলেও হবে। হেমকান্তর কেমন বিভ্রাষ্ত লাগছিল। তাঁর সুরুচি ও সুক্ম অনুভুতির জীবনে এ যেন এক দৈত্তের হাত এসে মসীলেপন করতে লেগেছে। এ সব ওই বাইরের জগeটা থেকে এসে হানা দেয়।

রামকাষ্ত রেকাবে পা রেখে ঘোড়ায় উঠলেন। তাঁর দেহের ভারে ঘোড়াটা কেৎরে গিয়ে আবার সোজা হন । রামকান্ত বললেন, স্টেটমেন্টটার কथা কিন্ধু ভুলবেন না । দরকার মনে করলে আপনার উকিলকে ডাকিয়ে তার পরামর্শ মতো লিখবেন। ফাঁকফোকর রাখবেন না।

রামকান্ত ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। সেই অপ্বল্কুরধ্বনি একটা বিপদ সংকেতের মতো বাজতে লাগল। ึँর কথাগুলির মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল তাও টের পাচ্ছিলেন হেমকান্ত। কিষ্তু কী করবেন ? বরাবরই তিনি খানিকটা অসহায়। আজ আরও বেশী অসহায় লাগছিল। না, নিজের বিপদের কথা ভেবে নয়। আজ তিনি শশিভূষণের বিপদের কথা ভাবছিলেন। বোকা রঙ্গময়ী ওর অসুখটাকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে রটনা করেছিল বটে, কিষ্তু শেষরক্ষা হন না।

হেমকান্ত কাছারিন খটেই স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন । মাথার ওপর মশার পাল উড়ছে উসসস্ একটা একটানা শব্দ করে । সক্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ব্রঙ্মপুত্রের জলে মিশে যাচ্ছে গারো পাহড়ের মহিষ প্রতিম ছায়া।

একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল। সরক়ারী ডাক্তার তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। কাছারির বারান্দায় চিত্রার্পিতের মতো কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে আছে। হেমকান্ত তাদের দিকে একটু ইশারা করে মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জবনের দিকে এগোতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ ভূতের মতো বসে রইলেন ভাঙা গাড়ির পাদানীতে। অঞ্ধকার তাঁকে চেঁকে ধরল। ছেঁকে ধরল মশা। শিশিরে ভিজতে লাগল পোশাক। জোনাকি পোকারা উড়তে লাগল চারদিকে পরীর ঢোথের মতো । কিছুই তেমন ভাবতে পারছেন না হেমকাষ্ত । মাথাটা অস্ছির, এলোমেলো।

তীব্র একটা টর্চের আলো সেই একাকীত্ব আর প্রস্তরীভৃত অম্ধকারকে ছুরির ফলার মতো কেটে পায়ের কাছে এসে পড়ল।

आর্তনদের মতো গলায় রঙ্গয়ী বলল, ওকে নিয়ে গেল।
একটা দীর্ঘশ্যস ফেলে হেমকান্ত বনলেন, তুমি বড় বোকা মনু। অথচ তোমাকে আমি বরাবর বুদ্ধিমতী ভাবতাম।

ট্চটট নিবিয়ে রক্গময়ী কাছে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ আবার শাד্ত শোনাল তার গলা, ঘরে যাও। ঠাণ্ডা লাগবে।

লাগুক। সৌা বড় কথা নয়। শশীর ফাঁসি হবে, ডার কথা ভাবো ।
আমাকে সকলের কথাই ভাবতে হয়। ওঠো। ঘরে চলো।
घর ভাল লাগছছ না।
রঙ্গময়ী একটু চুপ করে থেকে বলল, শশী তো মরতেই চায় বেঁচে থেকে আর কী করবে বাল্লা। ওকে মরতে দাও।

আর আমি মর়ুলে ?
তুমি? মরলে এখন® যে একজনকে বিধবা হতে হয়। তার বড় জালা।

## 【 ১৬ п

রেমি এক সকালে টেলিফোন পেল। অচেনা গলা।
বউদি, বলুন তো আমি কে ?
রেমি ভ্ কুঁচকে বলল, কী করে বলব।

গলাটা চেনা লাগছে না ?
টেলিফোনে গলা বোঝা যায় না।
এবার ওপাশ থেকে অচেনা কঠ্ঠ বলল, কিস্তু ভয় হচ্ছে, পরিচয় দিলেও কি চিনতে পারবেন !
চেষ্টা করে দেখতে পারেন । আমার স্মৃতিশক্তি খারাপ নয় ।
आমি সমীর। মনে পড়ছে ?
রেমি আবার ভ্রু কৌঁচকায় । মনে তার পড়েছে ঠিকই, কিষ্তু খুশি হয়নি । এমনিতে সমীরকে তার খারাপ লাগেনি। বরং বেশীই ভাল লেগে গিয়েছিল । কিন্তু ছন্দার সজ্গে সম্পর্কটার কথা টের পাওয়ার পর থেকেই মনটা কিছু বিরূপ হয়েছে।

রেমি বলল, কী খবর ! কবে এলেন ?
আমি প্রায়ই আসি। গত মাসেও এসে গেছি।
কই, যোগাযোগ করেননি তো !
সময় পাইনি। কলকাতায় আসি হাজারটা কাজ নিয়ে ।
তাই বুঝি!
টেলিফোনে আপনার গলাটা খুব নিরুত্তাপ শোনাচ্ছে বউদি।
কেন, উত্তপ্ত শোনানোর কথা ছিল নাকি !
সমীর একটু হাসল । তারপর বলল, কলকাতার লোকেরা একটু অদ্ডুত । বাইরে গিয়ে লোকের সঙ্গে খুব ভাব জমায়, কলকাতায় যাওয়ার নেমষ্তন্ন করে, কিস্তু তারপর ক্লকাতায় এলে আর চিনতে চায় না ।

তাই বুঝি ?
আপনি এখনও ছন্দা আর নন্দা কেমন আছে সেটুকুও জানতে চাননি।
রেমি ঠোঁট কামড়ায় । কথাটা মিথ্যেও নয় । শিলিগুড়িতে গিয়ে ওদের কত সহজে আপন করে নিয়েছিল, অথচ আজকাল মনেই পড়ে না। সে লজ্জা পেয়ে বলল, ওদের চিঠি দেবো-দেবো করছিলাম। আমারও হাজ্জারটা ঝামেলায় সময় হচ্ছে না ।

সময়ের অভাব হতেই পারে। মষ্ণীর পুত্রবধূ।
যাঃ, শ্বশুর মষ্ত্রী তো আমার কী?
মন্তীর বাড়ির বেড়ালটাও পায়াভারি হয় ।
পায়াভারি তো আপনিই, কলকাতায় এসেও খবর নেন না।
নিই না ভয়ে । ভি আই পি লোক, পাত্তা দেন কি না দেন তার তো ঠিক নেই । টেলিযোনে গলা শুনেই তো বুঝতে পারছি খুব খুশি হননি।

বাড়িতে এসে দেখুন্ন পাত্তা দিই কি না!
সমীর ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বলল, বাড়িতে যাবো না, তবে আপনার সজ্গ আমার একটা দরকার আছে বউদি।

রেমি ঠেঁঁট কামড়ে বলল, আচ্ছা, আপনি আমাকে তখন থেকে বউদি-বউদি করে যাচ্ছেন কেন্ বলুন তো ! দারজ্জিলিঙে তো দিবি নাম ষরে ডাকছিলেন !

ডেকেছিলাম নাকি ?
কেন, মনে নেই ?
সমীর হেসে বলে, আছে । কিস্তু তখন হয়তো নানা ঘটনায় লঘু-তুরু জ্ঞান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । জ্ঞানের নাড়ি তো বেশ টনটনে দেখছি। কী দরকার বলুন তো !.
আছে। আজ বা কাল আপনার একটু সময় হবে ?
কখन ?

বিকেলের দিকে!
হরে পারে।
আমি নিউ কেনিল ওয়ার্থ হোটেলে উঠেছি। জায়গাটা চেনেন ?
চিনি! কেন
আসতে পারবেন একা ?
এका
হাঁ বউদি, কাউকে না জানিয়ে আসবেন।
রেমি একটু ইতস্তত করে বলল, এ বাড়ির মেয়ে বউরা হুটহাট রেরোতে পারে না। ম্বশুরমশাই পছন্দ করেন না ওসব।

আমার দরকারটা খুব জরুরী।
আপনি তো এ বাড়িতেই আসতে পারেন।
না। পারি না।
কেন বলুন তো
সমীর একটু চুপ থেকে বলল, আর্পনি আপনার শ্বশুরকে কতটা চেনেন জানি না। উনি কিন্তু ভীষণ ডেনজারাস টাইপের লোক।

তাই নাকি ? উনি কি আপনার ওপর চটে আছেন ?
ঘটনাট আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন
কোন घটना ?
দারজিলিঙে আপনি একবার উত্তেজনার বশ্ে আমাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। মনে আছে
রেমি লজ্জা পেয়ে বলে, ধরোছলাম নাকি ?
ধরেছিলেন। এবং সেটা দেখতে পের্যেছিন লামা। ভকে ডোলের্নান নিশ্চয়
না, ভুলিনি।
আমি তথনই বলেছিলাম লামা ব্যাপারটা আপনার ম্বঞুরকে রিপোঁ করতে পারে।
হাঁ, বলেছিলেন। লামা কি রিপোঁ করেছে ?
করেছে। কাকা একদিন আমকে ডেকে কয়েকটা অপ্রিয় প্রশ্নও করেন। কান্তবাবু ব্যাপারটা ওকে জানিয়েছেন।

তাই আপনি এ বাড়িতে আসতে ভয় পাচ্ছেন ?
ঠিক ভয় নয়। সংকোচ। কৃষ্ণকান্তবাবু হয়তো আমাকে খ্ব সুনজরে দেখবেন না।
রেমি একটু রাগের গলায় বলল, ওটা তো কাপুরুষতা আপনি না এলেই বরং সন্দেহটা বাড়বে।

তা নয়। আমি তো কৃষ্ণকাঙ্তবাবুর বাড়িতে বড় একটা যাই না। কাজেই এখন না গেলেও সন্দেহের কারণ নেই। গেলে বরং সন্দেহটাকে আরও খামোখা খুচিয়ে তোলা হবে।

আপনি থুব হিসেবী লোক।
কমপ্মিমেন্টটা ভাল নয়। কিষ্ডু আমাদের আ্যাপয়েন্টমেন্টটার কী হবে বলুন।
কেনিলওয়ার্থ হোটেল আমি চিনি। কখন যেতে হবে বলুন।
কাল বিকেল পাচটায়। আমি রিসেপশনে থাকব। আপনি কি নিজেদের গাড়িতে আসবেন ? আমাদের গাড়ি তো মোটে একটা। সেটা শ্বলুরমশাই ব্যবহার করেন । আমি যাবো ট্যাকসিতে। কেন বলুন তো!

যাক বাঁচা গেল। আমি গাড়িটা আ্যাভয়েড করতে চাইছিলাম।
রেমি সন্দেহের গলায় বলে, এত গোপনীয়ত কিসের বলুন তো!

आপनি কি ভয় পাচ্ছেন বউদি ? তেমন কিছু নয়।
ভয় তো আপনিই পাচ্ছেন মচ্ন হচ্ছে।
আমার ভয়ের একটু কারণ আছে। পীজ, আমার সক্গে ফেনে আপনার কথা হল সেটা কাউকে বनবেন না।

ना বলनाম ।
তাহলে কাল বিকেলে ?
आচ্ছা।
পরদিন বিকেলে একা ট্যাকসি করে যেতে যেতে রেমির মনে হল, আমি কেন্ন যাচ্ছি ? এই গোপনীয়তা, এই রহস্য সর্বেএ একটা হোটেনে একজন পরপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটা ঠিক নয়। তবু কেন যাচ্ছি ? তার একটু ভয়-ভয় করছিিল। আবার আগ্রহও বোধ করছিল সে। তার घট্নাহীন একঘেয়ে জীবনে একটা কিছ্ছ, अन্যরকম घটুক না একদিन।

হোটেলের রিসেপশনে সমীর অপেক্ষ করছিল। একট্ কালো আর রোগা হয়ে গেছে মুখ্ উদ্বেগের সুস্পষ্ট চিহ্ন।

বউদি। বলে এগিয়ে এল সে।
রেমি গুব সেজে এসেছে। বিশুদ্ধ মুপার এপর রেশমী বুটির দারুণ একখানা শাড়ি পরেছে সে । গায়ে রূপোর গয়নার একটা সেট । খুবই ভাল দেখাচ্ছে তাকে, সে জানে । কিন্তু সমীর ত্রেমন মুপ্ধ रয়ে গেল না ঢো!

রেমি বলन, कী ব্যাপার বলুন তো!
ঘরে চলুন বলাছ্।
দোতলায় একটা বেশ কেতাদুরস্ত ঘরে তাকে নিয়ে গেল সমীর। কিষ্থু ঘরে রুকেইই থমকে গেল রেমি।

লতুভত একটা মস্ত বিছানায় এলোচুলে, অবিন্যস্ত বদনে পড়ে আছে যে তাকে কষ্ট করে চিনতে হয়। সে ছন্দা। মুখ ফুলে আছে। চোথের কোলে জলের সুস্পষ্ট দাগ। কাজল আর লিপস্টিক লেপটে আছে মুখময়। এপাশ ওপাশ করতে করতে এক নাগাড়ে "উঃ বাবা উঃ বাবা"-করে যাচ্ছে ভাঙা রেকর্ডের মডো।
$\Omega$ की? রেমি চেচচচিয়ে ওঠে।
ছন্দা কয়েক সেকে স্থির হয়ে তাকে দেখল। তারপর হঠাৎ উঠে বসে কেঁদে ফেলল। আঁচন তুলে মুথে চাপা দিয়ে বলল, आমি পারব না। आমি পারব না।

কী পারবে না ? বলে রেমি গিয়ে তাড়াতাড়ি ছন্দার পাশে বসে । তার কাঁ九ে হাত রেখে বলে, কী হয়েছে ছन्দা? তूমি এখানে কেন ?

সমীর একটু অপ্রতিভ মুখে বনল, আমরা একটা কাঔ করে ফেলেছি বউদি।
রেমি খানিকটা আন্দাজ করতে পারছিল। হোটেলের ঘরে এভাবে ছন্দা আর সমীর, এর একটাই মানে হয়। তার আজম্ম সংস্কার আর রুচিবোধে এমন অঘ্যুত আর ঘিনঘিনে লাগ巨িল ব্যাপারটা যে তা বলার নয়।

রেমি বলল, की কাঔ সমীরবাবু ? आপনি কি ఆকে নিয়ে পালিয়ে এসেছেন ?

তাহলে ?
হেটেন্েে ఆঠার कथা ছিল না।
উঠলেন কেন তবে ? ছিঃ ছিঃ।

প্ধীজ বউদি, ওরকম করবেন না। তাতে ও আরও বিগড়ে যাবে।
বিগড়োবারই তো কথা।
দোষটা তো সবটাই আমার নয় । ওরও । ওকেই জিজ্ভেস করুন । আমি আধ ঘণ্টার জন্য বাইরে यাচ্ছি।

সমীর বাইরে গিয়ে দরজা টেনে দিল।
স্ত্র ঘরে ছন্দার यুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ ক্রমে অসহ হয়ে উঠল রেমির কাছে । যাষ্তিকভাবে সে ছন্দার মাথায় আর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে. বলল, কেরদোনা ছন্দা। আমরা তো আছি। ভয় बেই।

ছন্দা মিনিট দশেক বাদে একটু শান্ত হল। মাথা নীচু করে বসে রইল চুপচাপ।
রেমি বলল, কী হয়েছে বলবে তো!
ওর লোষ নেই।
কী रয়েছে থুলে বম্নো।
এক্টা দীর্ঘপ্পাস ফেলে ছন্দা বলল, আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে। সেই বিয়ের বাজার করতেই কলকাতায় আসা। সমীরদা ঠিক রাজি ছিল না । আমিই বললাম, চলো এই সুযোগ আর পাবো না । দুজনে হোটেলে এসে উঠলাম।

তারপর ?
তার পর থেকেই হঠাৎ কেমন ওলটপালট লাগছে। মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক করিনি।
ঠেঁটকাটা রেমি বলেই ঝেলন, কাজটা থুব খারাপ করেহো
আমারও তাই মনে হচ্ছে । বাবা মা আখ্খীয়রা কেউ আর আমার মুখদর্শন করবে না। आমি সেটা সश্য করতে পারব না।

রেমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তোমরা কতদূর এগিয়েছিলে ? এক ঘরে রাত কাটনো, এক বিছানায়...

আঃ, চুপ করো রেমি। আমার গা জালা করছে। বোলো না। সবকিছ్হ হয়েছে। তবু আমি এসব থেকে আবার ফিরে যেতে চাই।

অত अস্থির হচ্ছ কেন ? লোক জানাজানি তো হয়নি।
হয়েছে কি না জানি না । তবে আমাদের সল্ট লেকের বাড়িতে ওঠার কथা । সেখানে আমার এক বিধবা পिসি থাকে বাবা নিশয়ই টেলিযোনে খবর নিয়েছে।

রেমি কয়েক মুহুর্ত ভাবল। তারপর বলল, দাঁড়াও। আমি ব্যবস্থ করছি। কিষ্তু সমীরবাবুকে বোঝান্নার দায়িত্ব তোমার।

আমি কাউকে বোঝানোর দায়িত্ব নিতে পারব না। মাथা পাগল-পাগল নাগহছ।
এত প্রেম হঠাৎ নিবে গেল কেন তা বুঝতে পারছিল না রেমি। তবে তার মনে হচ্ছিল, ছন্দার এসব অनूভৃত্ত সত্য ও সঠিক।

সে দরজা খুলে বাইরে বেরোলো। সমীর দাঁড়িয়ে আছে করিডোরে। মুখচোথ অপ্রসন্ন । রেমি তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, की করতে চান ?
সমীরের চোখ জুনে উঠন হঠাৎ। বলল, ও এখন न्याকা সাজছে।
তার মানে ?
তার মানে в কি আপনাকে কিছू বলেনি ?
একটু বলেছে।
আমার সমস্তু ক্যারিয়ার নট্ট হয়ে গেন। কাকা এই ঘটনার পর অবশ্যj আমাকে আর প্রশ্রয় লেবে না। কিষ্ভু সে প্রবলেম ছদ্দার নেंই।

প্রবলেম আপনাদের দুজনেরই।
ना । কাকা ছन্দাকে ফিরিয়ে＿নেবে। ক＇দিন বাদ্দ ওর বিয়ে হয়ে যাবে। মুশ়কিলে পড়ব আমি। অথচ আমি দুম করে রিষ্কটা নিতে চাইনি।

এথन को कরা याয় সেটা তে বলবেন।
এখন রাস্তা একটাই। आমি ওকে বিয়ে করব।
ও রাজি रবে না। রেমি অত্ত দৃত্তার সল্গে বলল।
आপनि ওকে রাজি করান বউদি। এ小দू ভাঙা গলায় সমীর বলে।
आপনি কেন এরকম একটা বিত্রী घট্না घটাত চাইছ্নে ？
মরিয়া হয়ে। आমাকে শেষ করে ও দিবি আরামে থাকবে，তা হয় ना।
এढ कि প্রতিশো४ नেওয়ার সময় ？
आমি জনি ना। কিষ্ঠু এখন পিছ্ছেনোর পথ নেই।
สেমি গলায় সামানা দুত্ত এনে বলল，তাহলে আমাকে ডেকেছেন কেন ？আপনার কি খারণা आমি এই अসামাজিক কাজ সমর্থন করন ？

ना। তবে আপনাকে আমার লেডেল হেডেড পারসন বলে মনে হয়েছিন। আপনি হয়েো সিচুয়েশনটो বুব্রে ওকে বোঝাতে পারবেন বলে ভেবেছিলাম।

आমার সম্পক্কে आপনার ধারণা চ্মeকার।
রাগ করবেন না। आমি आপনার হেলপ চাইছি।
आমি হেলপ করতে পারব ना সমীর। ছ্দাকে आমি নিজের কাছু নিয়ে ভ্যেতে চাই।
 आপनि यमि आমাকে হেনপ করতে না পারেন তবে চলে যান।
 ভয় পাওয়া ভুলে গেছে। সে জানে，কৃষ্ণকাষ্ত সব হয়েকে নয় করে দিতে পারেন।

मে বलन，ठिक आছू，याচ्ছि। ছन्माকে একটो कथा বलে आमि।
घরে ফিেরে সে ছন্দাকে বলল，ভ্যেেে না। সমীর এথন একদম পাগল। ওকে টাকল করতে হলে অना लোকের সাহাय দরকার।
 সত্সেই কথা বলতে চাইল।

কেন ？
দরকার आহে।
पूম্মি अथान को করহহ ？
এনেই দেখতে পাবে। এসো।
आমরা বউত্যের एকুম্ম চলি না，কি হয়েছে বলো।
উঃ，বনছছ आমার डীষণ বিপদ।
কিরকম বিপদ ？
এসো नা। পায়ে পড়़। সব কি টেলিखোে বলা यায় ？
आমি কিষ্ম মাन থেख্যে আशি।
তবু এসো। কাউকে বোনো না।
आ国।
夕ুব পৰেরো মিনিটের বেশী সময় নিল না আসতে। রিসেপশানে টেলিরোন করে বলে রেরেছিন ১০৬

রেমি। ধ্রুব আসা মাত্রই ওপরে নিয়ে এল বেয়ারা।
की रয়েছে?
ছন্দা। চিনতে পারছ ? রেমি ছন্দাকে দেখিয়ে বলে।
পারছি। এরকম অবস্থা কেন ?
রেমি সংত্কেপে বলল। জিজ্ঞেস করল, কী করা যায় বলো তো!
সমীর কোথায় ?
বাইরে কোথাও আছে।
צ্রুব গష্টীর হয়ে চারদিকটা তাকিয়ে দেখল একট্টু। তারপর এক অদ্కুত কর্তৃত্বের গলায় ছন্দাকে আদেশ করল, তোমার জিনিস তুছিয়ে নাও। ট্যাকসি দাঁড়িয়ে আছে।

ছন্দা সেই গলার স্বরে বিদ্যুৎי্পৃষ্টের মতো উঠে পড়ল। বলল, গোছানোই আছে। ওই স্যুটকেসটা।

夕্রুব সেটা তুলে নিয়ে বলল, এসো। সমীর বোধ হয় পালিয়েছে।
তারা তিনজন নিরাপদে নেমে এল নীচে। ট্যাকসিতে উঠল ।চলে এল কালীষাটের বাড়িতে। ছন্দা তেমন গোলমালে পড়েনি। ધ্রুব মাねখানে পড়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়েছে। কিষ্তু সমীরের কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছিল না।

## n ১৭ ॥

রभময়ীর আকশ্মিক ওই তরল মন্তব্যে এত লজ্জা পেলেন হেমকাষ্ত যে, রাতে তাঁর ভাল ঘুম হলনা। শশিভূষণ এখন হাসপাতালে পুলিশের হেফাজতে, সেই চিষ্তাও তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

জীবনটাকে তিনি যতদূর সষ্তব নির্ৰঞ্gাট এবং সরল রাথতে চেষ্টো করেছিলেন। তার জনাই সংসারের সঙ্গে বেশী মাখামাখি করেননি, পুত্রকন্যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হননি, বিষয়ের প্রতি আসক্ত হননি। তিনি Бেয়েছিলেন এমন একটা জীবন যাতে জটিলতা নেই, আবর্ত নেই, অতিশয় শোক বা অত্যধিক আনন্দ নেই। কিষ্থু তা পেলেন কই! জীবনের অনেকতুলি কপাট তিনি সভয়ে বক্ধ রেথেছিলেন। সেইসব কপাটের আড়ালে কী আছে তা জানার ইচ্ছাকে পর্যষ্ত তিনি সভয়ে এড়িয়ে চলেছেন।

সেইরকম এক বন্ধ কপাট ছিল রঙময়ী। আজ ওপাশ থেকে রসময়ী সেই কপাটে মৃদুমন্দ করাঘাত করতে শুরু করেছে। यদি অবারিত করে দেন দ্বার তবে হয়তো ভেসে যাবেন।

কাতর এক যষ্ণ্রণার শব্দ করে হেমকাষ্ত নিখত রাতে পাশ ফিরলেন। এই শীতেও লেপের তলাকার উষ্ণতা তাঁর কাছে অসহ্ম লাগছিল। উঠে আস্ঠে আস্তে এসে দাড়ালেন উত্তরের জানালার ধারে। জানালা থুলে দিলেন।

আজ কুয়াশা নেই। সামান্য জ্যোৎস্না আছে। গরো পাহাড়ের হিম বাতাস ব্রদ্মপুত্রের জল ঁूँয়ে আরো খরশান হয়ে আসছে। বালাপোশ ভেদ করে হাজারটা তীরের মতো বিদ্ধ করে মাচ্ছে শরীর। কিষ্তু হৃদয় যখন উত্তপ্ত তখন বাইরের শীতলতা তেমন অনুভব করা যায় না।

ব্রহ্মপুত্রে সাদা বালির চর জ্েেে আছে । ওপারে জলা জমিতে মাঝে মাঝে ভৃতের লষ্ঠনের মতো জ্রলে জ্বলে উঠছে নীলচে সবুজ শিখা। শূন্যে দোল থেয়ে হঠাৎ নিবে যাচ্ছে আবার। আলেয়া। রাত্রির কোন প্রহর ঘোষণা করছে শেয়ালের পান ? চাঁদের মুথে ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে বাদুড় ।

এই নিসর্গকে হেমকাম্ত বুঝতে পারেন । তাঁর শরীরের সীমায় আবদ্ধ অস্তিত্ব এই রহস্যময় গভীর রাত্রির আলো আধधারিতে নিজ্জের দুকৃল. ছাপিয়ে যেন চারদিকে প্রবাহিত। নিজের মানুযী পরিচয়, নাম, গোত্র সব বিলুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। যদি সমজ, সংসার, রাষ্ট্র এসব না থাকত তাহলে এই

পৃথিবীতে হেমকান্তর মতো মানুষ বড় সুন্দর জীবন যাপন করতে পারত।
ঘড়িতে রাত ড়িনটে বাজবার সংকেত শুনে সামান্য নড়লেন হেমকাণ্ত। আজ আর ঘুম আসবে না। জীবনের বন্ধ দুয়ারগুলিতে আজ বারবার কে কড়া নাড়ছছে ! কড়া নাড়ছে রঙময়ী, শশিভূষণ, সচ্চিদানন্দ।

খুলে দেবেন দরজা ?
হেমকান্ত নিঃশব্দে নীচে নেমে এলেন। ভোর চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে রোজ তাঁর ঘুম ভাঙে। প্রাতঃকৃত্ত থুরু করেন। আজ একটু আগেই শুরু হল তাঁর দিন।

কুয়োয় বাनতি যেললেন । হাত বেয়ে থড়থড়ে అকনো দড়ি নেমে যাচ্ছিল নীচে। জল তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে। বহু নীচে গোল চক্রাকার জলের স্থির আয়না। জ্যোৎস্নায় আলোকিত আকাশের একটুখানি প্রতিবিম্ব তার বুকে। স্বূল বালতির স্পর্শে শতখান হয়ে ভেঙে গেল জলের বৃত্তাকার কাচ।

বালতিটা টেনে তুলতে ইচ্ছে হল না হেমকাস্তর। দড়িটা ধরে রইলেন আলগা হাতে। তাঁর মনে হচ্ছিল, ঠিক পিছনেই অপরূপ এক সাতরঙা ময়ৃর পেখম মেলে চালচিত্রের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। পিছন ফিরলেই মুখোমুখী দেখা হয়ে যাবে। হয়তো সেই মৃত্রুর দূত।

মুঠিটা হঠাৎ আলগা করে দিলেন হেমকান্ত । দড়িটা ছপাৎ করে গভীর কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল। পার্থিব যা কিছু আকর্ষণ ছেড়ে হেমকান্ত তাঁর মৃত্যুর মুখোর্মে হলেন।

को চাও ?
তোমকে। শ্ধু তোমাকেই। ময়ূর বলল।
आমি প্রञ্তুত নই।
ম্ত্যু তো করো প্রস্তুতির ধার ধারে না । খেলার মাঝখানে খেলার ঘুঁটি তুলে নিয়ে যায় । প্রস্তুত নও সে তোমার দোষ।

মৃত্যুর কি কোনো রচন্যা নেই ? সে কি চোর ?
না । তা কেন ? সে তো আসবেই, জানা কথু। बেঁচে থাকা মানেই তো প্রতিটি মুহৃর্ত তার পদষ্বনির জন্য অপেক্কা করা।

आমি অनाরকম জানতাম।
সে কিরকম ?
আমার মনে হয়, জীবনেরই পরিণতি মৃত্যু 1 আগে পরিপৃর্ণ জীবন। উৎস থেকে শুরু করে নানা
 যেমন যায়। তারপর মোহনায় যখন গতি ঞ্লথ, বিস্তার অগাধ তথন মহাসমুদ্রের সঙ্গে দেখা।

মৃত্যু উপমা মানে না. निয়ম মানে না।
কোন্ো निয়মই নয় ?
তার নিয়ম আলাদা। তোমাদের সঙ্গে মিলবে না।
কেন এরকম ? মৃত্যু কি স্বেচ্ছাচারী শাসক ?
তার স্বরূপ জীবন থেকে জানা अসজ্ভব।
সে কি এক স্থির ও ব্যাপ্ত অঞ্ধকার ?
ना। তাও নয়।
সে কি ভিম্মতর এক অস্তিত্ম ?
তুমি আছে, এটা यদি সত্যি হয় তবে তুমি যে ছিলে এবং তুমি যে থাকবে তাও সত্য। র্কউই তো অনষ্তিত্ব থেকে অত্তিত্ব গ্রহণ করতে পারে না।

সে কেমন अষ্তিত্ব ?

সে এক গভীর আকাঙ্ক্, আকুল পিপাসার ঘনবদ্ধ একটি বিন্দু।
কিসের আকাঙ্ক্শ ? পিপাসাই বা কিসের ?
তুমি কি জানো না ?
আমার আকাঙ্কের তীব্রতত নেই। আমার জীবন স্তিমিত, আমার আশা আকাঙ্কেও স্তিমিত।
ভহহলে কিসের জন্য বেঁচে থাকতে চাও ?
ভা তো জানি না। স্বল্প পরিসরে আবদ্ধ আমার জীবন। কিষ্তু তবু আমার বেঁচে থাকতে ভাল লাগ ।

অন্ধকরে মিশে স্থির দাঁড়িয়ে আছেন হেমকান্ত । মুখ, পা, শরীরের অনাবৃত অংশগুলিতে ঢেঁকে ধররাছ মশা । তবু হেমকান্তের শরীরের চেতনা নেই। তাঁর নিজস্ব চেতনা যেন চরাচরের অদ্ডুত এই জ্যোংস্নামাখা ব্যাপ্তির মধ্যে হারিয়ে গেল।

ভেরের কিছু আগে লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল। হেমকান্ত সম্বিতে এলেন ।
শা|মকনন্ত শরীরচচ্চা করতেন । তাঁর কিছু কাঠ ও লোহার মুতুর নীচের একটা ঘরে আজও জড়ো করা আছে। প্রাতঃকৃত্য সেরে হেমকান্ত আজ গিয়ে সেই ঘরে ছুকলেন। ফুটবল ছেড়েছেন অন্ক.দিন। তারপর आর শরীর নিয়ে মাথা ঘামাননি। আজ মনে হল, মানসিক এই বিহ্ন ও বিবশভাবটা শরীরের আলস্যের দরুনও হতে পারে । সষ্ᅥবত শরীরটাকে চাঙা করা গেলে মনও চাগা হরে।

ঘরের দরজা সাবষানে ঐটে তিনি মাঝারি একটা মুগুর তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ ঘোরালেন। কিষ্তু অল্প্রুই হাফ্যিয়ে উঠতে হল। একটু বিশ্রাম আবার কিছুক্ষণ ঘোরালেন । মন্দ লাগছিল না। বুড়ো বয়সের এক্টা খেলা।

যখন বেরিয়ে এলেন তথন মুখ লাল, গা ঘামে ভেজা । তবে মনটা একটু চনমনে লাগছিল। যেন বয়সটা এক দুই দশক পিছু হেঁটেছে। নির্দিষ্ট রুটিনের বাইরে তিনি বড় একটা চলেন না। অনিয়মের কপাটগুলো বন্ধ রাখেন। আজ নিয়ম ভাঙার একরকম আনন্দ পাচ্ছিলেন।

কৃষ্ণকান্ত তার ঘরের বারান্দায় মাদুর পেতে রোদে পিঠ দিয়ে পড়তে বসেছে। হেমকাস্ত তার কাছে গিয়ে হাজির হলেন । মুখে একটু উদ্বেগ । জিজ্sেস করলেন, তুমি একটু আধটু শরীরচ্চা করো ccा ?

কৃষ্ণকাষ্তর মুখখানা আজ ভার এবং বিষজ্ম। মুখ তুলে বাবাকে একটু বিম্ময়ভরে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি ফুটবল খেলি।

ज। আচ্ছা, খুব ভাল।
आমি ভাল ঘোড়ায় চড়তে পারি।
বেশ। আর কী ? সাতার কাটতে শিখেছো ?
ज्या।
নীচের ঘরে কয়েকটা মুগুর আছে। ভাজতে পারো। মুশুর ভাঁজা ভাল।
মুগুর কি ঘোরাতে হয় ?
乡্যা। उপর নীচ ডাইনে রাঁয়ে। দরকার হলে বোলো, আমি দেখিয়ে দেবখন।
বালে হেমকান্ত চলে আসছ্হিলেন।
পিছন থেকে কৃষ্ণকান্ত ডাকল, বাবা।
হেমকান্ত ফিরে চেয়ে বললেন, কী বলছ ?
শশীদা কি ফিরে আসবে ?
শশী! হেমকাষ্ত একই বিপম্ম হয়ে বলন্লেন, आসবেনা কেন ?
সবাই বলছে শশীদার ফঁাসি হবে।

হেমকান্ত निস্তেজ গলায় বলেন, বিচারে দোষী প্রমাণিত হলে, হতে পারে।
यदि इয় ?
আগে তো হোক।
শশীদার তো অসুখ। अসুখ না সারলেও কি 水সি দেবে ?
ফাঁসির কथা উঠছে কেন এখন ? সে কোনো অন্যায় করেছে বলে তো আমর জানি না।
শশীদা এক সাহেবকে মেরেছে। বরিশালে।
তूমি জানলে কী করে ?
মনু পিসির মুখ থেকে ওনেছি।
মনু জানে না।
শশীদা জ্ররের ঘোরে নিজেও বলছিল্ল।
তাই নাকি ? জ্রের ঘোরে মানুষ ভুলই বকে।
यमि শশীীদ দোষী হয়েই थাকে তাহলে ?
তাহলে ফাসি হতেও পারে।
यদি গায়ে জ্রর থাকে তবে ?
জ্বর সারিয়ে নেবে।
কমপাউনডারকাকাও আমকে তাই বলছিল। গায়ে জ্বর থাকলে ফঁঁসি দেবে না। জুর সারিয়ে নেবে।

হেমকাষ্ত একটু হাসলেন।
কৃষ্ণকান্ত হঠাৎ বলল, কেন এরকম निয়ম বাবা ? ফ্যাসিই যখন দেবে তখন জ্রর সারানোর কী দরকার ?

কথাটা হেমকাষ্ত একটু ভেবে দেখলেন। বড়ঁ মানুষরা এমন অনেক হাসাকর ও अযৌক্তিক আচরণ করে যা ছোটোদের চোথেও অসঙ্গত ঠেকে। সত্তিই তো, ফঁাসিই যদি দিবি তো জ্র সারানোর कী দরকার ?

হেমকাষ্ত প্র্ম করুলেন, তোমার কি শশীর জন্য মন কেমন করছে ?
এই প্রఁ্মে কৃষ্ণকাষ্তর চোখ ছলছলে হয়ে এল। বলল, যুঁ বাবা খুব মন কেমন করহছ। শশীদার তো লোষ নেই।

খুন করা নিচয়ই অপরাধ।
শশীদা ঢো ইংরেজ মেরেছে। তাতে তো দোষ হয় না।
ইংরেজ মারলে দোষ হয় না একथা তোমকে কে বলল ?
সবাই বলে এটা বীরज্রের কাজ।
হেমকান্ত মাथা নেড়ে বিষম গলায় বললেন, সবাই বলে না। সবাই কি অযৌক্তিক কथা বলতে পারে ? ইংরেজরাও মানুষ, মানুষ মারা বীরত্রের কাজ হতে याবে কেন ?

ওরা যে আমাদের পরাধীন করে রেখেছে!
সেটা তুধু ওদের দোষ তো নয়। দোষ আমাদেরও আছে। ওরা আমদের সেই দোষট্রকুর সুযোগ নিয়েছে মাত্র। ইংরেজ যদি আমাদের পরাধীন না করত তাহলেও আমাদের রেহাই ছিল না। ফরাসী বা পর্তুগীফরা এসে আমাদের দেশ দথল করত। তूমি এসব কथা জানো না?

একটু এবটু জানি।
পরের মুখে কখনো ঝাল থেও না। নিজের বিচারবুদ্ধি কজে লাগানোর চেষ্টা কোরো। যে অবস্থয় ভারতবর্ষকে ইংরেজরা দখল করেছিল সেই অবস্থায় ইংরেজের অধীনতাই ছিল আমাদের মন্দের ভাল।

 বালন ছাই কৃষ্ণকাষ্র কাছু দেববাক । বাবা বললন অবশা খুব কম । আর কম বললন বলनই


কহমকম্ত একটী দীর্घপাস ছেড়ে বলরनন，একজन দুজन ইংরেজকে बেরে লাज কী ？उরা সাত

 घাবড়ে याয় জরা অত जীরূ জাত नয় ।

তা বनिनि । শশী কী अপরা४ করেছছ का आমরা এचनো आनि না। उमব कथा थाক । जোমার মনটो বোষ হয় আজ जাল নেই।

ना 1 आমার মनট゙ आজ বড্ড কেমन করছছ।


















 अडि मবুজ 3 नरম Ш्नक्ण কী मून्मर ！



चूट जब जाগছছ।





বলুন বাবা।
এসো একটু বসি।
দুজনে পাশাপাশি মাটির ওপর বসার পর হেমকান্ত প্রশ্ন করলেন, বড়দার কাছে কলকাতায় যোে ততামার ইচ্ছে করে না

ना ।
একটुও না ?
একট্টুও না।
হেমকাম্ত একটা দীর্ঘষ্বাস ছেড়ে বললেন, তবু তোমার বড়দা ..তামাকে নিয়ে ণ.যা. চায়। যাার আপনি যা বলবেন।
 আমার কলকাতায় যেতে ইচ্ছে করে না।
কেন
আমার এ জায়গাই ভাল ।
কারও জন্য কষ্ট হবে ?
আপনাকে আর ছোড়দিকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না । খুব কষ্ট হবে ।
হেমকাষ্তের বুকটা চলকে উjল এক অনভিপ্রিত আনন্দে । যেন মায়ার একটি কলস ভরে গগলল, উপচে গেল । তাঁকে ছেড়ে যেতে কৃষ্ণকাম্তর তাহলে কষ্ট হবে ? তাহলেে ত্নি যদি মার যান তাব কৃষ্ণকান্ত বুঝি খুব কাঁদবে, হাহাকার করবে !

হেমকান্ত মৃদুস্বরে বললেন, আমি তো তোমার জন্য কিছুই কর্রান্র । ডৃনম মা-হারা ছছলে, তোমার জন্য বোধ হয় আমার আরো কিছু করা উচিত ছিল । নজরই দিভ্রে পারলাম না তোমার দিকে.

কৃষ্ণকাষ্ত চুপ করে রইল।
হেমকাস্তর খুব ইচ্ছে করছিল ছেলের চ্চাখ দুটির দিকে অন্কেক্ষণ চেয়ে থাক্তে। কিন্টু সংকোচবশে পারলেন না। নিজের দুর্বলতা কখনো ছেলেপুলেদের কাছে প্রকাশ ক:রতে নেই।

## 

ছন্দাকে নিয়ে আসা হল বটে, কিস্তু সে যেন সাপের মুখ থেকে ব্যাঙকে ছাড়িয়ে আনা শেষ অব্ধ সর্পদষ্ট ব্যাং বাঁচে না। যে দু তিন দিন ছন্দা রেমির কাহে ছিল সেই কয়দিন সে কথাই বলভ না ।চোখে সর্বদা এক ঘোর-ঘোর চাউনি । ফাঁক পেলেই কঁদাত বসত। রেমির সে এক জালা । একদিন ছন্দা হঠাৎ বলল, সমীরদা কোথায় গেল থৌজ নেবে না রোম ?

রেমি রিরক্ত হয়ে বলল, আবার তার খেঁজ কেন ?
(োথায় আছে কী করছে জানি না তো, তাই ভয় হচ্ছে। यদি সৃইসাইড করে !
সমীর কি খোকা ? আজকালকার ছেলেরা অত হট করে মরে না।
তবু একটু খ্ৰঁজ নাও । 丬্রুবদাকে বলো, ঠিক খেঁজ এনে দেবে ।
তোমার কি সমীরের জন্য মন কেমন করছে ?
করছে। ওর তো দোষ নেই। আমারই কেমন পাগলামি এল। নিজেও ড়ুবলাম, জাকগ ডোবালাম ।

রেমি বিরক্ত হল । বলল, দু নৌকায় পা দিও না ছন্দা । একটা পথ বেছছ নাভ । এখনো যদি সমীরের প্রতি তোমার উইকনেস থেকে থাকে তাহলে কিষ্তৃ খব বিপদে পড়বে ।

ছন্দা অসহায়ভাবে বলল, आমি যে ওকে ভীষণ অপমান করলাম । এটা তো জর পাওনা ছিল

না। क्षীজ ওর একটু থবর এনে দাও আমকে, তোমদের পায়ে পড়ি।
কিস্তু সমীরের খোজ করা তো রেমিন পক্ষে সম্ভব নয়। ছন্দা আসায় প্রুব একাঁু সংযত থাকে বটে, কিষ্তু যেন একটা আনমনা উড্র. উডডু. ভাব। মুখ সর্বদা গঙ্ভীর। বেশীর ভাগ সময়ে বাইরেই থাকে। তাছাড়া ধ্রুবকে সমীরের খবর আনার কথা বলতে একটু লজ্জা পায় রেমি। কেন পায় তা স্পষ্ট করে ভাবতে চায় না। তবে তার ধারণা, দারজিলিং-এর সেই ঘটনার কথা খ্রুব জানে। শ্বশুর মশাইকে বললে অবশ্য কয়েক ঘন্টার মধ্যে শুধু খবর নয়, সমীরকে সুদ্ধ এনে হাজির করবে পুলিশ । ককষ্তু শ্বশুরমশাইকে এসব তো বলা যাবে না । কৃষ্ণকান্ত ভিতরকার ঘটনা কিছুই জানেন না। বম্ধুর মেয়ে বেড়াতে এসেছে বলেই ধরে নিয়েছেন তিনি। কিন্ডু সমীরকে খ্ৰীজার কথা বললেইই জেরা শুরু করবেন, আর সে জেরার মুখে রেমির ভিতর নেকে সব কথা টেনে বের করে নেবেন

অগত্যা রেমি প্রুবকেই ধরল, ও?গগা, ছন্দা সমীরবাবৃর জন্য খুব চিচ্তা করছে। একটু খবর আনতে পারো না ?

צ্রুব অবাক হয়ে বলল, খবর কিসের ?
লোকট আप্মंহত্যা-টন্তা করল নাকি, ঋুব ভাবছে ছন্দা।
ধ্রুব একটু হেসে বলল, সে মাল সমীর নয়। ছন্দাকে ভাবডে হবে না।
বলব, কিষ্তু তাতে কাজ হবে না।
乡ুব একটু দোনোমোনো করে বলল, সমীর টাওয়ার হোটেলে আছে। বেশ মেজাজেই আছে। রোজই আমাদের দেখা হয়।

রেমি আকাশ থেকে পড়ল, দেখা হয়! তোমদের দেখা হয় ?
रবে না কেন ? একই জায়গায় বসে আমরা মাল খাই। সমীর ব্বশ ভাল টানে।
রোম কী বলবে ভেবে পেলো না অনেকক্ষণ।•তারপর বলল, এ কথাটা আমকে বলোনি!
বলার কী! বলে গ্রুব নির্বিকার মুখ করে বেরিয়ে গেল।
রাগে দাঁত কিড়মিড় করল রেমি। তার রাগের কারণ সমীরের সজ্গে ধ্রুব সম্পর্ক রাখবে কেন ? ফ্যুসতে ফুঁসতে সে গিয়ে ছন্দাকে বলল, তোমাকে ভাবতে হবে না। সমীরের সঙ্গে তোমার צ্রুবদার রোজ দেখা হয়। দুজনে একসক্গে বসে মদ খায়।

ছন্দা যে খুব খুশি আর নিশ্চিষ্ত হল তা নয়। স্তিমিত চোথে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। যেন সমীর ভাল आছে এটা প্রত্যাশিত খবর নয়। থুব নিরুৎসুক গলায় বলল, ও, আচ্ছ।

এতে রেমির রাগ বাড়ল বৈ কমল না।
ছন্দার ফিরে যাওয়ার জন্য প্পেনের টিকিট কাটা হল । צুব সংসারের কোনো কাজেই নিজেকে জড়ায় না। কিষ্ঠু ছন্দার প্নেনের টিকিট সে নিজেই কেটে আনল। একটা নয়, দুটো, টিকিট দুটো রেমির হাতে দিয়ে বলল, তুমিও ছন্দার সঙ্গে যাও। দিন দুই থেকে ফিরে এসো।

রেমি অবাক, আমি! আমি কেন যাবো ?
यদি কোনো কথা ওঠে তবে তুমি সামাল দিতে পারবে।
अসম্তব! আমি যেতে পারব না। ছন্দাও তো আমাকে যেতুত বলেনি ওর সঙ্গে।
ওর মাথার ঠিক নেই। আমি বলছি, তোমার যাওয়া দরকার। সুদর্শন কাকা কিছুই জানেননা, কিষ্ঠু ছন্দার হাবভাব দেখে ওঁর সন্দেহ হতে পারে। আর ছন্দার এখন ব্যালানস নেই। এ অবস্ছায় ঠাতা মাথার একজন কারো ওর সঙ্গে থাকা উচিত।

রেমি প্রস্তাবটায় খুশি হয়নি, তবে যৌক্কিকতাটা বুঝল। সে বলল, গেলে আমি একা কেন ? তুমিও চলো।

যেতাম। কিস্তু আমার আবার একটা চাকরি হয়েছে। কালই জয়েন করতু হরে।
রেমিকে যেতে হল। কিষ্ডু বাগডোগরায় নেমেই সে অবাক। সমীর এবং একজন নেপালী

ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে হাজির। সমীরের মুখ গঙ্টীর।
মেজাজী একজন ডাকাবুরো শ্বশুরের সঈ করে আজকাল রেমিরও কিছু মেজাজ হ্য়েছে। কর্তৃত্বের ভাবও এসেছে খানিকটা। সে রাগের গলায় বলল, আপনি ?

সমীর খুব মাদু স্বরে বলল, প্মানটা আমার নয়। ধ্রুবর। সে আমাকে যেমন বলেছে, করেছি।
উনি তো আমাকে কিছু বলের্নান
সেটা আমি জানিনা। যা সত্যি তাই বললাম। বিশ্ধাস করা না-করা আপনার মর্জি।
বেশ চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। রেমির মেজাজ আরো চড়ে যাওয়ার কথা। কিষ্তু এয়ারপোরটে একটা সিন তৈরি করা উচিত হবে না বলে চেপে গেল। ছন্দা সমীরকে দেত্থই সেই যে এক ধরণের অপরাধী ভাব করে নতমস্তক হল, আর ঘাড় তুললই না।

সুদর্শনবাবুর বাড়িতে পৌছে কিছুক্ষপের মধ্যেই রেমি বুঝতে পারল ছন্দার কোনো ভয় নেই। কেউ কিছু টের পায়নি। এদের যা বোঝানো হয়েছে তা হল, ছন্দা কলকাতায় গিয়ে রেমির কাছে কয়েকদিন থেকে যায় । তার দেরী হবে বলে সমীর আগেই ফিরে এসেছে। সহজ সরল বিশ্ধাসযোগ্য গক্প। সুতরাং রেমির কাজ ফুরিয়ে গেল।

সে সুদর্শনবাবুকে বলল, কাকু, আমি কালই ফিরে যাবো।
সুদর্শনবাবু অবাক হয়ে বললেন, সে কী ? আমকে যে ધ্রুব ট্রাংক কল করে জানিয়েছে যে, তুমি ছন্দার বিয়ে পার করে যাবে!

রেমির এক গাল মাছি। সর্বনাশ অতদিন থাকতে হরে ! এটা কি 丬্রুবর ষড়यד্ত্র?
রंক্ধের রক্ধেে তার রাগের হলকা বেরোচ্ছিল। তবে সুদর্শনবাবুকে কিছু বলে লাভ নেই। ছাদে গিয়ে কিছুঝ্ষ যে তার উত্তপ্ত মাথাটিকে ঠাও্গ করল। তারপর স্থির মাথায় ভাবতে বসল।

অনেক ভেবে তার মনে হল, ধ্রুব হয়তো খুব ভুল সিদ্ধান্ত নেয়নি : অবশ্য সিদ্ধাত্তটার কথা তার রেমিকে জানানো উচিত ছিল। কিষ্তু জানালে হয়তো রেমি আসত না। তবে ছন্দার বিয়ে পর্যণ্ত এ বাড়িতে থাকাটা হয়তো দরকার। ছন্দা আর সমীরের মধ্েে সে একটা ব্যারিকেডের কাজ করতে পারবে। ওদের দুজনের কারোই মনের ভারসাম্য নেই। কখন কী করে বসে ! আবার হয়তো পালাবে বা আরো খারাপ কিছু করে বসবে।

রেমি থেকে গেল।
তবে থাকাটা আগের বারের মরো সুখকর হল না। ছন্দা হাসে না, কথা বলেনা, দৃরে দূরে থাকে। নন্দার একটা পরীफ্মা সামনে । সমীর লজ্জায় কাছে আসে না। অস্ডুত এক পরিস্থিতি। তবু রেমি
 প্বখরমশাইকে টেলিফোন করে ব্যাপারটা জানাল। কক্ণকান্ত বললেন, ভালই হয়েছে। צুবও বল্ছিল আমাকে। সুদর্শনের মেয়ের বিয়েতু আমি তো যেতে পারছি না, আমাকে দিন সাতেকের জন্য ওয়েসট জারমানি যেতে হচ্ছে। তুমিই আমদের রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে থাকে।

কিষ্তু সারাটা দিন দूপচাপ কাঁशাতক থাকা যায় ? একা একা বেড়াতে তার ভাল লাগেনা। মেয়েদের একা বাইরে বেরোনো শ্বুরমশাই পছন্দ করেন না বলে রেমি পারতপক্ষে একা কোথাও याয় না।

সময়টা খুবই থারাপ কাটবার কথা ছিল রেমির। কিন্ঠু সে শিলিশুড়িতে আসার দিন দুয়েকের মধ্যেই একটা ঘটনা ঘটল। বিকেলে ছদে একা বসেছিল রেমি। ছন্দা নিজের ঘরে ম্বেচ্ছাবন্দী। নन্দা কলেজ থেকে ফেরেনি। হঠাৎ সমীর রাঙা মুখে ছদ্দ এসে হাজির।

রেমি, আপনাকে একটা খবর দিতে এলাম ।
খবর ! রেমির বুক ষড়ফড় করতে লাগল। খারাপ থবর rয়় তো!
সমীর বলল, খবরটা খুব উপাদেয় নয়। কৃষ্ণকাণ্ত বাবুর হুকুম হয়েছে আমাকে কালকের

ফ্লাইটেই কলকাতা যেতে হবে। কী যেন জরুরী দরকার ।
রেমি ব্যাপারটা বুঝল না। বলল, তাই নাকি ?
সমীর একটু হাসল । খুব শ্লেষের হাসি । বলল, আপনি হয়তো ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝেননি ।
রেমি সরলভাবে বলল, না ।
কৃষ্ণকাম্তবাবুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ খুবই ঙ্ষীণ আমাকে তাঁর কোন কারণেই খুব জরুরী কাজে ডেকে পাঠানোর মানেই হয় না । আগে কোনোদিন তেমন প্রয়োজন দেখাও দেয়নি ।

রেমি বোকার মডো বলল, ডেকেছেন যখন নিশ্চয়ই কোনো কাজ আছে। আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন ?

রেগে যাওয়ার কারণ আছে বলেই । উনি আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে চাইছেন, আপনি এখানে আছেন বলে ।

তার মানে ?
आপনার অ্বশ্তেমাই চান না আপনার সজ্নে ঘনিষ্ঠ হওয়ার কোনো চানস आমি পাই।
यাঃ, কী যে সব आবোল তাবোল বলছছন !
একটু ভেবে দেখলে আপনিও বুঝবেন । কাকা এখন আমাকে ছাড়তে রাজি নন । সামনে ছন্দার বিয়ে । আমককে তাঁর এ সময়ে দরকার । তবু কৃষ্ণকাচ্তবাবু ইনসিস্ট করছেন, যেন অবশ্যই আমাকে কলকাতা পঠানো হয় । কোনো যুক্তিই তিনি মানতে রাজি নন।

রেমি শ্বশেরের পক্ষ নিয়ে বেশ রাগের গলায় বলল, তাতে কী প্রমাণ হয় ?
সমীরকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল । প্রায় রুদ্ধস্বরে সে বলল, তাতে একটাই জিনিস প্রমাণ হয় রেমি । ফমতাবান লোকেরা যা খুশি করতে পারে। তারা ডুগডুগি বাজালেই আমদের নাচতে হবে ।

রেমি রেগে যেতে গিয়েও পারল না। সমীরের কথার ভিতরকার সত্যটুকু তাকে স্পর্শ করে থাকবে । অ্বঞুরকে সে ভীষণ ভালবাসে, ভক্তি শ্রদ্ধাও করে । কিষ্তু এও ঠিক, লোকটি অসষ্ভব প্রভুত্ব করতে ভালবাসে, ভীষণ জেদী, অতিশয় কঠোর মনোভাব সম্পম ।

রেমি কোমল স্বরে বলল, ঠিক আছে। आপনি না হয় যাবেন না।
সে ক্ষেত্রে রিস্কটা কে নেবে ? আপনি ?
কিসের রিস্ক ? রেমি অবাক হওয়ার চেষ্ট করে বলে ।
রিস্ক অনেক। আমার কাকা সেটা হাড়ে হাড়ে জানে । কৃষ্ণকাষ্তকে চটালে কাকাকে এই উত্তরবঙ্গেও বাবসা করে খেডে হবে না।

আপনি ব্যাপারটাকে ভীষণ জটিল করে তুলছেন।
সমীর সে কথায় কান না দিয়ে বলল, ইন ফ্যাকট কাকাও ভয় পাচ্ছেন । তাঁর যদিও মত ছিল না, তবু বলছেন, কৃষ্ণকাষ্তর কथা ফেলা ঠিক হবে না, তুই গিয়ে ঘুরে আয় ।

তাই আপনি আমার কাছে এসেছেন ?
आমি যে জানি, এর পিছনের কারণটা হলেন আপনি।
এবার রেমি লজ্জায় এবং রাগে লাল হয়ে উঠল। 丬্বশুরমশাই কাজটা ঠিক করেননি। রেমিকে তাঁর বিশ্ষাস করা উচিত ছিল । তাছাড়া ধ্রুব তো এসব গ্রাহ্যওকরে না, শ্বশুর হয়ে ওঁর তাহলে এত মাথাব্যথা কেন ?

রেমি হঠাৎ অত্যষ্ত দৃঢ স্বরে বলল, রিंস্ক আমারই। আপনাকে যেতে হবে না।
সমীর বোধহয় "একটু অবাক হল । বলল, সত্যিই রিস্ক নেবেন ?
নেবো । আপনার সন্দেহটা দূর করা দরকার । আমার শ্বশুরমশাই অতটা মীন নন ।
মীন কথাটা আমি কিষ্তু উচ্চারণ করিনি।

আপনি সেটাই বোঝাতে চাইছেন।
না।সমীর মাথা নেড়ে একটু 小্লেষের গলায় বলল, বরং আমি বলতে চাইছিলাম কৃষ্ণকাচ্তবাবু বড় বেশী পিউরিটান । বক্कিমের একটা লাইন আছে জানেন ! ইহারা কুকুর মারে, কিষ্ঠু হাঁড়ি ফেলে ना।

তার মানে!
কৃষ্ণকাষ্ত তাঁর পুত্রবধৃকে কিছূই্ বলবেন না, কিষ্তু দরকার হলে আমাকে কান ষরে কলকাতা পর্যস্ত দৌড় করাবেন। ওঁর পিউরিটানিজমও একপেশে।

রেমি তর্ক করল না । কারণ ভিতরে ভিতরে তারও কিছू ভূমিক্ষয় হয়ে থাকবে। শ্বশুরের ওপর
 আघাত করেনি, এটা করল।

সারা রাত ঘুমোলো না রেমি । মাথা গরম । কখনো ঢোখে জল আসে, কখনো শরীর দিয়ে রাগের হলকা বেরোয় ।

সকালে উঠেঠই স্নান করে পোশাক পরল সে। সমীরকে ডেকে বলন, চলুন কোথাও একটু বেড়াতে যাই।

সমীর বিশ্মিত হয়ে বলে, তাহলে কলকাতা যাবো না বলছেন!
না, কিছুতেই না।
দেখবেন গরীবকে ষনেপ্রাণে মারবেন না।
রেমি বলল, মরলে আমিই মরব। আপনার ভয় নেই।
সেদিন একটা অ্যামবাসাডার গাড়িতে তারা গেল জলঢাকা অবধি। সাইটে সমীরের একফু কাজও ছিল।

পথে প্রথম দিকটায় দুজনের কেউই কথা বনেনি । অনেকক্ষণ বাদে সমীর বলল, ছন্দার ব্যাপারে आপনি এবং ্রুব आমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

রেমি অবাক হয়ে বলল, সে কী! आমি তো উণ্টো ভেবেছিলাম ।
সমীর মাথা নেড়ে বলল, না। आমি প্রায় ছেলেবেলা থেকে ওকে ভালবাসি ঠিকই, কিষ্ঠু বরাবর आমার একটা দ্বিধাও ছিল। ছন্দা পাগলামি না করলে आমি ওই কাত করতাম না।

রেমি বলল, জানি। ছেলেরা রিস্ক নিতে ভয় পায়।
शাঁ। কারণ ছেলেরা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে। মেয়েরা করে না। আমি ছন্দাকে বিয়ে করলে কাকা আমার মুখদর্শন করতেন না। ছন্দা আর এবাড়িতে ঢুকতে পেত না। আমরা অসামাজিক হয়ে যেতাম।

আপনি কি আর ছন্দাকক ভালবাসেন না ?
সে কথা বলা কঠিন। হয়তো বাসি। আর বাসি বলেই চাই, ওর ভাল হোক।
ভালই কি হচ্ছে?
মনে তো হয়। অन্য ছেলের সঙ্গে বিয়ে হনে ও প্রথমটায় খুব অসুখী থাকবে ঠিকই, কিষ্টু ক্রন্ম ক্রমে সেটা কেটে যাবে।

আপনার মনের অবস্থা কী?
কাকাকে چুব বড় একটা আघাত দিরে হচ্ছে না এটা ভেবে আমি স্বত্তি পাচ্ছি । আপনি জানেন না, आমি আমার কাকাকে ভীষণ ভালবাসি । নিজের বাবার চেয়েও বেশী। আমি কাকার কাছেই মানষ বলতে গেলে।

রেমি বহুদিন পর একটা তৃপ্তি বোধ করতে লাগল ।
সমীরের সঙ্গে সেই যে ভাব হয়ে গেল তা আরও প্রগাঢ় হল কয়েক দিনে।

কতটা প্রগাঢ় ？তা রেমি জানে না । তরে সে একটা কথা নিজের বুক 弓ুঁয়ে বলতে পারে，সেটা প্রেম নয়। যৌন আবেগ নয়। তখন তাদের কারো মনের অবস্ছাই তেমন স্তরে নেই।

ছন্দার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর যখন রেমি ফিরে এল তথনও কৃষ্ণকাষ্ত জারমানি থেকে ফেরেননি। 丬্রুব তার নতুন চাকরির কাজে পুনা গেছে।

নিজের গর্ভ সষ্চারের ব্যাপারটি এখনই সহসা টের পেল রেমি।
צ্রুব ফিরে আসতেই বলল，কী কাঔ জানো ？
ना，की काज ？
বলব না।
বোলো না।
শুনতে চাওনা？
চাই তো। কিষ্ডু বলতে না চাইলে কী করব ？
কোনো ব্যাপারেই তোমার আগ্রহ নেই কেন বসো তো ？
ওঃ রেমি！
বিরক্ত হলে ？
বিরক্ত করছ যে！
তুমি यে বাবা হতে চলেছো！
आমি ？आমি কেন বাবা হতে যাবো ？
তবে কে হবে？ভূতে ？
की ব্যাপার বনোো ঢো
এখনও বোঝোনি ？
ওः！पूমি কি প্রেগন্যাt্ট ？
মনে তো হচ্মে।
इঠাৎ 纟্বুবর মুখটা কেমন সাদা দেখাতে লাগল।

## ロ ১৯ 【

নতুন এক আনন্দকে আবিষ্কার করলেন হেমকাষ্ভ। শাষ্ভ নদী，চর，নীল ও গভীর আকাশ，দিগד্তে গারো পাহাড়，এই অপরাপ প্রাকৃতিক পরিবেশে কোমন সৃর্যের আলোয় নৌকো করে খানিকটা ঘুরে বেড়ানো। কতকাল জলে বৈঠা মারেননি তিনি।

রোজ সকালে কৃষ্ণকাষ্তর পড়াఠনো শেষ হওয়ার অপেশ্মায় পাকেন তিনি। ছেলের যে ইন্হুল



পড়া শেষ করে কৃষ্ণকাণ্ত ছুটে আসে বাবার ঘরে।
হেমকাষ্ত প্রসম্ম মুথে উঠে পড়েন। বলেন，চলো।
সোৎসাহে কৃষ্ণকাণ্ড বনে，আজ সেই জায়গাটায় यাবেন বাবা ？
কোন জায়গাটায় ？
যেখানে কাকা ডুবে গিয়েছিল।
হেমকাষ্ত মৃদু হেসে বলেন，সেই জায়গাটা দেথে কী করবে ？
এমনি। দেখব।
কাকার কथा पूমি খুব ভাবো নাকি ？

খুব ভাবি।
হেমকান্ত খুশিই হন । বলেন，মহৎ মানুষদের কথা চিষ্তা করাও ভাল। তাতে নিজের ভিতরেও মহত্ব জেগে ওঠে।

কয়েকদিন অভ্যাসে হেমকান্ত নৌকো বাওয়ার বিস্মৃত কলাকৌশল আবার আয়ত্ত করলেন। মাঝি বসে থাকে，তিনি এবং কৃষ্ণকান্ত ন্নৗকো চালান। বয়সের ডুলনায় কৃষ্ণকান্ত বেশ দীর্ঘকায় এবং সবল। এটা অবশ্য এই বংশেরই ধারা । হেমকান্ত নিজেও বেশ দীর্ঘকায়। তবে শরীরের চর্চা করেন না বলে এখন আর ততটা সবলদেशী নন। কিস্তু তাঁর শরীরে এখনো তেমন মেদ সঞ্ণার হয়নি। সংযম এবং মিতাচারের ফলে অম্প শ্রমে ক্লাস্তও হন না । স্বাস্থֶ তাঁর ভালই। নৌকো বাইতে বাইতে তাঁর শরীরের জরার ভাবটাও ঝরে গেছে। এখন আর বার্ধক্যের পদধ্বনি নিজের শরীরে তেমন টের পান না । যখন দীঘল চেহারার কৃষ্ণকাণ্ত দুটি কচি হাতে বৈঠা টানে তখন তার অপরূপ দেহ ভঙ্গিমার ভিতর যেন নিজেকেই ঁুজ্ে পান হেমকান্ত।

শীতের সকা়ে ছোটো খেয়া নৌকোটি মৃদুমন্দ চালে তেসে চলেছে। বৈঠা তুলে নিয়েছেন হেমকান্ত। তাঁর ইশারায় কৃষ্ণকান্তও তাই করেছে। মৃদু স্রোতে নৌকো বয়ে চলেছে ভাঁটিতে। নদীর মাঝ বরাবর অप্ডুত এক নিস্তক্ধতা আছে। মুभ্ধ বিভোর হেমকান্ত সেই নিস্তক্রতাকে অনুভব করছেন । মঝে মধ্যে গাংচিল বা কোনো পাখির ডাক ভেসে আসে । আর আছে জলের মৃদুমন্দ শব্দ । যেন তা এই নিস্ত্ধতাকেই গভীরতর করে তোনে কৃষ্ণকান্ত তার বাবার এই তদগত ভাব লক্ষ্য করে সতর্কভাবে চুপ করে থাকে । নৌকো যাত্ত দিকর্রষ্ট না হয় তার জন্য হেমকাষ্ত অভ্যস্ত হাতে একটি বৈঠা জলে ডুবিয়ে রাখেন কিছুক্ষণ। আবার তুলে ख্েলেন । এছাড়া অনেকক্ষণ আর তাঁর বাহিক কোর্া নড়াচড়া থাকে না।

অনেকটা ভাঁটিয়ে গিয়ে যেখানে নদী একট বাকক निয়েছে সেইখান নুাকোকে ধীরে 丹ীরে তীরের দিকে চালনা করেন হেমকান্ত। ভারী নির্জ্র জায়গা। भाরে কাচ্ গী গঞ্ণলেই। নদীর ধারে বেঁটে কাঁট বোপ আর বেতবন। তটস্থ মাঝি জিজ্ঞেস করে，লৌকো ব্रঁधব কর্ত ？

বাঁধ। হেমকান্ত উদাস স্বরে বলেন।
বুড়ো মাঝি এক্টা লগী শুঁতে নৌকোটl বাঁধে ，হ্মেকান্ত，হঁটুজলে নেমে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকান্তর দিকে চেয়ে বলেন，নামো ।

মళ্তমুপ্ধের মতো কৃষ্ণকান্ত জলে নেমে দৗড়ায় ノ শীতের হাড় কौপানো ঠাণ্ড জল তার কোমর অবধি ওঠঠ। হেমকাস্ত সেদিকে থেয়াল করেন না । ধীরে পীরে তীরভৃমির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বালেন，এই সেই জায়গা। এই সেই জায়গা।

বেতবন উত্তুরে বাতাসের শব্দ হুহু করে শোকাবহ শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছে । ঝিমঝিম করছে রোদ । আস্থে আস্তে হেমকান্ত ডাঙায় উঠে দাঁড়ালেন，সঙ্গে কৃষ্ণকান্ত ।

হেমকাস্ত নদীর ধারে দাঁড়িয়ে উদাস দৃষ্টিতে ব্রম্মপুত্রের বহমানতার দিকে চেয়ে থেকে বলেন， নৌকোটা ড়বেছিল আরো উজানের দিকে। অনেকটা দৃরে，শহরের কাছাকাছি। নলিনী এত দৃরে心্সে এসেছিল। কেন কে জানে！

ক্ষষ্ণকান্ত বোবা বিস্ময়ে শাষ্ত সুন্দর জয়গাটির চারদিকে ঢেয়ে সই ঘটনার বিষম্木 রেশটুকু খুঁজতে থাক．न। তারপর বয়সোচিত ছেলেমানুযী একটা প্রশ্ন করল，काকা कि সাতার জানত ？

হেমকান্ত তার দিকে ফিরে একাু হেসে বলললেন，জানত। খুব ভাল সাঁতার দিতে পারত নল়িনী । ভরা বর্ষাত্ত ব্রপ্মপুত্র এপার ওপার করত।

তাহলে ড়বে গেল কেন ？
কে জানে। ভবিত্বা।
गনन পিসি বলে，সাঁতার জানলে নাকি কেউ জলে ডুবে যেতে পারে না।

হেমকান্ত একথার জবাব দিলেন না । আঘাটায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলেন স্রোতের দিকে । নদীর স্রোত জিনিসটাই ভারী অদ্ভুত । এ যেন সময় ও জল একসঙ্গে মিশে চলেছে মোহনার দিকে। কৃষ্ণকান্ত বলল, মনু পিসি বলে, কাকাকে কেউ মেরে জলে ফেলে দিয়েছিল।
বলে নাকি ? হেমকাস্ত একটু হাসলেন ।
কৃষ্ণকাস্ত উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কাকার গায়় কি খুব জ্েের ছিল বাবা ?
তা মন্দ ছিল না । ব্রদ্মচারী মানুষ সে । সংযম ছিল, সর্বদা পরিশ্রম করত। জোর থাকারই কंথা । ব্যায়াম করত না ?
বোধহয় করত।
কাকা লাঠি চালাতে জানত ?
শিখেছিল খানিকটা
তাহলে কাকাকে মারল কী করে ?
হেমকান্ত একটু হেসে বললেন, সেটা তুমি তোমার মনু পিসিকেই জিজ্ঞেস কোরো।
কৃষ্ণকাস্ত ত্তার সরল চোখv অগাধ বিস্ময় নিয়ে বাবার দিকে চেয়ে বলে, মনু পিসি বলে, কাকার গায়ে নাকি ভীষণ জ্জোর ছিল । একবার কাকা লাঠি নিয়ে এক্দল ডাকাতকে মেরেছিল ।

হেমকাম্ত হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠেন। কৃষ্ণকাম্তর মনের মধ্যে একটা বীরত্বের বীজ বপন করতে চাইছে রঙ্গয়ী । রঙ্গময়ী নয়, পুরোদস্তুর মিথ্যাময়ী। হাসলেও হেমকান্ত এ ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দিতে চাইলেন না । ছেলের পিঠে হাত রেখে বললেন, মনু একটু বাড়িয়ে বলেছে। অতটা নয় । নলিনী ডাকাত মারলে আমি ঠিকই জানতে পারতাম ।

একথায় ক্ষ্ণকাস্ত একটু হতাশ হল । কাকার বীরত্বের কথা তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় বটে, কিষ্তু সে জানে, তার বাবা সর্বদাই ঠিক কথা বলেন । সরলভাবেই কৃষ্ণকান্ত বলে, তাহলে মনু পিসি कि মিথ্যে কথা বলেছে ?

রঙময়ীকে মিথ্যাবাদী বলতে বাধে হেমকাস্তর । তিনি বললেন, রূপকথা বা ভৃতের গল্পও তো বানানো জিনিস, जা বলে যাঁরা সেগুলো লিখেছেন তাঁরা কি মিথ্যেবাদী ?

যুক্তিটা ঠিক বুঝল না ক্ষ্ণকাম্ত। হাঁ করে কিছুক্ষণ বাবার দিকে চেয়ে থেকে বলল, ভৃতের গক্প্প कि সত্যি নয় বাবা ?

না। ভূত বলে কিছু নেই।
কিষ্তু কমপাউনডার কাকা যে মাকে মাঝে মাঝে দেখতে পায় !
ওটা তো পাগল । ও কী দেখে আর কী না দেখে তার কোনো মাথামুগ্ডু আছে নাকি ?
পক্ষীরাজ ঘোড়া ! তাও কি নেই ?
না। ওসব মানুষের কষ্পনা।
কৃষ্ণকাস্ত একটু ব্যথিত হল বোধহয় । কিন্তু চুপ করে ভাবতে লাগল ।
হেমকাস্ত একবার ভাবলেন শিশুমনের কল্পনাশক্তিকে আঘাত করে হয়তো কাজটা ভাল করলেন না। কিষ্তু পর মুহূর্ত্রেই মনে হল, তিনি যেমন অতিশয় কল্পনাপ্রবণ ও বাস্তববুদ্ধি বর্জিত হয়েছেন তেমনটা না হওয়াই কৃষ্ণকাস্তর পক্ষে ভাল । অস্তত এই একজন কঠোর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন यুক্তিবাদী ও কর্মঠे হয়় উঠুক।

হেমকাম্ত ছেলের দিকে স্নেহভরে চাইলেন, বললেন, এসো, এখানে দাড়িয়ে কাকাকে একটা নমস্কার জানাও। শ্রদ্ধাবোধ বড় ভাল জিনিস ।

কৃষ্ণকাষ্ত সঙ্গ সঙ্গে হাতজ্জোড় করে চোখ বুজল।
হেমকাস্তও কিছুদ্মণ চোখ বুজে নলিনীকাস্তকে স্মরণ করলেন । কয়েক মুহূর্ত্রের মধ্যেই কাগ কথা মনে পড়ে গেল । তাদের তিন ভাইতে খুব সদ্ভাব ছিল, কিষ্তু বাক্য বিনিময় বিশেষ হত না। তিন

জনের প্রকৃতিই কিছু গভ্ডীর । তাছাড়া নলিনী নিজেকে সংসারের বাইরে নির্বাসিত করেরিল বলে তার সঙ্भ যোগাযোগ ছিল আরো কম। বেঁচে থাকৃল আজ নলিনীর বয়স চপ্লিশ বিয়াপ্পিশ হত। একটি সাইকেল ছিল্য তার অচ্ছেদ্য বাহন। কোথায় কোথায় চলে যেত সাইকেলে ঢেপে। বেলা অবেলা মানত না, निয়মিত স্নান খাওয়া ছিল না। তেলের অভাবে মাথার চুল \{িঙ্গল বর্ণ ধারণ কর্রেছিল। গালে অयত্নের দাড়ি বেড়ে উঠত। সাধারণ টুইলের শাঁ্ট আর রুতিই ছিল তার পরিধান। পায়ে তালতলার চটি আর কাঁধে উড়ুনি। পাবনার এক আশ্রমের সঙ্গে ছিল তার গভীর যোগাযোগ। মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে সে আশ্রমে গিয়ে বেশ কিঁছুদিন করে থেকে আসত। পাকাপাকি আশ্রমবাসী इওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ ছিন তার কিঅ্তু মা বেঁচে থাকতে সেটা আর পেরে ওঠেনি । বড় ছেলে সন্নাস নিয়েছে, ছোটোটিও আশ্রমবাসী হলে মা শশাকে মারা পড়তেন। কিস্ডু আজ হেমকাষ্ত ভাবেন, নলিনী আশ্রমবাসী হলেই বোభহয় ভাল হত। বেঁচে তো থাকত।

বুড়ো মাঝি হারান এতক্ষণ সশ্রদ্ধভারে চুপ করে ছিল। এখন হুাৎ হাত জোড় করে বলে উঠন, কর্ত, কয়েকখানি কচি বেত কেটে নেবো ? বেতাইক খেতে বড় ভাল।

হেমকান্ত ঘাড় নেড়ে বললেন, আন।
কৃষ্ণকান্ত বলে, আমিও যাবো বাবা ?
হেমকান্ত, বাললন, ভীষণ কাঁঁ।। সাবধানে যেও।
হেমকান্ত শুষ বালুকাময় তীরে বসলেন । গারান নৌকোর খোল থেকে একটা চকচকে দা বের করে বেতবনে চলল। সঙ্গে কৃষ্ণকান্ত। হেমকান্ত আনমনা ঢোখ্য দেখতে লাগলেন। হহহ করে
 দুপুরের খাড়া ও চড়া রোদে বড় তেতে আছে বালি। হেমকান্ত রোদকে অগ্রাহ করে বাতাসের কথা তुনत্রত লাগলেন।

বাতাস বলে, বহুদূর এসে গেছো তুমি, বমু দূর । আর কি ফিরে যাওয়ার দরকার আছে । তোমার ছেলেকে নিয়ে মাঝি ফ্রিরে যাক। ডুমি বেরিয়ে পড়ো মহাপৃথিবীর দিকে।

হাঁ, বাতাসের কथা তো এ নয়। এ হয়ডো তাঁরই গভীর অভাম্তরের কথা । বাতাসে সেই কথাই ছড়িয়ে যাচ্ছে। একটা দীর্घপ্ধাস মোচন করলেন তিনি । বেরিয়ে পড়া তাঁর কাছে সহজ নয় ঠিকই, আবার अসষ্ভব কিছুও নয়। কিস্তু তিনটি ভাইয়ের মষ্যে বংশের সলতে জ্রলছে মাত্র একটি। তিনি চলে গেলে কৃষ্ণকান্তকে স্থানাচ্তরিত করা হবে। বিশাখার বিয়ে দিতে দেরী হবে না। ছেলেরা জমিদারীতে উৎসাহী নয় । আয় কমে যাচ্ছে, ঋা বাড়ছে । তারা হয়তো গোটা সম্পত্তিই বিক্রী করে সেবে। বাড়ি অঞ্ধকার হয়ে যাবে।

না, আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে তাঁকে।
বাতাস ফিসফিস্স করে বলল, আর কোনো কারণ নেই ? রস্গয়ী ! রঙ্গয়ীর কथা ভুলে গেলে ! ডোমার সবচেয়ে শক্ত বন্ধন!

বুকের বাঁ ধারে আবার সেই ব্যথা। অবোধ যন্ত্রণা হেমকান্ত ফিসফিসস করে বলনেন, মনু সুখী হোক।

সুখ কি সোজা ! জনো না, প্রিয় মানুষ ছাড়া মানুষের কোনো সুখই নয়! ছুমি ছাড়া রক্য়ীর এই বিপ্ধ দুনিয়ায় সুথের আর কে ভাগীদার আছে ?

ত勹ূ আমি ! তা কেন ? রঙ্ময়ীর আছে সেবা, আছে দেশোদ্ধার, আছে স্বদেশপ্রীতি। আমি তো অপদার্থ।

সে সব যুক্তি কি বোঝে হদদয় ? বাল্যাবধি রभময়ী কাকে নিয়ে স্বণ্প দেতেছে সে কি জানো না ?
यদি এতদিনে রক্গময়ীর বিয়ে হয়ে যেত তাহলে ? তখন কোথায় থাকত সেই বাল্যপ্রেম, কোথায় থাকতাম आমি?

ডূমি ঠিকই থাকতে। তার হ্রদয়ের সংগোপনে এক কোণে। রभময়ীর বিদ্রোহ ছিল অনারকম। বিয়ে ভাঙার জনা নিজের নামে কলক্ক রটনাকে সে কি প্রশ্রয় দিত না ! না দিলে সে অন্তত একবার তার নিন্দুক্দের বিক্দ্ধে প্রঠ্বিাদ করত। তা না করে সে এসে ঝগড়া করতত তোমার সঙ্গে।

তা ঠিক। কি.্তু আমি কী করব? আমার কী করার আছে।
রभ্যয়ী তোমার সবচুয়ে বঙ রক্ধন মহাপৃথিবীর দিকে যে অবারিত পথ তাতে সবচেয়ে বড় বাধা রঙ্গয়ী।

না। নিঃশব্দে এক আর্তনাদ বুক থেকে উঠে এল হেমকাম্তর।
শোনো, তুমিও বঙ্গময়ীর জীবনে এক অভিশাপ । তোমাদর ওই বাড়ি, ওই সংসারে আজও সে দাসীর মডো পড়ে আছে এক অস్ুুত মোহের জন্য। তা কি জানো ? নইলে রকময়ীর জন্যও ছিন অनা এক পৃথিবী। সে তোমকে ত্যাগ করতে পারে না।

হেমকান্ত মাথা নত করে বসে রইলেন ।
বাবা, বাড়ি যাবেন না ? কৃষ্ণকান্তের আচমকা ডাকে চমকে ওঠেন তিনি।
চলো যাই। বলে উঠলেন ত্তি।
কৃষ্ণকাষ্ত এক গোছা বেত বয়ে এনেছে। কাঁটায় হাত রক্তাক্ত কিস্রু তার মুথে তৃপ্তির হাসি ।
নৌকোয় ওঠার পর হেমকস্ত্ত বললেন, হাত দুটো নদীর জলে ধুয়ে নাও।
কৃষ্ণকান্ত নৌকোর বাইরে ঝুঁকতেই হেমকান্ত বললেন, সাবধান। নদীতে কুমীর আর কামট আছে। দেখে নাও।

কৃষ্ণকাষ্ত মাথা নাড়ল। শীতের জল স্বচ্ছ । দুপুরের রোদ বহুদূর জলের মধো প্রবেশ করেছে । দেখে তুনে জলে হাত দিম কৃষ্ণকান্ত. । কাঁটায় হাত ছড়ে যাওয়াতেও যে বাবা তাকে বকেননি এর জন্য সে কৃতজ্ঞ বোধ করে।

উজানে নৌকো বাইতে বেশ কষ্ট। এক জোড়া বৈঠা হারানের হাতে। ্বিতীয় জোড়া হেমকাস্তর হাতে। তিনি গলদদর্ম হচ্ছেন।

কৃষ্ণকাণ্ত হাত বাড়িয়ে বলল, आমি কিছুহ্মণ বাই বাবা ?
পারবে ? হাত ডো কেটে ফেলেছো
ఆটা কিছু নয়। পারব।
নাও। ছেলের হাতে বৈঠা দিয়ে হেমকাষ্ত ধুতির খৌিায় মুখের ঘাম মুছলেন।
বাড়ি ফিরে আসার পর রঙময়ী একদু রাগারাগি করল, এত বেনা পর্যষ্ত একটা দুধের বাচ্চাকে নিয়ে টো-টো করে ঘুরে বেড়াও, তোমার হল কী বল তো ! বেত কাটচে গিয়ে ছেলেটার হাত দুটো কী পরিমাণ কেটেকুটে গেছে ! আচ্ছা বাপ যাহোক।

হেমকাষ্ত রুময়ীর দিকে ভাল করে তাকাতে পারেন না। কেমন এক পাপবোধ তঁকে ঢেঁকে ধরেছে ডূতের মতো । যু বলনেন, কষ্ট করতে শিখฺক, আঘাত সश্য করতে অভ্যাস করুক। না হলে তোমার স্বদেশী দনে ভিড়বে কী করে ?

স্বদেশী দলে ও কেন ভিড়বে ? ও হচ্ছে জমিদারের ছেলে,ইংরেজ কর্তাদের পেয়ারের লোক।
ও তো জমিদারী চায় না। उ চায় স্বদেশী হতে।
তাই নাকি? তোমকে বলেেে ?
সরাসরি বলেনি। হাবে ভাবে বলছে।
তাহলে এখন থেকে সাবধান হও।
कী করে সাবधান হবো ? ও হচ্ছে একটা হাওয়া। যার গায়ে লাগে সেই বিগড়ে যায়। ওखा-বদ্যির কাজ নয় যে সারিয়ে দেবে।

अতই यमि ভয় उবে কনক কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইছে, পাঠিয়ে দাও না কেন ?

পাঠালেই বা কী হবে ? ওর মনু পিসি যে ওর বারোটা বাজিয়ে রেখেছ় ।
রঙ্গয়ী এ কথায় হেসে ফেলল। বলন, তাহলে আমকেই না হয় তাড়াও। ছেলের চেয়ে তো आমি বড় নই।

তাড়াবো! ওরে বাবা।
কেন, আমাকে তাড়ানো কি খুব কঠিন ?
তোমাকে তাড়াতে গেলল নিজেকেই না ভিটে থেকে উচ্ছেদ হরে হয়।
ওসব কথার কোনো মানে হয় না। আমি ভেবে দেথেছি, অমি গেলেই ডোমাদের মসল।
কিসের মঙ্গ ?
সব দিক দিয়েই মঙল।
এটা রাগের কথা। হেমকান্ত একটা দীর্ঘপ্যাস ছেড়ে বললেন, মনু, বিশাখা কেমন মেয়ে ?
রঙময়ী অবাক হয়ে বলল, তার মানে ? বাপ হয়ে নিজের মেয়ের কथা আমার কাছে জানতে চাইছো কেন ?

বাপ হলেই যে নিজের মেয়েকে ভাল চেনা যাবে একথা ঢোমাকে কে বলল ? বরং তুমি নিজে ঞেয়ে বলেই বিশাখাকে ভাল বুঝতে পারবে।

রঙময়ী একদু বিরক্ত হল যেন । বলল, মেয়ে তো ভালই। কিষ্তু কথাটা উঠল কেন হঠাৎ ?
এমনি।
এমনি নয়। তোমার প্রশ্নের পিছনে কারণ আছে। বলো।
সেদিন হঠাৎ বিশাখার সস্গে কथা হচ্ছিল। মনে হল, ও স্বদেশীদের তেমন পছন্দ করে না
রঙ্গয়ী হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলন, ও আবার কোনদেশী কথা! বিশাখা স্বদেশীদের পছন্দ করতে যাবেই বা কেন ?

হেমকাষ্ত মাদু হেসে বলেন, কথা সেটা নয়।
তবে আবার कী কথা ?
কथा হল, ডুমি বিশাখাকে প্রভাবিত করতত পারোনি। কেন পারোনি মনু ? অথচ কৃষ্ণকে পেরেছো।

রঙময়ী একথায় হঠাৎ একটু দিশাহারা বোধ করেরু চুপ করে থাকে। তারপর 丹ীর স্বরে বলে, তোমাকে যতটা ন্যালাক্ষ্যাপা আর উদাসীন দেখায় তুমি ততটা নও তাহলে?

आমি অপদার্থ মনু, সে তো জানোই।
না, আমি তা জানি না। কিষ্ঠু তুমি এত লঞ্ষ করতে শিখলে কবে ?
তাহলে ধরেছি ঠিক!
রঙময়ী একটা দীর্घণ্ধাস ছেড়ে বলল, বিশাখা আমাকে ভালবাসে, কিষ্ডু তবু ও একটু অন্যরকম । একটু নিজের মতো।

ও কি স্বার্থপর?
তা তো বলিনি।
उবে की ?
সাবধাनी বলা যায়। মেয়েদের পক্ষে সাবধানী হওয়া ভান।
ওর ধারণা আমি শশীকে পুলিসে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলাম। কোথা থেকে যে ধারণাটা হল।

রभময়ী বলে, শশীর ব্যাপারটা ওর ভাল লাগেনি। কে জানে, সেইজন্যই হয়তো-
কथাটা লেষ করল না রুময়ী।
হেমকাষ্ত চোথ তুলে প্রা্ন করেন, সেইबন্যেই কী ?

आমি ভাল্ল জানি না।
को জানো না ？
जে তুমি অন্যের কাছ থেকেই তুতে পাবে। আমি যাই।
রभময়ী চলে গেলে হেমকান্ত ভূকুটি করে বসে থাকেন। কথাটা হয়তো ভাল নয় । তবু জানা দরকার।

## ॥ २० ॥

রেমি কিছুতেই বুঝ্তে পারছিল ন্যে ব্যাপারটা কী। তাদের বাচ্চা হবে，ততে দুশ্চিষ্তা বা ভয়ের কী ？সসে অবাক হয়ে ধ্রুবকে বললে，ওরকম করছ কেন ？

ધ্রুব একটু হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল，খবরটা এখন চেপে যাও।
তার মানে ？
কাউকে কিছু বোলো না।
কেন বলব না ？
কারণ আছে，তাই।
রেমি রেগে গিয়ে বলল，কী কারণ তা আমার জানা দরকার।
夕্রুব বিব্রত মুখে বলে，কারণটা এখনই বলতে পারছি না।
জীবনে প্রথম মা হতে চলেছে রেমি，এই সংবাদ তার ভিতরে যে রোমহর্ষ，যে রহস্যময় আনন্দের এক অज্ডুত অनুভূতি সৃষ্টি করেছিল তা এক ফুৎকারে উড়ে গেল। তীత্র অপমানে ঝौौ বাঁ করতে লাগল মুখচোখ। সে ধ্রুবর জামা খিমচে ধরে বলল，তোমাকে বলতেই হবে ！ঢোমকে বলতেই হবে！कী দোষ করেছি আমি？

ধ্রুব निজেকে ছাড়িয়ে নিল না । শুকনো ঠঠঁট জিব দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে বলল，आসলে कী জানো ？আমাদের পরিবারের প্রথম সন্তান বাঁচত না। লোকে বলে，কে বা কারা যেন বিষ নজর দিয়ে এই অপকর্মটট করে। আমি অবশ্য এই সব কুসংস্কার বিপ্ধাস করি না । কিষ্তু এই পরিবারের বউ পোয়াতি হলে খবরটা গোপন রাখাই নিয়ম। না হলে নাকি নজর লাগে।

একথায় রেমির রাগটা একটু ধাকা খেল। খানিকক্巾ণ সময় নিয়ে নিজেকে সামলে সে বলল， কিস্তু এ খবর কি গোপন রাখা যায় ？

যায়। s্রুব ম্দু গলায় বলল，লোকের সামনে না বেরোলেই হয়।
সেটাও কি এই পরিবারের নিয়ম ？
তাই তো জানি।
তোমরা শহরে বাস না করে আফরিকার জঙলে গিয়ে থাকলে ভাল হত। সেখানে মানাত তোমাদের।

খ্রুব কাতর গলায় বলল，মানছি। কিষ্ঠু তবু যে পরিবারে এসেছো সেই পরিবারের প্রচলিত নিয়মগুলো খামোখা ভাঙতে যেও না।

তা বনে দশ মাস ঘরবন্দী थাকতে হবে ？
তা নয় । বেরোবে মাবে মাঝে। কিষ্ডু নিজের মুখে এঁখনই খবরটা কাউকে দিতে যেও না ।
রেমি ফুসসতে লাগল，কিষ্ডু আর ঝগড়া করল না ধ্রুবর সন্গে । তবে তার মনে একটা সন্দেহ ওত পেতে রইল । 纟্রুব বোধ হয় কথাটা বানিয়ে বলেছে। নজর লাগার ব্যাপারটা একদম বাজে। সষ্তত এই अयৌক্কিক অনুরোেের পিছনে অন্য কোনো গৃঢ কারণ আহে।

পরদিনই ધ্রুব তাকে নিয়ে গেল একজন গায়নোকোনজিস্টের কাছে। ডাক্তারট গোমড়ামুখো

এবং কম কথার লোক। তবে ডাক্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটি ভারী হাসিখুশি এবং ছলবলে। রেমিকে নানারকম পরীক্শা-নিরীক্ষ সে-ই করল। তারপর বলল, আপনি প্রেগন্যান্ট একথা কী করে জানলেন ?

রেমি অবাক হয়ে বলল, কেন বলুন जো! নই নাকি ?
মনে তো হচ্ছে না।
কিষ্ডু आমি সব লদ্ষণই টের পাচ্ছি।
মেয়েটি হেসে বলল, ওরকম কত ফিলিং হয় মেয়েদের !
उবে আমার কী হয়েছে ?
মনে হচ্ছে ভিতরে একটা জ্নাড ব্লট প্যাসেজে আটকে আছে। ওটাকে রিমুভ করা দরকার। কেন ?
ওটা থাকলে নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে। বেশীদিন থাকলে ক্যানসার অবধি হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

আপনি সেণ্ট পারসেণ্ট শিওর ?
তা অবশ্য নই । তবে কাল আপনাকে একটা ক্রিনিকে ভর্তি হতে হবে। আরো পরীক্ষা আছে। তারপর হয়তো একটা মাইনর অপারেশন করতে হবে।

রেমির মনটা আবার ঝাঁৎ করে ওঠে। কেমন একটা সন্দেছ ঘুলিয়ে ওঠঠ মনে। কিষ্তু ডাক্তারের যা-চকচকে চেমবার, নানারকম গ্যাজেট, অ্যাসিস্ট্যান্টের হাবভাবের মধ্যে উচুদরের পেশাদারী দক্ষতা এসব দেখে সে উচ্চবাচা করল না। সে ডাক্তার নয়, বিশেষজ্ঞ নয়, সে কী করে সব কিছু জানবে?

কিষ্তু সন্দেহ ছিন। বারবার উশখুশ করে উঠছে একটা অস্বস্তি, অজানা ভয়। ফেরার পথে গাড়িতে সে ধ্রুবকে জিজ্ঞেস করল, এরা কারা ?

কারা মানে?
উনি কি খूব ভাল ডাক্তার ?
থুব ভাল। যে-কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারো।
জিজ্ঞেস করতে হবে না, রেমি জানে। খুব উদूদরের ডাক্তার ছাড়া কৃষ্ণকাষ্তর পুত্রবধূর চিকিৎসা আর কেউ করবে.না।

রেমি মৃদুস্বরে বলল, হ্ञाড ख্ৰౌট না को যেন বলছিল মেয়েটা । ওরকম कि হয় ?
না হলে বলছে কেন ?
মা-মাসীদের কারো এরকম হয়েছে বলে তনননি।
শোনোনি বলেই কি হতে নেই ?
আমার কেমন ভয় করছে। অন্য কোনো ডাক্তারকে দেখালে হয় না ?
কাকে मেখাতে চাও ?
আমার বাপের বাড়ির ডাক্তার হলেন অমিত শুপ্তু। ভাল গাইনি।
צ্রুব একটু অবাক হয়ে রেমির দিকে চেয়ে বলল, বাপের বাড়ি ?
রেমি সষ্তㄲ্ত হয়ে ওঠে। তার খেয়াল ছিল না, খ্রুবদের পরিবারে যারা বউ হয়ে আসে তালের অতীত মুছে ফ্েেলেই আসতে হম্র। কোন্নে সৃত্রেই বাপের বাড়ির সত্গে তাদের যোগাযোপ বিশেষ থাকে না। কथায় কথায় বাপের বাড়ির রেফারেনস দেওয়া বারণ, বাপের বাড়ির কোনোরকম সাহাय্য নেওয়া বারণ, এমন কি ছোটখাটো নিমষ্ঞণেও সেখানে যাওয়া নিষেধ। রেমির অবশ্য এই निয়ম মেনে নিতে খুব একটা অসুবিধ্রে হয়নি। কৃষ্ণকাষ্ত তাকে অগাধ স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেথেছেন, फ্রের ননদদের কাছ থেকেও সে যথেষ্ট আদর আর সহানুভূতি পায়। একমাত্র স্বামীটিই যা অन্যরকম। তবু এই সুদর্শন ও অজ্ভুত মানুষটির প্রতি এক রহস্যময় আকর্ষণ এবং একে আবিষ্কার

করার এক নাছোড় নেশা রেমির শৃন্য স্ছনটি ভরিল্যে রেথেছছ। বাপের বাড়িকে সে প্রায় ভুলেই



রৌম শান্ত গলায় বলল, शাঁ। आমার বাপের বাড়ির কুগী দেখেন বলে ণো আর অমিত অশু भढ大 याननि।
 ভয় পেও না রেমি, তেমাকে যিনি দেখছছন তিনি দেশের সবচেফ্যে ভাল ডাক্তরদ্রে একজন।

জানি। তবু বড় ডাক্তরদ্দরง ভুন হয়। आমি আর একজন ডাক্তরকে দেখাত্ত চাই।
বেশ। ᄃেখাবে।
কথা রেথেছেল প্বূব। পরদিন আরও একজন বড় ডাক্তর রেমিকে দেখল এবং অনেক রকম প্রন্ন ক্রল। কিষ্থু রেমির প্রণ্লের জবাব দিল না। এবৃু স্নেহসিক্ত হাসিমুখে এড়িয়ে গেল বারবার।

রেমি কিদ্মুতেই বুঝ্তে পারল না, তার গোলমাनটা कী।
 কিষ্ৰু !

রেমি স্থির চোথে সামনের দিকে চেে্যে উইনডক্কিননের আয়ত চতুক্ষেণে দুত अঢ্ত্যে আসা রাস্তা
 নইলে তার বাচ্চা হবে ऊনে প্রथম দিনই s্রুব अমন সাদা হয়ে গেল কেন ?

রেমি ધ্রুবর কথার জবাব দিল না । বাড়ি ফিরে এসে শ্রু বালিশে মুথ চেসে ষরে গোপনে কঁদল किजুক্।

পরদিন একটা চমলকার ক্নিনিকে ভর্তি হল সে। প্রথমবারের গোমড়ামূখো ডাক্তারটি এত निপুণजারে সেই রহসাময় জমাট রক্তটি রের করে নিল বে রেমি কোনো শারীরিক यয্পণা প্রায় টেরই



 কাজে চলে গেন বোমবাই। সাত দিন आর जার কোনো খবর নেই।
 এনেছেন। সেతলো আা্ীীয়শ্বজনদ্রর মধ্যে হই হই করে বিলোলেন। রেমির জনা এনেছিলেন
 घड़ि, কাট भाসের কিহू জिनिम।

এত দাयী সব উপহার পেল্যেও बে রেমির মুখে সতিকারের খুশি উপচে পড়ল না এটা नক
 ढেবিলে বসে উচ্চক্ভ হয়ে উঠলেন, সেই দামড়াট কই ? সেটা आবার কোধায় গেল ?



নত্মুথে রেমি বলল, বোমবাई। अফ্সিসের কার্জ।
अ<िস ! ক্কষ্পকাষ্ত চোথ বড় বড় করে বললো, आবার চাকরিতে पूক্চেছে নাকি ? কোন্ রকামপান্গর সर्বনাশ করজू এবার?



নিরীহতাবে জিজ্েেস করলেন, তোমাকে কেন এত রোগা দেখছি মা ? দামড়াটার সদ্গে কিছু আবার হয়नि जে!

না। মৃমমষ্বরে রেমি বলে।
কৃষ্ণকান্ত খুব উদার গলায় বলেন, आমি তো তোমাকে বনেই দিয়েছি, লোকে কন্না সম্প্রদান
 आমার আপত্তি নেই।
রেমি জবাব দিল না।



 জাতির বাক্তিদ্ব। মাবেমধ্যে সেইসব প্রথা প্রকরণের সংশোধন পরিমার্রন করতে হয়, কিষ্মু বিনাশ
 মানে না সেট্যও বোেে না ভাল করে। ওকে কেউ যদি ম্বক্ষেত্রে কেরাতে পারে তো সে তুমি। বলেছি जে, রক্ত্টা খারাপ নয়, একদু ชुখু গোড করা দরকার।
 কেন্নে গఆभোল হয়নি। अফ্সিসের কাজেই বোমবাই গেছে।

কৃষ্ণबান্ত এ小দ্ম অবাক হয়ে বললেন, তাহলে তোমার এ ঢেহারা কেন ? শরীীর ভাল তো ? রেমি এবটু দ্বিযl করল। তারপর বলল, একটু খারাপ হয়েছিন। এথন সেরে গেছে।
 ভাবি। এবদ্দ বেশীই ভাবি।

রেমি সেট্ জানে। তার কथা কষ্ণকাম্ত जাবেন । দूনিয়ার আর কেউ যদি নাও जাবে তবু
 ব্যস্ত ময্রী এবং রাজনীতিবিদের পল্শ সেট্ এক মন্ঠ স্নেহের প্রকাশ। আর এই জনাই এই লোকটির
 आघ্যষ্রী, পরিমার সচেতন এবং wমাপ্রিয়।

কৃষ্ণকাষ্ত সেদিন ভারী পরম হয়ে পড়লেন। আत্ঠে আत্ঠে নিজের জীবনের কিছ্ কথা বनলেন
 ছিন সামান্য। आমি হয় জেল খটিতাম, না হয় आন্দোলন করে দেলোদ্बারে মেতে থাকতাম। ছেলেবেলায় একমাত ছিন আমার ছোড়দিদি আর বাবার সস্য সেও বড় একটা পাওয়া যেত না।


 জনেরা কেউ আমাকে মনুষ বনেই जাবল না। তারা ज儿ে আমি বুকি নরূদহে এক পাথরের মৃর্তি । আমার বুবিবা হৃপিও নেই, মগজ নেই, বোభশক্তি নেই, সুখদুঃখ নেই। বাইরের লোকেরা আমাকে வে ঢাখে লেখে, ঘরের লোকেরাও লেই চোেে দেখে। একজন নেত। आর কিছ্ন নয়।
जा কেন बादा ?


 ১২৬

রেমি প্রায় কেঁদে ফের্লোহন্ন। ধরা গলায় বলল, না বাবা, কক্ষনো নয়।
কিন্ত̧ প্রতিজ্ঞাটা !্টেরেন্রি রেমির। টিকল না ধ্রুবর জনাই।
বোমবাই থেকে ধ্বূব ফিরলই মাতাল অবস্থায়। কিংবা এও হতে পারে, এয়ারপোঁ থেকে বাড়ি আসার প.থে কোথাও নেমে গলা অর্বধি খেয়ে এসেছিল। এসেই সদর দরজায় দাঁড়িয়ে চেচাতে লাগল, ভঙো, ভঙো, ভেঙে ফেল বড়ি ঘর। রোলার চালিয়ে দাও। বদমাশ, খুনিয়া, শয়তান, ভञ এই সব মানুযের মুখোশ খোলো। শালারা পলিটিকস কবে! অ্যাঁ! পলিটিকস! খেौয়াড়ে ছগগলগুালাা পর্যন্ত এদের চেয়ে অনেক বেশী ওয়েল বিহেভড।

লোকজন গিয়ে ধরে আনল ধ্রুবকে। ঘরে पুকিয়ে দিয়ে গেল।
কিন্তু তারপর দিন থেকেই ধ্রুব ফিরে গেল তার পুরনো চরিত্রে । সারাদিন মদ খায়, হল্লা করে। কখনো বাড়ি ফেরে, কখনো ফেরে না। বোমবাই থেকে ফেরার পর প্রায় মাসখনেক ফ্রুবকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেথল না রেমি ।

কৃষ্ণকান্ত দোতলায় আলাদা একটা ঘর ঠিক করে দিয়ে বললেন, ওघরে তোমার অস্বিবে হলে এখানে এসে থেকে। দামড়াটা কখন কী কাগ্ড করে বসে তার তো ঠিক নেই।

রেমি সেইটেই সঙ্গত প্রস্তাব বলে মেনে নিয়েছিল। ধ্রুবর ঘরে রাত্রিবাস সে প্রায় ছেড়েই দিল । ত বলে যে ধ্রুব তাকে কোনোদিন প্রশ্ন করেছে তাও নয় । প্রশ্ন করলে বা জোর করে রেমিকে ষরে নিয়ে গেলেই বোধ হয় রেমি খুশি হত। কিন্তু ধ্রুব সেই ধাতুতে গড়া নয় ।

রেমি একদিন টের পপল, খ্রুব সক্ধে(বলায় তার ঘরে আহে এবং খুব একটা হম্মা করছে না। চচঁচিয়ে কার কাছে যেন জল চাইল এবং ঘরের টেবিল ল্যাস্পের বালবটা ফিউজ হয়ে গেছে বলে কিছ্ছুক্ রাগারাগি করল। তারপর চুপচাপ।

রেমিকে ভৃতে পেল সেদিদি ধ্রুবকে ধরতেই হবে আজ। ওর মুখ থেকে তনতে হবে, কেন ও এরকম।

পা টিপে টিপে রেমি নেমে গেল নীচে। ভেজানো দরজা ফাঁক করে দেথল, צ্রুব বিছানায় আধশোয়া হয়ে বই পড়াছ । এই একটা কাজ ધ্রুব করে । থুব বই পড়ে। প্রায়ই সেগুলো অর্থনীতি বা সমজদর্শন বা অনুরূপ কঠিন বিষয়ের বই।

রেমি ঘরে ঢুকে বইটা বিনা ভৃমিকায় কেড়ে নিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে কথা আছে।
ধ্রুব বিরকক্ত হয়ে বলল, তোমার অত কথা কিসের ?
থাকলে কী করব ?
आমার বেশী কथा ভাল লাগে না।
आমি কি বেশী কথা বলি?
তা একটু বলোে। মেয়েরা বড্ড বাজে বকে।
आমি জানতে চাই, তুমি এরকম করছ কেন ?
की রকম করছি।
আবার মদ খাচ্ছ!
আমি তো বরাবর খাই। যোলো সতেরো বছর বয়স থেকে।
মাねখানে খেতে না তো!
s্রুব বিরক্ত হয়ে বলল, খাই তো নিজের পয়সায় খাই। তোমার বাপের পয়সায় খাই না, তোমর ঋশেরের পয়সাতেও খাই না।

পয়সার কथा উঠছছ না। খাও ককন ? की হয়েছে?
কিছ্ম একটা হয়েছে।

আজ খখয়েছো ?
খেয়েছি ।
কতটা?
বেশী নয় । তিন পেগ । নেশা হয়নি । এখন আবার খাবো । ডুমি সেফলি কেটে পড়ে ওপরের ঘরে গিয়ে দরজা দাও । পারলে মশুরকে দরজায় পাহারা বসিয়ে রেখো। লাঠি হাতে গোঁফে তা দিতে দিতে বউমাকে পাহারা দেবে, যেন ছেলে গিয়ে তার সতীত্ব নষ্ট না করে ।

তুমি গেলে কি আমার সতীত্ব নষ্ট হয় ? যাও না কেন ? গেলেই তো পারো । গিয়ে দেখ, কেউ তোমাকে আটকায় কিনা ।

ইজ ইট অ্যান ইনভিটেশন ?
ধরো তাই।
आমি দোতলায় উঠি না । ওটা একজন নখদষ্তহীন অথর্ব ও কুষ্মাণ মন্ত্রীর এলাকা ।
উনি তোমার বাবা ।
शাঁ, দুর্ভগগ্যক্রমে।
ঠিক আছে, ওপরে যেতে না চাও না যাবে। आমি কি আসব
না। তোমাকে আমার দরকার তো নেই ।
তোমাকে আমার আছে।
না, আমাকেও তোমার দরকার নেই ।
আমার ওপর রাগ করেছো ?
না। আলমারি থেকে হুই্ইস্কর বোতলটা বের করে আনো ৷ খেতে খেতে একটু কথা কই। রেমি দौঁতে দাঁড পিষে তাই করল । ধ্বুবর মুখ থেকে তার কথা বের করাটা দরক়ার । অনেকটা হুইস্কি খাওয়ার পর ধ্রুব বলল, কী বলতে এসেছ্ছা ?
তুমি আবার মদ খাচ্ছো কেন ?
আমার খুব দুঃখ হয়েছিল, তাই।
কিসের দুঃথ ?
বাচ্চাটার জন্য।
কোন বাচ্চা ?
আমার বাচ্চা।
রেমি কেঁেপে উঠল। বলল, কী বলছ ?
צ্রুব মাথা নাড়ল, ওটা ভ্রাড ক্লটট নয় । বাচ্চা ।

## u २১ $\mathfrak{n}$

রাজ্জেন মোক্তারের ছেলে শচীন ল পাস করে ওকালতি শুরু করেছে সবে। শোনা যাচ্ছে কাছারিতে সে আরগুমেন্ট ভালই করে । হেমকাস্তর পুরোনো উকিল গগন তালুকদার বড়ই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন । কোর্ট কাছারি বড় একটা যান/না; নত্বন একজন উকিল নিয়োগের কथা বহুদিন ষরেই ভাবছেন হেমকাষ্ত ! কিষ্ঠু অলস লোকের যা স্বভাব । ভাবেন ডো কাজ্ে আর হয়ে ওঠে না। কাকে রাখবেন সেটাও ভেবে সেখা দরকার ।

শচীনের কथা তাকে বলল রঙ্গময়ী, এসব খবর রঙ্গময়ীর খুব ভাল রাখার কথা নয় । কিষ্ত্র একদিন সে সকালে এসে সোজা বলল, গগন বাবুর তো নখদষ্ত বলে আর কিছু নেই । कथা বলডে গেলে নালে-ঝোলে একাকার হয় । ঐই বুড়োকে দিয়ে তোমার মামলা টামলা চলবে ?

হেমকাষ্ত অবাক হয়ে বলে মমनা কিসের ?
 निचেছে ?

ना, इल़ে अঠनि
 ज( গোল্লায় यাচ্ছে। বইপত্র ছোয় না।
 কেন
রামকান্ত দারোগা রোজ লোক পাঠাচ্চ তোমাকে কী সব লিঢে দেওয়ার জনা।
কেন ?


आমি तো শচौनের ক্থা বनि, অब्र বয়স, বুদ্ধি-সूদ্ধি খूব।
 রাজেনবারু ঢকার লোক। ময়মনসিংহে আলেন <ৌজদারি মামলার ছড়াছড়ি দেথে। খুবই সামান্য
 পড়াতেন। সেই সৃত্তে শহরে একম বসতের জমি পান। আत্ঠে আc্যে অবস্श यিরিয়ে কেলেছেন
 ছেলে। cেশ সুপুরুষ, লমা ছিপছিপে চেহারা, গানট̈নও গায়।

শচौनের নিয়োগে আপত্তির কিদ্ নেই। হেমকাণ্ত বনলেন, তহনে ওকে একাু ডেকে পাঠাও।
 কথাবার্ত রোলো, আর ছেলেট্টে ভাन করে নШও কোরো।

তোমার মくো কাবললা দূটি নেই। শচীন ఆরু উকিলই নয়, একজন সe পাত্রও বটে। তোমাদের भानि घर।

ভাবতেই হয়। মেয়ে বড় হচ্ছে, কিষ্ুু বাপের কোনো দূপ্চিষ্জা নেই, কাজেই পাড়া পড়শীকেই ভাবতে হয়।

হেমকা্্ত ঋুব হাসলেন, তারপর বললেন, আচ্ছ লেখ্য যাবে।
आর একটা ক্থ।
বलো।
Mশীর হয়ে মামলা লড়ার কেউ নেই।
বরিশালে ওর বাবা আহু।

কেন, গা করহহ না কেন ?
 মনে হয় না, শশীর বাপ উক্লি--দুকিল লাগাবে।

হ্যেকাষ্ গड्डीर হয়ে বনেন, লোকটাকে লে চাবকাcত হয়।
लে যখন হাতের কাছে পাবে তখন চাবকিও। কিষ্রু এখন তো অব্হাण সামাन দেওয়া দরকার ।
आমার को করার आহू ?

শচীনক্র একটু বোলো।
শচীन!
ছেলেটা ভাল । বুদ্ধি রাথে। পয়সার পিশাচও নয়। তুমি বললে হয়তো শশীর পক্ষে দাঁড়িয়ে লড়াই করবে। তোমাকে কোনো বিপদের ষ্ঁঁকি নিতে হবে না। ভয় পেও না।

হেমকান্ত রঙ্গয়ীর চোথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁরু মুখের হাসি ষীরে ধীরে মুছে গিয়ে একটা কঠোরতা ফুটল। ধীর স্বরে বললেন, মনু, তোমরা আমাকে সবাই একটু ভুল বুঝলে।

রঙ্গময়ী বুঝি একটু লজ্জা পেল। বলল, আমাদের মেয়েমনুমে বুদ্ধি, ওগো রাগ কোরো না। ডুমি গঙ্টীর হলে আমার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে यায় ।

হেমকান্ত খুব ম্নান একটু হেসে বললেন, থাক, আর মন-রাখা কথা বলতে হবে না মনু । শচীনকে থবর পাঠাও। যা বলবার আমিই বলব।

বিকেলে কাছারির কাজ শেষ করে শচীন এল। রুচিবান ছেলে। বাড়ি গিয়ে উকিলের পোশাক ছেড়ে খুতি পানজাবি শাল চাপিয়ে এসেছে। ভারী সুন্দর চেহারাটি। কমনীয় মুথশ্রীতে বুদ্ধির দীপ্তি ঝলমল করছে। হেমকান্তকে প্রণাম করে সামনে বসল।

রभ্গয়ীর পরামর্শমতো ছেলেটিকে ভাল করেই লক্ষ করলেন হেমকান্ত।চমৎকার ছেলে, সন্দেহ নেই। এই ছেলে এ বাজারর এথনো পড়ে আছে সেটাই বিশ্ময়ের।

হেমকান্ত বললেন, ঘটনাটা কি গুনেছো ? শশিভৃষণ নামে একটি ছেলে যে আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল!

আজ্ঞে হাঁ।
সেটা নিয়েই গোলমাল । দারোগা রামকাচ্তবাবু আমার একটা বিবৃতি চাইছেন। সেটা কি দেওয়া উচিত বলে মনে করো ?

শচীন বলল, স্টেটমেন্ট এখনই দেওয়ার দরকার নেই। মামলা উঠুক, তথন দিলেও চলবে।
দারোগা আমার কাছে কিরকম স্টেটমেন্ট চাইচে তা আন্দাজ করতে পারো ?
শচौन মূদू একদু হেসে বলল, তা বোধহয় পারি। উনি সম্তবত আপনার কাছ থেকে একটা মুচলেকা আদায় করতে চাইছেন।

উদ্দেশ্যটা कী?
উদ্দেশ্য, শশিভূষণকে ফৗসানো, তার বিনিময়ে আপনি আপনার নিরাপত্তা কিনে নিতে পারবেন। হেমকান্ত গণ্তীর হয়ে বলেন, আর যদি সেরকম মুচলেকা না দিই ?
তাহলে পুলিস আপনাকেও ফौসানোর চেষ্টা করবে।
মামলাটা তুমি নেবে ?
শচীন বিনীতভাবে घাড়হেেঁ করে বলে, নিতে পারি।
আমাদের পুরোনো উকিল গগনবাবু বুড়ো হয়েছেন। আমি সেই জায়গাতেও তোমাকে অ্যাপয়েন্ট করতে চাই।

যে আজ্ঞে।
তাহলে কান থেকেই গগনবাবুর সঙ্গে বসে সব কাগজপত্র বুঝে নাও।
যে আজ্ঞে ।
আমার এসটেটের অবস্ছা বিশেষ ভাল নয় । থাজনা আসে খুব সামান্য। আদায় উসুল করার লোক নেই। প্রজাদের হাতে নাকি নগদ টাকারও খুব অভাব।

শচীন মৃদু ম্বরে বলে, একটা ডিপ্রেশন চলছে ঠিকই।
ছেলেরা চায় জমিদারী বেচে দিই, তুমিও কি তাই বলো ?
শচীন একটু ভেবে নিয়ে বলল, দেখাশোনার লোক না থাকলে অবশ্য জমিদারীটা একটা

লায়াবিলিটি হয়ে দौঢ়ায়, কিষ্তু এথনই বেচার কথা ভাবছেন কেন ? আমি আগে কাগজপত্র দেথি।
তুমি তো দেখবে আইন্নের দিবটা, হিসেবপত্র দেখবে কে ? আমি নতুন করে গোটা এসটেটের একটা আ্যাসেসমেন্ট করতে চাই।

শচীন <লে, সেটাও খুব শক্ত হবে না। দলিল-টলিলগুলো আমাকে দেবেন। দেখে দেবো। আপনার ম্যানেজার মশাইয়ের সন্গেও একটু বসা দরকার।

বেশ, সে ব্যবস্থাও হবে। তাহলে আমি নিশ্চিষ্ত ?
आগে সব দৈথি।
শশিভূষণের বিরুদ্ধে পুলিস মামলা সাজ্রিয়েছে বলে কিছু জানো ?
শচীন মাथা নেড়ে বলে, এখনো দেয়নি। তবে হাসপাতাল থেকে আজই তাকে হাজতে নেওয়া হয়েছে।

হেমকান্ত দীর্ঘপ্মাস ছেড়ে বললেন, তাহলে ছেলেটা ফাঁসিতে মরার জন্যাই বেঁচে উঠল !
खाँসि যে হবেই তা বলা যায় না।
শশীকে তুমি বাঁচাতে পারবে ?
শচীন চিষ্তিত মুখে বলেে, পুলিসের কাছে সে কী বলেছে তা তো জানি না। পুলিসই বা কী পয়েন্ট দিয়েছে তাও দেখা দরকার। আপনি বললে आমি শশীর সজ্গে দেখা করতে পারি।

করো ।
কিন্ডু একটা কथা আছে।
को कथा ?
आমি একা গেলে সে হয়তো আমাকে ঠিক বিষ্বাস করতে পারবে না।
आমি यদি তোমার সজ্গে যাই?
শচীন একটু দ্বিধা করল। कী যেন বলি-বলি করেও সামলে নিয়ে বলল, তার হয়তো দরকার হবে না। শশীকে आমি কনভিনস করতে পারবো।

আমি যাবো না বলছ ?
দরকার হলে বলবখন। তথন যাবেন।
হেমকান্ত উদাস ইয়ে গেলেন। বললেন, ছেলেটাকে আমার একট্দ দেখতেশ ইচ্ছে করছে। আমার বাড়িতে কয়েকদিন ছিল, কিষ্ঠু অসুস্থ অবস্থায় । ভাল করে কথাও হয়নি। না, চলো, কাল আমিও তোমার সজ্গে যাবো।

শটীনের মুখে আবার সেই দ্বিধার ভাবটা দেখা গেল । মৃমুম্বরে বনল, আপনার এখন না যাওয়াই বোধহয় ভাল।

কেন বলো তো ?
শচীন মাদু একটু হেসে বলল, শহরে একটা 冋জব রটেছে। লোকের ধারণা এ বাড়ি থেকে শশীকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হেমকান্ত চমকে উঠে বলেন, সে কী ? কে রটাল ?
Лুজব রটানোই তো কিছ্হ লোকের কাজ। আমার মনে হয় শশীরও সেরকমই ধারণা। কেন, শশীর এরকম ধারণা হওয়ার কারণ কি ?
কোনো কারণ নেই। তবে শহরের অজবটা তার কানে পৌছানোই সষ্ভব।
হেমকান্তকে ভারী ক্সান্ত দেখাল। বললেন, লোকে একথা বিষ্বাস করে ?
হয়তো সবাই করে না।
তুমি করো ?
না। आপনাকে আমি শিখ বয়স থেকে দেখে আসছি। এই পরিবারের কোনো লোক কথনো

ছোটো কাক্ণ করেনি।
হেমকান্ত একটু স্বস্তির ম্বাস ফেলে বললেন, না, আমরা ছোটো কাজ সহজ্জে করি না। শশীকে ধরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠঠ না।

आমি জানি। दরিশাল মারডার কেস নিয়ে খুব তোলপাড় হচ্ছে। শশীর পঢ্ষে দলছুট হয়ে লুকিয়ে থাকা এমনিতেই সচ্তব ছিল না।

তूমি অনেক জানো দেখছি।
কিছু খবর রাখি। ওকে যারা প্রেটেকশন দিতে পারত তাদের সচ্লে ও যোগাযোগ করতে পারেনি। তাছাড়া আর একটা নির্দেশ ছিল ওর ওপর। সেটাও ও মানেনি।

की সেটা ?
কथা ছিল, মারডারের পর সুইসাইড করবে।
হেমকান্ত শিউরে ওঠেন, তাই নাকি ?
शौ।
তুমি কী করে জানলে ?
মনুদিদির কাছে ও নিজেই বলেছে।
কই, মনু তো আমাকে বলেনি!
আপনাকে খামোখা বিরক্ত করতে চান নি।
তোমকে কবে বলল?
পর৩ মনুদিদি আমদের বাড়িতে গিয়েছিলেে। তথনই বলেন।
শশী সুইসাইড করল না কেন ?
সেটা বোঝা মুশকিল। इয়তো শেষ সময়ে দুর্বলতা এসে গিয়েছিল। পিস্তলের গুলিও ফুরিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। বাচ্চা ছেলে তো ।

হেমকাষ্ত কিছুম্মণ চুপ করে থেকে বললেন, কিষ্ডু আমার সম্পর্কে ওর ভুল ধারণাটা যে ভাঙা দরকার। কী করব বলতে পারো ?

এখন কিছু করার দরকার নেই। আগে আমি ওর সজ্গে কথা বলে দেখি।
মনু কি ছেলেটার সজ্গে দেখা করেছে?
ना, উनि बেষ্টা করেছিলেন। পুলিস দেখা করতে দেয়নি।
ঠিক আছে। আগে তুমিই দেখা করো।
যে आ区্⿰ে ।
মামলা কবে নাগাদ উঠবে ?
তা বলতে পারি না। তাছাড়া মামলা তো এখানে হবে না। শশীকে বরিশালে চালান দেওয়া रবে। মামলা উঠবে সেখানে।

এখানে इয় ना ?
সেট নরমাল প্রর্সিডিওর নয়।
তूমি কি বরিশানে গিয়ে মামলা লড়তে পারবে ?
जा পারা যাবে না কেন ? ও নিয়ে আপনি ভাববেন না।
আচ্ছ, তোমার ওপর अনেক দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দিলাম।
তাতে কি ?
পারবে তো সব সামলাতে ?
बেট্টা করব।
শচীন চলে যাওয়ার পর হেমকান্ত অনেকক্ষণ শচীনের কথাই ভাবলেন। ছেলেটি র্অত

চমৎকার। এই হেলেটিকে যদি জামাই করেন তবে সব দিক দিয়েই তাঁর ভাল হয়। বিষয় আশয় এবং মামলা মোকদ্দমা নিয়ে ভাববার মডো একজন লোক পেলে জীবনটা তিনি নিষ্চিণ্ঠে কাঢতে পারেন ।

হেমকান্তর ঘরের বাইরেই ওত পেতে ছিল কৃষ্ণকাষ্ত । শচীন বেরিয়ে আসতেই ধরল, শচীনদা, की कथा इन ?

শচীন এক্টু হেসে বলে, তা দিয়ে তোর কী দরকার ?
আমার দরকার আছে। তুমি শশীদাকে বাঁচাবে ?
आমি বौচাতে যাবো কোন দুঃথে ?
বাবা তোমাকে শশীদার উকিল ঠিক করেনি ?
করলেই বা। উকিল কি ভগবান ?
সি আর দাশ কিরকম আরশুমেন্ট করেছিল জানো ?
খুব পেকেছিস দের্খি।
শচীন নীচে এসে. বারবাড়িতে রাখা তার সাইকেলটা টেনে নিয়ে বলে, শশীকে নিয়ে তোকে অত ভাবতে হবে না। লেখাপড়া কর।

করছি। আমি উকিল হবো।
তাই নাকি ?
উকিল হয়ে ৩খ্বু স্বদেশীদের হয়ে মামলা লড়ব।
বলिস কি ? उু স্বদেশীদের মামলা লড়লে যে পেট চলবেনা।
आমি তোমার সাইকেলের রডে একটু উঠি শচীনদা ?
ওঠ। কিজ্ধু ডোর মতলবখানা को?
চলোই না, বলছি।
শচীন সাইকেলের রডে কৃষ্ণকান্তকে নিয়ে বড় রাস্তায় উঠে এল। রাস্তা মেটেই ভাল নয় । そটটের রাস্তায় গर্ত, উঁচু নীपু।

সাইকেল চালাতে চালাতে শচীন বলল, এবার বল।
ছোড়দিকে তোমার পছন্দ হয় ?
শচীন একটু থতমত খেয়ে হেসে ওঠে। বলে, আমার পহন্দ হলে তোর কী লাভ ?
তোমার সজ্গে ছোড়দির বিয়ের কথা চলছে, জানো ?
শচীন একটু গঙ্টীর হয়ে বলে, না তো ! ঢোকে কে বলল ?
মনুপিসি। বলেনি ঠিক। বাবাকে বলছিল, আমি ওনেছি।
তাই নাকি?
তুমি ছোড়দিকে বিয়ে করবে ?
দूर खधिन!
ছোড়দি সুন্দর না ?
কে জানে!
লোকে বলে, ছোড়দি নাকি খুব সুন্দর।
তা হবে।
কিষ্ডু ছোড়দির একটা দোষের কथা তোমাকে বলে দিই। রেগে গেলে কিষ্ডু ছোড়সির নাকের ডগা নড়ে।

শচীন এত खোরে হেসে ফেনन যে, সাইকেল বেসামাল হয়ে গেল কিছুকণের জন্য। ফের সামলে নিয়ে সে বলল, আর কী দোষ আছে রে তোর ছোড়দির ?

ভীষণ হিংসুটে। থুব মিথ্যে কথা বলে।
তাই নাকি ? তাহলে ওকে তো বিয়ে করা উচিত নয়।
না না। করো। ছোড়াদি এমনিতে ভালই। তোমার সহ্গে বিয়ে হলে ছোড়দি তো কাছাকাছিই थাকর়, তাই না?

ও, সেইজনাই আমাকে বিয়ে করতে বলছিস ?
শচীন আবার হাসতে থাকে।
রঙময়ী বিশাখার চুল বেঁধে দিল সেদিন বিকেলে। তারপর বলল, বাপ তো বোম তোলানাথ, মেয়ের বয়সের দিকে লক্ষ্য নেই। কিন্তু এই রয়সে কি ঘরে রাথা যায়!

কথাটা শুনল বিশাখা। কোনো মন্তব্য করল না।
রঙ্গময়ী হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, রাজেন মোক্তারের ছেলে শচীনকে তো দেখ্থেিস !
বিশাখা একটু বিস্ময়ভরে চেয়ে বলে, দেখব না কেন ? সুফলার দাদা তো !
তার ক্থাই বলছি।
তার ক্থা কেন ?
তোর বাবার খুব ইচ্ছে, ওর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ করে ।
ওর সঙ্গে ? বলে বিশাখা যেন আকাশ থেকে পড়ে।
কেন, ছেলেটা খারাপ নাকি ? কী চমеকার রাজপুত্রের মতো চেহারা !
বিশাখা একটা ঝামটা মেরে বলে,হলেই বা মেক্তরের ছেলেকে বিয়ে করতে যাবো কেন ? আর পাত্র জুটল না ?

রঙ্য়ী বলে, মোক্তারের ছেলে তো কী! ও নিজে তো উকিল।
ওরকম উকিল গগ্ডায় গগ্ডায় আছে।
তোর পছন্দ নয় ?
দ্র বলে প্রস্তাবটা একদম উড়িয়ে দিল বিশাখা।
রঙ্গময়ী স্তক্ধ হয়ে গেল। অনেকদ্ষণ বাদে একটা দীর্ঘ্প্যস ছেড়ে বলন, এমন পাত্র তোর পছন্দ নয়! সত্তাই পছন্দ নয়

বিশাখা বিরক্ত হয়ে বলে, আমি কি তোমাদের পথের কাঁটা পিসি যে, ४রে বেঁধে জলে ফেলে দিতে চাও !

জলে ফেলে দেওয়া কি একে বলে ?
তা ছাড়া আর কী ? আমার কেনো দিদির কি এরকম ঘরে বিয়ে হয়েছে ?
রাজেন মোক্তারও তো গরীব নয়।
একসময়ে তো ছিল। ওদের বাড়ি থেকে মার কাছে প্রায়ই লোক আসত চাল, টাকা, পুরোনো কাপড় চাইতে।

সে তো কবেকার কথা !
তা হোক। ওদের সংসারে বউ হয়ে আমি যেতে পারব না। বরং তোমাদের অসুবিধে হলে বোলো, পুকুরে ডুবে মরব।

আমদের অসুবিধে আবার কী? বারবার ওকথা বলছিস কেন ?
रচ্ছে বলেই বলছি।
কিসের অসুবিধে? কার অসুবিধে?
অত জানিনা। মনে হল, তোমাদের দুজনের একটু অসুবিধে হচ্ছে আমি থাকতে।
রऊময়ী নিঃশব্দে পালিয়ে গেল।

কৃচ সন্দেহ যথন সতা হশ্যে দেথা দিল অবশেবে，ত্থন রেমির সত্যিকরেরে ঘেন্না এল গ্বূর งপর। आর রাগ। পারcে সে লোকটাকে খুন করে।

দूशাত জামা খামচে বরে প্রুবকে এত জোর নাড়া দিতে লাগল সে বে মাতান প্রুব় মাথাঢা নটপট করতে লাগল घাড়ের ওপর । বুঝিবা মौকুনিতে খসে পড়ে। চিeকার করে রেমি জিজ্sেস করতে লাগল，কী বললে ？ঠিক করে বলো ！শ্পষ্ট করে বলো ！বলো ！নইলে তোমাে আমি খুন করে ফেলব



রেমির রাগ ততে আরো চড়ন। উত্তুঙ সেই পিশাচ রাগ লুপ্ত করে দিল তার কাগাকাঞ खান।
 সত্তিকারের বাচ্চা এস্সেছিন ！पুম্ম আমাকে মিথো করে বুঝিল্যে সৌা নষ্ঠ করেেেে ！বলো，ঠিক কি ना ！

夕্রু সভয়ে রোমি দিকে চেয়ে বলে，ঠিক।
ঠিক ？आর্তনাদ করে উচে রেমম চেপে ধরল ধ্বরর গলা। প্রাণপণে．তার গাসনালী অবরোধ করে
 থাকব্রে？মরো！মরো！মরো！
 রেমিকে। রেমির প্রচঙ সুচোর চাপে দম আটকক আসছ্রিন তার। চোখ দুটেে বড় বড়। কপালে

 থাকত রেমি，তাহলে হয়েতে পারত। কারণ সেই মূহুর্তে খুন করার মঢোই একটা রাগ তর করোহিন

 কেন কেন आমি এই 丬ুনী এই পिশাচকে ভাनবাসি ？কেन ভाলবাস ？

রেমির হাত থেকক মুক্ত প্রূব গড়িয়ে পড়ে গেল বিছছনায়। একটা বীভৎস হেঁচককির শদ উঠতে


রেমি প্রথমটায় অবাক হয়ে దেয়ে থাকে পূবর দিকে। जারপর তার বুক জুড়ে লেখা দেয় ভয়। ও

 भाয়ে পড়ি，ওরকম কেরো না। को হয়েছে তোমার ？ওগগা ！



 बোঝাতে চাইন，তার তেমন किছ্ इয়ন ।
 বাথকুমে। জল এনে হিটে দিতে লাগল धুবর মুখে কাたে। ফ্যান भूলে দিল মাথার ওপর। খুলে দিল বুক্বের্র বোতাম।

অনেকண্ষন ধরে কাশল প্রুব। গভীর ঘ্যাস টেনে ষীরে পীরে স্বাভাবিক অবস্शায় ফিরে অলাগলার ফর্সা চামড়ায় তখনো লাল দগদগে হয়ে বসে আছে রেমির আঙ̧লের ছপ।

ওঠার মতো অবস্থা তখনো তার নয় । বালিশে ক্লান্ত মাथা এলানো। ম্নান একটু হেসে বলল, পারলে না ?

রের্ অবিপ্মাসের চোখে চেয়ে ছিল ওর মুখের দিকে। বলল, কী পারলাম না
আর একটুক্মণ চেপে রাখলেই তো হত। পারলে না কেন ?
রোম উপ্বড় হয়ে পড়ল ধ্রূবর বৃকে । দুহাতে আঁকড়ে ধরে পাগলের মতো কাঁরতত লাগল, বেলো ना বোলো ना! आমি রাক্ষুসী।

ধ্যূব সেই কান্নায় বাধা দিল না। চুপচাপ শুয়ে রইল। কিছুক্ষণ। তারপর ফ্যাঁসশ্েেঁসে গলায় বলল, একটু ব্র্যাध্ দাও।

একটৃও প্রতিবাদ করল না রেমি। উঠেে কাঁদতে কাঁদতে, ফৌপাতে ফেঁপাতেই আলর্মার থেকক ব্র্যাগ্রে বোতল বের করে গেলাসে ঢেলে জল মিশিয়ে খ্বুবর হাঁ করা মুখ একটু একস্ঠ করে ঢেলে मिতে লাগল যত্ন করে। জীবনে এই প্রথম ম্বামীকে মদ খাওয়াচ্ছে সে। তবে মদ হিসেবে নয় ।

ধ্রুব গিলতে পারাছিল না। গিলতে গিয়ে একবার বিষম থেল। পরের বার কষ বেয়ে গড়ড়়ে পড়ে গেল অনেকটা। ফিস্সিফি করে বলল, পারাছি না

রেমি ওর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সম্নেহে। জিজ্ঞেস করলল, কষ্ট হচ্ছু ?
ধ্রুব মাথা নেড়ে সেইরকম ফিস্সফ্সে গলায় বলে, না। ত্মেন কিছু নয়।
आম ডাক্তারকে খবর দেবো।
না রেমি । ওসব কে小েো না। কেউ যেন জানতে না পারে। একটা মাফলার বের করে আন্না। রোম আনল।
খ্রুব বলন, গলাঢা ঢেকে দাও।
কেন গো ?
দাও ना।
ক্রেমার কেমন লাগহু সর্ত্যি করে বলো।
ভাল গলাটায় একটু অস্ধস্তি । ওটা কেটে যারে।
ঠিক করে বলো।
ঠিকই বর্नছছ রেমি । শোনো, কাউকে কিছ্ন বোলো না। ডাক্তার ডেকো না।
রেমি ষুকল, ধ্রুব তাকেই বাঁচাতে চাইছে। আর কিছু নয়।
 পরদদ্ন খ্রুবকে খুবই ম্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। সারা রাত রেমি এক সেকেওও ঘুচ্যায়নি। চিত্রার্পিতের মজো বসে ধ্রুবর মুখখানার দিকে চেয়ে থেকেছে অপলকে। সারা রাত ধরে সে নিজ্েেে প্রশ্ম করেছে, কেন এই লোকটিকে ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারি না ? কেন এই মানৃষটিকে आমি কিছুতেই অস্ধীকার করতে পারি না ! এই মাতাল খুনী নিষ্ঠুর, উদাসীন ও অপ্রকৃত্স্যু লোকটা কোন याদूবনে आমাকে দথল করে আছে ?
 পাগল করে তুলেছিল তকে, তেমনি ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর বুক ভাসিয়ে এল করুণা মায়া গভীর এক ভালবাসা । সেই দুকৃল ছাপানো ভালবাসায় বয়ঃসষ্ধির প্রথম প্রেমের মডো উম্মন চঞ্ধল হল রেমি । কিষ্যু হায় ! যাকে নিয়ে তার এই ভালবাসা সেই অপ্রকৃত্ত্থু পুরুষ আবার ঐটে দিল তার অভ্যড্তরের কপাট। রেমিকে যেন চেনেই না।

পরमिন গनाয় মাফলার אড়িয়েই अফিসে বেরোলো প্রু। গভীর রাতে ফিরল মাতাল হয়ে।

দूদিন পর চলে গেল ব্যাঙাোোর অयিসেব্র কাखে । রఆনা হওয়ার আগে রেমি বলল, আমাকে নিয়ে यাও। কनকাতা বড় একমেয়ে নাগহে।

আরে দূর ! আমি যাচ্ছি হারিকেন ট্যুরে। কাজ নিয়ে ব্যতু থাকব। তোমার কি আর হোটেলে একা একা বসে থাকতে ভাল লাগবে ?

তবু তো চেঞ্জ !
আচ্ছা, পরের বার হবে।
আমাকে আ্যাভয়েড করছ।
s্রুব একটু কাঁচুমাচু হয়ে বনে. ঠিক जা নয় । তবে অনেক আামেলা আছে। আমরা ইচ্ছেমজো বউ নিয়ে বেড়াতে যেতে পারি না। শ্বษরের পারমিশন নিতে হবে তোমকে।

নিতে হলে নেবো।
উनि मেবেন ना।
কেন দেবেন না ?
উनি আমাকে বিশ্ধাস করেন না। দারজিলিং-এ আমি কী কাত করেছিলাম মনে নেই?
মদ খাবে. এই তো ? সে আমার অভাস হয়ে গেছে।
আর यদি ফের মারপিট লাগে ?
তাহলেও তো আমার সঙ্গে থাকা দরকার। তোমাকে দেখবে কে?
ষ্ষীজ রেমি, চাপাচাপি কেরো না।
আমার সঙ্গ তোমার ভাল লাগে না ?
প্রুব একটু হেসে বলল, কথাটা মিথোও নয়। তোমার সঙ্গ বলে কথা নেই, আসলে আমি মেয়েদের বেশীক্ সश করতে পারি না।

কেন্ন পারো না?
রেগে যেও না। গার্লস আর এ অফুল লট। তাদের এতরকম প্রবলেম থাকক।
आমি তোমাকে কখনো কোনো প্রবলেমের কথা বলি?
ना। তবে তুমি নিজেই একটি জ্যাঙ্ত প্রবলেম।
কিরকম ?
ध্রুব হাতঘড়ি দেখে বলল, অত সময় নেই রেমি। এ निয়ে পরে কথা হবে।
রেমি দৃত্তার সঙ্গে বলে, তুমি অনেক কথাই শুরু করো, কিস্ডু শেষ করো না। মেয়েদের যদি তুমি অতই অপছন্দ ক<রো তাহলে বিয়ে করেছিলে কেন ?

এ কথার একটা পেটেন্ট জবাব আছে ধ্রুবর। সে বলে, বিয়ে আমি করিনি, বিয়ে আমাকে করানো হয়েছে। আমি মজ্তও উচ্চারণ করিনি বিয়ের সময় । কিষ্তু আজ ফ্রুব সে জবান मिল না। বরং মুথে একটা অবাক ভাব ফুটিয়ে বলन, आমি বিয়ে না করলে তোমার বিয়ে হত কার সন্গ ?

রেমি বলল, অनেক ভাল ছেলে ছিল । অনেক ভ্রাইট, লাভিং, ত্রডহারটেড পাত্র জুটতে পারত। তাই নাকি ? তাহলে ম্যারেজেস আর মেড ইন হেভেন কথাটা সত্যি নয় বলছো ?
মোটেই নয়।
আমার তো মনে হয় বিয়েটা বাস্তবিকই ভবিতব্য। আমি ছাড়া তোমার গতি ছিল না।
না, মোটেই না। আমি এ বিয়ে মান.今ি না।
খুব বড় বড় চোথে রেমির বিদ্রোইী চেহারাটার দিকে চেয়ে রইন । তারপর বলল, সাব্বাস ! এই তো চাই।

তার মানে? ইয়ার্কি করছো নাকি?
ધ্রুব দুহাত রেমির কौধে রেখে বলে, না রেমি, একটুও ইয়ার্কি নয় । শোনো, আমি বাস্তবিকই

তোমাকে বিয়ে করিনি। অষ্তত স্বেচ্ছা় নয়। पूমি কি আমাকে স্ষেচ্ছায় বিয়ে করেছে ？ রেমির চোখ ফেটে জল আসছিল। ঙুঁসে উঠে বলল，ঢোমাকে চিনলে কথলো স্বেচ্ছায় বিয়ে করতাম ना।

তোমার কোেো লাভার ছিল না ？
ना। কিষ্ৰু जতে को ？
ছিন। বनবে না । ঠিক আছে，ఆনতে চাই না। उবে আমার মনে হয়，তোমার মতো সুন্দরী মেয়েরের নাতার না থাকাটই অস্বাजাবিক।

 কথাট্ বनिनि মাইরি। आমি বলতে ঢাই，সতিই यদি কোনো লাভার থেকে থাকে তবে তার কাছই তোমার ফিরে যাওয়া উচিত।

মুখে এল কथাঢ जোমার？বলঢত জিব সর়ল？ছিঃ
 ना বা এতদিনেও টের পাওনি শে，কৃষ্ণকান্তর বখে যাওয়া এক ছেলেকে আবার লাইনে আনার জন্যা তোমার মতো একটি সুদ্দরী মেয়েকে ভারহুয়ালি উ〒সর্গ করা হয়েছছ ！ঠিক ব্যোবে পাঁঠা বলি দেয় পারহে বৃৰ্তে
 তোমার মতে একজন লম্পট মাতােের সত্গে আমার বিয়ে chওয়ার পিছনে হয়তন ওそটাই কারণ।

তাহলে ？বনে প্রুব খুব বিख্खের মরো হাসল，এই বিয়ের বিরুদ্ধে কি তোমার বিদ্রো করা উচিত নয় রেমি ？উচিত নয় কি आদাनতে গিভ্যে आইনের आশ্রয় নেওয়া ！বनো！

উচিত। নিচ্য়ই উচিত।
जাহ＇লে তাই করো রেমি। ভাঙা，ভাঙে এই পরিবারের ভিত। কুসং্প্পারাচ্ছম প্রচীনপণ্টী，


 হয়ে চলে যাও নিজের সতিকরেরের প্রেমিকের কাছে। জয়ী হও，মুক্ত रও，ঘुণা করো আমাদের।

 आপনমনে হাসছিল，পাগল！একটা পাগन ！

ফুল ফুট্টে পতঅ আসেই। সেই অর্থে রেমিরও কি প্রেমিক ছিন না দু একজন ？ছিল। দাদার
 এসে সব সময় হাজির হত। একজন অধ্যাপক ছিলেন চিন্ময় সানাল নামে । চমeকার মানুষ। একফৃ নরম হয়ে পড়़ছিলেন তার প্রাত। রাঙ্তায় घাটে ক্তবার সপ্রশংস বা ললাতী ঢোখ তাকে অনুসরণ
 जার মনে হয়，পৃথিবীর আর কোো পুকুষ নয়，আর কেউ নয়，একজনরেই তার চাই। পুরোপুরি চাই। यে লোকটা তাকে এত অপমান করে নাকের ডগা দিত্যে ব্যাঙ্भালোর চলে গেল। তার প্রতি यার এত উপেশ্শ। । এত উদাসীনত। এই পাগলকে সে এবদ্নন বলবে，এস্সস，বি＜্যে 心েঙে দিই। আমি কুমাযী হয়ে যাই，তুম্ও কৌমার্লে ফিরে যাও। जারপর আমার ম্বয়ব্র হোক। কাকে মালা দেবো জানো ？आशমমা 小োথাকা ？वোরো না ？

বউমার উড়．উড়．ভাবট্ ব্যত্ততার মধ্যেও একদিন নম্ষ করেন কৃষ্ণকান্ত। ডেকে বলেন，

দামড়াটা ব্যাঙ্গালোর না কোথায় গেছে যেন !
शाँ।
তোমকে চিঠি পত্র দিয়েছে ?
ना ।
ফোনটোনও করে না ?
ना ।
চমৎকার । হীরের টুকরো আর কাকে বলে। কোন হোটেলে আছে তাও বোধহয় জানো না ? রেমি মাথা নেড়ে বলে, না। বলে যায়নি।
দিন সাতেক হল বোধহয়!
তা হয়েছে।
কৃষ্ণকান্ত একটা দীর্ঘ্পাস ছেড়ে বলেন, এবার থেকে যখন বাইরে যাবে তখন ওর হোটেলের নামটা অষ্তত জেনে নিও। তোমার মুখ দেখখই মনে হচ্ছে, দামড়াটার জন্য দুচিচিষ্তা করছ। কিষ্ভু তাতে লাভ নেই । কাল বোধহয় লতু দশ্ষিণেশ্বর যাবে। সঙ্গে জগা থাকবে। গাড়ি যাচ্ছে। ওই সঙ্গে তুমিও ঘুরে এসো গে যাও। লতুটা তোমার সজ্পে মেশেটেশে, না কি নিজের বক্লুট্ধু নিয়েই মত্ত থাকে ?

প্রশ্নটা খুবই প্রাসঙ্গিক। রেমির ননদ লতু বউদিকে প্রচণ্ড ভালবাসে বটে, কিষ্তু তার কলেজ এবং বাইরের জগৎটা বড্ড বেশী বড়। তাছাড়া এই বয়সেই সে, নানারকম সোশ্যাল ওয়ার্ক করে বেড়ায় । ফলে বউদির জন্য তার দেওয়ার মতো সময় থাকে না । একজন ভাসুর্র ৫ একটি দেওর আছে রোমি । তারা প্রায় না থাকার মধ্যেই। ভাসুর দেরাদুন মিলিটারি স্কুল থেকে পাশ করে এখন সামরিক বাহিনীর উঁচু পোস্টে বসে আছে পুনায় । বিয়ের পর তাকে এক্ক আধবার দেখেছে রেমি । অবাঙালীর মডো চেহারা। লম্বা চওড়া। একজন ডিভোর্সী মারাঠী ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করার পর থেকেই এ বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক একরকম চুকে গেছে। তার নামও কেউ উচ্চারণ করে না । দেওর ইনজিনিয়ারিং পড়ছে রুরকিতে। বড় একটা আসে না। এলেও বউদির সস্পে খুব একটা কথা টথা বলে না। লজ্জা পায় বোধ হয়। সুতরাং এ বাড়িতে রেমি একরকম একা।

একা যেমন, তেমনি আবার একচ্ছত্র আধিপতাও তার। কৃষ্ণকান্ত ইদানীং তার হাতেই সংসার খরচের টাকা পয়সা দিচ্ছেন। কমতায় अর্ধিষ্ঠিত করছেন তাকে। স্বামীর কাছ থেকে যা সে পায় না তার সেই শূন্যতাকে পূরণ করার এ এক অক্ষম ঢেষ্টা।

রেমি পরদিন দক্ষিণেপের গেল না। কেন যাবে ? তার তো বেড়াতে ইচ্ছে করে না একা একা। একা ছাড়া কী ? লতু, জগাদা এরা থাকলেও তার একাকিত্ব ঘোচে না কিছুতেই।

পেটের বাচ্চাটl यদি থাকত তাহলে হয়ত এত একা লাগত না। শরীরের মধ্যে আর একটা শরীর । তার প্রাণস্পন্দন টের পেত রেমি । তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখত । খ্রুবর অভাব তাতেই পূরণ হয়ে যেত অনেকটা।

কেন মারল ধ্বুব ? কেন ? ध্রুবর কাছ থেকে সত্রিকারের জবাবটা আজও পায়নি রেমি। কেন বাচ্চা হবে ওুনে সাদা হয়ে গিয়েছিল ওর মুখ ? কোথায় বাধা ছিল ?

দশদিন বাদে ধ্রুব ফিরল। হাক্রান্ত চিমসে চেহারা হয়ে গেছে। ট্যাকসি থেকে নেমেই রেমিকে বলল, শীগগীর ভাত খাওয়াও। দশদিন প্রায় আধপেটা খেয়ে ছিলাম ।

তখন অবেলা। বিকেলের ফ্লাইটে ধ্রুব ফিরেছে। তবু প্রশ্ন না করে আগে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল রেমি। পুরুষমনুষ বড় একটা খিদে সহা করতে পারে না।

খাওয়ার টেবিলে মুথোমুখি বসে রেমি জিজ্ঞেস করল, রোগা হয়ে গেছ কেন ?
ধ্রুব ফিচেল হেসে বলল, বিরহে।

বিরহ কেমন তা তুমি জানো ?
আহা তোমার বিরহে নয় ।
তবে কার বিরহে ?
বিরহ ফর ফুড । দস্ষিণ ভারতের খাবার সহ্য হচ্ছিল না ।
রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই বলো।
ধ্রুব চোখের কোণা দিয়ে তাকে একবার দেখে নিয়ে বলল, তোমার শরীরটা তো তেমন কৃশ দেখছি না।

দেখবে কেন ? কৃশ তো হইনি।
অথচ হওয়ার কথা
কেন, হওয়ার কথা কেন ?
রওনা হওয়ার সময় মনে হচ্ছিল তুমি খুব বিরহ ফিল করছ।
মোটেই নয় ।
একদম করো নি ?
না। বিরহটা একতরফা তো হয় না।
দুর মাইরি! তুমি একদম উলটপুরাণ। বিরহ চিরকালই একতরফা।
তাই নাকি ?
কেষ্টর জন্য রাধা যত কেঁদেছিল তার টুয়েন্টিফাইভ পারসেন্টও কেষ্ট কাঁদেনি।
তোমার সেই টুয়েন্টিফাইভ পারসেন্টও বোধহয় নেই।
না । তবে তোমার জনা आমি ফিল করি।
সেটা কিরকম ?
একটা বাজ্জে লোকের জন্য তোমাকে অনেক স্যাক্রিফাইসু করতে হচ্ছে ।
তা হচ্ছে।
आমি সেটা ফিল করি।
শ্ষু যিল করলেই হবে ? তোমার কিছু করার নেই ?
ভ্রুব মাথা নেড়ে বলে, আমার নেই। কিষ্ভু তোমার আছে।
কী করব ?
ওই যে বলেছিলাম, এ বাড়ির ভিত নাড়িয়ে দাও। ভাঙো আগুন জ্বালো
এ বাড়ির ওপর তোমার এত রাগ কেন ?
রাগ তোমারও হওয়ার কথা ম্যাডাম।
কেন তা আগে বলো ।
এরা ভ৩, অহংকারী, রক্জের বিখুদ্ধতায় বিশ্যসসী
তাই নাকি ?
গ্রুব মাথা नেড়ে বলে, কেন, তুমি কি জানো না ?
को জান্বো ?
বুদ্ধি থাকলে বুঝতে পারতে।
আমার বুদ্ধি নেই। বুঝিয়ে দাও।
নির্বেষদের মাথায় কোনো ফ্যানটাস্টিক আইডিয়া ঢোকাতে নেই রেমি। তাতে সে ক্ষেপে উঠে যাচ্রেতাই কাত করে বসতে পারে ।

आমি কি ততটাই नির্বোধ ?
তা কে জানে ! তুমি নিজ্ৰেই তো নিজ্কেকে নির্বোধ বললে ।
 আयার কিছ্হ বলার নেই।
आரே। आমি জानि।
उभব এথन বাদ দাও। आমि ढায়ার্ড आ্যাও शःरि।
ठिক आহू। পরে বোলো। आমি अপেশ্কে কবব।
夕ूব अবাক হয়ে বলन, মনে হচ্ছে, ঢোমার কিছू বলার আছে!



## ॥ २৩ ॥

 ঢারিদিককার কনুষিত পরিবেশের उপর ঘৃণা তাঁকে আজ পাগলের মত করে তুলেছে।




 তিনি ব্যেব্র জানেন সেট্রৌই বিমাক্ত।



 को করেহি ? কেন এই কनক ? डগयान!
 জালা করে এবং জন आসে ।

ঘর থেকে একটা ভারী চেয়ার টেেে আনেন তিনি। বসেন এবং বসেই থাকেন। মনুষের সমাজকে তিनि কোোদিন जাল ঢোখে দেখেনनि। কিষ్ूু এতদিन সেই সমাজ তাকে निয়ে তেমন






एেมबাষ্ত চেয়ারে মাथা হেলিয়ে চোখ বুজলেন।



 भाड़ि ठिক করতে 『कूম পাঠালেন। পোশাক পরে গাড়িতে উঠঠ বললেন, সোজা থানায় চল।
 आमुन !

হেমকাষ্তকক প্রায় হাত ধরেই নিয়ে গিয়ে বসালেন বাইরের घরে ।
হেমকাস্ত বিনা ভৃমিকায় বললেন, আমি একটু শশিভৃষণের সঙ্গে দেখা করতে চাই।
রামকাস্ত রায় ভূ কুঁচকে বললেন, কেন বলুন তো।
তাকে আমার একটা কথ্যা জিজ্ঞেস করার আছে ।
কী কথা ?
সেটা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বলা যাবে না।
आপনি খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে।
তা ঠিক। আমার মনটা ভারী অস্থির ।
রামকান্ত রায় একটা শ্বাস ফেলে বলেন, হওয়ারই কথা । শশিভূষণ ধরা পডুক এটা তো আপনি চানनি !

হহমকাস্ত সরল ভাবেই বলেন, না, চাইনি ।
কেন ? হঠাৎ ধমকের মতো শোনায় রামকাষ্তর গলা ।
হেমকাম্ত তটস্থ হয়ে বলেন, কেনই বা চাইব ?
आপনি কি স্বদেশীদের প্রতি সিমপাথী পোষণ করেন ?
না তো ! তা কেন ?
আপনার অস্থিরতা দেখে তো তাই মনে হয় হেমকাষ্তবাবু।
হেমকাষ্ত চ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলেন, বিশ্ষস করুন, আমি কিছুই জানতাম না।
রামকাস্তর মুখের কুটিলতা তবু সরল হল না । ধমকের স্বরটী বজায় রেখ্ই বললেন, ঘটনাটি আপনি যেভাবে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন সেটা ছেলেমানুষী । আমাদের চোখ কান মগজ তো আর কারও কাছে বাঁষা দিইনি। একজন মারাত্মক অপরাধীকে আপনি যেভাবে আড়াল করে রেখেছিলেন তা মোটেই ভাল ব্যাপার নয় । তবু আমি আপনাকে বাঁচানোর একটা চেষ্টা করেছিলাম । কিষ্তু আপনি আজও সেই স্টেটমেন্টটা দেননি ।

হেমকাষ্তকে আজ যেন জুজুবুড়ির ভয় পেয়ে বসেছে । একজন তিন পয়সার দারোগা তাঁকে চোখ রাঙাচ্ছে তবু তিনি কেমন যেন আঁকুপাকু করছেন ভিতরে ভিতরে । তেতে উঠছছন না, ফেটে পড়ছুন না । মিন মিন করেই বললেন, স্টেটমেণ্ট তৈরি হচ্ছে । কিষ্তু বিযাস করুন, আমি কিছু জানতাম না ।

आপনি না জনলেও কেষউ তো জানত ! কারও মাথা থেকে তো প্যানটা বেরিয়েছিল !
হততজ্বের মতো চেয়ে থাকেন হেমকাস্ত ।
রামকাম্ত নিজ্জের হাতের প্রকাণ্ড চেটোটার দিকে চেয়ে ভ্রৃকুটি করে বললেন, আপনি নিশ্চিষ্ত থাকুন, গর্তের সব সাপ আমি টেনে বার করবই। ওই মেয়েটা, রগময়ী, ও কেমন মেয়ে ?

ভাল ! चুব ভাল।
আপনার কাছে ভাল হলেই তো হবে না । সে যে ভাল এমন কোনো প্রমাণ নেই । শশিভৃষণকে সে যে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল তার যথেষ্ট প্রমাণণ আছে ।

রঙ্গময়ী জানত না ।
রামকাষ্টর গলায় বাজ ড্রাকল, আলবাৎ জানন । তাকে অ্যারেস্ট করে থানায় আনলেই সব কথা কবুল করবে ।

হেমকাষ্ত नিজ্রের শরীরে এক্টা শীতলতা টের পান । একটা কাঁপুনি ধরেছছ তাঁকে । দাঁতে দাঁতে ঠेকঠे শব হল একটু । জ্বর आসছে ? रবে ? শরীরটা আজ বশে নেই। বললেন, ওকে ধরে আনবেন ?

আনাই তো উচিত ।

রহ্গময়ীকে ? যেন বুঝতে পারছ়েন না এমন ভ্যাবলার মতো বলেন হেমকান্ত।
রামকান্তর গল্লা কিছু নরম হল। বললেন, অন্য কোনো উপায় নেই। তবে আপনি যাতে নিজেকে বাঁচাতে পারেন আমি সেই পথ থোলা রেথেছি। এখনো রেখেছি। আপনি যদি সুযোগটা না নেন তরে বাধ্য হয়ে আমকে আইনমজেে ব্যবস্থা নিতে হবে।

হেমকান্ত নিশ্চুপ বসে রইলেন। লোকে জানে, তিনি শশিভৃষণকে ধরিয়ে দিয়েছেন। পুল্সিশের বিপ্ধাস, তিন্ন শশিভূষণকে বাঁচানোর চেষ্ঠা করেছিলেন। বড় অদ্ডুত অবস্থা।

হেমকনন্ত একটা দौর্ঘষ্বাস ফেললেন। লোকের সঙ্গে তিনি কখনো ঝগড়া বা তর্ক করেননি। কী করে যুক্তি প্রয়োগ করতে হয় তাও তাঁর অজানা । তার ওপর এক আতক্কে তাঁর মন ও মাথা ছেয়ে আছে।

রামকান্ত বললেন, শশিভূষণের সঙ্গে দেখা করতে চান কেন ?
একটু দরকার ছিল। কোো অসুবিধে আছে ?
হাসপাতাল থেকে এনে তাকে এখনো থানার হাজতেই রাখা হয়েছে। अসুবিধে আছে বৈকি। তবে আপনার জন্য ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

খুব ভাল হয় তাহলে ।
আসুন, বলে রামকান্ত উঠंলেন। থানার দিকে হাঁটে হাঁটভে বললেন, রঙ্গময়ী আপনার কে হন ? কোনো আঘ্ঘীয়া নয় তো ?

ठिक जा नয়।
মেয়েটির প্রাি লঙ্ষ রাথরেন। ওর আক্রিভিটি যথেষ্ট সন্দেহজনক।
রঙ্গীয়ী को কররহে
সে আপনিও নিশচয়ই জান্নন।
হেমকান্ত ভয় খেয়ে চুপ করে গেলেন। বেखঁস কোনো কথা যদি বেরিয়ে যায়!
প্রথম দর্শনেই রোঝা গেল যে, শশিভৃষণ বড় একটা যত্নে নেই। ফুব রোগা হয়ে গেছে। সুকুমার মুখত্রীতে একটা হাড় উঁচू লাবণ্যইীনতা । গালের কোমল দাড়ি রুুক্ষ । চুল পিঙল। মোটা কম্বলে গা ঢেকে বিছানায় বসে ছিল।

হেমকান্তকে দেথে হঠাৎ চিনতে পারল না । না চেনারই কথা। মাত্র একবারই পরস্পর দেখা হয়েছিল। তারপর জল ঘোলা হয়েছে কিছু কম নয়।

হেমকান্ত আற্মপরিচয় দিতেই কিন্তু শশিভৃষণেরে মুখ ভীষণ খুশিতে উজ্জ্রল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে এল বিছানা থেকে। আশব্যের কথা, নীচু হয়ে গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে সে হেমকান্তর পায়ের ধৃলো নেওয়ারও চেষ্টা করল।

হেমকান্ত পিছিয়ে গিয়ে বললেন, থাক থাক। তাঁর মনে হল, এরক্ম তেজী ও প্রাণভয়হীন য়বকের প্রণাম নেওয়াটা তাঁর পক্ষে পাপ হবে।

সাগ্রহে শশিভূষণ জিজ্ঞেস করলল, বাড়ির সবাই ক্মেন আছেন ?
ভাল।
রभ্গমাসৗ ভাन ?
হাঁ। তোমার জनা খুব দৃশ্চিন্তা করছে।
ॐকে বলবেন, আমি ভাল আছি।
বলব। কিন্তু তুমি স্সত্যু কেমন আছো ?
শশিভ়ষণ হাসল। বলল, এখন্না चারাপ কিছু লাগছে না।
এখানকার খাজয়া দাওয়া ?
बঘन্য, তবে আমার ওসব অভ্যাস আছে।

মারধোর করে না তো !
না না। এখনো ওগুলো ওুরু হয়নি। ওনছি বরিশালে চালান দেবে । তখন কী হয় বলতে পার ना ।

তোমার বাড়িতে একটা খবর দেবো ?
শশিভূষণ আবার শুকনো ঠৌঁটে হাসে । ঠৌঁট দুটো চড়চড়ে শুকনো । মামড়ড় এবং রক্ত শুকিয়ে আছে । কষ্টেই হাসতে হয় । বলল. ওসব পুলিশ নিজের গরজেই করবে। আপনি ভাববেন না ।

শোনো শশী, আমি তোমার জন্য উকিল লাগিয়েছি। ডুমি তাকে যथাসাধা সাহায্য কোরো ।
শশিভূষণ অবাক হয়ে বলে, आপনি উকিল লাগালেন কেন ?
এমনি। তুমি আমার অতিথি ছিলে । পুলিশ তোমাকে সেই অবস্থায় ধরে এনোছ । আমার মান হল তোমার জন্য কিছু করা আমার আতিথেয়তা হিসেবেই কর্তব্য ।

শশী ম্নান হেসে বলল, যথেষ্টই করেছেন । রঙ্গমাসী দিনরাত আমার সেবা করেছেন । কয়়েকদ্ন আরামের আশ্রয় জুটেছিল। আর কী চাই ?

ওটুক্ কিছুই নয় । তুমি তার চেয়ে ঢের বেশী কষ্ট করেছো । দেশের লোকের জন্যাই করের়ছ। তোমার জন্য কিছু করতে পারলে আমার নি্জেরই ভাল নাগবে।

শশ্গী বলল, উক্কল আমার বাবাও নিশ্চয়ই দেবেন ।
তা তো জানি। তবে অধিকস্তু ন দোষায়। ভাল কথা, তুমি তোমার বার্ড়়র যে ঠিকানাঢা দিয়েছিলে সেটা কি যথার্থ ?

শশিভৃষণ লজ্জার হাসি হেসে বলে, না । সত্যি ঠিকানা দেডয়ার निয়ম নেই
তোমার বাব্যা কী করেন ?
ব্যবসা ।
তোমরা কি ধনী ?
ষনী না হলেও বাবার अবস্থা খারাপ নয় ।
তাহলে তুমি আদরেই মানুষ হুয়েছো!
তা হয়েছি।
এখন যে এত কষ্ট তা সইছো কী করে :
মনটাকে শক্ত করে ফেললে আর কষষ্ট থাকে না।
মনকে শক্ত করা কি সহজ কাজ শশী ?
তা নয় । খুব শক্ত কাজ । ত্তেে অভ্যাস করে নিভে হয়়াছল ।
তোমার এত কম বয়স, এজ অভ্যাস করার সময় পোলে কবে ?
শশিভৃষণ একটু হাসল মাত্র ।
হেমকান্ত গলা খাঁকারি দিলেন। শরীরটা ভাল নেই । মাথা ঝঝঝিম করাড় । গায়ে জ্বরের সঞ্ণার টের পাচ্ছেন । প্রবল শীত করছে । গরাদটা শক্ত কার চেপে ধরে বললেন, এবটটা কश্া

বলুন। সসষ্রন্রে শশী বলে।
লোকে বলছে আমিই নাকি ত্রোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছি।
आপনি! শশী আকাশ থেকে পড়ে ।
লোকে তাই ভাবছে । এক্ণা প্রডারজ হচ্ছে ।
কে একথা রটাল ?
তা বলা শক্ত। তবে রত্ছেছে । কথাটা কি তুমি বিশ্মাস করো ?
শশী হতভম্বের মতো চেয়ে থেকে বলে, আপনি আমাকে ধরিয়ে দেবেন একथা কি বিশ্যাসযোগ্য ?

তুমি বিপ্ধাস করো না তো!
ওরকম কथ্থা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। রসभমাসীর কাছে আপনার কथা কত তনেছি!
আমার কथा! মনু মানে রжময়ী তোমাকে আমার কথা বলত নাকি?
বলত মানে! রঙ্গমাসী ওুৰু आপনার কথাই ঢো বলতেন।
আমার সম্পর্কে এত কী বলার থাকতে পারে তার ?
ও বাবা, সে অনেক আছে। ऊँর কাছে বোধহয় আপনিই ভগবান।
হেমকান্ত ভীষণ অবাক হয়ে যান । রইময়ী তাঁর সম্পর্কে ভাল কथা বলে বেড়ায় তাহলে ? কিষ্ডু की কथा ?

একববার ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু লজ্জা করতে লাগল। নিজের প্রশংসা অন্যের মুখ থেকে টেনে বের করার প্রবণতা ডাল না।

হেমকাষ্ত একটা নিশ্চিত্তের শ্বাস ছেড়ে বলেন, তাহলে তুমি বিষ্যাস করো না ? আমি স্বস্তির শ্যাস ফেললাম।

কারা এসব বলছে বলুন তো। তাদের চাবকান্না দরকার।
লোকে নিন্দা করতে এবং অনতে ভালবাসে। প্রায় সকলেই । কজনকে চাবকাবে ? লাড নেই।
শশী বাল, বরং পুলিশের ধারণা তো উল্টোই। তারা বলে যে, আপনি আমাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

বলে নাকি?
বলে। রঙমাসীর ওপরে मারোগাবাবুর খুব রাগ।
জানি হেমকান্ত বিষঞ্ণ গলায় বলেন, ওকেও ४রে আনতে চাইছে।
কথাটা শুনে শশী অবাক হল না। খানিকটা উদাস গলায় বলল, ধরতেই পারে। একদিন রঙমানী ধরা পড়বেনই উনি ভীষণ বেপরোয়া।

জই নাকি ? দ্দা শশী, ওকে ছেলেবেলা থেকে চিনি বটে, কিষ্ঠু কী যে ওর চরিত্র তা আজও ভাল বুঝলাম না अদ্ডুত মেয়ে ।

শশী মাথা নাড়ল তারপর বলল, কৃষ্ণ কেমন আছে ?
ভালই। তোমার খুব ভক্ত হয়ে উঠেছিম কয়দিনে! তাই না ?
হাঁ খুব স্পিরিটটড ছেলে আপনার।
হেমকান্ত আবার দীর্ঘপ্পাস ছাড়েন ! ছেলেকে তিনি ইদানীং একটু কাহে তিড়তে দিয়েছেন বটে। কিস্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণকাষ্ত কেমন ছেনে তা তিনি খুব ভাল জানেন না।

শশী বলল, আপনার বাড়িতে আমার খুব ভাল কেটেছিল। ফ্ররটা না হলে আরো ভাল কাচত।
সব ভাল যার শেষ ভাল। শেষ অবধি আর ভাল কাটল কই তোমার ! ধরা পড়ে গেলে।
শশী মাথা নেড়ে বলে, ধরা পড়তেই হত। উপায় ছিল না। আমার ওপর কমানডারের অরডার ছিল সুইসাইড করার। তা আমি করিনি।

হেমকাষ্ত শিউরে উঠলেন।
শশী আপনমনেই বনল, মার মুখ মনে পড়ায় ভেবেছিলাম, একবার মাকে দেখে নিয়ে তারপর দূরে কোনো নির্জন জায়গায় গিয়ে সুইসাইড করব। यাতে আমার লাশ কেউ খুজে না পায়। মা यাতে ४রে নেয়, আমি নিরুস্দেশ কিষ্তু হন না।

যেতে পারলে না মার কাছে ?
না। अসুবিধে ছিল। কিষ্ডু সুইসাইডও করা হল না। প্রথম চোটে না করতে পারলে পরে নানারকম দুর্বলতা দেখা দেয়।

ఆসব কথা ভেবো না শশী। आমি ভাল উকিল দিয়েছি। সে তোমাকে খালাস করে আনবে।

পার্रবে? শयী বাগভাবে बिखেস করে।
কেন পারবে না ? তাকে সব বোলো।
 आপনাদের अনেক কষ্ট দিয়েছি। কিছ্ মনে করবেন না।

হেমকাষ্ত ধীর স্বরে বলেন, ঢোমার বয়সী এবং তোমার চেয়ে বড় ছেলে আমার আহে। কেউ স্বদেশী করেনি কখনো। কিষ্ভू এক आধজন यদি করুত তবে খুশি হতাম।

শশী বলन, আপনাদের বংশে তো স্বদেশীর রাফ আহেই।
হাঁ। আমার ভাই ছিল।
তুনেছি। ব্রঙমাসী সব বলেছে।
হেমকাষ্ত జুরের ঘোরে কौপছিলেন। উঠনেন। অন্ষুট স্বরে বললেন, आসি।
ফেরার পথে সারা রাস্তায় হেমকাষ্ত আচ্ছল্রে মতো এলিয়ে রইলেন। বাড়িতে ফিরে নামতে याবেन, একটা হাত তॉকে ধরল।

মনু! আমার বড় জর আসছে মনু!
জানি। খারাপ শরীর নিয়ে কোন রাজকার্যে গিয়েছিলে ?
শশীর কাছে।
কেন ? চলো, ওপরে চলো, এখন আর কथা নয়।
হেমকাষ্ত ওপরে উঠতে উঠতে হাঁ্য়ে গেলেন। বড় বড় ঝ্যাস পড়ত্ত লাগল। বিছানায় খুয়ে এক আচ্ছন্পতার সজ্গে প্রাণপণ লড়াই করতে করতে বললেন, ও বিষ্যাস করে না।

কी বিষ্ধাস করে না ?
( -অজবটায় বিশ্যাস করে না।
কোন গুজব?
आমি যে ওকে ধরিয়ে দিয়েছি তা ও বিপ্ধাস করে না।
ठিক आহে। এখन ரूপ করে खু়ে থাকে।
पूমি ওকে आমার कथा की .नছে মনু ?
তোমার কथা! তোমার কথা বলতে যাবো কেন ?
বলেছো।
রभময়ী লেপ দিয়ে হেমকান্তকে ঠেসে চেপে ঢাকা দিয়ে বলে, বেশ করেছি বলেছি। বলেছি আমার মাথা আর মুঞ্ৰ।

কই আমাকে তো আমার কথা বলো না!
বলার কিছ্ নেই বলে।
আমাকে ঢো কেবল বকো, ধমকাও।
বেশ করি।
মনু, w্যামি মরে যাবো এবার ? কত জ্রর বলো তো!
यত ফ্ররই হোক, মরণ তোমার কাছে ঘেঁষুক তো একবার ! হুপ করে থাকো । তোমার মনুর শরীরে এখনো প্রাণ আছে।

## n 28 ॥

রেমি মাথা ঠাতা রেথে শাত্ত গলায় প্রঙ্ম করল, বাচ্চাটা যে তোমার নয় এরকম একটা কथা তুমি কি মনে করো ?
s্রুব মাথা নাড়ল,। কি জানি। হতে পারে।

आমি জনতে চাই এরকম খারণা cোমার কেন হন !

তাহলে ধারাাঢ কার ?
s্রুব থাওয়া थামিয়ে পিছনে হেলান দিয়ে খুব অপ্রতিভ মুথে এবমু হেসে বলল, এসব নিয়ে आকচাজকচি কি এথনই করতে হবে? आমি ডাাম টায়াড।

টায়ার্ড आমি৫। তোমাকে নিয়ে।
আমাকে ছেড়ে দাও না কেন ? ঢোমার কি কোনো প্রেমিক নেই, আমাকে ছেড়ে দিয়ে যার কাহে ফিরে যেতে পারো ?

ना। आমরা সেরকম মানুষ নই।
 यত आমেলা।

आমি এথन্木া তেমন আামেলা করিনি, কিষ্ঠু করব। কथাটার জবাব দেবে ?
s্ব উø বেসিনে আঁচিয়ে এসে বনল, ঘরে চলো।
ঘরে এসে দরজা বক্ধ করে দিল প্বু। তারপর সিগারেটে ধরিয়ে বলল, কথাঢা ব্রেসস বেরিত্যে গिয়েছিল সেদিন। যেচে দাও। आর হবে না।



ধরো, ঠिक এই সম<়ে आমি বাচ্চ চাইছিলাম ना।
সেটা आমাকে বলতে পারতে। ডিসিশনটা आমরা দুজনে মিলেই নিতাম।
তूমি নিতে পারতে না রেমি। ডূমি এঝাঁ সেকেলে টাইপেন।
দেথ, आমার সশ্গে এখন চালাকি কোরো না। आমার মন ভাল নেই। आমাকে নিয়ে লেলার পুহুলের মতো যা খুশি অনেক করেছে। যা|পাযাটা শেষ হ৫য়া দরকার।


 भाবে। अবশ্য থूব সেনসिणिए नार्ड থाबा দরকার।

 ठिকই पूকিয়ে দেওয়া হয়েছিন। তুমি শিলিওড়ি গেছ। সমীরও সেথানেই আছে। সমীর এবং তুমি তোমাদ্র দুজনের মধ্যে কী রিলেশন তা আমি জানি না। ইনটারেসটেডও নই। কিप্রু দেয়ার ইজ এ হমমি আবাউট ইউ।

ছি: ছিঃ!
 সমীরকে কলকাতার ডেকে পাঠিক্যেছিন। জরুুীী কাজে। সে आসেনি।

जেমরা এত शीन ?
ত্মি आর কতটাই বা জানো ? आমরা তার চেক্রেও হীন। সেইজনাই ঢোমাকে বলি, এ বাড়ির यनिয়াদ जाঙटে थाকে। সব মুখোশ খুলে দাও।

आমার বাচ্চাঢ ভে তোমার নয় এ কথাটা কে প্রথম ঢোমাকে বলে ?
s্বব অবাক হয়। বলে, কেউ ঢে বলেনি!
তাহলে ?

বলनाম তো, কেউ মুখ ফুটে বলে না । কिষ্যু সক্দেহের বীজ বাতাসে ঘড়িয়ে সেয়। আর বাতাসেই সব বার্ত সবাই জানতে পেরে যায়।

आমি ওসব বিপ্বাস করি না। কিষ্ৰু থখু সচ্সেহের্র বণে একটা বাচ্চাকে খুন করা কি মানুষের কাজ না পিশাচের ?

পিশাচের। এ ব্যাপারে আমি তোমার সর্গ একমত।
যাতে কিছ্রেতে, কোনো রক্ক্র পথেই এ পরিবারের রক্তে কোেো কনুষিত রহত দুকতে না পারে, সেই জন্য ?

अবিকল তাই।
রেমির চোখ মুখ অস্বাভাবিক তীক্য আর গনগনে হয়ে উঠছিল। তবে সে ঞ্রূবকে আক্রমণ করল না। निজেকে সামলে নিয়ে বনল, কিষ্গু এ ঘটনা आমি ঘটটবে।

কী ঘটlবে?
তোমাদের রক্তের বিওদ্ধতার అচিবাই আমাকে ভাঙতেই হবে।
ধ্রুব উদাস গলায় বলে, ভাঙাই উচিত। ভাঙ্ডা।
आমি তোমার পারমিশান চাইনি।
চাওনি, তবু আমি দিলাম। এমন কি এ বাপারে আমি তোমার সহ্গে কো-অপারেঁটও করতে পারি।

তার মানে ?
आমি বনছি, তোমর এই ভেনচারে আমার সায় আছে। আমি হেলপও করতে পারি।
 করল, তুমি কি বিभ্ধাস করো যে, সমীরের সজ্গে আমার সত্যি; কিছ্ম হতে পারে ? এটা কি সম্ভব ?
s্রুব মৃদুস্বরে বলে, আমার মতামত চাইছো কেন ?
ডুমি আমার স্বাयী, ডোমার মতই আমার্গ কাচ্ছ সবচেয়ে ইমপরট্যাস্ট।
आমি নামকোবাস্তে স্বামী।
সে তো ঠিকই। তবू आমার জানা म্রক্木র, কथাঢ पूমি বিষ্यা করো কি না।
s্রুব একটু সময় নিল। নিজের নখলুলোর্র পিকে চেয়ে রইল অনেকন্মল। তারপর একটা শ্যাস


কেন, আप্মহত্যা-ফত্তা করবে নাকি ?
সেটা জানার পর ঠিক করব।
আজকাল এসব আকছার হয়। আঘ্ঘহত্যা-ষ্ত্যা बর্রে বোসো না। তাহলে তোমার অখরের পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার ফিনিশ হয়ে যাবে।

রেমি ঠাগা মাথাতেই বলে, বলো।
乡্রুব মাথা নাড়ল, না করি না।
সত্যি বলছ'?
বলছি।
তাহলে ? তাহলে বাচাটা ন্ট কন্রলে কেন ?
বহুৎ জেরা করহ ভাই।
একথাটার জবাব দাও।
শষূু একথার জবাব দিলেই হবে ?
হবে।

আমার ধারণাা তোমার প্রেগন্যানসি সম্পর্কে ক্সরও সচ্লেহ হয়েছিল। সে চায় এই বংশের ধারায় কোনো বদরক্ত এসে যেন না মেশে। এবং তার সেই সন্দেহের সম্মান রাখতেই আমেলাটা করতে रয়েছিল।

তিনি কি অ্বতরমশাই ?
হতে পারে। তবে আমকে কৃষ্ণকাষ্তবাবু এম এল এ এবং মানनীয় মষ্ণী নিজের মুখে কিছু বলেনनि। उবে সन্मেহটা এ বাড়ির বাতাসে জীবাণুর মতো সংক্রামিত হয়েছিন।

তোমাকে তো কেউ নিশ্চয়ই বলেছিল!
না। आমি টের পেশ্যেছিলাম।
এটা কি আমাকে বিপ্ধাস করতে বলো ?
বলि। आমি প্রয়োজনে মিথ্যে কথা বলি। অপ্রয়োজনে নয় ।
आমি আজই তোমাদের বাড়ি থেকে চলে যাচ্চি।
উইশ ইউ তুড লাক। তৈরি হয়ে নাও।
রেমি উঠল এবং বাস্তবিকই একটা ছেটো ব্যাগ গোছাতে লাগল।
ধ্রুব অলস డোখে ব্যাপারটা দেখতে দেথতে কয়েকবার হাই তুলল।
তারপর উঢে পোশাক পরে বেরিয়ে গেল্ল।
কাউকেই কিছু বলল না রেমি । কারো অনুমতি নিল না। তার মাথা আর বুক জুড়ে একটা ঘৃণা রাগ আর ষিক্কারের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সে কিছু সঠিক ভাবে চিচ্তা করতে পারছে না। উচিত অনুচিতের বোধ লুপ্ত হয়ে यাচ্ছে।

বাপের বাড়িতে এসে দুमিন প্রায় নির্বাক রইল রেমি । কারও প্রপ্নের জবাব দেয় না । কারও দিকে তাকায় না। ওुษু গভोর রাতে বালিশে মুখ ঠেসে ধরে কেরেপে কেরেপে কাঁদে।

আশ্চর্য এই, তিন দিনের মধ্যেও তার অ্মখরবাড়ি থেকে কেউ খৌজ করতে এল না । বাপারটা অস্বাভাবিক। রেমির বাপের তাড়ির সকলেই খানিকটা চিম্তিত উদ্বিপ্ম। কিষ্ঠু রেমির মুখে কিছু না তুনে তারাও কৃষ্ণকাষ্ত বা కুবকে কিছু জ্জ্ঞেস করতে ভরসা পায় না । রেমির বাপের বাড়িতে ফোন নেই; থাকলেও ওবাড়ি থেকে কেউ খৌজ করত কিনা কে জানে।

চতুর্থ দিন অফিস থেকে ফিরে রেমির বাবা নিশিচিত্ত গলায় বললেন, আজ কৃষ্ণকান্তবাবুর সেকরেটারি আমার অফ্সিসে ফোন করেছিলেন।

উদ্বিঞ্ম রেমির মা বললেন, কী কথা হল ?
এমনি রেমি কেমন আছে জানতে চাইল।
আর কিছু বলन না?
ना।
आমি তো মেয়ের ভাবগতিক ভাল বুঝছি না। ওরা বাঙাল মানুষ, মেয়ে বোষহয় মানিয়ে নিতে পারছে না।

শুধু বাঙাল নয়, জামাই বাবাজীও সুবিষের লোক তো নয়। এষন বুবতে পারছি না বিয়েটা দিয়ে ठिক কাজ করেছি কিনা।

ছোট্ট বাড়ি। পরিসর কম । সব কথাই রেমির কানে যায়। আর সজ্গে সহ্গে ভিতরে বিস্ষোরণ ঘটে। সে আর সব সহ্য করতে পারে, শুষু প্রুবর প্রসঙ্গা বাদে। এই একটা বিষয় নিয়ে কেউ কিছू বলুক তা সে সইতে পারে না।

রেমি কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করল না। এমন কি জিনিসপত্র পর্যস্ত গোছাল না। হাতব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে ট্যাকসি ধরল। সোজা অখররাড়ি কালীঘাট।

ঘরে ঢুকে দরজা বক্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল সে।
.্ভুব খুব রাত করল না। এমন কি মদ থেয়েও আসেনি। বেশ ক্লাষ্ত চেহারা । বোধহয় অফিসে খাটতে হয়েছে।

ঘরে ঢুকে থমকে গিয়ে বলল, আরে! আমি ভাবছি ওদিকে তুমি এ বাড়ির তলায় ডিনামাইট ফিট করার জন্য গর্ত খুঁড়তে লেগেছো! আর তুমি নিজেই রিটার্ন পোস্টে ব্যাক করলে!

করলাম। তোমার কি একটু অসুবিধে হল?
আরে না। ডूমি থাকনে একটু ঘেঁষােঁষি হয় বটে, স্পেস কমে যায়, কিষ্তু তাতে কি ?
आমি থাকলে তোমার স্পেস কমে যায় ?
তা একটু কমবারই তো কথা। এক ঘরে দুজন থাকলে।
শ্বশুরমাই দোতলায় আমার ঘর ঠিক করে রেখেছেন, তা তো জানোই।
জানব না কেন ! আমি বেশী মাতলামি করলে তুমি গিয়ে সেই ঘরে কত দিন থেকেও ছিলে।
এখন যদি পাকাপাকিভাবে ওপরেই থাকি ?
থাকে। এ গুড ডিসিশন। ওয়াইজ।
তোমার সুবিধে হবে ? সত্যিই হবে ?
আঃ মাইরি! তুমি বহুৎ বকাবাজ আছো
আজ তো মদ খাওনি, তবু ওরকম রকবাজের মডো কथা বলছ কেন ?
একটু দিম্লাগি করছি।
তোমার ইয়ার্কি আমার ভাল লাগছে না। তুমি আমাকে সश্য করতে পারো না কেন ? পারি না কে বলল? খুব পারি।
না পারো না।
বাপের বাড়িতি কী হল ? ওখনেও খিচ লেগেছিল নাকি ?
না। आমি নিজেই থাকতে পারিনি।
বিরহ নাকি!
হরে পারে।
पूমি থুব অদ্ুত আছ। সেলফ রেসপেকট নেই।
ना নেই। তুমি আমার থোঁজ নাওনি কেন ?
নেওয়ার কথা ছিল বুঝি ?
কथा ছিল না। তবু নিতে পারতে!
आমি ভাবলাম তুমি ওখানে গিয়ে বেশ আছে। খামোখা আামেলা মাচিয়ে নাভ की ?
ना, তা ভাবোনি।
তবে কী ভেবেছি বলো তো অন্ত্যমী ?
তুমি আমার কথা মোটে ভাবোনি।
প্রুব খুব চিষ্তিতভাবে নিজের মাথায় দুটো টোকা মেরে বলল, ভাবিনি ? সত্যিই ভাবিনি নাকি ? ठিক জানো ! না, এক आধবার নিশ্য়ই ভেবেছি।

ইয়ার্কি কোরো না । তুমি জানো, বাপের বাড়িতে মেয়েদের্গ স্বামীর জনা কতটা অপমান সইতে इয় ?

কে অপমান করেছে তোমাকে ?
তা তনে আর কী হবে ?
তবু বলো। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।
কেউ আমাকে অপমন করেনি। কর্রেছো তুমি।
आমি? आমি की করनाম।

থোঁজ নাওনি। একবার যাওনি। শুখু তুমিই নও। এ বাড়ির কেউ খেঁজ করেনি।
তুমি ক’দিন হল গেছ ？－
তাও মনে নেই？চার দিন।
ওঃ চার দিন！आমি ভাবছিলাম，কাল পরশুই একবার যাবো।
উঃ মুথে আসেও সব মিথ্যে কথা！
না，সত্তিই একবার ভেবেছিলাম কিষ্ডু।
রেমি একটু হাসল । ম্লান হলেও হাসিটা তার বুক থেকেই উঠে এল। সাজানো নয় । মাথা নেড়ে সে বলল，জানি সব জানি।

乡্রুব তার মুথোমুখি বসে বলল，তবু আমার ওপর সত্যিকারের রাগ করতে পারছ না ？
রেমি একটা দীর্ঘপ্ষাস ফেলে বলে，পারছি। আমার সব রাগ এখন তো তোমারই ওপর। কিষ্ঠু
সে রাগের তো কোনো দাম নেই।
কেন বলো তো ？
যে রাগের দাম দেয় তার ওপরেই রাগ করা যায়।
ધ্রুব মাথা নেড়ে বলল，মেয়েমানুষকে আমি ভাল চিনি না，বুঝলে！মাকে यদি পেতাম বুঝতাম।
ওটা কোনো কথা হল না।
ওটাই কथा। ডूমি বুঝবে না। ওটাই কथा।
ওটা তো অতীত। বহু দিন পার হয়ে গেছে।
乡্রুব মাথা নাড়ে，অতীত হলে বেঁচে যেতাম । মা এখনো রোজ আমার মনে এসে হানা দেয় । না， কথাটা ঠিক হল না । মার সবটুকু নয়। ওখ একটা দৃশা। সারা গায়ে আগुন তার মধো মা—আমার ভীষণ ফর্সা মা কালো থেকে আরো কালো হয়ে যাচ্ছে। বীভৎস।

রেমি সম্মোহিতের মজো চেয়ে থাকে। কত্তদিন নিজেকে নিয়েও এরকম দৃশ্য কষ্পনা করেছে সে। কেরোসিন ঢেলে গায়ে আখুন দেবে，নয়জো গলায় खাঁস আটকে ঝুলবে，বিষ খাবে।

צ্যুবর মায়ের কथা খানিকটা তনেছে রেমি। বেশীী তুনতে চায়নি সে। তার মনে হয়েছে মায়ের ঘটনাটাকে প্রুব সুকৌশলে বাপের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে কাজে লাগাচ্ছে। শোক এত দীর্ঘস্ছয়ী হয় না কখनো।

রেমি বলল，ওরকম একটা দৃশ্য এখন দেখতে তোমার কেমন লাগবে？
তার মানে ？ষ্রুব একটা কম্পনার স্তর থেকে নেমে এল।
যারা গেছে তারা তো গেছেই，যারা আছে তাদের ধরে রাখতে হবে তো！
s্রুব গঙ্টীর হল। বলল，卷।
आমি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছিলাম না।

ना ।
উनি ক’দিন খুব দুশ্চিষ্তা করছেন তোমার জন্য।
তাই বুঝি जैৰজ নেনनি।
থেঁজ নিতে ঁঁর সন্মানে লাগে হয়তো। বিশেষ করে পুত্রবধূর বাপের বাড়িতে। কিষ্ঠু কथাঢা বিষ্যাস করতে পারো। এ কয়দিন উনি ভাল করে খাননি，ভাল ঘুমোননি । তনেছি আমার উস্দেশ্যে অজস্র কটুকাটবাও করেছেন।

রেমি খুশি হয়ে বলল，তোমার দোষ কী？
ওঁর ধারণা আমার জনাই ঢুমি রাগ করে বাপের বাড়ি গেছ। অথচ প্রকৃত ব্যাপারটা জানার কোনো উপায় নেই। अমম আজ্রোশে এই চারদিন উनि কनটিনিউয়াস यूँসেছেন।

রেমি উঠে পড়ল। বলল，যাই গিয়ে বলে আসি যে，আমি এসেছি।
গ্রুর গঞ্টীর হয়ে বলল，যাও। কিষ্তু একটা কথা মনে রেখো। উনিই সেই ভিলেন যিনি রক্তের বিশુদ্ধতায় বিপ্পাসী। উনিই সেই খলচরিত্র যিনি তোমার চরিত্রের ইন্টিত্রিটিতে বিপ্ধাস স্থাপন করভে না পেরে সমীরকে কলকাতায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। উনিই সেই－

রেমি হাতজোড় করে বলল，দয়া করে চুপ করবে ？
কেন বলো তো！
आমি সব জানি।
তবু মনে করিয়ে দিলাম। লোকটাকে যতটা শ্রদ্ধা করা উচিত নয় ততটা কোরো না। আমি অত হিসেব জানি না। এধু এটুকু জানি，সব সর্বেও উনি আমাকে স্নেহ করেন।
স্নেহ নয় ভাই গাড্ডা। গভীর গাড্ডা।
হোক গে। আমি তো গাড্ডাই চাই। তুমি তো তাও দিতে পারোনি।
আমি আর উনি！মন্ত্রীর ভালবাসার দাম কত বেশী।
রেমি রাগ করে চলে গেল।
কিন্ডু কৃষ্ণকান্ত তথনো ফেরেননি। কোথায় একটা সেতু উদ্বোধন করতে গেছেন । ফিরতে রাত হবে। নাভ ফিরতে পারেন।

তবে কিছুদ্ষণ রাইটার্সে ফোনে চেষ্টা করে জেলা শহরের সার্রকিট হাউসের নমবর জোগাড় করল রেমি।

কৃষ্ণকান্ত তার গলা ওুনেই সোম্পাসে টেলিযেনে बেঁচিয়ে উঠুলেন，ফিরেে়ে মা，ফিরেছো ！ বौচानে！

आপনি ফিরবেন না বাবা！
ঠিক ছিল，আজ আর ফিরব না । কিন্তু তুমি যখন ফিরেছো তথন আর কথা কী ！এক্ষুনি রওনা शচ्ছि

দু ঘন্টার মধ্েেই কৃষ্ণকান্ত ফিরলেন । দু তিন ঘন্টার মোটর দৌড়ের পরও তাঁর মুখে হাসি উপচে পড়েছে। চোখ চিকমিক করছে আনন্দে।

রেমি বুঝল এই আ丬্মম্ভরী কুসংস্কারাচ্ছম নিষ্ঠুর ও আ丬্মকেন্দ্রিক লোকটার কাছ থেকেও তার মৃক্তি নেই। স্নেহের মতো শক্ত বাধ্ন আর কী আছে ！খুনী ডাকাত বাপকেও তার মেয়েটা সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসে। রাত্রে রেমি যখন ফিরল তথন ধ্রুব বই পড়ছে। অড্ড̧ত সব বই পড়ে সে। শক্ত বিষয় । খটোমটো।

বইট একটানে নিয়ে রেখে দেয় রেমি। বলে এবার তোমার সক্গে রোঝাপড়া।
ধ্রুব একটু হাসল। কী অদ্ডুত মাদক হাসি। রেমির পায়ের তলায় ভৃমিকম্প হতে লাগল। বৃক． উथाल－পাথাল।

## n २৫ ॥

তোমার মুখখানা অমন जুকনো দেখাচ্ছে কেন ？
কোথায় থ্রনো ？বলে নিজের অজান্তে গালে একটু আডুল বোলায় বিশাখা।
দেখাচ্ছে তকনো－শুকনো। বলে একটু ইभ্সিতময় হাসি হাসে চুনী，তোমার কিছু হল নাকি ？
বিশাখা একটু মাল হয়। বলে，যাঃ।
আজ চলো，গাঙে গিয়ে খুব ডুবিয়ে স্নান করে আসি। कী সুন্দর টলটলে জল！
যেতে সেবে না। মনুপিসিকে তো চিনিস না।

কত ম্তয়ে তো করছে ।
সকলের মতো কি আমরা ? বললেই বলবে, ধিF্গি মেয়ে ড্যাং ড্যাং করে সকলের নাকের ওপর দিয়ে নাইতে যায় নাকি ? এ বাড়ির মান-সম্মান নেই ?

তাহলে ঝিয়েরা কাপড় আড়াল করে নিয়ে যাক ।
দূর সে আমার লজ্জা করর । দুধারে চারজন কাপড় টান করে আড়াল করবে আর মাখান দিয়ে চোরের মরো লুকিয়ে লুকিয়ে যাওয়া, ও আমার ভাল লাগে না ।

চুনী একটু মন-খারাপ গলায় বলে, তোমাদের অনেক ঝাঙ্झাঁ । এটা বারণ, সেটা বারণ ।
বিশাখা রাগ করে বলে, বারণ তো বেশ । আমরা কি আর সকলের মতো সস্তা নাকি ?
কুলতলার নিবিড় ছায়ায় ঘাসের ওপর দুজন বসা । কিছু কড়ি চিৎ উপুড় হফয় পড়ে আছে ঘাসে । চুনী সেগুলো গুছিয়ে তুলছে একাঁ পুঁতির কাজ করা থলিতে । কত খেলনা আর কত সুন্দর সুন্দর জিনিস এঢের i মাঝে মাঝে চুনীর ইচ্ছে করে এক-আধটা জিনিস কপড়ের আড়ালে নিড়ে চলে যায় । এরা টেরও পাবে না । কিষ্ঠু টের পায় আর একজন । সে হরি । হরিখুড়োর যেন একশ জোড়া চোথ । চতুর্দিকে ঘুরছে আর হিসেব নিচ্ছে । একটা পানের বোঁটা পর্যষ্ত ভাঙার উপায় নেই । চুনীর রাগ হয় । হরি এ বাড়ির চাকর ছাড়া আর কিছু তো নয় । তফাত শুধু এই যে, সে কর্তাবাবুর চাকর । নার জোরেই সে এ বাড়ির আর সব ঝি-চাকরকে দাবড়ায়่ । এমন কি জুডো মারে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করেও দেয় । তার ওপর কথা বলার লোক নেই । নতুন ঝি-চাকর রাখেও সেই । তার পছন্দ না হলে এ বাড়িতে কাজ পাওয়ার উপায় নেই ।

চুনী কড়িথেলো তুলে থলির মুখে লাল টুকটৃকে দড়ির ফঁঁস টেনে বক্ধ করে বলে, তোমার বিত়ের সস্বষ্ধ হচ্চে জানো ?

বিশাখা দুখানা বড় বড় চোখ চুনীর মুঢv স্থিরভাবে স্থাপন করে বলে, তোকে কে বলল ?
চুনী একটু ভয় খেয়ে বলে, শুনেছছ। কেন, তুমি জানো না? রাজ্নেবাবুর ছেলে শচীনবাবু-সেই যে ভারী সুন্দর চেহারা

সুন্দর না হাতি!
তোমার পছন্দ নয় ?
ওকে পছन्দ হবে কেন ?
তবে जোমার কাকে পছন্দ ?
তা জেনে তোর কী হবে ? তোর কাকে পছন্দ ?
আমার ! আমার আবার পছढ্দের কী ?
ত্রবে আমার কথা তোকে বলব কেন ?
চ্রনী হিহি করে হাসে । ত্রারপর উঠে বলে, চলো, চান করি গে । আক্জ তোমার পায়ে ঝামা ঘষচে হবে । মनু ठাকরুণ বनে দিয়েছে।

বিশাখা নড়ল না । অলস আনমনে বসে চারদিককার ঝুরো ছায়ার দিকে চেয়ে কিরকম বিভোর रয়ে থাকে।

চুনী জানে সে বিশাখার সখি নয়, বষ্ধুও নয় । সঙী বটে, কিষ্ঠু আসজে সে বিশাখার বি। কাজেই বেশী ঘাঁটাতে সাহস পায় না সে । বিশাখী এমনিতে ঠাণ্ডা সুস্ছির হলে কি হয়, রেগে গেলে কুরুক্ষেত্র বধিয়ে ছাড়ে । রাগ পুষে রাখে । ভবু চুনী নিজের মতো করে বিশাখাকে ভালওবাসে । অত রূপ, ত্তল না বেসে পারা যায় ?

এই যে घন দুপুর, শেষ শীতের কবোষ্ণ রোদে এক ঝিমঝিম নেশারু মাদকতা ছড়িয়ে রে!খছ়ছ চারধারে তা বিশাখাকে টেনে নেয় বুকের মধ্যে । কুলতলার ঝুরো ছায়া আর চারদিককার গীছগাছালির ফাঁকে: ফাঁকে: ফর্সা চাদরের মর্তে টানটান রোদ তাকে এক অম্ভুত পুরুষের স্বপ্ন দেখায় ।

সে পুরুষ সাধারণ নয়। অপাপবিদ্ধ, দুর্মর সাহসী, বিষ্যয়ী সেই মানুষ বোধ হয় স্বপ্নেই বাস করে। তবू তার জন্য अপেफ্ষা করা ছাড়া বিশাখার উপায় की?

অনেকফ্মণ আনমনে বসে থাকে বিশাথা । দুনী উসখুস করে। তার মাথায় উকুন কুটকুট করছে। পেটের মধ্যে নাচছে খিদের বাঁর । বিশাখার মুখের থমথমে ভাব লক্ষ করে সে কিছু বলতে সাহস পায় না।

কিছ্হুক্ষণ বাদে অবশ্য বিশাখা নড়ল। উঠল। একটা হাই তুলে বলল, চল যাই।
পুকুরঘাটে দাসী সব সাজিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। তেলের বাটি, বামা, গামছা, কাপড়, সাবান। বিশাখা পৈঠায় বসে । চूনী সयত্নে তার পায়ে ঝামা ঘষতে থাকে। ঘষতে ঘষতে তারও রূপমুপতার বিল্রম ঘটে। এত সুন্দর নিটোল পা, ঝামা ঘযার কোনো দরকার নেই। একটুও खাটা নয়, ময়লা নয় । खুষু পুরোনো আলতার দাগ। সেটা উঠে যাওয়ার পরও টুকটুকে লাল দুখানি পাকে যেন মা দুর্গার পা বলে মনে হয়। कী সুন্দর ! ইচ্ছে করে পা দूখানায় ঠৈঁঁ ঘষে, কপালে চেপে রাথে কিছুকণ।

চूनी!
বলো।
সুফল্লা তোকে কিছু বলেছে?
"
को বলেছে ?
এর মধ্যে কবে যেন নায়েবমশাই গিয়েছিলেন ওদের বাড়ি।
কथा পেড়ে এসেছে, না ?
তাই তো বলল। কর্তাবাবু রাজেন মোক্তারকে ডেকে পাঠিয়েছে।
কবে আসবে বুড়োটা ?
তा अত জानि ना।
এ বিয়ে হবে না।
ই
ইস আবার কিসের ?
আমার যদি ওরকম বর জুটত তাহলে আনন্দে নাচতাম।
आমি আর তूই কি সমান ?
তा বলिनि। किষ্ঠু শচীনবাবু कী ভাল দেখতে বলো!
তেমন কিছু নয়।
এ শহরে ওর মতো সুন্দর আর কেউ নেই।
আছে। তুই গগনবাবুর ছেলেকে দেখ্খেিস ?
কোকাবাবুর নাতি ? দেখব না কেন ? সেও অবশ্য সুন্দর।
শচীনের চেয়ে ঢের সুন্দর।
চুনী একটু দ্বিধার গলায় বলে, কেমন যেন একদু গৌয়ার মজো আছে!
তার মানে?
একটু বেশী লম্বা-চওড়া।
পুরুষ মানুষ তো ওরকমই ভাল।

শরৎ कী রে! শরৎবাবু বল।
ওই হन। শরৎবাবু নাকি-হি হি-

शসছিস কেন ?
মদটদ খায়, জানো ?
তোকে কে বলল?
সবাই জানে।
আর कী করে ?
বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ায় অঞ্গলে।
সেটা কি খারাপ ?
তা নয়। মেয়েমানুষের দোষ আতে।
বাজে কथा।
তোমার কি শরৎকে পছন্দ ?
তাতে ডোর কি?
না, কিছू না। আমার কাছে শচীনবাবুকে বেশী ভাল লাগে। বেশ নরম সরম মানুষ। থেটে খায়।

খেটে যাওয়াটা কি খুব বড় কथা নাকি ? ভীষণ গরীব ছিল ওরা।
बानि।
মনু পিসিই সব নষ্টের গোড়া। আপদ বিদেয় করার জন্য যা তা একটা ছেলেকে ষরে গলায় ঝুলিয়ে দিচ্ছে।

চুনী বিশাখার ভিতরকার গনগনে রাগের औচ টের পেয়ে ভয়ে চূপ করে গেল। এথন মতামত করতে যাওয়াটা ঠিক হবে না । পা ঘষা শেষ করে ঝौঁঝালো সরমের তেল হাতের তেলোয় নিয়ে বিশাখার কোমল সুন্দর হাত আর পায়ে মাখাত লাগল সে। মহেন্দ্রর ঘানিতে রাই সর্ষে পিষে তৈরি করা তেন। কী মিষ্টি গক্ধ। যে তেলটি চুলে দেয় বিশাখা, যে সাবানটি মাথে তাদের গক্ধ চুনী<ে পাগল করে দেয় । এই রাজকন্যার মতো সুন্দরী মেয়েটিকে সে রোজ ছোঁয়, এর দামী সাবান আর তেল তার হাতে লেগে থাকে, এ সবই নিজ্জের সৌভাগ্য বলে মনে করে চুনী । ভারী গৌরব বোধ করে। কিষ্ঠু বিশাখার পছন্দ কি ভাল ? শরৎকে সে চেনে । চেহারাটা খারাপ নয়, কিষ্ঠু ভীষণ রাগী, বুনো লোক। আর শচীনবাবুর চেহারাটা কী মিষ্টি! কত লেখাপড়া জানে!

বিয়ের কथा ওঠার ফলেই বোধ হয় ইদানীং সুফनা খুব একটা আসে না ।
বিশাখা জলে নামতে নামতে বলল, সুফলাকে একটা থবর দিস তো। ওর সর্গে কধা আছে।
চूनী বলल, দেব।
আজই কিষ্ঠু। বলিস জরুরী দরকার।
বিকেলে সুফলা এল। জমিদারবাড়ির মেয়ের সহ্গে দাদার বিয়ের সষ্বন্ধ হচ্চে, এढা তাদের কাছেও থবরের মতো খবর। তার ఆপর পাত্রী তার প্রাণের বক্লু । সুফন্লার মুথেচোে একটা চাপা আনুন্দ ডগমগ করছিল। চোথের দৃষ্টিতে একটু লম্জা লজ্জা ভাবও। এসেই বিশ্দখাকে জড়িয়ে ষরে বनल, কেমে आছিস ? কमिनে রোগা रয়ে গেছিস কেন ?

বিশাখার মুখটা থুব থুশি দেথান না। গণ্টীর মুখে বলল, ছাদে চল, কथा आহে।
তাদের ছাদটি বিশাল। মাঠর মতো বড় সেই ছাদে अনেক রকম বসার জায়গা আতে। প্ধেতপাথরের আরামকেদারা, পাথরের বেদী। বড় বড় ফুলের টব আছে অনেকথুলো। আছে বঢ়ি আর আমসত্ম রোদে দেওয়ার জন্য জালের ঘর, যাতে পাখি এসে না ঠাকরাতে পার্রে।

সাদা বেদীটার ওপর দুজন পা তুলে বসে ।
মানুষের মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলতে বিশাখা কখনোই সংকোচ বোধ করে না। এমন কি

দাদা-দিসিদের মুখের ওপরেও সে অনেক কথা বলে দেয় । 刃ধু বাবার প্রতি তার এক ধরনের সমীছ আছে।

বিশাখা সুফলার দিকে তাকিয়ে বলল, তোদের এখন অবস্शা বেশ ভাল হয়েছে, তাই না ?
সুফলা একটু থতমত খেয়ে বলে, কীসের অবস্থা ?
সংসারের অবস্গার কথা বলছি। ন্যাকা, বুঝিস না কিছু ?
সুফলা একটু গঙ্টীর হয়ে বলে, সংসারের খবর অত জানি না।
খুব জানিস। কদিন আগেও তো খেতে পেতিস না ভাল করে। চেয়েচিচ্তে চলত।
সুফলা চঞ্ধল হয়ে ওঠঠ। মুখে থমথমিয়ে ওঠঠ কান্না। বলে, এসব कथा কেন বলছিস ?
বিশাখার্র খুব ভাল লাগডে থাকে। নিষ্ঠুরতার মধ্যে সে এক রকম তীব্র আনন্দ বোধ করে । বলে, আমার মার কাছ থেকেও কত্তিন চাল পয়সা নিয়ে তবে তোদের চলত, মনে নেই?

সুফলা खোঁস করে ওঠে, সে সব মা শোধ দিয়েছে।
তা দিতে পারে। তোরা এখন বেশ পয়সার মুখ দেখ্খছিস, না ?
তা জেনে তোর কী হবে ?
আমার জানা দরকার বলেই জিজ্ঞেস করছি। তোর বাবা আর দাদা কত টাকা রোজগার করে রে?

সুফলার চোথে জল চিকচিক করতে থাকে। আকশ্মিক এই অপ্রিয় প্রসঙ্গে সে কথার থেই হারিয়ে ফেলে। জবাব দিতে পারে না। শুধু অস্থিরভাবে এদিক ওদিক চাইতে থাকে।

বিশাখা বলে, উকিল মোক্তারদের খুব কাঁচা পয়সা হয় বলে ুুনেছি। আমদের জমিদারীটা কিনে নিতে পারিস তোরা ? সৌ झমতা আছে ?

সুফলার চোখে জল, ফোঁপানিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে বুক । তবূ ฆুব তেজেে সহ্গে বলল, অত দেমাক করিস না। তোদের জমিদারীর অবস্থাও জানি।

की জানিস ?
অনেক জানি। আমার দাদা সব কাগজপত্র দেখেছে।
তাই नाকি? की দেখেছে ?
আমাদের জমিদারী নেই বলে তো আর না খেয়ে থাকি না। তোদের ক’দিন পরেই হাঁড়ির হাল হবে।

বিশাখার সুন্দর মখটায় আক্রোশের হিংস্রতা দেখা দেয় । জমিদারীর অবস্থা যে ভাল নয় এটা সেও ঞনেছে। সে বলল, তোর দাদাকে মাইনে দিয়ে রাখছি তো আমরা, সেই ক্ষমতা তো এখনো आছে।

আমার দাদা কি তোদের চাকর ?
ऊাছাড়া আর কী ?
দাদাকে তো তোর বাবা হাতত-পায়ে ধরে সেধে জমিদারী দেখার কাজ দিয়েছে। অতই যদি দ্রমাক তবে দাদার সঙ্গে বিয়ের সম্ধন্ধ করার দরকার কী ছিল ?

বিশাখা একটু হাসল, বাবার মতিচ্ছু হয়েছে বলে করেছে।
তাহুল্ল আমকে বলতত আসিস কেন্ন ? আমরা অত ন্যালা না। তোরাই ল্যালা। আজই আমি বাড়ি গিয়ে সব বল্লছ।

বলিস আমি তাই চাই। ‘ুঁজোর আবার চিত হয়ে শোবার সাধ! ইঃ!
ভারী তো তিন প্যসার জমিদারী, তাও খাজনা আদায় হয় না, ঠাটবাটই সার।
$এ$ কথাও কি তোর দাদা বলেছে ?

বলেছেই তে। জমিদারী রাখতে হলে তোর বাবারেఆ ভিক্কের ঝুলি নিয়ে ধার করতে বেরোতে হবে।

বিশাখা বিভীষণ মুখে চুপ করে বসে রুইল।
সুফলা কौদতে কौদতে এক 巨ूটে সिড়ি দিত্যে নেমে গেল নীচে ।
आপনমনে বিশাখা একট্ট হাসে। বিয়েটা শেষ অবধি হবে না হয়তো। সুফনা গিয়ে বলবে। কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে।

ছাদ থেকে নেমে সে মুথে ভালমনুষী মাখিয়ে মনুপিসির কাছে চুল বাঁ४তে বসল।
রগময়ী জিজ্ঞেস করে, সুফলা এসেছিল নাকি ?
兴।
রঙ্গময়ী চুপ করে থাকে। বোধ হয় ভয়ে।
বিশাখার বিষদাঁত একটু সুলসুল করে। বিষ ঢালার একটা জায়গা চাই ঢো! ছুলের জট ছাড়ানোর ঝাঁকুনিতে মাথাটা পিছন দিকে হেলে যাচ্ছিল । মুখটা সামান্য বিব্রত। বলল, মোজারের মেয়ের খুব তেজ।

রभময়ী মষ্তবা করে না।
বিশাখা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, বলে কী জানো ! বাবাকে নাকি খাজনার দায় মেটাতে ভিঙ্ষের ঝুপি নিয়ে বেরোতে হবে।

ও কथ্য বলल কেন ?
কাঁচা পয়সা পাচ্ছে তো। ধরাকে সরা দেখছে।
কী থেকে কথাটা উঠল ?
की आবার! কথার পিঠে কथा।
মেয়েটার মুখ তো ভাল নয়।
সেই কथ্ই তো আমি তোমাকে বनি।
की बनिम ?
ওরা ভাল নয়।
রঙ্গময়ী মৃদू একট্ট হাসল। বলল, की করে বুঝলি ? खৰু সুফলার সঙ্গে ঝগড়া করলেই কি সব বোঝা যায়?

ঝগড়া আবার কিসের ? ঝগড়া হয় সমানে সমানে।
মানুষকে ছোটো মনে করিস কেন ? এই যে আমাকে পিসি বলে ডাকিস, আমিও তো তোদের সমান নই। গরীীব পুরুতের মেয়ে, পিসি না বলে নাম ধরে ডাকলেই তো পারিস তাহলে।

তোমার কथা আनাদা।
কিছুই আলাদা নয় রে। মানুষকে অত পর ভাবতে নেই।
ডুমি একদৃ অর্ড়ত আছে পিসি । ওরা আমাদের সমান নয় সে কথাই বলেছি। নইলে সুফলা তো আমার বক্ধুই।

ডूই সুফলার সক্গে কেন ঝগড়া করেছ্সিস তা আমি জানি।
বিশাখা ঝামড়ে উঠ্ঠে বলে, आমি মোটেই ঝগড়া করিনি। কেন করতে যাবো ? ওদের আমি মানুষ বলেই মনে করি না। ঝগড়া ও করেছে।

বিয়ের ব্যাপারে তোর মত নেই, সে কথা তোর বাবাকে না হয় आমি জানিয়ে দেবো ত তুই আর কিছু করতে যাস না।

বিশাখা চৃপ করে রইল। কিষ্ঠু তার মুখচোথ ফেটে পড়হে অভ্যা্তরীণ রাগ ও উত্তেজনায় ।
চমৎকার একটা থোপা করে চিকুনি ুুজে দিল তাতে রক্भময়ী। আঙুলের নিপুণ চাপে খৌপাটা

ठিকঠাক করে বসিয়ে দিল। তারপর বলল，এই তোর শেষ কथা তো！
কোনটা আবার শেষ কথা ？
শচীনকে বিয়ে করবি না，এই তো ？
ওকে করব কেন ？
সেটাই ভাল করে জেনে গেলাম। তোর বাবাকে আজই বলব।
বিশাখার মুখ একটু বিবর্ণ হয়ে গেল। বলল，আমার কথা বলে বলবে নাকি পিসি ？
তাহলে কার কथা বলব ？
বাবা যে আমার ওপর খুব রাগ করবে।
রাগ করবে কেন ？তবে প্রস্তাবটা এক রকম দেওয়া হয়ে গেছে，সেটা ফ়িরিয়ে নিতে সম্মানে লাগবে। তবু आমি বলি মেয়েদের অমতে বিয়ে দেওয়া ভাল নয়।

বিশাখার সুর অনেক নরম হয়ে গেল। বলল，বাবাকে আমার কথা বোলো না।
उবে की বলব ？
বোলো তোমার পছন্দ নয়। তোমার কथা তো বাবা খুব শোনে।
রभময়ী একটা দীর্ঘস্ধাস ফেলে বলে，আমকে কেন নিমিত্তের ভাগী করতে চাস ？এসবের মধ্যে आমি থাকতে চাই না। শচীনকে পছন্দ করেছিলাম আমিই।

শচীনকে তোমার কিসে পছন্দ বলো তো ？
কী জানি，आমার হয়তো চোখ নেই।
নেইই তো পিসি। ও এমন একটা कী পাত্র ？
ওকে তোর এত অপছন্দের কারণ कী বল দেখি！বলবি？
ওদের বাড়ি ভাল নয়। কেমন সব গরীব গরীব শ্বভাব।
রभময়ী হেসে ফেলল। आবার গষ্ভীর হয়ে গেল।
বিশাখা হঠাৎ রঙময়ীর গলা জড়িয়ে ষরে বয়সোচিত অদুরে গলায় বলল，তুমি আমার ওপর রাগ করেছো পিসি？

রকময়ী মা－মরা এই বাচ্চাদের নিজের ছায়া দিয়ে তাপ দিয়ে বড় করেছে এতটা। তাই এই আদরে তার বুকের মধ্যে অভিমানের একটা তুফান উঠতে চাইছিল । কিষ্তু রগময়ী জোর করে চাপা দিল সেটা।

বিশাখার থুতনিটা একটু নেড়ে দিয়ে বলन，না，আমার রাগ করতে নেই। আমি রাগ করলে যে ভূমিকপ্প হয়ে যাবে। या，খেলা কর গে।

বিশাখা আঙ্তে আঙ্তে উঠে বারবাড়ির দিকে বারান্দায় এসে দাড়াল্ । জড়োসড়ো ভাব। শীত এখन যাই－यাই। বেলা চট করে পড়ে না। এখনো রোদ আছে।
 इিন বিশাখা।

এ্ৰ্তা সাইকেল বড় রাস্তা থেকে বौক निয়ে বাড়িতে फুকন।
বিশাயা प্রড়িeপদ̆ একচা थামের আড়ানে সরে यায়।
みणীন এঅ। রোর এ সময়ে आসে। কাছার্রিবাড়িতে বসে কাগজপত্র দেখে। পরণে উক্লিলের পোশাক।


আচমকা একাদিন দুপুরে জয়ণ্ত এসে হাজির।
রেমি একটু অবাক হল জয়ণ্ত তার ছোটো ভাই। কিষ্তু তার বিয়ের পর থেকে এ বাড়িতে বাপের বাড়ির কেউ বড় একটা আসে না। কৃষ্ণকান্ত ঠারেঠোরে এটা জানিয়ে দিয়েছেন；বিয়ের পর মেয়েদের বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পক্ক যতটা ক্ষীণ হয় ততই ভাল। পালে－পার্বণে বা পারিবারিক বিয়ে উৎসবে একট় আধটু দেখা হোক। ব্যস，তার বেশী নয়। মেয়েদের যতঝ্ষণ বাপের বাড়ির পিঘুটান থাকে ততদিন অ্বঋুরবাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক গাঢ হয়না। আর সেই থেকেই আসে সংসারের অশাত্তি। এ ব্যাপারটা রেমি মেনে নিয়েছে। তার বয়স অল্প হলেও বুদ্ধি বিবেেনা অপরিণত নয়। বাপের বাড়ির সঙ্গে এই আলগা সম্পর্কের যৌক্তিকতা সে বোঝে। আপাতনিষ্ঠুর হলেও আথেরে এতে ভালই হয়

কৃষ্ণকান্তর এইসব অনুশাসনকে তার বাপের বাড়ির লোক ভাল চোথে দেখেনি। অপমান হিসেবেজ গায়ে মেখেছে। তাই এমনিতেই কেউ বড় একটা আসে না। তারা গরীব না হলেও টাকা পয়সা বা ফ্মমতায় কৃষ্ণকান্তর ধারেকাছেণ নয়। সেই সংকেচ এবং ভয়ও কিছু দূরত্ব রচনা করে থাকবে। রাগ করে যে কয়েকদিন রেমি গিয়ে বাপের বাড়িতে ছিল তাইতেই বাবা মা বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছিল।

জয়ন্তকে দেখে রেমির বুক কেেঁপেও উঠল একটু। কোনো দুঃসংবাদ নয়তো
কী রে？ঢুই
 সামান্য দাড়ি। গলার ম্বর ভেঙে মোটা হয়ে গেছে। চোথে এসেছে তীক্ক্ ও স্থির দৃষ্টি। পোশাকে


জয়ন্ত দিদির দিকে চেয়ে বলল，তোর সঙ্গে কথা ছিল।
आয়। বোস এসে। कী খাবি？
তোর বাড়িতে খাবো！ও বাবা，তোর ఖ্বশুর টের পেলে－
यাঃ। আমার অ্খুর কি হিরণ্যকশিপু নাকি ？লোকেরা বড্ড বাড়িয়ে বলে ওঁর সম্পকে ।
তুই একেবারে গেছিস।
তার মানে ？
ওই বুড়ো তোকে হিপনোটইজ করে ফেলেছে। পারসোন্যালিটি বলে তোর আর কিছ্ নেই।
রেমি লজ্জা পেয়ে বলে，মেটেই নয় । বাইরে থেকে লোকটাকে ওরকম মনে হয়। আদর্শবাদীরা একটু তেে কঠোর হবেই। কিষ্ছু মনটা ভীষণ ভাল ।

কৃষ্ণকাষ্ত নৌধুরী কেমন লোক তা পাবলিক জানে। তোকে অত ওকালতি করতে হবে না ।
পাবলিক ছাই জানে।
জয়ীণ্ত একটু হেসে বন্লে，তোর ম্বশুর আদর্শবাদী ছিল আজ থেকে তিন যুগ আগে। এখন ওঁকে आদর্শবাদী বললে কথাটাকেই অপমান করা হয়।

রেমি একটু উ্মার সজ্সে বলে，আচ্ছা না হয় তাই হন। এবার की थ্রর বन ！
কোনো খবর টবর নেই। आমি বাড়ির রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে আসিনি।
কোনো খারাপ খবর নেই কো！
আরে না । আমদের নিয়ে তোকে অত দুশ্চিষ্তা করতে হবে না । বরং তুই নিজ্জেকে নিয়ে একট্দ ভাবলে আমাদের দুশ্চিন্তা यায়।

निसেকে নিয়ে কী আবার ভাবব ？

জয়ন্ত একটু চুপচাপ তার দিদির দিকে চেয়ে থেকে বলে, আমি বুঝতু পারছি না তুই তোর নিজের সিচুয়েশনটা সম্পর্কে কনশাস কিনা।

কননশাস না ₹ওয়ার কি ?
আর ইউ গ্যাপি ইন দিস সেট আপ ?
চলে তো যাচ্ছে।
আর ইউ হ্যাপি উইথ ধ্রুব চোধুরী ?
রেমি এবার রেগে গিয়ে বলে, তোর এত পাকা পাকা কথার দরকার কী বল তো !. আমি গাপি কিনা সে আমি বুঝ্小।

দ্যাv ছোড়দি, তোর যথন বিয়ে হয় তথন আমি মাইনর ছিলাম। মতামতের দাম ছিল না। তাছাড়া আমরা তত খোজ খবরণ নিইনি। কিষ্ডু এখন মনে হচ্ছে তোর জন্য আমাদের একটু চিষ্তা করা দরকার।

কেন, এতদিন বাদে চিষ্তা করার মতো কি হল ?
তुই আমাদের কাছে কিছুই বলিস না। কিষ্তৃ आমাদের কানে অন্নক কথা আসে।
कী এমন কथা! ততার জামইবাবু মদ चায়, এই তো!
সেটাও একটা পয়েন্ট।
মদ খাওয়া এই পরিবারের ট্র্যাডিশন নয়। তোর জামাইবাবু খায় বটে, তবে আমার মনে হয় সেটা ఆধু নেশা করার জনা নয়।

ন্তে কিসের জনা
অन্য কারণ আছে। অত কथা তোর মতো পুচকের সঙ্গে বলতে পারিনা।
আমি এখন আর তত পুঁচকে নই।
আমর কাছে পুচকেই। না হয় একটু দাড়ি গোফই উঠেছে, তাই বা়ল কি জ্যাঠামশাই হয়ে গেছিস নাকি?

উই আর আ্যংশাস আ্যাবাউট যুওর ৩য়েলফ্যোর।
কেন হঠाৎ की হয়़ছে ?
জামাইবাবুর বব্ধুবাঞ্ধবদের তুই চিনিস ?
 এবাড়িতে বাইরের পুরুষরা চট করে ভিতরবাড়িতে আসতে পারে না। মেয়েদের স্বামীর বক্ধুর সঙ্গে হঃ হাঃ হিঃ হিঃ করার নিয়মও নেই।

তার মানে জামাইবাবুর বধ্ধুরা এবাড়িতে আসে না!
না। কেন বল তো !
জয়ন্ত একটু হেসে বলে, জামাইবাবু তার বক্ধুদের এবাড়িতে আনে না কেন তা জানস ? বক্ধুদের অধিকাংশই ভদ্রনোক নয়।

রেমি একটু থ্থতয়ে গেলে । প্রুবর বক্ধুদের সে চেনে না । কাজ়েই জোর গলায় বলার মডো কিডু নেই। মিনমিন করে বলল, ভদ্রলোক নয় কী করে বুর্ఘাল তুই চिनिস তাদের ?

চिনি। পাওা নামে জামাইবাবুর এক বক্ধু আছে। অধীর পাতা। নাম అনেছিস :
বললাম তো, আমি ওর বক্ধুদ্দের চিনি না।
অধীর পাণ্ডার এক বোন আছে। দুর্গা। খুব খারাপ .েয়ে স্কুলে থাকত্তই দূোর পালিয়ে গিত্যেছিল।

রেমির বুক কাঁপতে থাকে। তার একবার ইচ্ছে করে জয়স্তকে থামিয়ে দেয়। সে আর অনতে চায় না। কিন্তু কৌতূহল এক অদ্ডুত জিনিস। নিজ্েের সর্বনাশ্শর ভয়কেও মানে না। রেমি অশ্যুট ১৬০

গলায় বলল，তার সঙ্গে কী ？
সেই দুর্গার সঙ্গে জামাইবাবু ইদানীং ইনভলভড।
যাঃ হতেই পারে না।
সত্য মিথ্যে জানি না। आমি নিজের চোখে কিছু দেখিনি। কিষ্তু খুব রিলায়েবল সোর্স থেকে খবরটা পেয়েছি।

কে বল্লেছে তার নাম বল।
নাম বললে তুই গিয়ে তোর ষ্তরকে লাগাবি। তোর ম্খুর কুরুক্মেত্র করে ছাড়বে। পারিবারিক অশান্তি হবে।

आমি ওঁকে বলব না। কথা দিচ্ছি।
জয়ষ্ত মাথা নেড়ে বলে，তোর কথার দাম নেই ছোড়দি। কৃষ্ণকান্তর হিপনোটিজম তোকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। উনি কথাটা যেই ওুনবেন সেই কথাটার সোর্স বের করার জন্য উঠে পড়ে লাগবেন।

आমি তোর নাম বলব না।
জয়ষ্ত মৃদू হেসে বলে，আযার নাম বলতে পারিস। आমি ওকে ভয় পাই না। কিষ্তু ইনফরমেশনটার সোর্স তো আi্মি নই। অন্য লোক। আর কে，তোদের আত্যীয়।

आমদের आখ্রীয় ？কে রে＇？
বল্লেছি তো，নাম বলব না।
আমকক কী করডত বলিস।
চোথ কান থোলা রাখ। অত মজে থাকিস না। 乡ूব চৌধুরী খুব চরিত্রবান লোক নय।
রেমি এই দুঃসময়ে® রেগে গেল। বলল，সে আমি বুঝব। কে কী বলেছে তা দিয়ে তো আর বিচার হবে না। মিথ্যে করেও তো রট্ডে। পারে।

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলে，তুই ইনকিওরেবল। কিছুতেই তোকে তোর মোহ থেকে বের করে আনা যাবে না। আমি এটা জানতাম। তবু তোর কাছে এসেছি কেন তা জানিস ！জামাইবাবুর নামে কিছু রটলে সেটা আমাদেরও গায়ে লাগে। সেটা জামাইবাবুর জন্য নয়，তোর জনা।

আমার কথা তোদের ভাবতে হবেনা।
তুই আমাদের্র কथা ভাবিস না বলে কি আমরাত তোর্রে ভূলে যাবো ？

অষীর পাधার বোন দूर্গা পাળা। অধীর ইজ এ পলিটিক্যাল निডার। ल্লেखটিসট।
তার সজ্গে ডোর জামইবাবুর সম্পর্ক কী ？
জামাঠবাবুর কোনো পলিটিক্যাল কালার আছে বলে আমি জানি না। থাকলে লোকটা হয়তো মানুষ হত। अধীরের স⿰丬ে জামাইবাবুর বক্ধুত্র কলেজ থেকে। তবে এথন বক্কুত্র নেই। পারলে অধীর ધ্রুব চৌধুরীর গলা নামিয়ে দেয় । দूर্গাকে নিয়ে জামাইবাবু ব্যাগালোরে গিয়েছিন，জানিস ？

রেমির পায়ে জ্রের ছিল না। থরথর করে কেঁপে বসে পড়ল বিছানায়। মুখ কেমন সাদা। চোvে বোবা শূন্যতা ।

की বলছিস ？
ঠিকই বলছি। থবরটা তুনে ছুই আপসেট হয়ে যাবি জানতাম। তবু তোর ভবিষ্যতের কথা ভেবে বলতে বাধ্য হলাম।

ওর আর যে দোষই থাক，মেয়েমানুষের দোষ তো ছিল না।

ছিন না आবার कী। জমিদারদদর রক্তেই ওসব বিষ থাকে। ফিউডালিজম যাবে কোথায় ! Бু কর। पूই সব জেনে বসে आহিস, না ?
 রেমি आनমনে অনা দিকে డক্যে বনল, তাই নাকি?
पूই সব घটনার একদম মাঝখােে থেকেও কোনো র্যেজ রাথিস না। বড্ড বোকা তুই। নিজের স্বার্থ সশ্পর্েে তোর আর একদু কনশাস হওয়া দরকার।

 जার ரেখা দিয়ে থাকে তবে आজ রেমির পায্যের নীচে সতিই জায়গা নেই।

জয়্ত বলল, সেকেলে মেয়েমননুষের মতে কাদছিস কেন ? ऊৃথে দাড়াতে পার্রিস ना !
রূথv দাড়়াবো! কীভাবে ?
লোকটার মুখের ওপর বলে দ্, जোমার নাম্ম এই সব রটেছে। সত্যি কিন্া বলো। রেমি জবাব দিল ना।
 পলিটিকস করে। অধীর স্মল ফাই, কিষ্ᅲু একটা এলাকায় তার অনেক ফলোয়ার আছে । দ চারটে মারডার ওদদর কাছে কিছूই না। তোর শ্খের ময়ী এবং পুলিস তার হাতের মুঠায় বলে এখনো জমাইাবুর গায়ে হাত পড়েনি। কিষ্ুু এবার পড়বে।

ওকে ওরা মারবে ?


দूर্গা বাজ্ মেয়ে বটে, কিষ্থু ওর রিসেন্টলি বিয়ে চিক হয়েছে। চিক এসময়ে ওকে নিয়ে ব্যাभলোর যাওয়ায় সব ব্যাপারটাई ञুবলেট হয়ে গেছে।

তোকে এত কথ্া কে বলन ?
বनलाম जো, নাম বলব ना।
কেন বলবি ना ?
জয়্ণ মাথা নেড়ে বলে, তোকে জান ছোড়দি। ডুই আর আমাদের লোক নোস, হুই এবাড়িতে মাथা বিকিয়ে দিয়ে বসে আছিস। তেকে বলা যাবে না। তোর ভিতরে ফিউডাল সিল্টেম ঢুকিয়ে


বলছি তোর দূদ্দশা লেথে। শো কেসের পুত্ণল হয়ে রইলি। যা বোঝাচ্ছে তাই বুমছিস। जোর বাক্ত্র্র্র নেই।


 শোন, কथाढ উড়ে কथा হলে তোকে বলতাম না।

জয়্র চলে যাওয়ার পর অস্থির রেমি কতবার ভে ঘর বার ক্রল তার সংখ্যা নেই। বাথকুমে
 अনেক তেবেচিচ্ঠে টেলিরোন করল भूবর অফ্সেসে।

आমি রেমি বनছি।
बलো। की थবर ?

তুমি একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেে আজ ? জরুরী দরকার।
আজ যে পারটি অছে সিসটার।
দরকারটা ভীষণ জরুরী।
তা বুঝতে পারছি। একদু ঝেড়ে কাশো না। কী হয়েছে ?
ফোনে বমা যায় না।
যায় না ? সে কী ? আমকে তো কেউই কিছू বলতে বাকি রাথে না। প্রকাশ্যেই বলে।
টেলিশোনে বলতে পারবে না কেন ?
বলছি তো, বলা যাবে না। তুমি তাড়াতাড়ি এসো।
জয়ষ্ত তোমাকে কিছু বলে গেছে নাকি ? খুব সিরিয়াস কিছ్ ? এবং আমকে নিয়ে ?
রেমি স্তু্ভিত হয়ে গেল। জয়ষ্ত দুপুরে এসেছিল, খবরটা ওর জানার কথাই নয়। বিশ্ময়টাকে নিজের ভিতরে ছিপি ঐটে রেথে রেমি বলল, সব খবরই রাখো তাহলে!

আরে ভাই, আমি রাখি না । তবে সিস্টেমটা চালু আহে। শালাবাবু কী বলে গেহে বলো তো ?
অনেক কিছু। কथাঔুলো সত্যি কিনা জানতে চাই।
ना ওনলে की করে বলব সত্যি কিনা।
অধীর পাতা নামে তোমার এক বক্কু আছে ?
আছে। আগে বন্ধু ছিল, এখন ঘোর শত্রু। আর কী জানতে চাও ?
সে তোমার শত্রু হন কেন ?
তা কি শালাবাবু বলে যায়নি ?
বলেছে। তবু তোমার মুখ থেকে তনতে চাই।
জ্রালালে সিস্টার। তনে তোমার লাভ কী বनো তো!
তুমি কার সক্গে ব্যাঙালোরে গিয়েছিলে ?
কারো সজ্গে নয়। হিজ হিজ ए্জ एख।
তার মানে?
তার মানে দুর্গার পেনের ঢিকিট সে নিক্রেই কেটেছিল। আমারটা কেটেছিন অফিস। তোমরা একসক্রে গিত্যেছিলে তো!
হাঁ, তবে এয়ারপোঁ্ট অবধি।
তার মানে কী?
তার মানে দুর্গাকে এক জায়গায় প্পোছে দেওয়ার কথা ছিল। मिয়েছি। শালাবাবু অন্যরকম ব্যাথ্যা দিয়েছে তো!

দিয়েছে। কিষ্তু সৌা কি মিথ্যে ?
না, না। আমি বরং বলি, ওটার বেসিসে তুমি একটা ডিভোর্সের মামলা আনো। आমি লড়ব না।
রেমি রেগে যেতে পারছিল না। তার উপ্বিঘ বুকে ঞ্রুবর্র এইসব ইয়ার্কি এক ধরনের্গ প্রনেপ দিচ্ছিল। সে বলল, ঠিক করে বলো।

আমি ঢো ঠিক করেই বলছি।
তোমরা একসন্গে ছিলে না ?
দুর্গাকে তো তুমি बোখে দেখনি সিস্টার।
তাতে কি ?
দেখনে বুঝতে ওর সঙ্গে থাকার চেয়ে একটা রয়্যাল বেস্গন টাইগারের সF্গে থাকাও ভাল ।
पूমি ওকে কার কাছে প্পেছে দিয়েছো ?
ভেল-এর একজন ইনজিনিয়ারের ডেরায়। ভাল তেলে। ত্রাষ্রণ।

সে ওর কে হয় ?
আমি তোমার কে হই ?
স্বামী আবার কে ?
স্বামী কথাটা বড্ড ভারী । ফিউডালিজমের গক্ধ আছে । বর বরং বেটার ।
ঠিক আছে। বর।
ওই ছেলেটাও দুর্গার তাই।
কী করে হল ?
হয়ে গেল । প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে ।
ইয়ার্কি কোরো না ।
তুমি যে আমার গুরুজন তা মাঝে মধ্যে ভুলে যাই।
গুরুজন নই, তবে এখন ব্যাপারটা সিরিয়াস । এ সময়ে ইয়ার্কি ভাল লাগে না।
গোটা জীবনটাই ইয়ার্কি সিস্টার । এ গ্রেট ইয়ার্কি অফ দি ক্রিয়েটর 1
আমি ফিলজফি শুনতে চাই না। দুর্গার ব্যাপারটা বলো।
বললাম তো ।
ওর বর ব্যাঙ্গালোরে কী করছিল ?
বললাম তো চাকরি ।
আহা তা জানডে চাইছি না । ওখানে ওর তো বিয়ে ঠিক ছিল না !
বিয়ে ঠিক না থাক, হদয়টা ছিল ।
কী করে ?
তুমি মাইরি একদম মগজ খেলাও না আজকাল । মরচে পড়ে যাচ্ছে । ছেনলেটার সঙ্গে দুর্গার
 আম!কে ষরেছিল দুর্গা। আমি বেরাল পার করে দিয়েছি।

দুর্গা তোমার সঙ্গে ফেরেনি তাহলে ?
কোন দুঃখv ? দিব্যি জমিয়ে বসে গেছে ব্যাগলোর ।
সিদ্রুর পরছছ ?
পরবে না কেন ?
ঠিক আছে । ছাড়ছি । পরে কথা হবে ।
শোনো সিস্টার ।
বলো।
আমার কথা ফেস ভ্যালুতে বিশ্ষস করে নিও না। ভাল করে চদষ্ত করো ।
করার দরকার আছে কি ?
ডিভোর্সের চানসটl ফসকাবে কেন ভাই ?
आমি কি খুব ডিভোর্স চাই নাকি ?
তুমি না চাও তোমার ভাই চাইডে পারে ।
মোটেই নয় ।
বোকা মেয়ে । ভাইটিকে তো চেনো না ।
কেন্ন সে আবার কী করেছে ?
কিছ্ করেনি এখনো । তবে কর্রচে চাইছে ।
কী করতে চাইছে ?
লঙ্কাপুরী থেকে বন্দিনী সীতাকে উদ্ধার করতে চাইছে বোষহয় ।
১৬8

সীज कि आমि ?
আলবৎ। কৃষ্বকাস্তবাবু রাবণ।
আর তুমি ?
আমি বোধহয় বিভীষণ। রামকে হেলপ করতে চাইছি।
তার দরকার নেই। আমি তোমার কথা বিপ্ধাস করেছি।
একটা দীর্ঘ্ধপাস ফেলে ধ্রুব বলে, ভুল করছছ সিস্টার।
করলে বেশ করছি। তুমি বার বার সিস্টার বলবে না।
কেন, সম্পর্কটা তো প্রায় তাই।
মোটেই নয়। এসো আগে, তার পর দেখাবো সম্পর্কটা কী!

## ॥ २१ ॥

শচীন অনেকহ্মণ কাজ করল। কাছারিঘরে মস্ত আলো জ্রেলে দিয়ে গেছে চাকর। কর্মচারীরা তটস্দ হয়ে অপেক্ষা করছে। একটা কারুকাজ করা তেপায়ায় ভারী রুপোর থালায় ঢকা দেওয়া খাবার আর রুপোর গেলাসে জল অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ।

শচীন বুঝতে পারছে, জমিদারীর অবস্গ খুব খারাপ নয়। কিন্তু ঠিকমতো তদারকী হয়নি বলে আদায়পত্র ভীষণ কম হচ্ছে কয়েকবছর । একটু চেষ্টা করলে এবং সতর্ক থাকলে সংকট কাটিয়ে ওঠা यাবে। কিস্ডু কাজটl করবে কে ? শচীন জানে, হ্মেকাণ্ত আপনভোলা লোক। বিষয় আশয়ে মন নেই। ঠাঁর ছেলেরা জমিদারীতে আগ্রহী নয়। জমিদারী হন ভাগের মা। হেমকান্তর সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে যে হিস্যা তারা পাবে তা লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা কম । তাই তারা অন্যান্য কাজ কারবারে নেমে পড়েছে।

শচীন আর একটা ব্যাপারও বুঝতে পারছে। হেমকাম্ত তাকে জামাই করতে চান সষ্তবত এই জমিদারী দেখাশোনা করার জনাই। এ বাড়ির জামাই হয়ে বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করতে শচীনের আপত্তি নেই। বিশাখাকে সে বালাকাল থেকে দেথে আসছে। ভারী সুন্দর ফুলের মতো মেয়ে । মুখখানা মনে পড়লেই বুক তোলপাড় করে। শচীন অবশ্য খুব ভাবালু নয়। বরং বাস্তববাদী। কিদ্ডু পুরুষ তো সুন্দরী মেয়ে দেখে কোন পুরুষের না বুক তোলপাড় হয় ?

শচীন তাই খুব আগ্রহ আর নিষ্ঠার সজ্গে হেমকান্তর জমিদারী জরীপ করছে। টাকার জন্য নয়, বিশাখার মুখ চেয়েই। এ বাড়ির মান সম্মান রাখা তারও কর্তব্য।

বিষ্বयুদ্ধের পর গোটা দুনিয়াতেই একটা মন্দা চলছে। এ দেশের লোকের হাতে বিশেষ টাকা নেই। নগদ টাকার টানাটানি থেকেই বোষহয় খাজনা আদায়েও মন্দা চলহে। উপরণ্তু হেমকাণ্ত পাওনা আদায়ে পটু নন। গত বছর দুয়েকের মধ্যে কম করেও তিনটে মহাল হেমকান্ত প্রায় জলের দরে ছেড়ে দিয়েছেন। নতুন কোনও বন্দোবস্তఆ হয়নি। কয়েকটা মোকদ্দমা হেরে গেছেন তদবিরের অভাবে।

শচীন একটা দীর্ঘষ্বাস ফেলল।
মুহুরি রাখাল বলল, শচীনবাবু, এখনও কিছ্ মুথে দিলেন না।
দিচ্ছি। শচীন হাসিমুখেই বনে। তারপর আবার কাগজপত্রে ডুব দেয় । হেমকাষ্তর নায়েবমশাই বুড়ো মানুষ । রাতে চোখে ভাল দেখেন না বলে এসময়টায় আসেনও না । একটা ছুটির দিনে এসে তার সন্গে সকালের দিকে বসা দরকার।

শচীন কাজ রেখে খাবারের ঢাকনা খুলন। বিশান আকারের গোটা আষ্টেক মিষ্টি, কমলা লেবু,

ক্ষীর, নাড়, এক বাটি পায়েস । এত খেতে পারে নাকি কেউ ! রোজই সে অর্ধেকের ওপর পাতে ফেলে রেখে যায়। কমিয়ে আনতে বললে কেউ গা করে. না। অপচয় এদের গায়ে লাগে না বোধহয়। কিন্তু সে গরীব ঘরের ছেলে, তার লাগে।

বড় কন্টে মানুষ হয়েছে তারা। শচীনের বাবার আইনের ব্যবসা জমঁট্তে সময় লেগেছিল অনেক। সে যে-বাড়ির জামাই হতে চলেছে সেই বাড়ির অনেক দাক্ষিণ্য তাদের এক সময় হাত পেতে নিতে रয়েছে।

শচীন সেসন ভোলেনি।
খাওয়া শেষ করে কাগজপত্র গুছিয়ে রাখতে বলে শচীন ওঠে।
রাথাল বলে, একবার মনুদিদির সঙ্গে দেখা করে যাবেন । ঠাকুরবাড়িতে আপনার জনাই বসে আছেন।

শচীন অবাক হল না। মনুদিদি অর্থাৎ রঙ্গমীীর সঙ্গে তার বেশ সহজ সম্পর্ক। ইদানীং বিয়ের সম্ধদ্ধ इওয়াতে মনুদিদি প্রায়ই যায় তাদের বাড়িতে। বয়সে তার চেয়ে বেশী বড় নয়, তাই তাদের মধ্ধে কিছু ঠাট্টা ইয়ার্কিও হয়।

শচীন ঠাকুরমগুপের দিকে হাঁটতে হাঁটতে একবার বাড়ির দিকে চাইল। মস্ত বাড়ি। অনেক জানালা দরজা, বহু ঘর। কোথায় বিশাখা আছে কে জানে। বুকের মধ্যে একটা উদ্বেল রহস্যময় আনন্দ সে টের পায়। বিশাখা কি তাকে লক্ষ্য করে ?

আরতি হয়ে গেছ্েে 1 ঠাকুর মণুপ জনশূন্য । সামনের বিশাল বারান্দায় একা রঙ্গয়ী বসে আছে। মুখখানা গভ্টীর। শচীনকে দেখে অবশ্য মুখে হাসি ফুটল। বলল, এসো।

শচীন জুতো খুলে বারান্দায় উঢে সিড়িতে পা রেথে বসল।
দু চারজন এসময়ে চরণামৃত আর ঠাকুরের আশীর্বাদী ফুল নিতে আসে। রञময়ী পাশে তামার কোষাকুষি আর পরাত নিয়ে বসা। অভ্যাসবশে একটু চরণামৃত দিল শচীনকে। তারপর বলল, এস্টেটের অবস্থা কি খুব খারাপ ?

খুব নয়। তবে খারাপই। ঠিকমতো দেখাোনা হচ্ছে না ।
রগময়ী একটা দীর্ঘপ্ধস ফেলে বলল, এরকমই তো হওয়ার কথা । কৃষ্ণর বাপের তো বিষয়ে মন নেই।

তा জানি।
এখন হুমি ভরসা। যদি একটু সামলে দিতে পারো।
শচীন হেসে বলল, আমি উকিল মানুষ। बমিদারীর কী বুঝি ? এসব সামলানোর জন্য পাকা লোক দরকার।

সে আর কোথায় পাওয়া যাবে ? কৃষ্ণর বাপ তোমার ওপরেই নির্ডর করে আছে।
শচীন মাথা নীநু করে বনে, आমি যতটুকু সাধ্য করব।
কোরো । কৃষ্ণর বাপের পক্ষে কিছুই সামাল দেওয়া সম্তব নয়। এমন মানুষ কাছা দিতে কোঁচা খুলে পড়ে। দায়-দায়িত্বও কিছু কম নয় মাথার ওপর। মেয়ের বিয়ে বাকি, একটা ছেলে এখনো মানুষ হয়নি। ঠাটবাটও তো রাখতে হয়।

তা তো ঠিকই। তবে এখনই খুব একটা দুশ্চিস্তার কারণ নেই। আদায়টা ঠিকমতো করতে হবে। মাঝে মধেে ڤঁর একটু মহালে যাওয়া উচিত। প্রজারা এতে খুশি হয় ।

সে কি আর উনি যাবেন ?
যেতে পারনে ভাল।
তুমি বুঝিয়ে বোলো। উনি তোমার জন্য অপেক্মা করছেন।
শচীন পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে লেথে নিল। রাত হয়েছে।

রঙ্গয়ী বলল, একটু রোসো। তোমার সঙ্গে আমার ছু একটা কथা আছে।
বলুন।
এখানে যদ্র তোমার বিয়ে হয় তাহলে কি রাজেনবাবু খুব বেশী দাবী-দাওয়া করবেন?
শচौन একটু অবাক হয়। এ প্রশ্গের জবাব দেওয়ার কথা তার নয় । মাথাটা নামিয়ে বলল, বাবার সঙ্भেই এ নিয়ে কথা বলবেন।

সে তো বলবই। তবে তুমি নিজে তো এস্টেটের অবস্থা দেখতেই পাচ্ছো। উনি কতটা খরচ করতে পারবেন তার একটা আন্দাজও নিশ্চয়ই হয়েছে।

শচীন একটু হেসে মাথা নেড়ে বলে, মনুদি, এসব নিফ়ে কথা বলতে আমি পারব না ।
রঙময়ী একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার ভয় কী জানো ? দাবী-দাওয়া বেশী হলে না আবার বিয়েটাই ভেঙে যায় ।

শচীন খুব গন্টীর মুখে নিজের হাতের তেলো দেখতে লাগল।
রжময়ী হঠাৎ বাল, কোকাবাবুর এক নাতি আছে। শরৎ। তাকে চেনো ?
শরৎকে চিনব না কেন ? আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোটে। খুব চিনি।
কেমন ছেলে ?
ভালই তো ।
ওুন, ছেলেটার স্বভাব ভ্মেন ভাল নয়।
কেন, খারাপ কিসের ?
শুনেছি, মদ-টদ খায় ।
সে জমিদারের ছেলেদের একটু ওসব দোষ থাকেই।
কই, এই বংশের কেউ তো খায়নি।
শচীন বলে, এ বাড়ি হয়তো অন্যরকম। হঠাৎ শরতের কथা উঠছে কেন ?
রঙময়ী কথাটার জবাব চট করে দিল না। সময় নিল। তারপর আস্তে করে বলল, শরতের সঙ্গে কি তোমার घনিষ্ঠতা আছে ?

না। ওর দাদা আমার সঙ্গে পড়ত। কথনো কথনো ওদের বাড়িতে গোছি।
রঙময়ী একটা ম্বাস ফেলে বলে, ও তরফ থেকেও বিশাখার সম্মধ্ধ এসেছে। আমাদের কারো ইচ্ছে নেই অবশ্য।

শচীনের বুকের মধ্যে একটু দুরদুর করে উঠল। শরতের সজ্গে বিশাখার বিয়ে ? এ কি ভাবা याয় ?

শচীনের মুখখানা ম্नান হగ্রে গেল। শুখু বলল, ও।
তুমি কর্তার সহ্গে দেখা করে যাও।
শচীন উঠ্ঠে দাঁড়াল। অপমানে তার মুথচোখ গরম। গায়ে জালা। যদিও সে জানে, রসময়ী তাকে অপমান করার জন্যা কথাটা বলেনি। কিন্ডু পণের কথাটাই বা উঠছে কেন ! এরা কি শরতের কথাই ভাবছে তাহলে?

শচীন অঞ্ধকার বারবাড়ির মাঠটা পেরোতে পেরোতে থুব অনামনন্ক হয়ে গেল। বিয়ে তার অনেক আগেই হয়ে যাওয়ার কथा ছিন। কিষ্ঠু নিজ্জের পায়ে না দাড়িয়ে বিয়ে কব্রবে না বনে জিদ ধরায় হয়নি। এতদিন বাদে সে তৈরি হয়েছিল সংসারী হতে। বিশাখার সন্গে প্র্তাব আসায় খুশি হয়েছিল সে। বড় সুন্দরী মেয়ে। সেই প্রস্তুত মনটাকে কি ভেঙে দেবে এরা ?

ভারী দোলাচল তার মনের মধ্যে।
হেমকাষ্ঠ নীচের মষ্তু বৈঠককখানায় ব্সে আছেন। নিষ্কর্ম পুরুষদের শচীন সছ্য করতে পারে না।


শ্ত্র রঙ্গময়ীর সঙ্গে ঐর rপ্রম নিয়ে কিছু মুখরোচক গুজব বাজ্গরে চালু আছে বটে, কিম্তু সেই


হ.হমকান্ত একটা মস্ত ডেক চেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে আছেন । অবসর সময়ে বাসে বইটইও রড় একজা পড়েন না । চুপচাপ বসে থাকেন । কাজ ছাড়া একটা লোক কী করে আয়ুর বিপল সময় কটায় কা শচীন ভেবেই পায় না ।

কেমকাম্ঠ একটু নড়ে বসে বললেন, এসো ।
শচীন বসার পর কেমকসন্ত জিজ্ঞেস কর্রন, কাগজপত্র সব দেখেছো ?
সব দ্ৰো হয়নি । তবে কাজ অনেকদূর এগিয়েছে ।
কেমন ব্ক্ছো ?
শচীন বলল, আপনার দুই ভাই না থাকায় জমিদারীটা ভাগ হয়নি । তা সত্ত্রেও অবস্থা কেন্ন এত থারাপ হল সেটাই প্রশ্ন ।

र্মকান্ত বললেন, আমি আমার বউদিকে কিছু দিতে চেয়েছিলাম । সেটা কি সझ্ভব ?
দিতে চাইলে দেবেন । ত্তাত্ত এমন কিছু ক্ষতত হবে না । তবে তদার্রক দরকার ।
হেমকান্ত মাথা নেড়ে বাল⿵冂, কে করঢে ? ছেলেরা কাছে থাকে না। আমার ওসব ডাল লাগে না ন্ৰাড দিলে কিরকম দাম পাওয়া যাবে বলতে পারো ?

বেচে দিতে চাইছছন ?
রেখে কী হবে ? নগদ টাকাটो ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে কাশী-টাশী কোথাও চলে যাওয়ার কথা ভাবছি।

শচীন চপপ করে রইল ।
হেমকাষ্ত আবার জিজ্ঞেস করেন, ক্ত দাম উंगবে বলে মনে হয় ?
ঠিক এখনই বলা যাবে না । অ্যাসসসমেণ্ট করাতে হবে । তবে যা মনে হয় দাম খুব খারাপ হবে ना।

হেমকাম্ত চুপ করে রইলেন । কিছুক্ষণ বাদে বললেন, সংসার বড় থারাপ জায়গা । বুঝলে ; আমি যে এত গা বौঁচিয়ে চলি তবু সংসারের ধুলো-কাদা নিত্যদিন আমার গায়ে এসে লাগে ।

শচীন এ-কথার কী জবাব দেবে । এ তো বিক্ষুক্র মনের স্বতাবোক্ত । সে বড় জোর প্রতিষ্বনি করতে পারে । কিষ্তু সেটা মিথ্যাচার হবে । সংসার সম্পর্ক্ অতটা তিক্ত্া তার এখনো আসেনি ।

হেমকাস্ত শচীনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার বাবাকে আমি একবার আসতে বলে পাঠিয়েছি । আমার খুব ইচ্ছে, তোমার সক্গে বিশাখার বিয়ে হোক । এ বিয়েতে তৃমি রাজি ?

শচীন মাথা রুঁট করে রইল । ভিতরটী নুলছে । বিশাখা যদি তার বউ হয় ত্তবে খুবই খুশি হয়
 আভাস পাওয়ায় কাজটা আরও শক্ত इয়েছে । কী জবাব সে फেবে ।

হেমকাষ্ত বললেন, লজ্জা পেও না । আমি সনাতনপস্থী বটে, কিষ্তু অভিজ্ঞতা থেকেই জনি পাত্র পাত্রীর অমতে ডাদের বিয়ে হওয়া উচিত নয় ।

শচীন বুদ্ধিমান ছেলে । জবাবটা ঘুরিয়ে দিল । বলল, आপनি বাবার সগ্গে কথা বলুন ।
তোমার তাহলে অমত নেই ?
ना।
আমার মেয়েটি বোধ হয় দেখতে খারাপ নয় । তুমিও ডাকে সেখে থাক্বে । কিত্রু চেহারাই তো সব নয় । লেখাপড়া শেখেনি, ঘরবन্দী জীবন কাটিয়েছে । কাজেই মনটাও হয়তো এক্ু সফ্কীর্ণ হয়ে গেছে । কিষ্ঠু আমি মনে করি, উদারচেতা, চরিত্রবান পাত্রের হাতে পড়লে তার মনের পরিবর্তন ১৬৮

ঘটতে দেরী হবে না।
শচীন এ বিষয়ে কী আর বলবে চুপ করে রইল।
হেমকান্ত নিজেই আবার বলেন, আমার রক্ত তো ওর গায়ে আছে। ডুমি অনেকক্ষণ পরিশ্রম করেছে। এবার এসো। গাtড়াট বরং তোমকে পৌঁছে দিত়ে আসুক।

তার দরকার নেই। আমার সাইকেল আহে
বিষয় সম্প্পান্ত বিক্রি করে দেবো না রাখব তা নির্ভর করছে তোমার মতামতের ওপর। আমার থুব ইচ্ছে, বিশাখার সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়ার পর এই এস্টেটের সবরকম ভার তুমিই নাও। ছেলেরা যদি কখনো আগ্রহী হয় जাল। না হলে বরাবর তুমিই সব দেখবে, ভোগ করবে।

শচীন নিজের ভিতরে খানিকটা রক্কোচ্ছ্ছস টের পেয়ে ষীরে ধীরে উঠল। একটু মাতাল-মাতাল লাগছিল তার।

বার বাড়িতে এসে সে অন্ধকরে তার সাইকেলে উঠে পড়ল।
শচীন লক্ষ করল না দোতলার বারান্দা থেকে এক জোড়া চোখ খুব সর্পিল দৃষ্টিতে লক্ষ্য কর্রাছল তাকে। বিশাখা।

বিশাখা জানে, আজ শচীন यাড়ি ফিরেই সুফলার কাছে বিকেলের বৃত্তান্ত শুনবে। বিয়েটা হয় जো তবু ভেঙে যাবে না। কিন্তু ধাক্কা খাবে। দ্বিধা দেখা দেবে, সন্দেছ আসরে।

একজনন দাসী এসে থবর দিল, কর্তাবাবু ডাক্ছেন।
বিশাখার মুখটা ওুকিয়ে গেল। কিন্গু বুক দুর দুর করল না। প্রকৃত পক্ষে ইদানীং তার ভয়তঢ় কমে যাচ্ছে। বাবার প্রতি তার কিছ্ন সমীহ ছিল। কিষ্ঠু আজ কাল আর ততটা নেই। বাবার কাওख্ঞান সम্পর্কে তার সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তার দিদিদের দুজনেরই জমিদার বাড়িতে বিয়ে হয়নি বটে, কিস্তু যোগ্য ঘরে হয়েছে। শুখু তার বেলাতেই বাবা কেন যে হাঘরে একটা পরিবারকে বেছে রের করললন তা কে জানে।

বিশাখা নীচের বৈঠৈকখানায় কুন্ঠিত পায়ে पুকে বলল, আমাকে ডেকেছেন ?
হেমকান্ত স্নেহের স্বরে বলনেন, এসো বোসো আমার কাছে।
বিশাখা ডেকচেয়ারের পাশে একটা টুল টেনে এনে বসে।
হেমকাণ্ত হেসে বললেন, আর একটু কাছে এসো। আমার মাথাটা একটু চুলকে দাও।
বিশাখা একটু অবাক হয়। জীবনেও বাবা তাকে বা আর কাউকে নিজের কোনোরকম স্েেবা করতে ডাকেননি। এই প্রথম।

বিশাখা একটু হাসল । বাবা খুব দৃরের মানুষ। অচেনার এক অস্পষ্ট ঘেরাটোপে আবৃত ! কথনো কখনো বাবাকে তার রক্তমাংসের মনুষ বলেই মনে হয় না। বাথা, বেদনা, ক্রেব্য], আককঙ্ক্ কিছুই য়েন নেই। এ কেমন পাথরের মানুষ!

আজ সে বাবার মাথায় ঘন দুলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে এক অদ্ভুত আনন্দ পেল । রক্ত যেন কথা বলে উঠল রক্তের সঙ্গে। সে যে এই মানুষেরই অভান্তর থেকে জন্মলাভ করেছে সেই সতা সামানা এই স্পর্শে যেন উন্মোচিত হয়ে গেল।

সযত্নে সে বাবার চুলের গোড়ায় নরম আঙুলে দুলকে দিতে লাগল। হেমকাষ্ত আরামে চোখ বুজলেন। তার পর বললেন, পাকা চুল হয়েছে নাকি ? মাথাটা খুব চুলকোয় আজকাল।

বিশাখা মাথা নেড়ে বলে, না তো! আপনার মাথায় একটাও পাকা চুল নেই
কী করে বুঝলে? খুঁজে তো আর দেখনি!
কাল দেথে দেবো । দুপুরে। কিষ্তু অমনিও মাঝে মাঝে চুলের গোড়া চুলকোয়। খুসকি হয়েছে বোধ হয়।

তাঞ হভে পারে । তবে বয়সজ হল, চুল পাকলেও বলার কিছ্হ নেই।

হেমকান্ত কথাটা বলে একটু প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন । বিশাখার হাতের চুড়ির মৃদু শব্প হচ্ছে ।
হেমকান্ত বললেন, এবার তোমাদের একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে পারনেই আমি নিশ্চিস্ত ইই। বুঝলে, তোমার মা নেই, তার কর্তব্য তো আমাকেই করতে হবে

বিশাখা কী বুঝল কে জানে তবে তার চুড়ির শব্দ বেড়ে গেল ।
হেমকান্ত বললেন, বয়সকালে মেয়েদের পাত্রস্থ করা অবশ্যই কর্তব্য। সে কাজে আর দেরী হওয়া উচিত নয় ।

বিশাখা চুপ।
হেমকাস্ত মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে রেথে বললেন, বিয়েতে আমি পাত্র ও পাত্রী দুজনেরই মতামতে বিশ্ধাস করি । তবে মত দেবে খুব ভেবে চিষ্তে, সব দিক বিবেচনা করে । বর্ণ, বংশ, বিদ্যা, চরিত্র, স্বাস্থ্য সব দিক দিয়েই বিচার করা দরকার । তোমার কোষ্ঠী आমি বিচার করতে পাঠিয়েছি । সেটার ফলাফলও জানডে হবে। যোটক বিচার সবার আগে।

বিশাখার ভ্রূ কুঁচকে যাচ্ছে। মুখে রক্তেচ্ছৃস । বাবা কি এবার পাত্রর কথা তুলবেন ?
হেমকান্ত তুললেন । আস্তে করে বললেন, পাত্রের জন্য আমি বেশী খ্খঁজাখুজি করিনি । শেষ অবধি সর্বত্রই ভাগ্য জয়ী হয় । মানুষ তার সাধ্যমতো বিচার বিবেচনা করে বটে, তবু ভাগ্যের হাতেই পরিণত্ । তুমি অবশ্য প্রশ্ন তুলতে পারো, আমি কেন কোনো জমিদার বাড়িতেই তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করলাম না । তার কারণ, আমি নিজে জমিদার । আমি জানি, জমিদারীর আয় সম্পর্কে এখন আর নিশ্চিষ্ত হ'ওয়া যাচ্ছে না । একটা সংকট চলছে । আমাদেরও চলছে। সেদিন কোকাবাবুদের নায়েবের কাছে শুনলাম, ওদেরও মহাল বিক্রি হবে। কারোই অবস্থা খুব ভাল যাচ্ছে না।

বিশাখা চুপ করে রইল । হাত কিছু শ্নথ ।
হেমকাষ্ত বললেন, তাই আমি নিউ জেনারেশনের মধ্যে পাত্র খুঁজছিলাম । এমন পাত্র যে স্বনির্ভর, লড়াই করতে জনে, দুনিয়াটাকে চেনে । বুঝেছো ?

বিশাখা ‘‘ুু’ দিল।
হেমকাষ্ত খুশি হয়ে বললেন, আমি আর একটা জিনিসকেও খুব মূল্য দিই। চরিত্র। পুরুষ মানুষের ওটা বড়ইই দরকার

বিশাখা চুপ করে রইল । তবে মনে মনে খুশি হল না । সে তার বাবাকে জানে । চরিত্রবান হিসেবে একসময়ে তার থ্যাতি ছিল । এখন নেই । পুরুষ মানুষের চরিত্রটা কোনো স্থায়ী সত্য নয় । তা বদলায়।

হেমকাস্ত বললেন, আমি রাজেনবাবৃর ছেলে শচীনকে পাত্র হিসেবে স্থির করেছি । এখনো কথা দিইন । তুমি একটু ভ্ভেে আমাকে মতামত দিও। আগেই বলেছি, আবার বলছি, অমত থাকলে আমার শত পছন্দ হলেও বিয়ে দেবো না। নিজের মুখে यদি জানাতে লজ্জা পাজ তো মনুকে বোলো ।

বিশাখা শ্বাসটুকু পর্যস্ত ভাল করে ছাড়ছিল না ।
হেমকান্ত বললেন, ছেলেটি কতদূর ভাল তা হয়তো এখনই বোঝা যাবে না । ঘর করলে বুঝতে পারবে। এখন যাণ মা, আমার মাথা আর চ্রলকোতে হবে না ।

বিশাখা ళীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ওপরে উঠে এল।
অজকাল কৃষ্ণকাম্ত তাকে ‘শচীরানী’ বলে খ্যাপায় । সে রাগে । কষ্ণকাষ্ত মাষ্টারমশাইয়ের কাছে পড়া শেষ করে সদ্য ওপরে উঠে এসেছে i বইপত্র টেবিলে ঝড়াক করে ফেলে দিয়ে বলল. এই শচীরানী, গোছা তো !

বিশাখা আচমকা ঠাস করে তার গালে একটা চড় কষাল ।

একদিন সকালবেলায় রেলুন দিয়ে সাজানো একটা জীপগাড়ি ঘাঁস করে এণে থামল রেমির বাপপর বাড়ির সামনে। एডখোলা জীপ। চারদিকে কয়েক ডজন গ্যাস বেনুন মাথা তোলা দিয়ে আছে। গাড়িতে জনা ক＜্যেক লোক ঠাসাঠাসি করে বসা। প্রত্যেকের চেহারাই খুনীর মতে। চোথ लাল，মूখ গঙ্টীর। उবে তারা সব চপচাপ বসে সিগারেট টেনে যেতে লাগল।

জীপ থেকে নামল খাটে মজবুত ঢেছোরার একটা ছেলে। পা কিছू টনট্লায়মান। নেমেই টাল্লা থেশ্রে পড়তু গিল্রেও জীপপর কানা ধরে সামলে গেন। জামার বুকের চারটে বোতাম থোলা।

 বেরিয়ে আয় ！বাপের বিয়ে দ্গাবো আজ। বেরিয়ে আয় বাপ

 প্পেরির্যে যেতে লাগল জায়গাট।

আ ब্Aে জয়ীষ্ত ！এই স্সাनা হাামীী বাচ্চা ！বেরিয়ে আয় বাপের ছেনে হয়ে থাকিস তে！ ছেলেট जার ভরাট গমগমে গলায় চেচাতে थাকে।
 চচচচচচ্ছেন কেন？

ছেলেটা বুক চিতিয়ে বলল，বেশ কর্ চেচচাব। আপনার ছেলেরে বের করে দিন।
কেন， 3 को করেহে ？
বহৃe খারাপ কাজ করেছে। সে সব আমরা বুবব। आাগে বের করে দিন।
রেমির বাবার কেমন যেন ছেলেটাকে ঢেনা－ঢেনা লাগছিন। ধরতে পারছিলেন না। চেচচাহ্মেচ এবং घট্নার आকস্মিকতায় তার শরীরে বশও নেই। श゙ করে घটনাটার অথ্থ ধরার cেটা করে বলनেন্，জয়্ড বাড়ি নেই।
 গাড়। बচচচামেচি তনে উঠল এবং ব্যাপারটা বুঝতে একুদ সময় নিল। তারপর দরজার দিকে এগোতে শেতেই কোथ থেকে তার মা এসে পথ আটকল，সর্বনাশ ！কোথায যাচ্ছিস ？डিতরের घरে या！या गीগগীর？अरा भुनে।



মা তাকে প্রায় হাত ধরে টেেে ভিতরের ঘরে নিয়ে এল，যা করার উনি করছেন । তেকে যেতে হবে না।

বাইরের ছেলেটে তখন মুথ ভেঙিয়ে বলছে，বাড়ি নেই，না？বাড়ি নেই তো কোথায় রাত কাটাত গোছ ？হাড়কাটা না সোনাগাছ ？বেরোতে বলুন হারামীকে। ওর সল্গে আমাদ্রে হিসেব नि＜েশ आহে।


 কারেকঢারলেস বলোন ？স্সালাকে এর্মন যদি বের না করেন তবে বহৃe থারাপ হয়ে যাবে কিষু ！ आমরা घরে पুকে টেনে বের করব। রোনো তয়্যেরের বাচ্চা আটকাত পারবে না।

রেমির বাবা এত মুখোর্মুখি এরকম ঝাঁঝ কখনো সহ্য করেননি । দরজাটা চেপে ধরে নিজেকে দাঁড় কর্রয়ে রেখে কাতর স্বরে বললেন, ঠিক আছে যদি কিছু বলে থাকে তবে আমি ওকে শাসন করব ।

কিসের শাসন মশাই ? আপনি বাপ না ভেড়া ? আপনার মডো ধ্বজভঙ্গ বাপ পারবে ওসব ছেলেকে শাসন করতে ? ওসব বড়কা বড়কা বাত ছাডুন, জয়ষ্তকে ছেড়ে দিন আমাদের হাতে । টাইট দিয়ে দিচ্ছি।

পাড়াটা প্রথমে ভড়কে গেলেও একেবারে নাকের ডগায় এরকম ঘটনা বেশীস্মণ চললে মাতব্বররা হস্তক্ষেপ করেই থাকেন । জয়ষ্তর বক্ধুবাক্ধবও আছে। তবে এদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মতো কেউ নয় । তবু দুচারজন লোক এগিয়ে এল ।

কী হয়েছে ভাই ? জয়ন্ত কী করেছে ভাই ? আরে অত চটছেন কেন, আমরাও তো পাড়ার পাচজন आছি।

রেমির বাবা হঠাৎ ছেলেটাকে চিনতে পেরেছেন । তাঁর গুণধর জামাই ধ্রুবর বক্ধু । এইসব বহ্ধুই এখন ধ্রুবকে চালায়, আর ধ্রুবও বোধহয় এই স্তরেই নেমে গেছে। বিয়ের দিন এই ছেলেটা দশটা ডেভিল চপ চেয়ে নিয়ে পাতে চটকে ফেলে গিয়েছিল, সব মনে পড়ছে তাঁর।

পাড়ার লোকেদের উদ্দেশ্যে ছোকরা একটা ছোটো বক্তৃতা ঝাড়ল। সারমর্ম হল, তার দোস্ত অর্থাৎ এবাড়ির জামাই এক্জন অতাম্ত কারেকটারওলা লোক। সবাই তাকে চেনে । আর তারই আপন শালা সেই ভগ্মীপতিকে ক্যারেকটারলেস বলেছে এবং ঘর ভাঙার জনা চুকলি খেয়েছে । বলুন মশাইরা এটা কী ধরনের ভদ্রতা !

রেমির বাবা দরজাটা খোলা রেখেই ঘরের সোফায় এসে বসে পড়লেন । কানটান বদ্ড গরম । বুকে একটা ঘ্यাসকষ্ট হচ্ছে। ঘাম দিচ্ছে শরীরে।

ভিতরের ঘরে জয়স্ত রুখে রুথে উঠছে, আ ! ছাড়ো না মা, এটা আমদের পাড়া । মাস্তানী করে চলে যাবে কাজটা অত সহজ নয় । আমাকে বেরোতে দাও।

মা অবশ্য তা দিল না । দড়াম করে একটা দরজা বক্ধ হয়ে গেল।
বাইরে ছোকরাটা তখনো বক্কৃতা চালিয়ে যাচ্ছে। জীপের অনা লোকওুলো একদম পাথরের মতো চুপ। তারা বাকতাম্মা জানে না। কাজ্জে নেমে পড়ার দরকার হলেই নেমে পড়বে । পাড়ার মুরুব্বিরা বিস্তর বিনয়-টিনয় দেখালেন, জয়ষ্তর হয়ে ক্ষমা চাইলেন ।
ছেলেটা বলল, স্সালার মুর্গীর কলজে । বেরোলো না । কিষ্তু মশাই, আমরা শেষ ওয়ারনিং দিয়ে যাচ্ছি, এরপর এরকম হলে লাশ ফেলে দিয়ে যাবো।

রেমির বাবা মাথায় হাত চেপে বসে রইলেন । জামাই যেমন ছিল ছিল, কিষ্তু কেলেংকারির পর পাড়ার কারো জানতে আর বাকি রইল না তাঁর জামাইটি সত্যিই কেমন। মন্তীর ছেলে বলে তো আর লোকের মুখ চাপা থাকবে না ।

জীপটা অবশেষে আবার স্টার্ট নিল এবং চলে গেল।
রেমির বাবা উঠে সদর দরজাটা বষ্ধ করে দিলেন ।
রেমি খবরটা পেল দুপুর নাগাদ । টেলিফোনে । বাপের বাড়ির পাড়ার একটা চেনা ছেলে টেলিফোনে বলল, রেমিদি, यদি পারেন তো একবার চলে আসুন। মেসোমশাই খুব অসুস্থ।

अসুখ! কী হয়েছে ? রেমির বুক কেঁপে ওঠে।
মबে হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক ।
কখন হয়েছে?
আজ সকালে একটা দারুন হাগ্গামা হয়ে গেছে বাড়িতে । তারপর থেকেই শরীর খারাপ । দুপুরে খাজয়ার সময় বুকে ব্যথা উঠে যায় ।

১৭२

এখন! এখন কেমন ?
ব্যথা হচ্ছে খুব। ডাক্তার এসেছে। আপনাকে খুঁজছেন কেবল।
এক্কুণি যাচ্ছি। সকালে কিসের হাস্পামা হয়েছে ?
ওঃ সে এসে ওুনবেন।
মারামারি নাকি ?
না। জামাইবাবুর এক দল বক্ধু এসেছিল জয়ণ্তদাকে খুন করতে।
को বলছिস या তा ?
বিপ্পাস করুন। জীপ গাড়িতে জনা দশবারো গুগ্গা। সে কি চেচোমমচি আর গালাগাল ?
জয়ষ্তকে মেরেছে ?
না, মাসীমা আটকে রেখেছিলেন ঘরে।
কেন মারতে এসেছিল ?
जा জানি না। आপনি পারলে চলে আসুন।
यাবো তো ঠিকই। কিষ্ৰু ব্যাপারটা কিছूই বুঝতে পারছি না।
এলেই সব গুনতে পাবেন।
রেমি ফোন রাখল। তারপর আবার ফোন তুলে খ্রুবর অফিসে ডায়াল করল।
শোনো, বাবার হার্ট আাটাক!
হার্ট आ্যাটাক! কখन इन ?
দুপুরে। তুমি একবার যাবে না ?
থুব সिরিয়াস কেস নাকি ?
তা জানি না । এইমাত্র পাড়ার একটা ছেলেল ফেেন করেছিল । ডোমার কয়েকজন বক্ধু নাকি আজ আমাদের বাড়িতে গিয়ে হামলা করেছে। জয়ষ্তকে নাকি খুন করতে গির্য়েছিল।

आমার বক্ধু ? צ্ধুবর গলায় রাজ্যের বিশ্ময়।
বলল তো।
যাঃ, आবোল তাবোল কে কী বলে।
সেই থেকেই নাকি বাবার হাঁ অ্যাটাক।
আমার যাওয়া দরকার বলছ ?
यাওয়া উচিত।

खয়ষ্ডকে কি তুমি পছন্দ করো না ?
সে কী ? কৃఫুম মানুষ, অপছন্দের কী আছে ? আক্ছুয়্যানি ওকে তো আমি এক আধবারের বেশী দেখিఆনি। পছন্দ বा অপছन্দ কোনোটাই করার প্র戶্ম ఆঠঠ না।

তবে ছেলেটা. ওকথা বলল কেন ? তোমার বফ্ধুরা-
आরে দूর ! তুমিও যেমন। आমার বক্ধুরা তোমার বাড়ি গিয়ে হাস্সমা করবে কেন ? তারা কি জানে না যে ওটা আমার অতরবাড়़ ?

রেমির তবু সন্দেহ থেকে মায় । বলে তूমিই ওদের পাঠাওনি তো ?
को শে বলো রেমি!
রেমি ষোন রেথে উদভ্রাচ্ডের মরো বাইরের পোশাক পরে নিল। ট্যাকসি ডেকে আনল চাকর।
 ঢের বেশী আর একটা জিনিস এবাড়ির আবহাওয়াকে ভারী করে রেখেছে। তা হল ভয়। সকলেরে

চোখে মুখেই একটা আল্ক্ক দেখা যাচ্ছে । এবং আরো যেটা চিম্তার কথা, সবাই তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে ।

বাবাকে সসডেটিভ দেওয়া হয়েছে । ঘু.োচ্ছেন । ডাক্তার বলে গেছে আট্যাক মাইলড বটে, তবে হার্ট অ্যাটাক যে তাতে সন্দেহ নেই। খুব সাবধানে রাখা দরকার ।

রেমি বোকার মতো কিছুক্ষণ তার বাবার বিছানার পাশে বসে রইল । কী করবে ভেবে পেল না ।
জয়ন্ত বেরিয়েছিল ওষুধ আনতে । ফিরল । ওষুধগুলো বাবার বিছানার পাশে টেবিলে রাখল । রেমির দিকে তাকালভ না । বেরিয়ে গেল ঘর থেকে:

পিছুপিছু এসে রেমি ডাকল, জয়, শোন।
জয়ন্ত বিরক্ত মুখে বলল, বল ।
কী হয়েছে রে ? তোকে নাকি কারা মারতে এসেছিল সকালে!
সে আর শুনে কী করবি কিছু করতে পারবি
আগে তো শুনি।
জামাইবাবুর কীর্তিমান বন্ধুরা এসেছিল । জীপে করে । পাড়ায় টি ঢি পড়ে গেছে ।
ওরা এসেছিল কেন ?
আমার লাশ ফেলবে বলে।
তুই ওদের কী করেছিস ?
জয়স্ত তেতো মুখে বলল, তোকে একটা কথা বলব ? তুই আমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখিস না । তাতে ডোর ভাল হবে কিনা জানি না, কিস্তু আমরা স্বস্তি পাবো।

ও কথা বলছিস কেন ? আমার কী দোম ?
তোর দোষ তুই বোকা । ভীষণ বোকা । ওই স্কাউড্র্রে ধ্রুব চৌধুরিকে তুই অগাধ বিপ্বাস করিস । একটা ট্রেচারাস হামবাগ, লুজ ক্যারেকটার লোক । সেদিন তোকে ছোটো ভাই হিসেবে কয়েকটা কथা বলেছিলাম, সেগুলো তুই ওর কানে তৃলেছিস ।

তাতে কি ? তুলব না ?
তোল ক্কতি নেই, কিস্ডু ব্যাপারটীকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিস ।
তুই তো বললি ওকে তোর ভয় নেই।
জয়ষ্ত মাথা নেড়ে বলে, ভয় নেই, কিষ্তু ঘেন্না আছে । আই হেট হিম ।
রেমির চোখে জল আসার উপক্রম । সে ধরা গলায় বলল, সব দোষই আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছিস কেন ? আমি তো ওকে পছন্দ করে বিয়ে করিনি । বাবা নিজে দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছছ । ও ভাল না খারাপ তা কি জানতাম ?

এখন তো জানিস !
রেমি চোখের জল ফেলতে ফেলতেই মাথা নেড়ে বলল, না, এখনো জানি না । তবে মেয়েটাকে নিয়ে ও পালায়নি, একজনের কাছে প্ৗেছে দিত্রে গিয়েছিল ।

হাঁ, দারুণ মহৎ লোক তো । তোকে ও যা বোঝায় তাই জলের মতো বিষ্যাস করিস । তাই না ? ঐটেই তোর দোষ। ধ্রুব চৌধুরি আজ যে কাতু করেছে তাতে ওর ফঁসি হওয়া উচিত।

আমি ওকে এমন কিছু বলিনি যাতে তোকে ওর বক্ধুরা মারতে আসবে ।
এল তো ! আর বক্ষুদের সব স্ট্যাগ্ডার্ড কী! সাত সকালেও ভকভক করে মদের গক্ধ বেরচ্ছে মুখ থেকে । প্রত্যেকটার স্ট্যাম্প মারা খুনীর চেহারা। জীপগাড়িতে আবার বেলুন লাগানো ছিল।

কাউকে চিনতে পেরেছিস ?
না, आমি চিনব কী করে ? ্্রুব চৌধুরি যে সারকেনে ঘোরে কোনো ভদ্রজোক সেই সারকেলে ঘুরতে পারে না।

র্রেম চোথের জল মুহ থমথমে মৃ,থ ভিতরের বারন্দায় দাঁড়়়ে রইল। জয়শ্ত ঘর থেকে জামা! ছেড়ে এসে বনল, आমারর অপমানে जোর আর কিছু যায় আcে না, জানি। মা বাবাও


जোে কক ওরা মেরেছে ?

 এল্স না পড়লে জরা ঘরেভ ঢক্ত।

রোম ন্েেী চোথ চেয়ে বলল, তুই কি ভাবিস এর পরেও আমি তোর জমাইবাবুর পক্ক নেবো
নিাব কিনা সেট তোর পারসোনাল আফেয়ার। না নিলেই বা কী করবি ? হি ইজ এ হার্ড নাট দূ
 অস্বাকার কর্রাছ।

কর ना। आমs করাছ।
 বা তার র্মনিস্টার বাবা এসে সামনে দাড়ালেই তোর সব প্রতিরোধ ভেসে যাবে। তোর কাছে এখন ওत্দে ফ্লস भামারঢাই বড়।

आমাক্রুই कী করতু বनिস ?

बোম একট্ট দोर্ঘ भाস खেनল।
 মায়ের কড়া শাসনে তারা মানুষ হয়েছে। আজง মাকে একদু ভয় পায় রেমি।

गा, आমি कী কর্রব বলো जে ?
রেমির মা ভিতরের ঘরে মুসুপ্ঠি রস করাছিলেন। মামী জাগলে খাওয়ারেন। রেমির দিকে চেয়ে বनाলেন, ঢোকে প্রেব কিছ্হ বর্লেন ?

ना, को বलবে ?
জয়ের ওপর ওর অত রাগ কেন जा किছ্ বার্লেন ?
রাগ শে আர্ তাও जে জান না।
মা মুখ नামিষ্যে বলে, বড় ঘরের শখ মিটে গেছে বাবা। कী ছেটোলোক ! এসব বক্ধु ও কোथা থেকে জোটালো ? ওরা তোর বাড়িতেও তো যায় !

বলে को লাভ ? এক আাড়़রই তো বাঁশ।
রেমি মাथा নাড়ল, ना মা, শ্ৰఅরমশাই অनाরকম।
তাহলে या जাল বৃঝিস কর। आমি কিছू জানি না। পাড়ার লোকের কাহে মুখ দেथানোর জো নেই। তার अপর তোর বাবার বুক্কের লোষ হয়ে গেল।


বিশাখা ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, আর বলবি ?
চড় খয়ে কৃষ্ণকান্ত হতভম্ব হয়ে গ্গছে। ছোড়দির সঙ্গে তার সারাদিন নানা কর্রণে বহুবার ঝগড়া হয় বটে, কিন্তু মারে না কখনো। তার গাল জ্বালা কর্ছিল। এমন সাঁটনো চড় সে বহুকাল খায়নি। তাকে কেউ মারে না।

কৃষ্ণকান্ত অবাক গলায় বলে, মারলি ?
বিশাখা রাঙা মুখে বলে, একশনার মারব। মেরে মুখ ভেঙে দ্রেবো।
ছোড়দির এরকম চেহারা কখনো দেখ্থেি কৃষ্ণকান্ত । রূপসী রাজকন্যার ভিতর থেকে যেন এক বিষধর ব্বেরিয়ে এসে ফণা তुলেছে। বাস্ত্তবিক ঠিক এই উপমাটিই তার মন্ন পড়ল। এসব অবস্থায় সাধারণত কৃষ্ণকান্ত প্রততপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আঁচড়ে, কামড়ে, ঘুষি মেরে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। ছোড়দিকে সে অবশ্য তেমন করে মরেনি কখনো। আজভ মারল না। অখু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এই ছোড়দি তার চেনা ছোড়দি নয়। এ এক अচেনা মেয়ে।

কৃষ্ণকান্ত কয়েক পা পিছিয়ে গেল। বলল, বাবাকে বলে দেবো??
বিশাথা হিংশ্র মৃখে বলन, যা বলগে যা।
কৃষ্ণকান্ত অবশ্য নালশেকুটি নয়। ছোড়দির এই রাগের কারণটাও তার জানা নেই। তরব কি "শচীরাণী" শব্দটার মধ্যেই কেনেো গুপ্তু রহস্য আছে ? ছোড়দির এত ঝাঁঝের অর্থ তার বয়ঃস্্ধির মাথায় ভাল पুক্কিল না।

সিসডড়র মুখটায় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকান্ত বিশাখার চোথের দিকেে চেয়ে বৃলল, তुই আমাকে মারলি কেন ?

তুই ज কथा বললি কেন ?
বললে কী হয়েছে ? শচীনদার সর্গে তো তোর বিয়ে হরে।
কক্ষাণা নয়।
হাবই। আমি ఆর্নোছ ।
হবে না। आম বলছি
হবে না ? কৃষ্ণকান্ত খুব অবাক আর ব্যথিত হল। মনে মনে শচীনকে সে জামইবাবু বনেে স্থির করে ফেলেছে। ব্যাপারটা তার খারাপণ লাগছে না । বড় দূই জামাইবাবুকে সে ভাল করে চেনে না। দেখাই হয় না তাদের সজ্গে। কিষ্ডু শচীনদা তার কেনা লোক।

ক্কৃ্ণকাষ্ভ বলन, বিয়ে কি ভেঙে গেছে ?
ভেঙে যাবে।
যাঃ শচীনদা দারুণ লোক।
স্স ত্তারা তোদের ভাল লোক নিয়ে থাক। আম বিয়ে করব না । বলে বিশাখা তার ঘরে চলে গেল।
 Јবে কৃষ্ণকান্ত বোকা নয়। তার মনে কয়েকটা সষ্ভাবনা উঁকি মারল। হয়তো শটীনদার বাবা অনেক পণ আর দানসামগ্রী চেয়েছে। কৃষ্ণকান্ত জানে, তাদের জমমদারীর অবস্থা খব ভাল নয়। সম্পাত্তি আছ় বটে, কিষ্তু নগদ টাকার খব অভাব চলছে সেই কারণে বিয়েটে ভেঙে যেতে পারেও বা। আর একটা হন, হয়তো শচীনদার কোনো খৃতটুত বেরিয়েছে। কিংবা হয়তো কোষ্ঠীতে মেলেনি । কিছু একটা এরকমই হবে।
 ১৭৬

নেই। এ সময়টায় উনি ঠাকুরঘরে গিয়ে আহ্নিক্করেন। চুপচাপ্প তাঁর ডেক চেয়ারটায় বসে কৃষ্ণকান্ত তার গালে হাত বোলাতে লাগল। থুবই লেগেছে।

বসে থেকে সে অনেক কথা চিত্তা ক্রঢতত লাগল। শশীদার ফাঁসি হবে। শচীনদা তাকে বাচচাতে বরিশাল যাচ্ছে। লোকে বলছে, জার বাবাই শশীদাকে ধরিয়ে দিয়েছে'। কথাটা কি ঠিক ? ছোড়দি শচীনদাকে বিয়ে করভে চায় না কেন ? পর কোকাবাবুর নাতি শরৎদা তকে বলেছে, বন্দুক চালাতে শেখাবে। তাদদর বাড়িতেও বন্দুক আছে, কিষ্ঠু কেউ চালায় না। তাকে কেউ শেখাবেও না। শরৎদার কাছে শেখাই ভাল।

বন্দুক চালাতে শিখে কী করবে মে ? পাখি মারবে, বাঘ মরবে, আর ইংরেজ।
কিন্তু বাবা বढলে ইংরেজদের দোষ ন্ৰই। দোষ দেশবাসীর। আমরা দুর্বল বলেই ইংরেজ আমাদের ওপর প্রভুত্ব করছে। অকারণে ইংরেজ মারায় বাবার সায় নেই। তার স্কুলের বন্ধুরা বলে, বাবা ইংরেজের লোক। ক্থাটা কি ঠিক?

কৃষ্ণকান্ত আরামদায়ক: ডেকে ডেয়ারটায় পা নুল্লে গৃটিসুটি হয়ে বসেছিল । শ্রমক্লান্ত শরীরে ঘুন্নর ঢল নেমে এল আচমকা। ঘুম্মর মধ্যেই কে যেন-বোধহয় মনুপিসি নড়া ধরে তুলে নিয়ে গিয়ে ক্য়েক গ্রাস ভাত খাইয়় দ্দয়। তারপর নিত়़ বিছানায় শোয়। আর কিছু মনে थাকে না ।

সকালে উঠ্ঠই সে গেল আস্তাবলে ঘোড়াটায় জিন লাগানো ছিল না। শুধু লাগামটা পরিয়ে কৃষ্ণ্বন্ত্ত তার পিঠে চেপে এক ছুটে চলেল এল শচীনদের বাড়ি।

সামনের মাঠে দাড়़িয়ে শচীন দাঁতন করছিল। তাকে দেখে বলল, को রে?

শচীन ম্নান এবট়ু হেনে বলে, তোকে কে বলল
ছোড়দি বলেছে।
বলেছে ? जাহলে जো হয়েই গেল।
কেন বিয়ে হবে না বলো তো!
শচীন বলে, আমরা গরীব মানুষ বলেই বোধহয় তোর ছোড়দির পছন্দ নয়।
গরীব
শচীন একট্ট গন্ভীর হয়ে বলে, ওসব বাচ্চাদের শোনা উচিত নয়।
आমকে ছোড়দি কাল মেরেছে ওকে শচীরাগী বলে ডেকেছিলাম, তাই।
শচীন আবার একট্ৰ হাসে, শচীরাণী মানে কী ?
শচীনের বউ।
দুর পাগল! বিয়ের নামেই পাতা নেই।
তোমরা কি অনেক ঢাকা পণ চেয়েছো ?
শটীন এবার একটু জোরে হাসে । মাথা নেড়ে বলে, তোকে নিয়ে পারা যায় না । যা একবার মাথায় ঢুকবে তা আর ছাড়তে চাস না।

বलলা ना।
না রে। পণ-টন চাইবার সুযোগই হয়নি। অনছি ভাল জায়গা থেকে তোর ছোড়দির সম্বধ্ধ এসেছে।

ভাল জায়গা ?
কোক্সবাবুর নাতি শরৎ। চিনিস তো !
কৃষ্ণকান্ত আরো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। শরৎদা! শরৎদাকে তার যে খুব অপছন্দ তা নয় । বরং সে শরৎদার তুণে খুবই মুঞ্ৰ। পাঠানের মতো মষ্ত চেহারা । হাতের টিপ দারুণ। শরৎদা খুব ভাল কুস্তি নড়তু পারে। তার সম্পর্কে নানা ধরনের দूঃসাহসিকতার গক্প ছেলেলের মুখে মুখে

ফ্রেরে সেই শরৎদা ছোড়দিকে বিয়ে করবে কেন ? ওরা জমিদার হিসেবেও অনেক বড়। তবে কথাটা ওনে কৃষ্ণকাম্তর বুকটা লাফিয়ে উঠল আনন্দে।

সে বলল, শরৎদার সজ্গে সম্বন্ধ এসেছে ঠিক জানো ?
তাই তো ন্যি।
এঃ, শরৎদা কেন ছোড়দিকে বিয়ে করবে ?
করলে তোর আপত্তি আছে ?
শরৎদা তো কত বড়লোক। গায়ে কী জোর! শরৎদা রাজিই হবে ना ।
শচীনের মুখটা আরও গষ্ᅥীর দেখাচ্ছিল। সে বলল, কে কাকে বিয়ে করবে কে জনে ! ওসব ভেবে কী হবে ?

খবরটা কৃষ্ণকান্তর কাছে নতুন এবং অবিপ্বাস্য। বিনা বাক্যব্যয়ে সে আবার তার ঘোড়ায় উঠল। এবার কোকাবাবুর বাড়ি।

শরৎ ভিতরের মহলে ছাদের ওপর পায়রা খাওয়াচ্ছে। গায়ে স্যাชো গেঞ্জী, পরনে ধুতি। বাবরি ছুল। গলায় কার-এ বौধা धুকধুকি। স্বাস্থ্য खেটেেে পড়ছে।

কৃষ্ণকাষ্ত বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করে, শরৎদা, তুমি কি ছোড়দিকে বিয়ে করবে ?
শরৎ আকাশ থেকে পড়ে, কাকে বিয়ে করব ?
आयার ছেড়ডদিকে। চেনো না ? বিশাথা।
শরৎ शাঁ করে তাকে কিছুহুণ দেথে বলে, বিশাখাকে বিয়ে করব তোকে কে বলল ?
শুনেছি। শচীনদা বলেছে।
কোন শচীনদা ? উকিল ?
হ্যাঁ। শচীনদার সহ্গেই ছোড়দির বিয়ের কथা চলছিল।
শরতের গলা খুব গমগমম । অট্টহাস্য করলে বহু দৃর থেকে. শোনা যায়। সে সেই রকমই একটা হাসি দিয়ে বনে, তোর মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে।

বাঃ, আমাকে তো শচীনদা বলল।
তোর শচীনদারও মাথা খারাপ হয়ে গেছে।
তাহলে কি বাজ্ৰ কथा ?
একদম বাজে কথা। आমি শীগগীরই বিলেত চনে याচ্ছি।
বিলেত যাচ্ছো। বলোনি তো!
পড়তে যাচ্ছি। মাইনিং ইনজিনিয়ার হয়ে ফিরব।
সেটা কী?
খনিজ বিদ্যা। কয়লাখনির ইনজিনিয়ারিং। শক্ত কাজ।
পারবে ?
দেখি তো গিয়ে । ওটা না পারনে অন্য কিছু পড়ব। আর কিছ্হ না হলে আরমিতে ট্রেনিং নেবো বিয়ে-ফ্যে করবইই না।

একमম ना ?
না। তোর ছোড়দির সঙ্গে শচীনের বিয়ে ঠিক হয়েছিল ?
হাঁ। কিষ্ডু বিয়েটা হবে না।
তা আমার কंথा কে বলল শচীনকে ?
তा জানি না।
তোর ছোড়দিকে আমি দেথিইনি, না ?
দেথেছো। আমার ছোড়দি দেথতে খুব সুন্দর।
১৭৮

শরе মूদ মूদ হেসে याচ্ছিল। কিছू বলन ना।
 খूব দূরের অচেনা একজন এনে নিয়ে চcে याcে একদিন ছোড়দিকে ? কি রকম হবে সেটা ? শরূ বলन, শচীन जোে বাজে কथा বলেছে। সবাই জান, आমি বিয়ে করব না।
 ডাকাতে চেহোরান। এরকম একখান শরীীর হলে সবাইরে মেরে ঠাণা করে দেওয়া যায়। শরe জিজ্জেে কর্রল, শচীনের সল্গ তোর ছোড়দির বিয়ে হচ্ছে না কেন ? পাত্র তো ভালই। ছেড়দি ওকে বিয়ে করতে চায় না।
কেন রে ? শচীন্রে লোষ को ?
কে জান।
তব্বে ও কাকে বিয়ে করতে চায় ? आমাকে ? বলে খুব হেলে ওঠে শরৎ।
ককষ্ণকাষ্ত লষ্জ্র পেশ়ে বলে, না। ছোড়দি কাউকে বিয়ে করতে চায় না। তোমাদে বাড়ি থেকে नाকি সম্ধ্ধ এসেছে।

বाEে কथा।
आমাকে বন্দুক চালাতে লেখাে না?
এখনই তে চরে পাখি মারতে যাবে।। याবি ?
यারো। চলো।
বাড়িতে বলে এসেছিস ?
বলতে হবে না। কেউ কিহ্হ বলবে না।
পরে आমার দোষ হবে না তো
না। কেউ কিছू বলবে না। চলো।
চन তাহলে।






किष्टू শরe अनाরকম। বना, मूরत्ত, টগবগগ।
 এখানে জঙ্গ। নির্জনত। পাখির নাঁক এসে পড়েছে। শারe নৌ大ো থেকে নেমেই বন্মুক চানাল।

ভয় পেলি ?
ॐ०, को खद्य !
দूর বোকা। পুরুষ মানুষ কি শद্রকে उয় পায়?
 आমি দ্থে आসि ক'ঢ পাখি পড়न।
 মৃথে হाসি।

একটা। এই চরের্র পাथি সব পাनিয়েছছ। চল।
आयाর ரিপ নৌকো চলল টौরের মতে।

শরৎ বলল, এবার তুই চালাবি বন্দুক।
পারব ?
খুব পারবি। কিছু শক্ত কাজ নয়।
আশ্চর্য ! কৃষ্ণকান্ত পারলও। দ্বিতীয় চরে তারা নামল না। ছোটো চর। বেলে হौসসের ঝাঁক নেমেছে। একনলা বন্দুকটায় একটা ছররা তুলি ভরে শরৎ তার হাতে দিয়ে বলল, চালা । আমি ষরে থাকব। একটা ঝাঁকুনি লাগবে। একটুখানি । কাঁধটা শক্ত করে থাকিস। আরো ভাল হয় কুঁদোটা বগলে চেপে ধরলে।

প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিয়ে কৃষ্ণকান্ত টিপ করল। শরৎ ধরে রইল আলতো হাতে বন্দুকটা।
একটা বজ্রগর্জন চরের নির্জনতাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। হত থেকে খসে গিয়েছিল বিশাল বন্দুক। শরৎ ষরে ফেলল। বলল, এই তো পেরে গেছিস।

পাখি মরেছে?
শরৎ হাসল, না মরনেই কি ? প্রথমবারে মরে না। তবে এর পরে পারবি।
দুপুর পর্যন্ত কৃষ্ণকান্ত বহুবার বন্দুক চালাল। একটা পাথি মারলও সে। নিরীহ একটা ঘ়ঘ়।
ফেরার সময় পাখিটা তার शডে দিয়ে শরৎ বলল, বাড়ি নিয়ে যা। দেখে সবাই অবাক হয়ে যাবে।

উত্তেজনায় কৃষ্ণকান্ত তখন কাঁপছে।
বাড়ি ফিরতেই তুমুন হট্টরোল। বারবাড়িতে চেয়ার পেতে ম্বয়ং হেমকাণ্ত বসা। সারি সারি কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে আছে। পাড়ার লোকজন, প্রজা, হর কমপাউনডার কে নেই ! এমন কি একজন সেপাই অবধি। তাকে দ্থেই সবাই চেচচিয়ে উঠল, এসেছে! এসেছে! ফিরে এসেছে!

হেমকান্ত উঠতে গিয়েও টলে আবার বসে পড়লেন।
কেউ কিছু বলার আগেই মনুপিসি এসে তার হাত ধরে প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে গেল ঘরে। কোথায় গিয়েছিলি ?
পাথি শিকার করতে। শরৎদার সজ্গে।
পাখি শিকারের বয়স তোর হয়েছে?
এই দেখ না, ঘুঘু মেরে এনেছি। নিজের হাতে।
শরৎকে পেলি কোথায় ?
ওদের বাড়িতে।
ও ডাকল আর তুই চলে গোলি?
শরৎদা ডাকেনি তো! আমিই গিয়েছিলাম।
কাল রাতে তোকে বিশাখা মেরেছিল ?
তোমকে কে বলল?
বিশাথা সকাল থেকে কেঁদে কেঁদে ঘর ভাসিয়ে ফেলল তোর জন্য। কেবল বলছে, ও তোকে মেরেছিল বলেই তুই চলে গোছিস। আর ফিরবি না।

কৃষ্ণকান্ত ম্দু একটু হেসে বলল, আর বাবা ?
বাবার কথা কি তুই ভাবিস ?
খুব ভাবি।
তোর বাবা সকাল থেকে জলস্পর্শ করেননি । পরেে সব খনব । যা, স্নান করে আয় । ভাত খেয়ে একটু ঘুম্মে।

বাবা রাগ করেনি তো পিসি ?
র়ছময়ী মাথা নেড়ে ধরা গলায় বনে, রাগ করার মতো অব্গা ছিন নাকি কারো ? তোর থৌজই

কেন, শরৎদাদের সহিস আমার ঘোড়া দিয়ে যায়নি ?
না, তাহলে তো নিচ্চিন্ত হওয়া যেত।
কৃষ্ণকান্ত জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বলল, পিসি, দিদি কেন শচীনদাকে বিয়ে করতে চায় না বলো তো!

তা কে জানে!
শচীনদা বলল, ছোড়দির সহ্গে নাকি শরৎদার বিয়ে হবে। কিষ্ঠু শরৎলা তো বিয়েই করবে না ।
তাই নাকি ?
হাঁ, শরৎদা খনিজ বিদ্যা শিথতে বিলেত যাচ্ছে। তারপর সোলজার হবে।
রঙ্গয়ী চোখ কপালে তুলে বলে, তাই নাকি ? তোকে বলল ?
বলল। আমি তো শরৎদার কাছে সব ুনতে গিয়েছিলাম।
রঙ্গমীী গলে হাত দিয়ে বলে, কী ছেলে রে বাবা ! তা বিশাখার বিয়ে নিয়ে তোর এত মাথাবাथা কেন ?

ছোড়দি থুব দূরে কোথাও চলে যাবে না তো পিসি ?
বিয়ে হলে দৃরে যাওয়াই ভাল। বড় হলে বুঝ্রবি।
না পিসি। ছোড়দির বিয়ে কাছাকাছিই দাও।
রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘ্প্যস ফেলে বলে, আচ্ছ, বিয়ের কথা পরে ভাবা যাবে। এখন স্নানে যা । ডোর বাবা বসে আছেন।

স্নান করে এসে ভিতরের বারান্দায় বাবার পাশাপাশি খেতে বসার সময় একন্টু ভয় ভয় করহিল কৃষ্ণকান্তর। ঠিক বটে, বাবা তাকে কখনো শাসন করেন না । কিষ্তু বাবার থমথমে মুখটাই শাসনের চেয়ে অনেক বেশী।

হেমকান্ত কোনো কথা জিজ্ঞেস করলেন না। নিঃশক্দে সামান্য একটু খেয়ে উঠে গেলেন।
কৃষ্ণকান্ত চোরচোথে লক্ষ্য করল।
রभ্গময়ী বলল, খেয়ে উঠে যা, বাবার পায়ের কাছে বসে থাক একটু। লোকটা ছেলে ছেলে করে পাগল, আর ছেলে বাউগ্রুলে তৈরি হচ্ছে একটা।

কৃষ্ণকান্ত খাওয়ার পর সসক্কোচে বাবার কাছে আসে । ঘরে ইজিচেয়ারে বসে আছেন হেমকান্ত । মুখখানা চিচ্তিত, ভ্রুকুটিকুটিল।

পায়ের কাছে বসে কৃষ্ণকান্ত তার সরল সুন্দর মুখখানা তুলে ডাকনল, বাবা।
হেমকান্তর একখানা হাত এগিয়ে এসে তার মাথা স্পর্শ করল। ভারী কোমল, ভারী স্নেহময় ग्र्भ।

अনেকক্মণ বাদে হেমকাষ্ত বললেন, এই বংশের রক্তটা অনারকম, জানো ?
কিরকম ?
তোমার এক কাকা নিরুদ্দেশ, অন্য কাকার মৃত্যু হয়েছে অপঘাতে। তাই তোমার জন্য আমার থুব চিম্তা হয়।

আর এরকম হবে না।
যেখানেই यাও, বनে যেও। যতদিন আমি बেঁচে আছি, ততদিন।
आচ्ছা।
তারপর বিশাল পৃথিবী তোমাকে টেনে নেবে। কত দিকে কত কাজে ছড়িয়ে পড়বে তুমি । আমি তো তখন थাকব না।

কৃষ্ণকাস্তর চোথ ফেটেেে জল আসহে। এর চেয়ে শাসন যে ভাল ছিল।

হেমকান্ত অনেকক্ষণ বাদে বললো，শরৎ কি তোমকে বন্দুক চালাতে শেখাল ？
হাঁ বাবা। আজ আমি একট্য ঘুঘু মেরেছি।
হেমকাষ্ত একটা দীর্ঘশ্ধাস ফেলে বলনেন，শুনেছি।
আপনি খুশি হননি বাবা ？
হয়েছি । তবে পাখি বড় নিরস্ত্র প্রাণী। ওদের মারায় কোনো বীরত্ব নেই । যাও，বিশাখা তোমার জन্য খুব কেঁদেছে আজ। ওর কাছে যাও।

ঘরে আসতেই বিশাখাকে দেখে কৃষ্ণকান্ত অবাক। কেঁদে কেঁদে মুখটা ফুলে রাবণের মা হয়েছে। তাকে পেয়েই দুহাতে আiকড়েে ধরল বিশাখা তারপর ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকল। অস্ধস্তি বোধ করে কৃষ্ণকান্ত বলে，কাঁছিস কেন．？
তোর খুব লেগেছিল কাল ？
আগে বল，শচীনদাকে বিয়ে করবি।
বিশাখা কান্না থামিয়ে চেয়ে রইল অবাক হয়ে। তারপর ফিক করে হেসে ফেলল হঠাৎ। কৃষ্ণকাম্ত বলল，শচীরানী！শচীরানী！

## ॥ ง ৩ u

ষ্ব্ুর আর জামাইয়ের সাক্ষাৎকারটি একটু আড়াল থেকেই লক্ষ্য করছিল সে। ধ্রুব শ্বওরুবাড়িতে এল দ্বিরাগমনের পর এই প্রথম। চৌধুর্রিবাড়ির ছেলেরা অ্যখেরাড়ি যায় না। তেমন প্রথা নেই। ষশুরবাড়ির বিয়ে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে তারা উপহার বা আশীর্বাদ পাঠায়，কিষ্ডু নিজেরা আসে না। खধু মৃত্যু সংবাদ পেলে আসে। নিতাষ্তই সৌজন্যের খাতিরে। ধ্রুব আজ সেই প্রথা ভেঙেছে।

রেমির বুক কौপছিল । 乡্বুব মদ খেয়ে এসেছে কিনা তা সে জানে না । ট্যাক্সি থেকে নেমে সে খুব স্বাভাবিক পায়েই ঘরে ঢুকেছে বটে，কিম্ঠু সেটা কোনো কथা নয় । অখ্ররাড়ি আসছে বলে সে সতর্ক হবে এমন মানুষ কি ધ্রুব ？

ঘরে पুকে ্ুূব বেশ গঙ্ভীর চোথে ম্বশুরকে দেখল। ঘরে রেমির মা ছিলেন। জামাইকে দেথে， বোধহয় আতক্কেই，পালিয়ে এলেন ভিতরের ঘরে। রেমিকে রুদ্ধী্বাস উত্তেজনায় বললেন，ওরে，夕্বূব এসেছে ！যা，কাছে या！

রেমি বলল，আমার কাছে যাওয়ার কী？এসেছে তো এসেছে।
রেমির মা তাড়াতাড়ি গিয়ে ভিতরের ঘরে ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে বললেন，ধ্রুব এসেছে ！ থাবার দাবার কিছু নিয়ে আয়।

রেমি বিরকু হয়ে বলল，তুমি ও রকম কোরো না তো। आমি ওকে জানি। কিছ্র খবে না ।
না খাক，আমাদের ভদ্রতা তো করতে হবে।
नाड नেই মা।
লাভ লোকসানের কথ্থ নয়। দ্বিরাগমনের পর এই এল।
রেমি आর তক্ক করল না। अन्य একটা घর থেকে ভেজানো দরজার সামান্য ফঁক দিয়ে मেখতে লাগল s্রুবকে। সামনে গেল না। তার কারণ সে সামনে গেলেই প্রুব হয়তো ইচ্ছে করেই অন্যরকম হয়জো বা অভप্র ব্যবহার ক্রতে ওরু করবে। আড়াन থেকে দেখাই ভাল।

夕্ञূব অ্রেরে বিছানার পাশে একটা চেয়ারে দিব্যি গা ছেড়ে বসে বলছিল，আপনার আগে কখনো হাঁ্ট অ্যাটাক হয্রেছে？

১৮২

না তো ।
আপনার বয়স ক্ত ?
বাহান্ন পেরিয়েছে ।
আপনার নরমাল স্বাস্থ তো ভালই।
হ্যাঁ, এর আগগ কখনো এ রকম হয়নি ।
आজ रল কেন ? শुनলাম সকালে नাকি কয়েকটা শুञा এসে आপনাকে শাসিয়ে গেছে ?
কী দুঃসাহস রেমি অবাক হয়ে গেল । কী স্বাভাবিক মুখ ! निপাট ভালমানুষ যেন !
রেমির বাবা বললেন, আর বढেলা কেন । আমি সাতে নেই, পীচে নেই, হঠাৎ একদল লোক এক্ট জীপ গাড়িতে এসে-

শুন্নেছ । আপনার বেয়ে আমাকে টেলিফোন করে সব বলেছে। ইন ফ্যাকট ওই দলে আমার একজন বঙ্ধুও ছিল ।

রেমির বাবা একটু তটস্থ হয়ে বললেন, হ্যাঁ, ওরা তোমার বষ্ধু বলেই বলছিল ।
ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, সবাই নয় । একজন । বাদবাকীরা ঠিক বষ্ধু নয় । তবে চেনা লোক । কী বলছিল বলুন ডো !

সে আর তোমার শুনে কাজ নেই ।
ধ্রুব একাঁ হেসে বলে, সব आাশশনেরই একটা রি-অ্যাকশন আছে ।
তার মানে ?
ধ্রুব উদাস গলায় বলল, এরকম ঘটনা যখন ঘটে তখন খেঁঁজ করে দেখা ভাল যে, এর রুটটা কোথায় । রুট্ট একটা আছেই । কোনো কিছুই থামাখা ঘটে না ।

রেমির বাবা সকালের ঘটনায় প্রচণ্ড নারভাস হয়ে গিয়েছিজেন ৷ জামাইয়ের এই উক্তিতে ভিনি আর উচ্চবাচ্য করবার সাহস পেলেন না । সেডেটিভের ক্রিয়া চলছে । घুম-ঘুম চোখে জামাইয়ের দিক্ষে একটু তাকিয়ে থেকে চোথ বুজলেন ।

রেমি শ্বাস বक্ধ করে দৃশ্যটা দিখতে নাগল ।
রেমির বাবা চোথ चুলে বললেন, কোথাও কিছু একটা গগুগোল হয়েছে তা বুঝতে গারছি । কিষ্রু ব্যাপারটो কী তা आমি আজ্জও জানি না।

ধ্রুব মৃদু স্বরে বলल, आমিও জাनि নा।
বোধহয় একটা মিস আনডারস্ট্যানডিং ! তাই না ?
হতে পারে ।
রেমির বাবা হাতটা বাড়িয়ে ধ্রুবর একখানা হাত ধরলেন । বলजেন, आমি ফনয়নটেশন চাই না ।
 হয়ে মাপ চাইছি।

ভ্রুব মৃদু একটু হেসে বলে, বয়োজ্যেষ্ঠ হয়ে বয়ঃকনিষ্ঠির কাছে মাপ চাওয়াটা দৃষ্টিকট্র। আর आপনিই বা অন্য কারো হয়ে মাপ চাইবেন কেন ? ওটা তো গ্রোটোকন হয়ে গেল । यদি কেট অপরাধ করেই পাকে তবে তারই উচিত মাপটাপ চাওয়া ।

জয়ষ্ঠর ওপর ঢুমি রেগে आছো s্রুব !
না, না । মিষ্ট হেসে সুम্দর শয়তানটি বলল, ওর ওপর আমি রাগ করব কেন ! প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব বিচারবোধ অনুযায়ী চলার অধিকার আমি স্বীকার করি । চবে তার্র পিহনে बের়দ্য बাকা চাই। ও যদি কিছু বনতেই চায় তাহলে ডা জোরের সজ্গ বনুক । ক্টকচালি কি পুরুষের কাজ্জ ?

ঢুমি রেগে আছো । ছছলেমানুষ । মাপ করে দাও।
র্ব খুব উদার গলায় বলে, মাপ করা শক্ত কী ? তবে কেসটীই তো আমি জানি না । ও কী

রেমির বাবা ফঁপরে পড়ে বললেন, বোধহয় কূটকচালিই কিছু করে থাকবে। রেমি জানে। রেমিকে যদি একবার ডেকে জিজ্ঞেস করো।

যাক গে । পরে জেনে নেওয়া যাবে ।
আমরা খুব ভয়ে ভয়ে আছি।
ভঢ়़ ভয়ে থাকবেন কেন ? ভয়ের কী আছে ?
তোমরা ভি আই পি মানুষ, তোমাদের ভয় নেই। আমদের আছে।
আপনি এই অবস্থায় বড্ড বেশী দুশ্চিন্তা করে ফেলছেন এটা কিস্তু ভাল নয়।
তাহলে কথা দাজ জয়ম্তকে ওরা কিছু করবে না ।
করলে তো করেই ফেলত। নিশ্চয়ই সে রকম ইচ্ছে ছিল না।
আবার যদি আসে:
সেই সম্ভাবনা যাতে দেयা না দেয় তার জন্য জয়স্তরই চেষ্টা করা উচিত ।
রেমির বাবার চোখে জল টলটল করছিল । বললেন, আমি বুঝেছি বাবা। জয়স্তক্ক যা বলার আমি বলব। ত্মি ভেবো না।

খ্রুব উদাস গলায় বলল, আমি কখনোই ভাবি না । ছেলেমানুষ, কত কী করে ফেলতে পারে । জয়ন্তর বয়স কত হল বলুন তো !

বোধহয় একুশ।
হাই টাইম ট বি অ্যাডাল্ট। যাকগে, বয়সটা কোনো কনসিডারেশন নয় ।
তुমি,রাগ করে আছো । আমি বরং রেমিকে ডাকি, ও তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারবে ।
ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, না না তার দরকার নেই। কী হয়েছে না হয়েছে তা ডিটেলসে না জানাই ভাল। আমার শালা আমার সম্পর্কে আড়ালে কী বলে বেড়ায় তা-জানার আগ্রহ আমার নেই। তাছাড়া আড়ালেই যখন বলছে তখন আড়ালটা রাখাই গ্রে ভাল।

ও ত্তেমাকে এমনিতত খুব পছন্দ করে ।
কার কথা বলছেন ?
জয়ষ্ত । দু একটা কথা বুদ্ধির দোযে বলে ফেলেছে হয়তো, কিষ্ত্রু তোমার সম্পর্কে ওর ষারণা খুবই উচু। ও বলল, জামইবাবু ইচ্ছে করলেই সাঙ্যাতিক কিছু করে ফেলতে পারে ।

ধারণাটা বোধহয় ঠিক নয় ।
না না, আমদের ধারণা তাই। শুধু যদি—রেমির বাবা থামলেন । ধ্রুব একট্ট ষুঁকে মদু হাসিমূ:খ জিজ্ঞেস করে, গুধু যদি ?

ধ্রুব থমথমে মুখ করে কিছুক্ষণ সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল । তারপর অখতরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আপনারা রেমির ব্যাপারে বোধহয় খুব গ্যাপী নন, তাই না!

সে কथা বলিनি। আমার তো মনে হয় রেমি বেশ সুখী।
তাহলে অনর্থক, দুশ্চিস্তা করছেন কেন ? आপনাদের মেয়ে যদি অসুখী হত তাহলে না হয় কিছ্র বলার থাকতে পারত।

কিছু বলছি না । যা বলছি সেটাকে বলতে পারো থিংকিং লাউডলি । তুমি বিবেচক ছেলে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে ।

צ্যুব মাথা নেড়ে বলে, না, বুঝতে পারছি না।
আড়াল থেকে রেমির মনে হচ্ছিল, এবার তার হস্তক্ষেপ করা উচিত । यদি সে দেরী করে তাহলে দুজনের মধ্যে আবহাণয়াটা খারাপ হয়ে যেতে পারে । সে সেখতে পেল, মা বাইরের ঘরে ট্রে নিয়ে 2b 8

ঢেকার মৃখে দ্দিধায় পড়ে দাড়ি়্যে आছেন।
 জন্য খাবার आনতে গিয়েছিন জয়া্ত। সেও বাইরের ঘর দিত্যে যায়নি। মা সামনে যেতে তয় भাচ্ছ। । বাবা কথা তুলিয়ে কেনছে। आর ওই সুদ্দর শয়তানটা সবই টের পাচ্ছ মনে মনে এবং উপভোগও করহ్ হয়নে।

याবে ব্রেমি ? দরজার দিকে शাত বাড়িয়ে র্রেমি পেমে গেন। মজাতা শেম অবধি দেখবে নাকি ! फেभाइ याक ना।

 मिয়ে বললেন, একাু মুথ্থোও বাবা।

צ্রুব খাবারের প্মেটের দিকে অবাক হরেেে চেয়ে রইল এলদ্ম । তারপর বলন, আমি এ সব খাই না।
जবম बিদ্র ?
צूব মাथा नाড়़, ना।
মুথে অতন্ত্ সরল হাসি তার। কিষ্থু মতামত স্পৃ্ট এবং চূড়ান্ত। তার ওপর কেউ চাপাচাপি করতে ভরসা পায় না।

মাও পেলেন না। একদ্ম অপ্রতিड হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, কত কাল পরে এলে !
夕্ব এবদ্ হাসল মাত্র। এ সব কथाর জবান দেওয়ার প্রল্যোজনই সে বোধ করে না।
মा भानिয়ে đौচ্লেন। রেমিম হাসি পাচ্ছিন।
 থাকবেন। শরীররের বিও্রামটাই সব নয়। মনটারও বিত্রাম দরকার। কোনো দूপ্চিت্তা করবেন না ।

দू户িচ্তাৰে কি टেকানো যায় বাবা ? জয়ষ্তকে একবার ডাকি! সে বোধহয় বাড়িতেই আছে।
 ইচ্ছে নেই।

## 

পেতেই পারে। এখন তাকে खোর করা ঠিক নয়।
আমি চাই ও जোমার পার্যে ষরে ক্ষমা চাক।

তাহলে को কর্র বলো তো ?
একবার যেন সময় পেলে আমার কাছ్ যায়।
ডোমাদ্রু বাড়িত্তে ?
कण कि?
ठिक आহू। याবে।
ওকে বলবেন কোনো ভয় নেই। క্রুব কथাঢা বলে একফ্ম অপেক্ষা করল। তারপর বলল, ওকে সম্ভব হলে এ কথাটাও বলরেন। লোকে স্কাননডাল পছ্দ্দ করে, ওনতে চায় এবং বিপ্ধস করে। কিষ্ঠু একজন লোক সম্পরে ভাन কথা বলা হলে লোকে তা ওনতে বেশী আগ্রহ বোখ করে না।
 না। কাজেই কারো সপ্পরে খারাপ কিদ্ম প্রচার করার আগে ভান করে চিষ্ঠা করা উচিত।

बलব বাবা। কথাঢা थूবই সতি।
आमि आभि !!
यাবে ? রেমি শে এখানে আছু। ও তোমার সल্গে यাবে না!
s্বুব একটু গোমরামুথে বলে, আমি তো এখন বাড়ি ফিপ্রব না।
ఆ, তাহলে এসো।
রেমি বাঘিনীর মতো বারান্দায় গিয়ে Bত পেতে রইল। গ্রুব বেরোতেই ষরল।
কোথায় যাচ্ছে ?
आরে की খবর ?
এমনভাবে বলল কথাটা ঞ্রুব যেন বহৃকাল পরে কোনো চেনা মেয়ের সত্গে দেখা হয়ে গেতে রাস্তায়।

থবর ভাল। কিষ্তু ডুমি কোথায় যাচ্ছে ?
কেন বলো তো ? অবাক হয়ে খ্রুব জিজ্ঞেস করে, আজকাল আমার চলাফেরার হিসেব রা丬ছ नाকি ?

রাখাই তো উচিত ?
ঙ্রুব হেসে বনে, ঠিক আছে বল্ধু, রাখো। আমি যাচ্ছি আড্ডায়। ফিরতে রাত হবে।
ডোমার কোন বক্ধু এ বাড়িতে হামলা করেছে, তার নামটা বলবে ?
কেন নাম দিয়ে को হবে ?
তুমি টেলিফেনে আমকে বলেছিনে যারা হামলা করেছে তারা ড়েমার বক্লু নয়।
বলেছিলাম। তখন জানতাম না।
এখন জানো তো। তার নাম বলো।
নাম জেনে কী করবে ?
পুলিশে খবর দেবো।
जা তো দিতেই পারো। কিষ্তু বাপারটা ঘাঁটনো কি ঠিক হবে ?
হবে। আমি ঘাঁটতে চাই।
তুমি চাইলেও আমি আমার বক্ধুকে বিপদে ফেলতে চাই না।
তাহলে আমি তোমার নামেই পুলিশের কাছে ডায়েরী করব।
তাও ভাল। কেন, অ্বশুরমশাইকে জানাবে না ?
জানাতে পারি, তবে উনি নিজের ছেলেকে কি আর জেল খাটাবেন ?
ত্মম নিজের স্বামীকে পারনে উনিও পারবেন।
তিনি या খুশি করবেন। তবে আমি পুলিশকে বাপারঢা জানাতে চাই!
প্রুব একটু গঙ্টীর হয়ে বলে. রেমি ছেলেমানুষী কে小ো না।
आমি সব ๗ুনেছি।
তুনেই পারো। आমি কিছু লুকোচ্ছি না। তোমার বাবাকেও বলেছি।
এটা কি খুব একটা বীরত্ব ? তোমার লজ্জা করল না কতগুলো থার্ড ক্লাস ওুককে নিজের অ্শুরবাড়িতে হামলা করতে পাঠাতে!

আমি পাঠিয়েছি কে বলল?
তাহলে কে পাঠিয়েছে ?
কথাট এখানে আলোচনা না হওয়াই ভাল।
বাড়ি ফিরে হবে ?
হরে পারে।
তাহলে বাড়ি চলো। আমি ওনতে চাই।
পরে হলে হয় না ?
না। ব্যাপারটা आমি জানতে চাই।

צ্রুব একটা শ্যাস ফ্েেলে বলল，মাঝে মাঝে তুমি বজ্ড কঠিন হয়ে মাও। আচ্ছা ঠিক আছে। চলো।

প্রুব বড় রাস্তায় এসেই একজন ট্র্যাশ্কিক পুলিশকে অত্যাস্ত তাচ্ছিলোর সজ্ৈে ট্যাকসি ধরে দ্তেত বলन। लোকটা পौচ মিনিটের মধ্যে ট্যাকসি দাঁড় করিয়ে দিল সামনে।
s্রুব বাড়ির দিকে গেল না। সোজা ময়দানের দিকে চালাতে বলল। একটু পরেই মত পাত্টে হুকুম দিল，পার্ক স্ট্রিট। রেমি গুম হয়ে বসে ছিল। এসব গ্রাহ করল না । গন্তব্য বড় কथা নয়，সে কথ্থাটা খ্রনতে চায়।

শেষ অব氏ি পার্ক স্ট্রিটও নয়। গগার ধার।
বেশ রাত হয়ে গেছে। গসার ধার，এখন তেমন মনোরম কিছু নয়। একটা মোটামুটি নির্জন জায়গায় ট্যাকসি দাঁড় করাল ધ্রুব তারপর ড্রাইভারকে एকুম করল，যাও তো，একটু ঘুরে－ইুরে এসো । আমরা কথা বলব।

ড্রাইভার একবারఆ গাঁইটু না করে নেমে গেল।
צ্রুব আচমকাই জীবনে এই প্রথম，রেমিকে জড়িয়ে ষরে ঠौ兀টে একটি তপ্ত চুমু খেল। অনেকক্শণ ४রে। তারপর বলল，আমাকে তুমি একদম বিপ্ধাস করো না，না ？

চুমুতে কেমন বিভ্রাষ্ত হয়ে গেল রেমি। ভিতরে যে শক্ত জমি তৈরি হয়েছিন তা আবার বেনোজনে হয়ে গেল কাদামাটি। পিছল，ভীষণ পিছল। রেমি দাঁড়াতে পারে না তার ওপর।

ধরা গলায় সে বলল，করি।
মক্র্রমুপ্ধের মতো সে চেয়ে রইল অপরূপ পুরুষটির দিকে। এখনো এই পুরুষটির প্রায় সবটাই তার জানার বাইরে। এতদিন একসঙ্গে 刃ুয়ে বসেও কেন এর রহস্য ভেদ করতে পারে না সে ？

গ্রুব বলল，যাবে পুলিশের কাছে！ধরিয়ে দেবে আমাকে？
রেমি দুशাত আঁকড়ে ধরে ধ্রুবকে বলে，তুমি আমাকে ভালবাসো না কেন ？কেন ？কেন ？
কে বলল বাসি নा ？
বাসো না，आমি জানি।
এটা কি কেউ তোমাকে বুঝিয়েছে？
না। বর ভালবাসে কিনা তা বউ ছাড়া আর কে টের পাবে ？
কি জানি। ভাবলাম আজকাল তো অনেকেই আমার সম্পর্কে তোমার কান ভারী করছে， ভালবাসার ব্যাপারেও করে থাকতে পারে।

করেনি।
শোেো রেমি，আমি চরিত্রহীন বা লম্পট নই।
রেমি তার মুথে হাত চাপা দিয়ে বলেে，ওসব ওুনতে চাই না। জানি।
প্রুব মুখটা সরিয়ে নিয়ে বলে，জানা উচিত। কিন্তু সবচেয়ে যেটা স্যাড সেটা হন আমাকে নিজের মুখে কথাটা বলতে হচ্ছে। আমি যে চরিত্রহীন বা লম্পট নই তা তুমি ছাড়া আর কে বেশী জানবে ？

জয়ণ্ত ভুন করেছে।
ધ্রুব দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বলে，আমি একটা লড়াই লড়ছি। সেটা আমার ব্যক্তিগত লড়াই। খুব সাঙ্খাতিকও। সেটা লড়তে আমকে হবেই। সেটার জন্যই আমার ভিতরে কিছু অস্বাভাবিকতা আছে। কিষ্তু অন্য কিছু নেই।

আর কেউ না জানুক আমি জানি।
জানে ？ঠিক তো ！
বলছি তো । এখন ওসব কথা নয় ।
ক্লান্ত স্বরে ધ্রুব বলে，কিষ্তু প্রেমের কথা যে আমি বেশীক্ষণ বলতে পারি না।

বলতে হবেও না। তৃধু ধরে বসে পাকো।
চমৎকার কাটল দিনটা রেমির। বাড়ি ফিরেও প্রেমটা নিঃশেষ হয়ে গেল না। বিছানায় অনেকক্মণ মাথামাখি হল তাদের। রাত জেগে গক্প।

কিষ্ঠু সকাল হল অন্যরকম।
ভবানীপুর থানার ও সি বিনীতভাবে অপেশ্মা করহছিলেন বাইরের ঘরে । কৃষ্ণকাম্ত ধ্রুবকে ডেকে পাঠালেন। রেমিও গেল পিছু পিছ্র।

কৃষ্ণকাষ্ত তौঁর গণ্ডীর গমগমে গলায় বলনেন，ইনি এসেছেন ঢোমাকে কয়েকটা প্রল্ন করতে।
צ্যুব দারোগার দিকে দৃকপাতও করল না । खধু অপলক চোথে কিছুহ্মণ কৃষ্ণকান্তর দিকে চেয়ে রইল।

কৃষ্ণকান্ত চোখ সরালেন। বললেন，কোথায় কার বাড়িতে একটা হামলা হয়েছে। সেই ব্যাপারে।

বলে উঠে গেলেন কৃষ্ণকান্ত।
ও সি বললেন，ব্যাপারটা খুব অস্ধত্তিকর গ্বুববাবু। ঘটনাটা ঘটেছে আপনার অ্থতরবাড়িতে। তাতে আপনার বন্ধুরাও ইনভলভড।

তাই নাকি？ব্যাগ্গের স্বরে প্রশ্ধ করে গ্রুব।

## ヘง）リ

হেমকাষ্ত জীবনে অনেক সৌন্দর্য দেখেছেন，কিম্కু চৈত্রের అরুতেই এক বিকেলে যে কালবৈশাখী এল তার মতো সম্মোহনকারক আর কিছুই হয় না।

হেমকান্ত রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার বই পড়ছিলেন ছাদে বসে। রোদ পড়ে গেলে ছাদটি আজকাল মনোরম। একটু থম্ ধরা ভাব ছিল চারধারে। বাতাস ছিল না। ঠিক এই সময়ে আচমকা একটা কুুটে বাতাস বইতে লাগল। সেই বাতাসে প্রেতের শ্বাসবায়ু মিশে আছে，টের পেলেন হেমকাষ্ত। বাল্যকাল থেকেই ঝড়ের অভিজ্ঞতা তাঁকে অনুভূতিশীল করেছে। ফর－ফর করে কোলে রাখা বইটির কয়েকটা পাতা উল্টে গেল। পাম গাছে হাহাকার বেজে উঠল। बোখ ডুলে হেমকাষ্ত দৃরে দিগষ্ঠে এক অতিকায় কৃষ্ণবর্ণ মেঘস্তষ্ভকে দেখতে পেলেন। ঘূর্ণ্যমান এক কালাষ্তক চেহারা সেই স্তভ্তের । আকাশে রোদ ছিল তখনো। সেই আলোয় দেখা গেল，বহু ওপরে ঘুড়ির মরো কী যেন সব ঘুরপাক খাচ্ছে। घুড়ি নয়，হেমকাষ্ত ভাল করে দেখার জন্া হরিকে ডেকে দূরবীনটা আনতে বললেন।

হরি দूরবীন निয়ে এসে বলল，घরে যাবেন না কর্তামশাই？डীষণ ঝড় আসছে।
হেমকাষ্ত ৩খু বললেন，交।
দূরবীন লাগিয়ে দেখলেন，বহু দূরে আকাশের গয়ে টিনের চাল উড়ছে কয়েকটা। আরও কিছ্হ জিনিসও আছে，ঠিক বোঝা যাচ্ছে না । अতিকায় সেই মেঘস্তম্ভের মাথার দিকটা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে। ডাইনীর চুলের মতো। বাতাসে একটা তীর্র চাপা শুমతুম শব্ম আসছে। কোথায় ঝলসাচ্ছে মেঘ！ব্রহ্ষপুত্রের কালো জলে হঠাৎ তুমুল এক আলোড়ন ওঠঠ।

বাতাস শরীরী নয় । কিন্তু হেমকাষ্ত হঠাৎ টের পেনেন，বাতাস তাঁকে ধাকা দিচ্ছে। এক অদৃশ্য পালোয়ানের মতো শক্তিমান বাতাসের ধাকায় কয়েক হাত পিছিয়ে গেলেন হেমকাষ্ত। হড়－হড় করে তীత্র বাতাস पूকে যাচ্ছে ফুসফুসে। দম নিতে পারছেন তো ছাড়তে পারছেন না। यাসকষ্ট হতে থাকে তাঁর।

হরি সিড়িঘরের কাছ থেকে দৌড়ে এসে তাঁকে ধরে।
১৮b

কর্তামশাই, घরে চলুন ।
এক ঝটকায় তার হাত ছাড়িয়ে দেন হেমকাষ্ত । ঘরে যাবেন কী ? এই অপাথ্থিব দৃশ্য ছেড়ে কি কোথাও যাওয়ার উপায় আছে !

চোখ্র সামনেই মাঝ দরিয়ায় একটা বেসামাল নৌকেককে নিশ্চিত ভরাডুবির সক্গে লড়াই করতে দেখতে পান তিনি । মস্ত এক ঢেউয়ের মাথায় চড়ে নৌকোটা এক ঘূণ্ণী বাতাসের ঝাপটায় পাক খেয়ে घুরে পড়ে গেল নীচে । আবার উঠল ।

পগারের দিকে গোড়াশুদ্ধ পুরোনো কামরাঙা গাছটাকে উপড়ে ফেলল ঝড় । কলাঝাড়ের কয়েকটা গাছ ছয়ে পড়ল মাটিতে । হেমকাষ্ত তঁর ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন । চারদিক থেকে উন্মাদ ষাতাস ছুটে আসছে । লয় করে দিচ্ছে সত্তা । হারিয়ে যাচ্ছে চিষ্তাশক্তি । এমন কি অহং বোষ পর্যষ্ত ।

হরি আবার দৌড়ে যায় সিড়িঘরের দিকে । ডার नিসর্গপ্রীতি নেই । সে আছ্মরক্ষা বোঝে ।
হেমকসষ্ত চোথ ঢেয়ে থাকতে পারলেন না । ধুলো আর কুটোকাঠি এসে এমন তীব্রভাবে ফুটছে গায়ে আর মুখ্থ যে চোখ মেলে থাকা বিপজ্জনক। দু কান বধির করে ঝড়ের শক্গ বয়ে যাচ্ছে ।
 প্রতিটি রক্জ দিয়ে গ্রহণ করছিলেন এই মহান ঝড়কে। সচ্মেহিত, স্তক্ধ, বাক্যহারা । পৃথিবীর ফ্ষীণপ্রাণ জীবজগগ, তাদের খেলনার মডো ঘরবাড়ি ও পলকা অষ্তিত্বকে নিয়ে কিছুপ্মণ ছেলেৃ্লো করে গেল ঝড়। ডারপর একসময়ে থেমে গেল।

শেষ দিকটা হেমকসস্তর চৈতনা ছিল না । যখন সম্বিৎ ফিরে পেলেন, তখন দেখেন, ইজিচেয়ারটা অনেকটা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে । তিনি পড়ে আছেন শানের ওপর। রবীন্দ্রনাথের বইটি ধারে কাছু কোথাও নেই। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে । ঠিক অষ্ধক্ষুরের শব্প ।

रেমকাষ্ঠ घরে এলেন । অপ্রতিভ হরি জড়োসড়ো হয়ে সক্গে সঙ্গে এল । তার তো দায়িত্ব ছিল না। কর্তামশই ওরকম পাগল হলে সে কী করবে ?

হেমকাষ্ত তাকে হাতের ইশারায় বিদায় করে দিয়ে জানালার ষারে বসে বাইরে বৃষ্টি দেখডে লাগলেন । বড় একা লাগছিল তौর । এই বিপুল পৃথিবীডে একা । ঝড় তাঁর একাকিঢ্বের বোধটিকে आরো অসহনীয় করে দিয়ে গেল আজ।

হরিকে ডেকে হেমকাষ্ত জিজ্ঞেস করলেন, কষ্ণ কোথায় ?
आ区্ভে ঘরে ।
বিশাখা ?
घরেই आशেন ।
 সেটা পেঁছேছে কি না ।

যে आভ্ঞে । इরি চनে গেন ।
 मिয়ে গেল চাকর।

হেমকাষ্ঠ টেবিলের ধারে গিয়ে বসলেন । করেরা সজ্গ এখন কथা বলা দরকার । এমন কারও সঙ্গে, यে বোঝে, যে शमয়বান ।

ভাই সচ্চিদানন্দ, আজ কবির মচো বলিতে ইচ্ছা করিচেছে "হদ্য আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মচো নাচে রে ।" তবু তাহা বলিব না । কারণ বাত্তবিক হদ্য নৃত্যপর নহে । নাচিতে গিয়া বারবার তাহার ঘুঙুর শ্ব্বলিত হয়, গাট্ট आমবাতের ব্যथা প্রকটট ইইয়া ওঠে, মাथা ঘুরিতে थাকে । আজ নাচিবার ইচ্ছাটুকুই সস্বল, শख্তি नিঃশেষিত ।

 ছড়াইয়া লাভ নাই জানি। তর্থাপ আজ তোমাকে আমার সেই অনুড্তির কথা বলিতে বসিয়াছি
 মনে কর ना। পলিটিকসের ইशাই সবচেয়ে বড় ণণ। মনুষকে সग্নশীল কর্রিয় তোলে।

এबটু আগে এক রুপবান גড় আমার সম্য সজাকে আক্রমণ কর্ররয়া ছিন্নতিন্ন কর্রিয়া দিয়া
 ચง মাত্র। এই ঝড়ের পর আমি দিতীয়বার জন্ঘগ্রণ কর্য়াছি। ইश এক নৃতন জীবনের সৃচ্না।

কেমন হইবে এই দ্বিতীয় খঙ্ের জীবনयाপন ?
 উеপাঢিত করিল তখन মনে ইইতেছেন আমরা কী ছাই ঘর সংসার সাজাইয়া ছেলেেেলা করিতে বभিয়াছি ! একটি ফুৎকারেই শে সব উড়িয়া যায় ! अনিত ভাবনা নৃতন কিডু নরে। কিষ্ঠু ঝটিকার মুথে यে বার্ত বহিয়া আসিল তাহ অনিতা চিষ্তা নহহ, তাহা এক বহত্তর জীবনযাপনের আश্হান। মনে
 आকাশ পাতাল জুড়িয়া মুখব্যাদান করিয়াহ্।



তোমার ধারণা, आমার জীবনে কোনো দूঃথ নাই। কোনো সমস্যা নাई। তাহাई হইবে। जবু বাল ভায়া, কাহার জীবনই সম্পৃর্ণ নিষ্টক নহে। যাহার বাহিরের সমস্যা নাহ, তহाর মন নব নব সমসার জট পাকাইয়া তোলে। आমি বোধহয় সেইপ্রকারই একজন। নহিলে আমার অভান্তরে সর্বদাই কেন এক প্রদhাষের রহস্যয়ী আলো-অঁধারি ? आজিকার ঝড়़ সেই রহস্সের আবরণ
 মেনিয়া ধরিল। মিनाइয়া গেन।

কত नোকের সর্রনাশ হইয়াছ, কতওলা নৌকো ডুবিয়াছে তাহা এখনো জান না । কালবৈশশাথীর দभ্মিणা তো কম নহে। কিষ্তু আজ সে কথা ভাবিতেছি না। ঝঙড়ের এबদু আগেই ছাদ বসিয়া निবিষ্মমন রবিবাবুর কবিত পড়িতেছিলাম। মনটা সিক্ত ছিল। কিছू বিষমজও। অকম্মাৎ বড় आभিয়া সেই কববা পাঠেরই একটি সুসংগচ উপসংহহর টানিয়া দিয়া গেগল । কবিতা আমাদের ভিন্ন


पूমি বাঠ্যবাদী। এইসব ক্থাকে বড় একটা মৃन্য দাও না। তনু জানি, তুমি আমার কथাখनিকে ওজন করিবে, স্টাবাত বিচার করিবে, তাহার পর হয়তে গালিই দিবে। তবু অস্বীকার করিবে না ।


 অপ্ধীকার করিতে পারিবে না। ঢোমার এই তণাৃহই আমাকে তোমার সক্গে আঠাযার মতো জুড়িয়া রাখियाাছে।
 কন্যারা ঘর-সংসারে ডুবিয়া आহू। आমি তহাদের দোষ দিই না। মাঝে মধ্যে কর্তবাবশে
 এখુनি অভगস্ত इইয়া গিয়াছ్। তথাপি বড় থামিবার পর আজ যেন মনে ইইন, আমি বড় একা। আজ त্রী বাঁচিয়া থাকিনেও বোধছয় এর্পপই মনে ছইত।

কেন বनো তো এহ্র রহস্যময় একাকিত্বের উৎস কী?
ঝড় যখন আসিল তখন আমার ভৃত্য আমকে গৃহাভান্তরে নইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল। আমি যাই নাই। সেই অপরূপ ঝড়ের সঙ্পে তখন শুদ্রদৃষ্টি হইতেছে, যাই कী করিয়া ?

যখন ঝড় থামিল তখন দেখি আমার আরাম কেদারা ছিটকাইয়া কোথায় সরিয়া গিয়াছে। রবিবাবুর গ্রদ্থটির হ্হদেশ নাই। আমি মুহমান অবস্থায় পড়িয়া আছি। ভৃত্যটি সিড়িঘরের নিরাপত্তায় আশ্রয় লইয়াছে। ভাগ্য ভাল, পলাইয়া যায় নাই।

র্ভিমান নহে। ঝড়ের নিসর্গদৃশ্য যত সুন্দরই হোক, তাহার ভয়াবহতাও কম নহে। একটা বিপদ ঘটিতে পারিত। তथাপি কেহ আমকে জোর করিয়া ঘরে টানিয়া আনে নাই বা আমার বিপদের ভাগ লইবার জন্য আমার সহিত অবস্থান করে নাই।

বোধহয় এই সামান্য ঘটনা হইতেই আজ বড় নিঃসঙ্গ অনুভব করিতেছি।
এইবার কিছু কাজের কথা বলি। রাজেনবাবুর কথা নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাও নাই। কমঠ, आত্মনির্ডরশীল মানুষ। जকার বিক্রমপুরে ইঁহদের বাড়ি। রাজেনবাবুর পুত্র শচীন ওকার্লতি পাস কর্রিয়া আইন ব্যবসায় কর্রেতেছে। তাহার স্সহিত বিশাখার বিবাহের একটি কথা চলিতেছে। সম্বন্ধটি কেমন ইইল, কোমার মনোমত ইইল কি না তাহা জানাইও।

কিষ্তু এই বিবাহের সম্বন্ধে অন্যরূপ একটা বিপদ দ্যা দিয়াছে। লোক পরম্পরায় শুনিতেছি, আমার কন্যার না কি এই পাত্র বিশেষ পছন্দ নয় । বড়ই বিম্ময় বোধ করি সচ্চিদানন্দ । যুগের হাওয়া পান্টাইতেতে বটে, তা বলিয়া পনেরো বৎসরের একটি মেয়ের নিজস্ব পছন্দ অপছন্দের সমস্যা দেখা দিবে তাহা ভাবি নাই। আমিই ভাহার মত নিতে আগ্রইী ছিলাম। কিষ্তু আশা ছিল, আমার মতের উপরে সে কथা কহহবে না। পনেরেi বৎসর বয়সে কাহারভ বিচারবুদ্ধি থাকে না। সুতরাং পিতামতার বিচারর্বৃদ্ধই তাহােে পথ নির্ধারণ করিতে সাহাयা করে। কি-্তু আমার হিসাব-নিকাশ কিছুই মিলিততছে না।

आমি কি তাহার উপর জোর খাটাইব ? না কি তাহার মতই মানিয়া লইব ? কিছ্হ স্থির করিতে পারিতেছি না। তুমি কি এ বিষয়ে আমাকে সাহাय্য করিতে পারো ?

এইসব সংকট সময়ে বড়ই মৃতা ষ্ত্রীর কথা মনে পড়ে ।-তোমার হেম ।
সকালবেলায় রক্ষময়ী একবার করে নিয়মিত এসে হেমকান্তর সজে দেখা করে যায়। কাজের কथा থাকলে তাও বলে। হেমকাশ্ত সকালের দিকটায় রжময়ীর জনা নিজের অজান্তেই কিছুটা প্রতীক্ষ করে থাকেন। আজও করছিলেন।

চৈত্রের শুরুতেই এবার কালবৈশাখীর দাপট দেখা দিয়েছে । কাল সচ্ধেবেলায় তুমুল ঝড় বয়ে গেল। গোয়ালের চালের টিন উড়ে গেছে। বাগানে বহ্কালের পুরোনো একটা কামরাঙা গাছ উপড়ে পড়েছে । ব্রক্মপুত্রে দু’ চারটে নৌকো ডুবেছে নিশ্চয়ই। এখনো অবশ্য খবর আসেনি, তবে ফি বছরই ডোবে। এছাড়া গi゙ গঞ্জে, শহরতনীতে কী ঘটেছে তাও এখনো অনুমনের বিষয়। প্রজাদের অবস্থাই বা কী ? অবস্থা যাই হোক, যে-কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়কেই তারা খাজনা না দেডয়ার অজুহাত হিসেবে দাঁড় করায়। হেমকান্ত বিষয়চিষ্তা করতে চান না, কিম্তু বিষয়চিম্তা তাঁর घাড়ে চাপবেই। সরকরের খাজনা শোধ করতে তাঁর দম বেরিয়ে যাচ্ছে। পুরো জমিদারী না হোক এক-আধটা মহল বিক্রি করে দিলে কেমন হয় ?

এইস< সাত পौচ ভাবছিলেন, এমন সময় রঙ্যয়ী এল।
কী খবর মনু ? কাनকের ঝড়ে কী হল খবর পেরে
आমি মেয়েমানুষ কী খবর পাবো ? তুমি একটু ঘুরে সব দেথে এলেই তো পারো।
যাবো-যাবো ভাবছিলাম।

ভেরেই তোমার দিন যাবে।
নৌকো-টৌকো ডুবেছে না কি ?
ডুবেছে। তবে ব্রহ্ষপুত্রে নয়, তোমার সংসারে।
এটা আবার কেমন হেঁয়ালী ?
হেঁয়ালী হবে কেন ? তোমার আদরের মেয়ে বেঁকে বসেছে, শচীনকে বিয়ে করবে না। তার কী করছ ?

হেমকান্ত কারপেটের ওপর মেরুদণ সোজা করেই বসেছিলেন, আরো টান হয়ে বললেন, কী করব বলো তো ! ওর আপত্তি কিসের ?

শচীনরা না कि ভীষণ গরীব।
গরীব! শচীন গরীব হতে যাবে কেন ? खমাট প্র্যাকটিস।
সে তোমার মেয়েকে বোঝাও গে।
आমি যে ওদের সল্গে কথা পেড়ে ফেলেছি।
রभময়ী বিরস মুখে বলে, বিয়ের কথা ওঠার পর থেকেই নানারকম আপত্তি তুলছিল। তোমাকে বর্লিনি, কারণ বললেই তুমি আকাশপাতাল ভাবতে শুরু করবে। কিষ্থু এখন না বলেও তো উপায় নেই। মেয়েদের নিজশ্ব মত থাকবে, তারা বিয়েতে আর্পততত তুলবে, এসব তো আমরা ভাবতেও পারি না।

হেমকাষ্ত মাथা নেড়ে বলেন, সেটা কথা নয় মনু । আমি মেয়েদের মতামতকে ওুরুত্ব দিই । কিজ্তু আপত্তি যদি থাকেই সেটা প্রথমেই বলেনি কেন ?

তোমাকে বলতে হয়তো লজ্জা পেয়েছে।
শ্ৰু গরীব বলেই আপত্তি ?
ও जো তাই বলেছে। শচীনদের বাড়ি থেকে না কি চেয়েচিষ্ণে নিত এ বাড়ি থেকে। কথাটা মিথ্যেও নয়। কিষ্ডু তাতে বিয়ে আটকায় কেন তা বুঝাছি না।

আর কোনো কারণ নেই ?
রঙময়ী একটু দ্বিষায় পড়ে দোনোমনো করে বলে, আছে বোধহয়। ওর মনে হয় কোকাবাবুর নাতি শরৎকে পছন্দ।

শরৎ মানে যে পাখি মারে?
शাঁ। শরৎ তো একজনই।
হেমকাষ্তর মুখ একটু বিবর্ণ দেখাতে লাগল। কিছুল্মণ চুপ করে থেকে বললেন, কোকাবাবুর পরিবারের আভিজাত্য আছে। কিষ্ভু পরিবারটার মধ্যে কেমন যেন মায়াদয়া কম। কোকাবাবু যখন মারা याচ्ছिলেন সৌ সময় শরৎ পাथি মেরে বাড়ি ফিি্রল। সে কী উত্তেজনা !

রদ্গময়ী বলল, ওটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না । খবর পেয়েছি, শরৎ বিলেত যাচ্ছে। বিয়েটিয়ে করবে না।

কে বলन তোমাকে?
কৃষ্ণ। শরতের সন্সে সেদিন পাখি শিকার করতে গির্যেছিল, মনে নেইই ? সেদিনই কथা হয়েছে। হেমকান্ত ত্রূ কুচকে বললেন, কৃষ্কের সক্গে শরতের এত ভাব কী করে হল বলো ঢো!
বন্দুক! তোমার ছেনের দিনরাতের ধ্যান-জ্ভান এখন বন্দুক।
বन्দूक! ও বাবা!
ও বাবা আবার कী? বন্দूक कि নভूন কিছू না कि ?
 দেওয়াই ভাল মনু। বাঘ যদি রক্টে স্বাদ পায়—
 ফিরে এল। পুলিশ अফিসারট্টেকে বাইরের ঘরে বসিয়ে খুব দূত রেমির হত ষরে টেনে আনল लোওয়ার ঘরর। চাপা জরুরী গলায় বলল, স্সোরাব-কুস্তু ! বুমলে ? সোরাব-নুস্তম !

রেম বুমল না। দিশাহা হয়ে ધ্রুবর মুখের দিকে চেয়ে বলল, ডোমাকে ধরে নিয়ে যাবে ? তোমাক
 বলোনি, थानाয় यादে

বলেছি। কিষ্ঠু সত্তিই जো आর যেত্ম না

কে গেছে ?
বলनाম यে, সোরাব-কস্তু।
जार মানन को ?
বসে বসে ভাবো, टिক বুমভত পারবে।
ना भाরব ना। आমার মাथा अुनिয়ে গrছে।
মিনিস্টারের বাড়িতে পুলিশ তার ছেনোকে ধরতত আcে, বাপারতা এদদলে এবদূ অম্বাভাবিক নয় कि?

রেমি মাথা न্丁ড়ে বলল, ত্যী। ब্বশরমশাই थাকডে-
শ্বশ্তরমশাইয়ের মুখখানা ভাল করে লক্ষ করেছো ?
थूब रिচनिए মनে इफ्ছिन।

তবে?
आমার ভয়़।
cোমার ভয়ে ? তোমাকে উनि ভয় পান नाকि?
এমनिতে পান না কিষ্ঠু পচা শামুকেও cো পা কাটে।
বूबलाম ना।
जোমার আই কিউ আ্যারার্জের চেক্রে ক্ম।
বুঝ্য়ে বলো, ত্তেমাে উনি ভয় পাবেন কেন্ন ?
 বসে বসে বহং ধীধাটার জবাব ֶুঁজে বের করো। ধাধাটার সৃত্র ওই একটাই, সোরাব ভারসাস রুস্ম !

থানায় কি এখন ত্তোমাকে আটকে রাথবে ?
s্বী মাথা নেড়ে বলে, আরে না। আটকানোর আইনই নেই। তবে রাতটা ইনটারোগেশলের নামে কাট্যে্যে দিত্রে পার্র চলি, তডনাইট।

צ্রু ঘর থেকে বেরিয়েই বাঁ দিকে বাইরের ঘরে বেতে দু পা এগিয়েই হ হাe থমকে গেল।
 কিছ্হ শোनোনি।

রেমি আতকে উঠ্ঠে বলে, তার মানে? को করবে তूমি ?

জ্রূব চাপা গলায় বলল, ঘরে যাও রোম । মজাট আর একটু জমিয়ে দিই । যাও, কেউ জিঙ্েেস করলে কিছু बোলো না। বোলো, पूমি জান্না না।

রেম কম্পিত বুকে দরজা ব্ধ করল।
পরমমৃর্তেই দরজায় ঢোকা পড়ল আবার।
রেমি রেমি!
রেমি দরজ भুলে বলে, को গগা ?
शাতে কাছে এবটা ব্যাগট্যাগ কিছু আছে?
आছে।
গোটাকয়েক শাড়ি আর যা পারো গुছিয়ে নাও। আমারও গোটাক্যেক জামাপ্যাট্ট। কুইক ! প্রশ্ন কেরো না। সময় নেই

রেমি উদ্জান্তের মরো পাগলের আদেশ পালন করুল। দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যোই গোছাো হর্যে গেন। কারণ গ্বুর দুর থাকে বনে একটা ফাইবরের সুট্েস গোছানোই থাকে। রেমি யখ নিজেরতা গোছালে। দরজায় জ্রুব পাহারা দিচ্ছে।

রেমি বুঝতে পারছিন, প্বুব তকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছে এবং সৌা খুব বিধিসभতভাবে যাচ্ছে না।
 না। সাধারণ অবস্शায় রেমি নিষ্চয়ই ধ্বুরর এই প্রস্তাবে রাজি হত না। কিষ্ֶু এখন তার মনের অবস্श
 এই আডভেনচার হয়তে সে মনে মনে চাইছিন।
 চাকরবাকররা দেখল, কিষ্ঠু কেউ উচ্চবাচ করল ना। তারা ध्रूবকে চেনে।

পিছ্ন দিককার ছেট্ বাগানের ফটক দিত্যে বেরোলে একটা গলি পাওয়া যায়। नোঁরা গলি। কথনো রেমি এ গলিতে পা দেয়নি। গলিটা পেরিয়ে রাস্তায় উঠঠে প্রূব চট করে একটা মিটার নামানো ট্যাকসিকে ধরল। এ তপ্মাটের ট্যাকসিওয়ালারা জ্বুবকে মোটেমুটি চিনে রেথেছে। তারা রেগরবাঁই করে না।

शাওড়া স্টেশনে এসে জ্রুব মাত্র आধ ঘন্টার প্রয়াসে পুরীীর দूढো বার্থ রিজার্ড করে खেনল।
డ্রেনে ওঠার পর রেমি দম নিছ্ছিল। এইরকম হুটোপাট করে কোথাও যাওয়া তার জীবনে এই প্রথম। বিবাহিত জীবনে শ্বఅরমশাইয়ের অনুমতি না নিয়ে ঘর থেকে বেরোনোও এই প্রথম। কাबढা কেমন হন তा সে বুঝতে পারছে ना।



उড়োসড়ে হর্রে রেমি একষারে বসে ছিল। প্বুব গোে খাবার आনতে। বাইরে बেরোনোর পোশাক অবশ্য তার পরাই ছিল। ব্দলানোর সময় পায়নি। তাই একদিক দিত্যে রc্শে।

নানারকম দूচিষ্তার মধ্যেও তার হঠাৎ এবঙু হাসি পেল। তাদের বাইরের ঘরে বসে পুলিশ


গাড় ছাড়লে কামরাtि অপেশাকৃত निর্জন হয়ে গেল।

को मिम इन ?
মান। একढা বোতলও यদি সা্র থাকত।


ছूপ। Өনবে।
צ্রুব কানে কানে বলল, বুড়োটা মালের পাটি। নাকটা দেখেছো ? লাল। এর কাছে জিনিস আছে।

রেমি লজ্জায় সिটিয়ে গিয়ে বলन, চूপ করবে কিনা !
করছি। অ্যাডভেনচারটা কেমন লাগছে ?
को করছি তা বুঝতেই পারছি না।
তোমাকে বুঝতে হবে না। যা করেছি আমি করেছি। মিনিস্টারের গুহা থেকে তোমাকে বের করে এনেছি। দूঃখ ওধু, তর্জন গর্জনটা ওনতে পবো না।

তোমার ভয় করছে না ?
কীসের ভয় ?
পুলিশ यদি ক্ষেপে যায়!
পাগল! পুলিশের বড় দায় পড়েছে কিনা।
यদি হনিয়া বের করে !
করবে না।
রেমি কাঁচুমাছু মুখে বলল, আমার বাবা আর জয়ষ্ত মিনে এটা করেছে। কেন যে. ক্রন ! ఆরা কি জানে না তোমকে পুলিশে ধরলে ওদেরও অপমান!

নিশয়ই জানে। তার চেয়েও বড় কथা আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিলে ওদের অনারকম বিপদও হতে পারে। সেই মিস্টিরিয়াস জীপগাড়ি আর সেই লোকশুলো তো খুব সোজা পাত্র নয়। তাই জয়ষ্ত বা ঢোমার বাবা একাজ করেননি।

রেমি বনে, তাহলে কে করল ?
বুঝতে পারোনি ? সোরাব-রুস্তম ।
সব সময়ে হেঁয়ালি ভাল লাগে না। তুমি বলতে চাইছো শ্ষখুরমশাই নিজে তোমাকে ४রিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন?

এতঋ্মণে মাধা খেলচে তোমার।
याঃ, की যে याब্জে कथा বকো ना।
লোকটাকে তুমি চেনো না রেমি।
রেমি কিচুহ্মণ চুপচাপ বসে রইল। চিষ্তা করল। তার ছোট্ট মাথায় এত চিষ্তা ধরতে চায় না। কেমন ঝিম ঝিম করে।

হঠাৎ চোখ চেয়ে বলन, তাই পালিয়ে এনে! পুলিশের ভয়ে ?
צ্রুব মাथা নাড়ল, পুলিশকে আমার ভয় নেই। Өরা আমার বিরুক্ধে কেস সিতে পারতত না।


তাহনে?
কৃঞ্ণকাষ্তু চৌধুরীকে একটু পাण্টি मिচ্ছি।
কিস্ডু তুমি মে পরিবার্রের কোনো প্রথা ভাঙতে চাও না । তবু অ৩্রমশাইকে না বনে আমাকে निয়ে এনে কেন ?
 পুত্রবধৃকে লোপাট করলে গা কব্রবেন।

তूमि এबটা পাগল ।
সে কথা অনেকবার বনেছো।
রেমি একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার মনে হয্রেছিন, বুঝি আমাকে নিয়ে আলাদা একটা

হানিমুন করার ইচ্ছে হয়েছে ডোমার।
তাও হয়তো হয়েছে। ধরে নাও এটা হানিমুন দ্বিতীয় পর্ব।
ও বাবাঃ, প্রথম পর্ব যা গেছে, দ্বিতীয় পর্বে আর দরকার নেই।
কেন, প্রথমটা কি খুব খারাপ रয়েছিল ? শুষু প্রেম তো একঘেয়ে বাপার। তার সত্গে একটু রহস্য রোমাঞ্চ আর মারদাঙ্গা যোগ ;इওয়ায় বাপারটা জ<ে গিয়েছিল না ?

আমার আর জমার দরকার নেই।
আচ্ছা, এবার আর ওরকম হবে না।
কদিনের জन্য याচ্ছি?
বেশীদিন নয়। টাকা ফুরোলেই ফিরে আসব।
আমি কি তোমার হোসটেজ ?
এ কথায় আচমকা সবাইকে চমকে দিয়ে হোঃ হেঃ করে হেসে ওঠে খ্রুব। বলে, বাঃ, দারুণ বলেছো তো! হোসটেজ! মাইরি, তোমার মাধাঢা তো তেমন নীরেট নয়!

রেমি ধ্রৌঢ় দম্পতির দিকে চেয়ে একটু সংকুচিত হয়ে বলল, এই, कী হচ্ছে!
乡্রুব নিজেকে সামলে নেয়।
আশ্চর্য এই যে, ধ্রুবর অনুমান ঠিক। প্রৌঢ় লোকটি একটু পরেই তার সুটকেস থেকে একটা হইস্কির বোতল বের করে ফেলে। লোকটার চেহারায় বেশ আভিজাত্য আর অহংকারের ছাপ আছে। কর্ত্তৃত্ম করতেই অভাস্থ বোঝা যায়। খানিকটা বোধ হয় কৃষ্ণকাষ্তের ছায়া।

ধ্রুব চট করে ভদ্রলোকের সজ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল ।
ছপপাপ বসে থাকা ছাড়া রেমির আর কিছুই করার ছিল না। তবে প্রেীঢ়া ভদ্রমহিলা রেমিকে খানিকস্মণ সঙ দিলেন। ધ্রুব আর ধ্রৌঢ ভদ্রলোক বোতলে জমে গেল।

צ্রুবর সঙ্গে বাস করে রেমির একটা জ্ঞানলাভ ঘটেছে। বোতল জিনিসটা মনুষে মানুষে ভেদাভেদ লুপ্ত করে দেয়।

পুরীতে রেমি নতুন নয় । আগে আরো বার দুই এসেছে। ধ্বুরর সঙ্গে অবশ্য এই প্রথম । আর কী আশ্চর্য ! ধ্রুব সঙ্গে আছে বলেই বোধছয় তার কাছে পুরী এবার সবচেয়ে মনোরম মনে হল।

সমুদ্র কি এরকম উত্তাল ছিল আগের বার ? এত বিপুল, বিশাল ! আকাশ কি এরকম নীল ছিল! রেমি মুপ্ধ হয়ে গেন। সঙ্মোহিত হয়ে গেল। যেসব সমস্যা ও সংকট পিছনে রেথে তারা চলে এসেছে তা ভুলে গেল রেমি।

צ্রুব ঈপ্বর মানে কিনা তা রেমি আজও জানে না । তাকে কোনোদিন কোন্সে ঠাকুর দেবতা প্রণাম করতে দেখেনি সে। আবার নাত্তিকতার সপক্ষে কোনোদিন কিছ্ বলেনি।

কিষ্রু ধ্রুবকে এসব বিষয়ে কিছ্ন জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না। রেমি সর্বদা যেন একটি অতি অনুভূতিশীল জ্যাষ্ত বিশ্ষোরক নিয়ে কারবার করছে। একচুল ভুলচুক হলেই সাংখাতিক কাত ঘটবে। তাই আজকাল ધ্রুবর সঙ্গে সে একটু হিসেব করে কথা বলতে শিথেছে। সে জেনে গেছে, তার স্বামীটির জম্ম যে রাশি বা লগ্গে সেই রাশি বা লগ্গের লোকেরা ইহজন্মে ত্রীর বশ্যতা স্ধীকার করে না । তাই সেই চেষ্টাও আর করে না রেমি । ষীরে ষীরে সে প্রুবর ব্যক্তিप্বহীন ছায়ায় পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় এছড়া উপায়ও নেই।

দুটো দিন צ্রুব তখু সমুদ্র স্নান ছাড়া আর তেমন কিছ্র কর্ল না। घরে বসে খবরের কাগজ পড়ল। কয়েকটা বই কিনে আনল কোথা থেকে। তাও পড়ল। কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে গেল ना।

রেমি ঢৃতীয় দিন সকালবেলায় বলল, জগন্নাথের মন্দিরে যাবে ?

তুমি যাও, ঘুরে এসো।
তুমি চল না।
একদম ইচ্ছে করছে না। তুমি যাও।
একা! যদি আমার কিছू হয় ?
कী হবে?
ধরো কেউ यদি পিছুটিছু নেয়!
ध্রেব হেসে বলল, বদমাইশী হচ্ছে! আমাকে বডিগার্ড বানিয়ে নিয়ে যেতে চাও ?
তুমি তো আমার বডিগার্ডই।
তা বটে, কিষ্ঠু আখ্খিক উন্নতির ব্যাপারটায় সব মানুষই একা। একাই ভাল।
आমি না তোমার সহধর্মিণী!
সেটা হলফ করে বলা মুশকিন।
কেন ?
আমার ধর্ম অন্যরকম । সে ধর্ম তুমি মেনে নিতে পারবে ? ধরো যদি তোমাকে একটু মালটাল খেতে বলি, খাবে?

को যে বর্বর হয়েছো না।
তাই তো বলছি, বর্বরের ধর্ম আলাদা। তার সহধমিণী হতে নেই। জাস্ট বী মাই ওয়াইফ। নো রিলিজিয়াস কানেকশন। ভয় পেও না, আমাদের পরিবারের নিজস্ব পাতুা আছে। তাকে খবর দিলেই আসবে। খুব গার্ড দিয়ে নিয়ে याবে ডোমাকে।

তাঁদদর হোটেলটা স্বর্গদ্বারের ওপর। বেশ বড়, পরিিষার পরিচ্ছম্ন। সামনেই সমুদ্র এবং তার অবিরাম শব্দ। রেমি সমুদ্রে নামে না। ভয় পায়। তবে জলের ধার ষরে ধরে বেড়াতে ভালবাসে। ঝিনুক কুড়িয়ে জড়ো করে অনেক। একা। 乡ूব প্রায় সময়েই তার সজ্সে থাকে না।

দুপুরে রেমি সমুদ্রের ধার থেকে বেড়িয়ে ফিরে আসতেই ध্রুব বলল, আরে, তুমি কখনো সমুদ্রে স্নান করো না কেন বলো তো !

আমার বাথক্রমই ভাল।
সে তো জানি । কিষ্তু বাথরুমের সীমাবদ্ধতা থেকে সমুদ্রের অসীমে একটু অবগাহন করে নিনে আয়ুढা বাড়ত ।

আমার দরকার নেই।
आমি সজ্গে থাকলেও ভয় ?
ও বাবা! आমি সोতाর खानि ना।
 দিয়ে দিও বখ্িি।

বখ্িশ এষনিই দিচ্ছি। স্নান করাতে হবে না।
তাই কি হয়! নুলিয়ারা কাজ না করে বখশিশ নেয় না, চলো।
না না, আতক্কে রেমি তাড়াতাড়ি বাথরুমে ছুকবার बেষ্টা করে।
צ্রুব করাল यমের মভো রাস্তা আটকায়। তারপর জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিয়ে দুটো ঘুরপাক খাইয়ে ছেড়ে بিয়ে বলে, ভয় পেও না । ডুবনে দুজনেই ডুবব। একই যাত্রার यাত্রী তো । চলো ।

ভয় পাই যে।
ভয়টাই তো ভাঙা দরকার । তেউ যত বিরাট তত ভয়ংক্র নয় । মানুষ বাইরেটা দেথে ভয় পায়। বুঝলে! যেমন মত্রীমশাই।

তাঁকে আবার কেন？
তাঁর সক্গে মিল আছে। বেশ করাল চেহারার একটি ঢেউ，কিষ্ঠু ভিতরে ঢুকে গেলে দেখা যায়， ফোঁপরা।

মোটেই নয়।
আচ্ছ，ওট নিয়ে বরং পরে ডিবেটে বসা যাবে। এখন চলো। সমুর্রে নামবার মতো পোশাক आছে ？

না। মোটে তো কয়েকটা শাড়ি নিয়ে এসেছি।
শাড়িত্তই হবে। একটু শক্ত করে গাছকোমর বেঁেেে নাও।
ভয় করছে যে！
বললাম তো ডুবলে দুজনেই ডুববো। তাছাড়া জানালা দিয়ে চেয়ে দেখ，তোমার মতো কত মহিলা স্नান করছে। কত ধুড়ি বুড়ি ছूঁড়ি। দেখছ ？

দেখেছি।
চলো তাহলে।
দুরু দুরু বুকে অগত্যা যেতেই হয় রেমিকে।
ঢেউ দেথে যত পা এগগায় তার দ্বিগুণ পিছিয়ে যায় রেমি । ও বাবা，সে বাচবে না নামলে । দুম দাম শব্দে জল এসে ফাটছে বালুর ওপর।

কিস্তু ধ্রুব ছাড়ার পাত্র নয়। শক্ত করে হাত চেপে ধরে বলল，যদি না নামো তাহলে আজই আমি ব্রেকিং পয়েণ্ট পেরিয়ে চলে যাবো।

তার মানে ？
আর ফিরব না। আমার জানের পরোয়া নেই，জানো তো ？
को यে সব বলো না।
রেমি প্রায় ঢেউয়ের ধাক্কাতেই পড়ে যাচ্ছিন। কী প্রলয়ংকর ব্যাপার ！যেন এক পাহাড় এসে ভেঙে পড়ল মাথার ওপর। কান ব⿸্ধ্ধ হয়ে গেলে। মুখে ঢুকে গেল নুন আর বালি মেশানো জল। হাঁপসে সে অস্থির।

তবে ভেসে গেল না রেমি। প্বুব ধরে ছিল তাকে।
প্রথম ঢেউটা সরে যাওয়ার পর দম নেওয়ার একটু অবকাশ পেতে না পেতেই দ্বিতীয় ঢেউটা দোতলা বাড়ির সমান হয়ে ধেয়ে এল।

রেমি চেঁচাল，বাবা গো！
কিষ্তু তার কোমর ধরে দুটো সবল হাত তাকে ওপরে তুলে দিল। ঢেউয়ের ওপরে । চমеকার এক নৃত্তপর দোলাচল। পড়ে গেল রেমি，কিষ্ঠু জ্রুব তাকে ছাড়ল না। টেনে তুলে নিল। পায়ের নীচে সরষেদানার মতো বালি সরে যাচ্ছে। এক শিরশির্রে অনুভব।

ভয় ভেঙে গেল তৃতীয় ঢেউটার পর।
ধ্রুব বলল，ডুব দিও না । মুখোমুখি ঢেউটাকে কনふুট্ট কোরো না । কাত হয়ে দাঁড়াও। লাফাও।
রেমি তাই করন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে সমুদ্রের গভীর ভালবাসায় পড়ে গেল। বাঃ， এরকম তার জীবনে কিছুই তো ঘটেনি আগে！

घন্টার পর ঘট্টা কাটাল দুজ্জন জলে। জীবনে যত ল্মোভ ছিল রেমির，যত অভাববোধ তা এক মহাসমুদ্রের 儿েউ এসে ধুয়ে মুছে নিয়ে যেতে লাগল।

পুয়ো আর আমকঁঁঠালের সময় প্রবাসী ছেলে-মেয়েদের ঘরে আসার একটা রেওয়াজ ছিল এ বাড়িতভ । আজকলল নেই। সুনয়নী বেঁচে থাকলে হয়তো আসত। মা-ইীন এই লক্ষ্মীছড়া বাড়ির প্রতি তারা .বাধহয় আর কোনো আকর্ষণ বোধ করে না । বড় ছেলে কনক শীতকালে একবার আসবে বা়ল চিঠি দিয়্যাছিল । পরে মত পাল্টায় । মেজো জীমূতকাস্তির শখ ছিল বিলেত গিয়ে আই সি এস হয়ে আসবে । সেটা হয়ে ওঠেনি বলে বাবার ওপর তার কিছু রাগ বা অভিমান থাকতেও পারে । সে প্রায় সম্পর্কই রাখে না । আসা দূরে থাক, চিঠি পর্যষ্ত দেয় না। এই দুই ছেলের জন্য হেমকান্তর যে বিশেষ কোনো অভাববোধ আছে তা নয় । তবে মাঝে মাঝে ওদের একটু দেখডে ইচ্ছে করে, এইমাত্র ।

কৃষ্ণকান্তরও তার দাদা দিদিদের প্রায় ভুলবার দশা । ওঁরা যে সব আছেন সেটুকুও তার বিশেষ মনে পড়ড় না । শুধু বড়দাদা কলকাতায় নিয়ে যাবে বলে চিঠি দেওয়ায় বড়দাদা বলে যে কেউ ছিল বা আছে তা টের পেয়েছিল।

পিছনের আমবাগানে বউল ছেড়ে আমের গুটি ধরল। কালবৈশাথীই মুড়িয়ে দিয়েছিল গাছ। তবু আম বড় কম ধরল না । খুব যে ভাল জাতের আম হয় বাগানে তা নয় । তবে প্রচুর হয় । থাওয়া যায় । শ্যামকাস্ত নানা দেশ থেকে ভাল জাতের আমের কলম आনিয়ে লাগিয়েছিলেন । মাটির দোষে অবশ্য তেমন ভাল জাতের আম হয় না । তবে দারুণ কাঁঠাল হয় । এবারও হবে । পৃবের বাগানে গোটা বিশেক গাছে গলগণ্ডের মডো শেকড় থেকে মগডাল অবধি এচোড়ে ছেয়ে গেছে ।

ঠিক এই সময়ে একদিন বিনা খবরে কনককাষ্তি সর্পারবারে এসে হাজ্জির ।
তখন সকালবেলা । ঘোড়ার গাড়ির ওপর চাপানো বাক্স বেডিং। গাড়িটা বারবাড়িতে এসে থামতেই চারদ্ককে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল।

নেই-নেই করেও এই বিশাল বাড়িতে, কাছারিঘরের পিছনের কুটুরি এবং আউট হাউসে গরিব আज্মীয় স্বজন এবং পরভৃত স্বভাবের আশ্রিত লোকের অভাব নেই। কর্মচারীরাও আছে। সবাই দৌড়ঝাঁপ লাগিয়ে দিল । চাকর-বাকররা এগিয়ে এল ।

ক.নককাম্তির চেহারাটা রাজপুত্রসুলভ । খুব লম্বা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, চুলগুলো পর্যষ্ত লালচে । তবে তার মুখশ্রীতে একটা রুক্ষ ভাব আছে। তার স্ত্রী চপলা প্রকৃত সুন্দরী বলতত যা বোঝায় তা নয় । তবে কলকাতার ফাশনদুরস্ত মহিলা বলে চেহারাটা বেশ দেখার মতো করে তুলেছে। সামনে ফাঁপানো চুল, লেস লাগানো ভ্রাউজ, পাছপেড়ে শাড়ি । গয়নার বাভুল্য নেইই তার শরীরে । গাড়ি থেকে নেমে ঘোমটা টানল মাথায় । তাদের দুটি সষ্তান । একটি ছেলে, অন্যটি মেয়ে । তারা ছোটো । দুটি শিশুই বেশ দেখতে ।

খবর পেয়ে হেমকান্ত নিজের ঘরে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন । বুকটা একটু দুরুদুরু। ছেলে তাঁরই বটে, তবু যেন একজন অচেনা অজানা মানুষ । কী ভাবে কথা বলবে, কেমন স্বভাব, কিছুই যেন জানেন না। কী খেতে ভালবাসে ! এসব অবশ্য মনু ভাববে। তবু তौরও চিষ্তা হয় । কনককাষ্তি এসে প্রণাম করে দাঁড়াতে হেমকস্ত বললেন, একটা খবর দিয়ে আসোনি কেন ?
খবর দিয়েছি। চিঠি বোষহয় প্ৗীছোয়নি। সামান্য কিছু কুশলপ্রক্নাদির পর হেমকাম্তর কথা ফুরিয়ে গেল । এই অচেনা সুদর্শন যুবাপুরুষটির সঙ্গে ভাব বিনিময় করার মতো কিছু নেই আর । কনককাষ্তি হঠঠাৎ বলল, ধনাকাকা মাঝখানে কলকাতায় গিয়েছিলেন কংগ্রেসের মিটিডে । তখন আমাদের বাড়িতে আসেন । তিনি বললেন, আপনার নাকি কী হয়েছে!

কী হয়েছে ? হেমকাষ্ত অবাক ।





 খারাপ নেই। এখানেই বেশ থাকি आমি। চिষ্ড কোরা না।





 नाकि?
 দেখাশেনারও जে ত্যেন কেউ নেই।
 ल্রেথছ়ে, চিরকাল आাম নিজের কাজ নিজেই করতে ভানবাসি। কোনো অস্মুবিধে হয় না।



হেমকাঙ চমকালেন না। ছেলেদের এই মনোভাবের কথা তিনি তে জানেন। মাঝ্ে মাঝে তার
 vজিভ করে দেয়, ছোঢো করে দেয়।
 জ্ञन्यार्य रर्यापि।
 দেখা দিলে স্ছানান্তরে ब্যেেই হয়।

 याয় ।

 কি চাহেে এস্টেট বিক্রি করে তিনি ছেলেদের নগদ টাকা ভাগাজাগি করে দেন ? কনরের কি এথন



 পরিश्शिতিতেই তিনি অপ্রতিভ বোধ করেন।

मায়সারা গनाয় बनলেন, যাज বিख্রাম করো। গাড়ির ४কল তে কম যায়নি।

 গেল। ষারে কাছে वেঁষবার কেনো ইচ্ছে সে বোধ করুল না।
 দিन গা ঢাকা দিয়ে ছিন। সেই থেকে এই আমবাগানটা কৃষ্ণকাষ্তের কাহে একট্ট जুরুত্তপৃর্ণ রহস্যময় জায়গা হয়ে উঠঠছে। অবসর সময্যের অনেকটাই সে এই আমবাগানে কাটায়। সল্গে থাকে

 निয়ে যায়। গাছের একটি ডালে সে ফাঁभिর দড়ি টাঙির্যেছে। কথনো কথলো একদৃट্ঠে দড়ির ঝুলে থাক खौंসणির দিকে সে সс্মেহিতের মতো চেe়ে थাকে।

কনককাষ্তি आসার পর সে এই আমবাগানেই গা-ঢাক দিল। জানে, লাড নেই। आমবাগানে
 কেউ না কেউ ঠিক এসে ধরে নিয়ে যাবে।

आघাগানে বসে সে সারা বেলা ধরে ভাবল, বড়াদা তাকে কনকাতায় নিয়ে যাওয়ার জনাই এসেছে কিনা। কলকাতায় যেতে যে তার ইচ্ছে করেনা তা নয়, কিষ্ুু সে বেড়ানোর জনা। কিষ্ৰু এই
 সে মরে যাবে। বড়দদাকে তো ভাল করে চেনেই না। বউদির সল্গে তার কোনোদিন তেমন করে जাব হয়नि। ওদের ছেলেমেয়ে দুট্টিকে সে তে বলঢু গেলে এই প্রথম দেখছহ।




পগার্রে ওপাশ্ কিদ্ড গরিব প্রজার বাস। এদের বেশীর ভাগই নমঙ্্র। थूব তেজী টেবগে মানুষ। কৃశ্চকাষ্তর বয়সী গোট বিশশক ছেলে আছু ওইসব টিন आর বাঁশের ঘরের বসতিতে।


 পরোপকারী।
কৃষ্ণকান্ড גডূরে বলল, স্নান করতে গাঙ্ যাবি ?
यাবে।
চल তाइलে।
দनयन निয়ে কৃষ্কোষ্ঠ স্নানে চলन।

शाँ। खत्रला विथिय़याए।
পাথি মেরেছে অন্লে !
अनেক নয়। একটা।

भाढ़ा মারেই তে।। কায়फ জাना চাই।
 फেব। দोড়, বড়দাদা চলে যাক। তারপর।
বড়দাদ কি তোমাকে নিয়ে याবে?
निয়ে যেতে তো চাইছে। কিষ্ৰু आমি यাবো না।

গেলেই তো ভাল । কলকাতায় কত মজা ! মনুমেন্ট, চিড়িয়াখানা, ট্রাম ।
ধুস । আমার ওখানে থাকতে ভাল লাগে না।
তাহলে আমাকে পাঠিয়ে দাও না।
ডোকে ! ঢুই গিয়ে কী করবি ?
আমি গিয়ে ওখানে কাজ কারবার শিখব। বড়লোক হব।
কী কাজ কারবার ?
সে কতরকম আছে। তোমার বড়দাদাকে বলবে ছোটোবাবু, আমাকে নিয়ে যেতে ? কৃষ্ণকান্ত প্রস্তাবটা ভেবে দেখল । ঝডু চলে গেলে তার নিজের কিছু অসুবিধে আছে। নার দলে ঝডুই সবচেয়ে সাহসী। ওরক্মটা আর কেউ নেই। সে বলল, আচ্ছা ভেবে দেখি।

ঝড়ু বলল, তোমার বড়দাদার নিজের তো বিরাট ব্যবসা । আমি তার মধ্যে ঢুকতে পারব না ? তা পারবি না কেন ?
অবশ্য দরকার হলে বাড়িতে চাকরের কাজও করতে পারি । ঘর ঝাঁটপাট দেওয়া, বাসন মাজা, খোকাখুকীদের হাওয়া খাওয়ানো ।

কৃষ্ণকাম্ত থমকে যায়, তারপর হঠাৎ রেগে উঠঠে বলে, কেন চাকরের কাজ করবি কেন ? তুই আমার বক্ষু না!

ঝডু. অবাক হয়ে বলে, তাতে কী ? বড়দাদা তো নিজ্েেের লোক। ওর বাড়িতে কাজ করলে কী হয় ? বড় কর্ত বললে আমার বাবা গিয়ে কামলার কাজ করে আসে না ?

তা হোক। বাবার কথা আলাদা । বাবা কাউকে চাকর বলে মনে করে না । কি.্তু বড়দাদা কলকাতার বাবু, ওদের বাড়িতে কাজ করবি কেন ?

ঝড়ু. একটু মিইয়ে গিয়ে বলে, এমনি বললাম কথাটা । আমরা প্রজা তো । তোমরা হলে রাজা লোক ।

তারা যে রাজা তা খানিকটা মানে কৃষ্ণকাম্ত । তবু তার মধ্যেও একট্ কিম্তু আছে । সে আজকাল তুনতে পাচ্ছে, রাজ্যের অবস্থা ভাল নয়, সম্পত্তি বিক্রি হয়ে যেতে পারে। এই কথাটা ভাবলে কৃষ্ণকাস্তর কেন যেন ভয় করে । রাজ্য यদি না থাকে তবে সে রাজা হবে কেমন করে ? রাজা হওয়ার জন্যই যে তার জন্ম!

কৃষ্ণকান্ত গাঙের ধারে এসে একটু আনমনা উদাস চোখে ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বিস্তারের দিকে চেয়ে রইল। রাজ্য রাজা এসব শব্দ তার রক্তে এক ধরনের তরঙ্গ তোলে । রাজা কৃষ্ণকাম্ত । রাজা কৃষ্ণকাম্ত ।

ঘণ্টাখানেক জলে থাকার পর যখন শরীরের চামড়ায় সাদা রঙ ধরে গেছে, আর চোখ লাল তখন ছটকু দারোয়ান এসে তাকে জল থেকে তুলল, কর্তাবাবু কখন থেকে ডাকতেছেন । চলো ।

খুব ভয়ে আর সংকোচে মাথা নীচু করে বাড়িতে ঢোকে কৃষ্ণকাম্ত।
কনককাষ্তি সদ্য স্নান করে আহ্নিক সেরে এসে ওপরের বারান্দায় বসেছে। রংটা যেন চারদিকে আলো করে আছে।

কত বড় হয়ে গেছে, অঁ্যা ! কনকের বিস্ময় নিখাদ !
কনক. হাত বাড়িয়ে ভাইকে কাছে টেনে নিল। কৃষ্ণকাষ্তের রূপবান চেহারাটা বোধহয় খুবই পছন্দ হল তার । মুখের দিকে কয়েক পলক মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থেকে বলল, বুঝলে চপলা, কৃষ্ণ আমাদের বংশে সবচেয়ে সুপুরুষ হবে।

বউদির অবস্থানটা চোখ তুলে দেখেনি কৃষ্ণকাষ্ত । লজ্জা করছিল। চপলা বারান্দার আর এক প্রাষ্তে রোদে চুল শুকোচ্ছিল দাঁড়িয়ে । পুচকে দেওরের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, এই সেদিনও ২০২

তো আমার কোলে পেচ্ছাপ করে দিয়েছিল ।
লজ্জায় মরে গেল কৃষ্ণকাস্ত । অধোবদন ।
বড়দাদা তাকে ছেড়ে দিয়ে বলে, অত লজ্জা পাচ্ছিস কেন আমাদের ? শुনলাম সারা সকাল নাকি পালিয়ে ছিনি !

ছিল গো বড়দা । বিশাখা বউদির ছায়ায় দাঁড়ানো, সেই বলল।
লজ্জা সংকোচ সব কেটে গেল বিকেলের মধ্যেই । ভারী অদ্ডুত ভাল লাগতে লাগল কৃষ্ণকাস্তর ।
বড়দাদা একটু গম্ভীর মানুষ। খুব বেশী কথা-টথথা বলে না । প্রাথমিক কুশল প্রঙ্নাদির পর বড়দাদা সকলের সঙ্গে খেতে বসল, দুপুরে ঘুম্মোলো, বিকেলে সাজগোজ করে গাড়ি নিয়ে বেরোলো পুরোনো বক্ধুদের খোঁজে । খুব নাকি তাস খেলার নেশা বড়দাদার । তাড়াতাড়ি ফিরবে না ।

বউদি চপলাকে ভাল লাগল অন্য কারণে। বাড়িতে পা দিয়েই বউদি যেন এ বাড়িতে একটা অন্যরকম আবহাওয়া তৈরি করে দিয়েছে । ঘোমটা টানা বউ, সিথিতে সিদূর এ দৃশ্যটাই কৃষ্ণকান্তর কাছে একটু সুদূর। সে তো বাড়িতে এরকম কাউকে দেথে না।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে বউদি অনেক কাজ করতে লাগল । এ বাড়িতে কাজের লোকের অভাব নেই, কিছু না করলেও চলে । কিন্তু বউদি বসে থাকল না । দুপুরে বাচ্চা দুটোকে ঘুম পাড়িয়ে গাছকোমর বেঁধে ঘর দোরের আসবাবপত্র চাকরদের দিয়ে এধার ওধার করাতে লাগল। সঙ্গে আঠার মতো কৃষ্ণকাম্ত ।

কিছুক্ষণ পরপরই বউদি তাকে জিজ্ঞেস করে, হাঁ রে কৃষ্ণ, এই খাটটা দক্ষিণের জানালার ধারে পাতলে ভাল হবে না ? টেবিলটাকে এই কোনায় আনলে কেমন হয় রে ?

কৃষ্ণকাষ্ত এই যুবতীর মোহময় নৈকট্যে একধরনের সম্মোহনে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল । সব কথাতেই সায় দেয় ।

বউদি মানুষটা যে চমৎকার তা কৃষ্ণকাম্ত আরো বুঝতে পারল ছোড়দির সঙ্গে তার ভাব দোখ । ছোড়দি অর্থা বিশাখা বড় সহজে কাউকে সহ্য করতে পারে না । সেইজন্য ওর তেমন বন্ধুও নেই । কিষ্তু বড় বউদির সগ্গে তার বেশ ভাবসাব লক্ষ্য করে সে।

বিকেলে ছাদের ওপর মস্ত পাটি পেতে বসল বউদি । তাকে ডেকে বলল, আজ বিকেলে আর তোকে খেলাধুলো করতে হবে না। আমার সঙ্গে বসে গল্প করবি আয় ।

কৃষ্ণকান্ত এক কথায় রাজি । ফুটবলের অমোঘ আকর্ষণ ত্যাগ করে সে বউদির কাছটিতে বসে পড়ল।

তুই নাকি ভাল ছাত্র হয়েছিস !
কৃষ্ণকাস্ত লাজুক ভাবে বলে, না না।
শুনেছি। কই চিঠি লিখে তো জানাসনি যে ক্লাশে তুই ফাষ্ট হোস।
আমি তো চিঠি লিখি না।
লেখ না কেন হনুমান ?
এবার লিখব ।
আর লিখতে হবে না । তোকে এবার আমি আচচলে বেঁধে নিয়ে যাবো ।
প্রস্তাবটা এবার আর তেমন খারাপ লাগল না কৃষ্ণকান্তর। লাজুক লাজুক হাসতে লাগল ।
যাবি তো!
বাবা বললে যাবো ।
আচ্ছা বাবাকে আমি রাজ্জি করাবো। কী সুন্দর দেখতে হয়েছিস রে ! কদিন বাদে তো মেয়েরা পাগল হবে তোকে দেখে ।

কথাটা কৃষ্ণকান্ত ভাল বুঝল না । মেয়ে পুরুষের সম্পর্ক তার কাছে তেমন স্পষ্ট নয় । কিন্তু এসব

তো অভ্যস্ত সংস্কারের মধ্যেই থাকে। কাজেই সে রাঙা হয়ে উঠলল।
চপলা মু⿰্ধ দৃষ্টিতে দেงরটিকে খানিকক্ষণ দেখে বলল, একমাथা চুল হয়েছে, কষ্ঠায় ময়লা কানে ময়লা কেউ নজর দেয় না তোর দিকে।

মাঝে মাঝে মর্নুপিসি ঘষে দেয়।
মনুপিসি ঘষে দিয়ে কী হবে! তোমার নিজের দায়িত্ব নেইই
বউদি তুমি থথকে তুইতে নামতে দেরী করেনি একৃটুও।
कী মিষ্টি যে লাগছিল বউদিকে তার।

## u $ง 8$ ॥

তেউয়ের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল রেমির। ভয় ভেঙে গেল।
এর আগেও সে কয়েকবার পুরী এসেছে। কিষ্তু সौতার জানে না বলে কোনোদিন সমুদ্রে নামেনি। কেউ তাকে জোর করে নামায়ওনি। ঢেউয়ের করাল চেহারা দেখে বুক দুরদুর করত। কোনোদিন ঢেউয়ের মুখোমুখি হবে না, ভেত্ব রেখ্খিিল। দৈত্যের মতো সেইসব অচেনা তেউয়ের সঙ্গে চেনা করিয়ে দিল ধ্রুব। ভয় ভাঙল। নেশা এসে গেল।

আকাশ আড়াল করা উমু, রেলগাড়ির মতো গতিময় ও পাহাড়ের মতো বিশাল এক একটা ঢেউ যখন আসে তখন মনে হয় তাকে বুঝি নিষ্পিষ্ট করে দিয়ে যাবে। বেলাভৃমি ছাড়িয়ে ভাসিয়ে নেবে শহরের ঘরবাড়ি । লাফিয়ে বা ডুব দিয়ে তেউয়ের সর্সে খানিকটা বেলার্মিমি দিকে ভেসে যাওয়ার পর পায়ের নীচে সর্ষেোনার মতো চলষ্ঠ বালির ওপর দौঁড়িয়ে টালমাটাল রেমির এখন মনে হয়, সব দুঃখ শোক বুঝি ভেসে গেল। প্রথম প্রথম ধরে থাকত ধ্বুব, আজকাল ধরে না, তবে কাছাকাছি থাকে। ঢেউ কাটিয়ে দিয়ে দুজনে দুজনের দিকে চৌ়ে হাসে।

স্কুল ম্যাগাজিনে রেমি এক সময়ে কয়েকটা কবিতা লিথেছিল। সমুদ্রের সক্গে এই চেনাজানার পর সে এক দুপুরে সংগোপনে বহুকাল বাদে আর একটা কবিতা লিখে ফেনল। নাম দিল ‘তুমি’। డেউ নিয়ে লেখা। অর্থটা দौড়াল অনেকটो এরকম তুমি ঠিক এক রাগী ও অভিমানী পুরুষের মডো । ধেয়ে আসা পাহাড় । কালো ও গভীর । মনে হয় বুঝি চুরমার করে দেবে আমাকে। কিত্তু যখন এলে, যখন ভাসিয়ে নিলে আমাকে দম বন্ধ করা উচ্ঘৃস ও আবেগে, পায়ের তলা থেকে কেড়ে निলে মাটি, তথন ঠিক ভয় করল না,রোমহর্ষ হল। এতকাল যা ঘটেছে আমার জীবনে, কিছুই ঠিক এরকম নয়। কত কোমল তুমি, ফের সযত্নে স্থাপন করলে আমায় চলণ্ত বালির ওপর। ভাল করে ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার আগেই আবার ভাসিয়ে নাও তুমি, আবার স্থাপন করো । আমি তোমাকে বুঝি না, একটুও না, সেই ভাল । ওরকমই রহস্যময় থাক তूমি আদিগষ্তের ঢেউ। কত দেশ ছুঁয়ে আসা জল । বারবার দোলাও আমাকে, বারবার ভাসাও আমাকে। কে চায় স্থির মাটি, স্ছায়ী ভিত, সংসারে সোনার বিগ্রহ হয়ে থাকা!

ছেলেমানুষীতে ভরা ও কাঁচা এই কবিতা পড়ে রেমি নিজেই লজ্জায় রাঙা হল, হাসল আপন মনে। বারকয়েক পড়ে তার মনে হন, এ ঠিক ঢেউকে নিয়ে লেখা নয়। এসব ঢেউয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে একজন মানুষও।

রাত্রে সে খুব সংকেচের সক্গে প্রুবকে বলল, आমি একটা কবিতা লিখেছি, পড়বে ?
ध্রুব যথারীতি একখানা শক্ত বই পড়ছিল। এম এন রায়ের লেগা ‘দি রাশিয়ান রিভোলিউশন’। খাটের বাজুতে বালিশের ঠঠকা দিয়ে থুব আয়েস করে আধশোয়া ফ্রুব বিশ্মিত ঢোখে রেমির দিকে চেয়ে বলল, ডুমি আবার কবিতাও লেখো নাকি! এত তুণ তো জানতাম না।

ইয়ার্কি কোরো না। একেই তো আমার মন খারাপ।

কেন，মন খারাপের कী ？
কবিতাঢা ভাল হয়নি।
जঃ তাই বলো। লেখি－বলে হাত বাড়ায় s্রুব।
রেমি একসারসাইজ বুসাঁ औौকড়ে ষরে থেকে বনে，হাসবে না বলো।
आরে না। कবিতা খूব সिরিয়াস জিনিস। उ निয়ে शাসিঠাট্ট চলে ！
এই তে ইয়া ্কি করছে।
মাইরি ना। बে জিনিস বৃঝি না তा नि＜্যে ইয়ার্কি চলে না।
কবিতা তোমার ভাল লাগে না জানি।
ঠिকই জানে। আসলে বূঝি না বলেই তেমন করে जালবাসি না।
সব কিছুহ কি স্পা্ট করে বোবা যায় ？
צ্বেব একটা দীর্ঘশ্মা কেলে বলল，जা বটে। उবে आমি শে সব বিষয় ভালবাসি जর্থनीতি রাজনীতি বा বিষ্ঞান তাদর মধ্যে কোনো অস্পষ্টত নেই। সनिড যুক্তি এবং নির্ভুল অংকের ওপর मাড় করানো জিনিস । দাও লেখি আমার নীরেট মগজ্জ তোমার কবিতার কোেো এরেষ্ট হয় কিনা।

थूব কাঁ－মাए হয়ে খাতাট এগিয়ে দিল রেমি। তারপর তার ভীষণ লজ্জা করতে লাগল। বুক
 বুকের মধ্যে লেপটে সে তয়ে থাকতে ভানবাসে । তবে একটা কবিত দেখাত্ এত লজ্জা কেন ！
 পলকে পড়া হয়ে গেল। খাতাট বিছানায় রেথে বলল，cেশ হয়েছে। চালিয়ে যাও।

একथায় রেমি একদম নিভে গেল। মনটা ভারীী থারাপ লাগডে লাগল। অপমান বোধ করুল คে।

অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপ্ধকার সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল সে। অবিরল জল जাঙার শব্
 সমুদ্রের ঢেউ নয়। s্রুব নিজেই ！
 পারবে এবং রাগ ভাঙাত আসবে। কিষ্ঠু এই পুরুষটির কাছে কোনো কিছ্ু আশা করাই অन্যায়।
 డた়ে অनেক বেশী বাত্যব জিনিস।
 সउত।

রাত্রে घরের দরজা ব্ধ করার পরই s্বুব তাকে বনল，রেমি，ওঢার নাম বদলে দাও।
কেনটটা ？
কবিতাটার।
তার মানে？
ওই पूমিট बে？ঢেট ？
তাছাড়া আবার কে？
夕্রুব এবদু হেলে বলন，তহলে অবশ্য আলাদা ক巾া। आমি ভেবেছিলাম ঢেউটা বোষহ়্য বকनমম आমিই।

রেমি র্রাগ করে বলল，ना，ঢুমি কেন হতে যাবে！

आমি মোটেই কবি নই।

তा অবশ্য ঠিক। তবে এতपিন পরে आমি বুক্তে পারছি তোমার মধ্যে একটা কবিসুলভ বাপার আহে। নইলে এত টাচি হবে কেন !

आমি মোটেই টাচি নই।
রাগছে কেন ? টাচি হওয়া তো ভান। आমার মতে গাছ হওয়াঢ একদম কাজের কथা নয়।
রেমির গনগনে অভিমান আরও «ুঁসে উঠল এইসব ইই্ধন পেশ্যে সে জবাব দেওয়া বন্ধ করল।
צ্বুব দিবি পালে শুযে চটপট ঘুমিয়ে পড়ন।
পরদিন মেঘলা আকাশ নিয়ে ভোর হল। একটা ব্রেড়ো গাওয়া বইছে। সমুদ্রকে দেখাচ্ছিল
 আজ। এমন कि বিস্তীর বেলাডূমিতেও লোক নেই। ब্রেড়ো দামালো দিন। আজ বোষহয় আর ঢেউয়ের সল্গে ভাব ভালবাসা হবে না রেমির।

צ্রুব বেলা অবধি घুমোচ্ছিল। রোজ তাকে রেমি ডেকে তোেে। কিন্ুু কাল থেকে রাগ করে

 উত্তান কালো জন। রেমির একদু শীঠ কনহিন। গায়ে आচলট। ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে সে নীচে খাবার ঘরে এসে একা একা চা গ্যে। করোোঙ্েই কথা বলার নেই। কিছু করারও নেই আজ।
 বাবার শরীরও ভাन ছিন না।

ঘণ্চ খানেক বারদ রেমি ঘরে এলে দেথল, জ্রুব নেই।
নেই তে নেই-ই। বাথরুমে নেই, যাওয়ার ঘরে নেই। কোথাও নেই। এরকম মাঝ্ে মাঝে



একসারসাইब বুকটা রের করে সে কবিতাটা পড়ন। বাজে, অथাদ্। কিষ্ঠু তার আজ সকালে আর একটা কবিত লিথতে ইচ্ছে করছে। একটা ডট পেন নিয়ে সে বসে গেন । কবিতার নাম দিল "এबा"।

 করতে जান লাগবে কি ?

বব্ধ জনালার কাচের শার্শি দিয়ে সে সমুদ্রের দিকে তাকাল। কালো, বিশাল ঢেউ এসে আহড়ে


 করেনি তার। কিষ্ঠু ब্ৰেচে থাকাটও তো বড্ড आলুনী।

কবিতাট সে আর একবার পড়ল। কবে থেকে আমি একা ? ঠিক বুঝৰে পারিিনি হে আমার
 দিয়েছে প্রতিরোধ। आমাকে কেড়ে নিলে পৃথিবীর সব কিছ্ থেকে, নিক্রেকেও দিলে না।

তারপর তেয়ালে নিয়ে নিঃশচে নেমে গেল নীচ্।
সমুদ্রের গারে প্রবল বাতলের মধ্যে দাঁ়িয়ে সে অকপাট ডয়ে এবং বিপ্ময়ে ঢেউ দেখছিল। नाম<ে?
 २०৬

গেল । যেতে হল না বেশীদূর । মাঝপৃথই আকাশ-পাতাল জোড়া একটটা কালো ঢেউ কয়েক হাজার টন জল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর ।

চেতনা হারানোর আগে রেমির মনে হল, সে একটা রেলগাড়ির চাকার তলায় নিপ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে । প্রবল এক চোরাশ্রোত তাকে টেনে নিচ্ছে গভীর সমুদ্রের দিকে ।

আসলে তা নয় । রেমিকে কয়েকবার জলের কুষ্তীপাকে চক্কর দিয়ে মহাকায় ঢেউ তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তীরে ।

আর একটা ঢেউ নিশ্চিত নিয়ে যেত তাকে । কিস্তু তার আগেই একজন দুঃসাহসী ছুটে এসে রেমিকে হিড়িহিড় করে টেনে অনেকটা ওপরে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল।

রেমি জল খায়নি, তেমন চোটও লাগেনি তার। কয়েক মুহূর্তের সংজ্ঞাহীনতা কাটিয়ে সে চোখ মেলে লোকটাকে দেখল ।

লোক নয় । অল্পবয়সী একটা ছেলে ।
ছেলেটা বলল, আপনার তো দারুণ সাহস ! আজ কেউ নামে ? উঠুন ! উঠুন !
রেমি উঠঁল । একটা ঢেউ এইমাত্র তার কোমর অবষি ডুবিয়ে দিয়ে ফিরে গেল । পরেরটা হয়তো তাকে ভাসিয়ে নেবে।

ছেলেটা রেমির কন্নুই ধরে ত্তলে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যেতে যেতে বলল, আমি দূর থেকে খুব চেচচিয়ে জপনাকে সাবধান করছিলাম । শুনতে পাননি ?

হ匹ভম্ব রেমি মাথা নেড়ে বলল, না ।
হাজয়ার জনা।
রোম একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ।
ছেলেটা বলল, পুরীর সমুদ্র এমনিতে সেফ, কিষ্তু এসব দিনে ভীষণ ডেঞ্জারাস । আর স্নান করতে रবে না, হোটেলে ফিরে যান।

রেমির মাথার মষ্যে অদ্ভুত একটা বোবা ভাব। সব ভাবনা-চিষ্তা থেমে গেছে। কথা খেলছে ना।

সে উঠল এবং নীরবে হোটেলের দিকে হাঁটতে লাগল ।
আশ্চর্যের বিষয়, দোতলার বারান্দার দিকে চেয়ে সে দেখতে পেল ধ্রুব নিশ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ায় তার লম্বা চুল উড়ছে। সে দেখছে তাকে। কিষ্ভু অনুত্তেজিত, উদ্বেগশৃন্য।

ধ্রুবকে দেখে একটু থমকাল রেমি। আজ হঠাৎ সন্দেহ হল তার । তাকে সমুদ্রে বিপন্ম হতে দেখেও ধ্রুবর উদ্বেগ নেই কেন ! তবে কি ধ্রুবর কাছে তার মৃত্যু খুব একটা শোকের হবে না ? צ্রুব কি মনে মনে এই বক্ধন থেকে ছাড়া পেতে চায় ?

घরে আসতে খুব শীত করছিল রেমির । খুব শীত। निঃসঙ্গতা তো ভীষণ শীতল ।
 কী সিস্টার মরতে পারলে না ?

রেমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি তাই চাও ?
আমার চাওয়াটা কোনো ব্যাপার নয়। তুমি কি চেয়েছিলে ?
রেমি বাথরুমম গিয়ে গা থেকে নোনাজল ধুয়ে কাপড় পাল্টে বেরিয়ে এল । শরীরটা দুর্বল । মনটা ফাঁকা।

ধ্রুব বিছানায় বসে বাথরুণমের দরজার দিকেই চেয়েছিল । সে বেরিয়ে আসতেই বলল, ওই হীরোটি কে ?

কোন হীরো" ?
যে তোমাকে মৃত্যুর কবল থেকে এইমাত্র বাঁচাল!

জান ना।
ধ্রূব মাথা নেড়ে বলল, নাম জেনে নাওনি ? ঠिকানা ?
কেন বলো ঢো ?
এই রকম পরিপ্থিতি হৃদয়চর্চার পক্ষে দারুণ ফেবারেবল।
তার মানে?
ঘরে এসে তোমার "একা" কবিতাটা आমম পড়ে ফেলেছি । তারপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেথ্থেি তোমার সুইসাইডাল অ্যাট্মপট।

তবু এগিয়ে যাজनি ?
স্পেডে পেরে উঠতাম না। তরে দু-একবার চেঁচিয়ে ছিলাম। বৃথা। এই ব্েেড়ো বাতাসে সে ডাক তোমার শোনার কथা নয়। তাছাড়া হয়তো ওনলেও ফিরতে না।

তাই বুঝি ?
তাই তো । ডুমি যে বড় একা । হঠাৎ দেখলাম এক ছোকরা তোমাকে জল ৷থকে টেনে তুলছে বেশ লালটু দেখতে।

হবে। আমি ভাল করে দেখিনি।
আম দেখ্থেি। পাশের হোটেলটার দিক থেকে বেরোলো।
তাই নাকি ?
চালিয়ে যাও।
তার মানে ?
ছোকরা তোমাকে বাঁচিয়়েে, সুতরাং তোমার ওপর ওর খানিকটা হক বা দাবীও জন্মায়।
ইতরের মতো কথা বোলো না।
মাইরি সিস্টার, তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করাও মুর্শিল।
ঠাট্টা নয়। ওটা তোমার মনের নোংরামি ।
ধুব মাথা নেড়ে বলল, মাইরি না। आমি কি রকম তা आমি জানি। आমি তেউ, आমি চেঙিস یা । সব ঠিক। কিন্তু ভাই, আমি এও বলি, বি এ গড গার্ল, গো অ্যানড লাভ সামওয়ান এগেন। আমি তাতে খুব খুশি হবো।

ঠিক আছে। চেষ্টা করব।
এই পাত্রটা আমার বেশ পছন্দ। ছোকরা দারুণ লালটু।
রেমি রাগে ফেটে যাচ্ছিল। প্রাণপণণ মুখ টিপে রইল అখু।
থাওয়ার পর রেমি আজ এক্টু ঘুমোলো। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি।
বিকেলে খ্রুব তাকে ডেকে তৃলল, আরে দেখ, কাকে ধরে এনোছ ।
রেমি অবাক হয়ে দেখল, সেই ছেলেটা।

## ॥ ง® ॥

চপলার্ বাবা মষ্ত শিকারী এবং ডয়ংক্কর সাহেব। চপলা নিজ্ে बাকে কলকাতায়। তার ম.ব্য শহরের ছোঁয়া আছে, আর আছে বাপের বাড়ির সাহেবিয়ানা। সে চমৎকার অর্গান বাজায়, ফুট্ট্ত ইংরিজি বলে, সাহেবদের সস্গে বসে নির্দোষ মানারসে ডিনার খেতে পারে। আবার কলকাতাও তার মধ্যে স্্চার করেছে কিছू আধুনিকতা। দू<়ে মিলে চপলা খুবই সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারত এই
 পুরোনো মৃল্যবোধের ভিত্তিতে স্থপপিত পরিবারের আবহ্ঢা সে প্রথম থেকেই বুঝে গিয়েছিল্ল। ২০৮
 বিচ্ছিন্ন করত্ত পারেননি। চপলা সেতুবক্ধ রচনা করেরেরেছিল। ইচ্ছে করলেই কনককাষ্ভিকে
 প্রুষকে ম্বামী বলে জাবচে তার কষ্ট ছয়। নিজ্জের স্বার্থ্ কনকের ওপর খ্যাদকারী করা থেকে বিরচ থেকেছে।
 বাইরের লোক তা টের পায় না।
 निरानाও।

বোসো বউমা। একটু কথা আছ্।
চপলা সশ্রদ্ধ দূরত্ত্ব রে(থ সংকোচের সঙ্গে বসল। মাথায় অনভ্যস্ত ঘোমটা।
হেমকাণ্ত বললেন, সংসারত্ট আমার কাছ্ বড় জটিল । ত্রোমার শাশুড়ি बেঁচে থাকলে ততটা বিপন্ন বোধ করতাম না। পরামর্শ দেওয়ারও কেউ নেই। মুশকিলটা বিশাখাকে নিয়ে ।

চপলা ম্দু একটু হাসল । তারপর হাসি গোপন করতে মুখ নামিয়ে নিল ।
হেমকাম্ত অতটা লক্ষ্য করলেন না। বললেন, রাজেন বোক্তরের ছেলের সঙ্গে ওর সম্বক্ধ করেছি । আমাকে ডো সরাসরি কিছু বন্নে না । কিস্তু শুনেছি, এ বিয়েতে ও রাজি নয় ।

কেন তা কিছু বলেছে ?
আমাকে বলেনন । তুনেছি ওর নাকি কোকাবাবুর নাতি শরৎকে পছন্দ।
পছ•म ?
হাঁ, ব্যাপারটা অম্ভুত । শরৎকে ও কোথায় मেখেছে কে জানে। আজকাল যা সব হচ্ছে আমাদের আর কোনো ভূমিকাই ন্নই।

চপলা বলল, রাজ্জনবাবুর ছেলেটি কেমন ?
থুব ডাল সেলए্ মেড ম্যান। স্বাবলস্বী। এরা কখনো খারাপ হয় না। সষ্চিত সম্পদের अভ্ভিশাপi «োে মুক্ত

আপনার যদি পছন্দ হয়ে থাকে তবে বিশাখার আপত্তি কানে ডুলছেন কেন ?
জ্োর বররতে বলছ ?
জোর নয় । বিশাখা তো আর বাধা দেবে না ।
তা দেবে না তবে মা-মরা बেয়ে, হিতে বিপরীত হয় যদি! সেই অনাই তো পরামর্শ করার জোক খুর্জাছিলাম।

আমকে এবট্ ভাবতে দিন ।
ভাবো । তব্বে আমার মনে হয় শচীনই বরণীয় পাত্র । শরৎ খারাপ বলছি না । ত্তেে একtু উগ্র প্রকৃর্তির্র । তাছাড়া সে বিয়ে করভে রাজি নয় । বিলেত যাবে।

তাহলে ? সমস্যা তো মিটেই গেল ।
হেমকাম্ত মাথা নাড়লেন, না বউমা, মিটল না । শচীনকে যদি বিশাখা পছন্দ না করেই থাকে তবে শরত্র বিল্লেত যাওয়াতে কিছু যায় আসে না । মেয়য়দের মনে কোনো পুরুষের ছাপ পড়ে গেলে সেটা একেবারে উৎখাত না করে বিয়ে দিলে খারাপ হয় । আমি চাই শচীনকে ও বরণ করুক । তুমি কি সে কাজটুকু করতে পারবে ?

তাহলে আমি বিশাখার সঙ্গে কথা বলে দেথি।
र্মকান্ত্র মাথা নেড়ে বললেন, সেটা বড় কথা নয় । তুমি আগে নিজে বুঝে দেখ শচীন কেমন পাত্র । তোমার যদি এ সম্বন্ধ করণীয় মনে হয় তবেই পরবর্তী কাজ্রের কথা ভাববে।

শচীনকে কোথায় পাবো ?
হেমকাষ্ত হেসে বলন্নেন, বেশী কষ্ট করতে হবে না। কাছারি ঘরে বসে এ সময়ে সে রোজ কাগজপতত্র দেখে। তাকে আমি এস্টেটের উকিল ঠিক করেছি। যদি সংকোচ বোধ না কর তবে তাকে ডেকে পাঠাতে পারি। এ ঘরে বসেই কথা বলবে।

চপল্গা বলল, তার দরকার নেই বাবা। আমি দেখা করে নেবোখন। আপনি ভাববেন না ।
হেমকাষ্ত একটা দীর্ঘশ্যাস ছেড়ে বললেন, ডোমরা দূরে থাকো বলেই অমি বড় অসহায় বোধ করি । সমস্যাটা হয়ত্েো তেমন জটিল কিছু নয় । কিষ্তু একা একা বসে ভানতে ভাবতে ক্রমশ সবঁটা জটিল হয়ে ওঠে ।

চপলা আবার একটু হাসল। বলল, আপনি ভাববেন না। সবদিক যাতে বজায় থাকে আমি দেখব। একটা কথা বলব বাবা ?

বলো ।
বন্দুকের घরের চাবিটা আমাকে একটু দেবেন ?
হেমকাস্ত অবাক হয়ে বলেন, কেন মা, হঠাৎ বন্দুকের ঘরের চাবি কেন ?
মাথা নীচ করে চপলা খুব লজ্জ্যা আর সংকোচের সঙ্গে বলে, এমনি, আমি শিকারীর মেয়ে তো । বন্দুক্গুলো একটু পরিষ্কার করে কেল টেল দিয়ে রেথে দেবো ।

হেমকাম্ত হো হো করে কখনো উচ্চস্বরে হাসেন না । এখন হাসলেন। বললেন, তা বটে। বন্দুকের অযত্ন তোমার সহ্য না হওয়ারই কথা। ঠিক আছে। আমার খাটের পায়ের দিকে আলমারিতে যে হাতবাক্স আছে তার মধ্যে রেখেছি। যখন খুশি নিয়ে নিও। তুমি তো বোধহয় বন্দুক চালাতেও পারো, না ?

চপলা ম্মদু হাসল ।
হেমকান্ত দুস্চিস্তার গলায় বললেন, কৃষ্ণটাও নাকি বন্দুকের জনা পাগল । বাচ্চাদের বন্দুক নিয়ে খেনা আমার পছন্দ নয় । ওকে একটু সামলে রেখো।

কোনো ভয় নেই বাবা। কৃষ্ণ খুব বাষ্য ছেলে।
তা হবে। আমি অর ওকে কতটুকু জানি।
আমি জানি।
তুমি यদি এখানে থাকতে পারতে তবে বোধহয় কৃষ্ণটা মানুষ হত।
তার চেয়ে আমদের কাছে কলকাতায় গিয়ে থাক না।
সে প্রস্তাবটাও ভাবছি। কিষ্তু মুশকিন, ও যেতে চায় না।
আপনারও কষ্ট হয় বোধহয় ।
হয় । বিশাথার বিয়ে হয়ে গেলে আমি কতটা একা হয়ে পড়ব সে তো আন্দাজ করতেই পারো ।
পারি বাবা। আর সেইজন্যই চাপাচাপি করি না।
হেমকাষ্ত একটা দীর্ঘশ্যাস ফেললেন।
হেমকাস্তর কাছ থেকে উঠে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে চপলা সোজা কাছারিঘরে এসে উঠল । বাড়ির বউ সচরাচর বারবাড়িতে আসে না, কাছারিঘরে তো নয়ই । চাকর, বাকর, দারোয়ান, মুনসি খাজ্জিপ্চিরা তটস্থ হয়ে উঠল ।

চপলা দরজা দিয়ে উকি মেরে শচীনকে অপলক চোখে কয়েক সেকেগু দেখল । লম্বা গড়নের চমৎকার চেহারা । মাথায় একরাশ মিশমিশে চুল । উকিলের পোশাক ছেড়ে সাহেবী বা বাবু পোশাক পরলে রূপ অনেক বেড়ে যাবে ।

কাজটা ঠিক হবে কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামাল না সে! নিঃশব্দে ঘরে पুকল এবং শচীনের মুখোমুখি মস্ত নীচ চৌকিটার এক ধারে বসে বলল, নমস্কার ।
২ゝ○
 অবাক হয়ে তাকাল।

চিনতে পারছ্ন ？
 বউদি নিচ্য়হ！

ठिक ধরেছেন। आমরা এসেছি 刀নে দেখা করত্ত যানनि তো！
 अन्मরমহলের থবর নেওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না।
শচীन মুদম্রে বলन，সদ্য ঢো এলেন।
তা বটে，刃নেছি，आপনি এথন একজন সাভ্যাতিক উকিল।
শচীन आবার হসসল। বেশ হািিটি। চপলার এবদু মায়া পঙড় গেল，সরল ও সহজ शসিটি


এবদু তর্র ম্বরে চপলা বলে，ভাল উকিল হতে গেলে পাঁচালো বুক্ধি চাই। আপনাকে দে兀ে जো মনে হয় পাচচ্টোচ জানেন না।

শচীन একথার की জবাব দ্রে। ছूপ করে রইল।
চপলা বলল，आপনার সত্গে একাঁ आলাপ করার ইচ্ছে। কিছू মনে করবেন না जো
आরে ना，ना，को 凶ে বলেন！

－किए नग़।．
এबদিन গান শোনাবেন ？

को শिथখছেন？

বাঃ। कবে লোনাবেন বলুন।
यেদিन एॅহ করবেन।

কাল ？বেশ তে।। আর बে গাইবে？
अडि সम्बाभीतে গাজন नह্ট। बেবন आপनि।
শछोन माणा नाড़ल，ठिक आज्।
सरीक्रुमझীত জानেन ना ？
শচীन মাथा नেড়ে বলে，জাनि। দू－চারc̆।
ওতেই হবে।
 বউদি।

বলুন।
এই গান শোনার পেছনে কোনো প্যান নেই তো ।
कौ প্ৰ্যান ？
 शग।


ना । কश्ण मिष्श ।
দয়া করে সেটা দেখবেন । আমি গরীবের ছেলে, বামন হয়ে চौঁদে হাত বাড়াতে চাই না। চপলা হঠাৎ থমকায় । ত্যুরপর কিছু তীব্র গলায় বলে, নিজ্ঞেকে ছোটো ভাববার কোনো কারণ ঢো আপনার নেই। কে বামন, কে চাঁদ তা आমি জানি।

চপলা বেরিয়ে এল । বস্তুত় এবার থ্বশুরবাড়িতে আসার আগে সে ভয় করেছিল, সময়টা থুব একঘেয়ে কাটবে । কিষ্তু কপাল ভালই। শ্বতুরবাড়িতে পা দেওয়ার সহ্গে সগেই উত্তেজক ঘটনাবলী ঘটতে চলেছে। বেশ চনমনে লাগছিল তার ।

বিশাখাকে ছাদ্রে ডেকে নিয়ে গেল সে ।
কী রে মুখপুড়ি, শচীনকে পছন্দ করছিস না কেন ?
পছন্দ করতেই বা হবে কেন ?
খুব মুখ হয়েছে, না।
মেটেই না। মুখ কখন করলাম? বা রে !
এই তো করলি । আগে বল, ওর দোষ কোথায় ।
ওর দোষ তো বলিনি।
তবে কার দোষ ?
ওদের বাড়িটা ভারী গরীব-গরীব।
তুই কবে ওদের বাড়িতে গেছিস ?
বিয়ের কথা ওঠার আগেও গেছি।
ठিক আছে, আমি গিয়ে .দেখে আসব।
দেখো ।
শরৎকে তোর পছন্দ কেন ?
শরৎকে পছন্দ কে বলল ?
শুনছি।
খুব রটে গেছে তো ব্যাপারটা।
রটবেই। আগে কথার জবাব দে।
বিশাখা কিছুক্ষণ নতমুখে থেকে বলল, শরৎকে আমার পছন্দ নয় । তবে ওদের অবস্থা ভাল । তুই এত হিসেবী হলি কবে থেকে ?
আমার বউদি, কেন জানি না,জমিদার ছাড়া অন্য ঘরে যাওয়ার কথা ভাবতেই ভাল লাগে না ।
সে তো না লাগতেই পারে । কিষ্তু জমিদারদের সবাইকার অবস্থাই তো আর ভাল নয় ।
সে তো জানি।
ছাই জানিস । কোকাবাবু মরার পর থেকে ভাই ভাইতে কী গণুগোল লেগেছে ডা জানিস ?
ना।
কোকাবাবুর এক ছেলে তোর দাদার বক্ধু । আমি কলকাতায় থেকেই ঈনেছি। কোকাবাবুর সেই ছেলে একজন ব্যারিস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করতে কলকাতায় গিয়েছিল। মামলা লাগল বলে ।

বিশাখা চুপ করে রইল ।
জমিদারী ভাগ হয়ে যাবে। যা ভাগে পড়বে এক একজনের তাতে ঠাট বজায় রাখাঙ সম্ভব নয় । বুঝলি ?

বিশাখা মৃদুস্বরে বলল, অত খবর ডো রাখি না।
শরৎ দেখতে কেমন ?
তা कि জানি! লাজ্জুক গলায় বিশাখা বলে ।
২১২

জানিস না ？চপলা অবাক হয়ে বনে，তাহলে পছন্দ করলি कি করে ？
বিশাখা মাথা নেড়ে বলে，সেরকম পছন্দ নয়।
তাহলে ？
একদিন আমাদের আমবাগানে একটা পাগলা কুকুরকে গুলি করে মেরেছিল। সেদিন দেখেছি।
মোটে একদিন ？
毅।
কিরকম দেখতে ？
জানি না যাও।
ও বাবা，মনে মনে বহুদূর এগিয়েছো দেখছি।
মেটেই না। শচীনকে কাটনোর জন্য এমনি শরতের কথা তুলে দিয়ে মজা দেখছিলাম।
শরৎ রাজি হলে কি করতি ？
ওঃ，তোমার সজ্গে পারা যায় না।
आমি শচীনের সঙ্গে দেখা করেছি।
তूমি ？
কেন，आমি দেখা করলে দোষ হয় নাকি ？
তा বলিনি।
আমার বেশ লাগল।
সকলেরই লাগে। শখধু আমারই পোড়া চোখ।
ককেম দেখত়，কেমন স্বভাব তা আন্দাজ করার জন্য গেলাম।
ক্কমন লাগল তা তো জানি। সবাই বলে ভাল। কিষ্তু আমার তো লোকটাকে নিয়ে আপফি নয়। আপত্তি বাড়ি নিয়ে।

তুই একটা বোকা।
সবাই তাই বলে।
यमि বিয়ে না করতে চাস তো তাই হবে। অত ভাবছিস কেন ？অ্খুরমশাই জোর－জবরদশ্তি করবেন না

বিশাখা একটা দীর্ঘপ্ধাস ফেলে বলে，এমন কি কৃষ্ণ পর্যষ্ত ওর পল্ষ নিয়ে কথা বলে।
বলে ？তাহলে তো তোর খুব বিপদ যাচ্ছে।
বিশাখা একটু হেসে বলে，তা যাচ্ছে। এখন তুমি এসে আবার কী প্যাঁচ কমো তা কে खানে।
প্যাঁচ কষব না। তবে একটা কাণ করব।
की काత ？
या জন্মেও তুই ভাবিসনি শচীনের সন্গে তোর আলাপ করিয়ে সেবো।
যাঃ！তাই হয় নাকি！

## ひ ૭৬ 】


ध্রুব যে পাগল সে বিষয়ে রেমির বিন্দूমাত্র সন্দেহ নেই। সেই পাগলামিকে সে নিজেও খানিকটা প্রশ্রয় দেয়। তবে সে এ－ও জানে যে，ঞ্রুব পাগল হন্লে সক্দেহ－পিশাচ নয়। রেমি यमि অना

কোনো পুরুষের সঙ্গে প্রেম করে তাতে ধ্রুব উত্তেজ্রিত হবে বা রেগে যাবে বলে রেমির মনে হয় না । ততটা ভালবাসে কি তাকে ধ্বুব ? ততটা নিজের জিনিস বলে মনে করে কি তাকে ?

এই ছোকরাকে ঘরে ডেকে এনে তার সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়ার যে ছেলেমানুষী ধেষ্টা ধ্রুব করছে সেটা রেমির কাছে আরো অপমানকর । ধ্রুব চায় রেমি তাকে ছেড়ে অন্য দিকে কিছুক্শণ মন দিক। নইলে সত্যি বলতে কি, এই ছেলেটার কাছে ঘটা করে কৃতজ্ঞতা জানানোর কিছু নেই । রেমিকে তো এ সমুদ্রের ভিতর থেকে উদ্ধার করেনি, আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকেও বাঁচায়নি। তুখু ঢেউ যেখানে তাকে ছুঁড়ে ফেলেছিল সেখান থেকে নিরাপদ দূরত্বে টেনে এনেছে। না আনলে বিপদ হতে পারত, নাও হতে পারত।

ছেলেটা কিছু অপ্রতিভ ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল । মুখে হাসি । रुঁ ৰেঁ ভাব । তার অলক্ষে রেমি কিছু কঠোর চোখে জ্রুবর দিকে চাইল।

ধ্রুব ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, এ হচ্ছে মনো বিশ্ষাস । নাগপুরের বাঙালি । বুঝলে ! ব্রিলিয়াণ্ট বয় । ইন ফ্যাকট আমি প্রবাসী বাঙালিদেরই বেশী প্রেফার করি । বাঙালিদের ইনহেরেণ্ট কতগুলো দোষ এদের থাকে না ।

প্রগলভ ধ্রুবর মতলবটা আন্দাজ করার অক্ষম একটা চেষ্টা করছিল রেমি । মনো বিম্বাসকে খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করছিল না । ছেলেটটা বেশ সুপুরুষ সন্দেহ নেই । লম্বা চওড়া চেহারা । তবে চোখের দৃষ্টি নিরীহ এবং মুখ্থে ভাব অতিশয় বিনয়ী।

বসুন। রেমি বলল।
মনো বিশ্বাস বসল এবং বিনয়ের সঙ্গে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।
ধ্রুব রেমিকে বলল, ওর সঙ্গে আমার খুব জমে গেছে ।
তুমি তো জমানোর ব্যাপারে খুব ওস্তাদ । তুমি বোসো, আমি মনোবাবুকে একটু চা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে আসি।

শুনে ধ্রুব হাঁ-হাঁ করে উढে বলল, এই অবেলায় চা খাবে কি ! চা-ফা বিকেল চারটের মধ্যে ! এখন অনা জিনিস ।

রেমি ভ্রূ কুঁচকে যতদূর সষ্ভব কঠোর মুখভগি করে বনল, কেন বেচারাকে শ্পয়েল করবে ?
স্পয়েল করব কি ? ও তো কুমীরের মতো খায় ।
তুমি জানলে কী করে ?
ওসব জানা যায় হে, ডুমি বুঝ্ণে না।
তোমরা দুজন যদি ও সবই খাও তাহলে আমার থেকে লাভ কি ? আমি বরং সী-বিচ থেকে ঘুরে आসि ।

মনো এতঙ্মণ কথা বলেনি। স্বামী-স্ত্রীর চাপান-ওতোর শুনছিল । এবার খুব বিনয়ের সগ্গে বলল, আমার ড্রিংক না হলেও চলবে। আমি মাঝেমধ্যে খাই বটে, কিষ্ঠু নেশা নেই।

তখন লহ্ষ করেনি রেমি, এখন করল, ছেলেটার কথায় পশ্চিমা টান আছে। রেমি ধ্রুবর ওপর চটৈইই ছিল। বলল, ও আপনাকে বোধহয় শেষ অবধি ছাড়বে না।

মনো নিরীহভাবে ধ্রীবকে বলে, আজ থাক না হয় দাদা। আমরা দুজন ড্রিংক করলে বউদি তো লোনলি ফিল করতেই পারেন । আজ প্রথম দিন বরং একটু গক্পই করা যাক।

খ্রুব ঠৌটটটা উন্টে বলল, গক্পটఱ্প ভাই, আমি বেশীক্ষণ শুকনো মুখে চালাতে পারি না । তোমরা করো, আমি বরং ঘুরে আসি একটু।

সিদ্ধাষ্তটা বড় সহজ হল না । তিনজনে কিছ্হুক্ষণ টানা-शौচড়া চলল। তবে মদের ব্যাপারে
 য'দের নেশা থাবে. তারা একদম না খেয়ে পারে না । ধ্রুব একদম না খেয়েও পারে । मिনের পর দিন

পারে। হয়তো ওর সত্তিকারের ন্নশা নেই। কিংবা কে জানে কী!
ধ্রুব শেষ অবধি থাকল না। দুজনকে রেখে বেনিয়ে গেল।
রেমি অচেন্মা পুরুঠের সামনে আগে অস্বস্তি বোধ করতত না। আজকাল করে। তার শ্মশুরবাড়িতে বাড়ির বউরা বাইরের লোকের সামনে হুটহাট বেরোয় না। সেই অভ্যাসই তাকে সংকুচিত করে রেখেছে খানিকটা।

সে জিজ্পেস করল, আপনারা কি বরাবর নাপপুরে ? কলকাতায় কেউ নেই ?
মনো বলে, কলকাতা নয়। আমদের বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদ ওনেছি। কিষ্ডু আমরা কখনো যাইনি। নাগপুরে আমাদের চারপুরুষ হয়ে গেন। কলকাতায় একবার গিয়েছিিনাম ইনটারভিউ দিতে।

কেমন লাগল কলকাতা ?
আরি বাপ! লাখ গাড়ি, কোটি লোক।
রেমি হেসে ফেলল। বলল, সে তো বোমবাইতেও লাখ গাড়ি, কোটি লোক।
সে ঠিক, কিষ্ডু কলকাতার মডো-यাগগে-কলকতার নামে কিছু বলনে বাঙালিরা চটে যায়।
কিষ্ঠু বাঙালি বললে চটে না। आপনি তো বাঙালি!
সে বটে, তবে কলকাতার বাঙালিদের আমরা একটু সমঝেে চলি।
কেন ? তারা কি খারাপ ?
না, না । খারাপ কেন হবে ! তবে আমাদের মডো অন্য প্রভিনসের বাঙালিদের তারা পছন্দ করে না । ধরুন কয়েক পুরুষ অন্য স্টেটে থাকলে তো মাদার লাাংগোয়েজ একটু ভুল হবেই, কালচারটাও ভাল মেনটেন করা যাবে না, ছাবিটস পাল্ট যাবে। হবে না এসব বলুন ?

তা তো হতেই পারে।
কিষ্তু আপনারা—জর্থাৎ ওর্রিজ্জন্যাল বাঙালিরা এসব ভাল চোখে দেখেন না। বিভৃতিভৃষণের লেখা পড়িনি বলাতে একজন বাঙালি আমার ওপর দারুণ চটে গিয়েছিলেন। উনি আমাকে মেরেই বসতেন যদি জানতেন যে আমি বাংলায় রবীক্দ্রনাথও কিছू পড়িনি। বাংনা লেখা বা পড়ার পাটই নেই আমাদের।

কিষ্তু আপনি তো বলেন।
সে বলি। বলাটার একটু চল আছে এখনো বাড়িতে।
তারপর কী হবে ?
মনো মৃদू হেসে বলে, হয়তো এরকমই থেকে যাবে । খুব খারাপ হলে একটা বাঙালি পরিবার বড় জোর নন-বেभলি হয়ে যাবে। তার বেশী কিছ্র না। প্রবাসী বাঙালিকে আজকাল বাঙালি বলে ষরেই না অনেকে।

কথাটা শুনে রেমির একৃট দুঃ» লাগছিল । মাথা নেড়ে বলল, অনেক প্রবলেম আপনাদের, না ?
মনো মাথা নেড়ে হেসে উঠে বলन, আরে না, প্রবলেম আমাদের হবে কেন ? প্রবনেম আপনাদের, যারা বাঙালি-বাঙালি করে কেবল গলা শুকেয়। আমরা যারা বাইরে জন্মেছি তাদের মধ্যে অত প্রভিনশিয়ালিজম নেই। আমার দুই দিদির বিয়ে হয়েছে মধ্যপ্রদেশ আর মহারাষ্ট্রের পাত্রের সঙ্গে। আমার দাদা বিয়ে করেছে এক দিম্মিওয়ালি সরদারনিকে। উই झাভ নো প্রবলেম।

তার মানে কি? হাং উইথ বেংগলিজ ?
মনো বিশ্যাস খুব হাসল। বলन, অতটt নয়। নো বিটার ফিলিং। একজন বাঙালি यদি এখতো নোবেল প্রাইজ পায় বা ওলিমপিক থেকে সোনার মেডেল নিয়ে আসে তাহমে অ্যাজ এ লেসলি आমি প্রাউড ফিন্ন করব। তা বনে প্রভিনশিয়ালিজম আমাদের নেই।

বাঙালিদের খুব প্রভিনশিয়ালিজম আছে বুঝি ?

মন্না বিশ্ধাস ঠেঁট উল্টে বলে, কে জানে কী বউদ্ট। তরে আমার সঙ্গে কয়েকজনন ণরিজিনালা বাঙ্গালর পরিচয় হয়েছে, একসপেরিয়েনসটা খুব সুখের হয়ান।

সেটা কিরকম বৌদি ? মন্ো নড়েচড়ে বসল। সকৌাতুকে তাকাল ররমির দিকক।
রোম তার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গ করের রাজনীতি একটু বুঝতত শিৃ:খছে। সে বলল, ক.লকাত: বাঙালির শহর নয়। সেখানে কোনো বাঙালি-অবাঙালি ফিলিং নেই। তাছাড়া বাঙালি-অবাঙালিরভ মারপিটও পশ্চিমবঙ্গে হয় না।

মর্না মাথা নেড়ে বলে, আরে মারপিটের কথা বালনি। আমি বর্লছি যেটা তা অনা fিনিস। বাঙালিরা আর র্ভেরি মাচ প্রাউড অফ দেমসেলভস।

রেমি মাথা নেড়ে বলে, সেটা স্বাজাত্যাভ্মিন।
ওই হল।
 আমদের প্রবলেম অনেক। আফটার পারটিশন দেশটার অবস্शা কী তা কখনো (ৌঁজ কর্রছেন আপনি কি জানেন আমদের স্টেটেে বিগ বিজনেস আর বিগ ইনডাসট্রি কোনোটাই যাঙালিলের হাতে নেই ! কলকাতায় যে ক’টা স্কাইষ্ক্যাপার আছছ তার ওনারশিশ বেশিরভগই নন-বের্গ্গলির।

দোষটা কার বৌদি
আমদেরই । বলছিই जো, এসব আমাদের দোম । ঔধু ভাষা আর কালচার নিত়় আমাদের একটু অহংকার আছেं। কোনো বাঙালি যদি সেটুকুও হারিয়ে বসে থাকে তবে আমরা দুঃখ পাই। সেটা প্রভিনশিয়ালিজম হতুত যারে ককন্ন ?

না, আপনি ওরিজিন্যাল বাঙালিদের মত্েোই কথা বলছেন ততে'অ্যার্র্রসিভ নন।
রেমি একটু হাসল।
মনো বিশ্পাস হঠাৎ প্রসঙ পাল্টাল। গলাটা খাটো করে বলল, একটা কথার ঠিকঠাক জবাব দ্যেেন ?

বলুन ना।
আজ আপনি যথন জলে নামলেন, আমি আমার হোটেলের বারান্দা থথকক দের্থাছিলাম। মনে হল, ইট ইজ অ্যান অ্যাট্মপট ফর সুসাইড। আম আই কারেক্ট ?

রেমির বুকের মধ্যে একটা তোলপাড় দেখা দিল। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। তারপর বলল, यাঃ।

আমি একটু বোকা আছি বউদি। যা মনে আসে বলে ফেলি। কিছু মন্ন করবেন না। কথাটা এখনও বলতাম না। কিষ্তু আপনাকে দে:থ কেন যেন আনशাপী মান ছছ্ছে ।

রেমি রাগ করতে পারত। কিষ্তু এ ছেলেটি একদমই সরল এবং বোষহয় একটু বোকাও। মন্রে কথা চেপে রাখতে জানে না । তাই রেমি একটু হেসে বলল, মেয়েদের মনের খবর পাওয়া অত সহজ নয় ভাই। সমুদ্রে আমি নেমেছিলাম আ্যাডভেনচারের জন্য।

তাহলে বলতে হয় आপনি দারুণ সাহসী।
তাও নয়। হঠাৎ মাথায় ভৃত চাপে না মাঝে মাঝে ? সেরকমই।
যাক, ব্যাপারটা পরিষ্ষর হয়ে গেল।
রেমি টৃক করে অনা একটা প্রসন্গ চলে গেল, আপনি কি পুরীত একা এসেছেন?
ठिक একা নয়। সহ্গে একজন বন্ধু আছে। তবে সে পাগল।
পাগল ! রেমি অবাক হয়ে বढ़ে, সত্যি পাগল ?
शौ। आগে ছিল ना। এখन হয়েছু। তাকে সঙ দিতেই आসা।

সেও কি বাঙালি?
না। মধ্যপ্রদেশের ছেলে !
পাগল হল কী করে
সে অনেক ব্যাপার বউদি আর একদিন শুনবেন। আজ বরং আমি উঠি।
আরে চা খাবেন না ?
চা ? থাকগে। उ আমার না হলেও চলবে।
आরে বসুন, আর্পনি গেলেই আমি একা হয়ে পড়ব। চা খখতে :খতে সেই বষ্ধুর কথা বলুন । आমি পাগলদের গল্প শুনতে খুব ভানবাসি।

মনো বিপ্পাস একটু হাসল, বলল, শোনার মতো গল্প নয়। বাজে ব্যাপার।
अঞ্লীল কিছু নয় ত্তে
ना, जा নয়।
তাহলে বসুন, ঢা বলে আসি।
রেমি খুব দ্রুত ঘর (থথকে বেরিয়ে তড় তড় করে নীচে নেমে এল । সিড়ির গোড়ায় সে একটু 2মকক দাঁড়ায়। বস্তুত মনো বিশ্বাসের সঙ্গে বকবক কর্গ বা ওর বকবকানি শোনার কোনো ইচ্ছেই তার হচ্ছিল না। বরং এ সময়ে একা বসে নিজের অভাত্তরের কততগুলির কথা ভাবতে তার ইচ্ছে হচ্ছে। কিষ্ুু ধ্রুবর সন্গে তকে তো কোনো না কোনোভাবে পাল্মা দিতে হবে ! এই ছেলেটিকে বসিয়ে রেখে অত্যণ্ত অভদ্রভাবে ધ্বুব বেরিয়ে গেছে । তাকে বৃঝিয়ে দিয়ে গেছে যে, সে পরোয়া করে
 রাত অবধি সে গচ্দ করবে, সমমদ্রের খারে বেড়াবে । আজ, কাল, পরఱ, রোজ । দেখা যাক কী হয় ।

বেয়ারার পিছু পিছুই উঠে এল রেমি। তারপর মুখোমুখি বসে মনোকে বলল, এবার বলুন।
को বলব? আমার পাগन বक্ধুর কথা ?
शाँ।
বউদি, কিছ্র মনে করবেন না, आপনিও একট্টু পাগলী আছ্ছেন কিষ্ডু।

তাহলে কথাটা ঠিক ?
পাগল তো সবাই। বলে রেমি মুচকি হাসল।
আমাকে কি আপনার তাই মনে হয় ?
একটু একটু হচ্ছে। এবার গক্ধটা বলুন।
গক্প কিছু নেই। একদ্ম বাজে ব্যাপার। অরুণ ছিল খুব সিনেমার পোকা। সিনেমা লেখতে দেখতে ওর কাহে লাইফ্টা একটা স্বপ্রের মতো হয়ে গেল্ল । ও ভাবত সিনেমায় যেমন হয় জীবনটাও সেরকমই । রিয়াল नাইযেও ওরকমই সব ঘটনা ঘটে। হিন্দি সিনেমা তো জানেন, সাধারণ মানুষকে খুশি রাখার একটা কৌশল। ও সেইসব ছবি দেখে সেরকমই সব কাও ঘটতে লাগল।

সেটা কি রকম ?
यেমন ধরুন ড়য়েট গান। নায়ক নায়িককে দেখে গান ধরে ফেলन, নায়িকাও গলা মিলিয়ে मिल। অরুণ সেরকমই সব করতে লাগল। রাস্তায় একটা সুন্দরী মেয়ে যাচ্ছে, ও তার পিছ্র নিয়ে গান ধরন । বा হিন্দি সিনেমার নায়কের মজো যেখানে সেখানে মারপিট লাগাল। এইরকম সব আর কি! হিন্দি সিনেমা ওকে একमম হিপনোটাইজ করে ফেলেছ্রিন। মনে মনে নিজেকে সেইসব ছবির নায়ক ভেবে নিয়ে সব পোশাক করতে থাকে, হুলের কায়দা পান্টে ফেলে। সব সময়ে হিন্দি ছবির মুখস্থ করা ডায়ালগ দিয়ে আমাদের সক্পে কথাবার্ত চালাত। এইরকম হতে হতে মাথা খারাপ হয়ে গেল একদম।

এখন কীরকম

 যাচ্ছে ! শী ইজ ট্রায়ং টু কমিট স্যুসাইড এই বলে দরজা খুলে সৌড়ে আসার ঢুষ্টা কার । অমি জোর কা়র ওকক ঘরে ভরে দিয়় দরজায় তালা লার্য়য় ছুটে যাই আপনার কাছে।

রেমি একটু শিউরে উঠল। তবে মুখ বলল, ওকেই কাজটা করতে দিলেন না কেন ?
ক্ন্ ? বনে মনো একটু হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, কাজটা ঠিক হত না বউদি । ও তো সুস্থ নয়, হয়র়তা হিরো বনবার জনা জলে নেমে আর উঠতে পারত না। দ্বিতীয় আর এক্টা কারণ হল, আপনাকে যাদ উদ্ধাব করতে পারত তাহলে নির্ঘা একটা ‘প্রমের সিচুয়েশন ক্রিয়়েট করত।

রেমি হেসে ফেলল, তাই নাকি ?
 অপমানিত হয়়েছে। লোকে তো সবসময়ে পাগল বলে ছেড়ে দেয় না ! তাই সব সময় গার্ড দিয়ে রাখতে হয়। কখন যে কী করে বসবে তার ঠিক ন্নই। ইমাজিনেশন আর রিয়ালিটি একদম গুলিয়ে ফেলেছে।

তাহলে আপনি ওর সঙ্গে এক ঘরে আছেন কী করে ?
মনো ম্নান মুখে বলল, থুব রিসক নিয়েই আছি! পরশু গভীর রাতে আমার বুকের ওপর উটে বসেছিল মারবে বলে। ওর ধারণা হয়েছিল, আমি একজন ভিলেন।

ও বাবা! তারপর?
অনেকক্ষণ বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাগ্ড করতে হয়েছিল।
আপনার ভয় করে না ?
না। খুব বন্ধু ছিলাম আমরা। তাই তেমন ভয়ের কিছু নেই। অরুণ ছেলেটা তো খারাপ ছিল না। আমরা সবাই অक্षবিত্তর ওই ধরনের স্বপ্ররোগ ভুগি।

তাই নাকি ? আপनिও খুব সিনেমা দেখেন বুঝি ?
না। তবে खখু সিনেমা কেন বউদি। আমদের চারদিকে একটা দৈন্যের চেহারা যেমন আছ্থ তেমনি ঐপ্বর্যেরও তো স্রোত বইছে। আমরা যারা বড়লোক নই তাদের তো স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কোনো গতি নেই। আর এ ব্যাপারে বাঙালিরা তো চ্যামপিয়ন।

রেমি একটু হাসল। কিষ্তু একটু ভাবলও। স্বপ্ন ! স্বপ্ন ছাড়া মানুষের আর কীই বা আছে!
মনো বিশ্ষস চা শেষ করে যখন উঠল এবং বিদায় চাইল তখন অন্যমনস্ক রেমি ছাকে বাধা দিল না। তার একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছিল। কবিতাটার নাম হবে স্বপ্নের পাগল।

কবিতাটা শেষ হল রাত দশটা নাগাদ। আশ্র্য ! ध্রুব ফেরেনি।
রেমি ঘড়ির দিকে চেয়ে থেকে উঠল। এত দেরী তো পুরীতে এসে কখনো করেনি খ্রুব !

## ॥ ง৭ ॥

চপলা বাড়িতে পা দেওয়ার পরর থেকে রঙ্গময়ী পারতপক্ষে ভিতর বাড়িতে আসে না। রোজ সকালে হেমকান্তকে একবার দেখা দিয়ে যেত, তাও এথন বন্ধ । কলক্কের আর কোনো ভয় নেই রঙ্য়ীর। এ জীবনে সেটা যথেষ্ট হয়েছে এমনও নয় যে. চপলা তাকে দেখলে অসষ্তুট হবে বা অপমান করবে, তবু যে আসে না, তার কারণ কনককাষ্তি ।

কনক তার চেয়ে বয়সে খুব একটা ছোতো নয় । মেরে কেটে দু-এক বছর। এক সময়ে কনককে সে কোলেপিঠঠ করেছে। বড় হয়ে একসঙ্গে থেলেছেৎ। কিজ্ুু একটু বড় হওয়ার পর যখন বুঝসমঝ হল তখন থেকেই কনকক্কান্ডি তাকক একদম পছন্দ করে না। সম্তবত নলিনীকান্ত এবং ২১৮
 পড়ার সময় রभময়ীকে তার পুর্রা পরিবার সম্মত এ বাড়ি থেকে উচ্ছেদের জনা চেę করেছছন
 পোষণ করে আসছছ। এルা রभময়ী ढের পায়।

কनককাষ্তিকে ভয় পাবে রหময়ী ত্রেন মেয়ে নয়। সে শু হেমকান্তকে কোনো অপ্রতিভ
 সংকট, বিবাদ, বিতর্ক বौঁধলে হেেকাষ্ত ভারী মুশকিলে পড়ে যান । রষময়ী মানুষটাকে সেই অবস্शুয় কেনতে চায় না।
 প্রকৃতির মানুযটি তার প্রিয় তাকে যেন সর্বা বিথদ-আপদ থেকে সে বौচিত্যে চলে। অনেকটা এ ধররেরই কথ্থ। उখन ঠিক বুঝতে পারেনি রপময়ী। সেই ভয়াবश রাত্রে তার মাথার ঠিক ছিল না। পরে গীরে মীরে অনেক দিন ধরে চিষ্তা করে সে বুঝেছে, কথাটা जাকে আর হেমকান্তকে অড়িয়েই
 করছে। বাইরে কোনো প্রকাশ তে ছিল না রभময়ীর!

তিন দিন হেমকান্তর সল্গে রুময়ীর দেখা হয়নি । মনুষটা কেমন আছে কে জানে ! লোকজনের কাহে অবশ্য সে সব খবরই পায় । কৃষ্ আসে, চাকর-বাকররা আসে। শরীর নিশ্চয়ই ভাল। কিষ্ঠু হেেকান্তর শরীর ভা थাকলেই শে রপময়ীর চিস্তা ঘुচল তা তো নয়। হেমকান্তর অতি স্পর্শকাতর


 কথা হেেকাষ্ত বলেন মাত্র রभময়ীকেই।

দাদা লশ্ষীকাষ্ত সকালে পৃজ্জে করে যাও্যার পর রসময়ী এসে হুপ করে ঠাকুর বাড়ির দালানের সिড়িতে বসে ছিন। এখান থেকে হেমকাম্ত্রদ্র বাড়িটা গাছপালা সমেত অনেকটাই দেখা যায়। কারা এল आর কারা গেল ত সবটাই নজরে পড়ে। ঠাকুরবাড়ির এই দরদালানে বসেই কনকপ্রতা এককলে কুটিল চল্লুতে এ বাড়িতে লোকের গতায়াত নজরে রাথত, आর জটিল মন দিত্যে তার নানারকম বিক্লেষণ করত। বালবিধ্বাদদর মানসিকত ভে জটিল ও কুটিল হয় তা অভ্জিত্ত বলে জানে রभมয়ী। বিশেষ করে যারা বাপের বাড়িতে অনাদর आय<়ে জोবন কাটায়। কনকপ্রভা
 কিছুই ঘটে না। কনকপ্রতা তাই তার ল্巾েত্র বিস্তার করেছে বাইরের সমাজ সংসারে। র্মময়ী ভাবে, বালবিষবা আর চিরকুমারীদের মানসিকতা একইরককম নয় ঢো ! সেও কি আরো বুড়ো বয়সে अরकম হর়ে উঠবে ? বড় ভয় করে।

দালানের সিড়িতে বসে জমিদার বাড়িতে নানা মনুম্রে যাতায়াত লক্ষ্য করতে করতে রকময়ী

 হেমকাষ্তর জনা। लোকটা কেমন আছू? जाর মন!

কারো ভালম্দর জনা এত গভীর পিপাসা হেষকাষ্তর নেই, জানে রুมয়ী। সে জানে হেেকাষ্ডর
 ना। তাই চায়ওনি কোনোদিন।
 চোখর দেখা লেখতে না পাওয়ার শুনাতা কতখানি। ভানই আడে, ছেলে এসেছে, বউ এসেছে,

নাতি-নাতনী নিয়ে জমর্জমাট বাড়ি। ভাল না থাকার কথা তো নয় । তবু সামনে পেলে রঙ্গময়ী শুধু একবার জিজ্ঞেস করবে, কেমন্ন আছো ? সে বলবে, ভাল । রঙ্গময়ী তুধু তার মুখের ডৌল ও রেখাগুলি লক্ষ করবে, চোখের দৃষ্টি কেমন তা পরখ করবে। তার যদি মনে হয় ভাল, তবে ভাল । यमि মনে হয়, না ডাল নয়, তবে প্রশ্ন করবে, লুকোচ্ছো না তো !

রঙ্গময়ীকে কোনোদিনই ফাঁকি দিতে পারেননি হেমকাস্ত । যে এত ভাল্বাসে তাকে কি ফাঁকি দেওয়া যায় ?

কষ্ণর এখন গরমের ছুটি । একটু আগে মাষ্টার পড়িয়ে গেল । রসময়ী অপেক্ষা করছছ । এ সময়টায় কৃষ্ণ তার ছোট্ট ঘোড়ায় চেপে এক-আধদিন বেরোয় । দেখা পেলে কৃষ্ণকে তার বাবার কথা জিজ্ঞেস করত একটু।

কিন্তু কৃষ্ণ বেরোলো না, রঙময়ী শুনেছে, বউদি চপলার সজ্গে তার ভারী ভাব হয়েছে। সারাদিন বউদির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরঘুর করে । ভাল । খুব ভাল । কৃষ্ণর মা নেই, বউদির মধ্যে যদি মাকে খুঁজে পায়

রঙ্গময়ীদের বাসস্থান মন্দিরের উত্তর দিকটায় । কয়েকটা কামরাঙা আর করমচা গাছের ছায়ায় শ্যাওলায় সবুজ খানিকটা মাটি। अক্প ঘাস । পুরোনো পচা দরমার বেড়া ভেঙে পড়ছে। তার আড়ালে গোটা তিন্নক কুঠুরি । অ尺্ধকার, ঘুপসি, হতশ্রী চেহারা । সেইদিক থেকে বিনোদচন্দ্র লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে বেরিয়ে আসেন। এই গরমেও গায়ে একটা চাদদর জড়ানো । রোগে ভুগে ইদানীং বিনোদচ্চ্দ্র বড্ড রোগা হয়ে গেছেন । স্থায়ী কফের দোষ । হौপানিির টানও আছে। রোগা শরীর বলেই বোষহয় হাওয়া বাতাস, ঠাতা জল কিছুই সহা হয় না। পায়ে বৌলওলা খড়ম । একবার রঙময়ীর দিকে তাকালেন, অঙ্ফম বাপের যেভাবে অনুঢ়া বয়স্কা কন্যার দিকে তাকানো উচিত সেইরক্ম অপরাধী চোথে।

বাপের জন্য রঙ্গময়ীর তেমন কোনো মমতা নেই। লোকটা লোভী, কিছু পরিমাণে অসৎ, ষর্মের ব্যবসা এবং দারিদ্র্য এই দুই-ই তাঁর চরিত্রকে নষ্ট করেছে।

রঙ্গময়ী চোখ ফিরিয়ে নিল ।
বিনোদচন্দ্র কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন, ন্লাঠির ডগা मিয়ে রাস্তা থেকে কিছু একটা সরিয়ে ধীরে পীরে এগিয়ে গেলেন । এ বাড়িতে আর পুরোহিতের তেমন দরকার নেই। হেমকাষ্ত ঠাকুরবাড়িতে আসেন না । তেমন জাঁকজমকের পুজ্ো পার্বণও কিছু হয় না । বিনোদচন্দ্র এখন খুবই অবহেলিত এক ব্যক্তি। তাঁকে কোনো প্রয়োজন নেই এ-বাড়ির, তবু পুষতে হচ্ছে।

রঙ্গময়ী উঠল । তাদের গরুটাকে কাছারির পিছনের মাঠে খোঁটায় বেঁধে রাখা হয়েছে । এই গরমে রোদে চরতে চরতে জলতেষ্টা পেয়েছে বোধহয়। ডাকছে।

রঙ্গয়ী এঝটা আ४লা ইঁট দিয়ে খৌটাটা নড়িয়ে টেনে তুলল। গরুটা টেনে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। ছেড়ে দিলেই সোজা গোয়ালে গিয়ে গামলায় মুখ দেবে। রঙময়ী গরুটাকে ছেড়ে পায়ে পায়ে হেমকাস্তর কুঞ্জবনে पুকল ।

ভাঙা ঘোড়ার গাড়িটা পড়ে আছে আগাছার জঙলে । এই গরমে সাপখোপ বেরিয়ে এসে বাসা বাঁধতে পারে ভিতরে । হেমকাক্কে বলবে একট দেখখনে যেন বসে এসে ।

অবশ্য আজকাল হেমকান্ত কুপ্জবনে আসছ্নে না, সময় পান না বোধহয় । রঙময়ী তার আঁচল দিয়ে পা-দানীটা ঝেড়ে দিল। এখানেই তো বসে এসে লোকটা।

কালবৈশাখীর কয়েকটা ঝাপটায় বাগানটা अনেক সতেজ হয়েছে। यन ফन করছে ঢেঁকী শাকের জञ্গল। লজ্জাবতী লতা বিছিয়ে আছে বিস্তীর্ণ অঞ্षল জুড়ে।

রঙ্গময়ী ঘোড়ার গাড়ির পাদানীতে একট্রু বসল। চারদিকে গাছগাহালির ঘেরাটোপ । এখানে বসে থাকলে বাইরে থেকে কারো বোঝার উপায় নেই । চারদিকে কাকের উত্টাল কা-কা রব। বহু কাক । ২২০

রж্গয়ী কৌহৃহন্লী হয়ে একবার আকাশের দিকে তাকাল। কাক উড়ছে। কোনো কাক মরলে বা চোট পেলে কককেরা কোমর বেঁধে এসে বিলাপ করতে থাকে বটে। একটু তাকিয়ে থেকে রস্গয়ী ফের নিজের মধ্যে ড়ূবে গেল । শশিভূষণের কথা তার খুব মনে পড়ে । খুব। ঠিক ছোেো ভাইটি । এরকম यদি কেনো ভাই থাকত তার তবে কত না ভাল হত। চারদিকে ছোটো মনের, ছোট স্বার্থের মানুষজনের মধ্যে অহরহ বাস করতে করতে আচমকা এরকম হাওয়ায় ভেসে আসা বনফুলের গপ্ধের মতো আশ্চর্য সৌরভযুক্ত মানুষকে পেলে জীবনটা অন্য রকম হয়ে যেডে চায়। ওর ফাঁসী হবে
রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্ধাস ফেলল । শশিভূষণকে বরিশাল জেল-এ চালান দেওয়া হয়েছে। মামলা উঠंল বলে। সেই মামলায় শশিভূষণের পক্ষ নিতে শচীন यাচ্ছে। कী হবে কে জানে!

আনমনা রञময়ী চেয়ে ছিল এক দিকে। বাসক পাতার একটা ঝোপের আড়াল থেকে একটা বন্দুকের নল খুব ধীরে 丹ীরে একটা জামরুল গাছের দিকে উঁচু হয়ে উঠছিল।

রঙ্গয়ী চেঁচিয়ে উঠল, কে রে ?
বন্দুকের নলটা চট করে নেমে গেল।
রঙ্গময়ী টপ করে উঠে এগিয়ে যেভেই বোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে কৃষ্ণ, পিসি রঙ্যয়ী অবাক হয়ে বলে, কী করছিস ওখানে ?
হি হি, কাক মারছি।
কাক এ মা
ক্ষ্ণ তার হাতের এয়ার গানটা দেখিয়ে বলে, এটা দিয়ে কিছ্হ মারা যায় না কাক ছাড়া একটা মরেরেছ

দে ఆढা! দে রऊময়ী शাত বাড়িয়ে চোv পাকিয়ে বলে ।
কেন ?
কাক মারতে হবে না।
কৃঞ্ণ কাঁচমমা মুখ করে বলে, কী করব তাহলে ? প্র্যাকটিস করতে হবে না ?
কিসের প্র্যাকটিস ?
চাদ্মারি, হাত সেট করতে হবে। বউদির সঙ্গে কমপিটিশন।
বউদির সর্গে ! বলিস কী রে ?
আসল বन्দूक দিয়ে।
কিসের কমপিটিশন ?
কাল आমরা বয়রায় শিকার করতে যাচ্ছি।
আমরা বলতে কে কে ?
আমি, বড়দা, বউদি। বউদি সব বন্দুক তেল দিয়ে পরিষ্কার করেছে।
র্भময়ী গট্টীর হতে গিয়েও হেসে ফেনেল। বলল, ক’টা বন্দুক আছে তোদের ?
এগারোট। চারটে দোনলা। দুটো রাইযেল। তিনটে এক নলা, দুটো গাদা বন্দুক।
এত ?
পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।
রঙ্গময়ী अবিষ্ধস ভরে মাথা নেড়ে বলল, এতजুলো বন্দুক ছিল আমি তো জানতামই না
आমিও ना।
জানলে কবে স্বদেশীদের দিয়ে দেওয়া যেত।
শ্বদেশীদের ?
তারা ছাড়া আর কার বন্দুক দরকার ? তোরা তো পাথি মারবি ফুর্তি করতে।

আর ওরা ?
ওরা পেলে কজজের কাজ করত । আর কাক মারিস না। মারতে নেই।
কৃষ্ণ কাছে এসে বন্দুকটা ঘোড়ার গাড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে রেথে বলল, বউদির হাতে দারুণ টিপ, জানো ?

গেছো মেয়ে বাবা । মেয়েছেলেরা বন্দুক চালায় জন্মে তুনিনি।
বউদির বাবা যে শিকারী।
সে আর জানি না!
বউদিকে গেছো মেয়ে বলবে না।
কৃষ্ণর গস্টীর মুখচোখ দেখে হেসে ফেলে রঙ্গময়ী বলে, ঘাট হয়েছে বাপষন, আর বলব না । হাঁরে, বউদিকে পেয়ে কি আমাদের ভুলে গেলি ?

কৃষ্ণ একটু লাজ্জু হেসে বলে, না পিসি । তোমার কাছে আসার সময় পাচ্ছি না, বউদির সজ্গ সারাদিন নানারকম প্যান হচ্চে তো!

কিসের প্যান ?
সে अনেকরকম বেড়ানো, চড়ুইভাতি, জলসা, শিকার ।
কোথায় বেড়াতে যাবি ?
চাটর্গা আর ঢাকা।
$ও$ বাবা!
চাটগাঁ থেকে সমুদ্র দেখা যায়, জানো ?
জানি। জলসা আবার কিসের রে ?
জলসা কাকে বলে জানো না ?
সে খুব জানি। গান-বাজনা হয় । কিষ্তু তোদের বাড়িতে তো এসবের চল ছিল না ।
এবার চল হবে। বউদি বলেছে, জলসায় বাবাও এসরাজ বাজাবে।
রケময়ী চোখ গোল গোল করে বলে, ডোর রাবা বাজাবে ? রাজি হয়েছে ?
না। বউদি বলেছে তোমাকে দিয়ে বাবাকে বলাবে।
आমি ? আমি কেন ? রগময়ীর গলায় অকপট বিস্ময় ।
তোমার্র কथা বাবা শোনে যে।
বউদি তাই বলল বুঝি ?
ক্রুমি বলবে না বাবাকে ?
রসময়ী ক্ষৃণর দিকে চেয়ে আবার হেসে ফেলে । তারপর বলে ঢোর বাবা সকজের সামনে বসে এসরাজ বাজাচ্ছে এ তো ভাবাই যায় না । তোরাই বনিস । আমি ওসব বজতে পারব না, তাহলে বাড়ি থেকে তাড়াবে।

ইস, তোমাকে তাড়ানেই হবে, বউদি বনে, এ বাড়ির আসল কর্ত্রী হমে তুমি।
বनে ? কেমন বিবশ-অবশ লাগছিল রケময়ীর। তার आড়ালে ডাকে নিয়ে কथা হচ্ছু। না, কনङ্ষকে আর ভয় নেই রগময়ীর । তবে তার অন্য আর এক ষরনের ভয় দেখা দিচ্ছে। হেমকাত্ত यতमिন बে้চে থাকবেন ততদিন কিছু হবে না, কিষ্তু হেমকাষ্ত যখন ইহজোকে থাকবেন না তখন বোধহয় এবাড়ি থেকে সপরিবারে বিনোদচন্দ্রের উক্ছৈদ আটকানো যাবে না।

রসময়ী ধরা গলায় বলন, না, আমি কত্ত্রী হতে যাব কেন ? পরগাছারা কখনো কি কর্র্রী হয় ?
কৃষ্ণকাস্ত র্মময়ীর এই ভাবাষ্তর লক্ষ করে । খুবই বুপ্ধিমান ছেলে । পিসির সক্ যে তার রকের সপ্পক্ক নেই এবং এরা যে এ বাড়ির কর্মচারী মাত্র তা বড় হয়ে সে বুঝেছে। কিষ্ঠু কোনো মানুষকেই তার খুব পর বলে মনে হয় ন! । তবে দাদা বা বউদি কেউই এদের্গ ঋুব পছু্দ করে না। এ সম্পর্কে ২২২

দাদা আর বউদির কিছু কথ্যা তার কানে এসেছে । কথাগুলো ভাল নয় । বউদির ধারণা, মনুপিসি তার মায়য়র অনেক গয়নাগীটি চুরি করেছে । দাদার সক্দেহ, ডার বাবাই মর্নুপিসিকে গয়না বা টাকা পয়সা দেন ।

কৃষ্ণ্ণকান্ত জানে এসব সত্য নয় মনুপিসি এ বাড়ির আয়পয় দেখে, কখনো কোরো জিনিস জায়গা থেকে: নড়চড় ক্য় না । তবু সে দাদা বউদিকে কিছু বলেনি । কিষ্তু দরকার হলে সে বলবে, যা স্স শুন্নছে তা আড়াল থথকে, তার সামান কেউ কিচু বলেনি

কৃষ্ণকাষ্ত রঙ্গময়ীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে, তোমার গায়ে সবসময় একটা শশা শশা গক্ধ কেন, বলো जো

শশার গম্ধ ! দূর ! বনেল রঙ্গমীী নাড়াতাড়ি নিজ্রের হাত আর শাড়িটা শুকে দেখে বলে, যাঃ, কী যে সব অদ্ভুত কথা বলিস ।

কৃষ্ণকাস্ত মাথা নেড়ে বলে, শশা বাতাসা ঐই সবের গক্ধ । আর চন্দনবাটা।
রঙ্গময়ী চোখ পাকিয়ে বলে, আজকাল चুব গক্ধের বাতিক হয়েছে, না ?
বউদির গায়ে কিরকম গন্ধ জাননা ?
তোর বউদি বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ, তার গায়ে আতরের গক্ধই হবে ।
, মেটেই না, বউদির গায়েও তোমার মতো শশা-শশা গক্ধ । সব মেয়ের গায়ের গক্ধই কি এরকম !
রঙ্গময়ী শ্বাস ফেলে বলে, পাগলা ।
পরদিন সবাই বয়রায় শিকার করহে চলে গেল । সগ্গে গেল জনা দুই চাকর আর একজ্জ দাসী ।
বজরাটা নিশ্চিত ঘটি ঢছড়় মাঝ দরিয়া ধরে অরেকট৷ এগিয়ে যাওয়ার পর রঙময়ী ঠাকুরবাড়ির দালান থেকে ননব্রে এল । বয়ঃসস্ধির মেয়ের মরো তার বুক কাঁছছ । ঠোঁট গলা खुকিয়ে যাছ্ছে ।

তাড়াতাড়ি সে অন্দরমহলে ঢুকে সিড়ি বেয়ে ওপরে এল ।
দক্ষিণের বারান্দায় గ্থমকাষ্ত চোখে চশমা এটে একটা বেতের টেবিলে বিয়র কাগজ্জপ্র বিছিয়ে বসে निবিষ্টমনে কী দেখছেন ।

রক্গময়ী সিড়ির মাথায় দौড়িয়ে অপলক চোথ নীরবে দেশ্যাটi খনিকদ্মণ দেখল । কত দূরের মানুষ । मौর্ঘ বিরহের পর এখন এক|চৌম্বক আকর্ষণ রঙময়ীকে ওই মানুষটির দিকে টানছে। কিষ্রু সে জনে, বৃথা। মাঝাখানে অসংখ্য অদৃশ্য বাধা।

রোজকার মতো নয়, আজ দীন ভিখারিগীর মতো সংকুচিত পদল্গেপ এগিয়ে গেল র্গময়ী । চক্ষু নত । আঁচলে গা ভাল করে ঢাকা ।

আচমকা রअময়ীকে দেখে এক্টূ যেন অপ্রতিভ হন રেমকাষ্ত । সহাসে্য বলেন, আরে মনু ! जসো !

ক্মন आक্থে ?
जালই। কড়েকদিন ডোমাক্ে দেখিনি ।
ঢাতে কী! কোনো অসুবিধে কো হয়নি ।
না, তা নয় । হেমকাষ্ট এফটু দ্বিধাজড়িত কঠঠে বলেন, ব্যাপার বী জনनা ! आমার বেশী চোক সহ্য হয় ना।

ওমা ! ও কী অলুকণে কথা ! লোক आবার কি ? তোমারই ছেলে, বউ, নাতি-নাতনী । হেমকাষ্ত হাসলেন, তোমাকেও কি সব ব্যাখ্যা করে বলতে হবে ? তুমি কি জননা না, পৃিবীতে आমার आপनার जোক খুব কমই आছে!

সে হिসেবে ধরলে কম কেন, आপনার जোক তোমার কেউ নেই ।
হেমকাষ্ট কথ্যাট একট তাবলেন । তারপর মাখা নেড়ে বললেন, তাই বোধহয় । এত কাগজ্ত্র নিয়ে বসেছ্ছে যে ! কী ব্যাপার ?

হেমকাম্ত একটি দীর্ঘপ্বাস ফ্ডেলে বললেন, সেটাই তো সমস্যা মনু। এক সময়ে কাগজপত্র দেখতাম । তারপর সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে নিশ্চিষ্ত ছিলাম। জমিদারী লাটে উঠলে উঠুক, আমার একটা জীবন কেটে যাবে। ছেলেরা যদি বুঝে নিতে চায় তো নিজেদের গরজেই নেবে। কিন্তু তা আর এরা হতে দিচ্ছে কই ?

কনক কিছু বলেছে বুঝি ?
হাঁ, ওরা ভাগ বুঝতে চায়।
ভাগ করে দেবে সম্পত্তি ?
উপায় কী ? এস্টেটের একটা এস্টিমেট করে দিয়েছছ শচীন। দলিল-টলিল সব দের্খছি।
ভাল। দেখ।
প্রস্তাবটা কি তোমার পছন্দ इল না ?
আমার পছন্দ অপছন্দে কী আসে যায়!
তোমার যায় আসে না জানি, কিন্তু আমার যায় আসে ।
কেন ? आমি তোমার কে ?
হেমকান্ত হঠাৎ ভারী গভীর ও মায়াবী দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রঙ্গময়ীর দিকক।
রঙ্গময়ীর পা থেকে মাথা অবধি বিদ্যুৎ খেলে যেতে লাগল । থরথর করে কौপছে তার অভ্যষ্তর । মাথা আবছা হয়ে যাচ্ছে। সে যে মরে যাবে আবেগে

## ॥ ৩৮ ॥

ঘরবার করতে করতে কেমন পাগলের মতো হয়ে यাচ্ছিল রেমি । ধ্রুবর রাত কার বাড়ি ফেরা এমন কিছু নতুন ব্যাপার নয় । কিন্তু আজকাল, এবং বিশেষ করে পুরীর এই অম্ডুত অ্যাড়্রনচারে আসার পর থেকেই রেমির ধৈর্য কমে গেছে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে ধ্রুব তার সত্গু ঘর করতে চায় না । ধ্রুবর কাছে: তার কোনো মৃল্যা নেই। অথচ পালিয়ে আসার সময় ধ্রুব যখন তাকেও সা্গ এনেছিল তখন রেমি এক রোমহর্ষক আনন্দ বোধ করেছিল। মনে ছল, ধ্রুবর বুঝি বরফ গলল

না। তা তো নয়।
সমুদ্রের অচেনা ঢেউয়ের সঙ্গে যথন তার প্রথম চেনাজানা করিয়ে দিয়েছিল ধ্বুব তখানা ররমি এক অদ্রুত নৈকট্যের স্বাদ পেয়়ছিল ! মাঝে মাঝে এত আপন, এত नিজের জন মনে হয় ধ্রুবকে,
 याয় ?

এত কাছে থেকে, এত ঘনিষ্ঠ মেলামেশার পরও কি করে একজন এত দূরের মানুষ থেকে যায় তা রেমির অক্পবুদ্ধির মাথায় ঢেকে না ।

বারান্দায় দौঁড়িয়ে রেমি দেখল, হোটেলের সদর ফটক বষ্ধ হয়ে গেল রাতের মতো ! বস্ধ হয়ে গেল দরজা । ক্রমশ নিঃঝুম হয়ে এল চারধার । রেমি জানে হোটেলের ম্যানেজারকে থবরটা জানানোর কোনো মানেই হয় না। কেউ কিছু করতে পারবে না

अनেকক্ఘণ অক্ধকার বালিয়াড়ির দিকে তীক্ষ্ম চোথে চেয়ে রইল রেমি । দুর্যোগের দিন বলে কেউ কোথাও নেই। צ্রুবরও থাকার কथা নয় ওখানে। একটা দীর্ঘখ্যাস ছেড়ে পাগল-भাগল মাথা নিয়ে ঘরে এসে দোর দিল রেমি। ডারপর কাঁদতে বসল।

একা হোটেলের ঘরে যুবতী বউকে ফেলে রেঘে যে চলে যেতে পারে তাকে স্বামী হিসেবে স্বীকার করা উচিত নয় রেমির। তার উচিত জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্তটি নিয়ে ফেলা । খ্রুব তাকে চায় না, তারও উচিত ধ্রুবকে না-চাওয়া।

কাঁদতে ক্দঁদতেই রেমি উঠল। তার ব্যাগে কিছু টাকা আছে। ষ্বুবর স্যুটকেস খুলে একটু হাঁটকতেই সে পেয়ে গেল বাহান্ন খানা একশ টাকার নোটের একটা নতুন তাড়া।

চোখের জল মুছে রেমি নিঃশব্দে তার শাড়িটাড়ি গুছিয়ে নিল ব্যাগে। কাজ শেষ করে ঘড়িতে দেখল. রাত দুটে।

ঘেম আসবে না। বাইরে ঝেেড়ো বাতাসের আক্রেশ এখন অনেকটা কম। তবে অবিরল ঢেউ ভাঙার শব্দ আসছে। বাতি নেভাল না রেমি। ভয় করে। বাতি জ্বেলেই শুয়ে রইল বিছানায় ।

ঘুমহীন দুচোখ ভরে ফের জল এল। এখন আর রাগ নেই । বুক জুড়ে এক অভিমানের সমুদ্র ।
তোমকে. ছেড়ে আমি থাকতে পারি না। তবু তোমার জনাই তোমকে ছেড়ে থাকতে হবে । চললाম।

অনুপস্থিত ধ্রুবর এক্টা অট্টহাসি শুনতে পায় রের্মি। ধ্রুব যেন বলে, যাও। পৃথিবীতে কাউকেই আমার খুব একটা প্রয়োজন নেই।

রাগে দুঃথে দুহাত মুতো করে রেমি বলে. কেন প্রয়োজন নেই ? কেন্ন ?
মানুষে মানুষে কোনো স্থায়ী সম্পর্ক নেই, আজ্মীয়ত একটা সংস্কার মাত্র। আমি এই জীবনে তা বহুবার প্রত্কক্ষ করেছি। ওই যে আমার জন্মদাত, উনি ঠিক কে বলো তো ! বাবা বলে ভাবলে বাবা, কিষ্ত্র यদি না ভাবি!

শুধু বাবার ওপর রাগ বলেই কি তোমার মনটা ভরকম হয়ে গেছে
রাগ হলে তো বাঁচতাম। ऊখু রাগ তো নয়।
তাহলে कী?
কী করে বল্লি ! তবে বাপারটা বुঝবার চেষ্টা করছি। আমার মা যখন মারা যায় রেমি, সেটা আমার চোথের সামন্নই ঘটেছিল । আমার সবচেয়ে প্রিয় মননম, সবচেয়ে আপন, যার গায়ের গন্ধ, নাকের বौ পাশের আঁচিলটা সবই ছিল যেন আমার নিজস্ব ঐশ্বর্, তাকে চোখের সামনে অঙ্গার হয়ে যেতে দেখে আমার সেই যে মোহভঙ্গ ঘটেছিল তা আর মন থেকে গেল না। হঠাৎ ঘরের ছাদ উড়ে গেলে মানুষের যেমন অসহায় লাগে, কিংবা কোনো অঙ্গ হঠাৎ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মননুষ যেরকম হতভম্ব হয়ে যায় ঠিক ত্েেনই একটা বিস্ময়বোধ আমকে আজভ আচ্ছন্ন করে আছে। বাবা দেশ্শোদ্ধার করে বেড়াচ্ছেন, ভাল কথা, ককন্ত্তু আমার ময়ের অপরাধ কী তা আজও আমি জানি না । কেন্ন তাকে আy্মহতার দিকে ঠোলে দেতয়া হল ? কেন্ন তার নীরব ও নিরবচ্ছিন্ন ভারাক্রান্ত মনের দিকে কেউ তাকাল না ?

শেক কি এত দীর্ঘস্থায়ौ হয় ?
না। প্রথমে শোক ছিল। কিষ্ঠু বড় হতে হতে আমি বারবার ঘটনাটির বিচার ও বিশ্লেষণ করে দ্রেখ্থি। লোক থেকে উৎপন্ন হয়েছে এক ক্রোধ। কৃষ্ণকনন্ত চৌধুরীর সঙ্গে আমার বোঝাপড়াটা যতদিন না শেষ হয় ততদিন পৃথিবীর অন্যান্য ঘট্নাবলो এবং মানুষ আমার কাছে অর্থহীন।

কিস্সের বোঝাপড়া ? মনুষ তো ত্রুটিইীন নয়। সকলেরই কিছ্ত না কিছু দোষ থাকেই। শ্বশুরমশাইকে তুমি কী করভে চাঞ ?

ভয় পেভ না রেমি। আমি ォสে খুন করতে চাই না।
তাহলে ?
आমি ঞैর দৃষ্টিভঙীা পাল্টে দিতে চাই।
সেটা আবার কিরকম ?
লোক্টা জীবনে সবই পেয়েছে। সামন্ততাস্ত্রিক ব্যাকগ্রাউণ, স্বসেশীয়ানার ছাপ, সত্ত ও নিষ্ঠার খ্যাতি। হি ইজ এ বিগ ম্যান। আমাদের ধরাছোয়ার বাইরে। আমি লোকটাকে বিগ্রহের আসন থেকে. টেনে ধুলোমাটির মধ্যে নামাতে চাই। যে উচ্চাক্ফ্ক্নর নেশায় লোক্টা চিরকাল কাছের

লোকজনকে অবহেলা করেছে, তাদের সুখ দুঃখ মনোবেদনার দিকে তাকায়নি, সেই উচ্চাকাঙকা आমি একেবারে লেষ করে দিতে চাই। কিন্তু মুশকিল কী জানো ? লোকটার অস্তিত্বটাই জড়িয়ে অছে ওই ভুল পলিটিকস আর ভুল দেশপ্রমের সঙ্গে । ওগুলো কেড়ে নিলে লোকটা হয়তো বাঁচবেই না। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে লোকটটকে শোধরানোর মানে আসলে দাঁড়াবে লোকটাকে খুন করা। কিন্তু আমি নাচার।

তুমি শ্বশুরমশাইকে ভুলে যেভে পারো না ?
কী করে সেটা সম্তব ?
ऊँ ক কथा ভেবো না। जনা সব কিছু নিয়ে বাস্ত রাথ্যে নিজেকে।
ভোলা সহজ নয় রেমি।
চলো আমরা অनা কোথাও গিয়ে ঘর বাধি।
লোকটার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে ?
তাহলে কী করবে ? একটা কিছ্ম তো করতে হবে।
আমার ক্ষমতা কতটৃকু রেমি ? কৃষ্ণকান্ত চোধুরি আমাদের তিন ভাইয়ের দিকেে কখনো মনোযোগ দেয়নি। স্বার্থপর লোকটা চিরকাল নিজের ক্যারিয়ার তৈরিতে বাস্ত ছিল। আমাদের মননুষ করে তোলার জন্য যতটুক্ করার ছিল তার কিছুই করেনি। দাদার মিলিটারিতে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না। কেবলমাত্র একটি ডানপিটে দুষ্ট্র ছেলেরেে দূরে রাখার জনাই তাকে দেরাদুন মিলিটার অ্যাকাদেমিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল তোমার শ্বশুর। ছেলে যে সেই পর হয়ে গেল আর তাকে কোনোদিন কাছে ডাকল না । আমার তো মনে হয় কৃষ্ণকান্তকে জব্দ করতেই দাদা একজন মারাঠী ডিভোস্সী মেয়েকে বিয়ে করে বসেছে। প্রচঙ মদ খায়, র্যাশ লাইফ লিড করে। আমার ছোেে ভাইকে তো দেখেছো ? কোনোদিন মনে হয়েছে যে, এ বাড়ির ওপর তার টান আছে ? নেই। কারণ তাকে ছোটেবেলা থেকেই চিক এরকম ভাবতে বাধ্য করা হয়েছে। দাদার মজো সেও এক্কদ্ন এ বাড়ির সক্গে সম্পক্কের শেষ সুতোর বাধনটাঙ ছিড়ে ফেলবে। खুধু আমি। আমার জনাই ক্ষ্ণকাম্ত এখনো নিষ্কণ্টক নয়। সুতরাং ওই একটা কাঁটা তার জীবনে থাক রেরি।

এসব কাল্প্পনিক সংলাপ অবশ্য পুরোঢাই রেমির কষ্প্রনা নয় । বিভিন্ন সময়ে খ্রুবর সঙ্গে তার এসব কথাবার্ত্র হয়েছে।

ভোর পর্যন্ত র্রেম আধো-ঘুম ও আধো-জাগরণে বহুবার ধ্রুবর কথা, শুধ্ ধ্রূবর কথাই ভাবল। কোনো দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে । তবু সেটাকে সম্ভব বলে মনে হন না তার । মদ খেয়ে কোথাও পড়ে আছে ? আসম্ভব নয় । তরে মদ খেয় ঘরে ফিরত্তে যখন বাধা ছিল না তখন না ফেরারই বা কী অর্থ ? রেমির যেটা সম্ভব বলে মনে হয়, ধ্বী ইচ্ছে করেই ফেরেনি । দুপুরে প্রব বারান্দায় দাঁড়িয়ে দ্খেছে, রেমি দুরন্ত সমৃদ্রের জলে নামছে একা। বোধহয় সে ভেবেছে, রেমি আ丬্মহত্যার চেষ্টা
 দ্দওয়া যাক তাহলে ! সেই কারণেই কি সারারাত নিজের ইচ্ছার্শক্তির সস্গে, নিজের ভৃতের সজ্সে লড়াই করতে তাকে ফেলে গেল খ্রু ? একটটানা সারা রাভ সে এই ঘরে একা । নানারকম দুশ্চিণ্তা, অদ্ভুভ সব বিকার, বিকট সব ভয় তাকে ছেঁেে ধরছে। কিছ্ করার নেই। সে মেয়েমানুষ, যুবতী, চেচ্চালল কেলেংকার্রার হবে।

ভোরের আলো ভাল করে ফुটবার আগেই রোম উচে পড়ে। ধ্বৃ আজ ফিরবে কিনা তা সে জানে না। ভাববার মান্লে হয় না কোনো। রেমি সকালের জলখাবার খেয়ে নিল অনিচ্ছ সত্বেও। সকাল ন'ঢা নাগাদ এক্টা রিল্সা ড্ডেবে ব্যাগ নিয়় রজনা হয়ে পড়ল স্টেশনের দিকে। সিদ্ধাা্তটা


কি.্ভ̧ বিকেন্লের আগে কললকাতার ভাল র্রেন নেই। রোম অনেকক্ষণ চেষ্টাচ্চরিত এবং খানিকটা

ছোটাছুটি করে ও অবশেশে এক দললালকে বেশী টাকা কবুল করে একটা ম্নিপার বারথের ব্যবস্থা করে ফেলম । একা মেয়েমানুষের পক্ষে ফার্স্ট ক্লাস খুব ভাল নয় । সে সেকেক্ ক্লাসেই যাবে ।

সারাটা দিন রেমি ফার্স্টক্সাস ওয়েটিং রুমে বসে বসে স্টেশন থেকে কেনা পত্রপত্রিকা আর বই পড়ল । খিদে পেলে খেয়ে এল রেষ্টুরেন্ট থেকে। খুবই স্বাভাবিক আচরণ করে যাচ্ছিল সে । কিষ্তু মনের মধো সর্বদা এক উচাটন ভাব । তার দৃঢ় বিম্বাস ছিল, ধ্রুব সকালে হোটেলে ফিরবে এবং তাকে না পেয়ে ছুটে আসবে স্টেশনে। আসেনি।

বিকেল চারটে পর্যন্ত শক্ত ছিল রেমি । তারপর আর পারল না। কে জানে, ধ্রুব আদৌ ফিরেছে কিনা ! যদি কোনো বিপদ ঘটে থাকে তার ?

স্টেশন থেকেই ডিরেকটারী দেখে হোটেলে ফোন করে রেমি ।
দোতলার চোদ্দ নমবর ঘরের মিস্টার চৌধুরি কি ফিরেছেন ?
হ্যাঁ। অনেকক্ষণ। আপনি কি মিসেস চৌধুরি ?
श्याँ।
উনি কয়েকবার আপনার খেঁজ করেছিলেন । কোথায় গেছেন বলে যাননি তো ।
না । इঠাৎ একটু বেরিয়ে পড়লাম ।
কোথায় গিয়েছিলেন ?
রেমি একটু ভেবে বলম, বেড়াতে । ওককে বলবেন, আমি—আমার ফিরতে একটু দেরী হবে । চিস্তার কিছ্ছ নেই।

आচ্ছা।
রেমি নিশ্চিষ্ত মনে বসত্তে পারল এসে ওয়েটিং রুমে । একটু ঘুমিয়েও নিল । সবচেয়ে গাঢ ঘুম হল ত্রার গাড়িতে । এক ঘুমে কল্লকতা । ট্যাকসিতে উঠে সোজা চলে এল বাপের বাড়িতে ।

সে এবং ধ্রুব যে কোথাড গিয়েছিল এবং কলকতত্রায় যে বেশ কয়েক্দিন্ তারা ছিল না এখবরটা পর্যন্ত ত্তার বাপের বাটিতে পৌঁছোয়নি। ব্যাপারটা বিস্ময়কর । তবে তার শ্বশুর কৃষ্ণকাস্ত বোধহয় পৃত্র আর প্তত্রবধৃর এই আকস্মিক গহত্যাগের ঘটনাট চাউড় করতে চাননি। দ্বিঠীয় যে ঘটনাটা আরs চমকপ্রদ এবং দ্ররপ্রসারী সেটা বাপের বাড়িত্রে পা দিয়েই শুনল সে, কৃষ্ণকান্তর দফত্র বদল হয়েছে । মোটামুটি গুরুত্বপুর্ণ এক দফতর থেকে তাকে সরিয়ে ন্ত্তিান্তই এক্টা এলেবেলে দফতরে বসিয়ে দেজয়া হয়েছে । তা নিয়ে খুব একটা ঢৈ-চে. হয়নি , অবশা । কিন্ত্ত, গজব হল, ক্ষ্ণকাম্তর


খবরটা ভাল না মন্দ তা বৃঝতে পারল না রেমি । আসলে খবরটা তাকে ত্মেমন স্পর্শই করল না । তার নিজের জীবনে অনেক গুর্ত্র আর একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে । ধ্বৃর সক্গে তার সম্পর্কের ইতি ঘটছে । সে ত্লুনায় ক্ষ্ণকাস্তর মন্ত্রিত্ব নিয়ে গণ্ডগোল তেমন কোনো ঘটনাই নয় ।

বিকেলের দিকে সে কয়েকবার ফোন করার পর ચশুরমশাইকে ধরতে পারল তাঁর দফ্তরে । आমি রেমি বর্লছি।
ক্ষষ্ণকাস্তর গলাটা একটৃ দৃর্বম শোনাল, কে বউমা ! তোমাদের জন্য ভেবে ভেবে आমি—কোথায় গিয়েছিলে মা ?

পৃরী । আপনার ছেলে এখনো এখানেই আছে।
जूমি কি একা কनকাত্তায় চলে এসেছে ?
शाँ।

## একদম একা ?

একদম একা কেন হবে আমি সসকেঞ ক্লাসে এসৈসিছ, গাড়িতে অনেক লোক ছিল । কৃষ্ণকান্ত এক্রূ হাসন.नন. ঢা ত্তা থাকারই কথা । তব্ মেয়েদের একা চলাফেরা করতে নেই । এ

দেশটা এখনো ততদূর সভ্য নয়, বুঝনে ! এখনো জभলের শাসন কায়েম আছে। তা একা আসতে হল কেন ? সেই দামড়াটার সঙ্গে বুঝি ফের ঝগড়া!

না, ঠিক ঝগড়া নয়।
ঠিক আছে। পরে শুনবো। আজ ফিরতে একটু রাত হবে হয়তো। জেগে থেবেে। আমি আজই সব শুনবো।

কিষ্ঠু আমি তো কালীঘাটের বাড়িতে উঠিনি।
তবে কোথায় আছো ? বাপের বাড়িতে নাকি ?
शाँ ।
গণ্ডগোলটা তাহলে বেশ গুরুচরণ, कী বলো ?
আমি অন্য একটা আরেনজমেন্টের কথা ভাবহি।
কী आ্যারেনজমেণ্ট মা ?
ভাবছি কিছুদিন দূরে সরে থাকাটা দরকার।
তাতে কিছু লাভ হরে মনে করো ?
কাছে থেকেও তো হচ্ছে না।
হচ্ছে না কে বলল ? আমি তো দেখছি হচ্ছে। এই যে আমাকে অপদস্থ করতে বাড়ি থেকে দুম করে পালিয়ে গেল, কিস্তু তোমাকেও নিয়ে গেল সঙ্গে । এটা কি ওর উর্মতির লহ্ষণ নয় ?

আমরা ওভাবে চলে যাওয়াতে আপনি অসন্ঠুষ্ট হয়েছেন নিশ্চয়ই!
তা হয়েছিলাম । তবে পরে হাসিই পেয়েছিল। পুলিশ ওকে নিয়ে গিয়ে কিছু ইনটেরোগেশনের পর ছেড়ে দিত। সেটাই নিয়ম। কেন যে খামোখা নাটক করতে গেল !. তবে তোমাকে সত্রে নিয়ে যাওয়ায় দামড়াটl সম্পক্কে আমার একটু শ্রদ্ধাজ হয়েছিল। এটা বুদ্ধির কাজ। কিন্তু তারপর কী হল มा ?

সব তো ফোনে বলা যায় না।
সে তো ঠিকই। দামড়াটা কি এখনো পুরীতেই আছে ?
शाँ ।
হোতেলের নামটা বলবে ?
সী ভিউ।
ঠিক আছে। আমি দের্খছি। তুমি তাহলে এখন বাপের বাড়িতেই থাকবে বলছ!
आर्পनि য!मि অनुर्মতি দেন এবং রাগ না করেন।
 आমরাভ আशি। দামড়াটlকে জক্দ করতে গিয়ে আমাদেরজ জক্দ করা কি ঠিক?

রেম্ বার দুই ঢোক গিলল। এক্টা আবেগ তাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। কান্না আসছে। ঘ্মত কেমন মানুষ তা সে জানে না. কিষ্তু এই লোকটটার মধ্যে সে এক গভীর স্নেহ ও অগাধ প্রশ্রয় পেয়েছে। কিছুতেই এই মানুষটাকে সে নিজের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে না।

রোম ধরা-ধরা গলায় বলল, आমি কী করব তা বৃঝতে পারাছি না।
কৃষ্ণকান্ত একট্ট গঙ্তীর গলায় বললেন, শোনো মা, ধ্রূবর বক্ধুরা তোমার বাপের বাড়িতে একটা অন্যায় হামলা চালিয়েছিল। তাতে বেয়াই বাড়িতে আমার মানসম্মান নষ্ট হয়েছে, বেয়াইমশাইয়েরও চিড়ান্ত অপমান হয়েছে। এটা তৃমি নিশ্চয়ই বোবোে যে, প্রুব একাজ করেছে আমাকে আর বেয়াইমশাইকে অপ্রস্তৃত করার জন্যাই। অনা কেউ হলে আমি আরো কঠিন বাবস্থা করতাম। কিন্তু সে আমার ছেলে বলেই বিচারের ভার নিজের হাতে না নিয়ে পুলিশের হাতে ছেড়ে দিয়েছছ। সেটা কি অনায় কর্রেছি. বলো !

না, অন্যায় কেন হবে! ঠিকই করেছেন।
आমি জানি তুমি ওই দামড়াটাকে অসম্ভব ভালবাসো। অত ভালবাসা পাওয়ার যোগাতা ওর ন্নই। তাই ভার্বছছলাম, বাপ হয়ে ছেলেকে পুলিশের হাতে দিচ্ছি বলে তৃমম আমার ওপর আবার अসণ্তৃष्ट ना इও

अসす़ষ্ট হইনি তো
शत়়া়া মা, নইলে এতক্ষণ কথ্থা বলছ অথচ একবারও আমাকে বাবা বলে ডাকোনি।
ররাম স্তক্ক হয়ে রইল কিছুদ্মণ। কৃষ্ণকান্তকে ইচ্ছে করেই আজ সে বাবা বলে ডাকছ্নিলনা। সম্পর্ক তো সে শেষ করতেই চলেছে। এখন কী বলবে! তার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় বেদনা বোধহয় প্রিয়জনকে অকারণ আঘাত করার বেদনা। রেমি স্তক্ধতা ভেঙ্ বলল, ঠিক তা নয় বাবা।
কৃষ্ণকান্ত একটা দীর্ঘশ্ধাস ছেড়ে বললেন, অত কঠিন হয়োনা মা। आমি নানা কারণে বড় জর্জরিত। কিছুটা বোধহয় শনেও থাকবে। এর মধ্যে তুমিও यদি ওরকম কঠিন হও তাহলে আমি কোথায় দাঁড়াই বল্লো তো !

রেমি জানে, কৃষ্ণকান্ত এত দুর্বল প্রকৃতির মানুষ নন। তবে তিনি মানুষকে পটাতে ওস্তাদ। তবু এই চিনি মাখান কথায় রেমি জেনেণুনেও ভিজল। একটু হেসে বলল, আমি তো এখনো পাকাপাকিভাবে কিছু ঠিক করিনি, আপনি ওরকম ভাবছেন কেন ?

না বলে ধ্রুবর সঙ্গে পুরী গেলে মা, তাতে কিছু মনে করিনি। কিন্তু এখন যেসব কথা বলছ তাতে ভয় পাচ্ছি।

आমি कि কাनীঘাটের বাড়িতে চলে যাবো বাবা ?
কৃষ্ণকাষ্ত একটু ভাবলেন । তারপর বললেন, না, আজ থাক । কাল আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেবো । यमि তোমার মা বাবা अনুমতি করেন তাহলে চলে এসো। আজ বরং বিশ্রাম নাও।

आপনি या বলবেন তাই করব বাবা।
কেরো মা। আমি কাউকে খুব খারাপ পরামর্শ দিই না। তোমার স্বামী যদি আমার কথা ছিত্রেযোঁটও তুনত তাহলে মানুষ হয়ে যেত।

রেমি আচমকাই বলে বসে, আপনি কেন ওর মুখোমুখি হয়ে জবাবদিহি করতে বলেননা!
आমি! কৃষ্ণকান্ত যেন চমকে ওঠেন। তারপর স্তিমিত কঠেঠ বলেন, আমি মাত্র একজনকেই দूনিয়ায় ভয় পাই মা। তোমার স্বামীকে।

## $\mathfrak{u}$ ৩৯ ひ

এত কলকজ্রা কখনো দেখেনি সুবলভাই। তার ছেলেবেলায় রেল পাতা হয়নি এদিকটায়। মোটরগাড়ি চলত না। স্টিমার ছিল না। কলের কাপড় বিলেত থেকে তখনো এত দূর এসে পৌঁছোয়নি। मिনেকনে এসব হন कী ? তাজ্জব কাত সব। সুবলভাই যতবার খোকাবাবুদের সেডান গাড়িখানাকে লাল ধুলো উড়িয়ে রাস্তায় যাতায়াত করতে দেখে, ততবার সব কাজ ফেলে ছুটে আসে রাস্তায়। এই প্রায় নব্বই বছর বয়সে তার ভেতরটা আবার ছোট্ট ছেলের মজো আকুপীকু করে। তাब্জব! তাब্জব!

চৌধ়রিবাডির এগারোজন মানীর মধ্যে সুবলভাই একজন । ঠিক একজন তাকে বল্না যায় না । বनতে গেনে সে হন হেড মানী। মাইনে পনেরো টাকা, খোরপোশ। করু করেছিল তিন টাকায়। তার চোথে ছানি পড়েনি। শরীরটা পুরোনো গাছের মতোই শক্ত পোক্ এবং গীটবহল। চামড়ায় কিছू কুধ্চন এবং পুরুভাব এলেও কাঠামোটা সোজা এবং সহজ। সুবলভাই এখনো চমৎকার মাটি

কোপাতে পারে，আগাছ নিড়োয়। তার হাতে গাছ বাড়েজ চমeকার।
শ্যামকান্ত বলতেন，তুই বেটো，গাছের সজ্গে কথা বলিস। গাছের কথাও তৃই বৃঝতে পারিস। পারিস না ？

সুবলভাইয়ের এটাও তাজ্জব লাগত। কথাটা ঠিকই। সে গাছছর কথা বৃঝ＜্ে পারে। গাছও তার কথা বোঝে। কিত্তু সেটা আর কারো জানার কথাই নয়। শাামকান্ত সেটা টের পেয়য়িললেন কেমন করে ？

আজকাল হর কমপাউনডারের স⿰丬夕㐄 প্রায়ই তার প্রাণের কথা হয় । হর কমপাউনডার আজকাল জিন－পরী，ভূত－（প্রত নিয়ে কারবার কুরে । তার ওপর সুবলভাইয়ের অগাধ আস্ছা। এই এক্টা জ্ঞানী লোক। ।যতদিন কমপাউনডারি করত ততদিন খুব চুপচাপ মননুষ ছিল হর। আজকাল ত্মেনি একন্টু বকবক করে। তবে কাউকে শোনানোর জন্য নয়। নিজেই বকে，নিজেই শোনে। সুবলভাইয়ের বিপ্ধাস，হরনাথ আসলে একা একা ভ়তপ্রেতের সঙ্গেই কথাবার্ত বলে। যেমন সে সারাদিন বলে গাছপালার সঙ্সে ।

ওই যে হরনাথ একটা কাঠচাপা গাছের ছায়ায় বসে একা বকবক করছে．সুবলভাই জানে হুরনাথের এখন কথা চলছে কোনো আআ্মার সঙ্গে। কে小ো কৃট বিষয় নিয়েই আলোচনা চলছে বোধহয়। হরনাথের কপালে তিনটে ভাঁজ।

দোলনচাঁপার গোড়া উসকে দিতে দিতে সুবলভাইয়ের একটু তামাক খেতে ইচ্ছে হল। এবারে গরমটা পড়েছে জব্বর।

কলকে সেজে নিয়ে সে এসে হরনাথের পাশে বসল জুৎ করে।
হর，কেমন বোবো
ভাল বুঝছি না।
হলটা को ？
দিনকাল ভাল যাচ্ছে না। এসটেট লাটে উঠল বলে ।
কিছু শুনেছো নাকি ？
ওনেছি।
की چुनছো？
রাজেন মোক্তরের ছেলে কর্তাকে কী বলেছে জানো ？
না। কী করে জানবো ？
বলেছে খরচ কমাতে।
তা কমাক না।
খরচ কমানোর জন্য कী করতে বলেছে জানো ？
বলো গুনি।
বनেছে，যে সব অপোগণুকে বসিয়ে থাওয়াচ্ছেন সৌুলোকে ঝেঁটিয়ে তাড়ান ।
বসে আর খায় কে ？
কেন，আমি！নতুন মহুরী পরেশ ঘোষ আমাকে কাল আড়ালে ডেকে বলল，এবার ডেরিডাণ্গা তোলো হে। নোটিশ পড়ে গেছে।

চোখ কপালে তুলে সুবলভাই বলে，ডোমকে তাড়াবে ？
তা নয়তো কি ？এতকাল এসট্টের কাজ করে শেষে বুড়ো বয়ড়ে বিদেয় হতে হচ্ছে। তোমাদেরও দিন ফুরিয়েহে। निक्চिষ্ঠে থেকো না।

## বजো की？

শচীন বলেছে，কর্মচারী এত বেশী রাখা চলবে না। মরা－হাজা বাগানের জন্য এগারোজন মালী，

এ হল বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি।
সুবলভাই খুবই আশ্চর্য হয়ে যায়। তাড়াবে ! তার মান্নটা কী ? সেই কবে শিঙ বয়সে এক জ্ঞাতি কাকার হাত ধরে খুব ভয়ে ভয়ে দেউড়ি পেরিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছিল। বগলে একটি ঋুঁুলিতে দু-একটা জামাকাপড়। সেই থেকে টানা এই বাড়ির চৌহদ্দিতে রয়ে গেছে সে। সত্তর আশি বছর ধরে। শাামকান্তর চেয়েও সে বয়সে বড় ছিল। এ বাড়ি ছাড়া তার যে আর কোথাও কোনো আশ্রয় ছিল তা আজ আর মনেও পড়ে না।

সুবলভাইয়ের কথাটা বিশ্ধাস হন না। জিজ্ঞেস করল. কর্তাবাবা कী বলে ?
কর্তাবাবারও তাই মত। খরচ কমাতে হবে। মেয়ের বিয়ে এ্সে যাচ্ছে। তার খরচ আছে। কিছু মামলা মোকদ্দমা লাগবে, তারও খরচ অছে।

কথাটা মাথায় সেঁধোয় না সুবলভাইয়ের। নব্বুই বছর ধরে তার মগজ কেবল গাছপালা আর মাটির গুণাগুণ নিয়ে ভেবেছে। আজকাল মাথায় একটু কুয়াশার মতো কী যেন জনে থাকে। বুদ্ধি খেলতে চায় না । পুরোনো কথা মনে পড়তে চায় না । কুলে নিজের ছেলের নাম পর্যন্ত ভুলে যায় ।

হুঁকোয় একটা আলগা টান দিয়ে সে বলে, জমিদারের মেয়ের বিয়ে কি ঝি-চাকরের মাইনের জন্য আটকায় ? কর্তাবাবুর আর সব ম্যের়ের বিয়ে হয়নি ? তার জন্য ক’টা কর্মচারীর চাকরি গেছে ?

সে তো তুমি বললে। শচীনকে সে কथা কে বোঝাবে ! সে হল হা-ঘরে ছোটো নজরের লোক। জমিদারের উচু নজর সে পাবে কোথায় ? যত সব ছোটোলোকী কারবার ।

চিস্তিত সুবলভাই হুঁকোয় घনঘন টান মারে। তারপর একটু কেশে নিয়ে বলে, গত মাসেও কাছারি থেকে জনা দুইকে বিদেয় দেওয়া হল। এরকম চললে এ তো ভূতের বাড়ি হয়ে যাবে।

হরনাথ একটু রাগত স্বরে বলে, তাতে শালা শচীনের কী ? সে মাসের শেষে পুরো তনখা টানবে। কর্তাবাবার মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে টোপর মাথায় দিয়ে।

সুবলভাই উদাস দৃষ্টিতে পুকুরের ধারে বাঁধা হরিণটার দিকে চুয়ে থেকে বলল, কর্তাবাবার নজর ছোটো হয়ে যাচ্ছে। শচীনের সজ্গে বিয়ে দেওয়া মানে মেয়েটাকে একদম জলে ফেলে দেওয়া ।

কর্তাবাবা यদি নিজের বুদ্ধিতে চলত তাহলে সে একরকম ছিল। এ হল আমাদের মনু ঠাকরোনের বুদ্ধি। শচীন একটা পাত্র! ছিঃ ছিঃ!

আমি যাবো কোথায় বলো তো!
কেন, যাবে কেন ? ব্রহ্মপুত্রের জলে ড়বে মরবে। আমিও তাই করব ঠিক করেছি। তিন কৃলে কেউ নেই, দেশ গী করে হেজেমেজে গেছে। বুড়ো বয়সে তো ভিক্ষে করতে পারব না।

সুবলভাই হাঁ করে দম নেয় একটু। থেলো ঁুকোর আগুন মিইয়ে গেছে।
কর্মচারীদের মধ্যে অসষ্তোষটা বিশেষ চাপা থাকছে না।
কয়েকদিন আগে শচীন একটা লিস্ট করে হেমকান্তর হাতে দিয়ে গেছে।
সেই লিস্টে জনা পনেরো কর্মচারীর নাম আছে। শচীন পরিষ্কর জানিয়ে দিয়েছে, এই জনা পনেরো লোক এসটেটের লায়াবিলিটি। অকর্মণ, বয়স্ক, যাঁকিবাজ বা রোগগ্রস্ত বলে এদের দিকে তেমন কাজ আদায় হচ্ছে না বা হওয়ার আশাও নেই। হেমকান্তর বৈষয়িক অবস্থা যা তাতে এইসব অপোগতুকে পোষা একটা বিরাট ক্শতি। এই দয়ালু বিলাসিতার ভার বইবার মতো জোর হেমকাষ্তর এসটেটের নেই।

হেমকান্ত नিস্টটা দেখেছেন। যে পনেরোজনের নাম আছে তাদের মধ্যে কয়েকজন খুব প্রাচীন আমলের লোক। তাঁর বাবা শ্যামকাষ্ত এদের চাকররি দিয়েছিলেন। এছাড়া বেতনভূক্ত সকলকেই হেমকান্ত বহুদিন ধরে চেনেন জানেন । এদের ঠিক কর্মচারী বলে মনে হত না তার । যেন এক যেথথ পরিবারেরই লোক। কিন্তু শচীন বাজে কথা বলেনি। এত সব কর্মচারীকে পুষে তাঁর আর লাভ নেই।

তবু ছেলে কনককাস্তিকে ডেকে এক সপ্ধ্যায় লিস্টটা তার হাতে দিয়ে বললেন, ঢেখ তো, শচীন এই সব কর্মচারীকে বরখাস্ত করতে বলেছে। কাজটা ঠিক হবে কিন্ন বুঝতে পারছ্ না।

কনককাষ্তি লিস্টটা এক ঝলক দেথেই বাপের হাতে ফেরৎ দিয়ে ভ্ ক্চককে বলল, কাজটা ঠিক रবে না কেন ? জমিদারী মনে.তো খয়রাত্ কারবার নয়। শচौন ব্বাদ্ধমান ছেলে, ঠিক পরামশ্ৰ দিয়েছে ।

হেমকান্ত দুর্বল গলায় বলেন, সেটা মানছি। কিন্তু এদের গতিটা ক. হরে ভেরে দে?খাছ্ছা
সেটা কি আমদের ভাববার কথা ?
বাবার আমল থেকে আছে কয়়ক্জন । এদের অননককই এখান্ন সর্পারবারে বাস করেে ! যা য়ার জায়গা পর্যন্ত নেই

সে দায় তো আমাদের নয়।
 নতুন কাজ কেউ পাচ্ছে না। এরা সব যে না খেভে পেয়ে মরর় ।

কনকক্নস্ত্তি বিনীত গলায় বলল. জমিদারীর আয় চিরকাল এইসব পোষার জন্যা বারো আনা উড়় যায়। আপনাকে এখন তো আয়ের দিকটটা দেথতেই হবে। গত দুদিন আমিভ শচীানের সঙ্গ্রে বান্ন কাগজপত্র দ্টোছি। অবস্থা ভাল ঠেক্ছে না। সে গেল একটটা দিক। এদিকে কর্মচারীরা cো প্রায় বসে বসে মাইনে নিচ্ছে। এসটটট দেখার লোক নেই, আদায় উসুল নেই, ওদের কাজটাই বা 京

এ কথায় হেমকান্ত একটটু লজ্জা পেলেন। প্রকারান্তরে এ তাঁর অপারগতার প্রাি ই্গ্গিত। র্তিন একটু চুপ করে থেকেে বললেন, সে অবশা ঠিক কথা। তবু প্রथা বলেও একটা א্জিনস আছে।

প্রথা আঁকড়ে থাকতে গেলে যে নীলামে চড়াতে হবে সব কিছু। দিনকাল বদলে যাচ্ছে. পুরোল্য: প্রথা আঁক্ড়ে থাকলেে চলবে কেন্ন ? আমি তো জমিদার বাড়ির ছেলে। ব্রাদ্মণ সন্তান, তবু আমি তো ব্যবসা করতে নেমেছি।

হেমকান্তর মনটা সায় দিচ্ছে না। তবে তিনি কনকের সঙ্গে আর কথ্থা বাড়ালেননা। ওরা সব সময়ে ঠিক কথাই বলে। ওদের কথায় যুক্তির কে小ো অভাব নেই। তিনি বললেন, আচ্ম। ঠিক आছে।

কনককাত্তি তবু চলে গেল না। একটু অপেক্ষা করে হঠাৎ বলল, একটা কথ্থা বাবা।
বলো।
শচীনের লিস্টে আমদের পুরুতমশাইয়ের নাম নেই। কিন্তু আমি মনে করি ওঁর নামটা সবার আগে লেখা উচিত ছিল।

পুরুত মশাই হেমকান্ত শশব্যস্তে বললেন, তার আবার কী হল?
কনককাম্তি মদ হেসে বলল, সকাল সন্ধেয় দুবার ঘণ্টা নাড়ার জনা একটা লোককে তার বিশাল পরিবারশুদ্ধ দিনের পর দিন প্রতিপালনের কোনো অর্থই হয় না।

হেমকান্ত কথা বললেন না। চেয়ে রইলেন।
কন্ককান্তি বলল. ওদের খানিকটা জমি দেওয়া আছে বয়রায়। চাষবাসও করান জানি। এখানকার চাক্করর গেলে একেবারে না !খয়ে মরবেন না । আমার পরামর্শ হল, নগদ কিছু টাক্ দিয়ে ওঁদেরও উচ্ছেদ করে দিন । মা মাইন্রে পুরুভ ঠিক করুন । তাতে ঝামেলা আর খরচ দুই-ই কমে যাবে।

হেমকান্ত কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। প্রস্তাবটট এমন কিছু সাংঘাতিক নয়। কিষ্তু মনু - মন কোথায় যাবে ?

কনকক্কান্তি যেন সেমকান্তর মন্নর কথা শ্রেত পেল। একটৃ ইতস্তত করে বলল, মনুপিসির কথা অবশ্য আমাদের আলাদা ক<ে ভাবভভ হবে। উনি আমাদের যথেষ্ট সেবা করেছেন । э̊র জনা বরং ২৩২

भौচ টাকা মাসোহারার বাব্গা করে দিন।
হেমকান্ত जারী অম্বঙ্তি বোধ করতে লাগলেন। নুুন একটা যুগের পাগলা হাওয়া এসে তাঁর घরের সব কিছू ওলট-পালট করে দিতে চাইছে। সষ্টবত এ থেকে তার নিস্তার নেই। অলস অকর্মার মে জীবন তিনি কাটিয়েছেন তার জনা কিছ্র তুনোগার তে তাঁ দেওয়ারই কथা। সবচেয়ে বড় ওুনোগার কি মনুকে হারানো ?

কনককাষ্তি মূমুম্বে বলল, এসটেটের অবস্शুর জন্য आপনি নিজেেে অপরাখী जাবেন বলে


 হিসেবেই রাখুন। শক্ত লোক। आদায় উসুল ঠিকমরো করতে পাররে। ওকালতিও ককুক

आমিও তে তাই চাই। সবচেচ্যে ভাল হত তোমাদ্রে দুই ভাইয়ের কেউ এসে আমার কাতু थाকনে।

সৌা ঢো সষ্ভব নয়।

आমি তাই বनि। उবে आপনি या ভাল বুমবেন করবেন।
কনক চলে যাওয়ার পর হেমকাষ্ত খানিকটা अ户্ছির সময় কাটলেন। রাতত ভাन घूম হল ना।
 পাকে-প্রকারে একथাটই তাকে বুঝিক্যে দিয়েছে কনক। হেমকান্ত यদি শক্ত মানুষ হতেন তবে এ ব্যাপারে সিদ্ধাষ্ট নেওয়ার জনা ছেনের পরামর্শ চাইতেন না। কিংবা ছেলের পরামর্শ যাই হোক


পরদিন বিকেলে হেমকান্ত নিঃশব্পে নিজ্জের একটটেরে কুঞ্জবনট্টিতে এসে বসলেন। মনুর সল্কে এবদু পরামর্শ করা দরকার। কিষ্ুু কনককাষ্তি আসায় তিনি আড়ানেও মনুর সc্গে দেখl করার সাহস भाচ्ছেন ना।

ভাঙা গাড়ির পাদানিতে বসে হেষকাষ্ত শচীন্নে লিস্ট্টা বের করে আর একবার লেথলেন। এক একট্ নাম, এক এবটা মানুম। এক একটা মনুষকে ঘিরে কত শ্মৃতি। এই ভে নব্বই বছর বয়সের সুবলভাই। এই বাগানের কাজ করতে করতে शাড়ে ঘুণ ধরিয়ে ফেলেন। ওর দুটো ছেলেকেও
 সুবলের এক ছেলেকে সাপে কামড়ায়। বাঁচেনি। কতকাল আগেকার কथা।

কিংবা হর কমপাউনডার। ম্মে্যের লোকে মাথাট কেমন হয়ে গেল। আর কাজকর্ম কর়c়
 बथनো नालिশ खानाয়नि। आर्जि खानाয়नि।

এরের তো কনক ঠিক চিনবে না। শbীন তো আরো নয়। এদের কাছে এসটটট মানেই

 তিনি মशালে যাওয়া প্রায় ঢেড়েই দির্যেছেন । কিষ্ᅲু জানেন, আজও কোনো মহালে গিষ্রে হাজির হলে মানুষ কত খুশি হয়, ছুটে আলে। বউবাচ্চা সমেত এরে প্রণাম করে, দক্ষিণা লেয়। ইদানীং তারা পেরে উঠছে না, कী করবে ?
 থেকে মাथা অবধি শিউরে উঠল তাঁর।


হেমকাষ্ত মাদু হেসে বললেন, এসো।
রभময়ী এগিয়ে এসে বলে, তুমি এখানে যে হঠাৎ
কয়েকদিন आসিনি। বাড়িতে ওরা সব এসেছে।
আজ কী মনে করে ?
এমনি। মনটা ভাল নেই। এসো মনু, দুটো কথা বলি।
রभময়ী মাथা নেড়ে বলে, আজ এখানে এসে ভাল কাজ করোনি।
কেন বলো তো!
এখানে আজ একটা নাটক হওয়ার কথা আছে।
নাটক ? হেমকান্ত আকাশ থেকে পড়েন, কিসের নাটক ?
নাটকটি: ব্যবস্থা করেছে তোমার বড় বউমা চপলা।
তাই নাকি? को ব্যাপারটা খুলে বলো তো ?
ওুনেছি তোমার মেয়ের সঙ্গে নাকি আজ শচীনের মুখোমুখি হবে।
তার মানে ?
তুমি সেকেলে মানুষ, তায় ঘরকুনো। সব বুঝবে না।
আমককে তুমি নির্রৌ বলে ভাবলেও আমি ততটা নই। को বাপার বলো তো ?
বিশাখা শচীনকে বিয়ে করতে চায় না, সে তো জানোই।
জানি বইকি। মেয়েটা বোকা।
চপলা ঠিক করেছে দুজনকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে.। দুজনেই কথাটথা কইবে। यদি তাতে মেয়ের মন গলে।

হেমকাষ্ত একটু রাগের স্বরে বলেন, এসবের কী দরকার ছিল ?
শহুরে কায়দা। আমি তো খারাপ কিছু দেখি না।
আমি দেখি। এ পরিবারে এখনো পাত্ররা পাত্রী দেখে না। আর এ তো জ়ারো নির্লজ্জ ঘটনা ।
রসময়ী মৃদু স্বরে বলে, তোমার সব তাতে মাথা ঘামানোর কী দরকার ? শচীনকে বিয়ে করার ব্যাপারে মেয়োক কি রাজি করাতে পেরেছো ?

ไৈर্য ধরনে রাজি হত।
সেটা अনিচ্চিত ব্যাপার। তুমি পারোনি।
চপলা পারবে ?
পারবে কিনা জানি না। কিষ্ডু এটাও একটা চেষ্ঠা তোমার তো চেষ্টাই নেই।
তবু घটনাটা আমার ভাল লাগছে না মনু।
তোমার মুখে কথাটা মানায় না।
কেন মানায় না মনু ?
আমার সজ্গে তুমি কथা বলো কোন লজ্জায় ?

## 凡 $80 \mathfrak{U}$

অপারেশন থিয়েটারের চোখ-ধাঁধানো আলো রেমির নিপ্প্রভ চোখে ম্ধান ও একাকার। নিজের শরীরের মধ্যে এক নদীর কলধ্ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে সে। রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না, ডাক্তাররা উদ্দিম। একটি সদ্যোজাত শিশ্ মাতৃহারা হবে।

কিষ্তু রেমির কোনো উদ্বেগ নেই। এই মধ্য যৌবনে জীবনের খেলা মাঝপথে থামিয়ে চলে যেতে


 শরীরে এক পরনের কঠিন শীতनতা টের পাচ্ছে সে। শীত নয়, কেেন জমাট, শকত পাথরের মতো অম্মেঘ এক সীতলত তার দুই পা অনড় এবং অবশ করে রেেখেছ । মাখাটা তুলিয়ে যাচ্ছে বারে বারে। চোথে সামনে নানারকম দৃশাযলীী ভেসে যাচ্ছ। जার সবঢারই কোনো অর্থ নেই কিছু। মাৰে মাঝে সে টের পাচ্ছে বে, সে রেমি। সে রেমিই, আর কেউ নয়। आবার মাঝে মাঝে হারির্যে यাচ্ছ जর সত্ত।



 आর कী দেওয়ার ছিল এদের?

এবার ছूটি, এবার সে ঘুমিয়ে পড়বে।
মিসেস টৌেরী!
एँ, রেমি লীী জবাব লেয়।
জিবটা बের করুন जো! পীজ!
বড় ষ্ষীণ এই আchশ বহ দূর থেকে ভেসে আসে ভেন। রেমি চিরকাল আদেশ পালন করে। কারও অবাध্য সে কোনোকালে ছিল না।

কశ্টে রেমি জিবটাকে চেনে লেয় বাইরে। মনে হন, যেন পাহাড় চেলার পরির্রম।

आহে। उবে ইটস এ হেভি হ्रिডিং, गী উইল বি সিংকিং खাস্ট ।

 কনে-লেখা রং চারদিকে, এ সময়ে পাখিরা ঘরে ঝ্েরে। দিন যায়। রাত আসে।

তার आর कী फেওয়ার ছিন নারীজম্ম সার্থক করতত ? কোন কাজ বাকী রয়ে গেন ? কোন্ আ্যণ ?
 आমাকে এনেছিলে প্থিবীত ? এবার ফिরিয়ে নাও।



পরাদিন সে হাজির হন কাनীঘাট্র বাড়িতে।
 कानिমा।
 এनে মा ?
आপनार की হয়েছू ?
তেমন কিছू নয়।
आপনি র্রোগ হয়ে গেছেন।


না, বুঝলাম না, টপ করে রোগা হওয়া ভাল লশ্巾ণ নয়।
কৃষ্ণকান্ত কোনো জবাব না দিয়ে হাসলেন । সম্নেহে রেমির দিকে চেয়ে রইলেন কিছুজ্মণ, একইু মাথা নাড়লেন।

খাওয়ার টেবিলে যখন বসলেন তথন কৃষ্ণকাম্তকে কিছ্রুা সজীব দেখাচ্ছিল, রাত্রে তাঁর খাওয়া দাওয়া যৎসামান্য, খই দুধ বা একটু ছানা। কখনো-সখনো এক-আধখানা হাতে গড়া রুটি ।

সেই সামান্য খাবার সেদিন অনেকস্巾ণ ধরে খেলেন কৃষ্ণকাষ্ত। খেতে খেতে বললেন, তুমি কি একথা বিষ্যাস করবে বউমা যে, আমি কথনো চুরি করিনি, দুর্নীতির আশ্রয় নিইনি, অকারণে মিথ্যে কथा বলিनि? বিপ্ধাস করবে ?

কেন করব না ? आমি তো জানি ওসব।
কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলেন, কিছুই জানো না মা, পলিটিকস করলে বুঝতে, চুরি না করা এক কथা, আর অন্যের চুরি দেখেও চোথ বুজে থাকা অন্য কথা । এমন অনেক সময়েই হয়, जুমি চাও বা না চাও अনেক অন্যায়কে তোমার প্রশ্রয় দিতেই হয়।

সেও জানি।
অনেক সময়ে এইসব অন্যের করা দোষের ভাগ নিতে হয় নিজের ঘাড়ে।
আপনার कী হয়েছে বাবা ?
সব তোমাকে বলা যায় না। তবে আমাকে একটা মাইনর পোর্টেলিও় দেওয়া হয়েছে। সষ্টবত সম্পূর্ণ সরিয়ে দেওয়ারই প্রস্তুতি। সেটা ঘটবার আগেই অবশ্য আমাকে নিজে থেকেই সরে আসতে হবে।

রেমি ছেলেমানুষের মতো বলে, তাতে ভালই তো হবে। আপনার বিশ্রাম দরকার। কিছুদিন রেস্ট নিন।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলেন, দূর বোকা, পুরুষ মানুষের বিশ্রাম কি শুয়ে বসে হয় মা ? কাজই তার বিশ্রাম, কাজ না থাকলে आমি কতদিন বাঁচবো ?

কাজ করবেন। মত্র্রী যারা না হয় তারা কি কাজ করে না ?
কৃষ্ণকাষ্ত মূদু একটু হেসে বলেন, তোমার কথাশুলো এত সহজ মা, ভিতরে টনটন করে গিয়ে লাগে। বাচ্তবিকই তাই, তবে যে বাঘ একবার মানুষ খেয়েছে তার অনা মাংস আলুনি লাগে। এও হল সেই বৃত্তাষ্ত।

आপনি কি রেজিগনেশন দিচ্ছেন?
ঠিক বলতে পারি না। কয়েকদিনের মধ্যেই একটু দিল্লি যাবো। হাই কম্যানডের সক্গে কথা আছে। ফিরে এসে ডিসিশন নেবো। আমি তো রাতারাতি পলিটিশিয়ান হইনি মা, আমার পিছনে একটা উজ্জ্জল ইতিহাস আছে।

জানি বাবা।
তাই আমাকে টক করে সরিয়ে দেওয়া সহজ নয়। কিষ্তু এসব কথা থাক। আমার হেনস্থা দেথে যে লোক সবচেয়ে খুশি হতে পারত তার খবর বলো তো । সে ব্যাট করছে কি ?

জানি না, উনি আমাকে হোটেলে ফেলে কোথাও চলে গিয়েছিলেন।
ক’দিনের জন্য ? হেমকান্ত औঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করেন ।
এক রাত উনি ছিলেন না।
তোমাকে বলেও যায়নি।
না।
হোটেলের ঘরে ডুমি একা ছিলে! সর্বনাশ!
সেইজনাই ডিসিশনটা নিতে হল। आমি চলে এলাম।

দামড়াটা তখনো ফেরেনি ?
ফিরেছে । স্টেশন থেকে ফোন করে জানতে পারি।
তুমি দারুণ বুদ্ধিমতী।
आমি এখন কী করব বাবা ?
কী করবে ? ডোমার কিছু করার নেই। যা করার आমি করছি।
কী করবেন ? ওঁকে ফিরিয়ে আনবেন ?
কৃষ্ণকান্ত একটু হাসলেন । মাথা নেড়ে বললেন, সে কাজ খুব সহ্জ নয় । ভুবনেশ্ধরে আমার এক প্রভাবশালী ব扁 আছে। ক্যাবিনেট মিনিস্টার । তাকে জানিয়েছিলাম । পুরীতে র্থ্জ নিয়ে দেখা গেছে, ওই হোটেল ছেড়ে দামড়াটা চলে গেছে । বুদ্ধি রাখে। যেই দেখেছে তুমি নেই, সঙ্গে সঙ্গে আঁচ করে নিয়েছে কলকাতায় এসে তুমি আমাকে খবর দেবে । সময় নষ্ট না করে পালিয়েছে ।

কিন্তু উনি পালাচ্ছেন কেন ?
সেটা ওই জানে । צ্রুব কিছুদিন আইন পড়েছিল। পাশ করেছে কিনা ডা आমি জানি না, কোনোদিন বলেনি আমাকে। কিষ্তু আইন পড়ে না হোক, আইন বারবার ভাঙলেও বেশ ভাল আইনের জান হতে পারে। কাজেই ধ্রুব আইন ভালই জানে । পুলিশ যে ওর কিছু করতে পারবে না সেটা ওর না জানার কথা নয় । হয়তো এই কাত্ করে আমাকে অপদস্থ করার একটা পন্থা বের করছে ।

রেমি একটু দুঃসাহসী হল । মাথা নীচু করে আচমকাই বলে বসল, আমাকে একটা কথা বলবেন आজ ?

की কथा মা ?
আমার শাশুড়ি কি ভাবে মারা যান ?
কৃষ্ণকান্ত একটুও দ্বিধা করলেন না । খুব সহজ কচ্ঠে বললেন, ધ্রুব তোমাকে কী বলেছে জানি না, কিষ্তু একথা সবাই জনে তোমার শাখুড়ি আখ্মহ্যা করেন গায়ে আগুন দিয়ে । অনেকে এতে আমার দোষ খুঁজে পায় । হতেও পারে । তোমার শাথুড়ির মানসিক জগতের খবর আমি বিশেষ রাখিনি । আমরা আগের দিনের মানুষ, স্ত্রীলোককে নিয়ে ভাবতে অভ্যত্ত নই। তবে উনি আমার কাছে তেমন কোনো অনুযোগ অভিযোগ করতেন না । কী করে বুঝব বল, ॐঁর আসল প্রবলেমটা কী ছিল ?

आপনার ছেলে কিষ্ঠু খুব ত্তौর মায়ের কথা বলেন ।
বলতেই পারে । হি ওয়াজ এ উইটনেস অফ দি ইভেম্ট । ছেলে নিজের চোখের সামনে যদি নিজ্রের মাকে পুড়ে যেতে দেখে তবে তার একটা পারমানেন্ট এঝেক্ট তার মনে থাকবেই।

आপনার ছেলে ওই ঘটনার জন্য आপনাকেই দায়ী করতে চায় ।
কষষ্ণকাষ্ত ম্নান একটট হেসে বলেন, আমি জানি মা । আমার ফঁসি হলে গ্রুব হরির ন্টু फেবে । কিষ্ঠু আগেই বলেছি, স্ত্রী কেন আষ্মহত্যা করলেন তা বলা আমার পক্ষে সহজ নয় । ঘটনাটা যখন ঘটে তখন आমি কলকাতার বাইরে । প্রত্যক্ম হাত তো থাকতে পারে না, তবে পরোক্ষ কারণের কথ্থ यদি বলো তবে স্বীকার করতে বাধা নেই, আমার অমনোযোগ এবং খানিকটা অবহেনা তো ছিলই ।

## আর কোনো কারণ নয় ?

কী করে বনি! উनি তো এক্টা চিরকুটও রেখে যাননি যা থেকে বোঝা যাবে।
তাহলে আপনার ছেলে আপনাকেই দায়ী করে কেন ?
s্রুব তার মাক্ে খুব ভালবাসত। আসলে শিতু অবস্থা থেকে ভাইবোনেরা পেয়েছিল মাকেই। বাবাকে তো পায়নি, জ্রেন খাটা, পলিটিকস করে বেড়ানো, হি戶ি-দিমি ঘুরে আমার সময় হত না সংসারের দিকে তাকানোর । কাজেই ওরা মাকে ঘিরেই বড় হয়েছে। মা ওদের প্বিতীয় সखা ।

তোমার শাखুড়ি মানুষটাও ছিলেন নরম-সরম এবং স্নেহপ্রবণ, তবে বড় দুর্גল প্রকৃতির। একটু কరোর কथা বা কোন দুঃসংবাদ স্রইতে পারতেন না। সহজেই ভয় পেতেন। তাঁকে ভালবাসাও সহজ ছিল, তাই তিনি যখন মারা গেলেন এবং ওরকম ভয়ংকরভাবে তখন আক্রেশে পাগল ধ্রুব একটা স্কেপগোট খুজজে লাগল।

স্কেপগোট মানে ?
এমন একজন যার ওপর ময়ের ওই ভয়ংকর মৃত্যুর দায়ভাগ চাপানো যায়।
এটা তো ওঁর অন্যায়। ভীষণ অন্যায়।
অন্যায় তো বটেই। কিষ্তু আমি প্রতিবাদ করিনি কখনো।
কেন করেননি ?
ᄁ্ত্রীর প্রতি তেমন কর্তব্য করিনি মা, ভিতরে ভিতরে নিজেকে দোষী মনে হয়। মা-মরা ছেলেটা আর কোথায় সাষ্বননা পাবে ? যদি আমাকে দোষী ভেবে খানিকটা স্বস্তি পায় তো পাক না। ঠিক এরকম ভেবেই আমি ধ্রুবকে একরকম প্রশ্রয় দিতাম। সেটা যে ওর মনে এতদূর ডালপালা ছড়াবে তা ভেবে দেখিনি। আমার আরো দুই ছেলে আছে। তারা কিন্তু ওর মতো করে ভাবে না।

রেমি একটা দীর্ঘ্যাস ফেলল। কৃষ্ণকাণ্ত সেদিন ভারী অনামনস্ক মুথে উঠে গেলেন টেবিল থেকে।

夕্রুব ফিরল না। তবে তার এই ফেরার হওয়ার ঘটনাটা বেশ চাউর হয়েহে এটা বোঝা গেল।
একদিন সকালে টেলিखোন করল রাজা, ধ্রুবর পিসতুতো ভাই। বয়স ধ্রুবর মতোই । ভারী সুন্দর দেথতে। দারণ গান গায়। রেডিওতে আজকাল প্রায়ই তার প্রোগ্রাম থাকে। তাছাড়া ফুটকড়াইয়ের মজো ইংরিজি বলে, ভাল ছাত্র ছিন, ইনডাসট্রিয়াল ইনজিনিয়ারিং পাস করে একটা বিদেশী ফারমে দুর্দাד্ত একটা চাকরিও পেয়ে গেছে।

রাজা বলল, বউদি, ্্রুবদা কলকাতায় ফিরেছে জানো ?
না তো ।
ফিরেছে কিষ্ভু।
তোমার সজ্গে দেখা হয়েছে ?
ঠিক দেখা হয়নি। उবে আমি খবর পেয়েছি।
তাই নাকি ?
আমার সজ্গে यদি যাও তবে তোমাকে ধ্রুবদার ডেরায় নিয়ে যেতে পারি।
ডেরাটা কোথায় ?
জায়গাটা খুব ভাল নয়।
ভাল নয় মানে কতটা খারাপ ?
आরে না না, বার-টার নয়। বরং উল্টো, একটা রিলিজিয়াস বাড়িতে पুকে পড়েছে।
मে की?
ভয় পেও না। সম্ম্যাসী হয়নি, ইটস এ ক্যামোঙ্রেজ।
জায়গাটা কোধায়?
নর্থ ক্যালকাটায়।
আমাকে नিয়ে গিয়ে কী হবে ?
यमि যেতে চাও তো নিয়ে যেতে পারি।
आমি গিয়ে তো কিত্র কব্রতে পারব না, ববং অ৩রমশাইকে বনো :
ওরে বাবা ! ছোটো মামা ৩ননেে হেভি ফায়ার হয়ে যাবে। পুলিস কেসఆ হয়ে যেতে পারে । काহলে आর की করা ?

आহ্ম বর্লছছলাম কি, তুমিই চাললা। আমার মনে হচ্ছে ধ্রুবছার অবস্থা এখন আবার সাধিলেই খাইব। তুদম গিয়ে বললেই সুট করে ফিরে আসবে।

না রাজ, নিজের ইচ্ছেয় যদি ফেরে তো ফিরুক, আমি ওঁর বাবাকে না বলে ওঁকে ফেরাতে যেতে পারি না।

কিরকম
যতটট খারাপ লোকটাকে মনে হয় ততটা খারাপ নয়।
জানলাম।
কাল চলো।
অত তাড়া কিসের
তাড়া আছে বউদ্দ। ক্রেসটা র্সিরয়াস।
খুব সিরিয়াস বলে గ্তা মনে হচ্ছে না।
তুমি সবটা জানো না।
তাহলে সবটা বলো।
ठिক আছে। আমি কাল যাচ্ছি।
পরদদন রাজা এল । তার স্বভাবসুলভ ফিচেল হাসিটা ঠৌটটে নেই । বরং একটু উদ্বেগ মাখা মুখ।
কो হল, তোমাকে গষ্তীর দেখাচ্ছে কেন্ন ? রেমি শক্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করে।
যে থবরটা তোমকে কাল টেলিফোনে দিয়েছিলাম সেটা ঠিক নয়। ध্রুবদা ওখানে নেই।
রেমি খ্রুবকে চেনে, তাই হেসে বলল, তাতেই বা কী ? অত আ্যাংজাইটির কিছু ব্যাপার নয় । কোথাও আছে। এসে যাবে।

রাজা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে রেমির একটা হাত চেপে ধরল, না বউদি, তুমি বুঝতে পারছ না,乡্রুবদাকে রেসকিউ করতে হবে। হি ইজ ইন এ ট্রাপা

ট্র্যাপ ! হাতটা ছাড়িয়ে নিল না রেমি। উঠন । বলল, আচ্ছা যাচ্ছি। কিষ্তু এটাও কোনো ট্র্যাপ নয় তো! তোমার «্রুবদাই হয়তো তোমাকে পাঠিয়েছে ?

না বউদি। আপন গড।

## II 8) ॥

রৈশাখ মসে কোকাবাবুদের একটা মহাল কিনে নিলেন রাজেন মোক্তার । তাঁর বৈষয়িক অবস্থাটা বেশ ভালর দিকে। শচীন এখন বেশ পসার জমিয়ে ফেলেছে। সেজো ছেলে রথীন মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের খুবই মেধাবो ছত্র । মাস্টারমশাইদের ধারণা সে ম্যাট্রিকে স্ট্যাণ করবেই। মেজো ছেলে সতীন বা সতীল্দ লেখাপড়ায় সুবিধে করতে না পারলেও সে কাটা কাপড়ের একটা কারবার খুলেছে। দোকানটা বেশ চলছে এখন। রাজেনবাবু সুতরাং তাঁর দারিদ্র্যের গানি সম্পূর কাটিয়ে উঠে এখন বিশিষ্ট একজন নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন। সুখের বিষয়, তাঁর নিজের পসারও এখন যথেষ্ট। তবু তিনি কানাঘুষো ওুনেছেন যে, হেমবাবুর ছোটো মেয়েটি নাকি গরীব বলেই তাঁর পরিবারে বউ হয়ে আসতে স্বীকার হচ্ছে না।

রাজেনবাবু জেদী লোক। বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সজ্গে তাঁর আफ্ধমর্যাদাবোধটিও বেড়েছে। এই জেলার কোন জমিদারের অবস্গ কেমন তা তিনি ভালই জানেন। হেমকাষ্ত চৌধুরির অবস্शাও তাঁর अজানা নয়। তবু এই পরিবারটির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধ খুবই গভীর। এক সময়ে এঁরা তাঁর
 এक কथाcতই রাজি হয়ে यान। बেফ্যেtিও স্দরী।

 जার কারণ, রাজ্রেনবাবু নিজ্ে থেকে বিয়েরো जঙ্তে চান না। তাতে হেমবাবৃকে জপমান করা হবে। তবে তিনি ছেলের জনা ভাল পাত্রীর সন্ধানে आছ్ন। । দ-একটা ভাল সম্ধন্ধ এসেছেও। তার মধ্যে দুটি জমিদারকন্যা। ত্রীকাশ্ত রাঁ্যের মেজো মেয়েটিকে তौরা একরক্ম পছন্দ করেই
 निজেই বলেছেন, আমার ছেলে জ্যোতিপ্রকাশের সল্গে আপনার মেজো মেয়েটিরও বিয়ে হতে পারে।

পান্টি বিয়েতে একদূ আপত্তি আছছ স্বর্ণ্রভার। তবে তিনি এথনে! পরিষ্কার মতামত জানানनি।









 স্বণপ্রভ বলালেন, হেমবাব লোক পাঠিত্যেছিলেন।

বিশ্যের ব্যাপার্রে এগোতে আরো মাস দুই সময় চেভ্যেছেন।
কে এসেছিল ?
মनু। आমার य্যে কেমন-কেমন মনে হচ্ছে।
কেমন-কেমন মানে :
 এসটেটের কাজ ছেড়ে দuয়।

মাथাত की করে চিবিত্যে খেে ?
মেয়েরো সব পারে।
 कि করে?
 आরো ক্থা आঢে।

आ木া को कथा?
কোকাবাবুর নাতি শরе সেই শে ডাকাতিয়া ছেলেটে, বিশাখা নাকি তাকে বিয়ে করার জন্যা পাগन।

রাজেনবার এবার গঙ্টীর হলেন। গनা খীকারি দিয়ে বললেন, তাই নাকি ? এতদূর !

সেই জনাই বল্লছি ছেলেকে এখন থেকেই একটু সাবধান করে দিও। যদি এ মেয়ের ফাঁদে পড়ে যায় তবে সারা জীবন নানা জ্বালা পোহাতে হবে।

একটা অতৃপ্তু উদ্গার তুলে রাজেনবাবু উটে পড়লেন।
স্বণপ্রजা পিছ্ন থেকে বললেন, সময় চাইবেই বা কেন ! ধিঙ্গি মেয়েকে ঘরে বসিয়ে রেখে নষ্ঠে করছে, जার জন্য আমরা কেন সময় দেবো ? তুমি সোজা গিয়ে না করে দিয়ে এসো ।

রাজেনবাবু মাথা নেড়ে বলেন, কাজটা ওভাবে করত্ত চাই না । হেমবাবু লোক খারাপ নন
লোক ভালই বা কিসের ? কানাঘুষো তো কিছু কম শুনিনি। মনু আজও বিয়ে বর্সেনি। লোকের কথা কি আর সব মিথ্যে হয় ! এ বিয়ে ভেঙে দেওয়াই তো উচিত। আমি বলি দু-চারটে স্পষ্ট কথা মুখের ওপর বলে ভেঙে দেওয়াই ভাল। আমরা পাত্রপক্ষ, অন যো-হুজূর হয়ে থাকব কেন ?

রাজেনবাবু টের পান, স্বর্ণপ্রভা ঠিক আগের মরো নেই। এক সময়ে সংসার চালানোর জন্যা কিশোরী বয়স থেকে এই স্বর্ণপ্রভা কঁঁথা সেলাই ইত্যাদি ক্ত কী করেছেন। হেমবাবুর স্ত্রীর আতুুর ঘরে কাজ পর্যন্ত করেছেন। তার বদলে ধারকর্জ সাহায্য অনেক কিছু পাওয়া গেছে। সুনয়নীর সঙ্গে স্বর্ণপ্রভার একটা সখিত্রভ গড়ে উঠেছিল । তবে সেটা সমানে সমানে নয় । বড়লোকের যেমন পারিষদ থাকে স্বর্ণপ্রভাও তাই ছিলেন সুনয়নীর। প্রায়ই এসে বলতেন, বাবা গো, একগলা মিথ্যে ক্থা বলে এলাম কর্ত্রীর মন রাখতে

সে সব দুঃথথর দিন গিয়ে আজ স্বর্ণপ্রভার জীবনে এব: স্বর্ণযুগ এসেছে। স্বামী আর ছেলেরা দু शাভে রোজগার করছে। たিনি নিজে গোপনে বন্ধকী কারবার করহছেন। তাঁর ময়ালাব বৃঝকে রাজেনবাবুর দেরী হয় না।

কিন্তু রাজেনবাবু এখনো সৃনয়নীর মার্নসিকতা অর্জন করতত পারেনননি অকস্शার পরিবর্তনে মানুষের মনের পরিবর্তন হওয়াটা স্বাভাবিক। কিত্ডু তার মধ্যে একটা বিবৃণিভ আছে। অতীত্রেক বিস্মৃত হভয়া বা ভবিষ্যতের চিন্তা না করাটাই মানুষের স্বভাব। তার চিষ্তা শুধু বর্তমান নিয়ে। কিন্তু রাজেনবাবু সব সময়েই এরকম অবিমৃষ্যকারিতা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখভ্ত ঢান। অকৃত্জত তাঁর স্বভাবে নেই। তিনি জেদী, আষ্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ বলেই আজ ছ্তটকো বড়়োকের মতো ভাবর্গি করতে লজ্জা পান।

স্বর্ণপ্রভার প্রস্তাবে রাজেনবাবু সায় দিলেন না। গন্টীর মুখ করে বললেন, যা স্থির করার আমিই করব। তোমার অর এ নিয়ে মাথা ঘামান্নার দরকার নেই। সম্বন্ধটা ভেঙে যাচ্ছেই। কিন্ত্বে সেটা আমদের তরফ থেকে ফ心য়া উচিভ নয়। কেন নয় সেটা তুমি বুঝবে না।

ছেলেকে তো কিছু বলবে সে ও-বাড়িতে যায়-আসে এটা আমার পছন্দ নয়। আবার একটা কানাকানি খুরু হবে।

আচ্ছা, সেটা ভেবে দেখ্ছ ।
রাজেনবাবু তাঁর ঘরে এসে ইজিচেয়ারে বসে নিঃশব্দে তামাক খেতে লাগলেন । বাইরে গ্রীশ্মের খা খাঁ দূপুরে একটা ঘুঘু ডাকছিল। চালের টিনে পাত খসার শব্দ। পায়রার গাঢ় বকবকনম স্বর একআধবার শোনা গেল । রাজেনবাবু নিজের বর্তমান বৈষয়িক সম্পন্নতাটা খুব টের পান । কিন্ত্ত ভাবেন, আমার মনে কোনো ইীনতা জন্ম নিচ্ছে না ! কোনো দেমাকী ভাব! আমি মানুষকে যথাযথ মৃল্য দিতে পারছি তো! যথেষ্ট বিনয়ী আছি কি এখনো ?

ভাবতে ভাবতে তিনি চোখ বুজলেন। একট্ তন্দ্রা এল।

কুঞ্জবনে আজ ধানীরঙের রোদ এক সুন্দর আবহ রচনা করেছে। ভারী নির্জন। ভারী

नির্ররবিলি । রোদের আলপনা আর আককিবুঁকি ছড়িয়ে আছে সবুজ ঘাসে । গ্রীঙ্মের প্রথরতায় বিবর্ণ গাছপালা কালবৈশাখীর ঝাপটায় আাবার সত্জে।

ক.ছার ঘরের আড়াল থেকে লতানে গাছে আচ্ছন্ন একটি ঋড়িপথ বেয়ে কুঞ্জবনে ঢুকল চপলা । তার হাতে ধরা বিশাখার লাজুক হাত।

বিশাখা একটা ঝাপটা দিয়ে বলল, আঃ, ছাড়ো না।
না, ত্রুই পালাবি।
পালাবো কেন ? বাঘ না ভালুক
তার চেয়েও সাঙ্যাতিক । বিয়ে হলে বুঝবি বরের চেয়ে সাঙ্যাতিক জস্তু আর নেই।
হলে তো!
হভয়াচ্ছি, পালাবি কোথায়!
ছাড়ো বউদি, পায়ে পড়ি।
ভ্মেম গরজ তো দেখছি না ছাড়া পাওয়ার। আয় বলছি।
ত্তেমার মাথায় কেন্নো আছে বউদি। আজ সক্ধেবেলায় তো জলসা হচ্ছেই।
জলসায় কী ক্থা হয় রে বোকা কথার জনা জলসা নয় ।
দেখা করে লাভ কি
यদি এল ও ভ ই হয়ে যায় ?
যাঃ ।
দৃজনে কৃঞ্জবনে এসে চারদিক:টা ত্রাকিয়ে দেখল। চপলা একটটা বেগুনী রঙের ছোতো ফুল ছিড়েে খ氏াঁায় ञুজে ঘোমটাটা আবার ত্রেলে দিয়ে বলল, এ জায়গাটা যে এত সুন্দর জানা ছিল না ! কেনন সুন্দর বল তো !

এটা তো বাজে জায়গা। সুন্দর আবার কী ? জঈল, আগাছা, বিছুটিবন ।
ন্তের চোখ নেই।
তা হয়তো নেই।
ঠিকই নেই ত্রোর জন্য আমার ভাবনা হয় । এ জায়গাটা সুন্দর কেন জানিস ! সাজানো নয় বালে।

ন্ডিমি কলকাতায় থাকো বলে গাছপালা দেখলেই ভাল লাগে ! আমাদের তো তা নয় । গাছপালা দেখভে দেখতে চোখ পচে গেছে ।

ত্তোর চোখ পচে গেছে, মন পচে গেছে, হ্रদয় বলে কিছু নেই।
તরশ তো বেশ। পচে গেছে তো গেছে ।
আয় এখানে বসি।
জমা ! জই ভাঙা গাড়ির পাদানীতে !
ত্তে কী! বেশ পরিষ্ষার ক্তে!
বিশাখা একটু হাসল । ভারী সুন্দর দেখাল তাকে । আজ তাকে একট্ সাজিয়েছে চপলা । চমৎকার একটা বুটিদার নীল বেন্ারসী তার পরনে । বাজ্রতে অনস্ত, কबিতে বানা আর চৃড়ি, গলায় মোটা একটা মটরদানা হার । চুল ফাঁপিয়ে আচড়ানো । কিষ্ডু সাজগোজ বড় কথা নয় । বিশাখা সাজগোজকে উপেক্ষ করেই নার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিকিরণ করছে।

দুজনে ভাঙা গাড়ির পাদানীতে বসে निচुস্বরে কথ্থা বলতে লাগল।
চপলা জিজ্ঞেস করল, ভয় করছে না ত্তে রে ?
বিশাখা মাথা নেড়ে বলল, না । তবে ত্তেমার এন্টা করার দরকার ছিল না। বাবা শুনলে ২৪২

তোমার ওপর চটে যাবে।
সে আমি বুঝব। তোর কেমন লাগছে বল!
কিছুই লাগছে না।
বুক কौপছে না
না তো
ठেঁট তকিয়ে যাচ্ছে না ?
একটটু๔ না, এই দেখ না ঠৌঁট।
উঃ, তুই পাষাণী বটে। তোর কিছু হচ্ছে না, কিস্ডু আমারই তো বুকু কौপছে।
দেখো আবার, তুমিই শচীনের প্রেমে মজে যেও না।
দূর মুখপুড়ী, বলে একটা চিমটি কাটে চপলা।
উঃ: ভীষণ লেগেছে কিন্তু ।
তোর কিছু হচ্ছে না কেন ?
হরেই বা কেন
পুরুষমানুষকে লজ্জা হয় না তোর
তা হয়। কিন্টু পুরুষমানুষকেই হয়। শচীনকে নয়।
তার মানে কি শচীন পুরুষ নয় ?
তা বলিনি।
তাই বলোছিস। কেন রে, সে কি মেয়েমনুষের মরো ?
বিশাখা মাথা নীচু করে একটু ভাবল। তারপর বলল, বঙ্ড হিসেবী, নরমসরম।
সেটা কি খারাপ ?
পুরুষের স্বভাব হবে দামাল।
তুই কাউকে দেখ্থেছিস ওরকম ? সত্তি কথা বল তো, কাউকে পছন্দ ?
ना, তা নয়।
আমার মনে হয়, তুই একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে রেখেছিস মনে মনে । ভয়ে বা লজ্জ্রায় বলছিস ना।

বিশাখা তার জেদী মুখ নভ করে রইলো।
চপলা নীচু হয়ে উকক মেরে মুখটা দেখার চেষ্টা করে বলল, লুকোচ্ছিস না তো!
বিশাখা মাথা নেড়ে বলল, না।
ঠিক সেই সময় গরম দু ফোঁটা জল পড়ল বিশাখার হাঁটুতে রাখা চপলার হাতে। চপলা চমকে উঠে বলল, কাঁদছিস ? ఆমা ! কেন রে!

বিশাখা জবাব দিল না। গোঁজ হয়ে রইল।
চপলা বিশাখার কাঁধে হাত রেখে একটু কাছে টেনে নিয়ে বলল, চোথ মুচে নে । শচীন দেখলে को ভাববে?

আমি চলে যাই বউদি ? বড় কাতর শোনাল বিশাখার গলার স্বর।
চलে याবি ? आমি শচীনকে তাহলে को বলব ?
যা হয় একটা কিছু বলো।
তা इয় না। বোস তুই তো বল্ললি বাঘ ভালুক নয়, তবে যাবি কেন ?
সব কथा বোঝানো যায় না। आমি অত কथा জানি না।
আচমকাই শচौनকে দেখতে পেল চপলা। মন্দিরের দিকটায় একটা ভাঙা বাড়ির স্তুপ আর আগাছার হাঁঁুভর জঙ্গল পার হয়ে আসছে। পরনে কাঁচি ধুতি, গরদের পাঝ্জাবি। ভারী সুন্দর

দেখাচ্ছে ।
আসুন । বলে চপলা উঠে দাঁড়ায় ।
শচীন এক ঝলক বিশাখার দিকে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে থমথমে মুথে বলে, আপনি খুবই দুःসাহসী ।

চপলা মৃদু স্বরে বলে, আপনিও কম নন।
শচীন মাথা নেড়ে বলে, এ জায়গায় ডেকে আপনি ঠিক কাজ করেননি। ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যাবে।

হোক না ।
নi বউঠান, এটা কলকাতা নয় । জানাজানি হলে সকলেরই অসুবিধে, বিশেষ করে বিশাখার ।
निজের নাম শচীনের মুখে শুনে বিশাখা একবার চোখ তৃলেই নামিয়ে নিল ।
চপলা মুখ টিপে একটু হেসে বলল, কিস্তু আপনি তো এসেছেন । না এসে তো পারেননি ।
এলাম । বলে শচীন একটু উদাসভাবে ওপরের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর হতাশার ভঙ্গিতে মাথাটা একটু নেড়ে বলে, কয়েকটা কথা বলতে আসা ।

की কथा ?
এ বিয়ে যে হবে না সেটা আপনি ধরে নিতে পারেন ।
रবে না ?
না। কিছুতেই না।
আপনার বাড়ির কোনো অমত আছে ?
অমত ছিল না । কিন্তু বিশাখার মনোভাব জানাজানি হওয়ার পর অমত হয়েছে।
চপলা হঠাৎ ভারী বিষঞ্ন হয়ে গেল। বলল, ইস ? আমাদের দুর্ভাগ্য।
না । দুর্ভাগ্য কেন্ন বিশাখা তো এই বিয়ে চায়নি ।
ও কী চায় তা ও নিজেই জানে না। বলে চপলা বিশাখার দিকে তাকাল।
বিশাখা অনড় এক পুতুলের মতো যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইইল ।
শচীন বলল, সেটা আপনি আর বিশাখা বুঝবেন ।
শুনুন শচীনবাবু, আপনি নিজে যদি বিশাখার সঙ্গে একটু কথা বলেেন, তাহলে বোধহয় ওর একটা ভুল ধারণা কেটে যাবে ।

শচীন একটু হাসল । তারপর ধীর স্বরে বলল, ওকে তো আমি এইটুকু বেলা থেকে দেথছি। কথ্থাও বলেছি অনেক। নতুন করে কী আর বলার আছে বলুন। ও বড় হওয়ার পর ত্তো বলেননি!

বলার দরকারও দেখছি না ।
চপলা হঠাৎ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, আপনার কিষ্তু বেশ অহংকার ।
শচীন বিষঞ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বলল, তা নয় । অহংকার থাকলে একটি মেয়ে প্রতাাখ্যান করেছে জেনেও আজ এখানে আসতাম না। অহংকার নয় বউঠান। বরং আற্মগ্গানি।

ওর বয়স কম । একটু তো বিবেচনা করবেন।
আপনারা ধরে বেঁধে ওপর ওপর অযথা একটা অত্যাচার করে যাচ্ছেন বউঠান। হেমবাবু করেছেন, মনুদি করেছেন, এখন আপনিও করছেন । আমি বলি কি, বেচারাকে ছেড়ে দিন । বেচারা এত লোকের মতামতের চাপে পড়ে দিশাহারা হয়ে যাচ্ছে।

চপলার মুখে কথা জোগাল না । সে একটা দীর্ঘশ্মাস ফেলল । তারপর বলল, চলুন, তাহলে ঘরে গিয়ে বসি ।

চলুন । ঘর বরং ভাল । অনেক সেফ । এই সব বাগান-টাগানে দেখা সাক্ষাৎ করা ঠিক নয় । বিশাখা উঠঁল না। বসে রইল।
চপলা বলল, আয়।
তোমরা যাও। আমি একটু পরে আসছি।
ওমা ? জলসা আছে যে একটু পরেই।
যাও না। বিশাখা বিরক্তির গলায় বলে, আমি ঠিক আসব।
চপলা আর শচীন পাশাপাশি হেঁটে ভিতর বাড়ির দিকে চলে গেল । বিশাখা বিষাক্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাদের গমনপথের দিকে।

বিশাখার শ্বাস ক্রমশ প্রলয়ংকর এবং উষ্ণ হয়ে উঠল । ভিতরে এক তীব্র জ্বালা । সে টের পায় । সে অনেক কিছু টের পায়।

দাঁতে দাঁত পিষে বিশাখা বলল, তলে তলে মকরধ্বজ ! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা ।

## ॥ 8々 ॥

রেমি যে মারা যাচ্ছে সে বিষয়ে বোষহয় কোনো সন্দেহই নেই । ধ্রুবর সমস্ত শরীরটা ভয়ে ঠাণ্ডা মেরে আসছিল।

একটু দূরে একা এবং আলাদা হয়ে জয়ষ্ত নারসিং হোমের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল । ছেলেটার প্রতি একসময়ে যে রাগ আর বিদ্বেষ ছিল ধ্রুবর এখন তা নেই। এখন সেকারো ওপরেই তেমন রাগ করতে পারে না । দিন দিন সে কি অবোধ হয়ে যাচ্ছে ? ক্যালাস ? হারিয়ে यাচ্ছে আய্মমর্যাদাজ্ঞান ?

নিজ্জের সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধাষ্তে আসা সষ্তব হচ্ছিল না তার পক্ষে । শোক নয়, বিরহ নয়, রেমির আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে তার বড় ভয় করছে। রেমি বেঁচে থাকলে কি ভাল ? সে ঠিক করতে পারছে না।

সে গিয়ে জয়ষ্তর পাশে দাঁড়ায় । জয়ষ্ত সিগারেট খাচ্ছে, প্রকাশ্যেই । ধ্রুব যতদূর জানে, জয়ষ্ত সিগারেট খায় না। এখন খাচ্ছে সষ্টবত ভিতরকার উদ্বেগ উৎকঠাকে সামাল দেওয়ার জন্যই। একবার খ্রুবর দিকে একটু তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল । ঘৃণায় ? ভয়ে ? কে জানে ! কিষ্ঠু ఆই তাকানোটা বুলেটের মতো বিষল ধ্রুবর শরীরে ।

খ্রুব খুব বোকার মতো প্রঙ্ন করল, রেমির কোনো খবর আছে।
খুব খারাপ।
কতটা খারাপ ?
যতটা খারাপ হওয়া যায় ।
একেবারেই হোপলেস ?
ডাক্তাররা সেরকম বলে না। কিষ্তু আমি জানি।
ধ্রুব তার লম্বা চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, অপারেশন তো এখনো হয়নি। হলে যদি ব্রেচে যায় !

দিদির বেঁচে থাকা কি আপনি চান ?
ধ্রুব একथায় রাগ করল না । মাথাটা বড্ড গোলমেনে। বলন, বাঃ, চাইব না, কী বলছ!
দিদি চায় না।
কি চায় না ?
দিদি বেঁচে থাকতে চায় না।

বাজে কথা। বেঁচে থাকতে চাইবে না কেন্ন
আমি জানি। আর্পনিজ চান না।




ধ্রুব তেমন স্মার্টনেস বোধ করছে না। একথায় মিইয়ে গিয়ে বলল, বিকেেলে একটু খেয়েছছলাম। জাস্ট টু সেলিভ্রেট। তখন রেমির অবস্থা খারাপ ছিন না।

জয়ন্ত ঠাণ্া অথচ বিষাক্ত একরকম গলায় বলল, আপনি কি এ থবর রাখেন যে, দিদির লেবার পেন উర্ঠেছিল তিন দিন আগে ? মেমব্রেন ষারস্ট করায় সমস্ত ফ্লুইড বেরিয়ে যায় তিনদিন আগেই। ট্রাক শুকিংয়ে যাওয়ায় ডাক্তার ফরসেপ দিয়ে টেনে বাচ্চাটাকে বের করেছে। দিদির শরীরে কীরকম ইনজুরি হয়েছে আমরা জানি না । কিন্তু এটুক্ জানি, বাচ্চাটাকে জন্ম দেওয়ার পর থেকেই দিদি বেঁচে থাকার লড়াইটা আর লড়হে না । ডেলিভারার পর দিদি ডাক্তারকে বলোছিল, আমার য! হয়হোক, বাচ্চাটাকে আপনারা বাঁচিয়ে রাখবেন। বাচ্চাটার বেঁচে থাকা ভীষণ দরকার।

না, आমি অত সব জানি না।
সেইরকম বিষাক্ত হেসেই জয়ন্ত বনে, তা জানার কথাঙ আপনার নয়। আপনি কোনোদিনই দিদির জন্য পরোয়া করেন্ননি। আমরা শুন্নেছ, কিছুকাল আগে আপনি দিদির একটা আ্যবোরশনও করিয়েছিলেন, যেোর কোনো দরকার ছিল না। এইসব করে আপনি দিদির শরীর নষ্ট করেছেন, মন ভেঙে দিয়েছেন। অথচ সে থবরটা আপনার জানা ছিল না।

বিরক্ত ধ্রুব বলল, এসব কথা বলার অনেক সময় পাবে জয়। আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না। কিষ্তু এখন-

এখনটা তো তখনকারই পরিণতি । আমার দিদি বিয়ের পরই মরে গিয়েছিল কিংবা তখন থেকেই তার মৃত্যু ওুরু হয়েছিন। আজ তুধু শী উইন বি টারমিনেটেড । তার বেশী কিছু নয়। ভাবছেন কেন ? খুব বেশী উতলা বোধ করলে আরো কয়েক পেগ চাপিয়ে নেবেন । খুব নরমাল হয়ে যাবেন তাহলে।

ধ্রুব টের পাচ্ছে তার ভিতরে একটা আগুন নিবে গেছে। কিছূতেই সে উত্তপ্ত হতে পারছে না। হাজির জবাবের জন্য তার যথেষ্ট থ্যাতি ছিল, সে ঠৌটকাটাও বটে কিষ্তু কিছুতেই মুথে কথা আসছে ना। কিষ্তু कী निবে গেল ? কিসের আগুন ? এমন সেঁতিয়ে আছে কেন ভিতরটা ?

একথা ঠিক যে. সে দায়িত্বশীল স্বামী নয়, বাপের সুযোগ্য পুত্র নয়, তার ষ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে জামই হিসেবে পেয়ে খুব গৌরবাষ্বিত বোধ করে না। এ সবই ঠিক কথা । কিষ্তু খ্রুবও তো দুনিয়ার মানুষকে একটা কিছু বোঝাতে চাইছে। তারও তো একটা বার্ত আছে দুনিয়াভর গাড়লদের প্রতি। গিদধড়রা সেটা বুঝতে চাইছে না কেন ?

ધ্রুব इঠাৎ টান টান সোজা হয়ে ভিতরকার নিবষ্ত আগুনে কিছু রাগের বাতাস লাগিয়ে জয়ান্তকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা আমার কাছে কী একসপেকট করেছিলে?

সেটা জেনে আপনার কী হবে ? आপনার ভিতর সেটা নেই।
আমার মধ্যে অনেক কিছুই নেই। কিষ্ঠু তোমরা কোনটা চেয়েছিলে সেটা একটু জেনে রাখি।
যেটা নেই সেটার কথা বলে লাভ কী? যেটা আছে সেটার কথা বরং বলুন।
সেটা কী?
আপনারা এত অহংকারী কেন ?
आমি অহংকারী ? কে বলन ?
বলার দরকার হয় না। আপনাদের চালচলনে সেটা অত্যা্ত প্রকট।

বাজ্জ কথা ।
আপনার বাবা একট্ আগে বলেলেছেন, নিজেদের রোক ছাড়া আর কারো রক্ত দিদিকে দ্রওয়া
 ぞ.

ধ্রীব একটটু ফাঁক আওয়াজ করে হাসল, ওঃ, বাবার কथা ছেড়ে দাও।
আপনার পক্ষে ক্থাঢা বলা সোজা, কিন্তু আমার পক্কে ব্যাপারটা হজম করা শক্ত। আমি দিদির ভাই হয়েভ তকে রক্ত দিতে পারব না জাস্ট একটা প্রিমিটিভ ক্ল্যানিশ হুলিগানের সেটা পছন্দ নয় বলে। এढা অহংকার নয় ?

ধ্রুব চোখ গোল করে সপ্রশংস চোথে জয়ষ্তর দিকে চেয়ে বলল, বাঃ, দিব্য বলেছো তো ! এ কথাঙলো এতকাল আমার মাথায় আসেনি কেন সেটাই ভাবছি। কী কী বললে যেন ! প্রিমিটিভ, ক্লুর্যানশ হুলিগান ? না বাঃ

কথথাগেলো আমি আপনাদের পুরো পরিবারের সামনেই বলত় পারি, এমন কি আপনার বাবার মুখের জপরেও।

আমি জানি, ইউ আর এ করেজিয়াস বয়। বুদ্ধিমানও।
आমি কিন্তু ইয়ার্কে করাছি না।
आমিও কর্রাছ না। কিষ্তু একটু একটু ঝগড়া হয়ে যাচ্ছে।
হলে হচ্ছে।
কিন্তু ভাল হচ্ছে না জয়। তোমার দিদির এই অবস্থায় আমরা ঝগড়া করতে পারি কি ?
দিদির এই অবস্থা বলেই আমি চুপ করে থাকতে পারাছি না।
এশ্ষিন একটা শো-ডাউন চাও
यদি বলি চাই?
তাহলে তোমার কাজটা সহজ করে দিতে পার।
को ভাবে ?
তোমার কাছে কোনো অন্ব্রশস্ত্ আছে ? পেনসিলকাটা ছুরি হলেও চলবে।
নেই।
ঠিক আছে। ওই যে সামনে একটা মন্ত অ্যাপাঁ্টমেন্ট হাউস তৈরি হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে ?
পাচ্চি। তাতে কি ?
চলো দুজনে ওখানে যাই।
তারপর ?
ওখানে আমি তোমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকব আর ডূমি এষটা পাধর বা আষ্ত ইঁট या পাবে খুঁজে নিয়ে আমার মাথায় মারো। কোনো সাকী থাকবে না।

হঠাৎ আপনি এত উদার হয়ে গেলেন যে!
आমি আজকাল তখু একটা কথাই ভাবি, যুদ্ধ নয়, শাভ্তি।
মাতান অবস্ছায় না হনে প্রד্তাবটা ভেবে সেখতাম। কিষ্ডু आপনি তো নরমান নন।
সুতরাং আবার ঝগড়া ?
ঝগড়া করতে চাইছি না । আপনি আপনার পরিবারের কাছে যান । আমাকে একাঁু একা थাকতে मिन ।

আমিও একা। ওরা আমার তেমন কেউ নয়।
পেটরোল পামপের দিক থেকে একজন অতি সুপুরুষ যুবা এগিয়ে এন। তাকে কনকাতার

অর্ধ́ক লোক চেনে । রাজা ব্যানার্রজি । দুর্দাত রবীন্দ্রসংগীত গায়ক । তাছাড়া কয়েকটা ফিলত্শ心 নেমেছে ।

কখন এলে ধ্রূবদা
এই তো । কি খবর রে
রাজার মুথে গভীর বিষাদ ঞ শ্যাক থমকে আছে। ছাইরঙা প্যান্ট, দুধসাদা হাওয়াই শাট্ট ছড়। গায়ে কিছ্জু নেই। এই পোশাক এবং শ্রেকের ছাপ সত্বেণ তাকে অসম্ভব সুন্দর দের্থাচ্ছেল। খুব স্বাভাবিক কারণেই তকে র্ডড়য়ে রোমর নামে একটা রটনা ঙুরু হর্য়োছিল। ত বলে রাজার ওপর কেনো রাগ বা अভিমান নেই ধ্রুবর। জীবনের খেলায় নিয়মকানুন অন্যরকম। কভ ফাউল, ক心 সেমসাইড হয়, রেফারি চোখ বুজে থাকে।

রাজা তাদের কাছাকাছ্ এসে চৃপটি করে দাঁড়ি়়ে রইল, যেন কী করবে তা ভেবে স্থির করভে পারছিল না। ধ্রুবর প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না।

রাজার দিকে সাপের চোখের মতো একজোড়া কুটিল ও হিংস্র চোথ চেয়ে ছিল। সে চোখ জয়ন্তর। কিন্তু রাজা ওকে লক্ষ করল না।

অনেকক্ষণ বাদে রাজা इঠাe জিজ্ঞেস করলল, कী হবে ? आঁ!
কাকে. জিজ্ঞেস করল তা ঠিক বোঝা গেল না । বোধহয় কাউকেই নয় । তার বুকের ভিতর থেকে. প্রশ্নটা শ্বাসবায়ুর সঙ্গে বেরিয়ে এসে বিপুল পৃথিবীর আরো নানা শব্দের সঙ্গে মিশে গেল ।

লবিতে তখন প্রাক্তন মন্ত্রীকে ঘিরে অনেক লোক।.কৃষ্ণকাষ্ত একটা বড়ি খেয়েছেন । বুকে একটা বাথা হচ্ছেই।

কে যেন আবার একবার মোলায়েম গলায় বলল, আপনি চলে যান না। গিয়ে বিশ্রাম নিন। আমরা তো রয়েছি।

কৃষ্ণকান্ত গর্জে উঠলেন না । তবে সেই অবিমৃষ্যকারীর দিকে চেয়ে বললেন, তৃমি কি জানো যে, আমি দ্বিতীয়বার মাত়হারা হতে চলেছি ? এ সময়ে কোনো ছেলে বাড়ি ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিত্ত পারে ? বিশ্রাম জিনিসটা কি ওুধু শরীরের বাাপার ? মন যেখানে চঞ্ঞল র্অস্থির সেখানে শরীরের কি কোনো বিশ্রাম আছে ?

अবিমৃষ্যকারীটি গা-ঢাকা দিল।
প্রতি দশ পনেরো মিনিট অন্তর ও টি থেকে কেউ না কেউ এসে খবর দিয়ে যাচ্ছে।
খুব আশাপ্রদ খবর নয়। রক্তচাপ ক্ষীণ, স্রাব সাংঘাতিক, চেতনা প্রায় নেই। তবে আশা তো ছাড়া যায় না।

সাত আটজন ইত্মধ্যেই রক্ত দিতে তৈরি হয়েছে। কৃষ্ণকান্ত বলেছেন ত়িনিও দেবেন । ডাক্তার বনেছে অত রক্তের দরকার নেই। গ্রুপ মিলিয়ে তিনজনের কাছ থেকে রক্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। आপাতত যথ্থে।

ও টি-র দরজা কিচুুুণের জন্য আঁট করে বন্ধ করা হবে। সারজ্জেন তৈরি, অষ্ঞা করার বিশেষఱ্ঞ তৈরি, নার্সরা তৈরি।

কৃষ্ণকাষ্ত হাহাকারের মডো একটা দীর্घ্যাস ছেড়ে বনলেন, ఆই হনুমানটা আসেনি ? সেটা কই ?
জগা বলল, এসেছে। বাইরে আছে।
এথানে ডেকে আন। আমি Bকে কয়েকটা কथা জিজ্ঞেস করব।
জগা একটু দ্বিধা করল। কর্তাবাবুর কथার অমান্য চনে না। তবু সে অকটু অপেমা করে কৃষ্ণকাষ্তর কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে কিছু বলन।

কৃষ্ণকান্ত বিবশ হয়ে সু সামনের দিকে চেয়ে রইলেন।
না, এরা কেউ চায় না তো তাকে।

চাইলে সে এই পৃথিবীতে থেকে যেরে পারত আরো বহৃদিন। ওই যে রক্তমালসের ছোট্ট একটা
 ওকে বড় করত রেমি । বুকের ওম দিঢ্রে, চুমু দিত্যে, ঢোথের দৃষ্টিতে বার বার লেহন করে, দশ গাতে ঘিরে ধরে বড় করে তুলত আఁ্ঠে আc্ঠে। নিজের সবটুকু আয়ু কি শেষ হয়ে গেল ওকক পৃথিবীতে आনतত ?

না ত নয়। जার বাচ্চাটাকে যেন অপয়া না ভাবে কেউ। বড় নিষ্যাপ, কৃসুমকেমল ও জানেনা তে পৃথিবীর পাপ-পুণা ভানমন্দের কথা। ও ওর মাকে মারেনি। যারা মেরেছে তারা মুখোশ এঁটে চিরকাল বহাল থাকবে প্থিবীতে।
 ওগো তোমরা শোেো। ডাক্তর বদ্যি নয়, ওষুধ নয়, অপারেশন নয়, রক্ত নয়, ওখু কেউ একঘ় চাইলেই আমি बেঁচে থাকতে পারতাম। Өধূ মনপ্রাণ দিয়ে, ভানবাসা দিয়ে यদি কেঊ চাইত, রেমি बেঁচ थाক।

না, ভুল হচ্ছে রেমির। একথা ঢো ঠিক নয় শে, কেউই তর রেঁচে থাক চায়নি। চেয্যেছিন কেড় কেউ। তবে তাদের চাওয়ার ভান ছিল অনা রকম। রেমি চেক্যেছিল একজন, মাত্র একজন তাকে চাক।

शায়, সে না চইইলে রেমি बেঁচে থাকে कী করে ?
রেমির ঢোখ থেকে মাবে মাবে আলো মুছ্ছ যাচ্ছে। আবার অপ্ধকার কেটে ফৃটে উঠাছ থোপা


তারপর তারা বেরোলো ধ্রুবকে খঁজতত।
 বেশ কয়েরকদিন সে ঘর থেকে আদপ্পই বেরোয় নি।
কৃষ্ণকান্ত দিষ্লি থেকে জরুরি ডাক পেয়ে চলে গেছেন। কাজেই কাউকে কিছু না জানালেও চলে। তবু লতুর জনা একটা চিরবুট রেথে গেল। লড় কেথথয় গেছে, কথন ফির্রেে তার কোনো ঠিক নেই। মেয়েটে বাড়িতে খুব কম সময়ই থাকে। यদি ঝেরে এর মধ্যে তবে চিরকুট পারে। বাড়ি आগলান্নের কোনো লোক রইল না। তার অবশ্য দরকারও নেই। বনমাनী আছে, জগার ছোল আছ, তারা বুক"দিয়ে আগলে রাথবে বাড়ি। এরা মাইনে করা কজের লোক বটে কিষুু আশ্̣ীয়ের
 কাজটট খুব ভালই পাবেন । তাঁর সম্মোহন যে কচ সাঙ্খাত্ক তা কি রেমিও হাড়ে হাড়ে টের পায়

 ট্যাকসি ধরো না! उই ハো ট্যাকসি।

আরে দূর। বড়লোকি বাপারে আমি নেই।
বেশ তো ছেলে তুমি ! বড়লোকি ব্যাপার আবার কী ! আমি বাপু ঢাকর ঢাকর করে ট্রামে বালে য়েে পারব না।
বউদি, খুব কিষ্ুু রেলা হয়েছে তোমার!
अमा! সে आবार की !
ক'দিন আগেও মিডনক্লাস ছিলে। বিट্যের পর আপার ক্লাস মেনটালিটি এসে গেছে। অত ট্যাকসি ট্যাকসি কর কেন ? কলককতর বাস-দ্র্রাম মানুষই यায়, গরু তেড়া নয়। চলো। आহা, এখन অত আামেলা ভাল লাগে। তোমার দাদার খবর এনেছে, এসময়ে টাইম ওয়েস্ট

করতে আছে?
কে বলল খবর এনেছি ?
তুমিই তো বললে!
পাকা খবর নয়। উড়ো খবর।
তাই না হয় হল। ট্যাকসি ধরো তো, ভাড়া আমি দেবো ।
রাজা মাথা নেড়ে বলল, মেয়েরা ভাড়া দেয় নাকি ? আমি রোজ্জগার কিছু কম করি ভেবেছো ? ভাড়া দেওয়ার ভয়ে বুঝি ট্যাকসি করছি না! তুমি একটা যাচ্ছেতাই।

আচ্ছা বাবা, ভাড়া তুমিই দিও । কিস্তু পায়ে পড়ি, ট্যাকসি নাও । না হয় চনো বাড়ি ফিরে গিয়ে গাড়িটা নিয়ে আসি।

দরকার নেই। ট্যাকসি নিচ্ছি। নাহলে তো কৃপণ ভাববে।
ভাবতাম। বौচালে।
ট্যাকসিতে উঠে রাজা কিছুক্ষণ কথা বলেনি। তারপর হঠাৎ বলল, ধ্রুবদার ব্যাপারে তুমি খুব ফ্রাস্ট্রেটেড জানি। কিন্তু এত্তটা নির্বিকার হয়ে গেছ তা জানতাম না।

নির্বিকার ! কই, না তো ! এই তো তোমার সঙ্গে তাকে খুজতে যাচ্ছি।
কিস্তু প্রথমে রেভে চাজনি। আমি জ্জোর করায় যাচ্ছো।
তা খানিকন্া বরে আসলে আমি গকে ভোমার চেয়ে বেশী চিনি কিনা ।
রাজা একটু চুপ করে থেকে বলল, কতটা চেনো তা জানি । কিষ্তু 丬্রুবদা আমাের সকলের চেয়ে অনেক বেশী ব্রিলিয়ান্ট । লেখাপড়ায় ভাল ছিন সেটা কোনো ফ্যাকটর নয় । কিষ্তু মানুষ হিসেবেও ধ্রুবদা নামবার ওয়ান । কেন এরকম হল বলো তো !

## II 8৩ ॥

অনাথ ডাক্তারের মেলা টাকা । ড্রাক্তারী করেও টাকা করেছে, পাটের চালান দিয়েও করেছে । টাকা রাখার জায়গা নেই । লক্ষ্মী যাঁকে বর দেন তাঁর দরজা দিয়ে পারতপক্ষে মা সরস্বতী হাঁটতে চান না । অনাথের ছেলেগুলো মানুষ হন না । তবে শহরের একজন মানাগণ্য লোক হিসেবে অনাথের একটা পরিচিতি আছে । বাড়ি, গাডড়ি, টাকন তার কিছুরই অভাব নেই।

হেমকাম্তর ঘোড়ার গাড়িটা কালীবাড়ির সামনে এসে থামল। নাতি-নাতনীরা এখানকার প্ঁড়া আর বালুসাই ভালবাসে । রোজই কিনন ন্নন হেমকাম্ত । আজভ চাকর প্পড়া আর বালুসাই কিন্নতে গেছছ। হেমকাম্ত গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, অনাথ ডাক্তাররর গাড়াট। উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে । অনাথের ড্রাইভার বনেট খুলে খুটখাট কী যেন করছে ।

এ শহরেে খুব বেশি লোকের মোটর গাড়ি নেই । যাদের আছে তাঁরা বেশ খাত্তির পায় । অনাতথর গাড়িটার রঙ কালো। চার দরজার সেভানবডি । কয়েক বছর আগে দু’ হাজার টাকায় কিনেছিল । মোরগের ডাক দিয়ে হর্ণ বাজে, ধুলো উড়িয়ে ঘরঘর করে চলে । বেশ লাগে জিনিসটা । মোটরগাড়ি এখনো হেমকান্তর কাছে একটা বিস্ময়, একটা রহস্য।

হেমকাস্ত দরজা খুলে নেমে পড়লেন $\mid$ পায়ে পায়ে গাড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁকে দেখে ড্রাইভার লোকটি তটস্থ হয়ে উঠল ।

সাধারণ মানুষেরা রাজা-জমিদার, উকিল-দারোগা দেখে ভয় পাবে, এটা স্বাভাবিক । হেমকাষ্ত এর মধ্যে কোনো অসঙত্রত দেখতে পান না । কিন্ত্রু আজ এই মুহুর্তে তাঁর মনে হল, এ লোকটা সামাজিক স্তরে তাঁর চেয়ে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু এ মোটরগাড়ির বিজ্ঞান জানে । তিনি তা জানেন না । সুতরাং অস্তত এ ব্যাপারে এ লোকটি তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ।

হেমকাষ্ত গাড়িটার দিকে মোহমুগ্ধ চোথে একটু চেয়ে ড্রাইভারকে বললেন, এ গাড়ি কিসের জোরে চলে বলো তো!

আজ্ঞে, পেটরল। লোকটা শশবাস্তে জবাব দেয়। ভারী বিনয়ের সজ্গে হাত কচলাতে থাকে।
खুধু পেটরল ?
আজ্ঞে আরো জিনিসপত্র লাগে।
আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবে ?
লোকটা বিগলিত হয়ে হেসে বলে, আজ্ঞে, দেখবেন ?
হেমকান্ত স্মিতহাস্যে বাচ্চা ছেলের মতো মুখ করে বনেট খোলা মোটরগাড়ির যষ্রপাতি দেখতে থাকেন।

অনেকদ্মণ ধরে সাগ্রহে তিনি পাঠ নেন। কোনোদিন যষ্র্র সম্পর্কে কিছুই শেখেননি তিনি। বুঝতে একটু অসুবিধা হয়। খুব যে ঠিকঠাক বুঝতে পারেন তাও নয়।

অনেকদ্মণ পর তিনি প্রশ্ন করেন, সবই বুমতে পারছি, কিষ্তু এর প্রাণটা কোথায় তা রহস্য রয়ে গেল ।

আজ্ঞে কর্ত, গাড়ির কি প্রাণ থাকে ?
থাকে না ! এই যে এত যষ্ণপাতি, কলকজ্জা, চাকা, ছইইল, আরো কত কী এ সবই তো জড়বস্তু । একটা কিছু ভিতরে স্পন্দন তোলে, জ্বলে, তবে নড়তে পারে গাড়ি, তাই নয় কি ?

লোকটা অত-শত জানে না। বিনয়ের সঙ্গে অবশ্প কথাটা মেনে নিয়ে বলল, সে তো ঠিক কथाই।

হেমকান্ত বললেন, একটা কিছু আছে । সেটা হয়তো আমাদের চোথে ধরা পড়ে না । এই যে আমাদের শরীর, এত শিরা-উপশিরা, এত স্নায়ু, পেশী, অস্থি, এসব তো কিছু নয় । একটা স্যূল প্রকাশ মাত্র । এর ভিতরে এক দাহিকাশক্তি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই এটা পচে না, জড়বস্তু হয়ে যায় না।

আজ্ঞে ঠিক কথা। সেই প্রাণটাই তো আজ্ঞে পেটরল।
হেমকান্ত মৃদু হেসে বলেন, পেটরন ইপ্ধন। প্রাণ হবে কেন ! যাকগে বাপু, তোমার খানিকটা সময় খামোখা নষ্ট করলাম। কিছু মনে কোরো না।

আজ্ঞে, কী যে বলেন। আমার সৌভাগ্য।
হেমকান্ত গাড়িতে এসে উঠলেন। একটু অনামনস্ক। মুথে একটা স্মিত হাসি।
বাড়ি ফিরতেই নাতি-নাতনী দু'জন এসে ধরল जাঁকে। আজকাল এদের সাঙ্গ তার বড় ভাব হয়ে গেছে। শিশুদের পছন্দ করলেও, তেমন মাখামাখি পছন্দ ছিল না তাঁর। বাচ্চারা নানা অড্ড়ত কাও করে, কাঁদে, বায়না ধরে । বিরক্তিকর। কনককাষ্তির ছেলেমেয়ে দুটো তার বাইরে নয় । কিন্তু তবু এদের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটানোর পর হেমকান্তর ভিতরে একটা উষর ভৃমিখণ্ড হঠাৎ উর্বর ও সেচ-নম্র হয়েছে । অবোধ শিশুও উর্বর ক্ষেত্র । ঠিকমজো কর্ষণ, সেচ ও বপন ঘটালে কী কাণ্ডই না করতে পারে বয়সকালে।

আজকাল নাতি-নাতনীরা তাঁর কোঁচানো ধুতির ভাঁজ নষ্ট করে, ময়লা হাতের ছাপ লাগায় পানজাবিতে। তার ওপর যখন তখন এসে হামলা করে, ধামসায়। হেমকান্ত রাগ করেন না। এক প্রাণ থেকে আর এক প্রাণের প্রদীপ জ্বলে ওঠাই তো বংশগতি। আমি রইলাম না, কিন্তু আমার প্রাণের অম্नান শিখা রয়ে গেল তো ! এইদিক দিয়ে ভেবে আজকাল তাঁর বিরক্তি কমে গেছে। নাতি-নাতনীদের হাতে পেঁড়া আর বালুসাইয়ের খौচাটা ধরিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন হেমকান্ত। বাইরের ঘরে এসে নিচ্চিষ্তে বসলেন।
আজ প্রাণতত্টের কথা ভাবা যেতে পারে।
সঙ্ধে হয়ে গেছে। চাকর বাতি দিয়ে গেছে ঘরে। মশার পনপন শব্ম উঠছে চারধারে।

মনের কথা বলতে গেবেই হেমকান্তর সচ্চিদানন্দর কথা মনে পড়ে। আজ যা ভাবলেন তা সচ্চিদানন্দকে জানানো দরকার। সচ্চিদানন্দ আর এক দফা গালাগাল দিয়ে চিঠি লিখবে। কিষ্তু সচ্চিদানন্দ জানে না, এসব চিঠি তাকে লেখা হলেও তার বিচার-বিবেচনা বা পরামর্শের জন্যই লেখেন না হেমকান্ত। শুধু একটা জায়গায় মনের কথা উজাড় করে দেন। সচ্চিদানন্দ বুফুক না বুঝুক হেমকান্ত খালাস হয়ে যান।

কালিতে কলম ডুবিয়ে একটু ভাবলেন হেমকান্ত।
ভাই সচ্চিদানন্দ, আশা করি আনন্দে আছো। তুমি আনন্দে থাকিবেই। কোনো কোনো লোক আছে, আনন্দের জন্য তাহাদের পরনির্ভরশীল ইইতে হয় না, উপকরণেরও বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তাহারা আনন্দের একটি অফুরান ভাণুার লইয়াই জন্মায়। তাহারা যেখানে যায় সেই জায়গাটিই যেন হাসিয়া উঠে। পৃথিবীতে জানী, গুণী, ধনী বা ত্যাগী যত মানুষ আছে তাহার মধ্যে আমি সর্বাপেক্মা অধিক ঈর্ষ করি এই সব মানুষতুলিকে। ভাই সৎ চিৎ ও আনন্দ, তুমিও আমার ঈর্ষাভাজন। কী কৌশলে তুমি ওকালতি করিয়া, কংগ্রেস করিয়া এবং পরিবার সামাল দিয়া সুদূর প্রবাসেও অখও আনন্দে ভাসিতেছ সে কৌশল আমার ইহজীবনে করায়ত্ত হইবে না। ঈপ্বর আমাকে অন্যরকম গড়িয়াছেন। বিমর্ষতা আমার যমজ ভাই। আর আনন্দ তোমার সহজাত কবচকুণুল।

তবে আজ বিমর্ষতার কথা তোমকে লিখিব না । আজ আনন্দের কথাই লিখিব। কালীবাড়ির সম্মুথে আজ অনাথ ডাক্তরের গাড়িটি বিকল হইয়া পড়িয়াছিল। অনাথকে বোধ করি ভুলিয়া যাও নাই। সহজে ভুলিবার কথাও নহে। তাহার ভগ্মী সুখদার প্রতি তোমার বিলক্ষণ দুর্বলতা ছিল। সেই পুরাতন ক্ষেে আজ একটু খেঁচা লাগিল কি ? লাগিলেও কতি নাই। যে আনন্দের পাইকারি কারবার লইয়া আছে তাহাকে কী ছাই করিবে শ্মৃতি ! পৃথিবীতে যাহারা আন্দ লইয়া থাকে তাহাদের শ্মৃতিকে উপেক্ষা করিতেই হয়। স্মৃতি-প্রধান হইলে আনন্দ মাটি হইয়া যায়। সুখদার স্মৃতি মনে পড়িলে তোমার পীড়া উপস্থিত ইইবে না জানি। তবু সুখদা নামটি যে তাহার কে রাখিয়াছিল তাহা বুঝিয়া পাই না। তুমি যেমন আনন্দময়, সুখদা বোধ করি তেমনই তমসাময়ী। এই কচি বয়সে বিধবা হইয়া ভাইয়ের বাড়িতে হাঁড়ি ঠেলিতেছে।

সে কথা যাক। আজ আনন্দের কথা লিখিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অনাথের গাড়িটা দেখিয়া আমি আজ লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই। যে সব শকট আপনিই চলে তাহাদের সম্পর্কে আমার কৌতূহল সীমাহীন। আমি যষ্ত্রবিদ নই বলিয়াই বোধহয় আগ্রহটা বেশি।

গাড়িটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। অনাথের ড্রাইভার তাহা মেরামত করিতেছে দেখিয়া আমি তাহার কাছে জানিতে চাহিলাম, গাড়ির প্রাণ কোনটা। কাহার জোরে গাড়ি চলে।

সে বেচারা সম্মুথে এক বিশিষ্ট মানুষ দেথিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়াছে । তদুপরি সে চালক মাত্র। সে ইম্ধন জানে, যষ্রবিদ্যা জানে, কিষ্ঠু প্রাণতত্ব্ তাহার জানা নাই। গাড়ি কেমন করিয়া চলে তাহা সে জানে, কিষ্তু কেন চলে তাহ জানিবে কী করিয়া ?

কিছুদ্মণ তাহার সহিত কথ্থ বনিয়া গাড়ির যস্ত্রপাতি ইম্ধন সবই বুঝিয়া লইলাম । একটা খৌঁয়াটে আন্দাজ মডো ইইল। গাড়ি কেমন করিয়া চলে তাহা তো একপ্রকার বোঝা গেল, কিষ্তু কেন চলে, এ প্রক্নে আবার অগাধ জলে।

ভাই সচ্চিদানন্দ, নরনারীর্র মিলনে মানুষ জন্মায় ইহা সর্বজনবিদিত। কিস্তু তবু ইহাও মানিতে হইবে মানুষ কখনো একটি মানুষকে তৈয়ারি করে না । সে জন্ম দেয় বটে, কিষ্তু কলাকৌশল তাহার शাতে নাই। সে মোটরগাড়ি বানাইতে পারে, মানুষ বানাইতে পারে না।

পারে না যে, তাহার কারণ আমদের অনধিগম্য, আমদের সাধ্যাতীত কিছ্ মনুষেের মধ্যে আছে। এমন কি মোটরগাড়ি বানাইলেও সেই গাড়ির প্রকৃত চালক কে তাহা মানুষের পক্ষে ব্যাখ্যা করা বড় সহজ হইবে না। অনাথের ড্রাইভার বঢ়জোর পেটরলের কথা বলিয়াছে, পণুতেরা তাহার অপেক্ষা

আর একটু আগাইয়া বলিবেন, দাহিকাশক্তি । কিত্তু আমি তবু প্রশ্ন করিতে থাকিব, ওই দাহিকাশক্তি কোথায় নিহিত ছিল, কী করিয়া আসিল ? ইন্ধন না ইইলে আগুন মরিয়া যায়। কিন্তু সেই আগুনই চকমকি, দেশলাই প্রভৃতি স্যূল বস্তুর মধ্যে নিহিত আছে কী করিয়া ? এই অপ্মি কোথা হইতে आসিল ? সেই রহস্যের সন্ধান यদি দিতে না পার তবে মোটরগাড়ি কী করিয়া চলে তাহার সঠিক উত্তর মোটরগাড়ির আবিষ্কর্তারও অঞ্ঞাত।

এই শরীরের কোথাও প্রাণকে খুঁজিয়া পাই না । তাহা কোথায় আছে ? মস্তিক্কে ? চক্ষুদ্বয়ে ? বক্ষদেশে ? খুঁজিয়া পাই না। কিস্তু সে আছেই। সে নহিলে এই শরীর জড়মাত্র।

এই ভাবিয়া বড় আনন্দ হইল। আমার ভয়, মানুষ অচিরে একদিন পৃথিবীর সব রহস্যের সমাধান করিয়া ফেলিবে। সব জানিয়া ফেলিলে আর সে বাঁচিবে কী লইয়া । সে যে তখন শ্রষ্ঠার সমকক্ষ ! এখনও তাহার অঙ্ঞত কিছু আছে, ইহাই ভরসা।

কেন ভরসা জিজ্ঞাসা করিবে কি ? তবে বলি, এই যে চারিদিককার পৃথিবী, এই যে মানুষেরা নিত্য জন্মাইতেছে, হদ্দমুদ্দ হইয়া বিষয়কর্মে ছুট্তিতে, নানা সুখ দুঃখ ভোগ ত্যাগ শেষ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মরিতেছে, ইহার কোনো অর্থ থুজিয়া পাও ? এই জীবনটা কি গোটাটাই অর্থহীন হইয়া যায় না, यদি না ইহার ভিতরে অস্তর্নিহিত প্রাণরহস্য থাকে ?

মোটরগাড়ি আজ আমাকে এই প্রাণরহস্যের সন্ধান দিল, এমন নহে। প্রক্নটি আমার ভিতর ছিলই। অনাথের অচল মোটরগাড়ি তাহাকে খোচাইয়া তুলিল মাত্র।

এদিককার অবস্থা তো সকলই জান। বিশাখা আমকে বড়ই হতাশ করিয়াছে। শচীনের মতো পাত্রকে তাহার পছন্দ হইল না। ওদিকে শচীনের জনা পাত্রী প্রায় স্থির। শ্রীকান্ত রায়ের মধ্যমা কন্যার সঙ্গে বিবাহের কথা প্রায় পাকা হইয়া গিয়াছছ। শচীনের দিক দিয়া ভালই হইবে। রায় মহাশয় দিবেন অনেক। উপর্্তু শচীনের ভগীীিকেও নিজ পুত্র জ্যোতিপ্রকাশের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। পাল্টি বিবাহ। শচীন সুখী হইলেই আমার মনের ভার লাঘব হইইে। আমি ছেলেটিকে বড় স্নেহ করি। স্নেহ পাইবার যোগ্যতাও তাহার বিলক্ষণ আছে। অন্য যোগ্যতার কথা ছাড়িয়া দিই। বিশাখা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করায় তাহার যে অপমান ইইয়াছে তাহা গায়ে না মাখিয়া সে আজও প্রতিদিন আসিয়া আমার এসটেটের কাজকর্ম দেখিতেছে। নানা সুপরামর্শ দিতেছে। এই অহংকারহীনতা বড় কম কথথ নহে।

মেয়েটিই আপাতত আমার দুশ্চিস্তার প্রধান কারণ। বয়স কম তো ইইল না। এখনো পাত্রস্থ করিতে পারিতেছি না । মা-মরা মেয়ে, মনে মনে হয়তো আমাকেই দোষারোপ করে। কিন্তু আমি কী করিব ? পৃথিবীর সকল ঘটনার হাল ধরিয়া তো আমি বসিয়া নাই।

গভীর ভালবাসা গ্রহণ কর। ঈপ্বর তোমাকে নিত্য আনন্দে রাখুন। তোমারই হেম।
চিঠিটা যখন মুড়ে রাখছেন তখনই রসময়ী ঘরে এল।
একটু চমকে ওঠেন হেমকান্ত। রঙময়ী আজকাল এত দूর তো আসে না।
को খবর মनू ?
রঙ্গময়ী একটু হাসল। কেমন দেখাল হসিখানা ? কান্নার মতো ?
কী হয়েছে মনু ? উদ্বিগ হেমকান্ত আবার জিজ্ভেস করেন।
কেন, তোমার কাছে কি এমনি আসতে নেই ?
जा তো বनिনি। হঠাৎ তো এরকম আসো না কখনো!
আজ এলাম একটা কথা বলতে।
की কथा ?
আমরা চলে গেলে কি তোমার এস্টেটের উপকার হয় ? আয়পয় বাড়ে!

সে কী কখ্থা! এ কथা কে বলেছ়ে ?
তোমকে জিজ্ঞেস করছছ । বলো না।
আমি তো এরকম ভাবে কখনো ভাবিনি।
রঙ্গময়ীর মুখটা আর একটু ভাল করে দেখলেন হেমকান্ত । মানুষ গভীরভাবে অপমানিত হলে ভিতরকার তাপে সে ঞুকিয়ে যায়, তাস্রাভ হয়ে ওঠে । রঙময়ীর মুখেচোখে সেইরকম একটা ভাব । চোখদুটোয় পাগলের চোখের মতো অস্বাভাবিক উজ্জ্ঘলতা ।

রঙ্গময়ী বলল, তুমম নিজে থেকে ভাবোনি, কিস্তু তোমার হয়ে অন্য কেউ হয়তো ভাবছে। তুমি তো সব খবর রাখো না।

কী হয়েছে একটু খুলে বলবে ?
আজ বিকেলে বাবাকে কাছারিবাড়ড়ে কনক ডেকে পাঠিয়েছিল ।
কেন্ন বলো তো ! হেমকাষ্তর বুক কাপতে থাকে । কন্নকের প্রস্তাব তিনি ভুলে যাননি । কিস্তু এথনো হেমকাষ্ত মতভ দেননি । কনক কক তাহলে বিনোদচন্দ্রকে বিদায় হতে বলেছে ? বলাটাই স্বাভাবিক।

হেমকাম্ত বললেন, ডেকে কিছু বলেছে বুঝি ?
খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছে । কিন্তু বলেছে । অন্যত্র আমাদের বাসের ব্যবস্থা করলে অসুবিধে হবে কি না । সঙ্গে এও বলেছে, এসটেটের অবস্থা খুব থারাপ, বাড়তি কর্মচারী পোষার সামর্থ্য নেই । হেমকাষ্ত অভিনয় করতে জানেন না । চুপ করে বুকের কাঁপুনি ভোগ করতে লাগলেন । রঙ্গয়ী কিছ্হুম্পণ বিহ্লল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল হেমকাষ্তর দিকে। ত্তারপর বলল, কনক যা বলেছে তা অन্যায় বা অন্যাय্য নয়।

হেমকাম্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কিস্তু আমি তো এই প্রস্তাবে মত দিইনি ।
তোমার কাছে তাহলে প্রস্তাব এসেছিল ?
হাঁ। । কনকই তুলেছিল কথাটা । ওরা তো আর তোমদের আসল মূল্য বোঝে না। সবাইকেই ওরা কর্মচারী হিসেবে দেখে। যুগের দোষ মনু। ওকে কমা করে দিও।

ক্ষমা করতে একটু আস্পর্ধা লাগে মেজো কর্তা । সেটা আমার নেই।
তোমার অধিকার কিছু কম নয় মনু । সুনয়নী বেঁচে থাকতে, আর তার মরার পর তুমি যা করেছো তা কি বিনোদচন্দের বেতনে শোধ হয় ?

ওসব কথা তুলছ কেন ? যে কিছু করে সে সবসময়ে সব করার মূল্য খ্খেঁজে না । তাছাড়া সে মূল্য দেবেই বা কেন কনক ?

কনককে তুমি খারাপ ভাবছ না তো মনু ?
রঙময়ী একটু কষ্টের সঙ্গে হাসল । মাথা নেড়ে বলল, কেউ আমকে অপমান করলেই তাকে चারাপ ভাবব আমি কি এত বোকা ? আমাকে তো এ বাড়িতে অনেক এঁটোকাঁটা খেয়ে বড় হতে হয়েছে, কই অপমান লাগেনি তো । তোমার ছেলে কনক যখন দুষভাত অর্ষেক ফেলে রেখে উঠে যেত তখন আমাকে ডেকে এনে খাওয়ানো হয়েছে কত দিন ।

आহা, আবার ওসব কथা কেন ? কনক কী বলল বলো তো!
বললাম তো ন্যাय্য কথাই বলেছে। বাবা অবশ্য থুব ক্মেপে গেছে। দিব্যি ঘন্টা নেড়ে দিন কাটছিল, এখন নডুন করে কাজ্রক্ম দেখতে হবে। দাদা তো এ বাড়ির ভরসায় লেখাপড়াটা পর্যষ্ত ভাল করে শেখেন । ভরসা জমিটুকু, সেটাও তোমরা দিয়েছিলে । এতজুলো পেট চলবে কিসে সেই ভেবে সকলের মাথা গরম ।

বললাম তো, ভোমাদের কোথাও যেতে হবে না।
তুমি বলছ ?

श゙। आাম ।
কিন্তু তুর্রু কে ?
তার মানে?
তুমি আজ यা বলছ তা ভাল ভেবে বলছ। কিষ্তু রোজ यদি তোমার ছেলে আর আষ্মীয়রা তোমাকে বোঝাতে থাকে যে, এই পুরুতটা নিতান্তই অকর্মার ধাড়ি, তাহলে জুমি৫ বুঝবে। বিশেষ করে কথথাটা তো মিথ্যেঙ নয়। বাবা তোমদের ঘাড়ে বসে একটা জন্ম খেয়ে গেল। কয়েকঘর যজ্ন্মন আए়, কিস্ডু তারাঙ হত্রারদ্র।

আর বোলো না মনু।
শुনたে চাও না ?
না। কনক যাই বলুক, জটা আমার কথা নয়। আজও নয়, কোনোদিনই নয়।
কেন্ন নয় ? यদি এসটটট থেকে অকর্মাদের বিসদয় করতেই হয় তবে সবার আগে আমাদেরই বিসেয় করা উচিঙ। আর র্যদি আমাদের রাথো তবে সবাইকেই রাখতে হবে। পারবে ?

তुমি की বলো ?
आমি কী বলব আমার মুখ দিয়ে এসব কথথ বেরোনো অন্যায়। তবু বলে ফেললাম ।
বেশ করেছ বলেছো এখন বলো আমি কী করব ?
আমদের জন্য তোমার আলাদা দরদ থাকা উচিত নয় ।
সেটা আমি বুঝব।
রকময়ী একটু হাসল। তারপর হঠাৎ বলল, আমি আজও কেন আমি জানো ?
কেন্ন থাকবে না ?
না থাকার अনেক কারণ ছিল। কিন্তু আছি কেন সেটা তোমার জানা দরকার।

## 1188 u

সেই একটা দিন কেটেছিল বটে রাজার সঙ্শে । কারণ তাদের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিন না । ধ্রূবর খোজ্জে তারা বেরিয্রেছিল বটে, কিষ্টু রাজা ম্বীকার করে নিল, সে খ্রুবর থোঁজ জানে না । জহন্নে ?
তাহলে কী? রাজা বুক চিত্য়ে বলে।
আমকে নিয়ে এলে কেন ?
ওই রাক্ষ্সপুরীর অম্ধকারে দিনরাত মুখ ঞুজে পড়ে থকো। তোমার জন্য কষ্ট হচ্ছিল।
রাক্ষসপুরী! রেমি ज্রূ কুচকে বলन, রাশসপুরী বলছ কেন ?
আহা, কথাটা অত শব্দার্থে ধরছ কেন্ন ? বাড়িটাকে মোটেই রাক্ষসপুরীর মতো দেখায় না। যথেৃট্ট আলোবাতাস খেলে। ক.লকততার হালের বাজারদরে এ বাড়ির দাম লাখ সাতেক হলেও অবাক হভয়ার কিছ্ছু নেই। সেই হিসেবে বলিনি । কিষ্তু জ-বাড়ি তোমার সব সভাটাকে গিলে বসে আছে। বাইরে বেরোও না, ঘোরো না, মুখ থুকনো করে থারো, আড়ালে হয়তো কাঁদোও। কে জানে।

মোটেই মুখ ঋকনো! করে থাকি না। আর কান্না অত সস্তা নয় ।
মেয়ে হয়ে জন্মেছো, আর কাদো না, একথা বিপ্বাস করতে বলো ?
আমি সহজে কাঁদি ন: । রাঙ্ষসপুরী বলতে কী মীন করছো বলো তো ! শ্বশুরমাইকে ঠেস দিয়ে বলছ না তো!

রাজা শুনে খুব হোঃ হোঃ করে হাসল, তারপর বলল, ঐর ম্বভাব খানিকটা রাবণের মতোই বটে। দাম্তিক, আய্মকেন্দ্রিক ক্ষমতালোভী। তার ওপর রাবণের যেরকম স্বজনপ্রীতি ছিল কৃষ্ণকান্ত

চৌধৃরির স্বজনপ্রীতিও সেরকমই। খুব মিল আছে।
রেমি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, जোমরা সবাই ॐর এত নিন্দে কেন করো তা জানি না, তবে এiुক্ জেনো ওই রাক্ষসপুরীতে যে আজভ আমি আছি তা তোমদের কুট্টিদার জন্য নয়, ুঁর জনাই।

রাজা মৃদু ম্দু হাসছিলই। বলল, রেগে যাচ্ছো কেন। রাবণের যেমন বিস্তর গুড সাইড ছিল ওঁরও তেমনি বিস্তর প্লাস পয়েন্ট আছে। সেগুলো তো বলিনি।

থাক, আর বলতে হবে না। তোমদের চেয়ে эঁর প্মাস পয়েন্টঔলো আমি অনেক রেশী জানি। ওঁর সম্পক্কে এইসব অপপ্রচার কে করেছে বলো তো ? তোমার কুট্রিদা নাকি?

রাজা মাথা নেড়ে বলে, না বউদি, আমরা অর্থাৎ কৃষ্ণকান্তর আঅ্মীয়রা প্রায় সকলেই ঞঁর গভীর প্রভাবে মানুষ হয়েছি। জন্ম থেকেই আমাদের শেথানো হয়েছে যে, ওই কৃষ্ণকান্তর ইচ্ছর বিরুা্দ্র চলা যাবে না। কে কোথায় মেয়ের বিয়় দেবে, কে কার ছেলের পৈতে কোন বয়াস দ্রেব, কে ক্নেথায় জমি কিনবে সবই ওঁর অনুমোদনসাপেক্ষ। এখন অর্বধি বড় একটা কেউ ঔর বিরুদ্ধে চলেনি । ত্বে এও ঠিক লোকটি অসম্তব ক্ল্যান্নিস । গোষ্ঠীপ্রবণ যাকে বলা যায় আর কি. আ আর সেই কারণেই эঁর নিজের জন কেউ বিপা়্র পড়ালে উনি সঙ্গে সঙ্গে মুর্শাকিল-আসান হয়ে হাজির হন।

তবে ুঁর नিন্দে করো কেন ?
রাজা মাথা নেড়ে বলল, ডুমি ঠিক বুঝবে না। বিরল স্সেভাগ্যবঠীদের মধ্য় তৃমি একজন যার সঙ্গে কৃষ্ণকান্ত চৌধুরির ক্ল্যাশ নেই। নইলে চৌধৃরি বংশে এবং লতায়-পাতায় আখ্যীয়দের মধ্যাও এমন লোক কমই আহে যে ওঁকে যমের মতো ভয় খায় না। সেটা উনি মষ্ত্রী বলে নয়। এর্মনতেই। আমরা আজ অবধি ঞঁর ভয়ে প্রাণ খুলে প্রেম করতে পার না, তা জান্া ? বংד়শ গোত্র বর্ণে মিল না হলে বিয়ে উনি আটকে দেবেন। তার পরেง যদি সাহস করে এগোয় বা বিয়েটা করেই ফেলে তাহলে তাকে ভিটেমাটি ছডড়া করে ছাড়বেন।

এরকম হয়োে নাকি ?
বিস্তর। রিসেন্টলি কমলদা ওরকম এক্টা বিয়ে করাত চচয়়ছিল, সে घট্না শোর্নান
না তো! কমলদা কে ! সেই হুর্গল মহসিন কালেজের প্রফেসর ? Vশমা চো:থ, মিষ্টি-মিটি দ্থথতে:

সেই। একজন ছাত্রীর সঙ্গে লটঘট হয়োছল। একে ছত্রী তার জপর বর্ণ আলাদা। কৃষ্ণকনন্ত বমলদাকে ডাকিয়ে এন্ন এমন যাচ্ছছতাই জ্রপমান করলেন বলার নয়।

বিয়েতা হয়েছিল ?
পাগল! কমলদা সাহস কর্য়লৎ পাত্রীপস্জ এগোয়নি ভয়ে। পাত্রীকে তারৃ বাবা ভয়ের চোটে বিशারে পার করে দেয় । কমলদা চাকরির ছেড়ে কিত্টুদিন পাগলের মরো ঘুরে বেড়াল। এথন আবার
 غ্র:বণ্ধটার নাম বোধহয় কাস্ট-ইজম আ্যান্ড ডাভরি সিসটেম। বর্ণবদ্বেযের ফলেলে বিয়োত পণপ্রথা বাদ্ধি পাচ্ছে, এরকমই একটা মত প্রচার কারহে সে। আমদের বংশ এবং শাড়ে মুষ্টিমময় কয়েকজন বিদ্রোইীদরর মধ্যে কমলদা এক্জন।

## আর তোমার কুট্টিদা

সেও একজন। কিন্তু তার বিদ্রোহতা এখন আর্মন্পীড়ন্ন দौঁড়িয় গেছে।
সেটা কেমন
তুমি তার বউ, টের পাও না
না, তোমার ধ্রুবদাকে আমি ঠিক বৃঝি না।
রাজা একটট হাসল আবার। মাথা নেড়ে বলল, আমিভ বুঝি না । ওধু জানি, ধ্রুবদা হাভ বিন এ র্রাইট বয়। ঠিক পথে থাক্লে আজ ওকে ঠেকানোর কেউ ছিল না। কিন্ত্ঠ צ্রুবদা ট্র্যাকে থাকত৩

পারছে না। নিজের বাবাকে জব্দ করতে গিয়ে নিজেই জব্দ হচ্ছে বেশী। আসলে «্রুবদার পথটাই ভুল।

ভীষণ ভুল। ওকে তোমরা বোঝতত পারো না ?
রাজা হঠাৎ প্রসঙ্গট ঝেড়ে ফেলে বলল, কোথায় তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি জানো ?
না তো মমথো কথ্া বলে তো ঘরের বার করেছে, এবার কী করবে ?
একটা নাটক দেখাতে নিয়ে যাবো।
নাটব ওসব আমার এখন ভাল লাগে না।
সে জানি। তোমার জীবনেই নানারকম নাটক ঘটে যাচ্ছে। স্টেজের নাটক তো তার কাছে নসিা তবে এ নাটকটার আলাদা একটা চার্ম আছে। আমি এটার মিউজিক করেছি।

মিউজিক করেছো মনে ? তুমিই কি মিউজিক ডিরেকটর নাকি?
লাজুক মুখে রাজা বলে, ওরক্মই।
তাহলেই হয়েছে।
কেন. আমি কি খারাপ মিউজিক করি ? দুটো সিনেমায় মিউজিক করছি তা জানো ? শুনেছি। বাংলা সিনেমা এত ফ্লপ করে কেন তা তো বোঝাই যাচ্ছে।
বাজে বোকো না । ঘরের কেণে মুখ গুরজে একাকিনী শোকাকুলা রাঘব-রমণী হয়ে পড়ে থাকো,
কালচারাল ফিলডের থবর জানবে কী কর্রে ?
জানার দরকার নেই। আমি নাটক দেখব না।
क्লীজ বউদি।
আমার ভাল লাগছে না । তুমি মিথ্যে কথা বলে আমাকে যজ্রণা দিলে কেন বলো তো ! ডোমার কুট্টিদার সত্যি কোনো খবর রাখো না ?

রাজ্া গন্তীর হয়ে বলল, দুঃখিত বউদি। কী বললে যে তুমি বাড়ির বাইরে বেরোতে উৎসাহ পাবে তা বুঝতে পারছিলাম না। তবে কুট্ডিদার খবর রাখি না, এটাও সত্যি কथা নয়।

রাখো তাহলে! বলছ না কেন ?
সত্তিই শুনতে চাও ?
চাই। কেন চাইন না ?
একটু আগে কিন্তু উৎসাহ দেখাওনি।
এখন দেখাচ্ছি। শত হলেও সে আমার স্বামী।
ঠিক আছে। কুট্ডিদা তিন দিন আগে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। একরাত্রি ছিল।
এখন নেই?
না। পরদিনই চলে গেছে। তবে কলকাতাতেই আছে এবং যতদূর জানি অফিসও করছে। আমাদের কী বলে গেছে জান্না ?

কী করে জানব ?
বলে গেছে পুলিশের ভয়ে বাড়ি আসতে পারহছ না।
বাজে কথা।
কৃষ্ণকাস্ত চৌধুরি নাকি পুলিশকে আ্যালাট রেখেছেন, বাড়ি ফিরলেই কুট্রিদাকে আর্যেস্ট করা হরে।

মেটেই নয়।
হলেও কুট্রিদা ভয় খাওয়ার ছেলে নয় । ইন ফ্যাকট পুলিশের অনেক বড়কর্ত কুট্ডিদার হাতের মুচোয়।

उবে আসহে না কেন ?

জানোই তো কুাট্টিদা কীরকম। ওর লাইন অফ কনফ্রনটেশন একটু আলাদা ষরনের। নিজের বাপের বিরুদ্ধে সে একটা সাইকোলজিক্যাল ওয়ারকেয়ার চালাচ্ছে। ফেরার হয়ে থাকলে নাকি মষ্ত্রীমশাইয়ের বেইজ্জতত হবে।

কোথায় আছে জানো না ?
না। জানব কী করে ?
জানো। বলবে না।
রাজা ঠোঁট একদু চেপে কী একদু ভেবে বলল, ধরো তাই।
ওর কি ধারণা খবর পেলেই আমি সেখানে গিয়ে ওকে ধরে আনব ?
না। ওর ধারণা তুমি জানলে তোমার প্পশুরও জেনে যাবেন।
কেন, आমি জানলে উনি জানবেন কেন ?
তুমি নাকি শ্বঞুরমশাইয়ের কাছে কিছুই গোপন রাখতে পারো না!
ভুল ধারণা। ষ্ুরমশাইয়ের কাছে ওর সম্পর্কে অনেক কথাই আমাকে গোপন রাখতে হয়।
সে আমি জানি না।
জানো না তো বেশ বোলো না। তবে তোমার কুট্টিদা তো অফিসও করছে। আমি যদি সে থবরটা শ্বশুরমাইকে দিই!

সেটা তুমি দেবে না, কুট্রিদা জানে।
কেন, এ খবরটা দেবো না কেন ?
পুলিশ গিয়ে অফ্সেসে হামলা করলে তোমার বরের চাকরি যাবে।
ওর আবার চাকরি বছরে দুটো করে ছাড়ছে, দুটো করে পাচ্ছে। আর একটা কথা তোমার কুট্টিদাকে বোলো। यদি ম্বশুরমশাইকে অপমনই করতে চায় তবে ফেরার না থেকে পুলিশে সারেণুর করলেই বরং অ্বখুমশাইয়ের বেশী অপমান হবে

কুট্টিদা অ্যারেস্টেড হলে তোমার শ্বশুরমশাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াইটা চালাবে কী করে ? তাই—
উঃ,কী যে পাগল না তোমরা! সবাই পাগল । বাপের ওপর ছেলের এত আত্রোশ থাকতে পারে তা আমার কল্পনাতেও ছিল না।

তুমি তো ফ্যামিলির ইতিহাস জানোই বউদি। কী আর বলব ! কুট্টিদা পাগল হলেও ন্যাচারাল পাগল নয় পরিস্থিতির চাপে ডিসব্যাল্যানসড।

ওসব বাজে কথা। বানানো সমস্যা নিয়ে একটা ভড়ং করে যাচ্ছে।
আচ্ছ, প্রসঙ্গটা আজ থাক। তোমাকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য আজ বের করে এনেছি।
হঠাৎ আমাকে আনন্দ দেওয়ার কথাই বা তোমার মনে হন কেন ?
আমরা যে সবসময়ে তোমার কथা বলাবলি করি
আমার কথা! आমি এমন একটা কে যে আমার কথা ভাবো তোমরা!
আমাদের পুরো বংশ এবং বাড়ি যেখানে যারা অছে সবাই তোমার জন্য খুব উদ্বিগ। আমরা কুট্টিদা আর তার বাবার মধ্যে কনফ্রনটেশনটার কথা জানি। মাঝখানে কেচিকলে পড়ে তোমার অবস্ছাটা কীরকম তাও অনুমান করতে পারি। সবাই বলে তুমি খুব ভালমানুষ টাইপের। আর সেজন্য সাফারও করছ।

কথাটা ঠিক নয় রাজা। আমি কষ্ঠ পাচ্ছি না। আমার মন শক্ত হয়ে গেছে।
রাজা মাথা নেড়ে বলে, সেটাও ম্বাজাবিক। তোমার বপের বাড়ির থেকে আমরা থবর পেয়েছি, কুট্টিদার সঙ্গে তোমার বিয়েটা ভেঙে দেওয়ার কথাও ওরা ভাবছেন।

রেমির বুকটা হঠাৎ ভারী ঠঠকল। शীরে چীরে তারা হাজরা অব্বধি হেঁটে এসে উত্তরদিকে আরও এभিয়ে যাচ্ছিল। রাজা ট্যাকসি নেয়নি, রেমি ট্রামে উঠতে রাজি হয়নি।

চমো বউদি, ট্যাকসিই ধরি। তুমি বড্ড এক๘ুঁ়ে।
কেন, আমার তো ছঁঁটতে বেশ লাগছে।
সেটা তোমার লাগছছ। আমার লাগছে না । তোমাকে নিয়ে গিয়ে কলকাতা শহরটা একটু ঘুরে দেখাই চলো। তারপর সক্ধে সাড়ে ছ’টায় নাটক।

নাটকটা কি দেখতেই হবে ?
তোমার ভাল লাগবে, দেখো।
কী করে বুঝলে যে ভাল লাগবে।
লাগবে। আমার কথা ঐনেই দেখ না একদিন।
নাটক দেখা বা রেস্সুরেন্টে খাওয়া এখुলো আমার কাছে কোনো এনটারটেন্মেন্ট নয়। আমার ভাল লাগে ना।

তাহলে কী করবে?
আমকে একবার ওর अফ্সিসে নিয়ে यাবে ?
ও বাবা!
কেন, ওবাবা কেন ?
পারব না বউদি। কুট্ডিদা মেরে ফেলবে।
তুমি কি ওকে ভয় পাও ?
ভীষণ।
কেন বলো ঢো! ওর মধ্যে ভয় পাওয়ার মতো कী আছে ?
কুট্টিদা কতটা ভয়ংকর হতে পারে তুমি জানো না। এমনিতে রাগে না সহজে । কিষ্ঠু রেগে গেলে লত刃ত কাত বাধ氏িয়ে দেয়।

ঠিক আছে। চলো কোথায় যেতে হবে।
ট্যাকসি निই?
রেমি থেমে গিয়ে বলল, নাও।
কি হয়েছিল তা আজ রেমির স্পষ্ট মনে নেই। কিছু একটা হয়েছিল নিশ্ঠয়ই। খুব ভাল কেটে গিয়েছিল দিনটা।

এখন অপারেশন টেবিলে শোওয়া রেমি তার অর্ধচেতনার মধ্যেও টের পায়, দিনটা ছিল তড়িৎগর্ভ। রাজার সঙ্গে সেই তার প্রথম ঘনিষ্ঠতা।

ডাক্তাররা চিষ্তিত, উদ্বিম । রেমিকে একটি ঢেউ সংভ্ঞাহীনতার গভীর সমুদ্র থেকে কয়েক সেকেণের জন্য దেতনার বেলাভূমিতে নিয়ে এল। রেমির মনে হল, ডাক্তার নার্স সবাই বড় अসহায়।

বাস্তবিকই তাই। রেমির রক্তচাপ দ্রুত কমে আসছে। এ অবস্থায় তার শরীরে অন্ঞ্ব চালানো বিপজ্জনক।

লবিতে কৃষ্ণকাষ্ত চারদিকে চেয়ে তাঁর গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের দেখছিলেন । তাঁর জনাই আজও এরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা যোগাযোগহীন হয়ে যায়নি । দেশভাগের পর প্রত্যেকের জীবনেই উল্টোপান্টা স্রোত বয়ে গেল । কে কোথায় যাবে. কোন ঠিকানায় গিয়ে ঠেকবে তার কোনো স্থিরতা নেই। সেই সময়ে কষষ্ণকান্ত শক্ত হাতে হাল ধরলেন। রাজনীতিতে তিনি সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। রোখা-চোখা মানুষ। কাनীঘাটের বাড়ি ছড়াও কলকাতায় যভ आঅ্মীয়ম্বজনের বাড়ি বা বাসা ছিল সে সব জায়গায় নিজে গিয়ে ভিটেছাড়া আপীয়স্বজনদের সাময়িক থাকার বন্দোবষ্ত করে সিয়েছিলেন তিনি। এমন কি দেশের বাড়ির চাকরনাকর, কর্মচারীরাভ বাদ যায়নি। তারপর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য নিজস্ব ভদ্রাসনের ব্যবস্থ করে দেন। অর্থসাহায্যে কোনো কার্পণ্য ছিল না ।

যারা পাকিস্তানেই থেকে গেল তাদের মধ্যে কেউ কেউ অনেক পরে চলে আসে । তাদের ব্যবস্থাও তিনি বিনা প্রঙ্মে করে দেন। তাঁর বাবা হেমকাষ্ত চৌধুরি খুব কাজ্জের মানুষ ছিলেন না। কিষ্్ু স্নেহপ্রবণ ছিলেন । বড় বেশী স্নেহপ্রবণ। হেমকাম্তর ওই সদ্গুণটি উত্তরাধিকারসূত্রে কৃষ্ণকাম্তর মধ্যেও এসেছে ।

সবচেয়ে বড় কথা, উপকার যেমন করেছেন, তেমনি এদের টিকি বাঁধা পড়েছে তাঁর কাছে । আজও তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস এদের কারো নেই। এরা কি তাঁকে ঘৃণা করে ? করুক, সেই সঙ্গে এরা এও জানে, কৃষ্ণকাষ্ত চৌধুরিকে অস্বীকারও করা যায় না, উপেক্মাও সষ্ভব নয় ।

কৃষ্ণকাম্ত একজ্ন নবাগতকে দেখে স্তিমিত কঠেে বললেন, কমল, এসেছিস ?
কমল ভীড় ঠৈলে এগিয়ে এসে বলল, এইমাত্র মামা । খবর পেতে একটু দেরী হয়েছিল ।
দেখ, এখন আমার কপালে কী লেখা আছে।
রেমির অবস্থা কী?
ভাল নয় নিশ্চয়ই । ডাক্তার নার্স তো কেউ কিছু বলছে না স্পষ্ট করে । মুখচোখ দেখে বুঝতে পারছি কিছু ঘটতে চলেছে। তোরা দেখ কে কী করতে পারিস । ফুলু, তোর এক কে চেনাজানা তাষ্ত্রিক আছে না ?

ফুলু এগিয়ে এসে বলে, আছে মামা। বারাসতে ।
কিছু করতে পারবে ?
যাবো মামা ?
যা না । দেখ আমার গাড়িটা না হয় তো মহেন্দ্রর গাড়ি নিয়ে চলে যা । পারিস তো তুলে নিয়ে চলে আয় ।

यাচ্ছি। বলে ফুলু দৌড়ে বেরিয়ে গেল ।
কৃষ্ণকাষ্ত সকলের দিকে চেয়ে বললেন, আর কারো এরকম কেউ আছে ? তান্ত্রিক, যোগী, হোমিওপ্যাথ যে কেউ।

চারদিকে একটা গুঞ্জন শুরু হল।
দুলাল—কৃষ্ণকাম্তর এক নাষ্তিক ভাইপো বনল, ওসবে কিছু হবে না কাকা । যা ডাক্তাররা করছে করুক।

কৃষ্ণকাষ্ত তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে একানু চেয়ে থেকে মৃদু কঠিন সুরে বললেন, সব বুঝে গেছিস দেখছি।

দুলাল একটূ লজ্জা পেয়ে সরে গেল।
জীবন—কৃষ্ণকাম্তর. এসটেটের প্রাক্তন নায়েবের ছেলে-বনল, যमি বলেন ডো ডাক্তার গাগুলিকে নিয়ে आসি•।

ডাক্তার গাঙ্গুলি কে ?
মস্ত হোমিওপ্যাথ। এম আর সি পি, এফ আর সি এস ।
হোমিওপ্যাথি করে কেন ?
ওরকম অনেক আল্যোপ্যাপই করে । তরে একে আপনি চেনেন ! অনুশীলন সমিতিতে ছিল । ব্রিটিশ আমলে সরকার সব ডিপ্রি কেড়ে নেয় ।

কৃষ্ণকাষ্ত সোজা হয়ে বসে বলেন, খগেনের কथা বলছিস নাকি :
श্যাঁ। সেই।
দূব্র ! उ ডাজ্সরির কী জানে । ধর্ম ছেড়ে একবার औौষ্টান হয়েছিল মনে নেই ?
সেটা দায়ে পড়ে ।
ఆসব बानि।

ডাক্তার কিষ্তু খুব ভাল।
কৃষ্ণকাস্ত এক সেকেন্ড চিত্তা করে বললেন, তাহলে যা । ট্যাকসি পেলে ভাল, না হলে কারো গাড়ি निয়ে या।

একজন অবাঙালি ব্যাবসায়ী কৃষ্ণকান্তকে খুশি রাথতে এত রাতেও হাজির ছিলেন। তিনি বললেন, আমার গাড় আছে। বলুন, ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি।

কৃষ্ণকান্ত দৃকপাতও করলেন না। জীবন সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে ববরিয়ে গেল।
কৃষ্ণকান্ত চোথ বুজলেন। তারপর টান শরীরটা ঞ্নথ করে আবার হেলান দিয়ে বসলেন । সকলেই এসেছে, সকলেই আসবে। কিষ্ঠু এত মানুষের সদিচ্ছাও তাঁর বউমকে বাঁচাতে পারবে ক ?

বউমাটির জন্য কৃষ্ণকাষ্তর বুকের মধ্যে ক্রমশ ঘন হয়ে উঠছে ব্যথা। বড় ব্যথা। এই ব্যথাই একদা তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে। হোক। আজ यদি কৃষ্ণকান্ত তাঁর নিজের জীবনের বিনিময়ে রেমির জীবন ফিরিয়ে দিতে পারতেন তো তাই দিতেন।

জীবনে এত স্নেহ তাঁর কাছ থেকে কেউ কখন্নো পায়নি। অথচ রেমি ছেড়ে যাচ্ছে তাঁকে।
কৃষ্ণকান্ত চোখ খুলে জিজ্ঞেস করলেন, রাজা এসেছে ?
কয়েক্জন সমম্বরে জবাব দিল, এসেছে।
একটা বিদ্যুৎ স্পপ্শ করে গেল কৃষ্ণকান্তকে।
বহুকাল আগে, ધ্রুব যথন ফেরার, রেমি যখন বিবাহবিচ্ছেদের কথা ভাবছে, তথন এই রাজাকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন নিজের চেম্বারে। খুব বিপ্ধাসযোগ্য ছেলে। নির্ভর করা যায়। বললেন, ক’দিনের জন্য আমি দিপ্মি যাবো, তুই ক’টা দিন বউমাকে একটু দেখাশোনা করবি ?
आমি! রাজা অবাক হয়ে বলল, आমি কেন ?
ত়ই না কেন ?
বউদির সঙ্গে আমার তো তেমন-
তার দরকার নেই। তুই-ই দেখবি।
রাজা দ্বিধা করে বলল, আচ্ছা, খেौজ নেবো ।
খৌঁজ নয়। গিভ হার রেশুলার কমপ্যানি।
আচ্ছ ।
শোন গাড়ল, যেমন তেমন কমপ্যানি নয় । צ্রুবটা যা করেছে তা কহতব্য নয় । বউমা ডিভোর্সের কথা ভাবছে। আই ওয়ান্ট হার মোলডেড। তার জন্য যতদূর যা করতে হয় করবি।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।
ठিক আছে। বুঝিয়ে দিচ্ছি।
কষ্ণকান্ত সেদিন রাজাকে গোটা প্য্যানটাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

## U 8® ॥

কয়েকদিন যাবত অनেক ভাবলেন হেমকাণ্ত। অবস্থা গতিক যা দাঁড়িয়েছে তাতে"বিনোদচক্দ্রকে কিছুতেই আর চক্কুলজ্জা বজায় রেখে এ বাড়িতে অধিষ্ঠান করতে দেওয়া যায় না। অথচ মনু চলে যাবে, একथা ভাবতেও পারেন না হেমকাষ্ত। মনু ঢো একটা মেয়েই মাত্র নয়, সে তাঁর অস্তিত্রেরই একটা अবিচ্ছেদ্য অং্ ।

হ্মেকাষ্ড দাপট দেখাতে জানেন না। কৌশল বা কৃটবুপ্ধিఆ তাঁর নেই। তবু মাथা খাট্যেয়ে অনেক র্ফन্দি-ফিকিকর বের করার চেট্টা করলেন। বলা বাচল্য কোনোটাই তেমন গ্রহণযোগ্য মনে হল না।

এর মধ্যেই একमিি কনককাষ্ভি কলকাচায় রওনা হয়ে গেল। তবে বউ আর ছেলেমেয়েকে রেখে গেন কিছুमিনের জন্য। এখনো বাচ্চাদের স্ক্ল বছ্ধ । চপলারও তেমন যাওয়ার ইচ্ছে নয় । ঠিক হল, পরে কেউ গিয়ে ওদের কজকাতায় পৌঁছে দেবে ।

কনককাষ্তি চন্লে যাওয়ায় এক্টু হাঁফ ছাড়লেন হেমকাষ্ত । ছেলেদের সঙ্গে তাঁর একটা অপরিচয়ের ব্যবধান আছে। তার ఆপর ওদের সামনে তিনি নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার ক্থা তেমন জোরের সজ্গে প্রকাশ করতে পারেন না । কেমন যেন মিইয়ে যান, প্রতিরোষহীন হয়ে পড়েন । এটাই হয়তো ব্যক্তিप্বহীনতা । তাই কনককাষ্তি চনে যাওয়ায় তার মনের ওপর থেকে একটা চাপ সরে গেল । মাথায় সষ্ভব অসষ্ভব বুদ্ধিও খেলতে লাগল অজশ্র ।

একদিন সকালে তিনিি বিনোদচক্দ্রকে ডেকে পাঠালেন বৈঠকখানায় । বিনোদচন্দ্র ভারী ভীত ও বিষঞ্জ মুখে এসে দौঁ়ালেন । দচ্ছেদের ভয় মানুষের এক মস্ত শত্রু । বিনোদচক্দ্র হাত কচলাচ্ছেন । త্রাদ্রনেচিত তেজবীর্य তাঁর কোনোদিনই ছিল না । আজ বিরুপ পরিস্থিতিতে মেরুদ আরো নুয়ে গেছে ।

হেমকাষ্ত আড়চোখে বিনোদচন্দ্রের অবস্থাটা লক্ম করে বললেন, आপনি সংস্বৃত কীরকম জানেন ঠাকুরমশাই ?

কিছ্র কিছু জানি।
কিছ্হ মানে কতটা ?
কাব্য পাশ করেছি।
সে তো বরু কাল আগে। চর্চা কি আছে ?
আছে একটু-আধটু ।
यमि একটা চতুষ্পাঠী খুলি তাহলে পড়াতে পারবেন ?
পারব।
এমনিতে পারবেন না । একটু ঝালিয়ে নিতে হবে ।
আজ্ণে, তাও নেবো।
আপনার শরীর কেমন ?
বড় দুর্বল লাগে। মাথাটা ঘোরেও মাঝে মাঝে।
তাহলে কী করে পারবেন্ন ন্্ম্মীকাষ্ত কি সং্ক্ষুত জানে ?
সামান্য জানে ।
তাহলে সেও পারবে না।
यদি চেষ্টা করে তাহলে পারবে ।
হেমকাষ্ত একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনাদের বৃত্তিই তো পৌরোহিত্য। তার ওপর় মন্ত্যটন্ত্ত দেন । আপনারা সংস্কৃত চর্চা করেন না কেন ?

বিনোদচন্দ্র কাঁচমমাহ মুখ করে মেঝের দিকে চেয়ে রইলেন।
হেমকাষ্ত বললেন, সংস্থৃত্্ণান আপনার কুলকর্মের পক্ষেই একাষ্ত দরকার। সেটাও यদি না থাকে তবে কী করে কাজ হবে বলুন তো ! ৩খু একটু নিত্যপুজা আর পঞ্জিকা সেথে খভকর্মের দিন স্থির করা এইতেই কি সব হয় ?

आজ্ঠে आমি তো কোষ্ঠীও করে থাকি।
হেমকাষ্ত ভ্রৃকৃটি করে বললেন, তবেই তো হয়ে গেন । কোষ্ঠী করা কি একটা সাজ্বাতিক কাজ नाকি ?

বিনোদচন্দ্র ফের হাত কচলাতে থাকেন ।
হেমকাষ্ত যথার্থ রূঢ় হতে পারেন না । তাঁর স্বভাবেই সেটট নেই। তাই একটু পরেই গলা নরম ২৬২

করে বললেন，সে যাই হোক। কৃষ্ণকাষ্তকে আমি একৃদূ সংস্কৃত শেখাতে চাই। ছেলেটি মেধাবী বলেই মনে হয়। আপনি কি কাজটা পারবেন ？

আজ্ঞে খুব পারব।
ভেবেচিষ্তে বলুন।
পারব।
লোডের বশবর্তী হলে মানুষ অনেকরকম সষ্তব অসষ্তব চিষ্তা করে，পারগতার কথা ভাবে না । হেমকান্ত তা জানেন বলেই বিনোদচন্দ্রের মুখের দিকে কিছুফ্চণ চিষ্তিত ভাবে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন，শিক্ষা যেটুকু দিতে পারেন সেটুকুই দেবেন । কিষ্ডু ভুল শেখাবেন না । এই বয়সে কোনো শিক্কার মধ্যে ভুল থেকে গেলে তা আর পরে বড় একটা শোধরায় না।

আজ্ঞে আমি খুব যত্ন করে শেখাবো।
হেমকান্ত মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন，यদি ওর শিক্কার ভার আপনাকে দেওয়া হয় তাহলে আপাতত আপনারা এ বাড়িতেই থাকবেন।

বিন্নেদচন্দ্রের বিমর্ষ মুখ কিছু উজ্জল হল । তবে ভয়টট একেবারে কাটল না । খুব স্তিমিত গলায় বললেন，আমার আর দিন বেশী বাকী নেই। यে কটা দিন আছি এবাড়িতেই यদি থাকতে দেন।

হেমকাষ্ত মাथা নেড়ে বম্নলেন，সেরকম কথ！দিতে পারি না। এস্টেটের অবস্গা ভান নয়। আদায় উসুল সামান্য। খাজনা বাকি পড়ছে। যুগও পান্টাচ্ছে। এখন ছেলেদের সিিদ্ধান্তও ভেবে দেখতে হবে। তাই সব অবস্शার জন্য নিজ্জেকে প্রস্তুত রাখুন। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

যে আख্ঞে।
কটা দিন বইপত্র নাড়াচাড়া করে নিন। চর্চার অভাবে অনেক কিছুই ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। বই誏 यদি কিছ্ লাগে তবে কাছারিতে বলে সেবেন，ওরা আনিয়ে দেবে।

বিনোদচদ্দ্র বিদায় নিলে হেমকাষ্ত ভাবতে লাগলেন，কাজটা ঠিক হন কিনা । মনুর প্রতি তাঁর দूर्यलতার কथा বোষহয় সर्यজनবিদিত। সেক্ষেত্রে যে কাজটা তিনি করলেন তা যে মনুকে কাছে রাখার জনাই এটা সবাই টের পেয়ে যাবে। কিষ্ভু তিনি আর কীই বा করতে পারতেন ！

উढে আस্তে আঙ্তে কাছারি পেরিয়ে ঠাকুরদালানের দিকে এগিয়ে গেলেন হেমকাষ্ত। আজকাল কেন যেন তাঁর কিছूই তেমন ভাল লাগে না। কেন লাগে না তা డটর পান মাঝে মাঝে। চমকে ওঠেন । বড় বউমা আসার পর মনু আর অনায়াসে তাঁর কাছে আসতে পারে না । আর মনুর সন্গে फেখा इয় না বনেই ক্রমে ক্রমে मिनকয় তাঁর काছে आলूनी লাগে।

ঠাকুরদালানের मिকে বহুকাল आসেননি। मूর থেকে শীখ，घন্টা，ক্সौসর শোনেন। তবে নিজ্ে आসেন না । ঠাকুর দেবতার প্রতি তেমন কোনো আকর্ষণ নেই তাঁর। তিনি অবশ্য নাত্তিকও নন । তাঁকে নির্বিকার বমা যায়।

সिড়ির নিচে দাডড়িয়ে তিনি চমeকার একটা গদ্ধ পেলেন । নানারকম ফুল，বেলপাতা，আख্রপম্মব， চন্দন，ধুনোর বহুদিনকার সঞ্চিত গন্ধ । মনটাকে ভিজ্রিয়ে দেয় । সিড়ি ভেঙে ওপরে উঠলেন। মন্দিরটার কিছू সংস্কার প্রয়োজন। প্বেডপাথরে বौौধানো মেঝের পাথরতুমোর জোড় খুলে এস্সেছে। थামে ফাটল। পলেস্তারা থসেছে ।．তবু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছম । মन্দিরে মার্জনার কাজটুকু মনু করে， তিनि জানেন।

হেমকান্ত অনুচ্চ স্বরে ডাকলেন，মনু！মনু আছে নাকি？
রभময়ী মন্দিরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পরনে পাটেরে লালপেড়ে শাড়ি，কপালে তেলসিদূরের ফেেঁঁঁ，চোথে বিস্ময়।

তूমি！
ডোমার vেঁজজ এলাম। আজকল তো দেখা দাও না।

রঞময়ী মৃদু একদু হাসল, তবু ভাল। দেখা চাও তাহলে!
হেমকাম্তর রসিকতাবোধ লুপ্ত হয়েছে। মন বড় অস্থির। আবেগকম্পিত। হঠাৎ বলয়লন আমরা কে কতদিন বেঁচে থাকব মনু ?

তার মানে ? আবার ওসব কথা কেন ?
আমদের আয়ু যে ফুরিয়ে আসছে তোমার আমার।
বালাই ষাট। আয়ু ফুরোবে কেন ! কোন দুঃখে ?
ঠাট্টা কে小ো না। আমার মন ভাল নেই।
রঙ্য়ী একটা আসন বের করে পেতে দিল বারান্দায়। বলল, বোসো ।
হেমকাষ্ত বসলেন। বললেন, আমার মন বড় অস্থির মনু।
কেন অস্থির ?
মনে হচ্ছে তোমাকে ছাড়া আমার পক্ষে বেঁচে থাকা অসষ্তব।
রঙময়ী হেমকান্তর ঈষৎ শ্বলিত ও সামান্য কম্পিত কঠ্ঠম্বর লক্ষ করে। এতটা আবেগ হেমকান্তর মধ্যে সে কখনো দেখ্থেি। ঠাণা মেঝের ওপর হেমকাস্তর মুখোমুখি বসে সে মেঝেতে আঙুলের দাগ দিতে লাগল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, এটা তুমি এতদিনে বুঝলে আমি তো জানিই, আমি চলে গেলে তুমি টিকতে পারবে না এখানে। তাই এত অপমান সয়েও পড়ে আছি। उখ্ তোমার জন্যে।

কে তোমাকে অপমান করে মনু?
কে না করে বলো! তাদের নাম গুনেে কী করবে ? মাथा কাটবে ?
না। কিষ্ডু তোমাকে অপমান করে কেন ?
করে সেটা নিয়ম বলেই । বামুনঘরের আইবুড়ো মেয়ে। তার ওপর অনেক রটনাও তো আছে।
তোমার অনেক কষ্ট, না মনু ?
অনেক। কিষ্তু সেগুলোর ভাগ নিতে যেও না। সইতে পারবে না।
কষ্টের ভাগ নিতে কে চায় বলো। কিষ্রু তোমার জন্য আমার মন খারাপ লাগে।
,সেট্টকুই আমার या কিছू ভরসা। বোবো না ?
 মেঝে। হেমকাষ্ড ঘামছেন। কিষ্ডু এসব তেমন খ্থয়ান করছেন না। अনেকষ্ণ বাদে বললেন, তোমাকে আজ স্পষ্ট করে কथাটা বললাম। বলে একটু লজ্জাও করছে।

सब्कार की?
তুমি কী ভাববে!
সেই এইইুな বয়স থেকে যা ভেবে আসছি তা কি আর পান্টায়?
শোো, তোমাদের এ বাড়িতে রেথে দেওয়ার একটা বাবস্ছা বোখহয় হয়ে যাবে। आমি তোমার বাবাকে বনেেি কৃষ্ণকাষ্ডকে সংষ্ক্রত পড়াতে ;

রুসয়ী চোখ কপালে पूলে বলে, কবে বললে ?
आबই। এক্ৰু आগে।
সर्यनाশ। বাবा কি সংস্ক্ষ্ জানে নাকি ?

 आগে আমার সক্গে পরামর্শ করে নাওনি কেন ?

হয়তো করা উচিত ছিন। কিষ্ভু ভাবলাম তোমাদের নিয়েই যথন সমস্যা তথন তূমি হয়তো এ


 आর তো কেউ তোমাকে বোঝে না। আমি চলে গেলে তোমার কী হবে!

হেমকাষ্ত কয়েকবার গলা খौকারি দিলেন। उ্রদ্মপুত্রের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, কাজটা কি তাহলে ঠिক হয়নি?

কৃষ্ণকে সংস্কৃত পড়ানোর কাজটা তো! না, ঠিক इয়নি।
তাহলে कী হবে?
বাবা সংস্কৃতের চর্চা কেনোকালেই তেমন করেননি। দাদা তো আরো অগামার্ক। কৃষ্ণ মাথাওয়ালা ছেলে, ওকে পড়ানো কি যার-তার কাब।

তাহলে একটা উপায় তো কিছু করতে হবে।
সেজন্য তুমি ভেবো না। ওকে আমিই পড়াতে পারব।
তুমি সং্ক্কৃত জানো ?
টোলে চহুপ্পাঠীতে শিখিনি। তবে হাতে কাজ নেই বলে বসে বসে উপক্রমণিকা নাড়াচাড়া করতাম। তারপর একটু একটু করে খানিকটা শিখেছি। নিজে নিজেই।

বলো কী ? হেমকাষ্ডর গলায় সত্যিকারের বিস্ময়।
এমন কিছু হাতিঘোড়া কাজ নয় । তোমার তো মনে নেই, কৃষ্ণকে আমি প্রথম থেকেই অ আ ক খ শেখাতাম। এখনো ওর সব বইপত্র আমি নাড়াচাড়া করি। একটু একটু বুঝিও। ওকে পড়ানো শক্ত হবে না।

তোমার বাবাকে তাহলে কী বলব ?
তোমকে কিছ্হ বলতে হবে না। আমিই বলব।
বাঁচালে।
রभময়ী একটু হাসল। তার চোখেমুখে এক আশ্য দীপ্তি দেখা:যাচ্চে। এমনটি আর কখনো দেখেননি হেমকাষ্ত । মুঞ্ধ হয়ে డেয়ে রইলেন । রঙময়ী ঢোখ নামিয়ে নিল । মৃদুস্বরে জিজ্েেস করল, কেমন आহো নাতি-নাতনী निয়ে ?

ভালই তো। ঢু তোমার অভাব।
সব কি একসজ্গে পাওয়া যায় ?
বউমার সর্গে কি তোমার ভাব নেই মনু ? তাহলে যাওনা কেন ?
ভাব আছে। আর সেটাকে রাখতে চাই বলেই যাই না।
সে তোমার যা বিবেেনা । তবে আজকাল বউমা সবসময়ে তো বাড়িতে থাকে না। বেড়াতে টেড়াতে যায় বোধহয়। তখন ফাঁকমতো যেও।

রুসয়ী এ কथায় একটু গভ্টীর হল। বলল, চোরের মতো যাবো কেন ?
হেমকাষ্ত রহস্য করে বললেন, কিষ্তু তুমি তো চোরই। বরাবর পরের ষনে তোমার পোদ্দারী। সেটা আবার কী? কার ষনে-? বनে রসময়ীఆ হেসে खেলে।
ठिक বलिनि?
রभময়ী মাথা নেড়ে বলে, না, ঠিক বলোনি। তুমি কখনো পরের ধন ছিলে না।
তাই নাকি ?
তা ছাড়া আবার কী? সूনয়নী তোমাকে স্বামী হিসেবে পেয়েছিন সে তার ভাগ্য। आমি তো সেভাবে পাইনি। কিষ্ডু পাই বা না-পাই জিনিসটা যে আমার তা আমি মনে মনে জানি।

হেমকাষ্ত ভেবেছিলেন, তিনি এই "তাপ্পিশ বছর বয়সে যথেষ্ট বুড়ো হয়ে পড়েছেন। কিষ্ঠু লজ্জারক্তিম মুখশ্রী, স্ষুরিতাধর এবং নতচক্কু নিয়ে অকপট গভীর গলায় রছময়ী যা উচ্চারণ কর্ণল

তা তনে তাঁর ভিতরে যৌবনোচিত এক শফি জেগে উঠল যেন । তিনি ইচ্ছে করলে এখন সেই যুবা বয়সের মভোই এক সাঁতারে ব্রক্মপুত্র এপার ওপার করতে পারেন, হাজারবার মুখুর ঘোরাতে পারেন, মাইলের পর মাইল নৌকো বেয়ে চনে যেতে পারেন।

হালকা শরীর ও ফুরयুরে মন নিয়ে হেমকাষ্ত উঠলেন। বললেন, ঠাকুরদালানকে অনেকক্巾ণ अপবিত্র করেছি। आমি অভক্ত মানুষ।

রুময়ী মৃদুম্বরে বলল, তার চেয়েও বড় কথা, এতক্巾ণ ধরে অনেক জোড়া চোখ আড়াল আবডাল থেকে উকিঁ্ঁুকি দিয়ে তোমাকে আর আমাকে দেখেছে। এসো গিয়ে এখন । ভয় পেও না, আমাকে মেরে না তাড়ালে আমি এ বাড়ি ছেড়ে যাবো না।

হেমকাষ্ত একটা স্বস্তির বড় ষ্যাস ছাড়লেন।
যখন নামছেন তখন রসময়ীও কয়েক.ধাপ সিড়ি সর্গে নামল। হঠাৎ মৃদুস্ষরে বলন, একটl কथা।
বলো।
বড় বউমার ওপর একটু নজর রেখো
তার মানে?
সব কथার কি মানে হয় ?
হেমকান্ত ভ্রৃকটট করে বললেন, তুমি কোন্ো কथাই গামোখা বলো না । নজর রাখার প্রয়োজন की ? চপলা कि ছেলেমানুষ ?

ছেলেমানুষ ছাড়া আর কী ? কতই বা বয়স ?
কি ভাবে নজর রাখা সষ্ভব ? আর ও কীই বা করছে ?
রঙময়ী চুপচাপ একটু দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল। তারপর বলল, আচ্ছা সেটা পরে বলা যাবে। সুযোগমতো।

রহস্য রাখছো ? জানো তো, এসব ইংগিতপৃর্ণ কথা শোনার পর আমি কিরকম উদ্বেগে থাকব !
জানি। তাই কথাটা বলেই মনে হল ভুল করলাম।
आসन कथাট की?
ডুমি বরং ওকে তাড়াতাড়ি কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্ছা করে দাও।
आমি ব্যবস্গা করলে কী হবে? বউমা নিজেই তো যেতে চাইছে না বলে তনেছি।
ঠিকই అনেছো। আর সেজন্য কনকের সজ্গে বউমার কিছ্হ কथা কাটাকাটিও হয়। সে খ্রর রাথো!

आমি কেননো থবরই রাখি না মনু। কেউ আমাকে কিছু বढ़ল না।ওদের কथা কাটাকাটি হল কেন ?

কনকের ইচ্ছে ছিল না চপলাকে রেথে যেতে।
তবে গেল কেন?
সেইটেই তো কারণ। চপলা যায়নি। এদিকে বিশাখার সক্গেও চপলার বনিবনা হচ্ছে না । ডুমি বোধহয় সে খবরও রাখো না ।

ना। বलেছি তো, খবর আমি পাই না। বनिবনা হচ্ছে না কেন ?
কারণটা নতে চাও ?
বড্ড কথা ঘোরাও ডুমি। হেমকাম্ত বিরক্ত হলেন।
বলছি । রাগ কোরো না বিষ্ঠু। या বলছি তা চুপ করে তনবে। তারপর घরে গিয়ে বসে ব্যাপারটা ভাববে।

ठिक आशে। বनো।
বড় বউমা শচীনের সজ্গে বড্ড বেশা মাখামাখি করহে।

হেমকাষ্ত হতভম্ব হয়ে যান । তারপর বলেন, কী করজ్ছ ?
আঃ অত জ্রেরে নয়। বলেছি না চুপ করে তনবে।
হেমকাষ্ত রঙময়ীর মুখের দিকে পলকহীন চেয়ে থেকে বললেন, আমি যে কথাটা ভাল বুঝতেই পারচ্ ন না

এখন বুঝবেও না । ঘরে গিয়ে ভাবো একটু ! আর বড় বউমার ওপর একটু নজর রাথো । দাসীর কथা বাসী হলে মিষ্টি হয় ।

বজ্রাহত হেমকাষ্ত ঘরে ফিরে এলেন । এরকম সুন্দর একটি সকালের যে এমন পরিণতি হবে তা তিনি আশা করেননি । ঘরে বসে অনেকদ্巾ণ রঙ্গয়ীর কথাটা ভাবলেন । ভেবে মাথামুগু কিছ্ বুঝতে পারলেন না । ইংগিতটা অবশ্য স্প্ট ও প্রাঞ্জল । কিষ্ডু সেই ইংগিত তौর মন গ্রহণ বা অনুবাদ করতে চাইছিল না।

খাওয়ার সময় চপলা সামনে ছিম আজ । বারবার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন হেমকাষ্ত । মানুষ, বিশেষ করে মেয়েমানুষ সম্পক্কে তौর অভিজ্ঞতা এত কম যে, মুখ দেখে কিছু অনুমান করা খুবই কঠিন।

চপনা বলল, বাবা আজ্জ কিছুই খাচ্ছেন না।
খিদে নেই।
শরীরটা কি খারাপ ?
না মা, এই বয়সে একটু কম খাওয়াই ভাল।
आপনার বয়স তো ডেমন কিছু নয় বাবা । আমার বাবারও তো একই বয়স । বাবা এখনো যা খেতে পারেন !

シँর কथा आলাদা। উनি শিকারী মানুষ। মজবুত স্বাস্থ্য।
তা অবশ্য ঠिক।
ছেনের বউ অ্যতুরের সঙ্গে এত কथা বলে এটা সুনয়নীর পছন্দ ছিল না । কিষ্রু সুনয়नी নেই। তাই পর্দা সরে গেছে । হেমকাষ্ত আক্জ চপলার সঙ্গে কथা বলতে কেমন যেন বিব্রত হচ্ছেন বারবার । মনে হচ্ছে, স্ত্রীর মডো কেউ একজন থাকা দরকার ছিল । त্ত্রী অনেক কিছু সামাল फেয় ।

হেমকাষ্ত হঠাৎ বললেন, বিশাখাকে দেখছি না!
সে ঢো নিজ্রের ঘরে ।
ভাল আছে তো!
আছে । ডাকবো ?
না । দরকার কী? হয়তো কাজটাজ কিছু করছে ।
চপলা আর কিচ্যু বলল না এ প্রসজ্গ । পরিবেশন করতে করতে বষল, সেদিন আপনি এসরাজ বাজালেন না বাবা, আপনার এসরাজ্জ আর শোনাই হল না ।

ও आমি ভুলে গেছি।
এসব কি মানুষ ভোলে ! আমাদের খুব ইচ্ছে একপিন ળনি।
আচ্ছা, দেখা যাবে।
একদিন জলসা বসাবো বাবা?
জলসা ! না, ডার দরকার নেই । হেমকাষ্ত আবার এই প্রগল্ভতার সামনে অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

आপনি এসরাজ বাজাবেন । শচীনবাবু গান গাইবেন। বেশ জমবে।
 লোকটাকে কি সে ঘেন্না করে ? না পছন্দ করে ? তাও না। লোকটার ওপর কি তার রাগ আছছ ? থাকার কथा। किষ్ঠু বা্তৃবিক কোন্ো রাগও রাজা অনুভব করে না। সে খুব ভাল করে জানে,


 মাত্র। आর কিছু নয়।

ওুখু একটা মাত্র জায়গায় তাঁে দ্বব হতে দেখা গেছে। সে ওই রেমি। রেমির জনা রিতিন অনেক
 তाँর अরুচি হয়नि।

বাপারটা বুম্তে রাজার একাু সময় লেগেছিন। জ্রেব বা কুট্ডিন বাড়ি-ছড়া রেমি অর্থাe
 পড়েছিন্ন।
 বলছিল, আমাকক ওর অফিসে একবার নিয়ে চল।

 রেগে গেলে ચুব স্থির বুদ্ধিতে মনুষকে খুন করা তার কাছে কিছুই নয়। তার বক্ষুদের মধ্যে লোচা.



 অजाচার निপীড়নও বড় কম সহ করেনनি। শোনা যায়, তাঁর সঘ্যশক্তি ছিল প্রায় অবিশ্ধাস।

 অनেক বড় নেত হতে পারতেন। צ্রুব তার এমনই ভক্ত হয়ে পড়ে শে, একসময়ে প্রীতিনাথে থড়াপৃরের আস্তানাত্ই সে মসসের মধ্যে বিশ পচচিশ দিন পড়ে থাকত। প্রীতিনাথ রাজনীতত
 ঈ্রীতিনাथ । जौঁ একটা দোষ ছিল, শরীর সপ্পকে অবহেনা । একবার গ্গমের রাঙ্তায় বর্ষাকলেে পড়ে
 করতে পারল না। অবশেষে প্রীতিনাথের ভক্তরা কলকাতা থেকে এক বড় ডাক্তারকে ধরে নিয়ে গেन। তিনি দেখেওনে গাদাওচ্মের অতান্ত কড়া জাতের ব্যথার ওমুধ খাওয়ালেন। এমনিতেই বাথাহরা বড়ি থেতে গেলে কিছু বেছেওতে এবং जালরকম প্রতিষ্বেক নিয়ে খাওয়া উচিত, তার

 কলকাতায় এসে সেই ডাক্তরের সল্গে দেখা করলেন প্রীতিনাথ। ডাক্সার পেটের ব্যাথ ওুনে অভয়

 ঈ্রীতিনাথ অমানুমিক य স্ত্রণা ভোগ করলেন। অসুখ ধরা পড়ন একেবারে শেয অবস্থায়। ক্যানসার।
২৬৮

সেই বাথার সময় ধ্রুব প্রায় একটানা তौর কাছে থেকেছিল । কিষ্তু তার মুখচোখে কোনো বিষগ্নতা বা উদ্বেগের কোনো ভাব দেখেনি রাজা । ধ্রুবর চোখদুটো নিবিষ্টভাবে লক্ষ করত প্রীতিনাথকে । একবার সে মৃত্যুপথযাত্রী প্রীতিনাথকে বলে বসল, আপনার ওপর আমার আর শ্রদ্ধা নেই। আমি ভাবতাম আপনি পথথবীর সব ব্যথা সহ্য করতে পারেন। কিন্তু এখন বুঝেছি, আপনি আমদের মতোই সাধারণ ।

প্রচণ যষ্ত্রণা ভুলে প্রীতিনাথ তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তটির দিকে অনেকক্ষণ অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে থথকে. বলেছিলেন, এমন ব্যথা যেন আমার শত্রুরও না হয় । তুমি বুঝবে না, কী সাঙ্ঘাতিক…! ওঃ

কি.্ত্ত ধ্ব্ব তার যা বোঝার তা বুঝে নিয়েছিল । প্রীতিনাথকে কাতর অবস্থায় সে লক্ষ্য করত । টেপ রেকর্ড্ডারে তुলে নিত তাঁর নানারকম যন্ত্রণার শব্দ । সেই ক্যাস্টেট বোধহয় আজও সযত্নে রেখে দিয়েছে ধ্রুব । প্রীতিনাথ মারা যাওয়ার পর কলককতায় ফিরে এসে সবাইকে শুনিয়েছিল সেই ক্যাসেট । বলেছিল, আমি জানত্তম, এইসব বিপ্লবীরা অল বোগাস । এরা কেউ বাথা যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না । মেস্ট অর্ডিনারি পিপল। প্রীতিকাকারে আমার একসময় মনে হয়েছিল সুপারম্যান । দেখলাম, দূর ! কিচ্ছু না । লোকটা মোস্ট এক্যেপ্ডেবল ।

এইসব সিদ্ধাস্তে আসার পর ধ্রুবকে বেশ সৃখীই দেখিয়েছিল । প্রীতিনাথের মধ্যে অতিমানবাক খুজজে না পেয়ে যেন সে নিশ্চিণ্তই হয়েছে ।

অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে এই ঘটনার মধ্যে যে বিকট নিষ্ঠুরততা আছে তা ধ্রুব খেয়ালই করল না । শোনা যায়, প্রীতিনাথের মত্যুর কিছ্হ আগে ধ্রুব তাঁকে আত্মহত্যা করার পরামর্শ দেয় । সে নাকি বলেছিল, আপনার উচিত কাপুরুষদের পচ্ছা গ্রহণ করা । যষ্ণ্রণা যদি না-ই সইরে পারেন.দেন হোয়াই ড্রেণ্ট ইউ কমিট সুইসাইড ?

রাজা এরকম কিছু কিছু ঘটনার ভিতর দিয়ে ধ্রুবকে চিনেরে । ডাই সে সহজে তাকে ঘাঁটাতে চায় ना।

রেমি বউদি এত ঘটনার কথা জানে না । ধ্রুবকে চিনতে তার সময় লাগবে । বেচারা ! বড় মানসিক কষ্টের মষ্যে এখন দিন কাটছে ওন

বিকেলেলে নাটকটা চুপ করে বসেই দেখেছিল রেমি । একটু খুশিই হয়েছিল । ফেরার পথে বলল, নাটকটট তো খুব খারাপ নয়, কিষ্তু তোমার মিউজিক তো ত্মেম কিছু শুনলাম না ।

মিউজিক মানেই কি গান বা কনসার্ট ?
তাবে কী?
আধুনিক নাটকে বা সিনেমায় ওরকম মিউজিক কম থাকে। ব্যাকগ্রাউন্ডে নানারকম সাউগু তৈরি করাজ মিউজিক ডিরেক্টরের কাজ।

ছাই কাজ ।
ম্থে যাই বলুক রেমি, রাজা সম্পর্কে তার সেদিন একটু মনোযোগও এসে থাকবে ।
সেই खুরু একটা অদ্ডুত, ঘন, প্রগল্ভ সম্পর্কের ।
রাজার রেকর্ডিং-এ রেমি রেডিও স্টেশনে যেত । রাজার গ্রোগ্রাম থাকলে গিয়ে শুনে আসত ।
আরো মাসখানেক নিরুদ্দেশ থাকার পর কৃষ্ণকাষ্ত কলকাঠি নাড়তে লাগলেন। পুলিসকে সংবরণ করলেন । ধ্রুব ফিরে এল।

সেই সময়টা কৃষ্ণকান্তর ভাল যাচ্ছিল না । একটা ফালতু কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ায় তাঁকে মপ্তিত্ব ছাড়তে হয় । প্রভাব প্রতিপত্তি কিছুই কমেনি, কিষ্তু একটা ধাক্কা খেতে হল । একটানা দীর্ঘদিন ত্তিনি মন্ত্রিত্ব করতে পারেননি। কখনো মণ্ত্রী হয়েছেন, কখনো বাদ গেছেন। কিস্তু মষ্ত্রীর পদ থেকে এভাবে কখনো সরে দौঁড়াতে হয়নি ।

সেই দুঃসময়ে খ্রুব ফিরল । কৃষ্ণকাত্ত মষ্তিত্ব হারানোয় যখন সমস্ত পরিবারটাই কিছু বিষঞ্ম, তখন এক্মাত্র ষ্রুবই আনन्मে ঝলমল।

বাড়িতে ফিরেই রেমিকে জিজ্ঞেস করেছিহ, তোমাকে মাঝে মাঝে এখানে সেখানে একটা ছোকরার সল্গে ঘোরাঘুরি করতে দ্খে যায়। কে বলো তো ?

রেমি ঘাবড়ে গিল্যেছিন একাু। চোথমুখ লাল করে বলল, ছোকরা আবার কে ? ও তো রাজ।
 না, সন্দেহ প্রকাশ করল না, এমন কি তার তাকানোর মধ্যেও কোো কৃটিলত ছিল না। বহং সহজ সরল এক তাকিয়ে থাকা যার কোনো মানে নেই।

কিষ্ুু সেই দৃষ্টির সামরে রেমি ঘামতে লাগन, লাল হয়ে যেতে লাগল লজ্জায়।
夕্রুব রেমির প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে করতে মুদ ম্বরে বলল, তোমকে আমি অনেকবারই বলেছি তোমার একজন সओ দরকার। याকে প্রকৃত সঈী বলা যায়। आমি তে তোমাকে কিছুু দিতে পারি ना। ना मझ, ना रुफয় ।

রেমি হঠা রেগে গিয়ে বলে, को या जा বन巨 ?
s্বূব উদাস গলায় বলে, রাজা বড় ভাল ছেলে।

ना। צ্বুব খুব গક্לীর মুখে মাথা নেড়ে বলে, आমি ত হতে পারি না। এ জोবনে आর ত হবেও
 কেউ শ্েে थাকবে না। క্বুব রাজা সবাইকে নিয়েই তো দুনিয়া।

রেমি आর কেনো কथা বলেনি।

কে রুস্তু ? রেমি জ্ ד্চুচকে পান্টা প্র্প্র করে।

উनि রুু্তম হহে যাবেন কেন ?
 কऱशः।

ওককম রকবাজদ্দে ভাষায় কথ্থ বनছ কেন ?




রাখুক না। খারাপ কিছু তো নয়।


 সঙ্F, সিনেমায়, থिফ্যেটরে, গানের অলসায় यাবো দूজনে।

রেমি সেই কথাটায় কান না দিয়ে বনল, দूম্মি অত ভেবো না। আমরা এমন বিহেভ করব যাভে
 জ্রেত জনতে এসে একদিন সারেণার করবে!

রেমির এই কথ্য় রাজার চোথ থোক একটা পা্দ সরে গেল। এক্থা ঠিকই শে, রেমির সল্গে
 সর্বএই রাজার সহচরী রেমি বউদি এবং রেমি বউদির সহচর রাজ। এটা নিয়ে লোকে কিছু বলাবলি করলেও অবাক ₹ওয়ার নেই । রাজাও এরক্মই ভাবভ। কিষ্মু হঠাৎ বুঝতে পারল, রেমি হাজার २१०

বছর ধরে তার ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়ালেভ কোনোদিন কুট্টিদার দিক থেকে মন ফেরাভে পারবে না ।


একবার তকে ঘুঁটি বানিয়েছেন কৃষ্ণকাম্ত। দ্বিটীয়বার বানাল রেমি । অথচ কেবলমাত্র ঘুঁট হভয়ার কথা তো নয় তার। সে অতীব সুপুরুষ, উচু দরের গায়ক । নামকরা সঙ্গীত পরিচালকভ। যে কোন্না মেয়ের পক্কেই্ই তার প্রেমে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

রাজা সের্র প্রথম পরাজয়ের স্বাদ টের পেল। বাথ্থতা আর তেতো বোধে ভরে গেল তার অভান্তর। সে বলল, आম जসব খেলার মধ্যে নেই বউদি। আমাকে রেহাই দাভ।

রেহাই চাইছো কেন্ন, আম ক্য করলাম বড় অভিমান ভরে রোম বলল।
বর্ডদ, ডুমি ছেলেমানুষ, সব বुঝরে না
আমার জন্য তোমার মায়া নেই
Єীষণ ময়া বর্ডদ্।
ভাহলে অমার জন্যা এটुণ̧ করো। পায়ে প্পাড়ি।
কোনট্ৰণु বর্ডাদ খ্যুদারে তোমার অনুগন ক্রে তোলা?
शাঁ রাজা। ङ কেন্ন আমকে একটুध পাత্তা मেয় না ?
দেবে বউদি । কৃট্টিদার জন্ম নভেম্বর মাসে । সায়ন মভে বৃশ্চিক রাশি। বড় সাঙ্খাত্কি লোক । এ রাশির লোকেরা কোনো কলে মেয়েদের বশ হয় না।

তुমি জ্যোতিষ জান্া নাকি.
ঠিক জানা একে. বলেল না। একইু-আখট্ বইপত্র ঘেটোছ । কুট্টিদা আমার কাহে চিরকালই এক রহসাময় মানুষ।

আমার কাছেভ। কী করবে বলো ত্তে
কो বলব? खु र্বাল, মেনে না؟।
তুমি งকে অন ভয় করো কেন্ন
শখধ ভয় নয় বউদি, কুট্টিদাকে ভালোজবাসি।
রেমি ভারী অসহায় ভাবে মুখখানা এক্টু হঁ করে চেয়ে থেকে বাচ্চা বয়ঃস্সি্ধির মেয়ের মতো বलল, आমিও বাসি। কিষ্তু কেন যে বাসি তা বुঝভে পার না।

সেটাই তো বৃশ্চিকের রহস্য। গ রহস্য ভেদ হভয়ার নয় ।
তা হোক। তুমি আমকে ছেড়ে দিङ না। ত্ৰোকে আমার যে ঠীষণ দরকার।
আচ্ছ, আসব। কিন্ত্ আগের মতো যখন তখন ঘর থেবে বের করে নিয়ে যেতে পারব না। কুট্টিদা বাপারানা পছন্দ না কর্ভে পারে।

কাঁদো কাঁদো হয়ে রেমি বলল, তাহলে তো বাঁচত্রাম রাজা কিন্তু জ নিজেই আমাকে অন্যের সত্গে প্রেম করার পরামর্শ দেয়।

ঠাট্টা করে।
মোটেই নয়। আমি কি এত্ত বোকন যে ওর ঠাট্টাটাও বুঝভে পারব না ?
রাজা এক্ষু হেসেছিল মাত ।
সেইসময় একদ্নি কৃষ্ণকাম্ত ড্রেকে পাঠালেন রাজাকে। গভর্ণমেন্ট প্মেস-এ ক্কষ্ণকান্তর একটা পুরোনো চেমেবার আছে। যখন রাজনীত্তি করেন না তখন মাঝে মােে তौর ল’ প্রাকটিস কর্রার কথা মনে হয়। ওকালতি করলে তাঁর আয় ভালই হ匹। একসময়ে একটা এটরনি যার্মও খুলেছিলেন। সেগুলো সব লাটে উঠেছে। তবে গভর্ণমম্ট প্নেস-এর চেমবারটা তাঁর এখনো আছে। সেখানেই দেখা হল।

রাজা, কী থবর রে ?
ভাল
বউমাকে গানটান কিছ্ন শেখালি ?

গান! কই গান শেখানোর কথা কিছু বলেন্নন তো!
বলিनि! তবে की বলেছিলাম ?
জাস্ট কমপ্যানি দেওয়ার কথ্থা বর্লেছিললন।
এর্মন এমনি আবার কমপাান কী রে কিছু এক্টা কাজ্জ নিয়ে থাকব্বি তে
বউদ্ডি গানের কথা কিছু বর্লেনি।
বউমাব কি এখন সেরকম মন আছে ? দামড়াটার পাল্মায় পড়় ওর হাড়মাস কা্সাল হয়় !.গল বড় দুঃখী মেয়ে। একটু গানটান করালে মনটা ভাল থাকত্ত। ওর গলা কেম্মন

একটু ভেবে রাজা বলল, বোষহয় খারাপ হরে না।
তাহলে এবটু শেখাস।
यमि শিথতে না চায়
এমনিতে চাইবে না। গরজটা ড়ুই-ই দেখাবি।
ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন, দেখব।
 বজায় রেথে যা করার করবে।

অनারেবল ডিসট্যানস! তার মানে ?
মেয়েদের সঙ্গে, বিশেষ করে গেরস্ত বউদের সঙ্গে একটা সম্মানজনক দৃরত্ব থাকন ভাল।
রাজা রেগে উঠতে যাচ্ছিল
কৃষ্ণকান্ত মৃদু হেসে বললেন, এजুলো ভাল কাস্টম। কাজ হয়।
রাজা মনে মনে ভাবল, খচ্চর বুড়ো, এই অনারেবল ডডসট্যানসের কথথা এখন কেন্ন ! আ!গ ভো বলোনি কথনো ঘুঘ!

গান শিখতে রেমি অবশ্য একটুত আর্পত্ত করল না। কারণ সে Јখন যেমন করেহ রে:ক. রাজাকে হাতে রাখভে চায়।

সপ্তাহে দু' দিন তিন দিন গিয়ে রোমকে তালিম দিভ রাজা ; রোমর গলা ভাল । অনভ্যাসে বসে গির়্েছিল। তালিম পেয়ে গলা খুলল। তবে এমন কিচ্ট উচুদরের গায়িকা রোম নয়। শশানা যায়।
 নেই। সে ঞ甘 লক্ষ করভ দুজনরে।

একদিন গান নিথখয়ে বেরিয়ে আসए়ু রাজা, ধ্বুব তার সঙ্গ ধরল।
রাজা ! একটা কथा বর্লবি ?
বনো কুt্রিদা
कেসটা की?
কিসের কেস ?
এই তোর আর রেমির।
তा आমি की করে বলব ?
তোকে ওর সক্সে ভেড়াল কে ?
গ্রা। সবই তো জানো।
ना, জানি না। ভেড়ানোর ব্যাপারটায় এক্ড় থট্যা ছিল। মড্ীীমশাই তোরে কী বর্নোছিল ?
কমপ্যানি দিতে। ডुমি নেই, বউদি একা। তাই।
মতলবটা की ?
তा জানি না কৃট্টিদা।
মক্তীমশাই আর একন্টা চাল চেলেছে। কিষ্তু চালটা বুঝতে পারছি না রে রাজা।
आমিও বুঝ<ে পারছছি না।

তবে ভেড়ার মত্তে যা বলছে তাই করছিস কেন ?
কিছু ক্ষি তো নেই
তোর নেই, কিষ্ডু রেমির আছে।
তার মানে ?
তোর অন্ৰে গাল্ল <্রেণ, আমি জানি একে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে বেড়াস, তার ওপর লালাুমার্কা চেহারা ! তোর ফ্যান অনেক। কিন্তু রেমি বোকা মেয়েমননু। ওর বয় ক্রেণ্ড কেউ নেই।

ওসব বলছ কেন ?
বলছি, তোর আর রেমির মধ্যে যদি কেনো সফটনেস দেখা দেয় তাহলে সেটা কোনো পরিণত্তিত্ত যাবে না রেমির সঙ্গে তুই লাইফটা বাটতে চাইলেও পারবি না । কৃষ্ণকান্ত তোকে কেটে ফেলবে। সুতরাং-

রাজ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল।
কিন্তু ধ্ধুব বাধা দিয়ে বলল, আগে শোন। কেস যদি বিলা হয়ে যায় তবে তুই সইতে পার্রব। কারণ তোর মেয়েছেলে অনেক দেখা আছে রেমি পারবে না। কারণ ও সিরিয়াস টাইপের মেয়ে ।

তুম্মি কি আমদের সন্দেহ করো কুট্টিদা ?
করি। কারণ কেসটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।
তবে আমকে ছুটি দাও।
দূর পাগলা ! ডুই ভাবছিস আমি রাগ করেেছি মেটেই না!। आমি চাই রেমি আমকে ছেড়ে অনা দিকে একট্যু ইনটারেস্ট নিক। কিন্তু আমি চাইলেই তো হবে না । কেষ্ট চৌধুরি রেমির চামচা। তাই বলছি থুব সাবধান।

উনিং তো আমাকে বনেছেন।
কেন্ন বলেছেন সেইটেই তো বুঝতে পারছছ না রে গাড়ল। তাই ভাবছি রেমির জন্য ঊনি একটা নরবলির ব্যবস্থা করেছেেে কিনা।

कী বলি?
নরবলি। আমার মনে হচ্ছে তোকে উৎসর্গ করা হচ্ছে।
রাজা হেসে ফেলেছিল, ঠাট্টা করছ কৃট্রিদা ?
না রে। ঠাট্ট নয়। কিন্তু তোকে নাভার্স দেখাচ্ছে কেন ?
কই নাভার্স ?
তোর ভয় নেই। আমি কিছু বলব না । ক্যারি অন। खখু কেষ্ঠ চৌুরির দিকে নজর রাখিস।

## ヘ 89 亿

সকালবেলাতেই মামুদ সাহেব এসে হাজির। ছোটোখাটো মানুষ। মাকুন্দ। খুব ফ্টফ্টে সাদা পাজামা আর পানজাবি পরনে। মাথ্য় জালি কাজ করা ফ্জে। গা থেকে মূদু গোলাপী আতরের


হেমকাষ্ঠ মামুদকে আবাল্য চেনেন। তौঁর সমবয়সী। জ্রুলে এক ক্ৰাস উচুতে পড়ত। বরাবরই নারুণ ভাল ঘা্র। কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাশ করে এসে কিছূকল প্র্যাক্সটি করার बেষ্টা করে। কিষ্তু পসার ত্রেমন হয্রনি! গৌড়া হিন্দু পরিবারে মুসলমান ডাক্তার কন্न পায় না । ফলে মামুদকে একটা সীমাবক্ধ গળীর মধ্যে প্র্যাকটিস করতে হয়। হেমক্মন্ত खনেছেন, মামুদ বিনেতে যাওয়ার
 अভাবে।

अनেককাল মামুमের্গ সহ্গে লেখা इয়নি।

হেমকান্ত তাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, কেমন রে মামুদ, ভাল আছিস ?
মামুদ বললেন, তুই কেমন ?
বহুকাল তোর দেখা নেই। কী করছিস ?
কী আর করব! হজটা সেরে এলাম।
হজ! সে তো মকায়! হেমকাণ্ত খুব বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকেন।
মামু সাহেব মমদু হেসে বলেন, কাবা তো মকাতেই। সেটা কোন আহাম্মক না জানে? অত দূরে গিয়েছিলি!
शাঁ। এদিক ওদিক একটু ঘুরেও এলাম।
যাওয়ার আগে বলে যাসনি তো!
মেলা লোকের মেলা ফরমাস ছিল। মাথা গড়বড় হয়ে গিয়েছিল তখন। দেখা করার ফুরসৎ ছिल ना।

হেমকান্ত একট়া বিক্ষুক্ধ ষ্বাস ছাড়লেন । মক্া কতদূর ! তিনি নিজে কখনো অত দৃরে যাবেন না।
মামুদ সাহেব গলাটা সাফ করে নিলেন। তারপর বললেন, কাবুলে খুব গণুগোল।
হেমকাস্ত মাথা নাড়লেন । কাবুলের গণুগোলের কथা তিনি জানেন । আর একটা বিষ্বযুদ্ধ লেগে যেতে পারে । তবে সম্ভাব্য বিপ্পযুদ্ধ তাঁকে উদ্বিপ্প করে না । বাইরের বড় বড় ঘটনা তাঁকে স্পর্শ করে কমই। তিনি শুধু মুখে একটা দুশ্চিস্তার ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। হেমকান্ত জিজ্ভেস করলেন, মক্কায় কিসে গোলি ? জাহাজে ?

মামুদ সাহেব এইসব আহাম্মকী প্রশ্নে মৃদু হাসলেন । বললেন, জাহাজ ছাড়া আর কিসে ? তবে কষ্ট হয়েছে খুব। বমিটমি করে একদম শय্যা नিতে হয়েছিল।

জাহাজ ! হেমকান্তর মাঝে মাঝে জাহাজের কথা মনে হয় । স্টিমারে কয়েকবার চেপেছেন বটে, কিন্তু অকৃল সমুদ্রে বিশাল জাহাজে নিরুদ্দেশযাত্রা খুবই অন্যরকম বাপার। এই জীবনে জাহাজে চড়াও হল না হেমকাম্তর।

হেমকান্ত নড়েচড়ে বসে বললেন, বল তোর মকার গল্প। তনি।
মামুদ সাহেব পকেট থেকে একটা দস্তার কৌটো বের করে আর একটা লবস্গ মুখে ফেলে কৌটেটা বাড়িয়ে দিলেন হেমকাম্তর দিকে, নিবি একটা ?

হেমকান্ত নিলেন।
কৌটোটা পকেটে পুরে মামুদ সাহেব তাঁর ভ্রমণকাহিনী বলতে লাগলেন। কলকাতা হয়ে বোমবাই যাত্রা। তারপর জাহাজে। মক্কা ও মদিনার রুস্巾 ভৃ-্রকৃতি ও জলবায়ু। তীর্থযাত্রীদের জন্য ব্যবস্থা ইত্যাদি। মামুদ সাহেব কম কथার মানুষ, বিশেষ রসিক-প্রকৃতিরও নন। সেইজন্য মিনিট দশ পনেরোর মধ্যেই তাঁর ভ্রমণবৃজাষ্ত শেষ হয়ে গেল।

হেমকান্ত সব তুনৌুনে বললেন, তোর তো ধর্মে এত মতি ছিল না।
মামুদ সাহেব একটু সকুচিত হয়ে বললেন, হজটা সেরে রাখা নাকি ভাল, সবাই বলে।
আমকেও তীথ্থে যাওয়ার কथা বলে অনেকে।
মামুদ সাহেব হেসে বললেন, গেলেই পারিস। তোদের তো কষ্ট নেই, খরচও কম। গয়া কাশী বৃন্দাবন সবই ঘরের কাতে।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে রসিকতা করে বললেন, অলস লোকদের কাহে এ ঘর থেকে ও ঘরটটাও দূর বলে মনে হয়।

মামুদ সাহেব চুপ করে রইলেন।
হেমকান্ত কথা খুরজ না পেয়ে প্রশ্ন করলেন, তোর প্র্যাকটিস কেমন ?

কে小ায় প্রাকটিস ？হিন্দুরা তো আর ডাকবে না আমাকে। তা আমি এখন ডাক্গারি প্রায় ভুলেই যাচ্ছি।

মামুদ্র সমস্যা হেমকান্ত জানেন। को বলবেন，反ूপ করে রইলেন।
 লেগে याচ্ছে। বিशिত কিছ্ जাবছে ？
 বनलেন，आমি जে ভাই রাজনীতি করি নा，की ভাষय ？

তোমাকেই ভাবতে হবে। রাজনীতি না কর，তোমার হাজারের ওপর মুসলমান প্রজা আতে। जাদদর जাनমন্দ তুমি ছড়া কে দেথবে ？

ভালমन्म দেখার জনা লোক লশ্কর পেয়াদা লাঠিয়াল লাগে। সেসব जো আমার নেই।
মামুদ সাহেব বনলেন，आমি ওభू মুসনমানদদর পক্ক হয়ে বলতে आসিনি। হিন্দুদ্রে হয়েও


সে তে বূঝি। ভাবিও। কিষ্ঠু कী করব বল।
সেটা বলতেই আসা। আমি হিন্দू মুসলমান সব বিশিষ্ট লোককে নিত্যে একটা কমিটি করতে ঢाइ।
কমিটি ！তा वেশ তে，কর ना।
उडাবে বললে হবে না। কমিটি－টমিটি মেনা তৈরি হচ্ছে আজকাল। जাतে তেমন কাজ হয়


কিছ্গ ভেবেছে ？
তেবেছি। মৌলবি निয়াকত হেসেন কিছ্হুদ্লন আগে খবরের কাগজ্জ এক বিবৃতি দিয়ে

 भারে। তাতে কাজ হবে। এরকম আরো অনেক কিহুহ করা যায়। হিন্দুরাও করবে，মুসলমানরাও করবে। जাদর দিশ্রে করাতে হবে।

হেমকান্ত অসহায়ভাবে বলেন，আমি যত মনুষকে রোজ লেখি তারা তো তেমন খারাপ লোক নয়। उরে দাभ্ খুলোযুनो কারা করে বল তো！

গেরহ্থ সাধারণ মানুষেরা করে না। করে কিদ্র ত৩া বদমাশ। তারা হিন্দু মুসলমান কিছू নয়। তাদের জাতই ওই। এদের ঠকানোই বড় কাब।
 দেখেত হবে।

সে জ্রামরা জনি। উসকে দেয় ইররেজ，উসকে দেয় রাজ্জনীতির লোকের্যা। সে কথাটাই यদি মানুম৫ক্巾 বুঝিক্যে বলা যায় তাহলে কেমন হয় ？

হেমকাষ্ত বললেন，ক＇দিন आগগই বোমবাইয়ে কী কাo হয়ে গেন ！आমার মনে इয় কমিটি করে －खिनिम বব্ধ कबा याবে ना।

তाइলে ডूই को করতে বলিস ？
 কথাটই জপ করি। आমার कथा ছেড়ে লে। কमिটिए কর ব্র ।

মামুদ সাহেব হেসে বললেন，আমরা কমিটি করুব आর ডূমি आলগোহ্ বসে থাকবেে তা হবে ना।

আমাকে আবার কেন ？

ও বাব!!
মামুদ সাহেব গতীর ও আা্তরিক গनায় বললেন, আমি তোমাকে জানি হেম । হুমি সব কিছু থেকে দৃরে থাকতে চাও। কিস্ডু কত আর দৃর্রে থাকবে বলো। ঘরের কাছে আণনন লাগলে সানুষ কি আর বসে থাকতে পারে। দেখছিস না, দ্শে ভে-কোনরকম গঙগোল লাগলেই সেটা গিফ্যে হিন্দু-মুসলমানের দাঙা় দাঁড়ায়। बোমবাইয়ে कী হয়েছিন মনে নেই ? কাপছ়কলে ख্রমিকরা ধর্মঘট করেছিন। ধর্মঘটের বিরৃদ্ধেও ছিন কিদ্হু লোক। কপান এমন বে, ধর্মঘটীরা হিন্দু আর বিরোধীরা মুসলমান। ফলং রায়ট। দুমদাম কিছू লোক মরে গেল। এরকমটা এদিকেও হতে পারে।

হেমকান্ত খুব বেশী খবর রাখেন না। বললেন, जা তে পারেই। হয়েছেও।
হয়েছে সে জান। কিষ্ঠু আর হতে দিতে চা না। পানজাবের এক গবরনর ছিল মাইকেন ও'ডায়ার। সে বিনেতের এক কাগজে লিখেছে, ১৯১৯ সালের সেই রাউলাট আইনের বিরুদ্ধা থেকেই এসব দাঙ্গাহামার তুু। আরো বলেছে এসবের পিছনে জারমানির উপ্কানি আছ্হ।
 সс্গে ফन্দি আঁটছেন। ১৯৩২ সালে রাশিয়া নাকি ब্রিটিশের বিকৃদ্ধে লড়াইতে নামবে, আর তথন ভারতেও বিদ্রোহ ঘটটে। এই বিদ্দোহ ঘটানোর জনা বলশেভিকরা কংগ্রে্সের মা্যমে বাঙালী আর মাদ্রাজী ছেলেদের তৈরি করছে। জানিস এতসব কथा ?

ना। এসব কি খবরের কাগজ্জ বেরিয়েছে ?
शাঁ, তবে খবরেরু কাগজজ খবরটাকে বেশী পাত্ত দেয়নি। তারা না দিক आমি দিই। ও'ডায়ারের งসব কথ্া বিশ্গস করার মলে লোকও কিষ্ঠু অনেক আছে।

ज जবশा आரে।
 ককুন্ন, লেতারা ম্বরাজ আনুন. ককন্টু হিন্দু-মুসলমানের ব্যাপারচা আমাদের घাড়ের ওপর এসে


గ্রেমান্ত করূণ নয়নে মামুদ্রে দিরে চেয়ে বললেন, ज বেশ ভারী কাউকে প্রেসিডেন্ট করলে इয়़ ना

आম কি কাজের লোক ?
न।। সেইজনাই जোে কাজের লোক করে তুনরে চাই।
মামুদ সাহ়েব উঠলেন। পকেট থেকে কৌটো বের করে একটা লব্ মুখে কেমে বললেন, বাগদাদ্দ ক্র্নোছিাম। ভারী সস্তা। निবি ?

হেমকন্ত মাथা নাড়লেন. না। লবস কে খবে?
जाহলে आभি।
মামৃদ সাহেব চলে যাওয়ার পর বেশ অস্ষ্তি বোধ করতে লাগলেন হেেকাষ্ত। হিন্দু-মুসলমানে দাm্গ এ দেলের কালবাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রক্তপাত হেমকান্ত এক্দম সইতে পারেন না। তাই



সমসা তার একরকম নয়। একটা বিমাক্ সন্দেহ ইতিমধ্যাই তাঁর ভিতরে স্ণ্তার করেছে মনু। को করবেন ज বুঝত্তে পারছছন ना।

হেমকান্ত ঝাম হর্যে বসে রইলেন।
বিকেলে শচীন কথন কাহারিঘরে आসে ত আজকাল লক্ষ রাvে বিশাযা। ছদটা আজকাল २१৬

ডপলার দথলে। তাই সে ছাদে ওঠে না। বাইরের দিককার দোতলা একটা ঘরের জানালা একটু ফাঁক করে দেথে।

শচীন সাইকেলটা বারান্দার গায়ে ঠেস দিয়ে রেথে ভিতরে ঢেকে। ঢেকবার আগে একবার ছাদের দিকের তাকায় । মুচকি একটুু হাসে । ওই হাসিটাই গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয় বিশাখার । কাকে দেখে শচীন হাসে এবং ক্রে হাসে তা সে জানে।

চপলার সঙ্গে আজকাল সে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না । মুখ দেখারেখিও প্রায় বন্ধ । কৃষ্ণকেও বউদির সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করেছে সে। কিষ্ঠু বোকা এবং জেদী কৃষ্ণকান্ত কারো কথা শোনার পাত্রই নয়।

একা একা জ্বলে মরছে বিশাখা।
আজ বিকেলে সে আর পারল না। চিকন নামে একটা নতুন বাচ্চা ঝি বহাল হয়েছে সবে। চালাকচতুর । তাকে ডেকে একটা চিঠি পাঠাল শচীনকে। লিখল, কাছারির পিছনের বাগানে একবার আসবেন এক্ষুনি ? বড় দরকার।

বিকেলের আলো আজকাল সহজে মরতে চায় না বলে বিশাখা চিঠিটা পাঠাল সক্ধের মুখটায়। আলো-আঁধারি ভাবটা যখন ঘনিয়ে এসেছে, শঙ্ফে যু ঁ পড়েছে, জ্লেে উঠছে দু-একটা ঘরের আলো, ঠিক তখন।

একটু সাজল বিশাখা। বেশী নয়। চোখের নীচে কাজল টানল। তারপর চুপিসাড়ে নেমে এল সिড় দিয়ে ।

কুঞ্রবনটা হেমকান্তর সম্পত্তি। তবে সব দিন তিনি থাকেন না । আজকাল অনেক বিকেল তিনি ঘরে বসেই্র কাটিয়ে দেন। কখনো বা বড় বউমার তাগাদায় গাড়ি নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোন। আজও তাঁকে ঘোড়ার গাড়িতে বেরিয়ে যেতে দেখেছে বিশাখা।

সেদিন যেখানে বসেছিল, সেই ভাঙা গাড়ির পাদানীতে আজও এসে বসল বিশাখা।
বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না । কাছারিঘর থেকে বেরিয়ে দীর্ঘকায় শচীন লতাপাতায় আচ্ছন্ন ※ড়়িপথা দিয়ে মাথা নীচু করে এসে কুঞ্রবনে দুকন।

বিশাখার বুক কौौছিল। আগেরবার তার সঙ্গে শচীনের সাক্চৎককার ঘটিয়েছি্ন চপলা। তার নিজের কোো দায় ছিল না। কিজ্তু এবার শচীনকে ডেকেছে সে নিজেই।

শচীনের হাবভাবে লজ্জা সংকোচের বালাই নেই। সামনে এসে বুঝিবা একটু ভূ কুঁচকেই দেখল ভকে। বিশাখা মাথা নভ করে উঠে দাঁড়াল।

শচীন বলল, তুমি ডেকেছো ? কী ব্যাপার ?
বিশাখা কিছু ভেবে আসেনি। कী যে বলবে তা তার মাথায় আসছিল না। পায়ের আঙুলে মাটি খ্যুটতে খ্যুটতে সে বলল, আমার কয়েকটা কथা ছিল।

বলো।
आপনি রাগ করবেন না ?
তুমি তো অনেক কথাই আড়ালে বলেছো। চাতে কি আর তেমন রাগ করেছি? আজ কী বলবে?

আমার পোষ হয়েছে।
কিস্সের দোষ ?
ওসব কथा বला ठिक एয়नि সूख्नाাক।
যা বলেছো তা आমি মনে র্রাখিনি । কিষ্ডু তোমার মনোভাবটা ভাল নয়। ৪রকম মন থাকমে জীবনে সুখী হওয়া মুশকিল।

आমি তুনেছি আপনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেহে!

ज একরকম বলঢত পারো। কেন বলো जো
आমি বল্লছিनাম কি．．．বিশাখা থেমে যায়।
বनো ना．लজ्জा कিসের ？
आমি বর্লাছিলাম，বউদি খুব ভান লোক নয়।
কোন বউদ্দ？চপলা ？

বनল，ছাঁ। বউদি आমার নামে হয়তে आপনার কাছে অনেক কিছু বলেছে।
को বनেएে？
জানি না। কিষ্ֶু বউদির ওরকম ম্বভাব।
जোমার বউদির সত্গে আমার তোমাকে নিয়ে তেমন কথা হয়নন।
তহলে को निয়ে आभনাদ̆র কथा হয় ？
কেন，জেনে কী করবে ？
बलून ना ।
अनেক কিছू নিয্যে। সে সব তুমি বুঝ＜ে ना।
বউদি কলকাতায় গেল না কেন জানেন ？
जानि।
কেন বলুন ঢো！

ना। जেরা করব কেন ？
जোমার বউদি কেন যায় নি সেট তোমাদ্রেই ভাল জানার কथা।
বউमि লোককে যা বনছে তা নয়।
की বलছ巨 ？

उবে आमन কथाট की ？
বউদি याচ্চ না আপনার জना।
 কেন ？
সেই কথা বলার জনাই आমি আপনাকে ডেকেছি।
कथा ना एँंয়াनि！এ সব को বन巨 ？
ঠিকই বনছি। आপনি তো পুরুষ মানুম। তার ওপর কাজ্জের লোক। সব কিছু বেলেন না। ठिक आহে। ভूমিই বো小ােও।
বউদি ভাল মেয়ে নয়। ওর বাপের বাড়ির সবাই ভীষণ সাহেব। ఆরা কোেো নিয়মমানুন মানে ना।

তा खেনে আমার को रবে ？
अর সc্লে आপনি এবদু সাবযানে মিশরেন।

 णनिड़ा याग़।

को बানব বিশাখা ？

বিশাখার বুক কীপল। সে লড়াইটা হেরে যাচ্ছে।
শচীন হ্̇যাৎ গলাটা খুব নামিয়ে বলনল, তুমি কি চপলাকে সন্রেহ কর ? করলেও লাভ নেই।
ज কথা কেন্ন বলছেন ?
চপলাকে নিয়ে যদি আমি পালিয়ে যাই তোমরা কেউ কিছু করতে পারবে না। পারবে?
পালারবন
সে ক্থা বলিনি। यদির কথা বলছি। তुমি কথথাটা তোমার বাবাকেও বলতে পারো।
বাবাকে? বিশাখা কেমন দিশাহারা হয়ে গেল। শচীন যে তার মনের একটুখানি সন্দেহের এত স্পষ্ট জবাব দেবে জা সে ম্বপ্নেও ভাবেনি।

শচীন মুদু একট্ হেসে বলন. তোমাদের পরিবারে কত কী ঘটে বিশাখা। বড় বড় বাড়ির বড় বড় কেচ্ছা। সে সব যদি ভাবো তাহলে দেখবে আমরা ককছুই পাপ-টাপ করছি না। তোমার বউদি চালাক চত্̧র মেয়ে, লেখাপড়া জানে, কলকাতায় থাকে, ওঁর সন্সে কথা বলে আরাম পাই। তার বেশী কিছु না । আর সব মেয়েই কি আর সস্তা হয় ? যাও, বাড়ি গিয়ে মাথায় জল ঢেলে মাথাটা ঠাণ্ডা করো। এ সব ভেরো না।

শচौन যেমন এসেছিল তের্মনি চলে গেল হুাৎ।
বিশাখা খানিকঙ্ষণ থম ধরে বসে রইন । তারপর স্বাভাবিক নারীর্ধ অনুসারে হাতে মুখ ঢেকে কौঁफত লাগল।

শচौन আজ আর কাজে মন দিতে পারল না। উঠে পড়ল তাড়াতাড়ি। সাইকেলটা আশে চালিয়ে বারবাড়ি পার হয়ে ব্রদ্ষপুত্রের ধার খেঁষে যেতে যেতে তার মনে হল, সে চমৎকারভাবে একটা পরিস্থিতি আজ সামাল দিয়েছে। কিষ্তু শেষ অর্বধ পারবে কি ?

চপলা, চপলা যে তার ধ্যান জ্ঞান!

## u 8bu

প্থথিীর মননুষকে কিছুতেই সব কথা বোঝাতে পারবে না রেমি। মানুষেরা ভীষণ অবুঝ।
পদ্মপাতায় এক ফেঁঁট জল গড়িয়ে যাচ্ছে এধার ওধার। কখন চলকে পড়ে কে জানে ! ওই ঝোঁটাটুক রেমির প্রাণ। নিঃশেষিত চেতনার এক্টু তলানী অবশিষ্ট আছে মাত্র। সেই চেতনাটুকুও নানারকম অজখবি দৃশ্যে आবিল । রেমি এখন অনেক কিছ్ছ মনে করতে পারছে না। এমন কি নিজেকেও তার সববুক্য মনে পড়ে না । কিষ্ডু তার আবছায়া চেতনার গভীর কুয়ার মধ্যে ঘোলা জলে বারবার যে মুখটা ছায়া ফেনছে সে যুখ সে অনেক দুঃখের মুন্যে চিনেছে। সহজ্ে ভোলা যাবে না। সে মুখ ধ্ৰুবর।

তूমি কি নারী স্বাধীনতায় বিশ্যাসী নও রেমি?
शौँ, डীষণ বি্ধাসী।
पूমি কি ডিভোর্সের পক্ষপাতী নও?
নিষ্চয়ই পক্কপাডী । অত্যাচারী শ্বামীর হাত থেকে মুক্তি পাফয়ার অধিকার কোন মেয়ে না চায় ? जूমি মদ্যপ, চরিত্রহীন, নিষ্ঠুর বা উদাসীন স্বাীীদের সমর্ধন করো না তো!
না। কम্মনো ময়।
তাহলে צ্রুবর বাপারে তোমার সিদ্ধাা্ত কী?
आমি ওকে बানতে চাই। জানতে চাই বলেইই ওকে ছেড়ে যাইনি।
জামার কি কিছ্র বাকি ছিল আর ?
ছিল। তোমরা রূববে না । ছিল আমি বহ্বার টের পপয়েছি, ওর মদের কোনও নেশা নেই

সাত্যক্সরের। ওর মধ্যে সত্য কোেো নিষ্ঠুরতাও নেই।
তোমকে কি ও কখনো ভালবেসেছে?
কক জানি। হয়তো বার্সেন । আমাকে কত্বার অরর্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে কোথায় চলে গেছ়ু। এমন কি অনা পুরুষের সঙ্গে প্রেম করার জন্য উeসাহ পর্यন্ত দিয়েছে।

এই कि স্বামীর কাজ? এটা কি ভালবাসা
ना। স्বীকার কর্রাছ। ना।
তাহলে আর জানার বাকি ছিল कী? ও তোমার স্বামী হতে পারেনি কোনোদিন।
বর্লাছ রো এসবই ঠিক। তবু ওর মধ্যে কী ছিল বলো তো, আমি যতক্ষণ ওর কাছে থাকতাম, মানে জ যতক্ষণ আমার কাছে থাকত ততক্ষণ আমি ভারী নিরাপদ বোধ করতাম । মনে হত, এবার আমি নিশ্চিন্ত।

ভ̧ল রেমি । ওটা তেেমার মনে হওয়া মাত্র। সত্যি নয় । ধ্বুব কোনোদিন তোমার নিরাপত্তার কথা ভাব্বেন।

তাহলে আমার মনে হত কেন ? ভুল ? তা হোক না। এরকম কিছু ভুলই यনি আমার সারা জীবন অটুট থাকত তহহলেই আমার ছোট্ট জীবনটা কেটে যেত কোন রকমে।

কাটল না তো!
না, ঠিক তা নয়। কেটে গেল। এই তো আমার বুক জুড়িয়ে যাবে একটু পরেই । কতই বা বয়স আমার! কেটে গ্গে তো

মত্যুর আগে একবারও সত্যকে জানতে চাও না ?
না। आমি কোনোদিন খুব রেশী জানতে চাইনি। না জানলেও চলে যায়।
তোমার সম্পর্কেও কিছু অপপ্রচার রয়্রে গেল যে রেমি। রাজার সঙ্গে তোমার সেই প্রেম !
উঃ কী যে বলো না তোমরা!
কে বিশ্ধাস করবে রেমি যে, নিতান্তই ধ্রুবকে আকর্ষণ করার জন্য তুমি রাজাকে অত প্রশ্রয় দিয়ুছিলে !

কেউ করবে না। আমি মস্ত একটা আুঁকি নিয়েছছিলাম।
তার ফল कী হन ?
সবাই বিপ্ধাস করল, রাজা আর আমি প্রেমে পড়েছি। কিষ্ঠু যার বিশ্ধাস হওয়ার কথা তারই হন ना।

কে বলো তো! צ্রুব ?
হাঁ। সারা জীবন সে আমাকে অনেক কষ্ঠ দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কষ্ট কী জানো ?
অবহেনা ?
ঠিক। অবহেলা। সে বিষ্যাসই করলল না যে, আমি রাজার প্রেমে পড়েছি। কিংবা বিষ্ধাস করনেও পাত্তা দিল না তেমন। পুরুষ মানুষের দখলদার মন থাকে, দখলের জায়গায় অন্য কেউ হাত বাড়ালে সে গর্জে ওঠে। তবু ও গর্জাল না। আমাকে দখল করতে চায়নি তো কখনো, তাই। একেই जো অবহেলা বলে, না ?

ডুমি বড় নির্নর্জ রেমি। এই নারী স্বাধীনতার যুগে ওই মদাপ, দুশ্চরিত্র, নিষ্ঠুর ও অপ্রকৃতিস্থ ধ্রুবর সল্মোহন কাটাতে পারলে না। অবোধ মুঞ্ধ হয়ে রইলে।

তা নয় । তা নয় গো। আমি জানতে চেয়েছিলাম, ওর মধ্যে কোনো রহহ্য আছে কিনা। ছেড়ে গেলে তো জানা হত না।

ছেড়ে তো যাওনি। खানতে পারলে কি ?
না। ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেল। ছপ্মবেশ কিছুতেই খুলতে পারলাম না।

```
২৮০
```

 নেমেছিলে। ওর মধ্যে কোনো রহস্য নেই। ছদ্মরেশও নেই।
 তোমর মনের ভুল রেমি। যার প্রতি আমাদ্দর দুর্বলত থাকে তার মধ্যে আমরা নানা কা্প্পিক ঞ্ आরোপ করে নিই।

ना. आমি মানি ना। आমি যত বেশী ওকে টের পেতাম তেমন তো কেউ টের পেত না ওকে। নোমরা বৃঝ<ে না গো।

অপার্রে তোমার সব ভানবাসা গেল রেমি, তার ঢেয়ে রাজাকে এবদ্ ভালবাসলে পারতে।
রাজাক তে বহ মেয়ে जানবাসত। কত রুপ, কত তণ।
ত্রীম কেন্ন পারলে না ?
আমি বাসতাম। তবে প্রেমিকের মভো নয়।
তবে র্লেন ?
য়েমন ভাইয়ের জপর বোনের ভালবাসা।
রাজ কিন্তু-
জानि। बোলো ना গো।

গপত্ম। প্রথম দ্দিন থেকেই।

বোকার মভে ক্থা বোলো না। মেয়েমানুষ কোনোদিন কখनো একজন ছড়া দিতীয় পুরুমরে ভালবাস<ে পারে না। এমন কি এই নারী ম্বাধীনতার যুগে৩। যাদের দেখ অনেক পুরুষের সল্গ ঢলার্ঢল করে বা একটা ছেড়ে তিনটে চারটে বিয়ে করে কারা কাউরেই ভালবাসতে পারেনি কখनে। । जरকম श़ा ना।

বনছ একথা বিষ্যাস করতে ?



বলোছ।
তাহলে ? ম্বামীর শ<্ক দোষ থাক। বিবাহ মানে जো বহন। ঠিক সওয়া যায়, বয়ে নেওয়া याग़।

पूম্মি जো পারলে না।
কে বলল भाরিনি! মরে यাচ্ছি বলে বলছ ? সে তো মরতে হতই একদিন +
भ্রুবে তাহলে ד్মম ভালবাসতে রেমি ?
कী জানি ! অত গর্ন করে বলতে পারব না বে, বাসতাম । তরে চেষ্টা করোছি। অন্য কোেো পুরুষ্েে ভাববার সময় ঘথন হল না. তখন বুঝ্রে নাও বাসতাম।

আর ঢার ऊন্ন আর এжটা পুরুষকে ডোবালে ?
না রো। রাজা ড়ববে কেন ? ভালবাসলেই কি ডোবে ?
ত্ৰু বে ড়বেছে :
आমি ! সে ঠিক ডোবা নয় । তুমি বুববে না গো। আর যদি ডুবেই থাকি তহলে বুঝ্小ে নিও আমি ড়̦বভেই ঢেত্যোvিলাম।

নানা তরঙ্গ আজ রেমিকে ওলট্পালট করে দিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে তার শেষ কয়েকটি মুহ্র


দৃষ্টিতে దেয়ে আছে তার দিকে।
রেমি ভয়ে চেঁচিচ়ে উঠতে গেল। গলার স্বর ফুটল না। অস্প্ট গোঙানির শব্দ হল শুধু। তারপর অন্ধকার হয়ে গেল চেতনা।

কেউ বাধা দিল না রাজা আর রেমিকে। ঠিক সদ্য প্রেমে পড়া উদ্দাম দুটি তরুণ তরুণীর মতো তারা বেরিয়ে পড়़িছিল আনন্দের হাট লুট করতে। ছিল নৈকট্যের শিহরন, ছিল নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রাকৃত আকর্ষণ, ছিল সুন্দরের প্রতি মুগ্ধতা। সব ছিল। ধ্রুবও ছিল নিক্রিয় ঙ উদার প্রশ্রয়দাত।

তবু একদ্দিন রাজা বলেছিল, বউদি, এক কোটি বছর তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলেও বোধহয় কেউ তোমর মন পাবে না।

রেমি অবাক হয়ে বলল, একথার মানে ?
তুমি রিমোট কনট্রোলড এক রোবট মাত্র। তোমার নিজস্ব সত্তা নেই।
ज বাবা ! কী সব ইংরিজিতে গালাগাল দিচ্ছ গো !
গালাগালই বটে। তোমার গায়ে লাগে ?
গালাগাল দিলে লাগারই তো কথা।
না, লাগার কথা নয়। চৌধুরীবাড়ির বউদের চামড়া মোটা হয়ে যায়। তোমারজ হয়েছে।
কেন বলো তো
কী করে যে এত সহ করো জানি না।
রেমি মুখ টিপে হাসল একটু।
ব্যাগুলে বেড়াতে গিয়েছিল তারা। রাজার ফাংশন ছিল। একটু আগেই পৌঁছে তারা বিখ্যাত চার্চ দেখে গস্গার ধারে বসেছিল একটু। শীতকালের মন্দস্রোত নদী। আকাশে সাদা রোদ । ফাশশনের কিছু ছেলে পিছু পিছ্ ঘুরঘুর করছিল প্রথম থেকেই। রাজা তাদের অনেক করে বুঝিয়ে ভাগাল। তারপর হুাৎ রেমির কাছে ঘন হয়ে বসে বলল, কেন্ন বুঝতে চাইছে না রেমি ?

কী বুঝতে চাইছি না
এরকম ভাবে চলে না।
কীরকম হলে চলবে ?
তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
কो করে বুঝলে ?
ধ্রুবদা তোমাকে ভালবাসে না।
তরে কাকে বাসে?
তা জানি না। তবে তোমকে বাসে না।
আমার তা মনে হয় না।
তার মানে ! তোমার কী মনে হয় ?
রেমি একঢু লাল হয়ে বলে, তোমার কুট্টিদা যদি আমাকে নাই ভালবসে তবে অন্য কাউকেও বাসে না। কিন্তু यদি কোনোদিন কাউকে তার ভালবাসবার ইচ্ছে হয় তবে আমকেই বাসবে। এটা কি তোমার অষ্ধ বিপ্পাস নয় ?•
ना।
এই যে আমার সঙ্গে এত মিশছ ধ্রুবদার জেলাসি লক্ষ করেছো কথনো ?
না। ও আমকে লক্ষই করে না। অন্য কী যেন ভাবে।
তাহলে আমাকে স্কেপগোট বানিয়ে যে প্ধানটা তৃমি করেছিলে সেটা ফেল করল তে মনে তো তাই হচ্ছে।

जহলে এসো একটা কাজ করি।
को কাজ ?
কৃট্ডিদার একেবারে মূলে একটা নাড়া দিই।
को जावে?
আজ বাড়ি ফিরে তুম্মি আ্যাউনস করো যে, কুট্ডিদাকে ডিডোর্স করবে। তারপর আমাকে বিয়ে করতে চাও।

উদসীন রেমি কিছুদ্পণ নদী দেখল।
তারপর মাথা নীছ করে বলল, বলব।
বলবে?
বলব। দ্খো, ঠিক বলব। তবে তাভে কাজ হবে না।
তবু বোলো।
রাত্রে যথন রেমি ফিবলল তথন ধ্রুব নীচের घরের বিছানায় আধশোয়া। এক পলক তাকিয়ে দেขन।

বলन, হাা $এ$ घরে যে।
রেমি বলল, কেন, আসতে নেই?
তা আছে। তবে তোমার মানাবর শ্ষভর লোতলায় যখন তোমার ঘর চিক করে রেথেছেন তখন সেथানেই তোমার থাকা ভাল।

आমি তোমাকে একটা কথা বলেই চলে যাবো।
বলে एেল।
আমি ডিভোর্স চাইলে দেবে ?
এর্ষুনি। কিষ্ঠু হুাৎ চাইজ্গে কেন ?
पूমু जে চা
आমি ! צ্রুব অবাক হয়ে বলে, কথনো চইনি তো ! তোমাকে বলেছি, ডিডোর্স নাও। নিজে চাইনি।

রহস্সময় এক আনc্দে শিহরিত রেমি তবু घাড় শক্ত করে বলল, এবার আমি চইছি।
 কথাঢ কে শিখির্রে দিয়েছে ?

কে শেখাবে! আমিই তে বলাছ!
বলছ, কিষ্ঠু আন্তরিকত নেই, ইচ্ঘ নেই, আগ্রহ নেই। মুথস্থ করা বুলি।
রেমি খুব অबাক इল। ঠিক, ডিভের্সের কোনো তাগিদ বা आগ্রহ তার ভিতরে নেই। সে মোটেই ধ্বুবকে ছেড়ে যেতে চায় না । রাজা কৌশলটা শিখিল্যেছিন, সে সেইমতে আচরণ করে


बেমি বলन, বুুলে को করে ? पूমি कि অন্তयाAी ?
অন্ত্যাAী সকলের ক্ষেত্রে নই । কিষ্ুু তোমার মতো রোকা আর দুর্বন মনের মেয়েকে বোবা কিছু শক্ত নয়। কে শিখিহ়়েছে বলো তো! রাজা ?

তাত जোমার को यায় आcে ?
צ্রুবর মুభটে আत্তে আत্তে রক্তিম হর্যে উঠছিন। কপালের দুপাশের দুটো শিরা সুলে উঠল। রাগলে ওর ওরকম হয়, রেমি বহ্বার দ্দেছো হাতের বইটা রেথে জ্বুব সোজা হয়ে বসে বলল, ডিভোর্স দিঢে র্ৰাজাকে বিয়ে করবে ?


ধারালো চেহারার পুরুষ যথন আমূল রেগে ওঠঠ তখন তাদের স্পর্শ করে অলৌকিক কিছু। রেমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, ধ্রুবর শরীরের চারদিকে সেই ফেটে পড়ার আগের দুরণ্ত রাগ একটা ছতা বিকীর্ণ করহে। রুপ যেন দেহের সীমানা ভেঙে ফেলতে চাইছে। রেমির বাকরোধ হয়ে গেল। সে চোখ ফেরাতে পারছিল না।

ষ্রুব দাঁতে দাঁত পিষে বলল, শোনো। কেষ্ট চৌধুরীর মতো নোংরা লোক যা করতে পারে তাই করেছে। তার হাতের সূত্রের টানে তোমরা নাচছো। কিছ্ না জেনে, না বুঝে।

রেমি স্থলিত গলায় বলে. কেষ্ট চৌধুরিটা আবার কে ?
কেন, তোমার শ্বুশুর কৃষ্ণকান্ত! চেনো না!
উনি কী করেছেন ?
কী না করেছেন ? একজন ভদ্রলোকের পক্ষে যা কিছুতেই সষ্ভব নয়, তা উনি অনায়াসে করতে পারেন। হাসি মুখে। বোধহয় পলিটিকস না করলে কোনো মানুষ এরকম ভয়েড অফ সেনটিম্মেনটস হতে পারে না । লোকে জানে উনি পুরোনো মৃল্যবোেে বিপ্যাসী, রহ্ষণশীল। লোকেরা গাড়ল।

রেমি শঙ্কিত হয়ে বলে, উনি কী করেছেন তা বলবে তো ?
তোমাকে বলে লাভ নেই। তুমি বিষ্যাস করবে না। রাজাকে তোমার সঙ্গে জুট্টেয়ে দিয়েছেন উনিই।

উनि?
তুমি বোকা তোমাকে ঠকানো বা ভোলানো খুব সোজা
রেমি বিশ্যাস করভে পারছিল না। বারবার ঠৈঁট কামড়ে শুকনো মুথে আপনমনে বলছিল, উনি! উनि!

ধ্রেব একটা পাগলা রাগগর চোথে রেমির দিকে চেয়ে থেকে বলল, তুমি এথন আমাকে বলো, রাজাকে বিয়ে করতে চাও ?

রেমি এক পা পিছিয়ে গিয়ে অসহায় গলায় বলে, তুমি আমাকে ভালবাসো না কেন ?
সেটা কোনো ফ্াাকটর নয় । কাউকে ভালবাসা আমার পক্ষে অসম্ভব। কথাটার জবাব দাভ। ওকে বিয়ে করবে ?

आমি জানি না।
কেন্ন জানো না ?
ভেবে দেখিনি।
খ্রুব র্রেনোনি যা করেনি, হঠাৎ রেমিকে দুহাতে ষরে প্রচণ দুতো ঝাঁকুনি দিল। সেটi মার নয় ঠিকই, কিন্তু মারের চেয়েও বেশী। সেই অসষ্ভব জোরালো ঝাঁকুনিতে মাথা ঘুরে চোখে অঙ্ধকার দেখল রেমি।

ধ্রুব তাকে ছুঁড়ে বিছানায় ফেলে দিয়ে বলল, আমি তো তোমকে পাসপোর্ট দিয়েই রেখ্খছি। যার সঙ্গে থুশি প্রেম করো, ডিভোর্স চাও তো তাও সই। সব ঠিক। কিন্তু তার মধ্যে ফাঁকিবাজী আমার সহ্য হয় না। ইউ মাস্ট বি অনেস্ট। ভেরী অনেস্ট।

আমি কী করেছি? রেমি ফোপাতে ফৌীপতে জিজ্ভেস করে।
তুমি রাজাকে নষ্ট করেছো । ওর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিয়েছো । ওকে লোভ দেখিয়ে নাচিয়ে, আশা দিয়ে তারপর একদিন ছোলাগাছি দেখাতে চাইছো।

তোমকে কে বলেছে এসব ?
आমি জানি। যে দু-একজন লোকের আমি আগাপাশতলা জানি, যাদের চোখের দিকে তাকালেই সব বুঝ্রত পারি সেই অক্প কয়েকজনের মধ্যে তুমিও পড়ে।

২৮-8

রেমি কাদছিল। কিষ্ঠু কে জাে কেন, তার বুকে একদুুও দুংথ বা জালা ছিন না। বরং কান্নার मल্গে তার গা শিহরিত হচ্ছিল বার্বার। সে বলन, আমি कী কর্ব তूমি বলে দাও।

आমি! आমি কেন বলতে যাবো ?
आমি बে কিছু বুঝতে পারি না। বড্ড বোক।
কে বোক ?
आমি। আমাকে তে তুমি সব সময় বল্লে, বোকা।
乡্রূব একদ̆ও রেমির দিকে স্থির চেফ্যে থেকে সে বলল, বোকা সেটা বড় অপরাধ নয়। বড় অপরাধ হন ডিজঅনেস্টি। जूমি অসৎ হয়ে यাচ্ছে। চালাকী করহ। ધ্রুব డৈধুরিকে পটানোর জন্য রাজার সर्বनाশ করহহ।

ওর সर्বनाশ হ<ে ना।

 নিজেই ফौদ্দ পঢ়ে গেছে।

आমি ওর সঙ্গে কথন্না সেভাবে মিশিনি।
 যেকোনো পুরুষের পক্কে বিপজ্জনক। এখন কেসটা অত্ত সিরিয়াস দাঁড়িয়ে গেছহ। ঢোমাকে এবার একটা ডিসিশন নিতে হবে।

आমি পারব ना। लোমার পায়ে পড়ি।
নিজে না পারো কেষ টৌৃরির পরামর্শ নাও। সেই ঢে তোমার গারডিয়ান আানজেল।
आমি পারব না।
পারতে হবে রেমি । আমাকে জক বা বশ কর্যার জনা তোমরা তিনজন জেনে বা না জেনে যা করেছে তার সমাধানও ঢোমাদেরই কর্তে হবে।

को मমाथान ?
উকিলের কাছে যাও। ডিভোর্লের মামলা করো। आমি ছেড়ে েরেে। তারপর তোমাকে বিয়ে করতে হবে। রাজাকেই।
 মেরে ফেন

उूमि कि ఆয়ान মान 广ఆघ्यान রেমি?
आমি आর কাউকে চাই না, আর কিহू চাই না। ৩খু ঢেমাকে।
 কেস।

आমাকে जাড়িয়ে দেরে ?
ना। তোমকে রাজার হাতে ছেড়ে সেবো। তোমাকে আমি অনেস্ঠ হতে লেখােে।
आমি তে ওকে চাই না।
চাইতে হবে রেমি। ఆকে পাগল করমে কেন্ন তবে ?


এক. তীব, যন্ত্রণাময় অশ্বখুরধ্ধ্মন ঔনতে পাচ্ছিল শচীন। বুকে তার ঘনিয়ে উঠছে বাথা। অশ্ফৃট শব্দ করে পাশ ফিরল সে। ভারপরই সজাগ হয়ে চোv মেলল।

কোথাভ আলোর রেশমাত্র নেই। অবোধ বঠিন গভৗর এক অন্ধকার। ঘোড়ার পায়ের শব্দ এখনো দৌড়োচ্ছে। সে শব্দ তার বৃকের 心িতরে। শব্দ তার হৃগপপ্ডের।

শচীনের সামনের অন্ধকার রূপময় হয়ে যেতে লাগল্। বহ্ৰঙা এক ময়ুর পেখম ধরেছে যেন । সসই রঙ আরোপিত হচ্ছিল এক প্রতিমায়। চপলা।

তার স্বল্পকানের জীবনে সে আর কোনো মেয়েকে দের্থেনি যার সঙ্গে চপলার তুলনা হতে পারে । জবুথবু শাড়িভে মোড়া মেয়েদেরই এতকাল দেখেছে সে। চপলা শাড়ি পরে, সিদুর দেয়, ঘোমটা টানে, সবই ঠিক কথথ । কিন্ত্ তার ব্যাকগ্রাউঞ্ড অন্যরকম । সে ঘোড়া এবং সাইকেলে চাপতে জানে, চালাতে পারে রাইফেল! চমeকার ইংরিজিতে কথা বলতে পারে। ইংরেজদের সঙ্গে বহু ডিনার খেয়েছে সে। তবু সব ছেড়েছেছেে়ে বাঙালির গহহহ্থঘরের বউ হতেও তার বাধ্ধেন

চপলা সম্পর্কে এটুকু ছিন শচীদের প্রাথমিক মুभ্ধত। তারপর জল আরো গড়াল, যখন সে এই মহিলার অসামানা মুখত্রী ভাল করে লক্ষ্ন করল একদিন।

একথা ঠিক, চপলা একট্টু লঘু স্বভাবের মেয়ে। ইয়ার্কি ঠাট্টা তার ভীষণ প্রিয়। চিমটি দিয়ে কথা বলতেও সে ওস্তাদ। কিস্তু ওটুকু শচীনকে আরো পেড়ে ফেলেছে।

নিজের শ্যাসে মৃদু কপ্পন টের পায় শচীন । দুই সন্তানের মা, চৌধুরিবাড়ির ষউ চপলার প্রতি তার সমন্ত সত্তার একমুখী স্রোত দুরন্ত এক গতিতে নিয়ে চলেছে তাকে। উজান বাইবার শক্তি তার নেই। সে ভেসে যাচ্ছে এক অমোঘ লক্ষ্যে। নির্য়তর নির্দেশে।

বুকের মধ্যে ঘোড়ার তীব দৌড় টের পায় শটীন। বুক ব্যথিয়ে ওঠে যষ্ণণায়। মাঝরাতে আজকাল প্রায়ই তার এইরকমভাবে ঘूম ভেঙে যায় । ঘুম আসেও না বড় সহজে । কৗঁটাছেঁড়া তন্দ্রার মধ্যে সারাক্ষণ হানা দেয় চপলার মুখ। এক প্রলয় বাতাসে ভেঙে পড়েছে প্রতিরোধের দ্বার। কী করবে শচীন ?

তার ভিতরকার বুদ্ধিমান ও বিরেচক উকিলটি মাঝে মাঝে তাকে সাবধান করে দেয়, কূল ভঙবে, মর্যাদা নষ্ঠ হবে, কোথাও ঠঁঁই হবে না তোমদের। নিষিদ্ধ ফলের দিকে হাত বাড়িও না।

निষিদ্ধ ফল ? শচীন যেন অবাক হয়ে ভাবে, চপলা কেন নিষিদ্ধ ফল হতে যাবে ? নিষিদ্ধই যদি, তবে অত সুन्দর কেন ? অত দूँ्य কেন ? কেনই বा অত গা-ঘেঁষা ?

শচীনকে নিজের জন্য কখনোই চিহ্তিত করত না চপলা, ননদের জনাই নিদিষ্ট রেখেছিল তাকে। কিষ্ঠু সবসময়ে কি সব হিসেবমডো ঘটে ?

শচীন যতদূর দেখতে পায়, তাদের দুজনের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলেছিল সেই জলসায়। শচীন তার গাঢ় গভীর গলায় গজল গাইতে গাইতেই দেথল, চপলার মুথে চোথে এক অম্যুত অপার্থিব মুभ্ধতার ভাব নেমে এসেছে কখন । চোখ দুটিতে গভীর সম্মোহন । চোখের ফঁদে সেই যে ধরা পড়ল শচীন, তারপর থেকে কেবন ছটফট করে ভিতরটা।

চপলা তেমন ভাল গান জানে না । বলতে কি, তার খাঁকতি হয়তো ওই একটাই। তবু কয়েক্টা রবীক্দ্রসংগীত खিয়েছিল সেদিন। রূপমুभ্ধ শচীনের সে গান খারাপ লাগেনি।

পরদিন শচীনের কাছে কাছারিঘরে এসে হানা দিল চপলা। কর্মচারীরা তটস্থ•। চপলা বলল, কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে ওপরে আমার ঘরে আসুন।

শচীনের লুক্র মন এই আমজ্ত্রণের ভালমন্দ বিচার করল না। ভিতরে এক শিহব্রিত আনক্দের উজ্জীবক স্পর্শ जার চোথমুথকে উজ্জ্জ করে দিল। সে বলল, যাবো।

২৮৬

সেमিন সন্ধায় চপলার ঘরে আর কেউ ছিল না। 刃ুখু চপলা আর শচীন।
চপলা একট্ সের্জেছিল। ফ্রিলওলা খুব আখুনিক হ্মাউজ তার গায়ে এবং ঝলমলে একটা শাড়ি। পরিপাটি বাঁধা য়াপা। মৃ.খ কিছ্ত প্রসাধন এবং গায়ে দাম্মী সুগক্ধ।

চপলা বিনা ভ়মিকায় বলল, উকি.ন হয়ে পচে মরবেন কেন ? জীবনে উন্নতি করার ইচ্ছে হয় না আপনার

শচौन এই আऽমকা কথায় সামানা নাড়া খেয়ে বলল, কেন, ওকালতি কি খারাপ ?
খারাপই নো। প্রস্টিজ পেভে হলে ব্যারিস্টার হতে হয়। পারবেন না
উকিল পাত্র কি আপনার ননদের পছন্দ নয় ?
ননদকে টানা কেন আবার ! আমার নিজেরই পছন্দ নয়।
শচীন একটু প্রগলভ হয়় সাহস করে বলল, আপনার তো আর পাত্রের চিস্তা নেই। থাকলে আমিই প্রথম ক্যাগ্ডেড্টেট হতাম।

চপলার সক্গে বউদি-দে ওর সম্পর্কে এরকম ইয়ার্কি চলতে পারে বটে, কিস্তু চপলা একথায় কেমন যেন হয়ে গগগল। কিছুঞ্ষণ কथা না বলে দুটি চোখ পেতে রাখল শচীনের মুখের ওপর।

তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে খুব চাপা গলায় বলল, আমার জীবনটা খুব সুখের নয় শচীনবাবু।
আবহাওয়াট হঠাৎ ভারী হয়ে ওঠায় শচীন বিব্রত বোধ করতে থাকে।
চপলা একটা ডেসকে রাখা কয়েকটা পত্রপ্র্রিকা নাড়াচাড়া করতে করতে বলে, এ জায়গায় বিয়ে করার একটুভ ইচ্ছে ছিল না আমার । কথা ছিল, বিলেত যাবো, ব্যারিস্টারি পড়ব বা আই সি এস কর্মপি করব। বাবা রাজি থাকলেও শেষ অবধি মা আর ঠাকুমা বেঁকে বসে। কিছুই হল না । এক্দম জলঘট হয়ে রইলাম

শচীন মিনমিন করে বলে, তা কেন ?
জলঘট নয় ? আমার স্বামী দেখতে কার্তিকঠাকুর হলে কী হয়। একদম আনম্মাট । ভাল করে কथা বলতে জানে না। জমিদার নন্দনরা যেরকম হয় ঠিক তেমুনি। না লেখাপড়া় ভাল, না আর কিছুতে। আমি অনেক কষ্টে খানিকটা মননুষ করার চেষ্টা করেছি। ইচ্ছে ছিল বাবাকে বলে ওর বিলেত যাওয়ার ব্ববস্থা কর্সর। কিষ্টু ভেবে দেখলাম, পাঠিয়ে লাভ নেই। সাহেবদের দেশে গিয়ে刃ধુ কয়েকটি কু-অভাস নিয়ে আসা ছড়া ওর দ্বারা আর কিছ্ হবে না।

শচীন মূদু একট্ হাসল বটে, কিন্ত্রু তারপর বিষঞ্ণ গলায় বলল, কনকদা ঠিক আগের মতো নেই।
आগে কীরক্ম ছিল ? আরো খারাপ ?
না। ঠিক খারাশ নয়। এমনিতে ভালমানুষ, কিষ্তু একৰুঁয়ে ধরনের ।
আহা, আর সারটিফিকেট দিতে হবে না। আমার চেয়ে ভাল্ তো কেউ জনে না। এক কথায় রোকা আর জেদী

শচীন কী আর বলবে, মাথা চুলকোলো একট্টু।
চপলা বলল, आমি একনটু ঠোঁটকাটা। স্পষ্ট কথথা বলতে ভালবাসি। কিছু মনে করবেন না । ना, ना।
পাস্তাতাতের মতো পুরুষমানুষের ঘর করতে করতে আমার ভিতরটা মরে যাচ্ছে। এই यা দেখছেন ভালমানুষ বউ সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছি এটা আমার ছদ্মরেশ। সারাজীবন কি ছদ্মবেশ পরে কাটিয়ে দেওয়া যায় ! সবসময় মনে হচ্ছে আমি অन্য এক নারীচরিত্রে অভিনয় করে यাচ্ছু মাত্র ।

শচীনের বুকের ধকধধকানিটা শুরু হু এসময়ে। সে বুঝ্তে পারছিল, চপলা তাকে এক্টা কিছু বলতে চায়। এ হল তারই ভ়মিক। সেই চরম কথাটা কী তাও সে আন্দাজ করতে পারে। একই সাক্গ বুকের মধ্যে টীব্র চিনচিচে আনন্দ ও ভয় হচ্ছিল তার। দুদে উকিল হয়েও সে কথা খুজে পাচ্ছিল না। শুধু বলল. সে তো ঠিক কথা।

 ব্যারস্টার হশ্রে আসুন। 亦ারিস্টারের (প্রেস্টিজই আলাদা।





 आए़ ।

 बেষ্যা যার। করে তাদ্রর টাকার অতাব কোোো বাধা নয়।

आাম বাযারস্টার হाल आर्थान अनि হन:

आপनाর নनঢদর সন্পে ববয়ে হবে না জ্রেনে :
fিగ়ে য়ে হরেই না একথা কে বলन :
হরে বলছেন !



 नग़ई।



 এবদ্দন হঠ করে বিয়ে হর্রে শেতে পারে।

রোষ্য় নয়।
কক্ন नয় ?

बाরনनो को ? इगाe এমन को घढन ?
घঢ়তছে বউঠান। आপ্পন বৈब্রেন ना।
 नग़।

শচौन মूथ आড়াল করल।
 মহো হাব্যাব ভাল নয়।

২৮৮

শচীনের অবস্থা দেখেই বোধ্য় চপলা দয়া করে তাকে রেহাই দিতে বলল, আজ গান শোনবেন নा!

শচীন সেদিন গানের মধ্যে ঢেলে দিয়েছিন নিজ্জেকে।
লেষ হলে চপলা এক পেট্ট খাবার খাওয়াল তাকে। বলন, উকিল যে এমন গায়ক হতে পারে जना शिन ना।

কেন. উক্লিরা কি গাধা ?
তাই বলनाম বুঝি বলছিনাম উকিল পেশাটার সক্গে গান য্যে जারি বেমানান
বারিস্টার হয়ে গান গাইেে হরে তাহলে !
চপলা দৃঢ ম্বরে বলন, হাঁ। মনে রাথবেন বারিস্টার বা আই সি এস কিছু একটা আপনাকে হতেই হরে। आমি জানি আপনি পারারন।

সেদিন এই পর্यষ্ত।
 निজের মনের ক্থা বলভে পারে। এক পাগল প্লাবনে ভেসে গোছে বিশাখা, ভেসে গেছে জমিদার
 সেই মুখ একবারের জনাও অন্ত যায় না । घুম ঢেঙে য়ায় বারবার। এক অশ্পুরধ্বনি মথিত করে


শচীন অনেকট্ট জল থেল ঘটি থেরে। তারপর মশারি তুলে বাইরে এসে জনালার भারে

 টिनिন চালে घষটান থেট্যে গেল সুপুরির পাত। आকাশে মেষ চমকাল। বৃষ্টি আসবে। মেঘ ডাক্ছে দূরে কোথাও।


 থাকবে না -এ कि সষ্টd ? এ কি উচিত रবে ?

কিষ্ঠু ফ্ষণকালের জনা মাত্র এইরকম যুক্তিশীল আচরণ করে তার মন। পর "হর্তেই একটা आবেগ ডিত্রকার সব নীতিবোেের চৌকঠঠ ডিঙোয, বেড়া ভাঙ, সীমান নজ্জন করে কী করবে শচौन ?
 আসবে না। উকিল মানুষ, ব্যেখান্ইই হোক পসার পাবেই। কিষ্ুু চপলাকে ছড়তে হরে তার বएণণ কেশী। তবু চপলার डিত্র তেমন কেনো দুর্তবনা নেই।
 এই थাকার অর্থও খूব স্পষ্ট আর উত্তেক।

শচীন बে সঠिক কোনো সিদ্ধান্ঠে आসতে পেরেছে তাও নয়। তার মাथা পাগল-পাগল, মন
 এথনো তারা आপনি থেকে তুমিতে নাম্মনি। এমন কি, শচীনের মতো পাগলামিও পেয়ে বসেনি ১পলাকে। সে দিবি বাড়ির লোকের সক্গে হাসিমুখে কथা বলঢছ, শিঔদের পরিচর্যা করছে, भरস্দরের ধকল সামলাচ্ছে। वেয়েরা হয়তো পুরুষদ্রের চেয়ে অনেক বেশী শক্ত হয়। এদিকে শচীন
 !?|সায়াদ কর্রেহ ।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, শশিভূষণের মামলা উঠচেও দেরী নেই। হেমকাষ্ত তাকেই শশিভূষণের উকিল হয়ে বরিশাল পাঠাবেন বলে স্থির করেছেন । অথচ সেই মামলার প্রস্গুতি হিসেবে যেসব আরুমেণ্ট সাজানো উচিত ছিল তা আজও করে উঠতে পারেনি শচীন।

বাড়ির লোকের সকে সে ভাল করে কথা বলতে পারে না। বড্ড অন্যমনস্ক থাকে। তিনবার ডাকলে সাড়া দেয়। এরকম চলতে থাকলে সে অচিরেই ষরা পড়ে যাবে। কী লজ্জা! সুফলা একদিন•বলেই ফেলল, দাদা কেবল বুঝি চৌধুরিদের কুটনি মেয়েটার কথা ভাবো ! जোকে কে বলল ? ফাজিল
সুফলা গোঁজ হয়ে বলে, ভীষণ পাজি, জানো না তো ?
আমি মামলা মোকদ্দমার কথা ভাবি। ওসব ভাববার সময় কই?
ওদের বাড়ির বউ আমদের বাড়ি আসে, জানো ?
একটু কেঁপে উढে শচীন বলল, আসে কথন ?
রোজ দুপুরের দিকে। তুমি ব্বেরিয়ে গেলে।
को চায় ?
কী আবার চাইরে ধরেবেঁেেে তোমার সঙ্গে বিশাখার বিয়ে দিয়ে তবে ছড়বে।
আমি বিয়ে করলে জো
তুমি ওবাড়ি যাভ, সবাই তো জানে।
সে যাই কাছারির কাজে। টাকা দেয়।
টাকা দিলেই কি ? ও বাড়ির চৌকাঠও ডিঙোনো উচিত নয় ।
তোকে এত পাকা কথা শেখাচ্ছে কে ?
সুফলা সাহস করে দাদাকে অনেকটা বলেছে। এবার ভয় পপয়ে চুপ করে গেল।
বউঠান এসে কী বলে ? শচীন জিজ্ঞেস করে।
কিছু বলে না। ধানাই পানাই গল্প করে মার সজ্গ। আসল মতলব তো আমরা জানি। জানিস তো জানিস, খবরদার দুম করে অপমান-টপমান করে বসিস না যেন । या কুঁদूলি তোরা !
আমরা অপমান করব কেন ? আমরা কি ওদের মতো যে লোককে মানুষ বলে মনে করিনা !
সেদিন বিকেলে দেখা হল চপলার সঙ্গে। রোজই কাছারির কাজ শেষ হলে নীচের তলার একটা ঘরে তার সঙ্গে দেখা হয় চপলার। ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু হয় কিনা তা ভেবে দেখার চেষ্ঠা করেনি শচীন। আর ভাবতে ভাল লাগে না।

সে চপলাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি যে আমদের বাড়িতে প্রায়ই যান তা তো বলেননি কখনো আমাকে।

চপলা বিষম্ম গলায় বলল, কী সুন্দর সংসার আপনাদের । ভারী শাত্তি, ত্রী। এরকম বাড়িতে যে কেন বিশাখা যেতে চায় না অ আমার মাথায় ঢোকে না।

## n ৫० n

এত ভয় রেমি জীবনেও পায়নি, মাতাল ધ্রুবকে (স ততটা ভয় পেত না, যতটা পেল এই পাগল צ্রুবকে। নির্বিকার মুখে যে পুরুষ তার বিয়ে করা বউকে অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘর করার পরামর্শ দেয় এবং মৌলিক সততার দোহাই পাড়ে তার পাগলামী সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারে না।

সেই রাতে খ্রুব ঘুমোলো না, কাঠের মতো শক্ত হয়ে বসে রইল চেয়ারে। মশার কামড় থেল अন্নে। সামনে খোলা একখানা বই। একটা লাইনও পড়ছিল না সে। রেমি বিছানায় পড়ে রইল চৃপ্ করে। রাত দশটা নাগাদ জগা এসে খৌজ নিয়ে গিয়েছিল তার । সাড়ে দশটা নাগাদ থাওয়ার ২৯০

জন্য ডাক এর্সেছল। তারা দুজন নড়েনি।
খেব ভোরবেলায় দ্রব বই বন্ধ করল। হাই তুলে উটে বাইরে বেরোনোর পোশাক পরল।
র্রাম সড়মড় কにর উঠে বলল, কোথায় যাচ্ছো ?
একটট ऊাপ゚ করে আসি। শরীরটা ফিট রাখতে হবে।

(গাললাই বা ক্ষতি কী? আজ থেকে আমি তোমার কেউ নই।
কथাটা অনেকবার বলেছো। আর বোলো না।
आচ্ছ বলব না। তুমি ঘুমোও।
তুমি কোথায় যাচ্ছে ? পালাবে না তো!
না। आমার জীবনের প্রথম ও লেষ ঘটকাनীর জন্য এখন কিছুদ্নি কলকাতায় থাকব। তোমদের ব্যাপারট হয়ে গেলে কিছুদ্দেনের জনা উধাও হতে পারি।

রেমি এই পাগলামীর কী জবাব দেবে ? ভয়ে চুপ করে রইল।
צ্রুব জগিং করতে গেল, না আর কোথাও, তা বোঝা যাচ্ছিল না । কারণ দूপুর গড়িয়ে যাওয়ার পরও তার ফেরার নাম নেই।

সাধারণত রেমি খ্রুবর জন্যা অপেক্ষা না করেই থেয়ে নেয়। উচ্ছইখল পুরুষের সজ্গে মানিয়ে নেওয়া শক্ত, মানাতে গেলে প্রাণ যায়। তাই রেমি তার সময় মতো ভাত থেয়ে নেয়। খ্রুব তার সময় মতো ফেরে, কখনো খায়, কখনো খায় না।

কিন্তু রেমি আজ খেল না, অপেক্ষা করতে লাগল।
দুপুরে এবং রাত্রে কৃষ্ণকাচ্তর খাওয়ার সময়ে রেমি উপস্থিত থাকে। এটা রেওয়াজ। আজ রেমি ওপরে না উঠে নীচের ঘরে চুপচাপ তয়ে ছিন। মঝেমাঝে কাঁদছে। বুক জ্রলছে জালায়।

জগা এসে দুপুরে দরজায় টোকা দিয়ে বলল, বউদি, ওপরে যাও। বড় কর্তা ডাকছে।
এই একজনের ডাক রেমি কখনো উপেক্মা করতে পারে না । সষ্ভবত কৃষ্ণকাষ্ত খেতে বসেছেন এবং বউমকে না দেথে উদ্বিম ।

রেমি যথাসাধ্য নিজ্েের মুখ থেকে অনিদ্রার ক্সাষ্ডি ও কান্নার চিহ্তুলি মুছে ফেলবার চেষ্ঠা করল লঘু প্রসাধন দিয়ে । বড় করে সিদুরের টিপ পরল, ঘোমটাটা একাু বেশী করে টানল আজ, তারপর ওপরে গেল।

ধোঁয়া-ওঠা গরম ভাত এবং যুট্তম্ত ঘি ছাড়া কৃষ্ণকাম্তর চলে না । সেরকমই লেওয়া হয়েছিল তাঁকে। কিষ্ভু বউমাকে না দেখতে পেয়ে কৃষ্ণকান্ত ভাতে হাত দেননি। ফল্েে গরম ভাত ঠাণা হয়েছে, ঘি জুড়িয়ে গেছে।

কৃষ্ণকান্ত উদ্বেগের গলায় জিজ্ঞেস করুলেন, কী হয়েছে মা ? শরীরটা কি ভান নেই ?
রেমি ভাতের থালাটা চোখের পলকে জরিপ করে নিয়ে হাত বাড়িয়ে থালাটা তুলে নিয়ে বলল, ভাত ঠাতা হয়ে গেছে। आমি আবার গরম ভাত নিয়ে আসছি।

কৃষ্ণকাষ্ত খুশি হয়ে একটা বড় খাস ছাড়নেন।
ফুট্ত ঘি দিয়ে গরম ভাত মেখে প্রথম গ্রাসটি মুখে তুলে কৃষ্ণকান্ত বললেন, আমার বাবার একবার কী হয়েছিল জানো ?

की বাবा ?
মাত্র পঁয়তাপ্Aিশ ছেচপ্পিশ বছর বয়সে তাঁকে একবার বুড়ো হఆয়ার বাতিকে পেয়েছিল। সে भाঙ্यাতিক বাতিক। দিন রাত মৃতুচিষ্ডা করতেন। কथाটা বলनাম কেন জানো ?

কষ্ণকান্ত একটু মজা পাওয়ার হাসি হেসে বললেন, বাবা ছিলেন খুব নিষ্মর্ম नোক। সাব্रাमिন

বসে-টসেই থাকতেন আর থুব ভাবতেন, যারা কাজ করে না এবং বৃ্ধা চিষ্া করে তাদ্রে বুড়েমিতে
 आপনি ঢো আর নিষ্ষর্ম নন বাবা।
তা নই। आর নই বলেই এই বুড়ো বয়সেও আমাকে বুড়োমিডে পায়নি অতमিন। কিষ్হ এবার


মষ্ণিप্র ছাড়ও তো आপনি কত কাজ করেন।
 গদি গেলে তথन आর কে পৌছে বলো, কাজকর্ম কমে গেলেই বাজ্ে চিষ্ষা এসে লোঢেই।

একটা দীর্ঘ্পস ছাড়লেন কৃষ্ণকাম্তু।
 ひাচ্ছেন, আমার তে ভয় হয় অসুথ করবে বুঝি।

দূ পাগनী, কাজ করলে কথথো অসুখ করে ? শরীরढা ভগবান দিয়েছেন কাজ করার জনাई, বসে थাকার জনা নয়। এটাকে নিংঙড়ে यত পারি কাজ আদায় করে নিলে তবেই শরীর ধারণ করার একটা মানে হয়। নইলে বৃथा শরীর পুচে রেথে লাভ कী ?
 শেষ করেই অनা সব পদ সরিয়ে রেখে দু४ आর কলা দিয়ে ভাত মাখত্ত মাখতে এবদ্ম হেসে বলनেন, पूমি आমার মা বলেই একটা কथा আজ ডোমাকে বলতে ইচ্ছে কর়ছে। आমার বাবা


রেমি ওনেছে। কিষ্ৰু মৃখে তা স্বীকার না করে নিপাট ভাল মনুষ্ষের মহো বলল, না তো বাবা।
ক্ষৃকান্ত মুখটা গঙ্টীর করে বললেন, শোনাতই ম্বভাবিক ছিল। তোমাকে বলেই বলি মা, তাঁর এबबाর পদশ্যলন হয়েহিন।

রেমি সिটিফ্যে রইল লম্জায়।

 নিজ্জেকে বুড়ো ভাবতে ৩রু করেছিলেন বটে, কিষুু সতিই তো ত নয় । বিপ্র্রীক, সুপুরুষ এবং থুব সজ্জন প্রক্তিি এই মানীটির পদশ্বলন घটল লেই বয়সে। সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। ছিছিকারও পড়ে গিৰ্যেছিন চারদিকে। কিষ্দু আমি তাঁর কোনো লোষ দেখতে পাইনি। আজও,
 যেমনই দ্খখাক, তাঁর দিক থেকে প্রয়োজন ছিল।

 মৃर्থ্রা। বুঝলে মा !

প্রসभটা কেন উখাপন করেছেন কৃষ্বকাষ্ত তা যেন आচ্মকাই বুমতে পারল রেমি । বুঝে কেেপে উঠন ভিতরে ভিতরে।

ক্কৃষকাঙ্ত ভারী মোলাল্যেম গলায় বললেন, হেমকাষ্তর নিদ্দে यারা করে বেড়াত তাদরఆ থবর
 अन্যের লোষ দেখা।

রেমি মুদ্মরে শ্ৰ বলল, ঠিকই जে।
 जোমার সময় কেমন কাট্ছ মা ?

২৯২

ভালই (.তা ।
 लखणाए। व्वन। ऊ राজा आमে तো!



 आাল जाর তে ঠিক नেই। তেমার সময় কাটে को করে ?
 নয় তার, বিয়েও এমন কিছू বেশী দিন आগে হয়নি, তবু বাপের বাড়ির লোকেরা বে তার পর হয়ে গোে, দৃরप্ণটও বেড়ে গেছছ তন্লেক তার কারণ এই মানুবটি। রেমি জানে লোকটা বড় সোজা
 দীঘির মজে আख্র্য আছে তার। সে এও বোঝ্রে, এ লোকটার "মা" ডাকের মধ্যে কোনো চাহুয়ী নেই, কৃত্রিমত নেই। "মা" কীजাবে ডাকতে হয় তা মাহৃহীন এই লোকটা সঢিই শিৈেছিন।
 থাকে। ফिनমের কাজ থাকে।

জানি । किद्यू সেসব ওর জনা করে দিল কে ? কার 乡ूখিি জোরে এখন করে খাচ্চ তা জানো ? ना তো বাবা !
সেট্ তে বলবে না, প্রেস্টিজ যাবে বে, তাছাড়া কৃত্জতার ন্যাঠাও তো আছে । যাক্গে, রাজা না পারলে आমি আর কাউকে গানের মাস্টার রেথে দেবো। ভাল করে শেখো। একটা কিছ্হুতে মনপ্রাণ ঢেলে দাও।

आপनि आমার জना এত ভাবেन কেন বাবा ?
আমি না ভাবলে কে ভাববে বলো ! আমার ম্বার্থও जো আছে । বুড়ো বয়েে একটি মায়ের মতো মা পেক্যোছি। কিষ্ঠু দামড়াটার লোষে বুঝি আমার মা তিষ্ঠোতে না পেরে লেষ পর্যষ্ত পানায়। সেই ভফ়েই তো তোমাকে এত বাঁ্বার নেষ্যা।

आমি তে পালাত চাই ना বাবा !



রেমি মাথা নীए করে রইল। দूই চোথ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়হিল অবিরিল।.

 সপ্পরে आমি খানিকটা নিमিচিভ। বড়জন মিলিটারি, ত্যাজপাত্র, তার কथা ভেবে লাড নেই। ছোেটোট মোটমমি নিরাপদ চরিত্রের ছেলে। আমার একমাত্র প্রবলেম ঢোমার ম্বামীটিক্কে নিয়ে।

জাनि বাবা।
पूমি তো জনবেই মা । দামড়াট আমার যত বড় শভুই হোক, এ কথা বনতে হবে বে, ওর মতো
 রাথথয় চরিত্রের মধ্যে এবট जারসাম্যের অजাব রয়ে গেল। তাই না ?

श゙
ఆকে कि जোমার भाগन বनে মনে হয় ? উমাদ পাগन ना হলেও প্রচ্মম পাগল ?
প্রচ্চ্ম পাগল কথাঢ রেমি এই প্রথম ওনলো। কামার মধ্যেও এবদু शসি পেল তার। মাथা

নেড়ে শষু ‘হাঁ’ জানাতে পারল সে। কথা বলতে পারল না।
কৃষ্ণকান্তও একটু ম্নান হেসে বললেন，এই পাগলামীর কোনো চিকিৎসাও তো নেই। এখন ওর সমষ্ত রোখটা গিয়ে পড়েছে তোমার ওপর। ডোমাকে যষ্ণ্রণা দিচ্চে，কষ্ট দিচ্ছে।

রেমি স্নানมুথে বলল，মেয়েরা তো কষ্ট করার জন্যাই জপ্যায়। তাতে কিছ্হ নয় বাবা। তবে একটা জিনিস আমি সইতে পারি না।

কৃষ্ণকাষ্ত উদ্বিধ্র হয়ে বলেন，কী সইতে পারো না ？দামড়াটা কি গায়ে গাতটাতও তেলেে নাকি ？ চাবকে আমি ওর－

রেমি আর্তস্বরে বনে，না না，তা নয় ।
তাহলে कী ？
আপনি দেখবেন বাবা，আমাকে যেন এ বাড়ি থেকে কেউ জোর করে তাড়িয়ে না দেয়।
তোমাকে তাড়াবে ？কৃষ্ণকাষ্ত হতভম্বের মতো বলেন，ডোমাকে ？কার এত বুকের পাটা ？
आপনি অত अস্থির হবেন না।
কে তোমকে তাড়াতে চেয়েছে ？ওই দামড়াটা ？রাজু ？ওরে রাজ্ম ？দেখ তো মেজদাদাবাবু घরে আছে কিনা！না থাকলে যেন এলেই আমার সর্গে দেখা করে ।

রেমি তটস্থ হয়ে বলে，আমি তো বলিনি যে আপনার ছেলে আমাকে তাড়াতে চেয়েছে।
ভদ্রলোকের মেয়েরা কি সব কথা মুখে আনতে পারে ！দামড়াটা যে এত ছোটোলোক হয়ে গেছে आমার তা জানা ছিল না। आর যাই করে বেড়াক মনটা চওড়া ছিল।

উनि বলেননি।
তাহলে কে ？বলো，তার নাম বলো। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাকে এ বাড়ির পাট গোটাতে হবে।
রেমি এই বিস্ষোরক পরিস্থিতিতেও হেসে ফেলে।
হাসছো মা ？হাসির কারণটা की ？
आপনার অকারণ উতলা হওয়া দেখে।
কেউ কিছ্র বলেনি ঢোমাকে？
না। আমি বলছিলাম এমন পরিস্থিতি যাতে না হয় যে，আমকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়। সেটা কেন হবে বলো তো！
হতে কি পারে না ？
কৃষ্ণকাম্ত কিছ্রুক্শণ থম ধরে বসে রইইলেন। তারপর হঠাৎ বললেন，ঠিক আছে। আমি আজই উকিল ডাকছি। এই বাড়ি তোমার নামে লি丬েপড়ে দিই। তারপর আর এ বাড়ি ছাড়ার কোনো প্র্রই উঠবে না।

রেমি ভয় পেয়ে বলল，না না তার দর্বকার নেই।
তুমি आমাকে বারবার নিরশ্ত করহো কেন মা？
आপনি তো আছেন বাবা। আমার আর ভম্প নেই।
आমি চিরকাল थाকব না। তখन？
আপনি না থাকলে এই ভূতের 小ড়িতে কি आমিই থাকতে পারব ？
কৃষ্ণকাষ্তর চোখ ছলছল করে উঠন। কিছুম্মণ কथা বনতে পারলেন না। তারপর দू४তাতের শেষ অং্শটকু রেখেই উঠে গেলেন আঁচাতে।

রেমি হাঁফ ছেড়ে বौচল। ভালবাসারఆ দমবক্ধ করা এক आক্রমণ আছে। সে তার অতরের কাছ থেকে যা পেক়েছে তা আর কারো কাছ থেকেই কখনো পায়নি। এরকম একমুখী গভীর স্নেহের কোনো अভিজ্ঞতা ছিল না বলে তার আজ দমবষ্ধ লাগছিন এতम্巾ণ।

রেমি দুপুরে এক কাপ কফি খেয়ে অপেক্মা করতে লাগন নীচের ঘরে। צ্বুব আসুক একসস্গে ২৯8

খিদে, ক্রাস্তি, নিদ্রাহীনতায় রেমির শরীর বড় অবশ লাগছিল। কেন যে এই কারাগারে নিজেকে আবদ্ধ রেথেছে এতদিন তা কিছুতেই যুক্তি দিত়ে বোঝে না সে। অঅতরের স্নেহ তো গৌণ বাপার। যাকে নিয়ে সম্পর্ক রচিত হয় সেই মূল মানুষটাই র্যাদ আড় হয়ে থাকে, যদি পাগল হয়, স্নেহহীন হয়, তবে এক কোটি মানুষের ভালবাসাও তো মূল্যহীন । তবু রেমি কেন আছে ? কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণে ?

রেমি ভেবে দেখেছে, যুক্তির পথ দিয়ে সব সময়ে তো হাঁটে না মানুষ । তার মন অনেক সময়েই অদ্ডুত আচরণ করতে থাকে। কিছুতেই তাকে বাগে আনা যায় না।

দूर्यল শরীর জুড়ে কখন নেমে এল ঘুম রেমি টের পায়নি। צ্রুবই তাকে জাগাল।
ওঠো ওঠো।
ধড়মড় করে উঠে পড়ে রেমি, কী হয়েছো গো?
কিছু হ হ়নি। মুখ অত শুকনো কেন ?
শুকনো ? বলে রেমি নিজের মুখে একুটু হাত বুলিয়ে বলে, কোথায় তকন্নো ? তুমি এতক্ষণে এলে ?

এইমাত্র।
খাওনি ঢো ?
ना।
চলো, খাবে চলো। আমি আজ তোমার জন্য বসে আছি।
আমার জন্য ? কেন ?
ইচ্ছে হল, তাই চলো, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।
भ্বু একটু হাসল। ডারও মুখ তনো । হাসিটা ভাল यুটল না । একটl হাই তুলে বলল, খাবো, তাড়া কিসের ?

তোমার নেই। আমার আছে।
চলো, আজ বাইরে কোথাজ থাওয়া যাক।
ওমা! কেন ?
এখন তিনটে বাজে। এই অবেলায় ঠাকুর চাকরদের উব্ব্ত করার দরকার কী ? ఆরা একট্ৰ বिख्याম निচ্চে निक ना।

ఆमের উদ্যাষ্ঠ করুব কেন ? आমি বুবি भারি না!
বাড়ির একঘেয়ে খেতে ভাল নাগে না। চলো, বাইরে যাই।
আমার যে রেস্টুরেঞ্টে খেতে ঘেমা করে।
ভাল রেস্দুরেটে যাবো। ঘেন্না করবে না।
তোমার অন্য কোনো মতলব নেই তো!
ना, की মতলব থাকবে ?
সকালে आমাকে বিশ্রী অপমান করে গেছ। সারা রাত কষ সিয়েছো।
তবू ঢোমার মন বিप্রোহী হচ্ছে না ?
হচ্ছে না আবার ! খুব হচ্ছে।
তার লক্ষণ কোথায় ?
की नॠণ দেখতে চাও ?
একটা বিস্ষোরণ। মাইরি দদখবে ?
পারব না, যাও

কুঞ্জবনে আর এসো না, বুঝলে ?
কেন বলো তো !
এটা তোমার জায়গা ছিল । এক একা বসে ভাবতে । আমি ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিলাম কুঞ্জবন । কৃষ্ণ থাকত, কিষ্তু রাধা আসত না। আজকাল রাধা আসে, কৃষ্ণও থাকে। তুমি পালাও ।

এসব কী रচ্ছে মনু ? আমার যে হার্ট আাটাক হয়ে যাবে।
সেইজনই তো তোমাকে সাবধান করছি । পৃথবীর অনেক ঘটনা সম্পর্কেই তো তুমি চোখ বুঝে থেকেছো এতকাল । এটাও চোখ বুজে এড়িয়ে যাও ।

কিন্তু এ তো আমার পরিবারের কলঙ্ক মনু।
তা জানি। কিত্তু তোমার বা আমার কিছু করার নেই।
কেন নেই ?
यদি বাধা দাও তবে মরীয়া হয়ে একটা কিছু করে ফেলবে ।
কী করতে পারে বলো তো!
আত্মহত্যা করতে পারে । পালিয়ে যেতে পারে ।
তা বলে চুপ করে থাকতে হবে ?
অন্য কেউ হলে আমি চুপ করে থাকতে বলতাম না । তুমি বলেই বলছি। তুমি শাষ্ত, ভাবুক মানুষ। এসব সামাল দেওয়া তোমার কাজ্জ নয় ।

তার মানে তুমি আমাকে অপদার্থ ভাবো ।
যা ভাবি তাই ভাবি। এখন তো নতুন করে ভাবতে পারব না ।
হেমকাষ্ত কিছুক্ষণ গষ্ভীর বিষঞ্ঞ মুখে বসে থেকে বললেন, আমি সত্যিই অপদার্থ মনু।
তুমি কী তা তো এ জন্মে সবটা জানা যাবে না । তবে যাই इজ, তুমি যেমনটি, ঠিক তেমনটিই থেকো।

তা না হয় থাকলাম, কিষ্তু ওদের যে রোখা দরকার মনু । তৃমি একটা কিছু করতে পারো না ?
রঙ্গয়ী মাথা নেড়ে বলে, না গো । তুমিও পারো না, আমিও পারি না। আমােের সেই জ্ઞোর নেই।

কেন নেই ?
বোঝো না? একটু তলিয়ে দেখ, বুঝতে পারবে।
হেমকান্ত যথাসাধ্য তলিয়ে দেখলেন, কিষ্তু বুঝতে পারলেন না । বললেন, আমি বুঝাত পারছি ना মনू।

সোজা তো ।
বুঝিয়ে দাও।
তোমার আর আমার সম্পর্ক নিয়েও লোকের সন্দেই আছে।
হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, লোকের মন বড় নোংরা মনু।
সে তুমি যাই বলো, কথাটা তো সত্যি। তাই তৃমি বা আমি কারো নৈতিক চরিত্র নিয়ে কथা বলতে পারি না । यদি বলি তবে ওরাও আমদের বিরুদ্ধে আড়ল তुলে বলবে, তোমরা কি সাধু ?

বলবে বলছো?
নিশ্চয়ই বলবে। বিশাখা একদিন বুঝি শচীনকে আলভ্তো করে কী একটু বলেছিন চপলাকে নিয়ে । শচীন উল্টে বিশাখাকে চোটপাট করেছে। বলোছ, চৌধুরি বাড়ির অনেক কেচ্ছাকাহিনী आছে ।

২৯৬

বিশাথা বলোছিল তাহলে
এক্টু বলেছিল। কিষ্তু বেচারাকে অপমান হতে হয়েছে।
ওরা কতদূর এগিয়েছে মনু ?
आমি কি আড়ি পাতি নাকি যে জানবো ?
पूমি জানো। বলছ না।
থুব বেশী জানি না । তবে হাবভাব দেথে মনে হয় শচীন আর চপলা দুজনেই একটু বেশী বেপরোয়া। কাউকে গ্রাহ করহে না। করবেও না।

কনককে একটা খবর পাঠাবো ?
তুমি বোকা।
কেন ?
কনকের কিছूই করার সাধ্য নেই। তাকে আমি চিনি। চপলা ওকে যেমন ভেড়া বানিয়েছে ও তেমন ভেড়াটি হয়েই থাকবে । তুমি यमि ওর বউয়ের নামে ওকে কিছু বলো ও বিশ্ধাস করবে না । উল্টে বরং তোমার ওপর রেগে যাবে।

কিষ্ডু কলকাতা যাওয়ার আগে কনকের সজ্গে নাকি বড় বউমার ঝগড়া হয়েছিল।
হয়েছিল। তাতে কি প্রমাণ হয় যে, কনক পুরুষসিংহ ? আর চপলা ওর কৃতদাসী?
তা বলছি না। ঝগড়া হয়েছিল কেন জানো ?
তোমার মেনীমুখো ছেলে বউ ছাড়া থাকতে পারে না। তাই বউকে টানাটানি করেছিল যাওয়ার জনা । চপলা যেতে চায়নি বনে ঝগড়া। কিষ্তু সেই ঝগড়ায় কার হার হয়েছে তা তো দেখছই !

বিষম্ম হেমকাষ্ত গষ্টীর মুখ্যে বললেন, *।
সংসারটা হল কौथার উত্টো পিঠের মতো । সামনেটা বেশ নকশাদার, সাজানো গোছানো সিজিল মিছিল। কিষ্তু উল্টোপিঠে যত সৃতোর গিট, উল্টোপান্টা ফোড় । তোমার তো তলার দিকটা দেখবার দরকার নেই। যা হচ্ছে হোক।

শচীনকে यमि বরখাস্ত করি?
রক্গময়ী একটু হেসে বলে, তাতে তোমারই क্ষত । সে তোমার বিষয়-সম্পত্তি যক্ষের মতো आগলাচ্ছে। তাকে তাড়ানে আবার পौচ ভৃতে জুটে খাবে। তাছাড়া লাভও নেই। বরথাত্ত করলে ওদের রোখ আরো বাড়বে। বেহেড হয়ে এমন কাঔ করে বসবে যে, তুমি মুখ দেখাতে পারবে না ।

খবরটা কতদূর রটেছে জানো ?
রটেছে। ভালই রটৈছে। এসব কি চাপা থাকে ?
আমার ধারণা, তুমি ইচ্ছে করনে এর মীমাংসা করে দিতে পারো। তোমার তো অনেক বুদ্ধি ।
আমার ওপর তোমার অনেক বিষ্যাস । কিষ্ভু বলজামই তো আমি সরাস্সরি কিছ্ করতে পারি না । আমার মনেও তো পাপ।

হেমকাষ্ত সামানা উম্মার সক্গে বললেন, তোমার মনে পাপ থাকবে কেন মনু ? তুমি এমন কী অন্যায় করেছো ?

অন্যায় নয় ? © বাবা, কত কলক্ক আমার!
হেমকান্ভ মাथা নেড়ে বলনেন, আমাকে যা তা একটা কিছু বোঝালেই যে আমি বুঝব অত বোকা आমি নইই মনু । आমি বিপড্রীক, তুমি এথनো কুমারী। यमि চাই তো আমরা বিয়ে করতে পারি ।
 কন্যাকে উদ্ধার করার পুণ্যj হয় । আমাদের সহ্গে ওদের তুলনা করহ কেন ? চপলা ঘরের বউ, ছেলেমেয়ের মা, সে আর তूমি কি এক ?

রभময়ী হেমকাচ্তর কথায় মাথা নীচু করে লাজুক ভসীতে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ মৃদু হেসে বলল,

বিপাকে পড়েছি মনু, এথন আমার মাথার ঠিক নেই। একটা কিছু পরামর্শ দাজ। আমার তো তুমি ছাড়া কেউ নেই, জানোই।

রঙ্গময়ী একটা বড় রকম্মের ম্বাস ফেলে বলে, সেটাই তো হয়েছে মুশ্শকিল। তোমার আমি ছাড়া কেউ নেই। কিষ্ঠু কপালগুণে আমি মেয়েমানুষ। তার ওপর আবার শিক্ষাদীক্ষা নেই। আমি তোমকে কী পরামর্শ দেবো ?

তুমি মেয়েমানুষ হয়ে না জন্মালে আমার যে কী গতি হত!
বলছ যখন ভেবে দেখব। তবে যৌুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে বলতে পারি, এসব .ক্ষেত্রে জোর করে কিছু করতে যাওয়া ঠিক নয়।

জোর করতে পারি এমন জোরই যে আমার নেই।
রঙময়ীর।অসামান্য ধারাল মুখশ্রীতে লজ্জার লাবণ্য তেমন মানায় না। তবু লজ্জার রেশটুকু এখরো ট্রটল করছে মুখে। সলাজ দৃষ্টিক্ষেপ করে সে বলন, আজ কিছ్ একটা ঘুব জোরের কথ্থ বলে ফেলেছো।

কী বলো তো!
ভেবে দেখ। এইমত্রই তো বলনে!
কোন কথাটা ?
উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। সব কথাই খরিয়ে না দিলে হয় না।
বুবোি। হেমকান্তর ফর্সা রঙেও একটু লাল আভা মিশল।
ছাই বুঝেছো ।
বুঝ্ৰান ?
বলো তো কী?
বিয়ের কথাটা তো ?
যাক। বলে রжময়ী পিছু ফির্রল । হঁঁতে হাঁটতে বলল, কুঞ্জবনে থেকো না । ওরা আসবে ।
এটা আমার জায়গা মনু। আমি থাকব। ওরা অन্য জায়গায় যাক।
রঙময়ী যেতে যেতেও দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, শোনো বোকা মানুষটার কথা। কুঞ্জবন তবু থোলামেলা জায়গা । এখানে দুজন‘আর যাই করুক তেমন ঘনিষ্ঠ হতে পারবে না । তুমি কুঞ্জবন না ছাড়লে ওরা ঘরে গিয়ে দোর দেবে।

হেমকাষ্ত রেগে গিয়ে বলেন, দিক। या খֶশি করুক।
রभময়ী মাथा নেড়ে বনে, ওটা কাজের কथা নয় । রাগের কथা। ঘর কিন্তু ভাল জায়গা নয়। यত কাণ সব নির্জন ঘরেই তো হয়। যা বলাছি শোনো। মাথা ঠাতা রাথো।

হেমকান্ত ঘরের ব্যাপারটা বুঝ্তে একটু সময় নিলেন । কিষ্ডু যেই বুঝলেন অমনি ছাঁকা খাওয়ার মতো চমকে উঠলেন।

সঞ্ধেবেলা সেজবাতির আলোয় হেমকান্ত একখানা বাঁধানো খাতার প্রথম পাতায় লিখলেন ইহা आমি কী বলিলাম ! আমার মুখনিঃসৃত এই কथা যে আমাকে বিশ্ময় আবিষ্ট করিতেছে, আনন্দে শির্হরিত করিতেছে। তবে কি রবিবাবুর সেই কবিতার মতো আমার অভাস্তরেও এক নির্ৰরের স্বপ্নভঙ্গ घটিতেছে ! বাঁধ ভাঙিয়া প্রলয়ংকর জলরাশি প্রমত্ত বেগে নামিয়া आসিবে ? রবির কর কি ক্小েনো উপায়ে শুহার সুচীভেদ্য অষ্ধকার বিকীর্ণ করিয়া আমার প্রাণে স্পর্শ রাখিয়াছছ ? আদি কবি বাল্মীকির মতো আমিও যে আজ স্বীয় মুখে উচ্চারিত একটি বাক্যকে সবিশ্ময়ে পর্যালো乃না করিতেছি। কিমিদः? ইহা को?

ইহা যাহাই হউক, এই বাক্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে সত্য। যাহা সত্য তাহাই আজ সবেগে ২৯৮

বাহিন इইয়া গেল। आমি নিমিত্ত মাত্র। অবচেতন মনের কথা खुন্য়্যাছ। ঢেত্নার এমনই একটি
 পাইলে সবেগে বাহির হইয়া আসে।

যে মানীীক উপলক করিয়া আজ এই সতা প্রকটিছ হইল তাহাকে আমি বানাকালার্ধখ জান। বয়সে সে আমার অপেক্ষা প্রায় বিশ বৎসর ছোেে। তাহােে শিশু অবস্शায় আমি এক आধবার ক্রোড়েও ধারণ কর্যিয়া थাকিব। চিক স্মরণ নাই। তরে সেই শিওকে আমি বড় হইতে লেথিয়াছি। आমার মখন বিবাহ হয় তখন সে নিতাד্তই বালিক। आমার বাসরঘরে সে তাহার পिসির সহিত রাত জাগিত্ গিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছ্ন। গাছ বাহিতে, সौতার দিতে পারিত
 घूরयूর করিত। মৃখখनায় বুদ্ধির দীপ্তি ছিন।

 ঘরেও পাওয়া যাইত।

এশদিন डোর রাত্রে জনালার বাহিরে কাঠচাপা গাছের নরম ডাল ভা্িয়া পড়িয়া শক হইন.


 করিল।



 य্यनाয।

ख户न ত़नटে।
কাঠচাপা গাছ্ बেউ ওঠঠ ? उর ডাन নরম হয় জনো নा ?
जान।
उবে উळ্ঠিহলে बেন ?
তোমাদের দ্খতে।


आমि उुष्धिত इইয়া বनिनाম, कীভাবে তतে थाकि ?
বিত্রীভাবে।
आমার ইচ্ম হইয়াছিন অসভা মেভ্যেটর গালে বিরাশি সিকা ওজ্রনের একটি চড় কবাইয়া দিই।


र्यनलाম, जোমার न*्धा इए़ ना ?
बেन হবে?




আমার ইচ্ছে।
বাঃ বেশ তো ! আমার এর বেশী কথা মৃখে আ্আসল না।
সে বললল, বেশই তো! কী করবে, মারবে ? মরো না।
মারাই উচিত।
বলছি তো মরো। মারো না!
आমি হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিলাম, মার খাওয়ার অত শখ কেন ?
ডুমি আমাকে মারলে आমি খুশি হই। মেরে ফেললে আরো খুশি।
এ কাজ আর কোরো না। বাড়ি যাও।
কিশোরী সপাটে আমার মুখের উপর বলিল, রোজ করব। রোজ আসব। রোজ দেখ্যা
আমার বিশ্ময়ের ঘোর আর কাট্তিতে চায় না। এই মেয়েটি কি উন্মাদ ইইয়া গিয়াহে ? সামানা গরীব ঘরের মেয়ে, ইহার তো অত তেজ থাকিবার কथা নহে।

মনুষ্যাচর্র্র আমি কোনোকালেই তেমন অনুধাবন করি নাই। আমার কাজে বেশীর ভাগ মানুষের অস্তিত্বই গ্গীণ। তাহারা কখন, কেন কির্প আচরণ করে তাহা লইয়া আমি বিশেষ মাথা ঘামাই না । কিন্তু এই কিশোরী আমাকে ভাবাইয়া তৃলিল। আমি ইহার মধ্যে স্বাভাবিকতার অভাব লক্ষ করিত্তেছিলাম, কিন্ত্ কারণটি অনুমান করিবার সাধ্য ছিল না।

তবে তাহার বাবাকে আমি পরদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কন্যাটির মধো কোন্না অস্বাভাবিক মানসিকতা আছে কি ?

আজ্ঞা না তো!
সে কি খুব তেজী স্বভাবের মেয়ে ?
তাও নয়। বরং স্বভাব নর্রই। কেন্ন বলুন তো ?
 রাখবেন ।

বিবাহযোগাা কন্যার দায়গ্রন্ত পিতা ভয় পাইয়া বলিলেন, আজ্মে নিচয়ই রাখব। তবে আমি দুবেলা গায়ত্রী জপ কর্,. অখাদ্য কৃখাদ্য খাই না, নিতা পৃজা-পাঠ আমার বৃত্তি । আমার বংশে কেউ পাগল হবে এটা অম্বাভাবিক ব্যাপার।

आমি একট্ট হাসিলাম। বলিলাম, তবু লঙ্গ রাথরেन
আচ্ছ। বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।
কয়েকদ্সন পর আমার ভাই আসিয়া আমকে এক অদ্ভুত ঘটনার কথা বলিল।
তাহা সবিস্তারে লিখাত্ চাই না। এইসব পারিবারিক ঘট্নার লিখিত বিব্বুতি থাকা ভাল নয়
তবে নলিনী যাহা বলিল তাহা আমাকে চমকাইয়া দিল।
आমি বলিলাম, এই মেয়েটির একটি অস্বাভাবিক আচরণ আমিও লক্ষ করেছি।
को रকম ?
মেয়েটি সেদ্নিন আমদের শোওয়ার ঘরে উকক মারতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে যায়
তারপর ?
আমি তাকক শাসন করटত গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ে যাই। সে উল্টে আমাকে শাসন করে দিল।
নলিনী সবিস্তারে কাহিনীটি আমার কাছে তুনিল। সে স্বদেশী করা মানুষ, প্রায় সাধৃ রৈরাগী। সংস্সারের কোনো মোহ তার নাই। কিন্তु তাই বলিয়া সে বাস্তব বোধ বর্জিত নয়। ধৈর্য র্ধরয়া আমার অভিজ্ঞতার কথা শোনার পর সে বললল, রোগটি আমি অনেক আগেই ধরেছিলাম।

কিসের রোগ?
দাদা, এ দেহের রোগ নয়। রোগটা মনের।

অর্রম সরল বিষ্ষসে বলিলাম, আমারও তাই বিষ্যাস। মেয়েটা পাগল।
নলিনী হাসিল। বলিল, পাগল বটে। তবে সে পাগলামি অনারকম।
ক রকম ?
চিত্তদৌ্বল্যের পাগলামি ।
সে আবার কি ?
দাদা, এ মেয়েটিকে তুমি কখনো আঘাত কোরো না । এর মনে ব্যথা বা দাগা দিও না । जসব বলছিস কেন ?
এ মেয়েটি তোমাকে তার জীবনের মধ্যে একটা অতান্ত বড় জায়গা দিয়েছে।
আমকে! আমাকে!
নিজ্জেকে তুমি যত তুচ্ছই ভাবো, কারো কারো কাছে তুমিই হয়তো দেবতার মতো মহান।
॥ ৫२ ॥

রেমি খুব নরম খুব সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে হঁঁছে এখন । পা ডুবে যাচ্ছে কোমল সব স্পশেের মধ্যে। শিউরে উঠছে গা। চারদিকে কী গভীর সবুজ সব টিলা । মাねখানে একটা ম্বপ্নের মতো অবিষ্ধাস্য সুন্দর উপত্যক। এত সুন্দর যে বিষ্ধাস হয় না, ভয় করে। এরকম জায়গায় তো কখনো आসেনি আগে রেমি। কে নিয়ে এল তাকে!

পাশে পাশে একজন পুরুষ হাঁটছে। খুব কাছে। খুব গা টেঁষে । টের পাচ্ছে রেমি, কিন্তু তার মুখের দিকে সে তাকায় না। যেন জানে কে। কিংবা যেন জানতে নেই কে। (কেউ একটা হবে। उবে পুরুষটির গায়ে কেনেো গন্ধ নেই। তার কোনো ছয়া নেই। রেমি তবু নিশ্চিষ্ত। এরকমই যেন इওয়ার কथা।

এত সুন্দর জায়গা তবু তারও কি একটু দোষ থাকতেই হবে ? না থাকলে হত না ? উপতাকার ঢাল বেয়ে, নরম ঘাস মাড়িয়ে যেখানে এসে প্পোছোলো রেমি, সেখানে একটা ছোটো নদী। আঁকা বাঁকা। কিন্তু তাভে একটট রক্তিম স্রোত বয়ে যাচ্ছে। একটা বোপের ধারে পড়ে আছে একটি ভ্রূণ-প্রতিম শিশুর নিথর দ্হা।

রেমি থেমে সামন্য ভয়ের একটা শব্দ করল। অমনি একটা পরুষ হাত এসে চেপে ধরল তার মুথ। সেই হাভে সিগারেটের তীব্র গন্ধ। না, সিগারেট নয়। আ্যালকোহল ? না, অন্য কিছু।

রেমি লোকটার মুখের দিকে তাকাল না। নদীর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। উণ্টো দিকে शঁটত্তে লাগল। পাশাপাশি গা ঘেঁষে পুরুষটিও।

রেমি বলन, ট্রেন আসতে এত দেরী করহে কেন ?
পুরুষের গলাটা গমগম করে বলে উঠল, আজ দেরী হবে।
কোथा मिয়ে ট্রেন আসবে তা জানে না রেমি। এখানে তো কোনো রেল লাইন নেই, স্টেশন নেই। তবু বলল।

না, আছে। ভাবতে না ভাবতেই সে দেখল, এরৃটা ছোট্ট প্যাটফর্ম। नাল মোরমে ছাওয়া। অন্নেক কৃষ্চচ্ড়া ফুল গাছ থেকে লাল মোরমে ঝরে পড়ে আহে। একটা সবুজ চিউবওয়েন কোনো মানুষ নেই। याত্রী নেই। পয়েন্টসম্যান বা কুলি নেইই। স্টেশনের রঙিন ঘর থেকে অবিরল টরেটক্কার শব্দ আসছে।

খুব নির্বিকার মনে রেমি چীরে ষীরে পুরুষটির পাশাপাশি পায়চারী করতে লাগল মোরমের জপরে। এমা, সে জাঙ্ত বা চটি পরে আসেনি আজ ! খালি পায়ের নিচে মোরমের দানা কিরকির ホরহছে। সুড়সুড়ি দেয় ।

সে সরাসরি তাকায় না । কিষ্তু পাশ-চোখে লক করে, তার সঙ্গী পুরুষটি আকাশের দিকে চেয়ে আছে । চেয়ে থাকারই কথা যেন । রেমি নিজ্জেও আকাশের দিকে তাকায় । সেখানে রক্তম্মে । সমস্ত দিগম্ত জুড়ে ছড়িয়ে আছে ভয়াবহ লাল । এত লাল রং কোথাও জড়ো হত্তে আর দেখ্থনি রেমি ।

প্ব্যাটফ্র্মের শেষ প্রাম্তে লোহার বেড়ার ধারে রেমি একটট দাঁড়ায় । দেখতে পায়, একটা শেয়াল সেই শিখদেহটি মুখে করে একটা জলা থেকে উঠে আসছে । রেমিকে দেথে শেয়ালটা থমকে দাঁড়ায় । চোথে চোখ রাথে। তারপর অপরাধীর মতো চোখ নামিয়ে নিত়ে থেঁটে চনে যেতে থাকে ।

রেমি এবার আর চেঁচায় না । চেঁচানো বারণ ।
রেমি বিষঞ্ম গলায় বলল, नিয়ে গেল ।
গমগমে পুরুষ-কঠঠ বলে, ঢিল মারছি, দাঁড়াও,।
আতক্কে রেমি বলে, না থাক। শেয়ালটা পাগল ।
তাতে ভয় কি ? আমরা বেড়ার মষ্যে আছি।
ত্বু থাক । আমরা তো চলেই যাবো।
যাবো কী করে ? টিকিট হয়নি যে ।
কেন ?
টিকিটবাবু নেই ।
তাহলে কী হবে ?
দেখি, যদি টিকিটবাবু আসে । নইলে এখানেই রাত কাটাবো আমরা।
লোকে নিন্দে করবে না ?
এখানে লোক নেই। শুধু শেয়ালেরা থাকে ।
শ্ৰু শেয়াল! মা গো!
আর কিছু বলল না রেমি। দौড়িয়ে রইল। সামনে লাল আকাশ।
বাইরে দেয়ালে পিঠ রেখে দুষনে তখনো দাঁড়িয়ে ।
ধ্রুব আর জয়ষ্ত ।
জয়ষ্ট বর্ণছিল, आমি দিদির সম্পক্কে সব খ্খেজ থবর রাখি জামাইবাবু
কী খবর বলো ত্তা ?
দিদিকে আপনি নষ্ট করার চেষ্টা করেছিজেন ।
তাই নাকি?
সব জানি। নইলে রাজার সঙ্গে ওকে नিয়ে কथাটা উঠত না।
তোমার দিদিকে তোমার চেয়ে আমি একটু বেশী চিনি ।
চেনারই কথা । কিষ্ভু আপনি সত্যিই তো আর দিদিকে চেনার চেষ্টা করেননি । আমার দিमি একটু সরন, হয়তো বোকাও । আপনাকে ঠিক মতো বুঝতে পারেনি । ও কী করে বুঝবে যে, ইউ হাভ
 এক্বারও আমাকে জানাত, তাহলে-

ठाशू की?
তাহলে আপনি আজ এত সুস্থ স্বাভাবিক থাকতেন না । দিদিকেও মর্রতে হ’ত না ।
खয়ষ্ত, আজ अনেক कथা হয়েছে। थাক।
आপনার সঙ্গ আমদের এমনিতেও সম্পর্ক বিশেষ ছিল না। দিদি যদি মরে যায় তাহলে একেবারেই थাকবে না । आমি তো आপনাব্প পরোয়া করি না ।

এসব তুনে জ্রুবর কোনো প্রর্তিক্রিয়া হচ্ছিল না । রাগ, দুঃথ, অনুতপ কিছুই নয় । কিষ্ডু তার খব অদ্যুত একটা কথা মনে হচ্ছিল। র্রেম যদি মরে যায় তবে নীচের ঘরে একা থাকতে তার কি ভৃতের ভয় করবে ? এমন নয় বে, খ্রুবর ভৃতের ভয় আছে। কিষ্তু তার মনে হচ্ছিল, এবার ভৃতের ভয় হর্তে পারে। রেমি মৃতুর পর বোষহয় মাঝে মাঝে এসে হানা দেবে স্বপ্নে। গলা টিপে ধরতে চাইবে কি?

খ্রুব নড়ঙে পার্রছিল না আর একটা কারণেও । তার পিঠের দিকে মেরুদতের নীচে দুপাশে একটা末ীব্র ব্যাথা টের পাচ্ছিল সে । নড়তে গেলেই সেই ব্যথা বশ্শার ফল্লার মতো মাজা ভেদ করতে চায় । সেই সঙ্গে তলপেটটা বদ্ড ভারী লাগহ্ছ।

ধ্রুব अশ্ষুট একটা যস্তণণার শব্দ করল। জয়ষ্ত একবার ফিরে দেখল তাকে।
কিছু বললেন ?
না। আমার কোমরে একটা বাথা হচ্ছে।
হচ্ছে বলে জয়়্ত একটু হাসে।
হাসशে কেন্ন ? এটা কি মজার কথা ?
না, आপনার যে যষ্ত্রণ-টন্ত্রণা একনটু-আधট্ হচ্ছে এটা জেনে নিশিচিষ্ত হলাম। আপনার কিছু হোক, খুব খারাপ কিছছু এটা আমি আন্তরিকভাবে চাই।

খ্রূব মুখটা এক্টু বিককত করল। না, তার রাগ হচ্ছে না। খুব শীত করছে তার ।
জগাদা র্বেরিয়ে এসে চারদিকে চেয়ে হৃঠাe তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে ।

को করব আর? मौড়़ি়ে আাছ।
ওটা কে ? বউদ্ৰর্মণ ভাই না?
জয়ন্ত বলन, হাঁ। কেন, आমি থাকলে অসুবিধে আহে কিছू ?
জগা স্থির চোখে জয়ন্তকে একটু মেপে নিয়ে বলে, অসুবিধে আমাদের কেন হবে ? বনছিলাম, দাঁড়িয়ে না থেকে ভিতরে গিয়ে বসতেe পারেন।

না, বেশ আছি। দিদি মরলে বাড়ি চলে যাবে।
বাঃ, ভাইয়ের উপযুক্ত কथা বটে।
হাঁ। আগে কখनো শোনেননি তো এরকম কथা! এবার তনে নিন।
শুনছি ভাই। আমি হলাম জগা । সবাই চেনে। সম্পর্কটা এরকম না হলে ব্যাপারটা অন্যরকম रয়ে যেত।
 ক্রস্তমী দেখচ্ছেন কেন ? আমি আপনাদের মতো লোককে কেয়ার করি না।

জগা স্থির লেত্রে কিছ্হু্মণ জয়শ্তকে লক্ষ করে। তার হাত পা কঠিন হয়ে ওঠঠ। তরে নিজেকে সে খুব সামলে রাথে।

भ্রুবর দিকে চেয়ে জগা বলে, তোমার কি শরীর খারাপ बাগছছ ?
এবটা ব্যাবা হচ্ছে।
চলো, ভিতরে গিয়ে বসবে।
না জগাদা। ঠিক आছি।
ব্যথাটা থুব বেশী হচ্ছে বুঝতে পারছছি। তুমি তো সহজ্েে কাতরাఆ না।
খ্ব নয়। সश্য করতে পারব। ওদিককার কোনো থবর आহে ?
না। কেউ কিছ্র বলছে না। কর্তাবাবু খুব কাঁদছেন। ওই যে হোমিও ডাকতার এসে গেছে। याই

একটা নীল গাড়़ এসে থথমেছে। একজন বুড়ে মানুষ লাঠিভ্ ভর করে নার্মাছলেন।

 লড়াইট চাनানো যাবে না।

 বায়ুজনি। একদু বমি করলে চাপঢা কম্মে যেতে পারে। কোমরের বাথাটও। তার ম্বার্जাবক
 आজকের দिনটায় ना धেলनই ভাল হए।
 বস্সে। গলায় आডुन চাनিয় হড়াe করে খানিকটা জল তुलে লেয়।

 গাড়লের মহে। মাথাট সামাना धुরছছ। তার शালকা লাগছছ।


 মান হচ্ছে ?




 বরং খশী হভয়ার কथা।





 গা ছমছ্ম করবে। বাড় आজ বড় खौंক। প্রায় সবাई এখানে চলে এসোছু।



 मिতে তার দ্বিধা থাক্ উচিভ নয়।


 जাবভ্ভ প্পেে ভারী রোমাক হল ভার। চ্মeকার!

মাথার নীচে আড়াআড়ি ডান হাতখানা র্রেেে সে চিe হয়ে আালের দিকে তাকাল। ফুলবুরির মতো আলোর কণা ছড়িয়ে আছে আকাশময়। মেঘ নেই, কুয়াশা নেই। রাত্রি চলেত্ ভোরের আলোর দিকে। রেমি কি রাতটা কাটতে পারবে!

এই সুন্দর রাত্রিট্টিত 夕ুবরও খুব মরে যেতে ইচ্ছে করছে। কোন্নে কারণ নেই। এমনি। এথন হুাৎ జুটপাথে ওযে মরে গেলে কেমন হয় ?
 ক্ককরটাকে তাড়ায় না। ওকেও তে টিকে থাকতে হবে। থাক।

צ্রুব চোখ বোজে। তার धूম आসছে।
জামাইবাবু

শুয়ে আছেন কেন ?
এমন। जাল লাগছে।
आপनि कি খুব বেশী অमूস्र ?
কেন, জেনে কী হবে ?
यलून ना।
आমি अসুश্থ रনে जে তুমি «্পিই হও। তা না ?
आমি হই। কিষ্ুু দিদি হয় না।
তার মানে ?
आমার দিদি आপনাকে বড় ভালবাসত। ডেসপাইট ইওর ইভিল ডিজাইনস।
তाई नाকि? रবে। आমি ভালবাসার कथा বেশী জানি নा।

ना। এখन বাथाটা नেই। आমাকে এবদ্টু घूव্মোত দাও।

গাড়ির ব্যাকসিটে যে শোeয়া যায় তা आমি জানি। কিষ্ৰু আমার এখানেই जাল লাগছছ।
আপনার রিলেটিতরা লেখতে পেলে রাগ করবে।
जcে cোমা ী ?
বলनाম बে, आমার किছू না।
দिजिর কথ্থা को বनছিলে ?




রেমি এখন সুখদুঃথের ఆপারে।
জানি। তदू দিদির ক্থা ভেবেই আমার অস্বঙ্তি হচ্ছে।
आমাে লোমার লাথি মারতে ইচ্ছে করত্ছ না ?
ना। आমি ইতর নই। आপনি উঠेন।
आমি বেশ आছি জয়। চমеকার।
ডাক্তা ডাকবো ?

ऊয়ীণ্ত দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে রইল।


রেমির ট্রেণ আসছে না।
সে মৃদুস্ষরে বলল, আমার জুতো হারিয়ে গেছে। কিনে দেবে ?
গমগমে পুরুষ কঠ̀ বলে, জুতো! সে তো তোমার পায়েই আছে।
রেমি অবাক হয়ে দেখে, ওমা ! তাই ডো ! কী চমৎকার এক জোড়া লাল চপ্পन তার পায়ে ! মাখনের মতো নরম।

চঞ্পলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ইঠাৎ চমকে ওঠে রেমি ! এ মা গো ! রক্ত ! রক্ত গড়াচ্ছে যে ! চটির রঙ লাল বটে, কিষ্দু রক্তের লাল!

রেমি চেঁচিয়ে উঠে চটিজ্োড়া পা থেকে ছেড়ে ফেলবার চেষ্ঠা করছিন । ভীষণ ঝাকুনি লাগছিল শরীরে ।

সে কি ভূল বকহহ ? রেমি আবছ কীণ চোখের আলোয় ছায়া ছায়া কিছু লোককে দেখতে পায়। অপারেশন থিয়েটের ? श゙া, তাই তো ! তবে এতক্ষণ সে কোথায় ছিল ? কত দূরে ?

আবার কি চলে যাবে রেমি ? অম্ষুট এক অভিমানে সে বলে, তুমি আমকে কোথায় নিয়ে यাচ্ছিলে ওগগা ? কোথায় ? রাজার সজ্গে আমার বিয়ে দেবে বলে ? শুনেছেে কখনো নিজের বউকে কেউ অন্যের সজ্গে বিয়ে দেয় ?

হ্যাঁ, পাগল ধ্রূব একদা তাই করেছিল।
বেড়াতে যাওয়ার নাম করে খ্রুব রেমিকে বের করে আনল বাড়ি থোকে। টাাকসিতে তুলে সাঁ করে নিয়ে এল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাহে একটা বাড়িতে।

ঠিক বাড়ি নয়। একটা রহস্যজনক আস্তানা। পুরোনো একটা বাড়ির দোতলায় রেমিকে নিয়ে উঠল ধ্রुব। খুব নোংরা পরিবেশ। পচা তরকারি খোসা, রোদ না লাগা দেয়াল, নর্দমা ইত্যাদির মিঅ্র গक্ধে গা ঘুলিয়ে ওঠ।

লোকজন কেউই প্রায় ছিন না। দোতনার বারান্দার শেষপ্রম্ঠে এবটা ঘর। সেই ঘরে রাজা ম্নানমূথে বসে আছে।

রেমি রাজাকে দেথেই আততকে উঠে বলে, এ আমাকে কোথায় আনলে তুমি ?
夕্রুব কঠিন স্বরে বনে, জায়গাটা খারাপ নয় রেমি। তোমকে মানায়।
তার মানে?
এখানে যতটা নোংরামি তার চেয়ে ঢের বেশী নোংরামি তোমার মনে।
कौ बनছে ఆসব ? आম या করেছি అখু তোমার জन্য।
জানি। বি্মাস করি। কিষ্রু তা করতে গিয়ে এ বেচারাকে ডুবিয়ে দিয়েছে।
রেমি রুথে উঠে বলে. আমি কাউকে ডোবাইনি।
ওকে জ্জ্ঞেস করো उ তোমার প্রেমে পড়ে গেছে কিনা।
সে দোষ আমার নয়।
তুমি ওকে প্রশ্রয় দিয়েহো। প্রেম-প্রেম থেলা থেলেছো আমি এ থেলা অপছন্দ করি। রেমি হঠাৎ পাগলের মতো बৈঁচিয়ে উঠল, ना ! ना ! ना! ना !
ध্রুব তার মুখ চপপে ধরল জোরালো হাতে! বলল, খবরদার চেঁচাবে না।
রেমি এক ঝটককায় মৃখটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, একশবার চেঁচাব । তুমি এ কাও কেন করহো তা कि आমি জানি ना ?

को জाना ?
তৃমি অশুর্মমাইয়ের बপর শোধ তৃলতে চাত।

তার মানে？
উনি আমাকে ভালবাসেন । খুব－বেশী ভালবাসেন । আমাকে ওর কাছ থেকে দূর করে দিয়ে তুমি ওঁকে জব্দ করতে চাও। আমি জানি！সব জানি！

আশ্চর এই，צ্রুব এই কथা মে মিইয়ে গেল। তারপর মুচকি একটু হাসল।

## ヘ ৫ง ロ

একটা পঙ্ক্তি কৃষ্ণকাস্ত আজকাল প্রায়ই আপনমনে বিড়বিড় করে আওড়ায় । হতো বা প্রাস্গাসি স্বর্গং，জিত্বা বা ভোক্ষসে মহীম। সংস্কৃত শেখা তার কাছে এক নতুন জগতের দরজা খুলে যাওয়ার মতো । এক গহীন চির－প্রদোষের স্নিপ্ধ আলো ছড়িয়ে আছে। কত ফুল，কত না লতানে গাছ， মহীরুহ । গায়ে কাঁটা দেয় । ব্যাকরণের বেড়াজাল সে অনায়াসে টপকাতে পারে ওই অসম্ভব রূপময় জ্রগতে প্রবেশ করার তীব্র ডৃষ্ণায় । বৃহ্মমুলের বেদীতে বসে আছেন ঋষিরা। জ্ঞান ও উপলক্ধির স্নিপ্ধ মহিমা তাঁদের মুখমগুলে । যেখানে মায়ামুগ্ধ হরিণ শকুম্তলার আচল চিবিয়ে খায় স্নেহবশে। ন্যগ্রোধ，ইগ্গুদি，বহ্ৰস্ফোট কত শব্দ কৃষ্ণকাম্তর বুকের মধ্যে নানা রকম বিস্ষোবণ ঘটাতে থাকে । কিষ্তু কোনো কোনো পঙ্ক্তি তার বুকের মধ্যে গতিময় তীরের মতো এসে আমূল গ্রেথথ যায় । যদি মরো তো স্বর্গলাভ করবে，যদি জেতো তো ভোগ করবে পৃথিবীকে। এই পঙ্ক্তির মধ্যে লুকোনো এক যাদু ক্রাকে ভিন্নতর কাজে উত্তেজিত করে অনবরত।

মনু পিসি ৩খু তাকে সংস্কুতই শেখায় না । মাঝে মষ্যে এমন সব কবিতার লাইন মুখস্থ করিয়ে फেয় যা দামামার শব্দ তুলে দেয় রক্তে । হায় সে কী সুখ এ গহন ত্তজ্ি，হাতে লয়ে অয়তৃরী， জনতার মাঝো ছুটিয়া পড়িতে，রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়ডতে，অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ম ছুরি । জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস ঘটনার কথা এখনো লোকের মুথে মুথে ফেরে । কৃষ্ণকাম্ত সেই ঘটনার পুফ্ব্বানুপুফ্ব বিবরণ শুনে নিয়েছে মনুপিসির কাছে，মাস্টারমশাইয়ের কাছে। তার শরীর অস্পষ্ট অनिদিষ্ট প্রতিশোষস্পৃহায় শিহরিত হয় ।

তাছাড়া আছে শশিভৃষণ । সে বরিশালের জ্রেলে বন্দী। মামলা উঠবে শীগগীরই। হয়তো ফৗৗসি হয়ে＂যাবে। কিষ্ত্র শশিভূষণের স্মৃতি কিচ্ঠুতেই তাড়াতে পারে না কৃষ্ণকাষ্ত। কয়েকদিন তাদের বাড়ডতে ছিল नোকটা । অসুস্থ，সংজ্ঞাহীন। তবু সেই नোকটার মুখে এমন এক সর্বস্ব পণ রাখা মরীয়া ভাব ছিল যা সহজ্েে ভূলতে পারে না সে । ভুলতে অবশ্য চায়ও না।

একদিন এই শহরেও বিলিতি কাপড়ে বহ্যুৎসব হয়ে গেল ।পুলিস তলি চালিয়েছিল । কয়েকজন মরেছে । কৃষ্ণকাষ্ট সময়মতো থবর পায়নি । পেলে যেত । গিয়ে পুলিসদের ঘাড়ে লাফ্য়ে পড়ে হাতের রাইফেল কেড়ে নিত। উক্টে 勺ুি চালাত দুম দুম।

সিদ্ধাষ্ত নিতে খুব বৌী দেরী হল না কৃষ্ণকাষ্তর । একদিন সঞ্ধেবেলা সে রগময়ীকে বলল， মনুপিসি，আমি স্বদেশী করব।

রঙময়ী চোখ কপালে তুলে বলে，বলিস কী？তাহলে যে তোর বাবা শয্যা নেবে ।
শय্যা নেবে কেন ？
স্বमেশী করা কি চাট্টিথানি কাজ রে ！জ্রেন आছে，মারধর आছে，ফাঁসিথিলি আशে।
আমি তো ভয় পাই না।
তৃই माমান ছেनে．তাই ভয় পাস না । কিস্ত্র ক্রোর বাবা যে পায় ।
তৃমি বাবাকে বোলো না। आমি নুকিয়ে করব।
রগ্গম্যী সम্নেহে হেসে বলে，আচ্ছা করিস। বয়স হোক।
কত্ত বয়স ？

অস্তত কুড়ি একুশ ।
ততদিন বসে থাকতে হবে ?
না, ততদিন তৈরি হতে হবে ।
তৈরি হডে হয় আবার কী ভাবে ?
সে অনেক আছে । স্বদেশীদের ট্রেনিং হয়, জানিস না ? শরীরটাকে মজবুত করে তুলজে হয়, অনেক লেখাপড়া আছে, লাঠি খেলা ছোরা খেলা শেখা আছে। বন্দুকের টিপ ঠিক করতে হয় । এ হল একরকম স্বদেশী । আর একরকম আছে, যারা অহিংসার পথে চলে । চরকা বোবে, কাপড় পোড়ায়, অসহযোগ করে । তারা মার খায়, কিষ্তু মারে না । যেমন গাক্কীজী।

আমি মারতে চাই।
সে জনি । তোর চোখমুখ্ই সে কথা লেথা আছে । কিষ্ঠু মারনেই তো হল না । কোন পথটা ঠিক আগে সেইটে বিচার করতে হবে । তার জন্যই বয়স দরকার ।

তোমার কাছে কোনটা ঠিক ?
আমি মেয়েমানুষ, আমার কথা ছেড়েে দে । বড় হ, বোধবুদ্ধি পাকুক, তথন নিজের বোধবুদ্ধিমা.্তা পথ বেছে নিবি। ত্তীবুদ্ধিতে চলতে নেই।

লাঠি ছোরা খেলা কার কাছে শেখা যায় বলো জো
শেখানোর লোকের অভাব কী ? বিপিনের কাছেই শেখ না ।
বাবাকে বলে দেবে না তো !
বলব না । তবে ত্রোর বানাও এক সময়ে মুগুর ভাঁজত । তার কাছেজ অন্নক শেখার আছে ।
কিস্ট্ বাবা কি শেখাবে ?
সেটা বলে দেখক্রে পার । অন্য কাউকে না ইলেও ত্রেকে হয়ডো শেখাবে ।
এক আধদিন শিখিয়ে ছিল । তারপর আর গা কররে না।
তোর বাবা লাঠিখেলা ছোরাঁখেলও জনত এক সময়ে । আম বলি, বাবার কাছছই শেখ । তোরও কাজ হবে, তোর বাবারও সময়টা কাটবে ।

ত̧মি বাবাকে বলে দাও।
দেবো ।
আজই ।
আচ্ছা বাবা, আচ্ছা । আজই ।
এদ্মুনি চলো।
রभময়ী আত্কিত হয়ে বলে, জ বাবা, এখন কি যেত্তে পারি । রাত হয়েছে ।
রাত হয়েছে ন্তে কি ?
আমরা বাইরের লোক, হুটহাট অন্দরমহলে ঢোক! আমাদের বারণ ।
কে বলেছে তুমি বাইরের লোক ?
বাইরের লোক নই ? বলিস কী রে ! আমাদের তাড়িয়ে দেওয়ার পর্যস্ত কথা উঠৌিল ।
সে তো বড়দা আর শচীনদা মিলে করেছিল। যভ সব বদমাইশী।
ছি:। उ कী কथा ? বमমাইশী आবার কী! ऊुরুজन ना।
বদমাইশীই তো । বাড়ির সব লোককে তাড়িয়ে দিল ন।
যা করেছে তা তাদের ভালর অনাই ।
ছাই ভাল । হরদা আমাকে: কত গফ্প বলত । পাগল লোক । ত্রাকে তাড়াবে কেন ! ওד্রা কি आমাদের आপন লোক নয় ?

রঙময়ী একটৃ ম্নান হেসে বলল, বেশ বাবা તেশ । সবাইকে আপন বাল ভাবা ত্তে ঋুব ভাল ।

কিন্ত্য এবটৃ বড় হল্গে ববশবে, দুনিয়াটা অত ভাল নয় । সেইজনাই তো তোকে বড় হতে বলি অত করে।

ক্য. কার ণাড়ার্তাড় বড় হওয়া যায় বলো তো! ব্যায়াম করে ?
রঙ্গম়াi খী গা়ে । মাথা নেড়ে বলে, বড় কি জোর করে হওয়া যায় রে ! যখন বয়স হবে তথন


小লi; тথা বলার মনুপিসি?

শচী|নদার সঙ্গে কি ছোড়দির বিয়েটা হবে ?
(.ব|धरয় না ।

ক্র করে বুঝলে ?
যেভাবেই বুঝে থাকি না কেন, তোর তাত কী দরকার ? ওসব নিয়ে ভাববার দরকার নেই তোর।

বড় বউদি কিন্তু বলে, হবে।
রঙময়ী অপ্রত্ডিভ বোধ করতে থাকে। চপলার প্রসগ্গট তার কাছেও অস্বত্তিকর। সে বলল, বলুক গে।

তুমি দেথো, বড় বউদি বিয়েটা ঠিক দেবে।
আচ্ছা দেথব।
এখন চলো।
কোথায়?
বাবার কাছে।
ক্শল সকালে যাবো।
ना, এर्भुনি।
ড়ছই বড্ড জালালা বাবা।
रुর্মি তো সবসময়েই বাবার কাছে যেতে আগে। এখন যাও না কেন ?
বলিস না ওসব। র্গময়ী आতक্ষিত গলায় বনে, লোকে কী ভাববে ?
ভাহলে চলো।
রুময়ী কিছুহ্ষ এই অতত্ত জেদী ছেলেটির দিকে চেয়ে থাকে। জেদটা ভাল না মন্দ তা বৃববার চেষ্টা করে। তার মনে হয়, ছেলেটার মধ্যে আলুন আছে। কিষ্তু আতুনটা কোথেকে এন ? งর বাবা তো ভেজা ন্যাকড়ার মতো মানুষ । মা ছিল আর পাচজন মেয়েমানুষের মতোই সাধারণ । কষষ্ণবান্ত কি তবে তার কাকার আখনট্রক পেল ?

নলিনী যত না বিপবী ছিন তার চেয়ে বৌী ছিল স্্মাসী। बই এক ধরনের মানুষ। সংসারের মাটি কিছুতেই গায়ে মাখে না। কৃষ্ণকাষ্ত ঠিক সেরকমও নয়।

রঙময়ী হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণকান্তর কপাল থেকে চুলুুলি সরিয়ে সেই দাগটা আবার দেখল। স্পষ্টতই রাজ্টটী小। কোনো ভুল নেই। নাসামূল থেকে চওড়া কপাল ভেদ করে মাথা স্পর্শ করেছে গিয়ে। সরল ও সম্পষ্ট। একটা গভীর তৃপ্তির স্বাদ ছড়ে রभময়ী।

কो দ্থথলে পिসি? রাজটীকা ?
<ж্য়া চাপা গनায় বলে, খবরদার! কাউকে বলবি না।
यनि না ত্তা ! ত্ৰমি বারণ করার পর থেকে কাউকে বলিनি । তুমি লম্বা চুল দিয়ে ঢেকে রাষতে ব/্লেছিলে। তাই রাখি। তবে বউদি মাঝে মাঝে চুল প্রাট করে আচড়াতে বনে।

র্সময়़ী গর্জ্জন করে বলে, ऊুবি না।

কৃষ্ণকাষ্ত এক্টু ফচকে হাসি হেসে বলে, কেউ দেখে ফেললে কী হবে পিসি ? কিছু কি হয় ?
তোদের তো শত্রুর অভাব নেই। কার মনে কী আছে ! সুলক্ষণ দেখে হিংসায় জ্বলেপুড়ে হয়তো বিষই খাওয়াবে ।

দুর ! রাজটীকা কত্ত ছেলের আছে !
তোকে বলেছে।
বলবে কেন ? দেখি তো । ক্সাসের অনেক ছেলের কপালে রাজটীক ।
রজময়ী ঠাট্টা বুঝো হাসে । কৃষ্ণকাষ্ত আজকাল খুব ঠাট্টা ইয়ার্কি শিখেছে। সে বলে, রাজ্রীকা অত সস্তা নয় রে । এখন যা। কাল সকালে তোর বাপকে যা বলার বলব।

রঙ্গময়ীর কাছে পড়া শেষ করে প্রসন্মমনে হ্যারিকেন হাতে বাড়ি ফেরার সময় কৃষ্ণকাম্তর আবার সেই পঙ্ক্তিটা মনে পড়ে । মরলে স্বর্গে যাবে, বেঁচে থাকলে ভোগ করবে সমস্ত পৃথিবী, সুতরাং তোমার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রাণকে বাজি রাখো।

বারবাড়ির অষ্ধকার মাঠে একটু দাঁড়ায় কৃষ্ণকাম্ত । চরাচর নিঃধৃম । এই নির্জনতায় দাঁড়িয়ে সে অনেক বড় একটা কিছুকে অনুভব করে । সে তার স্বদেশকে টের পায় । তার মনে হয় এই ভারতবর্ষের জন্য তার কিছু করার আছে। তার গায়ে কাঁটা দেয় । ভিতরে ভিতরে এক অস্ডুত অকারণ আনন্দ ঢঢউ দিতে থাকে। সে সামানা সংসারে বাঁধা থাকবে না। সে সামান্য মানুষ হয়ে বেঁচে शাকবে না। তার কপালে আছে জন্মগত রাজটীকা । সে একটা কিছু হবে। হবেই।

রাত্রিবেলা বাবার পাশে খেডে বসে কৃষ্ণকাস্ত খুব কুঠ্ঠিত স্বরে বলল, বাবা, আপনি নাকি অনেব ব্যায়াম জানেন ।

হেমকাষ্ত একটু হাসলেন, কেন, তুমি শিখবে ?
শিখলে হয় । শরীরটা মজবুত করা দরকার ।
বিপিনের কাছে যেও। সে শেখায় ।
आপনি শেখালে আরো ভাল হয়।
आমি সেই কবে করতাম। এখন ভুলেও গেছি বোধহয়।
আপনি শেখালে আমি খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারব।
হেমকাষ্ত সস্নেহে ছেলের দিকে একট্র তাকান । তারপর বলেন, আচ্ছ দেখা যাবে।
হেমকাম্তর কাছে শেখার একটা আলাদা আনন্দ আছে। কৃষ্ণকাষ্ত হঠাৎ টের পেয়েছে তার সংসার-উদাসীন বাবা সব ছেলেমেয়ের মধ্যে তাকেই একটু বেশী ভালবাসেন । কেন বাসেন তা সে জানে না। এই গস্টীর মানুষটির কাছ থেকে তার স্নেহ-কাঙাল মন বারবার ওই রকম ভালবাসা চায় ।

কৃষ্ণকাম্ত কি হেমকাম্তর মধ্যে তার মাকেই দেখতে চায় ?
না, কৃষ্ণকাণ্ত তার মাকে চেনেই না। মকে সে দেখতে চায়ও না তেমন করে । সে বাবাকেই চায় । পুরোপুরি বাবাকে।

কাল থেকে কি আমি মুখুর ভাঁজকো বাবা ?
ক্ষতি কি ? ওটাও ভাল অভ্যাস । তোমাকে একটু শিখিয়েছি না ?
आজ্ঞে হাঁ।
মুশুর ঘোরালে কौধ আর হাতের পেশী শক্ত হয় । খুব ভাল অভ্যাস ।
आপনি লাঠিখেলা জানেন ?
জানতাম।
ছোরাখেলা ?
श্যাঁ, তুমি কি ওসবও শিখতে চাও নাকি ?

काँ ।
কেন বালা ক্তা
এর্মनि । শিা：খ রাখা ক্তা ভাল ।
খঙয়ার মাঝখানে হঠাৎ সামনে এসে বসে চপলা । মাথায় ঘোমটা পুরোপুরি টানা নয় । গা থেকে সুবাস আসছে । ইভনিং ইন প্যারিস । শাড়ড়া যথেষ্ট ঝলমলে । মুখে প্রসাধন । বাড়ির বউ निফয়ই এঔ রাজ্ত সাজ্জে না । কারণ না থাকলে ।

হ，হমকাষ্ত সামানা গম্ভীর হয়ে ভাত মাখতে থাকেন । খেতে রুচি নেই। শুধু মেখেই যান । চ্লা একট্ প্রগলভা । কৃষ্ণকাম্তকে প্রস্ন করে，কী কথা হচ্ছিল রে ？লাঠি ছোরা খেলবি ？ হाँ ব广্ডি।
কেনন ডাকানি করবি নাকি
না，ডাকাত মারব ।
তার জন্য বন্দে শেच ছছারা লাঠির দিন আর নেই।
ক্ষ্ণকাস্ত বলে．স্বদেশীরা লাঠি ছছারার খেলা শেখখ কেন্ন তাহলে ？
স্বদেশীদের বাপীারই আলাদা। ন্ৰই G্তে আর স্বদেশী নয় ।
रেমকাম্ত উঠে পড়েন । বাইরে থেকে তॉর গাড়়র জল ঢালার গব গব শক্র হয় । কলকৃচো করছেন জ্নেরে ।

ক্ষ্ণকगস্ত তার বউদির মাদকন্তাময় মুখটির দিকে ঢচয়ে বলল，আমিজ স্বদেশী হবো ।
এসব কে তোকে শেখাচ্ছে বল তো
কে আবার শ্খখাবে । বল্লো কো এই লাইনগুলো কার ？হায় সে কী সুখ এ গহন ভ্যজ্জে হাঙ্ড
 পড়িয়া হানিতে তীক্মু ছুরি ।

ও বাবা ！বাংলা আবার কোনো জন্মে পড়েছি নাকি ？তার ওপর আবার কবিত্ত । কার লেখ রে

বলব কেন ？তুমি খুঁজে বের কর ।
লাইনগুলো বেশ ভাল । তবে স্বদেশী－স্বদেশী গক্ক আছে ।
তুমি শশীদাকে চেনো ？
mশীদা আবার ক্রে ？
आমাफের বাড়িতে যে স্ষকেশী লোকটী जুকিয়ে ছিন ।
চিনব কী করে ？তখन ঢো आমি এখানে ছিনাম না । কেন্ন সि কो করেঢू？
দারুণ লোক । বরিশালে একটা সাহেব মেরেঘিল ।
ওঃ দারুণ বাজ ক্রে ।
দারুণ নয় ？
শুনেছি একজন नিরীহ পাট্রীকে খুন করেছিল । निরীহ মানুষকে মারা তো খুব বীরত্রের কাজ ！
লোকটা ছিল＞্পাই ।
ওসব মারার পর বানিয়ে বজেছে ।
তুমি কিছু জানা না।
आমি অনেক জানি । সাহেবরা এখনো সধ্তাহে তিনচারদিন আমাদের বাড়িতে ডিনার থায় ।
C্তেমরা মুগ্গী খাও ？
খেলে কী ？
এः মा ।

ওঃ, খুব বৈষ্ণব হয়োছিস তোরা, না। তোর বড়দাজ তো খায়।
খায়
খায় মানে। ঠ্যাং চিবেতে বসলে জ্ঞান থাকে না।
দাঁড়াও বাবাকে বলে দেবো।
দিস । কিছু হবে না । আমরা ছেলেবেলা থেকে মুর্গী খাই। বাবা বনরোরগ মেরে আনত. আমরা রেঁধে খেতাম ।

ঘেন্না করে না ?
ঘেন্নার को রে বौদর? মूर्গী कि অখাদ্য?
তোমদের জাত যায় না ?
আমরা তো সাহেব।
সাহেবরা আমাদের শত্রু।
তোর মাথা।
একশবার শত্রু । বলে আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে কৃষ্ণকান্ত। তার মুখ চোখে ক্রোধবহৃনর হলকা
চপলা একটু অবাক হয়ে চচয়ে থাকে।
কৃষ্ণকান্ত বউদ্উর দিকে চেয়ে ছিল। চোখের ভিতর থেকে যে হলকা রেরিয়ে আর্সছছল তার তা হं্যা স্তিমিত হয়ে গেল। চমeকার একটु হেসে সে বলল, এসব বাবারে রোলো না।

চপলার বিম্ময় তখনো কাটেনি। বলল, তুই की র?
আমি আবার कী?
এইমাত্র তোর চেহারাটা কেমন অনারকম হয়ে গ়িয়েছিল। আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ।
কৃষ্ণকাষ্ত লজ্জা পায়। মাथা নামিয়ে হাসে।
চপলা হঠাৎ বলল, তোর রাগ তো সাঙ্খ্যাতিক। বড় হয়ে মানুষ খুন কর্রাব না তো
না। শুধু ইংরেজ ।
চপলা একটু ইংরেজ-ৃপ্রেমিক । কিন্ঠৃ এই বালক দেেওরির সঙ্গে তার আর তর্ক করার সাহস হন ना কৃষ্ণকাষ্তর চোখের আখনের কথা সে ভৃলভ্ভ্ভ পারল না। অনেক রাত্রি পর্যস্ড সে বার বाর অनाমনস্ক হয়ে গেन। की मেখল সে কৃষ্ণকাস্তর মধো! की ?

কয়েক দিনের মধ্যেই কৃষ্ণকান্ত প্রবল বেগে মুঞে ঘোরাতে লাগল, নানাবিষ ব্যায়াম ञুকু করে দিল। যে মনোযোগ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সন্গে সে এসব করে তা দেখে হেমকান্ত অবাক। খুশিভ। তौँর অन্য ছেলেদের মধ্যে এ জিনিস নেই। তौর নিজের মা্যেও নেই।

হেমকাষ্তর শরীর্রে® কি নবযৌবন এল ? তিনি ইদানীং যে জবুথবু ভাবটা অনুভব কর্জছিলেন তা এক লহমায় কেটে গেল্ন ক্ষ্ণকাজ্তর পামায় পড়ে।
 नির্ভুল এক ঘড়ি টিক টিক করে সর্বमা । হেমকাজ্ত উঠে রোজই দেখতে পান, কৃষ্ণকাজ্তুও উঠে তৈরি र故।

বাপব্যাটায় তারপর বেরোন দৌড়োতে। দৌড়োলে দম বাড়ে, ফুসফুস শক্তিশানী হয়, সারা শরীরে রজ্নের সধ্ণালন ঘটে। শেষ রাত্রির অধ্ধকারে নদীর ষারের রাত্তা ষরে দেডড়োবার সময় একটা পর্রিশ্রুত জনগক্ফময় বাতাস এসে আাপটা দেয়। শরীরের কোষে কোষে দুকে যত পাপতাপ দূষিত


 ভিতরের উঠোনে মালকৌেচা মেরে লাঠি হাতে নাख मिয়ে নামলেন হেমকাষ্ত।
 বিদ্যা আবার ফিরে আসতে থাকে তাঁর কাছে। প্রথম ভ্যেবনের মতোই এখনো দ্রুত চলহে তার পা，


आরো অবাক，যथन দেখেন কৃষ্ষকাশ্ স্বভাব－লাঠিয়ালের মতো এক এক নহমায় नাঠির এক


 ना। এक পরিপূর্ণ आनc্मে তाँत रूमয় घथिত उ याथिত হতে थाকে।

কয়েকদিন পর এক সচ্ধেবেলা কৃষ্ককান্তর ৰৌজ পাওয়া যাচ্ছিল না। লোক লস্কর চারদিকে
 शীরে গিল্রে নলিনীর পরিতাক্ত ঘরে হাজির হলেন।

 ঠাক̧রের সেই ছবি। নলিসী তাঁর শিষ্য ছিন।



হেমকান্ত মমম্ষরে ডাক্লেন，কৃষ্ণ ！
কোেো জবাব নেই।
 সোজ করে ঢোখ বুজলেন।

## $\mathfrak{n}<8 \mathfrak{u}$

 সেইরক্মই কিছু হবে। রে小ি লে এদ্র বাড়ির দौড়ের ময়না ছাড়া কিছুই নয় । অদাশ্য এক শিকল
 কিসের যেন শিকল।


 বোধ্বদ্ধিरोन，खাঁকা।
 ४রে একটা টান দিত্যে বলল，চলো।

ট্যাকসিতে একটটও কथा বলল ना धूব। বাড়ির দরজায় তাকে নামিয়ে দিয়ে সেই ট্যাকসিতেই কে小থায় উধাB হয়ে গেল।

 এই জরুল্ীী ব্যাপারটা পেরে ওঠেনি।

আবছা ঘরে বহুহ্ষণ বিবশ হয়ে বসে রইল সে। বুকজোড়া ভয়, উৎকঠা, দ্বিধা মাথায় এলোমেলো হাজার চিন্তা।

বহুহ্ষণ ধরে তার একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছিল। কিছুদিন্নের জন্য তার কোথাও চলে যাওয়া দরকার। কাছাকাছি নয়। একটু দৃরে কোথাও। আবার যদি সমুদ্রের ধারে যায় তাহলে বেশ হয়। সঙ্গে কেউ থাকবে না। একা।

যত সময় याচ্ছিল ততই তার এই প্রয়োজনটা তীব্র হয়ে উঠছিল। ধ্রুবর কাছ থেকে কিছুদিনের জন্য তার দূরে সরে যাওয়া উচিত। শিকলটা לুনঠ্রুন করে বাজবে, এই বাড়ি থেকে দৃরে গিয়ে সে বোধ করবে এক আশ্চর্য বিরহ, তবু তার যাওয়া দরকার। ধ্রুবকে ফিরে পেতে হলে তাকে হারাল্সা দরকার, নিজেরও দরকার হারিয়ে যাওয়া

একথা সতা ধ্রুব তাকে ভালবাসে না । কখনো সথনো দौড়ের ময়নংকক নিয়় খেল! কবেছে বটে, কিত্তু ভালবাসেনি। ভালবাসাবাসি নেই বনেই তাদের মধ্যে দা্পত্য কন্নহ নেই, ভুল বোঝাবুঝি নেই, মান অভিমান নেই, পরম্পরকে দখলের চেষ্টা নেই।

না, ভুল ভাবছে রেমি । ধ্রুবর নেই, কিত্তু তার আছে । צ্রুবকে সে বহুবার বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, তার জন্যা একবুক ভালবাসা টলটল করেে রেমির বুকে। কিন্ত্ঠু ধ্রু তো আঁজলা পাতল না কোনোদিন। পাতবেও না। তার পিপাসা ন্ৰই।

না, দূর, থুব দৃর কোথাও তা!ক যযতেই হরে । ধৃ ধৃ এক দৃরত্বের ব্যবধান গড়ে তুলতে হবে ।
अनেক্টট জল খেয়ে রোম শুয়ে রইল বিছানায়। একটা বাচ্চা এসেছিল তার পেটে! আজ সেকথা মনে পড়ল। না, তার রাগ হল না চোখ জল এল। সেই ভূণহততার মধ্যে শুধু নিষ্ঠুরতাই ছিল না, ছিল কৃট সন্দেহ। এত অন্যায় এত অবিচার ওই একটিমাত্র লোক তার ওপর করেছে যা সারাজীবনে আর কেউ করে উঠতে পারবে না।

দ্রে যাবে ? হঠাৎ শিহরিত হয় রেমি। সে তো ইচ্ছে করলেই এক অনততক্রম্য দূরত্য রচনা করতে পারে ধ্রুবর সক্গে ! ইচ্ছে করলেই পারে। আর কিচ্ন না হোক খঁজলে একটু বিষ সে কি এঘরেই পেয়ে যাবে না ?

রেমি উঠল। খুঁজত লাগল।
কিছু অচেনা ওষুধপত্র আছে টিউবে কিছু অয়েন্টমেন্ট। यদি খvয়ে নেয় তাহলে অসুস্থ হরে পারে। মরার নিশ্চয়ত নেই।

বিকেলে রাজা এল।
তখন এক আচ্ছন্নcায় আক্রাশ্ত রেমি পড়ে আছে বিছানায়। পেটে খি়়ি মরে একটা यন্ত্রণা হচ্ছে। বুকে উথাল পাথাল। ঢচাখ বুজে সে নানারকম দঃস্বপ্ন দের্খছিল।

টুকট্টুক করে দরজায় অনেকক্ষণ শব্দ হচ্ছিল ! তবু চোখ খোলেনি রেমি । উীষণ ক্বান্ত। শব্ৰটা স্বপ্নে হচ্ছে না বাস্তবে তা বुঝ<্তে অনেকক্ষণ সময় নিল সে। তারপর ক্ষীণ গলায় বলল, কে ?

আমি রাজা। একাু আসবো ?
রেমি চকিতে নিজের শরীরের দিরে চেয়ে দেখল । না, শাড়ি ঠিকই জড়ানো আছে, শায়া দ্খা যাচ্ছে না। তবু আর একট্ট গা ঢুকে সে উர্ঠ বসল। মাথাটা ঘুরছিল খুব।

এসো।
রাজা ঘরে আসে । মৃখখানা থমথমে গঙ্ভীর । রেমি রাজার দিকে এক পলক চেয়েই চোথ নামিয়ে নেয় । স্জ রাজার সঙ্গে তার দেওর বঊদির সশ্পর্টটা ত্মেন সহজ নেই। ভারী লজ্জ্ঞা কর্রছিল রেমির।
 খাও্ওন বোধ হয়

ররমি মাথা নেড়ে বলল, না।



बেমি মাथা নত করেই ছিল। সেইভাবেই নিজের করতলের দিকে চেয়ে বলল, ও আমাকে

 उप্রনোক জেন্মেবুে ওখানে নিজের বউকে নিয়ে यায় না।

তूমি उরে গিব্যেছিলে কেন ?
 বারক<্যেক বৃট্রিদাई নিয়ে গেছ্ ওथানে। মাঝে মােে জলসা বসে। आমি গান গাইতে গোি। আজ
 नग़।

ওট̈ কি ফৃর্তি कরার জায়া ?
তा ছাড়া আর कী ! ম্্য কলকততার টপ মস্ঠানরা ওখান জড়ো হয় সষ্ধ্যেবেলায়। সারাদিন खौंब थाके।

आমার এত গা ঘিনঘিন করহু।
করতেই পারে। তবু তে তুমি সবটা জানো না।
आর जেনে কাজ নেই। पूমি बোো, আমি বরং ম্নান করে আসি।
आমি বসব না বউদি। একটা কথা বলেই চলে যাবো।
को कथा?

 जো

নতমুখী রেমি বলল, জানি। কিষ্ঠু ওসব আজ থাক।
ना, आমি সে ক্থা বলতে ঠিক আসিনি। অনাদিকে আর একটা রিলেশানও তৈরি হচ্ছে তুমি বোধহয় তার খবর রাখো না।

किস্সে রিনেশন ?
दৃট্ডিার সা্গে একজনের। মানে একটা মেয়ের।

 इংকার বেরিয়ে এন, বিশ্ধাস করি না।

কেন করো না ?
ওর নামে এর आগে๔ রটोনো হয়োছি। বাজ্জ কथा।
কুট্টিদার আর সব লোষ থাক্তে পারে, তু্রু এই দোষটা নেই বनছ ?
মেয়েchর সশ্পকে ওর কোনো দूর্বলত নেই।
ছিল না হয়জে। এথন হয়োে। বিপ্গাস করো।
মেয়েরেট কে?
आমি জানি ना। দেখিন।
শোনা কथा ?


বিপ্ধাস কেরেো আমি আর একটা কথা বলতে চাই।
রেমির ম্यাস ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। হাত মুচো পাকিয়ে যাচ্ছিন আপনা থেকেই।
রাজা বলল，অনেক কষ্ট পেয়েছো এদের কাছে। এ যুগের মেয়েরা এত সহ্য করে না। কেন কষ্ট भाচ्ছে তूমি ？

को করব？
কিছ্ন একটা করো। অষ্তত করার জন্য পজ্টিভলি ভাবতে তুু করো।
তুমি বোসো। আমি স্নানটা করে আসি। বড় গরম নাগছছ।
রাজা বসল। রেমি গিয়ে বাথরুমে জলের তলায় বিছিয়ে দিল নিজেকে। কত জল যে ঢললল মাথায় আর গায়ে তার হিসেব নেই। অনেকক্ষণ উম্মাদ স্নানের পর এক্টু শীত করছিল রেমির । হাত পা থরথর করে কাপছে। কিছু ভাবতে পারছিল না রেমি，কিছু বুঝতে পারছিল না। মনে হচ্ছিন্ন আরো আরো জল ঢেনে গেলে，আরো বহৃ্কণ স্নান করলে বুঝি সব সংকট কেটে যাবে， মনের अস্থিরতা ধুয়ে যাবে।

তा হল ना। তदू अनেকটা শরীরে তাপ কমन।
এলোচুলে সে এসে বসল রাজার মুখোমুখি। צ্বুব যেসব শক্ত বই পড়ে তারই একটা নিয়ে পাতা งলটাচ্ছিল রাজা। রেমি আসার পর বইটা রেথে দিয়ে বলল，কিছু খেয়ে এসো। তাহলে ভাল লাগবে।

রেমি কে জানে কেন্ন রাজি হয়ে গেল। হয়তো খেলে এত খারাপ লাগবে না।
এ বাড়িতে খাবরের অভাব নেই এবং বাধাধরা সময় বলেও কিছু নেই । রেমি গিয়ে এক গাস দূষ
 জোর করে খেল।

আশ্রর্য．বাস্তবিকই কিছ্ুটা ভাল লাগাছিল তার । লম্বা হলঘরের মতো ডাইনিং হল－এ সে কিছ্হু্মণ পায়চারী করল। তারপর এক টুকরো মাছ দিয়ে এক মুষ্টি ভাতও খেয়ে নিল সে।

ঘরে আসত়ে রাজা ভারী সুন্দর করে হেসে বলল，তৃমি যে আমার কথায় বাধ্য মেয়ের মতো থেয়ে আসবে এতটা ভাবিনি।

রেমি কथাটা গ্রাহ না করে বলল，তোমার কৃট্রিদা সম্পক্কে কী বলছিমে যেন।
की বলব বলো তো যতটুকু জানি বললাম। এর বেশী জানি না।
তুমি কথাটা বিপ্বাস করো ？
করি
তোমার কুট্টিদার কি আগে কোনো প্রেম－ট্রেম ছিল ？
ছিল বউদ্। उবে সেসব জানভে চাওয়া বোক্কাম ।
রেমি একটা করুণ দীর্ঘধ্ধাস ছেড়ে বলে，आমি সাতাই বোকা।
কেন বলো তো
আমার ধারণা ছিন，তোমার কুট্টিদা বোধহয় কখনো কোনো মেয়ের দিকে মনোযোগ দেয়়ন।
এ ধারণ কি করে হল
কী জানি কী করে । তবে আমি এ বিষয়ে এত নিশিচ্ত ছিলাম যে কখনো জানতেও চাই নি। কुট্রিদার মভো সুপুরুষ আর শ্মাট ছেলেদের প্রেম না হওয়াই তো আশ্চর্যের বিষয়।
সে आমি জানি। তবে মনে করতাম．মেয়েরা গখায় গণায় ওর＜্রেমে পড়লেও ও কথনো কার্রে প্রেমে পড়েননি। মেয়েদের সশ্পর্কে এত উদাসীন।

ভুল ধারণা।
এ মেয়েটা কে জানো না তাহলে ？

না । তবে খৌজ নেবো ।
রেমি মাথা নেড়ে বলে থাকগে, নিও না।
কেন ?
আমার ত্মেন ভাল লাগবে না জেনে। থাকগে।
তোমাকে আর একটা কথা বলব।
কী গো ?
দুটো মস্ত মস্ত লোক টেবিলের দুধারে বসে ঘুঁটি চালছে। এ ওকে মাত করার बেষ্টা করছে, ও একে । আমরা দুজন দুই シুঁটি। এটা বুঝতে পারছ ?

না ত্তে !
বুঝবার চেষ্টা করো । তুমি বা আমি দুজনের কেউই এ খেলায় কোনো ইমপরট্যাস্ট ফ্যাকটর নই । চাল দেওয়ার জন্য আমাদের কাজে লাগানো হচ্ছে মাত্র । এবার বুঝতে পারছ ?

রেমি মদু একটু হেসে বলল, বেশ কथা বলো তুমি । শোনো, অবেলায় খেয়ে শরীরটা আইঢই করছে। আমি একটু আধশোয়া হয়ে তোমার কথা শুনি ? কিছু মনে কোরো না।

आরে না। শোও। আমি যাই।
তুমি যে কথাটা শেষ করোনি। শেষ করো আগে।
বলছিলাম দুজন্জর মাঝখানে পড়ে অকারণে কষ্ট পাচ্ছো কেন ?
কী করব?
বেরিয়ে এসো ।
তারপর ?
তারপর আমি আছি।
তৃমি! আধশোয়া রেমি ফের উঠে বসে, আবার সেই কথা।
কথাটা কি খারাপ ? অন্যায় ?
ত্তা বলিনি । বললাম যে তোমাকে আমাকে নিয়েই এত গগ্গোল। আবার তো গওগোল লাগবে ।

না রেমি, আসলে তুমি বাইরের গণুগোলকে তেমন ভয় পাও না । তোমার মনটা এক জায়গায় আটকে গেছে। নানা সংস্কার কাজ করছে। কিষ্তু লাভ নেই। কুট্রিদা কোনোদিনই বোধ হয়কথাটা শেষ করল না রাজ্ঞ। ভদ্রতাবশে।
ক্ষ্থु রেমি মনে মরে বাক্যটা পুরণ করে নিল । তারপর মাথা নেড়ে বলল, আজও একটু আগে দ্রে ক্রাখাজ চলে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। খুব ভাবছিলাম। আমার বোষ হয় ఆর কাছ পেকে এক.ঢ় দ্য়র থাকা দরক্কার ।

ফর দি টাইম বিয়িং? তাতে লাভ নেই।
চিরকাল দৃরে থাকব ?
ভ্ভে দেখ।
ভ্রবেছি। চিরকাল দূরে থাকতে হলে মরতে হয়।
জঃ বাবা। তাহলে আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে নিচ্ছি। আর যাiই করো, মরো না।
आমি মরলে খুব দ্মতি হবে?
আর কারো না হোক আমার হবে। ভীষণ অ্বি হবে ।
ককন ? आমি তো ত্রোমাকে কিছুই দিইনি ।
দাওনি । সবাই কি দেওয়ার প্রত্যাশা করে ?
বাল্ৈিকার মতো সরল অকপট গলায় রেমি বলে, তুমি আমাকে ভালবাসো তা অমি षুব

গভীরভাবে টের পাই। এত্ত তলবাসলে কেন্ন ?
এসব তো পুরোনো কথা । জবাব চাও কেন ?
জবাব চাইনি তো কৃ প্রশ্ন করলাম । আমাকে কী ক্রে বলো তুমি এখন ?
কুট্টিদার ওপর তোমার মোহ কবে কাটবে ?
মোহ কি আর আছে ? বুঝতে পারছি না । বোধ হয় কেটেই গেছছ ।
তাহলে এবার থেকে আমার ক্থা এক্ট্ মনে কোরো রোজ ।
মনে করি তো ! রোজ তোমাকে ভাবি । ভাবভে ভাল লাগে ।
বানিয়ে বলছ না তো !
আমি বানাতে জানিই না।
তাহলে শোনো । কুট্রিদা আজ গদাধরের আড্ডায় তোমাকে নিয়ে গির্যেছিল আমার হাতে তুনে দেওয়ার জনা ।

জানি । কাল সারা রাত এসব কথ্থই বলেছে । ও কি জেলাস ?
না, মোটেই নয় । তুমি চলে গেলে ওর কিছু যায় আসে না।
তাই হবে ।
এই ঘটনার পরও ওর সঙ্গে বসবাস করতে তোমার অপমান লাগবে না ?
ভীষণ अপমান লাগছছ। বড় জ্বালা। বড় ঘেন্না।
যদি বোহভঙ্গ হয়ে থাকে রেমি, ভাল করে ভেবে দেখ, তাহলে আমি তোমাকে একদিন নিয়ে यাবো ।

তাতে সব মিটে যাবে ?
মন্ত হয় যাবে না । তবে আমরা বেঁচে যাবো ।
আমাকে ভাবতে একটু সময় দাও ।
সময় नিষ্চয়ই দেবো । আমাকেও ভাবতে হবে । এতদিন বাপারটা ছিল খেলার মতো । এখন ঢো তা থাকছে না।

শ্বণরমশাই ? উनি কী করবেন ?
কিছু কর<েন निक्ठয়ই। জানি না ।
औৰক তুমি ভয় করো না ?
ভীষণ ভয় করি রেমি। চিরকাল করে এসেছি।
ऊँর द्वि-অ্যাকশন কী रবে ?
উনি আমাদের খুন করতে লোক পাঠাবেন হয় তো ।
তাহলে ?
সেইটেই ভেবে দেখচে হবে । কাউণ্টার্গ স্ট্রাশেজি ।
থাক রাজা । বিপদ ডেকে এনো না । আমার যেমন কাটছে কেট্টে যাবে ।
রাজা बমপমে মুখ করে খানিকদ্মণ বসে রইল । তারপর বলল, आমি খুব কাপুরু্ব নই র্রেমি ।

 সব ঋবরই রাখি।

তাহजে जসব ধ্যান নा ক্রাই ঢাজ।
ঢুমি जতাবে ঔিয়ে যাবে ?
 অनड জाয়গায় जाগाजে বौচে बा।

৩ゝ৮

ডुমি .োধহয় আমার বিপঢ়র কথা ভেবে এসব বলছ।
ত নয় গো। শুধৃ তুমি আমি নয়, বিপদ সকললের। অনেক কেলেংকারি।
তা যা হ जয়ার হয়েই গেছে। তবে চৌধুরী বাড়িতে কোলংকারির অভাব নেই। এ বাড়ির বউ মেয়ে ছেলে সক্ললরই ইতিহাস আছে।

রেমি একণৃ দ্রেসে বলল, তাই বলেই কি আমারভ কেলেংকারি করার অধিকার জন্মায় ?

রোম ককচুক্ষণ বিবশ হয়ে চেয়ে রইল। আপনমনে এবট্টু মাথা নাড়ল। তারপর বলল, আমি একটট জিনিস কিচ্তেত্ই বুঝভে পারি না, জানো ?

को
ত্মম কি বলতত পারো জ আমাকে কেনন ভালবাসে না
রাজ। ভূকুটি করল। প্রশ্নট ঙুনে সে খুাশ হল না। একটু বিরক্তির সা্গ বলল, ওসব জটিল প্রশ্নের জবাব জানি না । কুট্টিদার মধ্যে ভালবাসা-ফাসা নেই, বুঝ্লে ! এক্দম নেই।

বঠিন পুরুষদের বোধছ্য় থাকেজ না, না ?
কে জানে। রাজার গলায় শ্পষ্টই উদাসौনত।
রেমি এক্টু বিষম্ন হেসে বলল, বরাবর ® আমকে অন্য পুরুষের দিকে চেলে দেয়। নিজের বউকে. কেউ পারে বলো ?

সেটা এর্তদনে তোমার রোবা উচিত ছিল।
কিন্তু একটা জিনিস ছিল। অনা কোনো মেয়ের প্রতি দুর্যলতা ছিল না।
এখন হয়েছে।
মেয়েঢাকে একটু দেখাবে, আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে সে কেমন মেয়ে।
রাজা উঠে দাঁড়াল। বলল, দেখাতে পারব কিনা জানি না। চেষ্ঠা করব।
নিশ্চয়ই चুব সুন্দরু, তাই না!
সুন্দর कি না তা দেখার চোখ কি কুট্টিদার আহে ? থাকলে তোমাকেই দেখতে পেত।
आমি আর কী এমন সুন্দর!
সুন্দর নও ! বলে রাজা আচমকা-ভীষণ আচমকক-হাত বাড়িয়ে খামচে ধরে রেমিকে টেনে आনল নিজের কাহে। কয়েক মুহুর্তের বিज্রম, সম্মোহন, প্রলয় !

ঠিক সেই মুহুর্তে দরজার বাইরে অনুচ্চ গলা খীকারির একটা শব্দ পাওয়া গেল। দরজায় মৃদু একটু করাঘাত।

রেমি ছাড়ান্নার बেষ্ঠা করেনি নিজ্রেকে। গায়ে শক্তি নেই। মন অবশ। রাজা নিজ্েেই তাকে বিছানায় বসিয়ে দিল। তারপর গিয়ে দরজা খুনল।

ઢৌকাঠ দাঁড়িয়ে জগা ।
কী‘চাও জগাদা ?
বউमি খখয়েছে কিনা জানতে এলাম।
থেয়েছে।
ঠিক আহে, তোমরা গক্প করো।
बগা দরজাটা আবার টেনে দিয়ে গেল।
রাজা চাপা গড়গড়ে গলায় বলে, স্পাই! স্পাই!
রেমি একটুও উত্তেজ্জিত হন না । মৃদু স্বরে বলन, সব সময়েই কেউ না কেউ আমকে পাহারা দেয়, তাই ना ?

আর তুমি সেটা সश্য করো। কেন করো রেমি ?

র্রেম মাথা নেড়ে বলল, আর করব না। আমকে খুব দৃরে নিয়ে যো়্ভ পাররে
কেন্ন পারব না ?
কোথায় ?
বোমরে।
বোমবে সেখান্ন কী ?
आমি কললকাতা ছেড়ে দেবো। বোমবের ফিল্ড অন্নেক ভাল।
রেমি এবট্টা যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে।
প্রমিস ররাম ?
ররমি হাসে, প্রামস আবার কেন কথাটা বিশ্ধসস হচ্ছে না

 কুন্টিদার প্র্রমিকাকে ?
হাঁ। তাকে একব্বার চোখের দেখা না দ্খে পারব না।

## い ©® u

স্ত্রীলোক লইয়া আমার জীবনে কোনওরাপ সমস্যা ছিল না । তাই ন্ত্রী-চারত্র কন্ড্দূর রহসাময়
 যাথ্ট সুন্দরী। দাম্পত্যীবনে আমাদের দ্বন্দ্ব ছিল না! ন্ত্রালোক লইয়া কাজ্জই আমার ডার শিরঃপীড়ার কারণ নাই।

কিন্তু ত্র্রীলোকেরা আমাকে সুখে থাকিতে দিবে ককন
সেই কিশোরীর কাঠচাপা গাছ ইইতে পত্ভ ইওয়া এবং আমার সহিত কিছু অদ্ভ ভ বাক্সাবিনিময় ঘটিবার পর একদিন লক্ষ করিলাম, সুনয়নী যেন গন্টীর । কथ! কহিতেতে না, চোথে ঢুাখ রাখিতোছ্র না, দেখা হইলেই মুখ ফিরাইয়া লইত্তে। রাত্রে শয্যায় সে অনা দিককে পাশ ফিরিয়া घুনের ভান বরিয়া নিশ্চুপ জাগিয়া থাক্তেছে, তাহাও টের পাইতাম। ভবে র্র্ডিমান ভাঙাইবার অভ্যাস বিশেয নাই বলিয়া आমি ঘটনাটিকে উপেক্ষ করিতে লাগিলাম।

কিস্ডু নিশ্েেষ্ট থাকিব এমন উপায় कী?
একদিন ঘোর রাত্রে অনুভব করিলাম, সুনয়নী কাঁদিতেছে। उমরানো কাম্না। খুব গভীর বেদ্না शইতে উঠিয়া आসিতেছে। কাম্ম आমি সহিতে পারি না।

উঠিয়া তাহার গায়ে হাত রাখিয়া বলিলাম, কী হয়েছে সুনু?
সে জবাব দिल না।
আরও কয়েকবার প্রশ্ন করিলাম । জোর করিয়া ভাহার মুখ আমার দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলাম। তেমন জোর করি নাই নিশফ়ই। সে মুখ ফিরাইল না।

आমি হান ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম। পাশে ঔইয়া কেহ কাদিলে ঘুম হওয়া সষ্ভব নহে। সেজ বাতিটির পলিতা বাড়াইয়া একथানি কাব্যগ্রন্থ খুলিয়া বসিলাম।

অक्প পরেই সুনয়নী উঠিন। এলোচুল খেঁপা বরিল। চোখ মুছিল। তারপর বলিল, তোমার সঙ্গে আমার কথা আহে।

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, কथা আছে তো বললেই পারতে। কেঁদৌকটে ওরকম হয়রান হচ্ছ কেন ?

কান্না आাম সইভে পারি না তুমি তো জানো!
না কেল্ ডিপায় কী বলো ! মেয়েদের সবচেয়ে যেটা জোরের জায়গা সেখানেই যদি কেউ হাত بफয় णध!ल को कर木 ?

আাম না বাঝ্য়া হা করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিলাম, ও আবার कী কথা ? কী হয়েছে বলো তো !
সুনয়নों তাহার বালিশের তলা হইত্রে একখানি ভাঁজ করা কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া巾lংল, পরশ্গেিন তোমার টেবিলের ওপর পেয়েছি। পড়ো।

থ্থালয়া দেখখলাম গোটা গোটা সুছাঁদ অক্ষরে লেখা, ড ডাইনি, ওকে যদি কথনো আর আদর করো তাহলে আম মরব।

সম্বোধন নাই, ইতিত নাই। শুধু এই ক্য়াকটি কথা। কে লিখিয়াছে সে সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহ নাই । বুকটটা একটটু দুরুদুরু করিয়া উঠিল । সुনয়নীর চোথে চোথ রাখিতে পারিলাম না । বড়


কিন্তু সুনয়নীকে কথাঢা বলা যায় না । কজেই আমকে মিথ্যাচার করিতে হইল। বলিলাম, এনা কে লিখেছে?

কী করে বলব?
এটার অर्থই বা কী ?
অর্থ তো পরিষ্ষার। আমি ডাইনী আর তুমি দেবদূত।
আমি মাথা নাড়িয়া কহিলাম, এ চিঠি যে আমাদের উদ্দেশ্যেই লেখা এমন কোনো কথা নেই। তাহলে তোমার টেবিলে রেখে গেল কেন ?
সেইটেই বুঝতে পারাছ না। কিষ্ঠু এটা নিয়ে এত উত্তেজিত হওয়ারও কিছু নেই।
নেই ? বেশ কথা তো ! যে খুশি যা খুশি লিখে রেথে যাবে আর আমি সহ্য করব?
তাহলে কী করবে ?
সেটা তুমি বলে দাও। চিঠিটা কে রেখে গেছে সেটা খুজে বের করতে হবে।
আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। খ্ঁঁজ খবর করিতে গেলে অবোধ ज্ অবুঝ কিশোরীটি ধর। পড়িয়া যাইবে যে ! তাহাকে রক্ষা করিবার একটা ব্যাকুল আগ্রহ বোধ করিতে লাগিলাম।

মাথা নাড়িয়া কহিলাম, সুনু, এরকম চিঠি আমকে কেউ লিখতে পারে বলে আমার মনে হয় না। কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে। মরে হয় কেউ ভুল করে রেথে গেছে বা বাচ্চারা কেউ কুড়িয়ে এনে রেখেছে। এটা নিয়ে শোরগোল না করাই ভাল।

সুনয়नী একটু সরল প্রকৃতির ছিল। সম্ভবত একটু ভালমানুষ গোছের। সে আমার त্ত্রী হইলেও তাহকে খুব গভীরভাবে মনোযোগ দিয়া কখনো লহ্ষ করি নাই। বিবাহ বাসরে প্রথম তাহার
 নিশ্পিহতা আমকে চেষ্টা করিয়া অর্জন করিতে হয় নাই। আমার স্বভাবে ইহা ছিলই। তাই সুনয়নীর সহিত শারীরিকভাবে এতদিন ঘনিষ্ঠ বসবাসের পরও সে কখনোই আমার হুদয় জুড়িয়া বসে নাই। বোষহয় ইহা একপ্রকার ভালই।

সুনয়नী আরো কিছুক্ষণ অশ্রুবিসর্জন করিল। অজানা পত্রলেখিকার উশ্দেশ্যে কিছ্হ গালি ও অভিশাপ বর্ষণ করিল। তারপর চিঠিটি কুটিকুটি করিয়া ছিড়িয়া ফেলিল। তারপর আমার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, এসো, আমাকে অনেক আদর করো।

সেই কামনার আश़নে সাড়া দিলাম বটে, কিষুু মনটা কেমন আড় হইয়া রহিন। শহীরেরে মিলনে মন নাচিয়া উঠিল না । এক অজানা স্পন্দনে আজ আমার হৃৎিও আন্দোলিত হইতেছে। কিছু ভয়,

কিছু চোরা আনন্দ, কিছু শিহরণ আমি টের পাইতেছিলাম, যাহা দৈনন্দিন নহে, স্বাভাবিক নহে।
পরদিন সেই কিশোরীকে থুঁজিয়া বাহির করিলাম। কথাটা যত সহজে বলা গেল, কাজটা তত সহজ হয় নাই। কিশোরীটি সর্বদাই আমাদের বাড়ির সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। পরনে আধময়লা শাড়ি, ন夕 পদ, চুল ঝুঁটি করিয়া বাঁধা। তাহাকে খুঁজিত হয় না। কিছুক্ষণ পরপরই তাহাকে দেখা যায় । আমি তাহকে এইভাবে সকলের সামনে কিছু প্রন্ন করিতে সাহস পাইলাম না। লোকের সন্দেহ হইতে পারে। তাই আমি তক্কে তকেকে রহিলাম । বারবাড়ি হইতে খেলা সারিয়া দ্বিপ্রহরের দিকে সে নদীর ঘাটে চলিল। আমি আড়াল হইতে চোখ রাখিতেছিলাম।

নদীর ধারে সারা বছরই উল্টানো নৌকা কিছু পড়িয়া থাকে। মেরামতির জন্য। অনেকগুলি আবার ঠেকনো সহযোগে ঈষৎ উঁচুতে তেলা। এগুলির অভ্যন্তর ছায়াময় এবং গৃহসদৃশ। বালক-বালিকারা এইসব নৌকার নিচে দিব্য খেলার সংসার পাতিয়া বসে।

আমার সেই কিশোরীটি এইরুপ একটি নৌকার ছায়ায় বসিয়া উদাস দৃষ্টিতে ব্রস্মপুত্রের ঢেউ দেখিতেছিল। সেইখানে, সেই নির্জনতাতেও তাহার মুখোমুখি ইইতে কেমন যেন সাহস হইতেছিল না। মনে হইতেছিন, কী এক अসামাজিক কাগ করিতে চলিয়াছি।

যাহা হউক অবশেষে সাহস সংগ্রহ করিলাম এবং সেই নৌকার কাছে গিয়া সবেগে গলা খौকারি দिलाম।

কিশোরীটি অপাঙ্গ একবার আমাকে চাহিয়া দেখিল । কিন্তু যেরূপ প্রত্যাশিত ছিল সেরুপ কিছুই घটিল না। শশব্যে্তে উঠিয়া বभিবে, সলজ্জ অবনত দৃষ্টিতে জড়োসড়ো হইবে, সেরুপ কিছুই না।

বলিল, তুমি কি আমকে বকবে ?
এমনভাবে বলিল যেন বকাঝকা সে বড় গ্রাহ্য করে না । বক্কিলে বকিতে পার, তোমারই শ্রম।
आমি বলিলাম, চিঠিটা কি তুমি লিখেছিলে ?
আমি ছাড়া আর কে ?
কেন লिখলে ?
আমার ইচ্ছে।
ইচ্ছে মানুষের নানারকম হয়, তা বনে কি ইচ্ছেমতো চলা উচিত ?
তুমি আমার বাবাকে কী বলেছো ?
কী বলেছি?
তুমি বাবাকে জিজ্sেস করোনি আমি পাগন কিনা ?
করেছি ।
তूমি কি আমাকে পাগল ভাবো ?
ঠিক তা নয়। তবে তোমার কিছ্ম আচরণ স্বাভাবিক নয়।
বেশ তো, আমি না হয় পাগল। পাগলেরা অনেক কিছ্হ করে, কী করবে ?
কিছু কর্ব বলিনি তো।
করো না। আমিও या খুশি করব।
আমার ওপর তোমার এত রাগ কেন ?
তুমি बর সর্গে থাকো কেন ?
© মানে কে? সूनয়नी ?
शाँ।
ও যে আমার বিবাহিতা त্তী।
কিশোরী এবার ডগডগে চোখ দুইটি সম্পুর্ণ মেলিয়া আমার চোখে স্ছাপন করিল, সেই দৃষ্টি এতই

 ও কী কथा মররে বলব কেন ?
आমি মরা• ঋারি, তাতে यদি তোমাদের শান্তি হয়।
↔ pংll গলবেও না, ভাববেও না।

দगा 巾রে শোওয়ার ঘরে উঁকি দিও না, আর চিঠিও লিখো না।
(.কন আমার যে ইচ্ছে করে।

4লศাম যে সবসময় ইচ্ছেমতো চলতে নেই। ধরা পড়ে যাবে।
পরা পড়লে পড়ব।
না। ধরা পড়লে তোমার নিন্দে হবে।
হোক না নিন্দে। তোমাকে জড়িয়েই তো হবে।
সেটা কি ভাল হবে ?
হবে। তোমার সঙ্গে জড়িয়ে আমার নিন্দে হলে आমি খুশি হই।
আমি স্তস্ভিত হইয়া গেলাম। এই পাগলিনীকে কে কীই বা বুঝাইত় পারিবে ? রাগ করিয়া লাভ নাই। এই উন্মাদিনী যে কোনও পরিণতির জনাই প্রস্তুত। ইহার ভয় বলিয়া কিছু নাই। লজ্জা নাই । ঘৃণা নাই। মেয়েদের বয়ঃসষ্ধির প্রেম কি এরকমই ভয়ানক?

অগত্যা অন্য পন্থা ধরিতে হইল।
কহিলাম, আমাকে কি তুমি ভালবাসো ?
কী আচ্চর্य ! এত কথায় ইহাকে বাগে আনিতে পারি নাই। কিষ্ঠু ভালবাসা কথ্থাট উচ্চারণ করা মাত্র যেন জোকেের মুখে লবণ পড়িল। আচমকা তাহার শ্যামলা রঙে রক্তোচ্ঘ্স দেখা দিল। চস্কু नত।

সে জবাব দিল না। কিষ্ত্র একটু পরেই দেখিলাম, সে হাতের পিঠ দিয়া চোথ মুছিতেছে।
কাঁদছে কেন ? আমি সम্নেহে প্রপ্ন করিলাম।
তুমি যাও।
কেন বলো তো!
आমি আর চিঠি দেবো না। উকিও মারব না।
ঠিক তো !
ठिक।
মরার কথাও ভাববে না তো !
মরব। আজই মরব।
আমি আञ্মসংবরণ করিতে পারিলাম না। হাত বাড়াইয়া তাহার একটি হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া কহিলাম, বেয়াদবি করবে তো এঙ্भুনি নিয়ে গিয়ে তালাবন্ধ করে রাখব।

সে হাত ছাড়াইয়া লইল। তারপর বলিল, এখানে কেন এসেছো ?
তোমকে শাসন করতে।
সবাই দেখছে।
এখানে কে দেখবে ?
यাড়ির ছাদ থেকে দেখা যায়। নদীর ঘাট থেকেও। তুমি যাও।
आমি বলিলাম, তোমাকে নিয়েই যাবো। চলো।
आমি यাবো না।
आমি কোমল কঠ্ঠে কহিলাম, লক্ষী সোনা, এরকম করে না । চলো। আমাকে কষ্ট দিয়ে তোমার

की लाड ?
ডোমার আবার কষ্ট কিসের ? সুন্দর বউ পেয়েছো।
বউ সুন্দর হলে বুঝি আর কারও কোনো কষ্ট থাকে না ?
তাই তো।
কিষ্ঠু आমি কষ্ট পাচ্ছি। বলিয়া হাসিলামं। বলিলাম, ডোমার জন্য।
পাগলিনী বলিল, তুমি ওকে বিয়ে করলে কেন ?
আমি হাসিব না কাঁদিব ভাবিয়া না পাইয়া কহিলাম, আমি যখন সুনয়নীকে বিয়ে করি তথন তুমি তো এইইূু খুকি।

এইবার সে হাসিল। হঠাৎ বলিল, নইলে কি আমাকে করতে ?
आমি आমৃল লজ্জা পাইয়া বলিলাম, ওসব কथा থাক।
থাকবে কেন ? কান ভরে ওনে নিই। আমি তো আজ মরবই। বলো ।
আমি বিব্রত ও হতচকিত হইয়া কহিলাম, বোধহয় তোমাকেই করতাম। এখন চলো। আমার যা শুনবার শোনা হয়ে গেছে। এথन তুমি যাও। आমি জলে ঝौঁপ দেবো।
সर्বনাশ।
যারা সাততার জানে তারা মরে না। আমি স্নান করব।
তটস্থ হইয়া কহিলাম, অন্য কোনো মতলব নেই তো!
ना। पूমি याও।
চলিয়া আসিলাম। মনটা বড় ভারাক্রাষ্ত। জীবনে নৃতন একটি অপ্রত্যাশিত দিক হইতে যেন একটি আলোর রেখা আসিয়া পড়িয়াছে। কিষ্ধু সেই আলো আমকে উজ্জ্মল করে নাই। বিষঞ্ম করিয়াছে।

এই কিশোরী কন্যাটির ভবিষ্যৎ কী ? आমিই বা कী করিব ?
সেইদিন রাত্রে সুনয়নী বলিল, চিঠিটা नিয়ে আমি থ্ৰঁজখবর করেছি।
বুক কাঁिয়া উঠिन। বলিলাম, ও, তा की জानलে ?
बি চাকররা কেউ কিছু বলতে পারছে না। তবে-
তবে আবার কী ?
থাকগে। তোমার শুনে কাজ নেই।
বলিয়া সুনয়नী হঠাৎ আমকে জড়াইয়া ধরিয়া হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিন।
को शन ?
তোমার দিকেও তাহলে মেয়েরা নজর দেয় ?
आমি বলিলাম, ना ना।
শোনো, আমি বরং খুশিই হয়েছি।
তার মানে ?
অনেক ভেবে চিষ্তে দেখলাম, তুমি তো একদম সাধু মানুষ। ন্যালাক্ষ্যাপা গোছের। মেয়েরা তোমাকে বরং এড়িয়েই চলে। একটা মেয়ে যে নজর দিয়েছে তাতেই বোঝা যায় তার চোখ আছে ।

এই কथায় খুশি হওয়া উচিত না রাগ করা উচিত তাহা বুঝিতে পারিলাম না। চুপ করিয়া রহিলাম।

সूनয়नी বলিল, রাগ করলে ?
না তো!
চিঠিটা পেয়ে তুমি একদ্ট খুশিই হয়েছে, না ?
না। চিঠিंটা আমকে লেখা কিনা তাই তো জানি না।

তোমাককই（গা，আর সাধু সেজো না ।
সन्मেই আரே।
আমাকক（কন ডাইনী বলল বলো তো！
বণুক না，কথায় তো ট্যাকস নেই।
आম โকখ্তু খ্ব ভেবেছি।
队i जাবলৈ ？
আমাকক ডাইনী কেন বলন। হিংসে থেকে।।
丩ী！ওসব ভেবো না।
আমার খুব ইচ্ছে করে মেয়েটার সন্সে আনiপ করি।
আবার ভাবছ？
খুব ভাবছি। ঠিক ওকে খুজে বের করব দেখো।
को দরকার ？
বললাম যে，তোমাকে সে ভালবাসুক তাতে ঙ্কতি তো নেই। কিষ্তু আমি ওর কী ক্ষি করেছি ？
আমি হাই তুলিলাম।
ওকে পেলে খুব সাজাবো। কন্নের মতো। নিজেও সাজবো। তারপর আয়নায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখব কে বেশী সুন্দর। यদি আমি হারি－

आঃ সूनয়नी！
সুনয়नী আজ বড় প্রগলভা। আকুলভাবে আমাকে আলিঙন করিয়া কহিল，আমার সহ্গে ও পারবে না।

কে পারবে না？
ও। রূপের পাল্লায় হেরে যাবে। দেখো।
কী যে হল তোমার！
আজ আমাকে একটু আদর করো। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

## ॥ ৫৬ ॥

হাতে পায়ে খিল ধরল রেমির। এত দুর্বল লাগকে শরীর যে，রাজা চলে যাওয়ার পর সে আবার ওয়ে পড়ল। অবেলায় খেয়েছে বলেই কি ？বুকে বায়ুজনিত একটা চাপ，ব্যথা। একটু জল খেলে হত। কিষ্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না। কিছू করতে ইচ্ছে করছে না।

কথাটা ধ্রুবকে কি জানাবে ？সে যে রাজার সন্সে বম্বে চনে যাচ্ছে একথাটা কি জানানো উচিত नয় ？

না । তাই কি হয় ！একটু আগেই তো সে ভেবেছিন ধ্রুবকে ছেড়ে খুব দৃরে কোথাও তার চলে যাওয়া দরকার। তবে জানাবে কেন ？তাছাড়া ধ্রুবর তো আর একজন বউ হবে। সে কি খুব সুন্দরী ？খুব ？

ঘুমं পচ্ছে，কিস্তু ঘুম আসছে না। ভারী অप্ডুত অবস্থা। চোখের পাতা ভারী，হাই উঠছে বারবার। মাথায় ঝিমঝিমুনি，তবু স্নায়ুুলি এত টান টান স্পর্শকাতর যে সামান্য শব্দে，সামান্য অনুভূতিতে চমকে উঠছে। চটকা ভেঙে যাচ্ছে বারবার। সে কি কারো জন্যা অপৌ্小 করছে মনে মনে ？কার জনা ？একটু ভেভে দেখল রেমি । না তো ！সে কারো অপেক্小 কর়ছে না। কেউ তো আসার নেই। তবে ？
 બও ?
বউদিমণি, आপনার কি শরীর খারাপ লাগহে ?
ना। उবে টায়ার্ড লাগছে। কেন ?
বড়বাবু জিঙ্sেস করতে পাঠালেন।
বলো গিক্রে একদু পরে যাবো।

आচ্ম। বোলো আমি টায়ার্ড।
 घরে ছিন তখন বাইরে মোতয়েন রেেেছিলেন জগাকে। घটনাঢ ছোেে, কিষ্ঠু মনে থাকরে রেমির। এতটা না করলেও উনি পারত্ন। इয়তো রেমির जালর জনাই করেন। তবু আজ ব্যাপারটা ভারী দৃষ্টিশুু লেগেছ্ রেমির। এই পাহারা অনাবশাক। এই বাড়ির সc্স তার সপ্পক্ক এথন ছিড়ুবার মুথে।

आत্তে আત্ঠে উঠ১ল রেমি। উঠে আলমারি খুলল। জ্বুর কয়েকটা প্রিয় বোতল লুকোনো থাকে งপরের তাকে। জামাপাড়ের পিছনে। কাঠের চেয়ারে উঠে রেমি একটা বোতন নামান। গায়ে লেখা হইস্সক।

খ্ব নেশা হবে নাকি ? হোক। শরীরের বিমুনিটা তো কাটবে। এই ঘর থেকে আজ সে আর বেরোরে না। অখ্রমশাই গক্ধ না পেলেই হল।

দরজায় ছিটকিনি দিয়ে এল রেমি। গেनাসে অক্প একাু ঢেলে অন্েকথানি জল মেশালে।
 মমমুক থেতে হয়েছে। স্বাদ তার চেনা। তরনট্টুক্ শেষ করতে খুব একটা বেশী সময় নিল না সে। পরের বার একট বৌী ঢাनন, जन মেশাन কম।

কতান গেয়েছে তা ঘনা খানেক বাদ্ হিসেব করত্তে পারে না आর রের্মি । তবে সে স্পা্ট টের



চেয়ার থেকে উঠ্ঠ বিছানায় বসল রেমি। পালের పবিলেলে অর্ধেক ভরা গেনাসটা রেরে এবাম
 ना जো !

 घूমের নেই-্াজ্যে হারিয়ে যাবে।

मরজाয় সামাना নাড়। রেমি উঠন ना। চাইল নा।
मরজাण थ্যাো। sूবर গলা।




 এबটা ভাসষ্ত ভাব। य্যে ভার नেই তার।

夕্ধবর গनার ম্বর হঠা আতक্ষিত এবটা आর্তনাদের মঢো শোনাল, রেমি ! রেমি ! সাড়া দাও।

কী হয়েছে তোমার ?
রেমি আধো ঘুমে খিল খিল করে হাসল । বেশ হয়েছে । খুব হয়েছে । এবার একটु রেমির জন্য কাঁদো তো. পাষাণ একট্ কাঁদো। জীবনে অস্তত একবার। মরার আগে দেখে যাই।

ধ্বুব খুব দ্রুত পায়ে সরে গেল দরজার কাছ থেকে। ত্তারপর উত্তেজিত স্বরে ডাকতে লাগল, জগাদা জগাদা শিগগির এসো । কুইক।

জগা দৌড়ে এল, টের পেল রেমি ।
কী रয়েছে ?
দরজা ভাঙতে হবে।
কেন ?
মনে হচ্চ্ছে রেমির খুব বিপদ ! তাড়াতাড়ি করো ।
বুম করে বোমার মতো একটা আওয়াজ হল। দরজার ছিটকিনি ভেঙে পাল্মা দুটো ছিটকে গেল দুদিকে।

বউদিমণি! কী হয়েছে ?
এত শব্দে রেমি দুহাতে কান ঢেকে ফেলেছিল । আস্তে মুখ ঘুরিয়ে জগার দিকে তাকাল সে । মাথা টলমল করছে, তবু বাস্তববুদ্ধি একেবারে হারায়নি । চোখটা বম্ধ করে বলল, তুমি যাও জগাদা । তোমার ছোড়দাকে পাঠিয়ে দাও। দরজাটা ভেজিয়ে যেও।

জগা একটু স্থির চোখে রেমি এবং ঘরের পরিবেশ লক্ষ করল । তারপর বেরিয়ে গিয়ে ধ্রুবকে ডেকে বলল, ডাক্তার ডাকতে হবে না। তুমি ঘরে যাও।

কী रয়েছে ?
গিয়ে দেথ। খুব খারাপ কিছু নয়।
ধ্রুব ঘরে আসে । দরজাটা ভেজিয়ে দেয় । ধীরে ধীরে রেমির কাছে এসে সেও সমস্তই লক্ষ করে । রেমি ভেবেছিল, ধ্রুব খুব হাসবে, বিদ্রূপ করবে তাকে ।

কিন্তু ধ্রুব সেরকম কিছুই করল না। গেলাসটা তুলে নিয়ে একটু দেখল । তারপর টেবিল থেকে বোতলটাও। রেমি মিটমিট করে চেয়ে দেখছিল।

ধ্রুব গেলাস আর বোতল রেখে রেমির দিকে চেয়ে বলল, উঠতে পারবে ?
কেন ?
বাথরুমে গিয়ে গলায় আঙুল দাও।
ना।
দাও। নইলে কষ্ট পাবে। অনেকটা খেয়েছো
আমি আরো খারো।
ধ্রুব আর কথা বলল না। খুব আচমকাই রেমিকে পাঁজাকোলা করে তুলে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে বেসিনের সামনে দাঁড় করিয়ে বলল, গলায় আঙুল माও ।

आমি পারব না।
আচ্ছা, দাঁড়াও । বলে ধ্রুব আচমকাই মাথাটা ধরে এক্টু নাড়া দিল। अমনি টबমল করে উঠল রেমির শরীর। বমি উঠতে লাগল বুক বেয়ে ।

গলায় আঙুল দিতে হল না । ভাতসুদ্ধু গোটা তরলটা গন্লল করে বেরিয়ে যেতে লাগল । সগ্গে তীর্র অম্বলের টক স্বাদ । রেমি সেই বমির তোড় সহ্য করতে না পেরে পড়েই যেত হয়তো । কিষ্ঠু s্রুবর লোহার মতো শক্ত হাত ষরে রইল তাকে।

বমির পর ক্সেন দিশাহারা नাগছিন রেমির। শরীর শুন্য, মাथা শৃন্য। ভারী অদ্যूত এক পরিস্থিতি। সে যেন এই জগজতর মানুষই নয় ।

খ্যব তারক আবার কোলে তৃলে ঘরে এনে খাট্ট শুইয়ে দিল। পাখা ঘুরতে লাগল বনবন করে। ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ড জল এনে অাকে অনেকখানি খাইয়ে দিল । তারপর অদৃরে চেয়ারে বসে রইল চুপ করে।

প্রচঙ ঘুম পাচ্ছে রোমি । কিন্তু কিছুতেই ঘুমোতে পারড়ে না। কী যে হচ্ছে তার শরীরের ম,ধ্যা
ध্রুব অনেকক্ষণ অবস্থাটl লক্ষ করে হুাৎ জিজ্ঞেস করে, ঘুম আসছে না তোমার
না। আমার গলা চিরে গেছে, মাথা ঘুরছে।
তবু খুমিয়ে পড়ার কথা। ঘুম আসছে না কেন ?
তোমার জন্য। তুমি কেন ওভাবে তাককয়ে আছে আমার দিকে
আমি বাইরে গেলে ঘুম পাবে
হাঁ। তूমি যাও।
ধ্যুব নিঃশব্দে উঠে বাইরে গিয়ে দরজাটা টেনে দিল। রেমম এপাশ ওপাশ করতে লাগল । মাথাটা কি লোহার মতো ভারী না কি বেলুন্রে মতো হালকা কী যে হচ্ছে তার ভিতরে। আচমকা উटে বসল সে। তারপর ডাকল, শোন! গগো এই ! শেনো না শিগগগর ! ধ্রুব দরজা לोলল ঘরের মধ্যে এসে দাড়াল। দরজাট তেজ্জিয় দিল আবার।
ডাকছে কেন ?
আমি বম্বে চলে যাচ্ছি, জানো খুব ব্যাকুলভাবে রেমি বলে।
জানলাম। ধ্রুবর কপ্ঠস্বর ভাবলেশহীন।
কার সঙ্গে জানো ?
না তো ।
রাজার সঙ্গে ।
তাই নাকি ?
ভাল হবে না?
ভালই তো।
যেতে দেবে আমাকে?
आমি যেডে দেওয়ার কে ? তুমিই তো যাবে।
आঃ, বলোই না যেতে দেবে কি না।
দেবো।
সত্যি বলছ?
বর্नाश ।
তোমার একটুও কষ্ট হরে না আমার জনা ?
এখন ঘুমোও।
घूম আসছে না যে।
बেষ্ঠা করো। আমি বাইরে যাচ্ছি।
তাহলে आমি আবার হইসকি খাবো
ध্রুব সামানা একটু হাসল। তারপর বলল, ভয় দেখাচ্ছো ?
না তো! আমি খবো।
খবে তো कী হয়েছে? अनেকেই খায়। মেয়েরা আজকাল খুব টানহে।
आমি কি তাদের মতো ?
হয়ে यাবে। 丹ীরে چীরে হয়ে যাবে। তবে একদ্দিনে অত নয়।
বম্ধেতে গিয়ে আমরা কী করব জানো ?

ना ।
তুমি या চেয়েছিলে তাই।
থুব ভালো।
তোমার কিছ্ যাবে আসবে না
না। বরং খুশি হবো।
রেমি দ্রুবর মনোভাব জানে তবু কেমন যেন এই জবাবে সে অবাক হয়ে গেল । বলন, একটা কथा বলবে ?

বলব না কেন ?
আমার ওপ্র তোমার এত ঘেন্না কেন ? এত ঘেন্না কি একজন মানুষকে আর একজন করতে পারে

তোম!্কে কখনো ঘেন্না করিনি!
করোনি ? তাহলে আমি অনা একজনের সর্গে চলে যাবো জেনেও খুশি হও কী করে?
বলেছি তো, আনি তোমকে ঘেন্না করি না, কিস্ডু তোমার দায়িত্ব চিরকাল বইতেও রাজি নই। বিয়ে করার জন্য পুরুষের এক ধরনের যোগাতা লাগে। আমার তা নেই।

তবু বিয়ে তো হয়েছে
না, इয়নি। এটা বিয়ে নয়। চাপিয়ে দেওয়া।
ত্রমি আমাকে ঘেন্না করো ।
না, করি না। কখনো করিনি।
আমাকে তুমি কখনো একটুও ভালবাসোনি!
जও বাসিনি। ঠিক কথা। কিষ্তু আজ নতুন করে এসব কথা কেন ? এখন ঘুম্মেও।
ঘুম কি আসে ! কত চিত্তা।
কিসের চিষ্তা ? জীবনটাকে খেলা হিসেবে নাও। আয়ু কতদিনেরই বা। সব ঠিক হয়ে যাবে। বাম্ব ভাল শহর।

আজ রাজা এসেছিল।
জानि।
কী করে জানলে ? তোমরা কি সবসময়ে বাড়ির বউঝিদের পিছনে স্পাই লাগিয়ে রাখো ?
আমি রাখি না। তবে তোমার গবুচন্জ্র রাখেন।
কে গবুচ্দ্র ?
মন্তী গবু, তোমার অ্বশ্র।
উনি তো আর মষ্রী নন।
না । उবে শোনা যাচ্ছু উনি সেনট্রাল মিনিস্টার হবেন । ডেপুটি মত্ত্রী-টন্তী বোধহয় । ফরেববাজ লোকদের পথ এ সমজে সবসময়ে খোলা।

ফেরববাজ কাকে বলে ?
তোমার অ্যতের মতো লোকেরাই ফেরেববাজ। অন্য ডেফিনিশনের দরক্নর कী?
ওর ওপর তোমার রাগ বনেই কি আমাকে যষ্ষ্রণা দাও এত ?
হতে পারে। এখন আমি এত কথা বলতে পারছি না রেমি । তুমি ঘুমোও। আমি বরং বাতিটা निবিয়ে দিয়ে যাই।

না, না ! আঁতকে উঠে রেমি বলে, বাতি নিবিও না। তাহলে আমি ভয়েই মরে যাবো। বাতি চোথে লাগছে বলেই বোধহয় ঘুম আসছে না।
ঘুম আসবে। তুমি কাছে থাকো।

এই তো একটু আগে আমাকে চলে যেতে বললে।
তখন বুঝতে পারিনি।
কী বুঝতে পারোনি?
তোমাকে যে আমার ভীষণ দরকার।
কিসের দরকার ?
আমি একজনকে একবার দেথতে চাই। দেখাবে?
ধ্রুব অবাক হয়ে বলে, কাকে দেখাবো ?
তাকে।
সে কে বলবে তো!
यাকে তুমি ভালবাসো। আমি চলে গেলে যাকক বিয়ে করবে। একবার চোখের দেখা লেখব।
কিছু বলব না। ভয় নেই।
এ কথায় ধ্রুবর ফর্সা রং টকটকে রাঙা হয়ে গেল। প্রথমটায় সে কিছ্ বলতে পারল না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঘুম্োও।

বারবার ঘুম্মেতে বলছ কেন ? বললাম য় ঘুম আসছে না । যদি ঘুম পাড়াতে চাও তবে একুটু বিষটিষ কিছু এনে দাও। একেবারে র্ঘুময়ে পাড় ।

তাহলে জেগে শেয়ে থাকো। আমি যাই
তুমি যেও না। বেশীদিন তো আর নয়। আমি বা্বে চলে যাচ্ছি। একটু থাকো
তুমি বড্ড বাজে বকছ।
খুব বাজে বকছি ? কথাটা সত্যি নয় ?
আমি কাউকে বিয়ে করব একথা সত্যি নয়।
তবে কী করবে ?
আমি বিয়ে ব্যাপারটাকে বিপ্পাসই কর্কর না।
তবে কিসে করো ?
ওটা একটা ছেক্েমমনুবী প্রথা। মানেই হয় না।
তুমি তাকে বিয়ে করবে না ?
ना।
তবে একসঙ্গে থাকবে কী করে ?
थাকলে দোষ কী ? দুনিয়াটা তো বিয়েহীন সমাজের দিকেই এগোচ্ছে।
को য় বলো!
তোমার বুঝতে একটু সময় লাগবে রেমি। বিয়ে এবঁা অচলায়তন। ওই প্রথা উঠে গ্গলেই ভাল ।

আমি অত তর্ক করতে পারি না আমি নাকে একবার দেখব।
এসব তোমাক কে বলল রাজ্তা নিশ্য়ই।
রাজাই।
বলাটা ওর উচিত হর্যান।
কেন, आমি শকড হবো বলে
হাঁ। ত্মম আমর जপর বড় বেশী নির্ভর করভে চাভ
কিন্তু আমি সামলে ল্গাছি দেখছে না, কেমন স্বার্ৰাবিক
স্বাভাবিক रলেে অত্খানি হুই্দাক গিলে বলে থাকভে না।
রেমি মাथা নেড়েেেলে, এসব ভেবে খাইনি। আমার ঘুম আাস্সছিল না, শরীরউা কেমন করছিল,

তাই খেয়েছি। আমাকে একবার দেখাতে তোমার ভয় কী?
आমি কাউকে ভয় পাই না।
জানি। মেয়েটা কে বলো তো!
কেউ একজন হবে। अত ভাবছো কেন ?
আমার চেয়ে ফর্স্স ?
জাनि ना।
জানো। বলতে চাও না। বললে দোষ কী? এই তো বললে ভয় পাও না।
তোমার চেয়ে ফর্সা নয়।
কেমন দেখতে ?
এইসব ভেবেই বোষহয় তোমার ঘুম আসছে না ?
মেয়েটাকে কবে দেখাবে গো ?
দেখলে কি খুশি হবে?
খুশি কি হওয়া যায়?
তাহলে দেখতে চাইছো কেন ?
আমার বর কেমন পাত্রী পছন্দ করল, সে আমার চেয়ে কত তুণ সুন্দর এসব জানার কোতৃহল रয় ना ?

রেমি, ব্যাপারটা খুব সরল অক্ক নয় । তুমি বোকা, ঠিক বুঝবেও না। তবে জেনে রেখো, এখনো乡্রুব চৌপুরী মেয়েবাজ নয়।

তাই কি বলেছি!
তবে অত জেলাস কেন ?
জেলাসি বোধহয় আমার একটু হওয়ার কথা!
কেন হবে ? তूমিও তো অন্য একজনের সস্গে বম্বেতে ঘর বাঁধতে যাচ্ছে।
ঘর ভাঙতেই যাচ্ছি। কিষ্তু সে তো তোমার জন্যই। আমি কি যেতে চেয়েছি?
কিন্তু যখন যাচ্ছো তখন সর্বা্তঃকরণেই যাও। পিছুটান রেথো না।
তোমাকেও একটা কথা বলি ?
आবার की কथा ?
যাকে নিয়ে থাকবে বলে ঠিক করেছো তাকে একটু ভালবেসো, একটু মৃল্য দিও। আমার মতো হেলাফেলা কোরো না।

উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। তবে সে তোমার মডো ছিচকাঁদুনে নয়। আমি কেমন সে জানে। তাই সে বেশী একসপেকটও করে না।

লিবারেটেড মহিলা নাকি ?
ধরো তাই।
রেমি একটু ভেবে বলে, তোমার সঙ্গে এরকমই কাউকে মানাবে।
ষ্রুব একটু হেসে বলে, তাহলে পাত্রী পছন্দ!
आগে একবার চোখের দেখা দেখি।
צ্রুব আচমকা কাছে এসে দুহাতে রেমিকে ধরে তুলল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, তুমি আমাকে ভালবাসো আমি জানি। একটা কাজ করতে পারো ? एর মাই সেক ?

রেমির শরীর এই আকস্মিক স্পর্শে ঝাক্ার দিয়ে উঠল। ভিতরে ভিতরে মৃদু বিদুযের তরস বয়ে যাচ্ছে। বিহ্ন হতভম্ব চোখে সে ধ্রুবর মুখের দিকে কিছুফ্ম বাকহহারা চেয়ে রইল। তার ভিতরে একটি প্রার্থনা নীরবে মাথা কুটছিল। আমাকে জড়িয়ে ধরো, ভীষণ জোরে। এত জোরে

যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাই আমি।
শ্থলিত কঙ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল，কী গো ？তোমার জন্য आমি সব পারি।
আমাকে ডিভোর্স দাও। ক্রিন ডিভোর্স।
তারপর？
কিছুদিন বাপের বাড়ি গিয়ে থাকো
তারপর ？
তারপর আমি তোমাকে নিয়ে কোথাও একসস্গে থাকব। কিষ্তু স্বামী－ত্তী হিসেবে নয়।
একটুও না ভেবে রেমি ধ্রুবর বুকের মধ্যে মাথাখানা ক্লাস্তভাবে রেখে বলল，যা বলবে করব，যদি তাতে ভাল হয়।

ভালর জন্য নয় রেমি। আমি প্রথা ভাঙতে চাই।
কেন যে তুমি এরকম পাগল！
তুমি বম্বে যেও না রেমি। পারবে না।
কে যেতে চেয়েছে ？
গেলেও তুমি সহ করতে পারবে না বেশীদিন। আমি তোমকে জানি।
রেমি মুখ তুলল । ধ্রুব তার সুন্দর টুলটুলে মুখখানার দিকে চেয়ে রইল কিছুহ্ষণ। তারপর যা সে কদাচিৎ করে তাই করল আজ। খুব নিবিড়ভাবে চুমু খেল রেমিকে। বিছানায় তারা যখন ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল তখন খ্রুব বলল，আর হুইসকি ঘেও না।

রেমি বলন，মেয়েটাকে দেখাবে তো！ঠিক ？

## ロ ৫ ロ

এরকম বৃষ্টির রূপ এক সময়ে ছেলেবেলায় দেখ্থেিল চপলা। বহুকাল আর দিগদিগস্তব্যাপী পাগল হাওয়ায় বয়ে আসা গভীর বিরামহীন বৃষ্টিপাত দেখেনি সে । সারাদিন কেবল জলের শব্দ । উল্টোপান্টা জলের শব্দ। পুকুর ছাপিয়ে জল ঢেকে ফেলেছে বাগান，উচেনে，বারবাড়ির মাঠ। ব্রহ্ৰপুত্রের চেহারা দেথে শিউরে উঠতে হয়। সুড়কির রাস্তার প্রায় সমান সমান উঠে এসেছে ব্রদ্মপুত্রের স্রোত，ওপাড়ে শজ্ভুগঞ্জ কোনো ডাঙাজমি দেখা यায় না। স্রোত চলেছে দ্রুতগামী রেলগাড়ির মতো，বাগানের গাছপালা অনেকগুলোই তুয়ে পড়েছে প্রবল বৃষ্টির দাপটে।－ষু বারবাড়ির দুটো কদম গাছ ভরে গেছে ন্যাড়ামাথা ফুলে।

সারাদিন या কি巨ू ছৌঁয়া यায় তাই যেন ভেজা，স্যাতা，মিয়োনো। না－چুকোনো ভেজা জামাকাপড়ের সৌদা গধ্ধ আসে বারান্দা থেকে। বাতাসটা পর্যষ্ড জলে ভরা। দিন－রাত চারদিক থেকে হাজারো ব্যাঙের ডাক শোনা যায় এই ডাকটি সহ্য করতে পারে না চপলা। কেমন যেন বুকের মধ্যে থাঁ ひौঁ করতে থাকে।

আজকাল চপলার বুকের ভিতরেই যত যজ্ত্রণা । এই যষ্ষণার কোনো ব্যাথ্যা নেই । কেমন উদাস লাগে，সারাদিন যেন এক ভারহীন শরীরে সে হাঁটে চলে শোয়।

চপলা আজ স্নান করেনি，প্রথম বর্ষার কাঁচা জলে তার ঠাণা লেগেছে। শরীরে একটু জ্েোরো ভাব। একটু শীত জড়িয়ে আছে হাতে পায়ে । দুপুরে খাওয়ার পর ছেলে মেয়ে নিয়ে মশারির মধ্যে ऊয়ে ছিল সে । বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে，চপলার আজকাল খুব সহজে ঘুম আসতে চায় না। এপাশ ওপাশ করে শরীরে ব্যথা হয়ে গেন।

বৃষ্টির তোড়টা কিছু কমেছে । চপলা উঠে বারান্দায় এসে এলোচুলের রাশিতে আডুল চালিয়ে জট ৩৩২

ছাড়াতে লাগল। বাতাস কমেছে, বৃষ্টিও অনেক কম। তবে এটা সাময়িক। घন্টা খানেক বাদেই হয়তো আবার এক পরত মেঘ চলে আসবে। বিভীষণ বৃষ্টি নামবে তার পর। কয়েকদিন যাবৎ এরকমই হচ্ছে।

চপলা একটা হাই তুলল, এখানে থাকতে তার যে ভাল লাগছে তা নয়। আজকাল এ বাড়ির চাকর-বাকর আর কৃষ্ণকান্ত ছাড়া কেউই তার সঙ্भে বড় একটা কথা বলে না । কেন বলে না তার কারণটা বড্ড স্পষ্ট। বড্ড নির্লজ্জ।

কিষ্তু এরা কি জানে সেই কুমারী বয়স থেকে যে পিপাসা তার বুকের মধ্যে ছিল তা আজও রয়ে গেছে । কনককাষ্তি সে পিপাসা মেটততে পারেনি। সে সাধাই তার নেই। সেই আকন্ঠ পিপাসা নিয়ে যৌবনের এই দামাল দিন পার হচ্ছে সে। কিন্তু পার হওয়া কি সোজা ?

শচীন কালও এসেছিল। ভারী উদ্রান্ত সে। একটু রোগা হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিতে ক্ষ্যাপামির ভাব। একটা ওলট-পালট কিছু করে ফেনতে চায়। চপলার বয়স শচীনের চেয়ে কম, সে উকিল্গও নয়। তবু অভিজ্ঞতা তার অনেক বেশী সে জনে, পুরুষের ভালবাসা হল গদ্রানে জমি, সেখানে জল দাঁড়ায় না।

তা ছাড়া হুট করে কিছু করলেই় তো হল না । পায়ের নিচে শক্ত জমি না থাকলে প্রেম-ট্রেম সব দু’দিনেই ভেসে যাবে। চপলা তাই অনেক করে বুঝিয়েছে কাল শচীনকে, এখুনি কিছু করে বসবেন ना, পীজ। আর একটু সময় নিন।

কিসের সময় ? আমি যে পাগল হয়ে যাবো!
পাগল হতেই তো বারণ করছি।
বারণ করলেই কি হল!
ঝীজ! ওরকম করলে আমি কিন্ডু চলে যবো।
यান না। আমি পিছু নিতে জানি।
সে তো বুঝতে পারছি। পিছু নিলে. ষেলো কলা পৃর্ণ হবে। কিষ্তু আমি সবদিক ভেবেচিষ্大ে এগোতে চাই। আপনি পাগলামি করবেন না।

শচীনের চেহারায় যে ক্যাপামির ছাপ পড়েছে সেটা কি প্রেমিক পুরুষের লক্ষণ ? ঠিক বুঝতে পারছিল না চপলা, তবে একজন পুরুষ মানুষের ভিতরে যে এতটা ওলট-পালট সম্ভব এটা তার ধারণায় ছিল না । কাল শচীনকে দেখখ কেন যেন তার একটু ভয় হল। একটা ঝড় সে তুলেছে কিস্তু সামাল দিতে পারবে তো ? পুরুষরা যখন এরকম আমূল উম্মাদ হয়ে ওঠে তখন কি সব লণুভণ করে দেয় ? यদি দেয় তবে চপলা কী করবে?

চপলার শরীর সম্পর্কে শুচিবায়ু কেটে গিয়েছিল কৈশোরেই, যৌন সংসর্গ ঘটেনি ঠিকই, তবে স্পর্শদোষ ঘটেছিল। আজও তেমন চিবায়ু নেই। কিষ্ভু সংস্কার কাজ করে। কনককাষ্তির প্রতি তার বিরাগ নেই, অনুরাগও নেই। আছে থাক না, এরকম মনোভাব। শচীনের প্রতিও যে সে কোনো বাঁধন-ঢেঁড়া আকর্ষণ অনুভব করে তাও নয় সে শচীনকে অন্যরকমভাবে চেয়েছিল। একজন রুপমুগ্ধ ভক্ত । অতেল প্রশংসাবাক্য, চাটুকারিতা আর মুঞ দৃষ্টি দিয়ে প্রতিদিন বিধৌত করে দেবে তাকে। কিষ্ঠু থুব কাছে আসবে না, অন্তত সে রকম সাহস হবে না । চপলাও দাক্মিণ্য দেখাবে বৈ কি। কখনো-সখনো なএকটা স্তোক, একটু-আধটু দৃষ্টির প্রসাদ, সামান্য হাসির দাক্ষিণ্য। সেটুকু নিয়েই সষ্তুষ্ট থাকবে। সে ক্ষেত্রে বিশাখার বর হলেও শটীনের সঙ্গে তার নির্দোষ অথচ গোপন এক‘ঁ ইঙ্গিতময় সম্পর্ক থেকে যেত

কিষ্তু তা হল না। হিসেবে ভুল হয়েছিল চপলার। শচীনকে সে ঠিকমতো জরিপ করে নেয়নি। যতটা নিরীহ, ভীতু আর ঠাণা মাথার মননম বলে মনে হয়েছিল ততটা শচীন নয়। তার ভিতরটা आগেগ়গগিরির মজো টগবগ করে ফুট্ছে। চপলা সেই औচ টের পাচ্ছে আজকাল। শচীন যদি এতটা

উন্যত্ন না হত তাহলে তাদর মধ্যে এত তাড়াত্জাড়, এভ অন্প সময়ের মধ্যে এরকম অবৈধ প্রণয় ঘটে উঠ० ना।
 বাড়ানেই ফেরার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। आর ফিরভে কি কোেোদিন ইচ্ছে করবে না চপলার ? সে
 এসেছ্।। সেও তো বাতিক্রম নয়।

 করে শীতল শিহরন তোলে।

কিমুক্ষণ দাঁড়িয় জনের চাদরে ঢকা বাগানতা দেথে সে। কিন্ত্ত ভিতরে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় ना।
 আলাদ ঘরে। ক্কুকান্ত আজকাল ধ্যানটান করে।

বিশাখার ঘরের ডেজানো দরজার বাইরে চোরের মভে এসে দাড়া় চপলা। মেয়েণী বড় সুন্দরী,
 হওয়ার প্র থেবে কিষ্ু বিশাখার আর সেই ত্জে নেই। ওর চোখের কোেে আজকাল প্রায় সবসময়েই জনের দাগ লশ্ষ করা যায়। সারাদিন নিজের घরেই বসে থাকে। বেশীরুভাগ সময়ে




घরটা आधো অক্ধকার। उবে উত্ত দিককার একটা জানাना থোना। সেট দিয়ে মেষना আকাণের এবাম ষ্যাকাসে আলো এসেছে ঘরে।

সেই জানালায় হপ করে পাথরের মৃর্চির মতো দাডড়িয়ে আছে বিশাখা। শরীর ভ্যেন প্রাণহীন, স্পनरीन, সख्खारीन।
 দूल বাতাসে পिठময় গড়িয়ে याচ্ছে।

দ্শ্যান দেখে কয়েকদিন আগে চপলার এক ধরনের হিশ্শ্র आনन্দ হতে পারত। আজ হল ना। आজ সামান্য এब!ू মোচড় দিল বুকের মধ্যে। মেয্যৌা অহংকারী, মেয়েো ঝাগড়াটে, সন্দেহ নেই
 যथাथ পাওনা নয়। শচীনির প্রতিশোধ কতটা সাঙ্গাতিক হতে পারে এটা বোধ হয় রোকা মেয়োতা आগে বুমत্ণ পারেনি।



চপना घরে पुকে দর্জাण আট্কে দিন।






৩৩8

থাকে কিছুঙ্ষণ। বিশাখা যেন বা চপলার ছোঁয়াচ বौচাতেই একটু সরে যায়।
চপলা চাপা গলায় বলে, তোর কী হয়েছে ?
কিছ্ নয়। তুমি যাও।
শোন, অড়িয়ে দিস না। আমার সত্তিই কথা আছে।
आমি কিছু শুনতে চাই না। বিশাখা মাथা নেড়ে বলল। কিন্তু তার গলায় রাগের ঝौঝ নেই। দুটো বড় বড় চোখ হঠাৎ টলটল করে ভরে উঠল জলে।

চপলা খুব দ্রুভ চাপা গলায় বলে, আমি না হয় খারাপ । খুব খারাপ । আমার চরিত্র ধরলাম ভীষণ নোংরা ।

ও সব বলছ কেন ? বোলো না। পায়ে পড়ি। ও সব थাক।
শোন বিশাখা, শোন।
না। বढ़ে বিশাখা দু शাতে কান চাপা দিত্যে বলে, ও সব শুনতে চাই না ।
কেমন একট্টা মরীয়া আবেগে চপলা इ̇ঠাৎ হাত বাড়িয়ে বিশাথার দু হাত চেপে ষরে রুদ্ধ গলায় বলन, শ্শোন, শোনাটা ভীষণ দরকার।

বিশাথার দুচোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল। ঠাঁট কাঁছছে। তারপরই হঠাৎ শব্দ করে কেঁদে ওঠঠ সে । মাথা নেড়ে বলে, কেন এরকম করলে বউদি ? কেন এরকম হয়ে গেলে ? কৃষ্ণ যে তোমাকে মায়ের মতো ভালবাসে

এ কথায় চপলা কেমন যেন বিকল হয়ে যায়। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ তার দেওর। ছোটো, এখনো অবুঝ। এই বালক দেওরটিরে কেন যে সে এত ভালবাসে। ওখু ভালবাসা নয়, কৃষ্ণর মধ্যে এক অজ্ভুভ সন্মোহনকারী আকর্ষণ আছে। মনে হয় একদিন ছেলেটা মষ্ত কিছু হয়ে উঠবে। তাই ভালবাসার সজ্গে কৃষ্ণর প্রাতি একটা শ্রদ্ধার ভাবও আছে চপলার। কিষ্তু কৃষ্ণর কথাটা হঠাৎ বিশাথা কেন তুলন তা সে বুঝল না।

চপলা বিশাখার হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে বলে, শচীনকে তো তুই দু চোথে দেথতে পারিস না ।
বিশাখা দু হাতে মুখ ঢেকে কौদতে লাগল। জবাব দিল না।
চপলা ফের জ্ষ্ভেস করল, তাহলে তোর এই অবস্থা কেন ?
বিশাখা জবাব দিল না $এ$ কথারও।
চপলা বলল, আমি খারাপ তো বলছিই । আমার খারাপ হওয়ার কারণ আহে•। ডুই বুঝবি না। নিজের দোষ আমি ঢাকতেও চাই না। কিষ্ডু আমি জানতে চাই, তোর কী হল ? ডूই কেন এরকম করছিস ?

জবাব দেওয়ার মডো অবস্থ বিশাখার নয় । সে দৌড়ে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। তার পর কান্নার বাঁধ ভেঙ্ দিল।

अনেকক্মণ চুপ করে দৃশ্যটা দেখল চপলা। কিষ্ডু আর বিশাখার কাছে যাওয়ার উৎসাহ বোধ করল ना ।

घর 厄থকে বেরিয়ে এলে দরজাটা ভেঞ্জিয়ে দিল সে।
ধীরে ধীরে কিষ্তু মোটামুটি দৃঢ় পদক্ষেপে রেঁটে সে হেমকাষ্তর ঘরের সামনে এল।
হেমকান্তর দিবানিদ্রা নেই বড় একটা। ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে রবীীক্রনাথের একখানা বই পড়ছেন।

চপলা ডাকল, বাবা
হেমকাष্ত কিছ্র বিস্মিত बোখ তুলে বলনেন, বনো।
आমি কাল কলকাতা যেয় চাই। ব্বব্গা করে मिखে পারবেন ?
হেমকাত্ত নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে বলমেন, কানই যেতে চাও ? কিষ্ভু দিনটা मেখতে হবে।

পুরুতমশাইকে খরর পাঠিয়ে পাঁজিটা দেখতে বলে দাঞ তো ।
পাঁজি দেখতে হবে না বাবা। কাল দিন ওুভ। আমি জানি।
দেখেছো ?
দেখ্খেি। আপনি শুধু একজন কাউকে সঙ্গী দিলেই হবে।
তার আর ভাবনা কি? খাজাঞ্জিমশাই যেতে পারবেন ।
ভাল । আর একটা কथা বাবা, আমি যে কাল যাচ্ছি সেটা যেন গোপন থাকে।
কেন বলো তো !
কথাটার জবাব চপলা ভেবে আস্সেনি । হেমকান্ত এরকম প্রপ্ম করবেন বলে আশাণ করেনি ' সে তাই কথাটা ঘুরিয়ে দেভয়ার জন্য বলল, আপনার ছেলেকে একটা টেলিগ্রাম করে দিলে ভাল হয় । স্টেশনে থাকতে পারবে।

সে তো ঠিক কथা। দেওয়া যাবে। নুমি গিয়ে গোছগাছ করো ।
চপলা ধীরে ধীরে নিহ্জের ঘরে ফিরে আসে । বুকটা কেমন করছে । বুকটা 心েঙে গ্তুড়িয়ে যাচ্ছে একটা পামাণভারে ।

ছেলে মেয়ে দুজন একে একে ঘুম থেকে উঠল। তাদের যাষ্ত্রিকভাবে সাজিয়ে দিল চপলা। খাইয়ে খেলতে পাঠাল ছাদের ঘরে । বিকেল পেরিয়ে সক্ধে হল।

চপলা এ সময়ে একববার কাছারির দিকে উকিঝুঁকি দেয় রোজ । আজ দিল না । শচীনের জন্য জলখাবার পাঠানো আজকাল তারই কাজ । কিন্তু সে উঠল না । দাসীরা যা ভাল নুঝবে সাজিয়ে দেবে ।

অন্ধকার ঘরে সেজ জ্বাািয়ে দিয়ে গেছে একজন ডাকর। বাঞ্টা কমিয়ে মশার শক্দের মধ্যে চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকে চপলা। বাইরে বৃষ্টির জ্েের বাড়ঢ়ে। বাদলা বাতাস হঠ্ঠাৎ ঘরে पুকে চারদিকের জিনিসপত্রে একটা শব্দ তুলে চলে গেল । সেজবাতি লাফ়য়ে চির্মনিতে কালি ফেলতে লাগল । দরুজা বন্ধ করতে উঠল না চপলা।

সক্ধে পার হভয়ার মুখেই বোধ হয় আচমকা দরজায় শচীন্রে লম্বা ফর্সা চেহারাখানা দেখে একট্টে চমকে উণ্রিছিল চপলা

এত সাহস শচান' কোনোদিন করেনি ! তাদের দিখা হয় নিচ়র ততলায় পিছন দিককার একটা ঘরে । দোত্লা অন্দরমহল। এখানে যার-ত্রার উঠে আসবার অধিকার নেই।

চপলা বুঝল, শচীন এখন সত্যিই পাগল।
শচীন জিজ্ঞেস করল, আজ দেখা নেই কেন ? এতক্ষণ নিচে অপেক্ষা করলাম ।
আজ আমার শরীর ভাল নেই।
की হয়েছে ?
জ্বর।
জ্বর ! তাতে কী ? একানা খবরও তো পাঠানো যেত
আমার জ্বর তাতে আপনাতক খবর দেবো কেন ? আপনি তো ডাক্তার নন । উকিল ।
ওটা আবার কেমন কथ্া চপলা ? বলে শচীন ঘরে ঢুকল । দু পা এগিয়ে এসে বলল, আজ কি মুড ভাল নেই ?

চপলা শচীনের দিকে চেয়ে বলল, আপনার সত্ত্যিই মাথার ঠিক নেই।
কেন্ন বলো তো!
দোতলায় উঠঠ এসেছেন ! লোকে কী ভাববে ?
ভাবুক না । ভাবুক, বলুক। আমার কিচু যায় আসে না।
যায় আসে না কেন ?

## い © ロ

দিন কয়েক মাথার সত্যিই ঠিক ছিল না রেমির । তার সামান্য মাথা কতই বা বইতে পারে ？কিষ্ঠু সেই কয়েকটা দিন ধ্রুব ছিল অস্বাভাবিক রকমের স্বাভাবিক। এক ফোঁটা মদ খায়নি। अফ্সে যায়নি। বলতে গেলে সারাক্ষণই বাড়িতে থেকেছে। পিছন দিকে সামান্য একটু জমি আছে। সেখানে কেনোকালে ফুলগাছ লাগানো হত। আজক্লল হয় না। צুব হঠাৎ সেই পতিত জমি উদ্ধারে মন দিল কয়েকদিন। মাটি খুঁড়ে সার fিয়ে কয়েকটা গাছ লাগাল।

আষ্র রেমি তখন ঘর－বন্দী হয়ে ক．থনো হসে，কখনো কাঁদে，কখনো চুপ করে বসে থকে। কী ভাবে তা সে নিজেও ভাল বুঝতে পারে না। কোেো বিষয়ে আগাগোড়া কিছুই চিন্তা করতে পারে না সে । কখনো এটা নিয়ে এক．לুকরো ভাবে，কখনো আর একটা নিয়ে আর এক টুকরো ভাবে । মাথার ভিতর দিয়ে খগু মেঘের মডো চিষ্তা ভেসে যায়। কোনোটাই থামে না，আকাশ ভরে ওঠঠ না，ঘটে না বৃষ্টিপাত। צ্রুবর প্রেমিকার কথা ভাবে একটু，তক্ষুনি রাজার মুখ মনেে পড়ে যায়，কৃষ্ণকান্তর জন্য ভাবনা হতে থাকে হঠাৎ，তারপর না－ই心য়া একটা বাচ্চার অশ্রুত কান্নার শব্দ কানে আসে তার । সমীর ！হাঁ，সমীরকেও তার মনে পড়ে। জলঢাকা যাওয়ার পথে সমীরের সেই তার কাছে আখ্মবিসর্জন ！সবচেয়ে বেশী，সবচেয়ে গভীরভাবে সে যার কথা ভাবে তার মতো শত্ু তার দ্বিতীয় নেই। ধ্রেব

ষ্রুব তাকে লক্ষ করে，কিন্ডু বেশী কথা বলে না । একটু গঙ্টীর দেখায় ওকে আজকাল । কিস্তু খুব লক্ষ করে তাকে। বিয়ের পর এতকালের মধ্যে এমন করে রেমিকে লক্ষ করেনি সে আগে।

কিস্তু ধ্রুবর সেই চোখের ভিতরে কী আছে তা টের পায় না রেমি । ভিতরে ভিঅ্রে একটা বাঁধ কেটে যাচ্ছে তার। যে আবেগটা প্বুব নামে এক সীমানায় আবদ্ধ ছিল এতকান তা আর নেই। প্রুবর প্রেমিকা আছে। ঢারও আছে রাজা। তারা তো এখন আর শধু পরস্পরের নয়। ককাথায় কী করে যেন একে অন্যের দাবি একটু করে হারিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু রাগ করে না রেমি । अভিমানও হয় না । ওষু अসহায় এক কান্না ভিতর থেকে উঠে এসে তাকে ওলটপালট করে দিয়ে যায়।

বেসিনে মাটিমাখা হাত ধুতে ধুতে একদিন বাথরুম থেকেই গ্রুব মুখ ফিরিয়ে তার কান্না দেখছিল। দেখতে দেথতে হঠাৎ বলল，তूমি কিষ্ঠু একটু কেমন হয়ে যাচ্ছো। আনব্যালানসড। ঝুঝনে！

রেমি জবাব দিল না।
ध্রুব এসে ভেজা হাতখানা তার কপালে রেখে বলল，এমন কিছ্হ घটনা তো ঘটেনি।
घটেনি！রেমি কান্নার মধ্যে অবাক না হয়ে পারে না।
צ্বুব উদাস গनाয় ব্লে，আমরা তো সবাই একদিন মুছে যাবো। আমরা या সব করেছি তার চিহৃও থাকবে না কোথাত। বুঝলে ！অনুতাপ শোক এইসব কত কী করে মনুষ অयथা আয়ুর খানিকটা সময় বইয়ে দেয়। ওঠো，বী এ স্পোটসসম্যান।

রেমি বেশ আশ্চর্য একথা গুনে উঠল। ডোখের জলও মুছল। কौদতে কौদতে হিক্কা উঠে গশয়েছিল जার। সেটী বন্ধ হল না। צ্রুবর দিকে চেয়ে বলল，তাকে আনো।

কাকে？
ঢাকে：आমি দেখব।




आমি બैর পদসেবা করি না जে। উनि ওরকম নन।
আহ। করলেও তো পারো।
কেন ?
একটা কাজ নিয়ে থাকা ভাল। য্যেকম অবশ্গ করেছে তাতে এখন তোমাকে একপলক লেখvই
 পাচ্ছেন। উनি মোর দ্যান आ্যাতারেজ বুদ্মিমান। পদসেবাটেবা করে সেটা কাট্যে দেওয়াই বूদ্ধিমতীর কাজ হবে।

 রাবণের মা। এত কাম্নার कী आ巨్ ? কত মেয়ে ডিভোর্স কেরে আবার বিয়ে করছে।

आমি কি তাদর দলে ?
দল आবার कী ! তারাই कि खুব খারাপ মেয়ে ? याর সল্গ যার বনে না তার সত্গে খাম आর ডাকর্টিকটের মতো সেঁটে থাকার দরকার कী ? না বনলে ছেড়ে দেওয়াই जো ভাল।

ছড়়ছইই তে।
ছড়ছো, কিষ্দু এমন একটা সীন করছো যে সরাই जাবছে এই ছড়ার পিছনে তোমার কোনো দায় নেই। यত দায় आমার।

রেমির চোথ ভরে জল এল ফের। সে কথা বলঢে পারল না। কোনোরকম্মে আচচনে চোথ డেকে বলল, তूমি এথन याও।

夕্বে চলে গেল।






 হবে তিনি ত চমеকার বোবেন। রেমিকে তিনি বরাবর এই সুভোগট দিয়েছ্ন । সষ্ঠবত এথলো
 इয়ো অপেশ্লা করেন। সব টের পেল্যেও নিজ্ে থেরে কিছু করেন না।

 পারটির को সय छর্লী মিটিং চनহে।

 बরে। পায়ই याড़ि থৰে ना। आজও नেই।

বাড়़ खौंब। রেমি দেততলার সামনের বারান্দায় দौiড়িয়ে রাঙ্তা দেখছিন।


मোকান হয়েছে। বাড়ির ফটকের উত্টোদিকেই একটা পানের সোকান। এতদিন লক্ষ কর্রেনি রেমি। সে খতে পেল সেই দোকানের সামনে রাজা দাঁড়িয়ে আছে। উদভ্রাষ্ত চেহারা । উর্ষ্বমুখ হয়ে তাকে অবাক চোথে দেখছে।

कো:থ దোথ পড়তেই হাত ডুলে রেমিকে দौড়াতে ইি্সিত করে কোধায় যেন চনে গেল খুব ৩াড়াওাড় হেটেে।
(রা|ম বিবশ হয়ে গেন । রাiखা কি প্রায়ই ওখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকে আজকাল ! তাকে দেখার ఆना ? সে কথনো টের পায়নি ডো আগে!

এশটা শিহরন আর ভয় খেলা করে গেল রেমির শরীরে । তাকে যে এমনভাবে কেউ কামনা করে, এত পাগলের মজো তাকে চায় এটা ভাবলেই শিউরে ওঠঠ গা। কিষ্ডু পাগनটা এত বিপজ্জনকভাবে यদি রোজ এসে হানা দেয় তাহলে ধরা পড়ে যাবে। এ বাড়িতে আসতে বাষা নেই রাজার। অনায়াসেই আসতে পারে। সেটা দৃষ্টিকটুত হবে না । কিষ্রু ওই পানের সোকানের সামনে দাঁড়িয়ে शাঁ করে চেয়ে থাকাটাই অস্বাভাবিক। B কেন করে ওরকম ?

রেমি হঠাৎ খুনতে পেল ফোন বাজছে। ফোন তার ধরার কথা নয় । কিষ্যু হঠাৎ তার মনে হল, ফোনটা হয়তো রাজাই করছে।

সে ঘরে এসে ফোন তুলে নিল কানে, কে বলছেন ?
রেমি, আমি রাজা।
आन्माब করেছিলাম। कী ব্যাপার বলো তো! ওরকমভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিনে কেন ?
সাধে কি আর ওভাবে দাড়াতে হয়। তোমার অoর আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছে । বাড়িতে ছুকলে খুন করবে।

বলো কী? কেন, তूমি कী করেছো?
या করেছি তা তো ত্রমমি জানোই। তোমার সজ্গ মেনামেশা।
সেটা তো উনিই করতে বলেছিলেন।
হাঁ, কিষ্ֶু উনিই আবার আইন পানটেছেন। উনি যখন যেভারে নাচাবেন আমাদের তেমনি নাচতে হবে।
 ‘কে বনেছো?

ना । उসব বनে জাভ নেই। উनि কানে তুলবেন না । মানুষणা ఆর্र কাহে বড় কथা নয় । কড় হচ্ছে ফ্যামিলি। কুট্টিদা তোমাকে ছাড়লেও উনি তোমাকে ও বাড়ি থেকে বেরোতে সেবেন না। দরকার হনে খুন করবেন, তবু বাড়ির বউকে অন্য পুহুষের ঘর কর্তত দেবেন না।



उসব বিষাস কোরো না রেমি। পালাও।
পালাবো ?
পারলে এन्यूनি। यमि বাচতে চাও।
पूমিই ঢো বলছ উनि খুন কব্রবেন।
আমাদের রিন্ক নিতে হবে।
आমি যে কোনো রিস্ক নিতে পারি রাজ্জ। মরতে আমার এব্দুఆ ভয় নেই। কিষ্যু তোমাকে বিপদে ফেনতে ইচ্চে করে না।

আমার বিপদ তোমাকে না পেনে। তোমাকে না পেনে আমি মরে যাবো।


পানের দোকানে দাঁড়িয়ে থাকতে না।
গত চারদিন ধরে রোজ ঘন্টা চারেক এই গলিতে ঘোরাঘুরি করি।
কেউ দেখে ফেলেনি जো!
না । গলির মোড়ে লাল বাড়িটায় আমার এক বক্ধু থাকে। দরকার হলে তার ঘরে রুকে পড়ি ।
ব倣 কি সব জানে ?
না জানলেও আন্দাজ করছে। আমার মুভমেন্টটা তো যথেষ্ট সন্দেহজনক।
কেন অমন করছো রাজা ? आমি এমন কিছ্হ দুর্नভ তো নই।
এখন ভীষণ দুর্লভ। আর তুমি যত দুর্লভ হবে আমি তত পাগল হবো।
পীজ, পাগল হয়ো না । ডুমি यमि বাড়িতে फুকতে সাহস না পাত তাহলে আমিই বেরোবো দেখা করব তোমার সঙ্গে ।

পারবে ?
রেমি হাসে, পারব না কেন ? কেউ ঢো আমাকে আটকাচ্ছে না।.
কুট্টিদা বাড়িতে নেই?
आছে। থাকলেই की?
ওর সামনে দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে ?
ওমা! कী বলে রে পাগল! ও তো আমি গেলেই বাচে।
এথন আসতে পারবে রেমি ?
পারব।
আমি মোড়ে অপেক্কা করি তাহলে ?
ना। ডুমি ট্রাম ডিপোর কাছে গীর্জার গলির মুখটায় থাকো। আসছি।
উঃ, বাঁচালে, তোমাকে না লেথে একদম থাকতে পারাছ না।
आমিও ना।
ফোনটা রেথেই রেমি বুঝতে পারল তার শেষ কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং বানিয়ে বলা । রাজাকে না দেথে তার বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেছে। কিষ্ঠু সে বিন্দুমাত্র বিরহ বোধ করেনি।

রেমি নিচের ঘরে এসে দেখল, צ্রুব নেই। ওয়ার্ডরোব খুলে রেমি শাড়ি ত্রাউজ বের করে পরতে লাগল। সামান্য প্রসাধন মাখল মুথে। চুল আঁচড়াল। যখন চটিজোড়া খুজছে তখন দরজায় টোকা मিয়ে ঘরে ঢেকে ধ্রুব।

पूকেই বলে, বেরোচ্ছো! বাঃ! এই তো উম্মতি লেথা যাচ্ছে।
রেমি बবাব দিল না। চটি পরল।
প্রুব তার দিকে খানিকক্মণ চেয়ে থেকে বলল, ఆই গাড়লটাকে বোলো ওভাবে এ গলিতে ঘুরঘুর
না করতে। কেষ্ট চৌপুরীর চোখ ঢো মোটে এক জোড়া নয়।
রেমি থমকায়। তারপর বলে, তুমি তাহলে জানো ?
শুৰু আমি কেন, জগাদা হরিদা থেকে থুু করে ঠিকে ঝি পর্যষ্ত জানে।
জানে ?
পানওলাটা কেষ্ট চৌধুরীর একজন ক্যাডার আর ক্যাডার বলেই ইল্লিগান কন্সট্রাকশন করে দোকানঘরটা খুলতে পেরেছে। গাড়লটা যা ভাবছে তা নয়।

রেমি যদিও নার্ভাস বোধ করছিল তবু বলল, বেশ তো, জেনে এখন কী করবে?
তা আমি कী জানি! তোমার শ্বশুর জানে। তাকে জিজ্ভেস কোরো।
आমি ওর সঙ্গে দেখা করতে यাচ্ছি।
亦। গীর্জার গলির মুথে ও দাঁড়িয়ে আছে। याও।

ড়মি আমদের কथা শুনেছো ?
সে আর শক্ত কথা কী ? নিচের হলঘরে একসটেনশন ধরে যে কেউ শুনতে পারে । ইন ফ্যাকট आমি না ওুলেও জগাদা শুনত। সে তোমকে নজরে রাখছে।

রেমি অবাক হল না । এ তো সে জানেই । ঘেন্নায় মুখটা একটু ফুঁচকে বলল, তোমরা কী বলো তো !

খারাপ । খুব খারাপ । এর পরও অশুরকে তোমার ঘেম্মা হয় না ?
রেমি জবাব দিল না। মুখ ফিরিয়ে বেরিয়ে এল ।
পিছন থেকে ধ্রুব বলল, রেমি, এই বাড়ি থেকে যাতে কেউ তোমার পিছু না নেয় সে জন্য আমি চেষ্টা করেছি। জগাদাকে অন্য একটা কাজে লাগিয়ে রেখেছি । তঁবু যদি নেয় তবে একটু কাটিয়ে দিও।

পিছু নেবে ? রেমি একইু থেমে যায় ।
ঠিক পিছু নেওয়ার কথা নয় । কার সঙ্গে মিট করছো সেটা দেখে চলে আসবে । কিষ্তু আমার মনে হয় সেটাও উচিত নয় । তুমি বরং একট্ ঘুরে-টুরে কালিঘাট পার্ক হয়ে তারপর গীর্জার দিকে যাজ।

রেমি মাথা নেড়ে বলল, পারব না। আমি তো চুরি করছি না । যে খুশি পিছু নিক, দেখুক।
ভয়ট্া তোমার নয় । রাজার । কেষ্ট চৌধুরী তোমাকে কিছু বলবে না, কিস্তু ওর পিছনে লোক লাগাবে ।

রেমি পুরোটা শুনডে দাঁড়াল না। বেরিয়ে এল ।
গীর্জার গলির মুখে রাজা দাঁড়িয়ে ছিল । রেমিকে দেখেই তার মরা চোখ ধক করে জ্মলে উঠল ।
এই! তুমি কেমন আছো ?
রেমি এব্ৰু হাসবার চেষ্টা করল। মাথা নেড়ে লাজুক ভগ্গিতে বলল, ভাল । তুমি ?
आমি ভাল নেই রেমি। দিনরাত হাঁ করে তোমার কথা ভাবছি।
অত ভাবার কী ?
पूমি বোষহয় आমার কথা ভাবো না ?
ভাবি। কিষ্ঠু তোমার মতো পাগল তো নই। একটা ট্যাকসি ধরো।
কোথায় যাবে ?
যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবো। এখানে নয় । চলো ।
ট্যাকসিতে উঠেই একটু অসভ্যতা শুরু করেছছল রাজা । হাত চেপে ধরল, বার দুই চুমু খাওয়ার চেষ্টা করল । ওর গা জ্বোরো রুগীর মত্তো গরম, চোখ জ্বলজ্মলে । একটা ক্যাপামি খুব ভাল রকম পেয়ে বসেছ্ছে রাজাকে। কিষ্ভু রেমির শালীনতা বোধ অন্যরকম। ট্যাকসিতে কি চুমু খাওয়া যায় ! বিশেষত অচেনা ট্যাকসিওলা একজন পুরুষমানুষ, এবং তার সামনে একটা আয়নাও রয়েছে, যা দিয়ে সে প্যাসেনজারদের ভালরকম জরিপ করে।

को रচ্ছে রাজা ?
কতকান পরে তোমাকে এত কাছে পেয়েছি রেমি ।
চিরকাজের্র মতোই তো পাবে। ট্যাকসিতে এসব নয় ।
চজো চাহমে আমার ফ্র্যাটে ।
সেখানে কী?
आমি তোমার সবটূকু চাই। আজই। এணুনি।



সতীলক্মী বউ আর সেরকম নেই। নষ্ট হয়েছে।
রেমি বলল, ঠিক আছে। আমি একটা টেলিযোন করব তার আগে।
টেলিযোন কেন ?
দরকার আছে। প্রঞ্ন কোরো না।
ট্যাকসি এক জায়গায় দাঁড় করায় রাজা।
রেমি নামতে নামতে বলে, তুমি এসো না, মীজ। आমি একা কथা বলব।
রাজা নড়ল না, কিষ্তু সন্দিহান চোথে চেয়ে রইল।
রেমি ওষুধের দোকানে দুকে ফোন করল।
ધ্রুব চৌধুরি আছেন ?
ওপাশ থেকে জগা বলে, আপনি কে?
জগাদা, ঢোমার দাদাবাবুকে ডেকে দাও। আমি রেমি।
কথা বলতে বলতেই ধ্রুব ফোন হাতে নেয়, বলো রেমি।
আমি রাজার ফ্ষ্যাঢে यাচ্ছি।
©। তাতে की?
বুঝতে পারছ না ?
পারছি তো। তুমি ওর ফ্ল্যাটে যাচ্ছো। তারপর?
তারপর কী হতে পারে অনুমান করো।
কী হবে?
অनেক কিছ্।। या या इওয়া সষ্তব।
ও। তা এটা জানাতে আমাকে টেলিফোন কেন ?
বাঃ, তোমাকে জানাব না ?
কেন, আমি তো বাধা দিইনি কখনো।
उবে বলছ না কেন—গ্গে আহেড ?
তুমি কিষ্ঠু চেচচচ্ছো রেমি। কোনো পাবলিক প্নেস থেকে কथা বলছ না তো ? তাহনে সবাই কিষ্তু ওনছে।

রেমি সচেতন হয়ে সেখে, বাষ্তবিকই দোকানদার আর খস্দেররা তার দিকে চেয়ে আছে। একট্ মজ্জা পেয়ে সে গলা নামিয়ে বলে, पूমি তাহলে অনুমতি দিচ্ছো ?

अনেকमिন আগেই দিয়েছি।
Шөরমশাই Өनলে কী বলবেন ?
সেটা তিনিই बানেন। কিষ্ভু তুমি অত অনুমতির ধার ধারছো কেন ? এসব কি মেয়েরা স্বামী আর অতরেে बানিয়ে করে?

आমি बাनালাম। आমি ঢো ভয় পাই নh, তাই জানালাম।
ভয়ের কী? গো আ্যাহেড।
রেমি खোনটা রেথে দিল।
তার আশা ছিল, রাজার ফ্স্যাটে যাচ্ছে এ খবরটা बানিয়ে রাথমে সেখানে হয় প্পুব গিয়ে হাজির্র इবে, না इয় অষ্তত জগাকে পাঠবে। একটা কিছু হবেই। হবেই।

কিষ্খু রাজার ফ্যাটে কেউ বাধা मिতে আসেনি। কেউ না।

## ॥ ৫৯ ॥

চপলা খুব মীরে মীরে নলিনীকান্তুর পুরোেো, পরিততক্ত ঘরখানার দিকে এগিয়ে গেল। প্রায় পা টিপে টি:প। আজকাল কৃষ্বকাষ্ত অই घরে थাকে। স্বেষ্ছ নির্বাসনের মতোই। সে কদাচিe डিতরबাড়িত যায় । বলাই বাহনা, এই ঘরখানাকে বাড়ির অনা সবাই তয় পায় । কারণ এ ঘরের বাসিন্দা নলিনীকাস্তু অপघাতে মৃতু ঘটেছিন। হর কমপাউনডার থেকে তুু করে অনেরেই
 থাকে, কৃষ্ণরই কেন নেই তা বুব্রেে পারে না চপলা। এই কিশোর দেওরটি ক্রু্মই নিজেরে একটা


চপলা ত্জোনা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে একদু দিষা করল। ভিতরে ছুক্তে কেমন কেমন
 जাকাে চায় না।
 ভেজানো দরজ ফাঁক করে দেথল, কৃষ্ণকন্ত টেবিলে বাতির আলোয় লেখাপড়া করহে। প্রাইভেট ひिউটর পড়़eযে চনन গেছে। এখन সে একা।

চপলা घরে पুকে দরজা ভেজ্যে দিত্যে বলে, को রে হনমমান, কদিন হল বউদির র্থেজ নিস না तে বড়!

কৃষ্ককান্ত जারী লাজুক একূ হাসল। को সুদ্দর শে দেখাল ওকে। মুধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে চপলा।

কৃষ্ণকান্ত বলল, থবর নিই না কে বলল? आমি রোজ তোমার কথা ভাবি।
থাক आর বানিয়ে বানিয়ে বনতত হরে না। এ ঘরে বসে ডুই দিনরাত कী করিস বল जে।
এই পড়াঠেনো করি।
সবাই বनে पूই নাকি ব্রপ্রার্य করছিস। মেয্যেদ্রে দিকে তাকাস না।
ठिक जा নয়। কৃষ্ब小াत্ত লজ্জ্রা পে<্যে বলে।
 দেখবি ना नाiকি ?

তাই বলেছি ! आজকান অনেক কাজ পড়়েছে বউদি। जোরবেলা সংং্ষ্তত পড়ি। नाঠिথেলা, ছোরাখেলা শিখি, ব্যায়াম করি, धाান করি।
पूই এতসব করহিস কেন বল जো ম ম্বদেশী হবি নাকি সতিই ?
এমनिই, অ্দদীীরা ছাড় বৃঝি এসব কেউ করে না ?

এই বলে চেয়ারের পাশে কেকির বিছানায় বসল চপলা। তারপর ডান হাতখানা বাড়িয়ে র্রপবান






চभला औठलে काথ মूळ্ বলে, कान চनে याण्हि।
ককষ্ণকাষ্ত जবাক হয়ে বলে, কোथায় যাচ্মে ?

কলকাতা ।
কেন, এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার কথা তো ছিল না তোমার !
यাচ্ছি। আর ভাল লাগছে না রে।
কেন ভাল লাগছে না ?
এ বাড়ির কেউই আমাকে পছন্দ করে না।
ষাঃ, কী যে বলো।
তুই সব কথা জানিস না । আজকাল তো ভিতর-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই তোর ।
आমি তো তোমাকে খুব পছন্দ করি ।
তার তো নমুনা দেখতেই পাচ্ছি। দিনে একবারও খেঁজ করিস না বউদিটা বেঁচে আছে না মরে গেছে 1

আমি ডোমার খবর নিই। রোজ নিই। বিশ্বাস করো ।
আচ্ছা কর়লাম।
তবে যাচ্ছ কেন ? কে তোমাকে পছন্দ করে না ?
চপলা খুব অন্যমনা হয়ে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল, জবাব দিল না। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ বলল, তুই এত ঘর থাকতে এই ঘরটা বেছে নিলি কেন বল তো এই ঘরটা তোর কি খুব তাল লাগে ?

কৃষ্ণকাষ্ত ম্দু হেসে কুঠ্ঠিত গলায় বলে, এ ঘরটা একটু অন্যরকম বউদি।
কীরকম ?
অন্য সব ঘরের মতো নয় ।
কিন্তৃ घরটা তো একদম বিচ্ছিরি । দেয়ালে নোনা ধরেছে, জানালার পাল্লা ভাঙা, চৌকিটা নড়বড়ে । লোকে বলে এ ঘরে ভৃতও আছে।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলে, দূর ! সব বাজ্ে কথা ।
তুই কখনো ভূত দেখিস না ?
না ঢো ?
একা থাকতে তোর ভয় করে না ?
না। একা তো थাকি না।
তাই নাকি ? তোর সঙ্গে কে থাকে তবে ?
काকা ।
কাকা ! কাকা আবার কে রে ?
আর শশীদা।
চপলা অবাক হয়ে मেওরের দিকে চেয়ে বলে, কী সব বলছিস ! তোদের সেই শশীদা তো এখন জেনখানায়, তার ফঁসসি হবে। আর কাকা কে বন তো ! নলিনীকাষ্ত ?

কৃষ্ণকাষ্ত মাথা নেড়ে বলে, আমি কাকার ভয়েস जুনতে পাই।
उমा!
সত্যি বউদি । যখন ভয়-ভয় করে, মাঝরাতে যদি হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়̀, তখন কাকার গলা কানে आসে ।

চপনা শিউরে উঠে দেఆরের হাত চেপে ধরে বজে, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।
কৃষ্ণকাষ্ত কাদো-কौদো হয়ে বলে, সত্যি নি বউলি। বিथাস করো। কাকা বলে, ভয় কী রে ! ভয় কী? आমি তো আছি।

চপলা বড় বড় চোৃখ চেয়ে ছিল । বলল, আমি তোকে আর এ ঘরে পাকতে দেবো না ।

কেন বউদি ?
তোে ভৃত্তে পেয়েছে।
 মাগা ! पूই को রে। ঔনেই তে আমার গায়ে কঁँण দিচ্ছে।
এই घরে শশীীাও आহে। শশীীদা তে आর মরেনি।
पूই कि তারও Јয়েস তनिम ?
 জর একাৃ কমলে একদিন আমাকে বলেছিন, তোমার ভিতরে ফস্যার আছে।

কিস্সের ফয়ার ?
তा জানি না। তরে বলেছিল। आমি যখন বিছানায় তই তখন নিজেকে একদম শশীদা বলে মনে शग।

সেটা आবার কীরকম ?
মনে হয় আমি সাহেব খুন করে পালিয়ে এসেছি। পুলিশ আমাকে খুজে বেড়াচ্ছে। ধরতে
পারনেই নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ब্小োলাবে। जাবতে এত আনन्म হয় না!
চপলা ক্রম বিশ্ময়ে স্থিন হয়ে যাচ্ছিন। চোথ ক্রম্ম বিশ্ষারিত হচ্ছে।
पूমি শুনে ভয় পাচ্ছে বউদি?
डীষণ ভয় পাচ্ছি। लক্ষ্মীসোনা, আমার একটা কথা রাখবি ?
को कथा?
आগে आমাকে ড্রেযে বল কथাज র্াvবি।
B বাবা, ওসব কিরেরেটের आমি কাট্তে পারব ना। বनো का की !
आমার সc্গ কাन কनকাতায় চল।
কनকাতা! না বউদ্, আমার ভাল লাগে না।
লক্ষীসোনা, বরাবররের মতো নয়, কয়েকদিন্নের জন্যা চল।
কেন বলো जো ?
जোর মাथা থেকে ঔই ভৃতণুলো না নামালে आমার শাঙ্ডি নেই।
पूমি बে কেন খামোখা তয় পাচ্ছা ? आমার जো বেশ লাগে।
ছাই ধ্ণাগ। তোর মাথারই ঠিক নেই। তোর চোথমুথও কেমন অনাখারা হয়ে গোছ । ঢোওদুঢো অত জ্অলজা করে কেন ঢোর ?

করে ! সত্রি করে ? কৃষ্ণকাষ্ত খাড়া হর্যে বসে বাগ্র গলায় জিষ্sে করে।
 হল को बরে, प్రে না পেলে ?

आমি यে রোজ ধ্যান করি।
কার ध্যা করিস ?
मে आㄷ।
 কৃষ্পকাণ্ত মাথা নেড়ে বলে, আমাকে কনকাতা यাওয়ার পারমিশন বাবা এখन লেবে না।
को कরে বूर्মनि ?

जোর পৈতে ! কই উনি তো আমাকে কিম্র বনেননি !
小াউর্কে বনেননি। ชू আমাকে।

কবে পৈতে ?
ঠাকুরমশাই দিন দেখছেন । শীগগীরই। তুমি থেকে যাও।
পাক্ব ? বাবাকে যে বनে এলাম কালই চनে যাবো।
যেও না বউদি। আমার তো মা নেই।
ওঃ, থুব তো সেনটিমেনটে খৌচা দিতে শিখেছিস ! আমাকে মা বলে সত্যি ভাবিস নাকি ? তোমাকে একটু মা-মা লাগে কিষ্তু ! সত্যি।
ইয়ার্কি করছিস না তো ।
একদম না । তোমাকে চ্রুঁ়ে বলতে পারি।
বল তো। বলে হাত বাড়াল চপলা।
কৃষ্ণকান্ত হাতখানা ছুঁয়ে বলল, সত্যি বলছি। এবার বলো আমার পৈতে পর্সষ্ঠ থাকবে !
থাকব। তবে শর্ত আছে।
কী শर्ठ ?
তোকে আমার ঘরে থাকতে হবে ।
সে কী ?
শোন বাপু তোর ভয় নেই। আমি তোকে একটুও ফ্াতাতন করব না । তুই ধ্যানট্যান করিস করবি। आমি বাইরে একজন চাকর মোতায়েন রাখব যাতে কেউ ঘরে ঢুকতে না পারে ।

কিষ্তু এ घর থেকে গেলে आমি বাচচবই না।
সচ্তি ?
সতি বউদি । বিশ্যাস করো, এ ঘরে কাকা থাকে, শশীদা थাকে।
তাহলে একটা কাজ করি ?
কী বলো ডো।
आমি তোর এই घরটাতেই এসে থাকি বরং। ఆमিকটায় একটা খাট পেতে নিজেই হবে ।
প্রস্তাবটl খুব পছন্দ হন না কৃষ্ণকাত্তর । সে বউদির দিকে প্রনাডুর চোখে यানিকশ্মণ চেয়ে ধেকে বলन, তোমার একটা কী যেন হয়েছে। খুব ভয় পাচ্ছো

পাচ্ছি।
কিসের ভয্য বলো তো!
সে जूই ঙ্ৰুবি ना।
बझো না!
 অতে নেই।

কৃষ্পকাত্ত ভারী সুন্দর করে একদু হাসল । তারপর হঠাৎ বলল, ছোড়দির সজ্গে শচীনদার বিয়ে मিতে পার্রনে না তো বউদি !

শচীনের নাম উচ্চারণের সঙ্গ সজ্গ শরীরে বিদ্মুৎ খেনে গেন চপলার । সে শ্পষ্ট টের পেল তার মুষ ব্রক্তশून्य হয়ে याচ্ছে, বুক কौপহছ।

Qোড়সিট ষু বোকা না ?
বোষহ্য ।
 बातना?


आমি টের পাই।
তাহলে ওরকম কর্র কেন?
কে জানে! কিষ্তু মাঝরাতে উळে বौদ্ডতে বসত। आমি দू-একসিন লেথেছি।
এক্টু গষ্টীর হয় চপলা। একটা দীর্ঘ্যাস ফেলে। তারপর বলে, ডুই কি বিশাখার জনা খুব ভাবিস ?

ना जো! ভাববার कী आছে ? শচীনদার জনা এব্টু কষ্ট হয়।
কেন ?
শচীনদা যে ভীষণভাবে ছোড়দিকে বিয়ে করতে চায়।
আবার কেঁপে ఆঠে চপলার বুক।
একটু ম্যাস তার বুকে আটকে আকুপौকু করতে থাকে। কम्পिত গলায় সে বলে, कী করে यूঝनि?

শচীনদা যে ছোড়দিকে চিঠি দেয়।
দেয় ? সত্যি ? চপলার চোখ বড় হয়ে ওঠে ক্রমে।
দেখবে?
তোর কাছে আছে?
আছে। বলে কৃষ্ককাষ্ত তার টেবিলের টানা থেকে একটা মুথ-আঁটা খাম বের করে আনে।
মুঋ-আঁটা খামটা হাতে নিয়ে কিছ্রুক্শণ স্তক্ধ হয়ে বসে থাকে চপলা।|বুকের ভিতরটা ধরক্র করতে थাকে। শচীনের হাতের মেখা সে চেনে । খামের ওপর তারই গোটা হাতের লেখায় ত্রীমতী বিশাখা চৌুরি নামটা দেখেও যেন বিপ্ধাস হয় না। সে জিজ্ঞেস করল, এ চিঠি তুই কোথায় পেলি ? শচীনদা তো আজই বিকেলবেলায় চিঠিটা আমাকে দিয়ে বলল, ছোড়দির কাছে পৌঁছে দিতে।
এতে की লেখা আছে জানিস ?
না। कী করে জানব! পরের চিঠি পড়তে নেই।
চপলার। মন औকুপौকু করহে জানার জন্য। চিঠিটা সে হ্বাউজের মধ্যে রেখে বলল, आমি বিশাখাকে দিয়ে দেবখন।

मिও।
এরকম आরও চিঠি দিয়েছে নাকি?
ना। এই প্রথ্ম आমাকে চিঠि পৌঁছে मिতে বनन।
একটু নি居ষ্ভ হয় যেন চপনা। শচীনের হাত এড়িয়ে সে পালাতে চাইছে কলকাতায়, তবু কী আচ্চর্য, নিজ্জের অধিকারটুকু পাছে চনে যায় সেই ভয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে।

চপলা উঠে দাঁড়িয়ে বলম, आমি याচ্ছি রে। ঢুই পড়।
কसকাতায় যাবে না তো!
সেণ্বি অ্তরমশাইয়ের সহ্গে কथা বলতে হবে। তোর পৈতের দিন কবে ঠিক হল আগে জেনে निं।

হোড়দি কেমন আছে গো বউमি ?
ভানই তো!
না । ছোড়দিট বড্ড কাম্মাকাটি করত। ওর জনাই আরও আমি পালিয়ে চলে এসেছি।
ভাবিস না । দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়েরা কথায় কথায় কাঁদে । বলতে বলতে আনমনে पররজার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে বলে, যোগীবর, তোমার ভয় নেই। আমি তোমাকে যোগজ্রষ্ট করতে এ ঘরে আসব না। তবে মাঝে মাঝে দেখে যাবো। তাতে দোষ নৌই তো !

শৈশব ও যৌবন্নর মধ্যব্তী একটা অদ্যুত দ্বৈত সত্তার টানাপোড়েন চলছে এথন কৃষ্ণকাষ্তর

মধ্যে । সে এবার যে হাসিটা হাসল তা শিশুর মতো। বলল, की যে বলো না !
চপলা অন্ধকার মাঠটা چীর পায়ে পার হয়। چীরে چীরে নিজের ঘরে আসে সে। আজ সক্ধেবেলায় এই घরের দরজার কাছেই তাকে স্পর্শ করেছ্লি শচীন। তার সমস্ত শরীর শীtvর মজো বেজে উঠেছিল সেই স্পশ্শে। সাড়া দিয়েছিল। অনাবৃষ্টির তৃষিত শরীরও ছিল পুরুষ স্পর্শের জন্য উন্মুখ। কিষ্ৰু এই প্রাচীন বাড়ির পুরোনো বদ্ধ বাতাসে সংস্কারের ভৃতও তো কিছু আছে, যেমন আছে अপ্ত প্রণয়ের অনেক কেলেংকারী। চপলার অর্ধ্ধে মন নত হয়েছিল শচীনের কাছে বাকী অর্ধেক আড় হয়ে ছিল।

চপলা জলে ভিজিয়ে খুব ধীরে ধীরে সাবধানে খামের জোড় খুলে ফেলে। বর্ষাকালের ভেজা বাতাসে আঠা তেমন জোড়েেন ভাল করে। চমৎকার নীলাভ একটা কাগজে ছোটো ছেটো সুন্দর रস্তাক্ষর!

বিশাখা, তোমার চিঠি পেয়েছি। এত কিছু হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে আবার তোমার কাছ থেকে এরকম প্রস্তাব আশা করিনি। इঠাৎ কেনই বা এরকম পাগলের মতো আচরণ করছো ? আমার বিয়ে করবার কোনো সংকক্প নেই। বাড়ি থেকে যে প্রস্তাব উঠেছিল তাতে আমি অসর্মতি জানিয়ে দিয়েছি।

জীবন অনেক বড় এবং জটিল । ঢোমাকে যদি আমি উদ্ধার না করি তবে তুমি গলায় দড়ি দেবে ইত্যাদি লিখেছো । ঠাকুর দেবতার নামে অনেক ভয় দেখিয়েছে। এসব বড় বাড়াবাড়ি। আমার জন্য তোমার এত আগ্রহ এতকাল কোথায় ছিল ? তুমি সুন্দরী, সুপাত্রের অভাব হবে না। উপরণ্তু কোকাবাবুর নাতি শরতের প্রতি নিজের দুর্বলতার কथা তুমি নিজেই প্রচার করেছো। তারপরও এই নাটক কেন?

আমি নাটক পছন্দ করি না। তবে তোমার প্রতি আমার স্নেহ আছে। কিষ্ঠু তোমার প্রস্তাব গ্রহণযোগা নয়। আশা করি ভুঝবে। ——চীन

## $\mathfrak{n}$ ৬๐ !

রাজার ফ্ল্যাট যেমন ফাঁকা হবে বলে ভেবেছিল রেমি তা নয়।•আসলে রাজাদের বাসায় এর আগে কখনোই আসেনি রেমি। আসার প্রয়োজনও দেখা দেয়নি। সে ওনেছে, রাজার বাবা মা मिक्षिতে. থাকে। এখানে সে একা। কিষ্তু একদম একা যে নয় তা রেমি জানত না।

রাজার ফ্য্যাটে তার এক বিধবা দিদি এবং তার মেয়ে থাকে। দিদির বয়স бপ্মিশের ওপর। তাঁর মেয়েটি যুবতী এবং দুর্দাষ্ত সুন্দরী । দরজা খুলে সে যখন চৌকাঠের ক্রেমে দেখা দিল তথন বড় ম্লান হয়ে গেল রেমি।

মেয়েটিকে দেথে এমন একটা ধাকা লাগল রেমির মনে যে, তার এতস্ষণের দুঃসাহস এ নিয়ম ভাঙার আগ্রহ উবে গেল । মেয়েটিকে দেখামাত্র সে নিজের সহ্গে মেয়েটির একটা চট-জলদি তুলনা সেরে নিল মনে মনে। না, সে সুন্দরী হলেও এ মেয়েটির কাছে দাঁ়াতেই পারবে না।

রাজাকে দেখে মেয়েটি একটু অবাক হয়ে বলল, তুমি এই দূপুরে ফ্রিলে যে !
এমনি। বলে রেমির দিকে চেয়ে রাজা বসে, आমার ভামী। জয়িতা।
জয়িতা রেমির পরিচয় পেয়ে চোখ বড় বড় করে বলে, প্রুবমামার বউ! উঃ, কী দারু !
রেমি মৃদু একটু হেসে বলে, দারুণ কেন্ন ?


সবাই খ্রূবমামার ভক্ত ।
এ সময়ে ধ্রুবর প্রসঙ্গ ভাল না লাগারই কথা রেমির । কিস্তু আশ্চর্য- লাগল । জয়িতা তার হাত ধরে ড্রয়িং রুমের একধারে দেয়ালে একটা অ্যাবস্ট্রাকট মুরালের নিচে চমৎকার নরম ডিভানে নিয়ে গিয়ে টেনে বসান । বলল, তোমার কথাও ভীষণ তুনি। তুমি তো দারুণ সুন্দরী ।

তোমার কাছেও ?
আমি ! আমার রঙটাই যা ফর্সা । চুল নেই, দেখ না ! বলে নিজের চুল সামনে টেনে এনে দেখায় জয়িতা । বলে, ত্̧̧ম হচ্ছ সত্যিকারের সুন্দরী । আমি দেখন সুন্দরী ।

রেমি রাজার সঙ্গে কুলের মুখে কালি দিতে এসেছিল এখানে । মনটা ছিল উত্তেজনা ও রাগে টানটান । ধ্রুব তাকে বলেছে, গো অাহহড । ভিতরটা পাগল পাগল ছিল সেই থেকে। হঠাৎ সব ভুলে গিয়ে খুব হাসল রেমি, বলল, তৃমি তো বেশ কथা বলো!

জয়িতা আচমক রেমিকে দুহাত্তে ধরে বলল, জানো আমরা সবাই তোমাকে হিংসে করি ?
আমাকে ? আমাকে 下িংসে করার কী আছে ?
অনেক কিছু আছে । ওরকম জাদরেল অ্বশুর, অত টাকা, ফ্মমত্ত। কিন্তু আমরা তোমকক হিংসে করি তোমার স্বামী ভগগ্যে। ষ্রুবমামার মতো একজন প্ম-বয়কে কী করে বাগালে বলো তো !

প্রে বয় কী
ওঃ, তুমি তো আবার সেকেলে ।
মোটেই সেকেলে নই । ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রী। তবে যাকে পে-বয় বলে ও তো ঠিক তা নয় ।
নয় বুঝি!
মোটেই নয় । বাইরে থেকে মনে হয় ।
আমরা তো বাইরে থেকেই মনে করি। তুমি মামী এবার ভিতরের খবর একটু-আধটু বলো ।
রাজা ঘরে ঢোকবার পরই ভিতরের দিকে কোথায় যেন গেছে । এখনো দেখা নেই । তাতে বেঁচে গেছে রেমি । রাজার সঙ্গে নিভ্ত হওয়ার চিষ্তাটাই যেন তার কাছে অস্পৃশ্য মনে হচ্ছে। কেন যে এরকম হল তা বুঝল না রেমি। কিষ্ত্র জয়িতাকে ধ্রুবর কथা বলার মধ্যে যে শিহরিত आনন্দ পেতে লাগল সে তা বলার নয়।

একদম পাগল । বুঝলে, একদম পাগল ! যথন ভাল তখন ওর মতো ভান নেই, আবার যখন বিগড়ে যায় তখন সেই বौকা বাশকক সোজ্জ করার সাধ্যি কারো নেই।

জয়িতা খুব আগ্গহ নিয়ে তুতে তনতে বসে, খুব পারসোনালিটি ওর, না ?
খুব।
 জাनো বউमि?

की कथा ?
বললে আমাকে ঘেম্মা করবে না তো ?
ওমাঃ তোমাকে ঘেম্ করার কী আছে ?
আছে। বললে হয়তো ভাববে, মেয়েেচা কী রে ।
বলোই না।
आমি কিত্রু একরত্তি বক্রেস থেকে ধ্যুবমামাকে বিয়ে করার জना পাগল ।
খৃব হেসে উচ্ঠে রেমি বলে, যাঃ।
 आসজে বিয়ে-টিয়ে অনায়াসেই इডে পারে । ঢাই আমি বর়াবর ভেবে রেখেছিনাম বড় হয়ে প্রবমামাকেই বিক্যে কর্রব।

ওমাঃ করলে না কেন ?
করব কী করর ? লোকটা আমাকে পাত্তা দিল নাকি ?
দেয়নি ! তোমার মত্তা সুন্দরীকে যে পাত্তা না দেয় সে বোকা ।
জয়িতা চোখ বড় বড় করে বলে, আর কী ডাঁটিয়াল জান ! আমি চিঠি দিতাম জ জবাব পর্যষ্ত দিত না

চিঠি দিক্তে ? কেন, দেখা হত না
দেখা হলে কী হবে ? এমন গষ্ভীর হয়ে ডাঁট নিয়ে থাক:ত্ত যে কাছে ঘ্যঁষত্তে পারত্রাম না । ডাই একদিন চিঠি দিলাম ।

Cপ্রমপত্র ?
তাছাড়া কী আর ! তবে খুব ভীতু প্রেমপত্র | পর পর দুবার চিঠি দিয়ে একটাও জবাব পেলাম ना ।

খ゙ঁজ निয়েছিলে চিঠি পেয়েছে কিনা ।
नিইনি আবার ! চিঠি পেয়ে নাকি একট্র ভ্রূ ক্চুচক ছিল । তারপর মুচকি একটু হেরের্সিল দয়া করে । কেন, কোমাকে বলেনি সে সব কথা ?

না, কোনোদিন বলেনি ।
আসলে ধ্রুবমামার দোষ নেই । বিয়ের আগে জ অনেক প্রেমপত্র পেত । একতরফা যতদূর জনি, निজে কোনো মেয়েকে পাত্তা দিত্ত না কোনোদিন । কারা প্রেমপ্র দিত জানে: ? आমার মত্তে অনেক মেয়ে । বলেই জয়িতা হঠাৎ মুখটী কাননর কাছে এনে বলল, তাদের মধ্যে বউদি টউদিও আছে, কাজ্জিনজ আছে। তোমার বরকে পারলে মেয়েরা ছিড়ে খায় ।

রেমি একটু অবাক रয়ে বলে, একজনের জনা এতজন পাগল !
পাগল মানে দারুণ পাগল । লোকটা যে দারুণ অ্যাট্রাকটিভও সেটা তো মানবে । শুষু চেহারাটাই নয় । আরো কিছু आছে । কখনো টের পাও না।

आমি ! রেমি খুব অসহায়ের মতো বলে, आমি ঠিক ওকে বুঝতে পার্রি না ।
কিষ্তু তোমার মনে হয় না ও তোমাকে হিপনোটাইজ করে রেখেছে !
তা বোধহয় হয় । রেমি এক্দু ভেবে বলে ।
ওর ওই হিপনোটিজমটীই সাজ্যাতিক । কী একটা আছছ, বোঝা যায় না । মাঝে মাঝে মনে হয় आনফ্যাদম্মেল ।

ও কোनো মেয়ের সজ্গ কখनো মিশত না ?
জয়িতা একটু তেবে বনে, आমি তো তেমন কিছু জানি না । s্রুবমামা একটু অহংকারী মানুষ । এ ধরনের লোকেরা কখনো মিষ্টি-মিষ্টি কপা বলে না, মেয়েদের কখনো কমপ্মিম্মেস্ট দেয় না । মেয়েদের সদ্গ বেশীক্ম সহ্যও করতে পারে না । ভাবে, বেশীষ্মণ মেয়েদের সF্গ করলে পুর্ষের পৌর্ম কমে यায় ।

রেমি খুব হাসতে পাকে । বলে, বোধহয় তাই আমারఆ সছ্গ করে না ।
ঢুমি কিত্রূ ভীষণ নাকি । অनেকের মুখের গ্যস ছিनিয়ে नিয়েছে । কত মেয়ে যে তোমাকে হিংসে করে ।

তুমি করো ?
করতাম । তোমাকে পেখে মনে হচ্ছে হিংসে করাই यায় না ।
किन ?

 ৩৫O

भাথরের fবগ্রহহ এত কিশোরী 厅 যুবতী পুক্জে দিতে চেয়েছে ！সেই দুর্লভ পুরুষ তার । রেমির বুকে ই入氏 খামচে ধরল এক．ভয়। তার ？

মনের ভাব অনুयায়ী র্রামি মুখের ভাব এভ সহজেই পান্টায় যে，লোকের চোথে ধরা পড়ে। ऊয়়তা তার হাত ধরে বলল，তোমার মনে দুঃখ দিলাম না তো ！

না। ক্কীণ স্বরে রর্মি রলে，দুঃখ দেওয়ার মতো কিছু তো বলোনি।
কथা অনেক इয়েছে，এবার চা খাবে দौঁড়াও মাকে ডাকি। মা বোধহয় ঘুমেচ্ছে।
রেরি হঠাৎ জয়িতার দ্রেকে চেয়ে কাদো কাঁদো হয়ে বলে．আমি বাড়ি यাবো।
বাড়ি যাবে এই তো এলে।
না．শ্রেনো । আমার বাড়ি যাওয়া ভौষণ দরকার। আমি একটা জরুরি কাজ ভুলে গিয়েছিলাম ।
মিথ্যে কথাটা খুব ভাল বলতে পারে না রোম । কিন্তু তার মুথের করুণ ভাবটায় কোনো ফাঁকি ছিল না । জয়িতা তার মুখটার দিকে কয়ীক পলক চেয়ে থেকে হুাৎ হেসে ফেলে বলে，কী যে পাগলী না একটা তুমি খুব ভাল মিলেছে বোধহয় ততামাদের দুটিতে। को কাজ ভ̧লে এসেছো বন্েে তো

সে আছে একটা।
একটুও বসবে না ？
না গো，বড় জরুরী ব্যাপার।
রাজামনা যে নিয়ে এল তোমকে দাঁড়াও মামকে তাহলে ডাকি।
রাজা কী করছে ？
নিজের ঘরে গেছে। বোধহয় জামা কাপড় পান্টাতে। ডেকে আন্নছি，বোসো।
রেমি প্রমাদ তুণল। রাজা কি রেগে যাবে তার ওপর ？খুব রেগে যাবে ？যাক। রেমি পারবে না। সে ধ্রুবর বউ। ধ্রুবর বউ। আর কারো ইতে পারবে না সে । তাকে ছাডক，মারুক ভাঙুক ধ্রুব।

রেমি উঠে দাঁড়িয়ে বলল，তूমি রাগ কোরো না জয়িতা । একটা কथा বলব ？
বলোই না।
তুমি আমার সজ্গে চলো।
© বাবা，বাঘের ঘরে মোঘকে ঢোকাবে？
কেন নয় ？বাঘ তো পাথরের। চলো।
ขুব शেসল জয়িতা । তারপর বলল，সত্যি কथা বলতে कী মামী，－ইস তোমাকে মামী－ফামী ডাকতে ইচ্ছেই করে না—আচ্ছা বউদি ডাকবো ？ডাকলে কতি कী？צ্রুবমামা তো আর সত্যিকাররর মামা নয়। ডাকবো ？

ওমা ！अত ফর্মালিট্রি কী আহে ？তूমি আমাকে রেমি বनে ডেকো，आমি ঝুব భুশি হবো। বাবাঃ বौচলাম। তোমার মজো একটা বাচ্চা মেয়েকে নাম ধরেই ডাকা সবচেয়ে ভাল। চলো তো এথন। শাড়িটা পালটে নাও।
সত্যি याবো ？
याবে। ना निয়ে आমি নড়ছি না।
তাহনে পনেরোটা মিনিট সময় দাও। এই প্রথম s্রুবমামার সত্গে সত্যিকারের আলাপ হয়ে যেতে পারে। এবটু সাজি আজ ？অবশ্য यमि पूমি পারমিশन माও।

斤िচ্ছि। किষ্তু তোমার মায়ের ঘর কোনটা ？
কেন，যাবে ？
একৰু আলাপ করে যাই।
আসলে এইভাবে নিভ্রের পাহারার ব্যবস্গা করছিল রেমি । কারণ অস্ছির ఆ পাগল য্রাজ্য আড়াচে

ককাথাও অপেক্ষা করছে অধৈর্য হয়ে ।
এসো । বালে ডাইনিং কাম ড্রয়িং পেরিয়ে একটা ঘরে তাকে নিঢ়় গেল জয়িতা ।
তার মা ঘুমোচ্ছিল ঠিকই। রাজার এই দিদি মোটেই প্রবীণা নন। বয়স সষ্তবত চষ্মিশের ধার ঘেঁযে । চমৎকার বौধুনি শরীরের । মেয়ের মতোই সৃন্দর চেহারা । হঠাৎ মা আর মেয়েকে দुই বোন মনে হবে।

পরিচয় পেয়ে দিদি তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে একেবারে কাছটিতে বসিয়ে বললেন, তুমি ধ্রুবর বউ জ বাবা!

এই অবাক इজয়া এবং চমকে যাভয়ার ম,্য্য একটা সমীহ এবং ভয়ের ভাব আছে । ররাম অনেক আগে থেকেই এটা টের পেয়ে আসছে । ধ্রুবর বউ য়ন কী সাঙ্যাতিক একটা বাপার ।

দিদি বললেন, আমরা তোমাদের বাড়িতে খুব একটা যাইনি । আখ্মীয়তা তো ত্তেন কাছছর নয় । তবে সব খবর রাখি।

রেমি বিনীতভাবে একট হাসে ।
দিদি বলেন, তোমরা হলে ভি আই পি । তবে আমার স্বামা যথন মারা যান তার আগে কৃষ্ণকাস্ত চৌধুরি অনেক সাহাय্য করেছিলেন । সে কথা কোনোদিন ভুলব না ।

রেমি এসব কথায় আবার আত্মস্থ হয়ে যায় পুরোর্পুরি । তার শ্বশুর কৃষ্ণকাম্ত চৌধুরি, যাঁকে এক ডাকে সবাই চেনে, যাঁর ফমতার হাত বহু দৃর প্রসারিত, তার স্বামী জ্রৃব চৌধুরি, যে বহু যৃবডীর কামনার লক্ষ্যস্থল ছিল। তাহলে সে তো কম কিছু পায়নি জীবনে।

কিছুক্ষণ কথ়া বলতে না বলড্রেই আচমকা রাজ; এসে ঘরে पুকল
বউদি, একটু ঋনে যাও।
দিদি শশব্যস্তে বলে, যাও। কथা বলো ।
রেমি ধীরে ধীরে ওঠে । রাজা তাকে নিয়ে আসে দক্ষিণের একটা ফাঁকা ঘরে । সেথানে খাটে বিशানা পাতা । জানালা একটु ভেজানে।

की, বलো!
গক্প করার জन্যই আজ এসেছিলে বুঝি !
রেমি অবাক হয়़ বলে, তৃমি তো বলোনি যে বাসায় দিদি আছেন জয়িতা আছে । जরা থাকলেই বা কী।
ছিঃ রাজা, তোমার মাথার ঠিক নেই।
ठিক নেই তা জানি । কিত্তৃ পাগলামি ছাড়া বौচাও তো যায় না । এত রেস্ত্রিকশন কি মানা যায় ?

তোমকে आমি চিনি রেমি।
মোটেই নয় । তোমার উচিত ছিল বাড়ির সিচুয়েশনটা আমাকে জানানো।
জানালে কী হত ? তूমি আসতে না ?
आসতাম । তবে अন্য রকম মন निয়ে।
তোমার মনটা সব সময়েই সেই অন্য রকম । তूমি কখনো কুট্টিদাকে ভূলতে পারবে না।
কী করে বুжબে?
জয়িতার সঙ্গ তোমার কধাবার্তা আমার কানে আসছিল ।
তাতে কী প্রমাণ হল ?
রাজ্জ একটা দীর্ঘ্মাস ফেলে বनল, তোমার সহমরণ কে ঠেকাবে বলো ঢো !
সহমরণ! कী यে বলো!


মৃতুাপ্রেম ! সেটা আবার কী ?
কুট্টিদকে যে মরণে ধরেছে তা কি তুমি টের পাও না ? নইলে কেউ ওরকম বেপরোয়া আর বেহেড হতে পারে ! নাকি ওরকম যা খুশি তাই করে বেড়ায় ?

রেমি রাজার দিকে অপলক চোখখ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ক্লান্ত স্বরে বলল, তোমরা পুরষরা মেয়েদের কাছে যে কী চাও তা সঠিক জানো না । মাঝে মাঝে চাওয়াটা আকাশে উঠে যায় । তাই নাকি?
রেমি হাতের পিঠ দিয়ে চোখ দুটো মুচে নিয়ে বলল, এরপর একদিন দেখবে আমাকে পাগলা গারদে পাঠানো হয়েছে ।

রাজা একট্টু হেসে আচমকা ররমিকে বুকের মধো ট্ৰে নিয়ে বলে, না । তোমাকে পাগল হতে দেবোই না আমি।

ছাড়ো ছাড়ো ! ছিঃ। বলল এক ঝটকায় সরে যয়় রেমি । তারপর চাপা হিংশ্র গলায় বলে, ইবরদার আমাকে নিয়ে খেলা করতে চেঙ না কোনোদিন!

কী বলছ রেমি ?
জরকম্ম করছ কেন ? আমি কি দেহসর্বস্ব ? শরীর ছাড়া আমার কিছু নেই ? রেমি রাগে গড়গড় করতে করতে বলে ।

শরীর শরীরের কথা উঠছে কেন ? ভালবাসা-
জটা ম্মেটেই ভালবাসা নয় । শালীনতা বোধ বাদ দিয়ে ভদ্রতার ধার না ধেরে ও কী রকম ভালবাসা ?

আমরা তো ভারচুয়ালি স্বামী-স্ত্রী রেমি ।
মোটেই নয়।
नয় ?
না আমি এখনো ওরকম করে ভাবতে পারি না ।
ত্তবে কী ভাবো ?
রেমি একটা চেয়ার সামনে পেয়ে বসে পড়ল । তারপর একটু দম নিয়ে বলল, आমি খুব টায়ার্ড। এখন কোন্ারকম জেদ বা জোর খাটিও না। আমার ভাল লাগবে না।

বেশ আর কী
আর কিছু নয় । শুধু বলি, পুরুষের খেলার পুতুল হয়ে থাকার জন্য রেমি নয় । তোমার কুট্রিদা ক’দিন আগে আমকে বলেছিল ডিভোর্স করে আবার আমাকে নিয়ে থাকবে। তবে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে নয় । ও নাকি বিয়েতে বিশ্বাসী নয় ।

বলেছিল ?
হ্যাঁ, ওটা ওর পাগলামি কিস্তু আমাকে তাতে সায় দিতে হবে। আবার তুমি আমাকে একঘর আখ্রীয়স্বজনের ভিতর বাড়িতে নিয়ে এসেছো একটা চূড়ান্ত কিছু করতে । আমি এসব বুঝতে পারছি না। ভালও লাগছে না।

আচ্ছা রেমি, কমা চাইছি। তোমার মনের অবস্থাটা ঠিক खানতাম না।
রেমির যে মন আছ্ সেটা জানো তো ! তাহলেই হবে ।
যাচ্ছো তাহলে ?
यাচ্ছে। বলে রেমি উঠল।
একটা কথা শোনো রেমি। রাগ পুষে রেখো না । यদি তোমার শরীর আর কোনোদিন 玄তে নাও फাও. মেনে নেবো । কিষ্তু ভুল বুঝো না । आমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি ।

জানি। বার বার ওকথা বলো কেন ? ভালবাসাব কথা অত বলতে নেই । তোমার কুট্টিদা আজ

অব氏ি কথনো বলেনি।
কুট্টিদা তোমকে ভালবাসেও না তো রেমি।
কে বলল বাসে না ？বাইরের লোক কি টের পায় কখনো ？आমি পাই।

## ひ ৬ゝ ॥

বাবা，आমি কাল़ যাবো না।
হেমকান্ত গথৃষের পর ভাতের গ্রাস সদ্য মুখে তুলত্ত গিয়ে পুত্রবধূর এই কথা শুনলেন এবং একটু বিরক্ত হলেন্। যাদের মতের স্থির নেই তারা মানুষ হিসেবেও খুব বিশ্বাসযোগ্য এবং আস্থাভাজন নয়। তবে চপলা সম্পর্কে তাঁর এতকলের ধারণাটা ছিল অন্যরকম এবং বিপরীত।

কেন ？আমি যে তোমার চলনদার ঠিক করে ফেলেছি।
কৃষ্ণের নাকি পৈতে দিচ্ছেন！কৃষ্ণের খুব ইচ্ছে ওর পৈতে পর্যষ্ত এখানে থেকে যাই।
হেমকান্ত বললেন，তার এখনো দেরী আছে। ততদিনে কলকাতায় গিয়ে আবার ঘুরে আসতে পারবে।

একথার কী জবাব দেবে চপলা！থাকার কথা বলভে তার খুব লজ্জা করছিল একাঁট আগেও। কেউ চাইছে না সে আর এখানে থাকুক। শুধু কৃষ্ণ ছাড়া। সে বললল，তাহলে যাবো ？

হেমকান্ত বললেন，কৃষ্ণ যখন ধরেছে আর তাকে যখন তুমি কথা দিয়েছো তথন তার মতটা নেওয়া ভাল। কিষ্তু কৃষ্ণ কোথায় বলো তো ！আজকাল তো তাকে রাত্রিবেলা খাওয়ার সময় দেখতে পাই না！সে কি আগে খেয়ে গেছে ？

রান্নার ঠাকুর সুদর্শন দু’পা এগিয়ে এসে বলে，ছোটোবাবু তো আজকাল রাত্রে ভাত খায় না।
হেমকান্ত অবাক হয়ে বললেন，ভাত খায় না ？সে কী ？ভাত খায় না তো কী খায় ？
চिড়ে মুড়ি খই কিছ্ একটা খান। একটু দু४ আর কলা।
কই，আমকে তো আগে এসব বলিসনি！
সুদর্শনের মুথে কথা যোগাল না। ছোটোবাবু কেন ভাত খায় না তা জিজ্ঞেস করার সাহস তার নেই। বাস রে，ছোেোবাবুর চোখ আজকাল ভাঁটার মরো জুলজ্বল করে। বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলার অভ্যাস তার নেই। কম কथার গন্ভীর মানুষ，কথা বলতে ভয় করে। সে তো রান্মার ঠাকুর বই নয়। এ বাড়ির ইঁদুর আরশোলার মতোই তুচ্ছ জীব।

লজ্জা পেল চপলা। বাত্তবিক সেও জানত না যে，কৃষ্ণকান্তু আজকাল রাত্রে ভাত খায় না। অথচ বাড়ির বড় বউয়ের তো এটা জানা উচিত ছিল। তবু সে কখনো জানার চেষ্টা করেনি। এ সংসারে কী যে সব ঘটে যাচ্ছে তা এতকাল ভাল করে তাকিয়ে দেখার আগ্রহই সে বোধ করেনি । সে বলन，আচ্ছ，आমি কৃষ্ণর কাছে যাচ্ছি।

হেমকাণ্ত শান্ত মুখখানা ভুলে বললেন，তার দরকার নেই বউমা। আমি শিখদের মতামতকেও মূन्य দিই। কাল সকালে বরং आমার সজ্গে দেথ্যা হলে জেনে নেবো।

চপলা মৃদু স্বরে বলে，ও বোধ হয় ব্রभ্মার্य করছে বাবা।
হেমকান্ত উজ্জ্ৰল মুখে বললেন，ওর মধ্যে একটা কিছ্ আছে বলে কি তোমার মনে হয় না বউমা ？

शुব इয়।
की आছে বলো তো！
ఆ খুব তেজী হবে।

হেমকাষ্ত একটু চুপ করে থেকে বললেন，আমার আর কোনো সষ্তান এত উদ্জ্জল নয় । ওর ওই উজ্জ্জলা তাই আমার কাছে আনন্দেরই বিষয়। কিষ্ত ভয় কী জানো ？

को ভয় বাবा ？
এ তো স্বদেশীদের যুগ। তেজী ছেলে দেখে তারা আবার নিয়ে না দলে ভেড়ায়।
এ ভয় যে খুব আছে সে বিষয়ে চপলা নিচ্চিষ্ত। তবু মুখে বলল，তা নয়। ও হয়তো সাখু সম্যাসী হবে।

এ বাড়িতে সেই বীজাণুও আছে। ডूমি তো সবই জানো। সাধু হলেও চিষ্তার কথা，স্বদেশী হলেও চিষ্তার কথা। আমার সজ্গে তো ওর কোনো ঘনিষ্ঠकা নেই। তুমি একটু জানবার চেষ্টা করো তো，ও আস্লে কী হতে চায়।

করব। কিষ্থু আপনি ওকে নিয়ে অত ভাববেন না।
মা－মরা ছেলে বলে ভাবি। এই যে রাতে ভাত খায় না তা জনতে আমার কয়েকদিন সময় লেগে গেল，তাও কथাট উঠল বলে，ওর মা বেঁচে থাকলে কি হত এরকম ？

কেউ এ কथার জবাব দিল না। কারণ কथাটা অত্ত্ত কঠোর সত্য।
হেমকান্ত জিজ্ঞেস করলেন，বিশাখাকেও আজকাল দেখতে পাই না বড় একটা। সেও কি ভাইটার একটু দেখাশোনা করতে পারে না ？

চপলা অবাক হয়ে বলে，কিষ্ঠু কৃষ্ণ যে আজকাল এ বাড়িতে থাকেই না । বারবাড়িতে থাকে।
বারবাড়ি ？সে কী ？হেমকাস্তর খাওয়া একদম থেমে গেল।
शাঁ বাবা，आমি মনে করেছিলাম，आপনি জানেন।
জানব কী করে ？এত বড় বাড়ি，কে কোথায় যাচ্ছে আসছে তা কি নজরে পড়ার কথ্ধ ？ বারবাড়িতে থাকে কেন ？

ও ঘরে ও ষ্যান করে। পড়ে।
কোন ঘরটায় বলো তো！
যে ঘরে শশিভৃষণ ছিল।
তার মানে নলিনীর ঘর ！হেমকান্ত খুবই অবাক হয়ে বলেন，ও ঘরে ও একাই থাকে নাকি ？
একদম একা।
হেমকান্তর এর পরেও অনেক্ প্রল্ল থাকার কथা，কিষ্ভু সে সব করনেন না। একটা কথা মনে মনে স্ছির করে নিলেন। তারপর অনেকক্ষণ বাদে বললেন，ছেলেটা অয়ুত।
$এ$ কথার জবাব কী দেবে চপলা ভেবে পেল না। হেমকান্ত কোনো প্রফ্শ করেননি। কিষ্তু তব্বু বোধ হয় কিছ্ ুনতে চান। তেমনভাবেই চপলার দিকে তাকালেন।


ওর ঘরে ঠাকুরের ফটো আছে।
এ，নলিनীর সেই পাবনার ঠাকুর！বলে আবার ছूপ করে थাকেন হেমকাষ্ত। একটু যেন চিষ্তিত। তারপর বললেন，তোমরা কিছू বলতে যেও না। ఆজন মেপে ক巾া না বললে একটা গোলমাল হয়ে যেতে পারে। যা বলার आমিই বলব।

বাকি সময়টা হেমকান্ত থুব আনম্নে খেয়ে উঠে গেনেন।
গভীর রাতে কেরোসিনের উষ্জ্ঘ বাত্রির সামনে বসে হেমকাষ্ভ তাঁর ছেলের ক巾া ভাবলেন
 ｜नার্রর কোনো সষ্ঠানকেই তো তিনি সৃষ্টি করেননি। তারা তौর মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েহে মার । কী করে ハ।গা শরীর ধারণ করল，কোথা থেকে পেল প্রাণ সে রহস্য তো তাঁর অধিগম্য নয় । তবে এ ছেলে

তাঁর একথা তিনি ভাবেন কেন ? এই বে "আমার ছেলে" বা "আমার" বলেে বোষ এ এক বিষম

 ব্যোনদার। এইসব মহৎ চিষ্ণা আজ তাঁর হদদয়কে দ্রব করে ফেেনল। মনটা প্রসারিত হয়ে গেল বহ দूর পर्य্ত।

এই রাত্রির নির্জন নিরাশ্র<্যে হেেকাষ্ত তাঁর বর্তমা পরিস্থিতির কথা ভাবলেন। একথা সত্ত বে
 ক্কেত্রে শচীন। এই দৃ भানি আজকান অহরহ তাকে নিপ্পেষিত করে। চপলার বাভিচারহেতু তার निজের সত্গে মনুর সপ্পর্কটlক পর্य্ত অఆচি মনে ছয়। অথচ এরকম মনে इওয়ার কোেো কারণ


 চাইছে অना একরকম মাপকাঠিতে। आসছে সশশশ়, সন্দূহ, या आগে কথन্না ছিল ना।
 গেन। বুকটা शাनকা লাগত্ত লাগল।
 প্রবলতা টের পোলেন । যতদূর চোখ যায় অদ্ধকারে সাদা আবছ একটা পতনশীল জলের ঝরোখ।

জনাना आবার বक্ধ করে দিয়ে তিনি ডাe্যের লেখার খাতি খুলে বসলেন।
আজ মনে इইতেছে, বয়স ছইয়াহ్, এ জীবনের অনেক ছেনেখেলা এবার ঔটটইতে হইবে। কিज্ডু মন কি बয়সের শাসন মানে?

आゅर्य এই, যথन ब্যৌন ছিন তথन आমি প্রকুত বৃদ্ধের নায় নিস্পুহ ® উদাস आচরণ করিয়াছি। त्री ছাড়া অনা নারীর ভ্যেবনের দিকে আগ্রইী ছই নাई। নিজের ত্ত্রী প্রতিও যথ্থোচিত মनোব্যেগী ছিলাম ? মনে হয় না।



 उবু মনুষ বুঝি আকাঙ্শ ছড় কিছুই জানে না।
आমার জীবনটার শেষভাগ এই আघ্ণধিকারেই পারপণণ্ণ হইয়া উঠিত্তে। আজ এই পরিণত

 ম পুর লাগে।

 সহিত সুতরাপ্রকাশে সহজভাবে আলাপাদি করা অসभ্ত ও দৃষ্টিৰদু হইত। কিষ্ভ কোনোপ্রকারে ইহার নেক্টাও आমার কামা বিষয় হইয়া উঠিল।

অनেক ভাবিয়া श্থির করিলাম, ইহাকে यদি आমার त्रोর সর্ব সময়ের স্গিনী ఆ সাহাयाকারিণী निয়োগ করি তाश इইলে বোধ করি তেমন খারাপ লেখাইরে ना।

কিশোরীtি রোজ প্রাতঃকালে কুঞ্জবনে ফ্ন তুলিতে যাইত। এই থবরাি আমার জানা ছিন।


একদিন ভোরবেলা যথন আকাশের তারা মুছিয়া যায় নাই, ব্রক্মপুত্রের বুক হইতে দেবতাদের শরীর-গক্ধ বহন করিয়া এক অলৌকিক বাতাস বহিয়া আসিত্ছে, আমাদের সাংসারিকতার স্তর যথন এক স্বপ্নলোকে নিমজ্জিত হইয়া আছে, তখন দুরুদুরু বক্ষে আমি কুঞ্জবনে গিয়া ঢুকিলাম।

কিশোরীটি বড়ই চপলা. দুষ্টমতি। আবছায়া ভোরের আলোয় আমি একটি করবী বৃক্ষের নিচে তাহার ছায়ামূর্তিটি দেখিতে পাইয়া অনুচ্চম্বরে নাম ধরিয়া ডাকিলাম। ছায়ামৃর্তি চমকাইয়া উঠিয়া কিছুহ্ষণ স্থাণুবe দাঁড়াইয়া রহিন। পরমুহুর্তেই আর তাহাকে দেখা গেন না । আমি বেশী ডাকাডাকি না করিয়া নিঃশক্চচরণে তাহার অনুসঙ্ধানে ব্যাপৃত ইইয়া পড়িলাম । বেশী ডাকাডাকি করিলে লোকে জানিয়া যাইবে।

কিন্তু কিশোরীটি দুষ্ঠববদ্ধিতে অদ্বিঠীয়া । কখনো খুব নিকটেই তাহার পদশব্দ তননি। অদূরে তাহার দেহের স্পর্শে পত্রপুष্প শিহরিত হইতেছে। অথচ সে ধরা দিতেছে না ।

কিচুক্ষণের মধ্যে আমি ক্লান্ত হইয়া অনুচ্চ স্বরে বলিলাম, তোমর সঙ্গে একটু কথা ছিল যে ! শুনতে চাও না ?

আমার ’পশাতে কয়েক হাত দূর হইতে সে বলিল, কী কथा ?
সুনয়নীর শরীরটা ভাল নেই্য। তুমি 3 র কাছে থাকবে?
ঝি হর়ে নাকি?
ना, ना, ছিঃ ও को কथा
তবে কী হিসেবে থাকব ?
এমনি থাকবে। সখখ হয়ে।
সই! বুদ্ধিটা কার?
ধরো না কেন, আমারই।
কিশোরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, তোমার তো খুব বুদ্ধি!
आমি মাথা চুলকাইয়া বলিলাম, থাকবে কিনা বলো।
को দেবে ?
या লাগে সবই পাবে। শাড়ি গয়না টাক। সুনয়नी মানুষও ভাল।
হঠাৎ কিশোরী চাপা গর্জনে বলিল, থাক, আর বউয়ের প্রশংসা করতে হবে না।
आমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, তা বলিनि । বলছিলাম সুনয়नी তোমাকে কোনো কষ্ট দেবে না। आমি শাড়ি গয়না টাকা কিচ্মু চাই..না।
তবে কী চাও ?
आমি সতীনের সেবা করতে পারব না।
সতীন ! आমি নির্নब্জ মেয়েটার এই সাঙ্পাতিক বেহায়াপনায় একেবারে হত্রাক ইইয়া গেলাম । বুকের ভিতরটা দমাস দমাস করিতে লাগিন। পাগলিनी बলে की!

आমি গলা थौকারি দিয়া কহিলাম, ওসব आবার की কथा!
কেন, তোমার কি লজ্জা হল নাকি ?
आমি কিশোরীকে মুখোমুখি দেখিবার জন্য পিছন ফিরিলাম। একটি ঝুমকা ফুলের গাহের आড়ালে সে দौড়াইয়া আছে।

বनिनाম; তোমারও এসব বলতে লख্জা হఆয়া উচিত।
কেন, সেদিন তো নদীর পাড়ে অন্য কथा বनেছিহে।
आমি সজूচিত ইইয়া বनि, তোমার কি ভয়ডর নেই ? এসব আর কাউকে বোলো না । বলनে কबझ রুটে। তোমার বিয়ে হবে না।

বিয়ে আবার নতুন করে কী হবে ? দूবার হয় নাকি ?

आমি প্রমাদ গণিলাম। গলা খঁকারি দিয়া কহিনাম, আচ্ছ, ওসব কथা থাক। কাজটা করবে তো!

আমকে ওর সেবা করতে নিচ্ছ কেন ?
ভাবলাম আলসেযে সময় কাটিয়ে কী করবে ! তোমারও কাজ হবে, সুনয়নীরও ভাল হবে।
আমাকে তুমি দেখতে পারো না কেন ?
কে বলল দেখতে পারি না ?
আমি সব টের পাই।
আচ্ছ, আর ছেলেমানুষী করতে হবে না। তোমার বাবাকে আজই বলব যাতে সুনয়নীর কাহে তোমকে পাঠায়।

কিশোরী そৈu্যহীন স্বরে কহিল, না, বাবাকে বলবে না।
তাহলে ? তুমি কি কাজ করতে চাও না ?
কাজ আবার कী? आমি চাকরি করতে পারব না।
এটা চাকরি হবে কেন ?
आমি সব বুঝি। শোনো, আমি সুনয়নীর কাছে এমনি থাকব। সেবা-টেবার ত্রুটি হবে না। কিষ্ডু তার বদলে টাকা পয়সা গয়নাগাঁটি কিছু দিতে পারবে না। আমি ওসব নেবো না।

কেন, निलে क্ষি की ?
তোমরা বড়লোক, ইচ্ছে করলেই দিতে পারো। কিষ্তু ওসব আমার চাই না।
এই কিশোরী যে সহজে প্রলুক্ধা ইইবে না এইরকম ধারণা আমার ছিল। ইহার মধ্যে কিছ্র অসাধারণড্য আছে, याহা সহজলভা নহে। আমাকে ইহার চরিত্রের সেই রহস্যময় দিকটিই মুপ্ধ করিল। কিশোরীর ঢেহারাটি ধারালরকম এবং আকর্ষণীয় বটে, কিষ্তু আমার রাপতৃষ্ণা বিশেষ প্রবল নহে। সুতরাং একমাত্র নারীদেহ বা রুপ দেখিয়া মোহিত হওয়া আমার চরিত্রে নাই। কিষ্তু এই কিশোরীর ওই अতিরিক্ত, ব্যাখ্যার অতীত একটা চারিত্রিক তুণ আমাকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিল। ব্যাথ্যার অতীত এই কারণে यে, মেয়েটি নিতাণ্তই দরিদ্র এক কর্মচারীর কন্যা। ইशদের সংসারে नিত্য অভাবের গীত কীর্তন হইতেছে। সেই বিকট দারিদ্রেযের দূষিত আবহাওয়া ইহাদের নৈতিক বোধ ও সততারও হানি ঘটাইতেছে। য্রাঙ্মণের ব্রদ্মতেজ অস্তমিত, এখন বুঝি তাহার মনুষ্যা্বও যায়। সেই পরিবেশে জম্মিয়া ও লালিত পালিত ইইয়া এই মেয়েটি কী করিয়া নিজের অভ্যান্তরে দীপশিখাট্টিকে নিষ্কম্প রাখিয়াছে তাহা কে জানে ! কিংবা মেয়েটি আমার প্রতি মোহমুক্ধ বনিয়াই কি বিষয়গত ж্দুদ্রতা হইতে উর্ধ্বে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে ? এবং আমিও ইহার প্রণয় পাশে আবব্ধ ইইয়া একাণ্তই ভাবাবিষ্ট নয়নে ইহার তুণ आবিষ্কারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি!

आমি মৃদू ক<ঠे জিষ্ঞाসা করিলাম, তूমি उবে কী চাও ?
তোমাকে খুশি করার জন্য কাজটা করু। আর কিছ্ম চাই না।
বেশ। তাই করো।
তুমি খুশি হবে তো ?
शাঁ, হবো।
কाब ना पেখেंই?
 थাকা। কাজ করার बฺন্য তো ঝি চাকরের অভাব নেই।

 কब्रिय्राशि।

কিশোরী হঠাৎ কহিল, তোমার বউ আমাকে পছন্দ করবে তো!
করবে না কেন!
একটৃ জ্জ্পেস করে দ্যেখা।
কেন বলো নে
তোমার বউকক খুব বোকা ভেবো না। সেই চিঠি দেওয়ার পর একদিন বুড়ো থাজাঞ্চিমশাই হঠাৎ আমাকে দিয়ে একটা পরচা লেখালেন। কেন লেখালেন তখন বুঝতে পারিনি। পরে টের পেয়েছি। আমার হাতের লেখা তোমার বউ পরীক্ষা করেছে।

आমি বিস্মিত ভ ভীত কণ্ঠে কহিলাম, তারপর ?
কিশোরী হাসিয়া কহিল, আমি তিন রকম হাতের লেখা জানি।

## ॥ ৬২ ॥

গায়ে নাড়া দিয়ে কে যেন উত্তেজিভ স্বরে ডাকহে, কুট্টিদা ? কুট্টিদা ?
ধ্রুব একটা অতল ঘুম্মের খাদ থেকে উঠে আসছিল। অতি কষ্টে চোথ খুলে তাকাল সে। মাথার ওপর তারাভরা আকাশ, নীচে কঠিন কংক্রিট। এ রকম পরিস্থিতি তার কাছে অস্বাভাবিক কিছू নয়। এ রকম হতেই পারে । সে আবার চোখ বোজে। শরীরের মধ্যে বিকেলের কেটে যাওয়া নেশা এখন শোধ নিচ্ছে। মাথাটা লোহার মতো নীরেট আর ভারী। তীর্র একটা যজ্তণায় খুলে পড়ছে চোখের ডিম। সে আবার চোখ বোজে।

কুট্টিদা! কুট্রিদা !
কে রে?
आমি রতন। ওঠো, ওঠো শীগগীর।
भ্রুব ভারী বিরক্ত হয়ে বলে, কোন রতন ?
आমি রতন। कী হয়েছে তোমার ? এখানে কেউ তয়ে থাকে ? ওঠা !
উঃ, की চাস ?
ওঠো! বাড়ি চলো।
צ্বুব চোখ খোলে। একটা গহন গুহার অঞ্ধকার ‘থকে হামাগুড়ি দিত়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে সে অশ্ষুট স্বরে বলে, কী হয়েছে ?

এখানে তয়ে আছে কেন ? কত বড় বাড়ির ছেলে তুমি সে কথা ভুলে যেতে আছে ? ওঠো শীগগীর!

শরীরটা এমন সেঁটে গেছে ফুটপাথে যে তোলা অসম্বব। তবু গ্রুব প্রাণপণ চেট্টায় একট় নড়ে। কিছ్ না ভেবেই সে জিজ্ঞেস করে, রেমিকে শমানে নিয়ে গেছে নাকি ?

শ্মশানে! कী यে বলো না! শ্মশানে नেবে কেন ?
उবে ডাকছिস কেন ? की হয়েছে ?
তোমাকে নিয়ে পারা যায় না। দौঁড়াও আমি ডোমকে ধরে ড্রুছি।
রতন লোকটা কে তা দ্রুব চিনতে পারঢে না। তবে নোকটার গায়ে বেশ জোর আহছ। বগলের তলায় দুটো হাত ভরে দিয়ে পিছন থেকে এক ঝটকায় তুলে ফেলল তাকে। মাধাটা চড়াe করে ঘুরে

 করল হঠাৎ। তার ধারণা হল, ষুটপাথে তয়ে থাকার সময় কোনো গাড়ি তার পা দুথানা কেটে দিচা গেছে।

পা ! ওঃ, আমার পা! বলে প্রুব চেচচচি়ে ওঠে।
রতন নামক লোকটা মোলায়েম গলায় বলে, সোজা হয়ে দौঁ়ানোর চেষ্টা করো। পা দুটো অমন ভাঁজ করে রেখেছো কেন ?

ধ্রূব চেষ্টা করে। কিষ্তু পা দুটো কোথায় তা সে বুঝতে পারে না কিছুতেই। দুটো দাঁড়ার মতো জিনিস সে দেখতে পাচ্ছে তনার দিকে। ও দুটেই পা নাকক?

রেমি ! রেমি এখনো মরেনি ?
की যে সব বলো তুমি! মরবে কেন ?
তাহলে ?
রক্ত দেওয়া হচ্ছে। পौচজন সারজেন এসে গেছে। একজন বড় হোমিওপাথ আছে। এক তাপ্ত্রিককে আনা হয়েছে।

অপারেশন ?
তা জানি না। তবে কিছু একটা হচ্ছে।
এখন কি রাত?
ভোর চারটে।
ধ্রূব সোজা হয়ে দাঁড়া় । ঘুমটা ঝরে পড়ছে শরীর থেকে। আস্তে আস্তে ঝিৃিিি ছাড়ার মতো নেশাটা কেটে যাচ্ছে তার। কিষ্তু নেশা কাটা কোনো আরামদায়ক অনুর্হত নয় । বাথা যন্ত্রণা তেষ্টা হতাশা চাগাড় দিয়ে ওঠে।

হাঁটতে পারবে ?
পারব। বলে রতনের দিকে তাকায় গ্রুব। চিনতে পারে। চুনী পিসির ছেলে। আপন পিরিস নয়, একদা जাদের দেশের বাড়িতে রতনের মা ছিন দাসী। ছোটে পিসির খাস দাসী।

ধ্রুব বলল, এবার ছেড়ে দে।
রতন সাবধানে হাত সরিয়ে নেয় । বলে, এই ঠাণ্ডায় এ ভাবে ঞখয়ে ছিলে, সািি বসে যায় র্যাদ ?
आমার কিছू হয় না। ওদিককার খবর কী ?
খারাপ কিছ্র নয় বোধ হয় । বড় কর্ত বসে আছেন । চিষ্তা নেই। বহু লোক এসেছে । ড়া্ম বাড় যাবে ?
s্रूব মাथा नেড়ে বলে, না।
রতন হাত দিয়ে খ্রুবর জামাকাপড় ঝেড়ে দিতে দিতে বলে, তাহলে এক্টা গাড়ি খুলে দিই ! 刃য়ে থাকো।

একটা সিগারেট দে তো!
आমি তো খাই না। দौড়াও কারো কাছ থেকে बেয়ে আনি।
थाক। বनে গ্রুব একটট মষ্ত হাই তোনে।
বাইরে নিঃæুম কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছছ ওধু। লোকজন কেউ নেই। এই ঠাতায় সবাই नবিতে ভীড় করেছে । چধু একটা ল্যাম্পপোস্টের তলায় ঠেস দিয়ে ঠায় দাড়িয়ে আছে জয়ষ্ত । খুবই রহস্যময় এবং আততায়ীর মতো দেখাচ্ছে তাকে।

চোথে बোথ পড়তেই জয়ষ্ড বলল, সিগারেট ? আমার কাছে আছে। নেবেন ?
s্ञূ উদার গनায় বলে, দাও।
ब্যয়্ভ এগিয়ে আসে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে দেয়। তার্রপর বলে, আমি এতদ্মণ आभनाকে পাহারা मिচ্ছিলাম।

তাই নাকি ? বলে ফের হাই তোলে s্রুব। তারপর বলে, পাহারা দেওয়ার কিছ্হ নেই। আমার অভাস আছে । মাভালদের মুখে কত কুকুর মুতে সিয়ে যায় । ওতে কিছू হয় না। ইটস্ অল ইন দি

গেম। व্পেমির কোনো থবর পেলে ？
অয়শ্ট মাथा নেড়ে বলে，না। আমাকে থবর দেরে কে ？ভিতরে ：ূকতেই পারছি না। আপনার রিলোিভরা গোটা নারসিং হোম দখল করে আছে। কাউকে কিছু জিঙ্েেস করলেই এমনভাবে তাকাচ্ছ রে．আমি যেন শরুপহ্ষের লোক।



निয়েছি जে। এত্মল ভিতরের ছিলাম।
তবু আর একবার या।
याण्ছि তूমি চলো，গাড়ির মধ্ধে खুে্রে থাকবে।
आমার জনা জাবছিস কেন ？आমি সিদ্ধ মাতাল। $\Omega$ সবে কিছू হয় না।
বাড়ির এক্টা সম্মান আছে তো
आম্श या，आर ফुটৃাথ শোরো ना।
ভিতরে গির্যে বসতেও পারে।
সৌ্ত অনেকে পছ্ন্দ কররে না। पूই या। তাড়াতাড়ি থবরটা নিয়ে আয়।
রেমি ভার সারা জীবন্তে এত ফুল কথনো লেথ্থেন। চারদিক থেকে সুলেরা ब্রেপে ধরেরে




ঋৗף কণ্ঠে রেমি বলन．এত ফुन কেন ？
এক্টা কর্রশ পুরুষ গলায় কে যেন নেপথ্য থেকে জবার দিল，সुল ハোমার ভাল লাগে না ？
লাগে। কিন্তু এভ ফুল কেন ？
সবাই．जোমাকে ফুল দিচ্ছে ভে，को করা যাবে।

পুকুষ গলা বनল．आসলে আমরা একটা ষুলের বাগানের ভিতর দিয়ে याছ্ছি।
এढा কি বাগাन ？
এথানে «ुলের চাষ হয়। চলো।
কে小থায় যাবো ？
চলো। शততটা বাড়াও，आমি ধরহি।
 না，সে জানে না। তবে মনে হয় এ লোকটা খুব মাভাবিকভাবেই তার সন্গে आঢে। थাকারই কथা यে।

রেমি হাতটা বাড়ায়। ভারী দूর্বন，নির্জীব তার হাত। কौপছ巨，जবশ হয়ে আসছে। সে হাত यাড়াত্তেই একটা শক্ত কঠিন কর্কশ ঠাতা হাত সেট্ ধরল। তারপর আন্ঠে আন্ঠে টেনে নিতে লাগল जকে।

অজ্ম বিচিত্র ফৃনের রং অক্ধ করে দিচ্চিল রেমিকে। গক্ধে পাগল হয়ে যাচ্ছে সে। পiv দেখঢে
 जबমू করে। গালে，মুথে，কপালে স্পর্শ করছে বার বার। ভেজ，ঠাঅা অप్ुত স্পশ ।



হঠা সে তার সস্গীকেই জিজ্জেস করে, আ়ি কি কাঁদছি গো ?
शाँ।
কেন বলো তো ! আমার তে কিছু মনে পড়াে না
মনে করে দ্থার দরককা कী?
তবে কौদছি কেন?
মনের মধ্যে কান্না জনে ছিল বোখ হয়। কাঁদে। কাঁদলে চোেের জালে মাটি উর্বর হরে। আরো ফुन खुত্বে।
 পড়়ছিল। બোথের জল মাটির উর্বরত বাড়ায় । ভৃগোলের বই ? না কি বিষ্ঞানের বই ! ঠিক মনে নেই

आমার পा অবশ হয়ে आসছ్ কেন গো ?
भा ?
शाँ। आমि भा দুটোয় সাড় भाष्চि ना। जবশ।
 नि<্যে ভাববার কিছু নেই।

তাই বূबি ?
श゙া রেমি। শরীরढা কিদ্রু নয়।
जा अवশ্য ठिक।
যथन শরীর থাকবে না তथन তুমি সব কিছूর মধ্যে ছড়িয়ে থাকবে।
কি রকম গো?
এই ফুল মাঢि জल বাতাস সব किছूহ তখन রেমি হয়ে যাবে।
थु মজা হবে, ना ?
शाँ, मে ভারী মজ। डারী आনদ্দ।
তখन কেউ जাল না বাসলেও দूঃথ হরে না, নा ?
না, একদুও না। কিষ্ֶু তথन তোমাকে সকলেই তালবাসবে।
বাসবে ? ঠিক জানো ?
ना বেসে উপায় आহে ?
 তখন তো রেমিকেই ঋাসের সল্গে বৃকের মধ্যে নিতে হরে। রেমি শ্যোতাস হয়ে যাবে তথন। রেমি হয়ে যাবে ফুন । তথন রেমির দিকে তাকিয়েই মুক্\% হয়ে যেভে হবে। রেমি হয়ে যাবে মাটি। आর মাটিকে কি অ尺্বিকার করা যায় ? তথন চারদিকটাই হয়ে যাবে রেমি-ময়। সবকিচুই রোি হয়ে याবে।

রেমি বলল, आমার থুব ভান লাগচ్।

भाज्ছि।
आমি কিষ্ু आর হাঁট্টে পারাছি না। এবার চলো ফিরে যাई।
बোথায ফিরে যাবে ?
তাই তো ! রেমি ভেবে পেল না, কোথায় ফিমবে। তার ব্যে কিছू মনে পড়াে না। অনেক ভেবে मে বलब, फिखে যাब্যার कथा कि ছिन ना !

ఆঃ, शাঁ। সেইখাননই जো তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে य্যা্ছি।

কোথায় বলো তো !
যেখানে তুমি ছিলে । আকাশ বাতাস মাটি গাছপালার মধ্যে।
তাদের মধ্যে মিশে যাবো ?
যাবে রেমি। বললাম তো !
কিস্তু আর একটা জায়গা ছিল যে আমার ! রেমি বলে কোনো কোনো নোক ভাবত আমাকে । তারা খুব মজার লোক।

তাদের কাছে আর নয় রেমি।
নয় ? রেমি এক্টা দীর্ঘপ্ষাস ছাড়ল ।
না, রেমির কিছু মনে নেই। মনে নেই সেই কালীঘাটের বাড়ি, যেখানে একটা অদৃশা থেঁটায় বাঁধা ছিল তার অস্তিত্ব । কিছুতেই ছেঁড়া যেত না বস্ধন। অথচ কেউ বাঁধেনি তাকে।

রাজার ফ্ল্যাট থেকে এক অবশ্যষ্ভাবী পতনের মুখ থেকে জয়িতাকে নিয়ে ফিরে এসেছিল রেমি । তার সর্বাঙ্গ বলে উঠতে চেয়েছিল, ওগো, এই দেখ, এখনো আমি শুদ্ধ, এখনো একগতি, এখনো আমি তোমারই।

কিষ্তু কে শুনবে সেই আর্ত নীরব চিৎকার ? ধ্রুব ? হায় ।
সেই দিন জয়িতা অনেকক্ষণ বসে ছিল তাদের বাড়িতে ধ্রুবর সঙ্গে দেখা করবে বলে । দেখা एয়নি । ध্রুব ছিল না।

অনেক রাত অবধি জয়িতাকে আটকে রেখে গাড়ি করে বাড়ি পাঠিয়ে দিল রেমি । তার খুব ইচ্ছে ছিল, ধ্রুবর সঙ্গে জয়িতার আলাপ করিয়ে দেয় । সে যে রাজার সঙ্গে কোনো অবৈধ সংসর্গ করেনি তার সাক্ষী ছিল তো জয়িতা, তাই।

ধ্রুব ফিরল অনেক রাতে। বেশ মাতাল । তবে বেহেড নয় ।
সেই রাতেও রেমি নীচের ঘরে ছিল ।
ধ্রুব তাকে দেখে মৃদু হেসে বলল, সব হল ? বরফ ভাঙল তাহলে ?
রেমি শিউরে উঠে বলে, না, না, ছিঃ।
ছিছিক্কার কেন ? গো আহ্যেড । আবার কাল চলে যেও । রোজ যেও । কিছু হয় না ওতে ।
রেমি এর জবাবে কী বলবে ভেবেই পেল না । শুধু অসহায় কাহিল হয়ে বসে ছিল বিছানায় ।
ধ্রুব গোটা চারেক অ্যাণ্টাসিড গিলে বলল, আমি চেয়েছিলাম তোমার মুক্তি । এতকাল পরে সেটা হল ।

রেমি আবার আতক্কিত হয়ে বলে, না।
মুক্তি হয়নি বলছ ?
তুমি আমাকে বিশ্ধাস করো না ?
আমার বিষ্যাস অবিশ্যাস দিয়ে তোমার কী হবে ?
আমার সঙ্গে রাজার কিছু হয়নি। কিছ্ না। পায়ে পড়ি, এ প্রসF্গ আজ আর তুলো না।
ধ্রুব একটা দীর্ঘশ্যাস ফেলল। বিছানায় এসে তার পাশে বসে বলল, আজ তোমাকে বেশ ব্রাইট দেখচ্ছে।

কেন ? রেমি সভয়ে প্রশ্ন করেরে
কেন সে তো তোমার জান্বার কথা ।
মেটেই ব্রাইট দেখানোর কথা নয় । সেই দুপুর থেকে তোমার জনা বসে আছি। এতঞ্ষণ জয়িতা ছिल ।

জয়িতা কে ?
রাজার ভাগ্মী।

চেনো！
দেখছি। ও এসেছিল কেন ？
তোমার সঙ্গে দেখা করতে ।
কেন，আমার সঙ্গে ওর কী দরকার ？
ও তোমার আডমায়ারার ।
তাই নাকি？
তোমার তো অনেক আডমময়ারার । আজ সব শুনলাম ।
ষ্রুব মৃদু একটু হাসল । তারপর অস্ফুট গলায় বলল，গার্লস．．．！কথাটা শেষ করল না । একটা দীর্ঘপ্বাস ছেড়ে বলল，আমার কথা থাক। তোমার কথা বলো ।

আমার কী কথা ？
ডডটেলস ।
কিসের ডিটেলস ？
সব । যা ঘটল তার সব। যদি অবশ্য আপত্তি না থাকে।
ঠিক এই সময়ে রোমর রাগ হল। সততাক小রের রাগ। এই মাতাল，চারত্রইীন，অস্থিরমতি পুরুষটির জনা 心িভরে এক গভীর জ যুক্তিইীন ভালবাসার কারণ খুজ্েে না পেয়ে নিজের ওপরেও তার এক নীব্র রাগ হল । দুই রাগ মিলে মিশে আচমকাই ফুঁসে উঠুল সে।

তোমর ঘেক্ষা হয় না ！ঘেন্না হয় না জিজ্ঞেস করতে ？আমাকে কী মনে করো তৃমি．．？
বলতে বলতে রেমি ধ্রুবর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আচড়ে কামড়ে জামা－কাপড় ছিড়ে একটা ছ্ञেলেমানুষীর ঝড় তুলে দিল ।

প্রথমটায় ধ্বিব ভাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ！বিছানায় পড়ে গিয়ে রেমির আক্রমণ ঠঠকানোর চেষ্টা করল কিছছুক্ষণ । জারপর দু হাতে রেমির দু হাত চেপে ধরে বলল，নেশাট কাটিয়ে দেবে নাকি ？

দেবো । সব নেশা কাটিয়ে দেবো
কেন ？
पूমি কেন ভালবাসবে না আমাকে ？
এ কি গায়ের জোরের জিনিস রেমি ？
আমার কোনো জোর নেই ？
না। আজ আর নেই।

## ヘッ リ

ইরফান নামে যে লোকটাকে বিপিন লাঠির তালিম দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছে সে লোকটা যে ওস্তাদ এক নজরেই বোঝা যায় । চওড়া ধরনের চাপা মেদহীন পেটানো শরীর । এক বিন্দ ঢিলেমি নেই শরীরে । পাখসাট মেরে লাঠি ঘোরায় বিদ্যুতের গতিতে।

বারবাড়ির মাঠের ধারে কাঠের চেয়ারে বসে নিবিষ্টভাবে দেখছিলেন হেমকাষ্ত । ইরফান তালিম দিচ্ছে কৃষ্ণকাম্তকে । কৃষ্ণকান্তর পায়ের কাজ চমৎকার । বয়সের অনুপাতে তার গ্রহণপ্মমতা অন্কে বেশি। হেমকাম্ত দেখলেন，ঘন্টাখানেকের তালিমে চমৎকার পাম্না দিয়ে যাচ্ছে ক্কষ্ণকাষ্ত। তাঁর বুকটা ভরে যায়। গা গরম হয়ে ওঠে ।

ইরফান ঘেমো শরীরে লাঠিটা নামিয়ে রেথে হেমকাম্তকে একটা সেলাম দিয়ে বলল．এ তো তৈরি ৩৬8

आரে কর্ত। वেশি সময় লাগবে না।



কৃষ্ণকান্ত ধপাস করে হেমকান্তর চেয়ারের পালে মাট্তিতে বসে বলল, বাবা, आপনি এবদু লাঠি భরুন ना। ইরফনनদাদ जান লড়़।

হেমকান্ত লাজুক গলায় বললেন, না, নा। थाক।

ইরফান একমু হেসে বিনীতভারে বলে, ধরেন না কর্ত। ४রেন।
হেমকাד্তকে আর বলঢত হল না। উঠে কাপড়টা মালরোঁচ মেরে নিলেন। তারপর নেমে পড়লেन।

ইরমান ভালই লড়ে। কিষ্ֶু হেমকান্ত্র বিশ্মৃত-প্রায় কলাকৌশল সবই কৃষ্বকাত্তকে শেখাতে

 बে, তিनि ততট বूড়़িয়ে याननि।

লড়াইয়ের শেষে হেমকাঙ্ত খুব চওড়া মুখে হাসছিলেন। মনটা বড় ভাল লাগছছ। শরীরাঢা লাগছ্ পানকের মতো হালকা আর ম্যেড়ার মতো তেজী।

কৃষ্ণকাষ্ত বাবার কৃতিত্বে মুপ্গ। বড় বড় চোথে হেমকাষ্তর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, বাবা,


ইরমননও বিনীতভবে বলে, কর্তার হাত বড় সজূত।
হেমকাষ্ত লম্জায় রাঙা হলেন।



কৃষ্ণबाष्ठ বलে, করি।
ধ্যান-ট্যান ত্ক ঘাড়া করা বিপম্জনক। অধীরনাবুর ছেলে ওইসব করতে গিয়ে পাগল হয়ে গেল। তा তোমার এই বয়cেই ধ্যানের ইচ্ছে হল কেন ?

সে ঢো বটেই। শরীরের ঢেয়ে মনের শক্তি অনেক বেশি। মনের জোর যার আছে সেই প্রকৃত



 বে⿵ि বিড্হ হওয়ার नয়।


 आজকাन आর आচরণসিছ্ধ নन।

जाइलে कि ध্যাन করু ना ?



आমার কাধীকে পছन्म।

তবে তাকেই ভেবো। কিষ্তু বেশি নয়। আমি নিজে অবশ্য খুব বেশি ধর্মাচরণ করিনি। মনু বোধহয় জানে। ওর কাছে তনে নিও।

মনুপিসির কাছেই তো আমি खুন
আর একটা কথা।
की बाবा ?
তুমি নাকি আজকাল একবেলা মোটে ভাত খাও।
शाँ বাবা।
কেন ?
ব্রাহ্মণরা তো তাই করতেন।
উপনয়ন না হলে তো প্রকৃত ব্রাপ্মণের মতো আচরণ করার দরকার নেই। তাতে বরং শরীর-টরীর খারাপ হতে পারে। তোমার মা নেই, ঠিকমতো যত্মআত্তি হয় না । তার ওপর আবার ওসব করলেল

কৃষ্ণকান্ত বাবার দিকে চেয়ে বলে, তাহলে কী করব আপনি বলে দিন।
হেমকান্ত ফौপড়ে পড়ে যান । নিজ্জের ইচ্ছেমতো ছেলেকে পরিচালিত করতে তাঁর ঠিক সাহস হয় না। বিশেষ করে কৃষ্ণকান্ত যথন ঠিক সাধারণ স্তরের ছেলে নয়। আরো একটা কথা হল, কৃষ্ণকান্ত অতিশয় পিত্ভক্ত । যারা পিতৃভক্ত এবং প্রতিভাবান তাদের কী করে পরিচালনা করা যায় তা হেমকাষ্ত কখনো ভেবে দেখেননি। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র তাঁকে বেশ खটিলতার মধো ফেলে দিয়েছে।

হেমকান্ত কৃষ্ণকান্তর মাথায় সস্নেহে হাত রেখে বললেন, আমি তোমার ভালমন্দ যে খুব ভাল বুঝি তা নয়। কিসে যে তোমার ভাল হবে তা আমি ভেবে দেখব। তবে শখু এইটকু বলি, বেশি কৃচ্ডুসাধন করার খুব একটা দরকার নেই।

ক্চ্জ্রসাধন নয়। ব্রभ্মচর্य।
ও বাবা, সে তো অনেক বড় কথা।
করব না বাবা ?
ভেবে দেখি। একজন পতিতের বিধান নিতে হবে।
সরকত শেষ করে হেমকাষ্ত উঠলেন। তাঁর মনটা আब্জ স্বচ্ছন্দ নয়। ভিতরে ভিতরে একটা অস্বষ্তি কাজ করছে। बীবনটা নানা সমস্যায় কন্টকিত। नाना ভাবনায় মন আক্রাস্ত।

বর্ষণশেষে শরeঝতুর আর্বিভাবে চারদিকের প্রকৃতিতে একটা সাজ্োসাজ্ো ভাব। বৃষ্টির দেবতা আকাশকে ধুয়ে মুছে ফ্ট্টটে নীল ফুট্টেয়ে তুলেছেন । তাতে ভাসছে च মেঘের কাশফুলি সৌ্দর্য। তার সস্গে মানিয়েই বৃঝি নদীর ও্যরে অফুরান মাঠে কাশফুলের বন্যা এসেহে। আজকাল সকালের বাতাসে একট্ট হিম थাকে। শিশির জমে थাকে घাসের ఆপর। হেমকাষ্তর বড় প্রিয় এই ঋতू। দোতনার বারান্দায় বসে অনেকক্ক চেয়ে রইইলেন নদীর দিকে। মনটা যে ভাল হয়ে উঠল, তা নয় । তবে অन্যমনস্ক ররইলেন।

आচমকাই র্रুময়ী আब অপ্রত্যাশিত शানা मिल।
এই বয়সে यमি হাতে পায়ে চোট নাগে তবে কে দেখবে তোমাকে বলোো তো! অত বাহাদুর্রী করতে কে তোমাকে বলেছে ?

হেমকান্তর মুথে আনব্দের একটা হটা ফুটে ওঠে । হাসিমুঝে বলেন, আরে, হঠাৎ নিষিষ্ধ এলাকায্র यে ? कী ব্যাপার ?

ঠাকুরবাড়ির দালান থেকে সেখতে পেলাম তুমি ওই ডাকাতে চেহারার লেঠেলটার সন্গে তাল ঠুকহো। फেখে ভয়ে মরি । कী জোরে লাঠি ঘোরাচ্ছিন লোকটা, আর কী ঠোকঠুকির শব্দ ! এখনো ৩৬৬

বুক দুরদুর করছে।
হেমকান্ত উদারভাবে হাসলেন, তোমার এত ভয় কেন বলো তো ! আমার লাগলে সেবা করতে হত সেই ভয় ?

না । বরং উল্টোটা । তোমার চোট লাগলে আমি এসে সেবাটুকুও করতে পারতাম না । যতদিন বড় বউ আছে।

কেন পারতে না ? এত মনের অসুখv মরো কেন বলো তো !
সে কথ্যা পুরুষমানুষেরা বুঝবে না । কিষ্তু বাহাদুরিটা কাকে দেখানোর জন্য হচ্ছিল খনি!
হেমকান্ত খুব তরল হেসে বললেন, বুড়ো বয়সের খোঁটা দিচ্ছ তো ! বুঝেছি । यদি বলি তোমাকে দেখানোর জন্য ?

আমাকে ! রঙ্গময়ী চোখ বড় বড় করে বলে, আমাকে বীরত্ব দেখিয়ে লাভ কী ? নতুন করে মজতে হবে নাকি ?

হেমকাষ্ত খুব রাঙা হয়ে গেলেন লজ্জায় । রঙ্গময়ী একটু ঠোঁটকাটা বরাবরই । ওর সঙ্গে টক্কর দিতে যাওয়া বৃथা।

রঙ্গময়ী ছিটেগুলির মত্েো তীব্র গলায় ফের বলে, আর বুড়ো বয়সের খ্খেঁটা কখন দিলাম বলৌ তো ! তোমার কি ধারণা আমি তোমাকে বুড়ো ভাবি ?

নইলে একটু লাঠি চালাচালির জন্য অত চিষ্তা হবে কেন ? ভাবছিলে বুড়ো বয়সে লেগে-টেগে গেলে হাড়ে বাত সেঁদোবে । তাই না ?

তোমাকে বুড়ো-বাতিকে পেয়েছে। সব কথার মধ্যে খেঁটা দেখছ।
হেমকান্ত মৃদু হেসে বলেন, ঝগড়ার মাথাটি তো বেশ পাকা । ওদিকে বড় বউয়ের ভয়ে মেচি বেড়াল ।

রগময়ী অপলক চোখে কিছুহ্মণ চেয়ে থেকে বলে, ঝগড়া করি খুব, তাই না ! আচ্ছা সে কথার জবাব পরে দেবো । কিষ্ঠু বুড়ো বয়সের কথাটা আগে শেষ করো ।

হেমকাষ্ত হাতজোড় করে বলেন, ঘাট হয়েছে। মাপ চাইছি।
তাহলে কখনো ভাববে না তো যে মনু আমাকে বুড়ো বলেছে!
তার জন্য তোমার অত দুচ্চিষ্তা কেন বলো তো মনু ?
দুচ্চিষ্তা আমার হবে না তো কার হবে ? শেষে এই নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে বসবে । তাহলে কি বুড়ো হয়ে यাচ্ছি! তাহলে কি শীগগীর মরে যাবো ? তাহলে কি সংসার করা বৃথা ? হাঁ করে এইসব ভেবে ভেবে সত্যিই বুড়োটে হয়ে যাবে ।

হেমকাষ্ঠ একটা দীর্घथাস ফেলে বললেন, সে চিচ্তা কি সহজে ছাড়ে মনু ? বুড়ো হচ্ছিই তো, মরতেও হবে।

## আবার ওসব কথা!

ভয় পেও না । সেবার আচমকা কুয়োর বালতি জলে পড়ে যাওয়ায় একটা কেমন লেগেছিল । আজ আর সেরকম নয়্ । আসলে এই যে এতকাল বেঁচে রইইনাম, একদিন মরেఆ যাবো, এর অর্ৎটা


সেসব ভাববার লোক আছে। তোমাকে ভাবতে হবে না ।
থুব হাসজেন হেমকাষ্ত। তারপর মাথা নেড়ে বলজেন, ভালবাসা কি এরকমই যুক্তিহীন ?
কাল লেকে আর ওই ডাকাতটার সজ্গে নাঠি খেনো না কিষ্টু। বন্সে গেমাম।
এখুनি যযও না মনু। তোমার সক্গে কथা আছে।
को কथा ? তাড়াতাড়ি বলো ।
অত তাড়া কেন ?

বড় বউ কালীবাড়ি গেছে পৃজো দিতে। এসে পড়বে।
কथাটা কৃষ্ণকে নিয়ে। তোমার কি মনে হয় ও একটু অম্বাভাবিক ?
রঙ্গময়ী ভ্ কুঁচকে বলে, ও আবার কী অলুক্ֵণে কथা ? অম্বাভাবিক হবে কেন ?
একটু অনারকম মনে হয় না ?
না তো! অन্যরকম ককন হবে?
ও বে একা থাকে, ব্রर্মচর্य করে, এক বেলা খায় এসব তৃমি জানো ?
জানব না কেন ? আমিই তো বলেছি।
তूমি বनেছো ? আশর্য ! কেন ?
তোমার আর সব ছেলে যেরকম সেরকমই ও হোক তা আমি চাইনি। তাই।
এরকম করে লাভ কী?
সহাশক্তি বাড়বে। মনটা ঝরঝরে হবে।
তাই বলো ! आমি ভাব্বছিলাম, ওর মাথায় এসব পোকা ঢোকাল কে ! গোপনে গোপনে ম্বদেশ্শী
 शতে বোমা দিয়ে সাহেব মারতে পাঠাবে।

রঙ্গয়ীর মুখটা সামান্য বিমর্ষ হয়ে গেল। গলাটা এক পর্দা নামিয়ে বলল, ও যদি নিজে থেকে স্বদেশী করতে চায় তবে কি তুমি বাধা দেবে ?

দেবো না ? কী সব বলছ ?
 যুগ পড়েছে, এর হাওয়া বাতাস গায়ে লাগরেই । কৃষ্ণ তোমার অন্য ছেল্লদেে মতো আঁচলধরা নয় । হয় মায়ের আঁচল, নয় তো বউয়ের আচল ধরে যারা টিকে আছে তাদের থথকে ওর ধাত আলাদা। স্বদেশীর হাওয়া থেকে ওকে বাঁচাতে হলে তোমাকে ছেলে নিয়ে কাশীবাসী হ<ে হয়।

হেমকাম্ত চিষ্তিত মুথে রঙময়ীর দিকে কিছুম্ষ তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার তিতরেজ একট্ স্বদেশী পোকা আছে মনু, আমি অনেকদিন আগেই টের পের্য়াছি।

থাকলে आছে। को করব বলো!
হেমকান্ত একটা দীর্ঘপ্ধাস ফেলে বললেন, আমি পৃথিবীর ঘটনা নিয়ষ্木ণ করতে পারি না মনু। যা হওয়ার তা তো হবেই। তুধু তোমাকে বলি, কৃষ্ণ ড়োমার খুব বাধ্যের ছেলে। ওকে নিজের ছোলে বলে ভেবে ওর ভালমন্দ या एয় ঠিক কোরে।

এ কথার মানে কী? आমি ওকে ছেলে বলে ভাবি না नাকি?
इয়ত ভাবো। তবু বলनাম। আख কষ্ণ आমার কাছে জানতে চয়েছিন কী ভাবে চলবে। आমি বলতে পারিনি। यদি পারো তো তুমি বোলো।

কৃষ্ণকে নিয়ে पूমি অত ভেবো না। এক্টু শক্ত হও।
শক্ত হওয়া আর এ জন্মে হবে না মনু । তাই আমি চেট্টা করছি নিম্পৃহ হতে। কোনোরকমে চোথ কান বুজ্জে यদি আয়ুট পার করে দেওয়া যায়। তারপর যা হয় হোক।

বাঃ, বেশ বীরপুরুষের মতো কथা তো ! সকালের সেই লাঠিয়াল কোথায় গেল ? মালকোঁচা মেরে থুব যে বীরড্ব ফলাচ্ছিলে এথন সেই লোকটা কোথায় ?

লাঠিবাজি কি সর্বত্র চলে মনু ? লাঠি এথন निজের মাথায় মারতে ইচ্ছে করে মাঝো মাঝে।
आउक्किত মनू বझে, কেন भো! ও को कथा?
হেমকান্ত অনুত্তেজিত কণ্ঠেই বলেন, আমার মনে বড় অশাভ্তি। চারদিকে কী যে সব হচ্ছে !
রস্গময়ী কিছুমণ চूপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর গাঢ স্বরে বলে, তুমি ভেবো না। তোমার মনে অশাস্তি হতে পারে এমন কিছ্ আমি হতে সেবো না।

হেমকান্ত একই হাসলেন। বসমেন, आমি কি বাচ্চা ছেনে মনু, যে আমাকে ভোলাজ্ছে । বাচ্চার বেশিও ডো কিচ্রু নও।
তাই नाকि ?
তুমি সাবালক হলে আমার আর চিষ্ঠা ছিল কী?
আমাকে নিয়ে যে ভাবছো তার তো প্রমাণ পাই না। আমার এমন অশাষ্ভির সময়টায় দিব্যি ছৌয়াচ বাচচিয়ে দূরে দৃরে আছে।

তাহलে কী করব ? अन्দরমহলে এসে थूँটি গাড়ব নাকি ?
তাই কি বলেছি?
বড় বউ কবে যাবে ?
যাবে না বলছে। কৃষ্ণর পৈতের পর যেতে চায়।
তার তো ঢের দেরী।

নাঃ। সে আজকাল আমার সঙ্গে কथা বলে না। তবে বড় বউ কী কারণে জানি না তার ওপর यूশि नয়।

বলো কী? রটা ঢো মন্ত খবর !
তোমার কাহে মস্ত খবর বটে, আমার অন্য ভয়।
কিসের ভয় ?
শচীনের মুথচোথে একটা হন্যে ভাব। বেহিসেবী কিছू করে না বসে। বড় বউ বুদ্ধিমতী বটে, কিষ্তু পুরুষ পাগল হলে তাকে সামাল দিতে পারবে কি ?

শচীন क़ী করবে?
งর বাপ রাজ্েেনবাবু সাঙ্যাতিক রাগী ন্োক। জানো বোষ্য়।
জানি ना। उবে खानलाম।
ฆুব অহংকারীও। শচীনের মধ্যেও সে ভাবটা আছে। বড় বউ এত দিন নাচিয়ে যদি আর পাত্তা দিতে না চায় তবে শচীন একদম বেহেড হয়ে যাবে। একদিন লোতলায় উঠে বড় বউয়ের ঘরে হানা দিয়েছিল সক্ধেবেলায়। জাপটে ধরারও চেষ্টা করে।

হেমকান্ত মেরুদণে হিমশীতল স্পর্শ অনুভব করে বিবর্ণ মুখে বমেন, তাই নাকি ? তারপর কী হল ?

কিছू হয়নি। বড় বউ সামলে निয়েছিল বিপদটা। কিষ্ঠু শচীনের মধ্যে आমি একটা পাগनামি দেথ合।

की কব্রব মनू ?
করার অনেক আছে। শশিভৃষণের মামनা উঠতে দেরী নেই। শচীনকে বরিশানে পাঠানোর কथা ছিল। তার की इল ?

ভান কথা মনে করেছো
 डान्न फেथছি না।

তাহলে ?
ఆকে সঙ্গে निয়ে তুমি निজে যাও।
आমि?
 कরে সময় কাটাবে, অबूহাত मেবে।

কিষ্ঠু শশিভৃষণ আমাদের কে বলো!
এমনিতে কেউ নয়। কিষ্টু তোমার বাড়িতে ছিল। পুলিশ তো তোমাকে ছাড়বে না।
হেমকাম্ত অনেকক্ষণ ভাবলেন। তারপর দীর্ঘ্ব্যাস ছেড়ে বললেন, তোমার বাষ্তববুদ্ধি আমার চুয়ে বেশি। আমি তোমার প্রস্তাব মেনে নিলাম। যাবো ।

গেলে দেরী কোরো না।
কেন, এত তাড়া কিসের ?
তুমি যখন থাকবে না তখন আমি বড় বউকে কলকাতায় পাঠানোর চেষ্টা করব। এখন পাঠালে গণগোল হবে। আমার বিপ্ধাস, বড় বউ কলকাতায় গেলে শচীন তার পিছ্ নেবে।

না, আমি কালই যাবো। শচীনকে ডেকে পাঠাচ্ছি আজ বিকেলে।
তবে আমি যাই?
এসো গিয়ে।
রসময়ী চলে গেলে হেমকান্ত অনেকটা সময় কাটালেন প্রচণ অস্থিরতার মধ্যে। বিকেলে শচীন কাছারিতে এলে ডেকে পাঠালেন।

শচীন, শশিভূষণের কেসটার জন্যা আমাদের্র একবার বরিশাল যাওয়া দরকার।
শচীন ভ্র কুঁচকে বলল, বরিশাল! কিম্তু আমার বে এখানে অনেকふুলো মামলা হাতে রয়েছে।
শশিভূষণের মামলায় উকিল তো দিত্ৰই হবে।
শচীন একটু ভেবে বলে, আমি আর একজনকে ঠিক করে দেবো।
আর একজন! সেটা কি ভাল হবে ?
কেন হবে না ? ভাল উকিলের কি অভাব আছে ?
হেমকান্ত কী বলবেন ভেবে পেলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোমার সহ্গে আমার কथা হয়েছিল, শশীর মামলা তুমিই লড়বে। নতুন উকিলকে ব্যাপারটা বোঝানো সময়সাপেল্ষ। একটু ভেবে দেখ যদি সচ্তব হয়। কালই আমার যাওয়ার ইচ্ছে।

आমি আপনাকে কাল জানাবে। মনে হচ্ছে যাওয়া সম্তব হবে না।
হেমকাষ্ত অসষ্তুষ্ট হলেন। কিষ্তু কিছ্ করারঞ তো নেই ! বললেন, ঠিক আছে। যাও।
শচীন চলে গেল।
হেমকাম্ত বুঝলেন, ব্যাপারটা সহজ হবে না । রঙ্গমযী যত বুদ্ধিমতীই হোক, বাাপারটা এত সহজ সরল नয়।

## || ৬8 ॥

আজ আর নেই! আজ আর তার কোনো জ্জোর নেই র্রুবর ওপর ! কথাটার মানে কী? রেমি যেমন রাগে আর্রেশে আবেগে বौপিয়ে পড়েছিল 丬্রুবর ওপর তেমনি হঠাৎ নিবে গেল । অ্যশ হয়ে পড়ন।

צ্বুব তার দিকে চেয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল তাকে। তারপর বলল, কখনো কখনো মানুষ अধিকার হারায়। पুমিও হারিয়েছো।

কেন সেটা ব্যাখ্যা করে বলো।
অত কथা বলতে গেলে আমার নেশা ছুটে যাবে।
आমি তোমার মাধায় এস্মুণি ঠাणা জল তেনে দেবো না বললে।
צ্বুব অনেক্শণ চूপ করে থেকে মৃদু গলায় বলে, দু নৌকোয় পা দিয়ে চলার নেষ্যা করছো কেন

রেমি ? आজ দুপুরের পর থেকে আমার সল্গে তোমার সব সম্পক লেষ হөয়া উচিত। কেন, দूभूরে কो এমন হল ?
কী হয়েছে তার খবর बে রাথে বলো ! কিষ్ তুমি তো তৈরি হয়েই বেরিয়েছিলে। তোমার মন जো প্রజ్రুত ছিন। লোো রেমি, শরীর্রের কোনো লোষ হয় না। শরীর ঢো এষটা নির্রেেক बिनिम। মन যেভাবে চালায় সে সেইভাবে চলে। ঢোমার শরীরสটা कী কর্রেনি সেত্ বড় কथা নয়। তোমার মন তো টলেছে। সেটীই आসল কथा।

এ পাগলরে রেমি কী করে বোঝাবে «ে, তার শরীীর यদিও বা কখনো অবাধ্যতা করে, মন করতে চায় ना। সে মাথার মধ্যে একটা পাগলামির মজো কিছू টের পাচ্ছিল। গলা দিয়ে ম্বর বেরোতে চাইছে না। সে ফিসফিস করে বলল, आমার মন কথनো টলেনি । কথনো না । ভूমि आমাকে জোর


पूমি कী করবে সে বিষয়ে তোমারই সিদ্ধাষ্ত নেওয়া উচিত। সেটা আমি কেন স্থির করে েেবো ?
 निজ্জের ఆপর বিশ্গাস রাখতে কর করো। পারবে।

דুম্মি আমাকে বিশ্গা করো না ?

 বিথাস, সত্তা এইসব কোন্না শৰই নয়। ঢूমি ঢোমার ইচ্ছেমতো চলবে, আমি চলব आমার মডো। কেউ কারো কাছে দায়ব্ধ্গ নই।

आমি उরকম সশ্পক বুঝি না। जूমি आমার কে হবে ঢাহলে ?
बেউ নয়। आমি একজন লোক, তूমি এষজন মহিলা।
মাগে! ! आমি ওরকম ভাবঢে পারব ना।
লেখ না డেঠা করে। আদিকালে তো এরকমই ছিল মেয়ে আার পুকৃষের সম্পক। তাছাড়া
 বর-বউ সশ্পক চাও সেটা হয়নো বা রাজার সা্গে কোনোদিন গড়ে উঠবে। आমার সা্গে নয়।

आমি डীষণ घাবড়ে यাচ্ছি। आমি भারব না।
এশ্সপেরিমেন্ট করে লেখ।

 পৌঁছ গোে পথথর একেবারে শেষ মাথায়। সামনেই খাদ।

রেমি ધুবর দূটো হাত ४রে টেনে নিল নির্खের দিকে। নিজ্রের শরীরে সেই হাতদুটের বেষ্নী দিয়ে
 যাবে।। মরে যাবে।।

夕্রূব रতাশ গनায় বলে, बেন শে তোমার সংক্কারশুनো যাচ্ছে না!
 তूমি या চাও তাই হোক। আমাকে ডিভোর্স করো। তারপর आমরা একসलन थাকব।

কিসের চালাকি?
ছলে ছूতোয় আমার সন্গ লেগে थাক্তে চఆ!
ছল ছুলো কেন হবে? প্রোপোজালচা তুমি দিয়েছিলে।


मৃষ্টিভ戶ি, आলাमা मर्শन। निজ্ের প্রাख্ন गীর সঙ্গে লিভিং দুগোর হয় না।
आমি পাগল হয়ে যাবো। আমাকে ছেড়ো না।
তুমি কী করে ওব্রকম সম্পক্ক অ্যাকসেন্ট করবে বনো তো ! पুমি তো আজ্র পর্যঙ্ড আমাকে নাম ষর্রেও ডাক্তে পারোনি। পারবে ?

তোমার জন্য আমি সব পারি।
আচ্চা, ডাকো ঢো!
नाম ४রে ? צ্রুব!
उ কি ডাকা इन? ৩४ উচ্চার্রণ কর্রলে।
আন্তে আঙ্যে হরে। দেথো।
হবে না। কিছুত্তে তোমার হবে না। তোমার সেই মানসিক্ষতা নেইই।
সেটেও হবে। তুমি শিখিয়ে নিও।
শেখানোর কিছু নেই। বললাম তো ওটা একটা মানসিক গঠন।
पूমি কি ওই মেয়েটাকে ভালবাসো ?
কোন মেয়েটাকে ?
ওই যে, আমি চলে গেলে যাকে নিয়ে ডুমি থাকতে চাও।
s্রুব রেমিকে কেন যে একটু গাঢ় করে চেপে ধরল একথা তনে তা বলা মুশকিন । কিষ্ঠু ধরল। তারপর বলল, ওটাও আমার একটা একস্পেরিমেন রেমি। पूমি ঠিক বুঝবে না।

आমি ওকে একবার দেখব। কতবার বলেছি। একটু দেখাে ?
এই প্রসঙ্গটায় ধ্রুব ভারী অস্বস্তি বোধ করে, লক্ম্য করেছে রেমি । ধ্রুব তাকে তেমনি কটকটে করে চেপে ধরে থেকে বলে, না। দরকার নেই।

কেন নেই ?
তোমার সত্গ ওর ডুলনা করার কিছ্ম নেই।
3 কেমন?
ওর মতো।
রেমির ফের রাগ হল। হিংসে হল। সে জানে প্রূবকে সে পায়নি। সেটা মেনে নেওয়া গিয়েছিল। কিষ্তু আর কেউ গ্রুবকে পেয়েছে এটাও বা সে মানে কী করে ? মাথাটা পাগল-পাগল হয়ে যায় তার। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে থাকে। খুন করতে ইচ্ছে করে। আখুন লাগাতে ইচ্ছে করে।

রেমি আচমকাই খ্রুবর আনিঙন ভেঙে ফণা তুলল, আমি আর স্থ করব না । বুঝলে ! আর সহ করব ना। ब কোথায় থাকে বলো! नाম कী?

צ্রুব মাথা নেড়ে বলল, ওরকম প্রগলভ হয়ো না। আমি তো কিছু লুকোইনি। লুকোবার কিছ্ম নেইও।

তবে ওর ঠিকানা দাও।
কেন, গিয়ে হামলা কব্রবে নাকি ?
ना। কিচ্দ্ করব না। ভয় নেंই। ঠिকানাটা দাও।
ওর কোনো দোষ নৌं। এর ঠিকানা দিয়ে কী হবে ? দোষ তো আমার । यদি मোষ বলে মনে করা যায় ।

দোষ নয় ?
आমার কাছে নয়। আমি অন্য ভাবে ভাবতে শিখছি।


তার কাছে রহস্যময় । কিষ্ডু সে নিজস্ব অধিকারবোধ বোঝে । সে বুঝল, এখন यদি জ্mের খাটানো না যায় তবে সব হারিয়ে ফেলবে সে । ধু কামায় তো হবে না।

রেমি তীব্র স্থির চোখে ধ্রুবর দিকে চেয়ে থেকে বলল, आমি মরলে ছুমি খুশি হও ? অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তাহলে ! তাই না ?

না । সব সমস্যাই থেকে যায়। বরং আরো জটিন হয় ব্যাপারটা। কিম্ভু মরার কथা ভাবছো কেন ?

তूমি কি জানে, যে অবস্থায় आমি आছি তাতে অনেক আগেই আমার মরা উচ্চিত ছিল ? না । এরকম কোনো সিচুয়েশন তৈরি হয়নি ।
হয়নি একজ্জন মাত্র মানুষের জন্য । তিনি শ্বশ্রমশাই । তিনি না থাকলে আমকে মরতেই হত ।
ধ্রুব একটা দীর্ঘশ্যাস ছেড়ে বলন, তিনি না থাকজে অনেক সমস্যা তৈরিই হত না রেমি । এমন কি তোমার সঙ্গে আমার বিত্যেটাই হত না ।

সেটা হয়তো ঠিক। কিষ্খু উনি आমার জনা যা করেছেন তা বাবাও করেনি ।
একজন মানুষকে. আমরা দুজন দুটো অ্যাঙ্গেল থেকে দেখছি রেমি । তোমার সক্গে আমার মিলবে না । তবু বলি, यদি ఆর জন্যই ঢোমার মরা না হয়ে থাকে তবে ওর জন্যেই বেঁচে থাকো । আমার কাছে কিছ্ প্রত্যাশা কোরো না ।

তবে আমার বেচে থাকাটা চাইছো কেন ?
মরাটাও তো মিনিংজেস । ওট্ট তো কোনো সমাধান নয় ।
কেন সমাধান হবে না ? আমি মরলে আমার সমস্যা মেটে। তোমারটা হয়তো মেটে না।
मौড়াও । আমার মাथায় এখন কোনো নজিক কাজ করহে না।
কোনোদিনই করে না। কিষ্ঠু তুমি আমার মরাটা চাইছো ।
কবে চেয়েছি?
রোজ চাইছো । নানাভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছো যে, আমাকে তোমার প্রয়োজন নেই। বউকে অন্যের घরে পৌঁছে দিতে চাইছো আপদবিদেয় করার জন্য, এত ঘেম্না আমাকে ডোমার । কিষ্তু কেন ? ওই মেয়েটার জন্য ? কতमিন ধরে ఆয় সজ্গ সষ্পক্ক তোমার ?

আঃ, বাজে বোকো না ।
আজ্কাল তুমি আমার শরীর 商তে চাও না । কেন বজো তো ! ঘেম্মা ?
রেমি ! চুপ করো।
রেমি আঁচলটা ফেলে দেয় । খুব দ্রুত হাতে নিরাবরণ হতে হতে রুদ্ধম্যাসে বলে, দেখ দেখ আমি তার চেয়ে কতটা খারাপ । দেথ তো চেয়ে অক্ধ, ধু শরীরఆ यमि তোমার চাহিদা হত তাহলেও কি आমি ख্যানनना! मেच।

গ্রুব मেখन । মাथা नেড়ে বக户, आমি ঢো বলিनि पूমি খারাপ!
রেমি তেমনি র্রদ্ধশাস উত্ত্রিত স্বরে বজে, সেকস ছাড়া অनেক বেশী কিছু দিয়েছি তোমাকে। তুমি তা বুঝলে না । ও মেয়েটা কী পারে দিতে তোমাকে p শরীর তো ! তাও কি আমার সঙ্গ পাম্সা দেওয়ার মতো ? বজো!

ধ্বব রেমিকে ধরে টেনে আনে কাছ্ছে পাগनी হয়ে याচ্চ নাকি ?
আমার কি নরম্যাन ছওয়ার কथা ? এত কিছ্রু পরেও ?
গ্রুব একটা দীর্ঘ চৃম্বন দিল তার ঠঠtটে । বলল, ডোমার কি ক্ষর হয়েছে ? শরীরতা বড্ড গরম । পাস জ্োরে করো ।

ছাড়ো আমাকে। খুব ঋ্ষীণ গলায় বলে রেমি।
ছাড়ব ? সত্যিই চাও ছেড়ে मिই।

চাই। তৃমি বদমাশ।
সে তো পুরোনো কথ্থ। ত্ব ত্রে ছড়তে ঢাও না আমাকে।
ছাড়ো। আমি সেই মেয়েটার কাছে যাবো।
যেয়ো। তড়া কিসের ?
ठিকানাটা দাও।
आমি নিয়ে যাবে।
ত্̧ি ওর সজ্গে শুয়েছো?
কী হবে জেনে ? পুরুষ্দের जো সতীত্ব নষ্ট হয় না।
आমি জানতে চাই। বলো।
এই রকম রুদ্ব্বষ্বাস কথাবার্তার মধ্যোই ধ্রূব রেমিকে বিছানায় নিয়েছে। তাদের রাগ, উত্তেজনা, আক্রোশ আর ঘৃণা সব কিছুই একটা রক্ধ্র থুজছিল । বেরোবার পথ না পেলে দুজনেরই ভিতরে তা টগবগ টগবগ করে ফুটতে থাকত অনেকক্ষণ । দুজনেই সেই পথ পেয়ে গেল দুজনের শরীরে ।

এমন আদর, এত ভালবাসাবাসি, বহুকাল হয়নি তাদের। উম্মত্তের মতো, জ্রালাময় তীব্রতার সঙ্গে তারা আঁকড়ে ধরল পরম্পরকে। অথচ বোঝা যাচ্ছিল, শরীরের এই মিলন দুজনের মধ্যে সেত্বুব্ধ তৈরি করছে না। একট্ট ফাঁক থেকে যাচ্ছে কোথাও।

আনন্দ্রে একটা ক্ষস্থায়ী শিখর থেকে নেমে এসে অবসন্ন দুটি শরীর যখন পড়ে ছিন পাশাপাশি তখন রেমি হাত বাড়িয়ে খুবর চুলের মুঠি নরম হাতে ধরে নিজের দিকে টেনে আনল।

বলো। खয়েছো?
সতিা কথা সইতে পারবে ?
সেটা আমি বুঝবো। তুমি বলো।
একাু রহস্য থাক না।
না, থাকবে না।
তোমকে সব কथা বলতে হবে এমন প্রচিজ্ঞ কি বিয়ের সময় করেছি?
না করলেও আমি তোমার বউ তো! আমার কিছু अধিকার আছে তোমার ওপর। আমি জানতাম তোমার সবটুকুই আমার। হয়তো ভুল জানতাম। কিষ্তু তবু আমার সম্পত্তিতে কেউ ভাগ বসিয়েছে কিনা সেটা না জানলে আমার শাা্তি নেই।

জানলে কি শাস্তি হবে ? यদি জ্যালা আরো বাড়ে ?
তবু জানতে চাই।
শোনো রেমি । তোমাকে তো বোঝানোর बেষ্টা করলাম যে, শরীীরের দোম নেই । যেসব মেয়েরা রেপড হয় তারা ডো নিজের ইচ্ছেয় হয় না। সমাজও তাদের প্রতি সিমপ্যধেটিক। তুমি ববং খৌজ নিয়ে দেখ, আমার মন আর কেউ দখল করেছে কিনা। সেটা অনেক বেশী বিপब্জনক।

ওর আগে শরীরের কথাটাই বলো।
গুনবেই?
তুবোই।
তাহলে বनি, হাঁ। কয়েকবার।
রেমি কিছুহ্শণ স্তক্র হয়ে রইল। তারপর ঠাত্য ম্বরে বলল, তোমান্প बেমা কন্রল না ? তোমার করে ?
আমার ! রেমি অবাক হয়ে তাকায়।
राজा यथन-!
রেমি লজ্জায় রাঙা হয়। তারপর বলে, তুমি আমাকে বিখ্যাস কক্রো ?

করি। কারণ তুমি থুব ভাল মিথ্যেবাদী নও।
আমাকে রাজা কয়েকবার চুমু খেয়োছ কিংবা বলা ভাল খাওয়ার চেষ্টা করেছে। आমি জানি তুমি জেলাস নও। তবু বলি, আমার কিন্টু ঘেন্না হয়েছে ভীষণ।

আর আজ ?
আজ তোমার ওপর রাগ করে আমি একটা যাচ্ছেতাই কাগ করতে যাচ্ছিলাম ঠিকই। কিষ্ডু यमि घটনাটা ঘটত তবে নিশ্চয়ই आমি গলায় র্দড় দিতাম ।

צ্রুব একটা দীর্ঘপ্যাস ফেলল। তারপর থুব মীরে ষীরে রেমির নম শরীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল. এ কথাট তোমার কাছে সত্যি বলে মনে হয় ?

রের্ন কথাট ?
এই যে রাজার গপর তোমার ঘেন্না
সত্যি নয় ' ডৃমি আমাকে কেন বিষ্গস করো না বলো তো !
কারণ খেম্না যে যুক্তিসিদ্ধ নয় রেমি। যে কোনো মেয়েকেই আকর্ষণ করার মতো গুণ আছে রাজার। হি ইজ গ্যানডসাম, ভাল গায়, শ্মার।

সব ঠিক। তবু आমার ওরকম হয়।
হয় ? আমাকে ছুঁরে বলো।
একট্ট দ্বিধা করে রেমি। বলে, "ুঁয়ে কেন ?
দিব্যি দেওয়ায় আমার বিশ্ধাস নেই, কিষ্ভু তোমার আছে। তাই দিবিয দিচ্ছি। আমার দিবিয, সত্তি বলো।

রেমি কুঠ্ঠিত হাত বাড়িয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল। তারপর গভীর চুমু দিল ঠौौটট। দौতের माগ বभिয়ে দিল। দিতে দিতে কাঁতে লাগল ফুলে ফুলে।

কौদহো কেন ?
তুমি আমার এমন সর্বনাশ করতে গেলে কেন ? আমকে দूভাগ করে দিয়ে তোমার কী লাভ ?
এটাও একসপেরিমেট রেমি।
কিসের একসপেরিমেণ্ট ?
आমি বিয়েতে বিষ্যস করি না, সতীত্ড বিষ্যাস করি না, কোনো পুরোনো প্রপাকেই মানি না। आমি তোমার মধ্যে কিছু সেকেনে পতিপরায়ণতা লক্ষ্য করেছিলাম। মনে হয়েছিন, এটা একটা সংস্কার মাত্র । কিন্দ্র ভাঙা যায় । তাই তোমাকে রাজার দিকে ঠেলে দিয়েছিলাম রেমি । তুখ দেখতে চেয়েছি ক্তদ্ম তুমি রেষিস্ট করতে পারো।

৩খু একসপেরিমেষ্ট ? आমি কি তোমার গিনিপিগ?
গ্নিনিিগ কে নয়?
ठिक आহে। একসপেরিমেপ্টের ফলটট की হন ?
লেখলাম, তুমিও রেজ্জিস্ট করতে পারলে না।
পেরেছি।
গ্রুব মাথা নেড়ে বনে, পারোনি । রাজার ভাগী আর দিদি ছিল্ বলে बেচে গেছ । নিজ্েের ইচ্ছের প্রতিরোধ করোনি। পারতেও না রেমি।

রেমির কামার বেগ বাড়ন।
ধ্রুব তাকে বুকে টেনে নিল। খুব খুব আদর করল তাকে। বলল, শোনো রেমি, তুমি মানুষ। মানুষ কখনো কি বিগ্রহ হয় ? পাথর ডো নয় সে।

जসব कী বলছো आমি যে বুঝতে পারছি না।
পারার দরকার নেই। এসো।

এই বলে ধ্রুব রেমিকে প্রায় পিষে ফেলতত লাগল নিজের শরীরের সল্শে ।
এখন এক কুয়াশাচ্ছন্ন উপত্যকায় দাঁড়িয়ে রেমি যথন চারদিককার মায়াবী হলুদ আলোটির উৎস খুঁজছে তখন একটা কালো পাথি উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে আর তীব্র কর্কশ স্বরে বলে গেল, খাঃ! থাঃ।

কী সর্বনেশে ডাক! ও বাবা।
ওগো! রেমি ডাকল।
চারদিককার নায়া পাথুরে পাহড়ের অবরোধ। কে যেন প্রতিষ্বনির মতো জবাব দিল, কী বলহে?

পাধিট কী বলে গেল!
को বলে গেল ?
খা ! कী খেতে চায় ও ?
তোমার ভয় কিসের ?
আমার পেটে যে বাচ্চা! ভয় করে।
বাচ্চ!
ञাঁ গ্গা ! সেই শে আমাদের ভালবাসাবাসি হয়েছিন একদ্সিন। মনে নেই
কবে?
অনেকদিন আগে ! আমার তো ভালবাসার কপাল নয়। ত্বু একদিন হয়েছিল। কাঙালের মতো刃ষে নিয়েছিলাম এক্রিনের সেই ভালবাসা । সেইটেই পেটের ময়ো আমার বাচ্চা হয়ে এসেছে যে । পাখিটা কী বলে গেল তোমকে ?
थা আমার ভীষণ ভয় করে। আমার যে একটা নষ্ট হয়ে গেছে।
ন্তেমার পেটে এথন কোনো বাচ্চা নেই রেমি। শুন্ভ পাচ্ছে না ?


ञাঁ। ও, তাই তো! বাচ্চাটা ! সে কি আছে ?

## ! ৬ « ॥

এমনিতে শশিভূষণের মামলায় জড়িয়ে পড়ার ইছ্েে তো হেমকন্ত্তর ছিল না। গ্রহদ্দোষই হবে। ছোকরা তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। পুলিস ধরেই নিয়োছ, হেমকাষ্ত এই বিপজ্জনক খুনীকক পুলিস্রের হাত থেকে বौচানোর চেষ্টা করেছিলেন । কথাটা সত্য না হনেও বিম্ধাস করবে কে ? দারোগা রামকাষ্ত রায় আর শশিভ্ষণের ব্যাপারে হেমকান্তর লিখিত বিব্বতির জন্য. চাপাচাপি করেনি। এ লশ্ষণটাও ভাল নয়। পুলিস চুপচাপ তার মানে তলায় তলায় জল ঘোলা হচ্ছে। শশিভূষণের মামলায় সষ্ভবত হেমকান্তকে টানা হবে। আর সেইজন্যই তাঁর বরিশাল যাওয়া । বিচক্ষণ ও করিৎকর্ম শচীন সল্গে থাকনে হেমকান্ত অনেকটা নিশ্চিণ্ত থাকতে পারতেন। শচীন যদি না যায় তবে সজ্সে কাকে নেবেন তাভ হেমকাণ্ত স্থির করভে পারছছেন না। একা বরিশাল গিয়ে अनভিজ্ঞ তিনি কীই বा করতে পারেন ?

এইসব চিষ্তা তাঁকে অস্থির করে তুলছিল। পুত্রবধূ এবং শচীনের কুৎসিত সম্পর্কটাও जौর এক কঠিন সমস্যা। এ সময়ে সুনয়नীর অভাব তিনি বড় বেশী টের পাচ্ছেন। সে যে খুব বুদ্ধিমতী ছিল ৩৭৬
 হেমকাস্তর অন্দরমহলে তেে তার অধিকার নেই। সে কতটুকুই বা করতে পারে ?
রাত্রিতে থেতে বসে কিছুই তেমন থেতে পারহিলেন না। ভারী অনামনষ্ষ।



यরিশान ! কাनই কেন ? কোনো खরকুী দরকার?
কাল नা গেনেও হত। কিষ্ঠু শশিতূষণের মামनা উঠ্ঠল বনে। বেশী লেরী করা ঠিক হরে না। এথন থেকে উকিল মোওরের বাবহ্श না করলে বিপদ। পুলিস তে আমাদরও জড়াবে। চপলা বিশ্মিહ হয়ে বলে, উকিল তে আছেই। তেছিলাম শচীনবাবুই নাকি কেস নেরেন। চপলার মুৰ্ে শচীনবাবু শেনে হেমকান্ত এক ঝলক চপলার মুখের দিকে চেয়ে দেখ(লেন । না, बোেোরকম \রলকশ্ষণ নেই। হুদয়গত দুর্גলত থাকনে এত সহজে নামটা উচ্চারণ করতে পারত
 বললেন. ক্থা তো ছিন. কিষ্ঠু সে আজ বলে দিয়েছে, শেতে পাররে না। शাতে নাকি অনেক মামলा।

চপ়লা চুপ করে রইল কিছুক্ণণ। তারপর বলল, বরিশালে আমার বাবার এক বক্ধু থাকেন। সুধাকাক। ভান উকিল। তাঁকে দিয়ে কি হবে ?
 ऊাচাড় শশিডূষণ আমার বাড়িতে ছিল, সুতরাং এখানকার সব ঘট্য! না জানলে তো তিনি আমার रয়ে লড়তে পারবেন না।

आপनि को চান বাবা? শশिভूষণকে বौচाতে ?



একটা কাজ করব ?
को করतে णा ?
आমি यиि आপनाর সc্গে याई?

 नाभन ना।


 সব মিলিয়ে মে মেলা লোক।
 বড়লোক। আমরা গেলে খুলিই হবেন।



ওরা তো ঠिক শহরে थाকে না বাবा; आপনার সूবিধ্ধে হত ना।


খাল নদী সব ভরভরষ্ত, বর্ষটিও জোর গেছে, বরিশালের রাস্তা কি নিরাপদ হবে মা তোমাদের পক্ষ ?

অত ভাববেন না। বরিশালের লোকেরা তো যাতায়াত করছে।
তা বটে। তাহলে গোছগাছ করে নাও।
পরদিন প্রায় কাউকেই না জানিয়ে, এক রকম চুপিসারেই হেমকনান্ত বরিশাল রওনা হলেন । সঙ্গ চপলা, দুই ছেলেম্মেয়ে। দুজন শক্তসমর্থ চাকর এবং একজন মুনসী।

বাড়ির আশ্রিত ও কর্মচারীরা সবাই হেমকান্তর এই সদলবলে রওনা হওয়ার দৃশ্যটা দেখল কিস্তু কেউ ভিতরকার ব্যাপারটা জানল না।

বিনোদ্চন্দ্র দूপুরবেनায় রকময়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, ঈঁরা গোলন কোথায় ?
তার আমি कী জানি!
তোকে বলৌে ?
আমাকে বলবে কেন ?
বিনোদচন্দ্র মেয়েকে ভয় করেন । রжময়ী বড় স্পষ্ট কথা বলে। তাছাড়া এই মেয়েটির কাছে তাঁর এক ধরনের অপরাধবোধও আছে। বিয়ে দিতে পারেননি বলে। তাই স্তিমিত স্বরে বললেন, তোকে তো কর্ত সবই জানান।

यमि জানিয়েই থাকে তবে তা রটানোর জন্য নয়।
রটানোর को आছে ?
কিছু আছে বাবা। আপনি সব বিষয়ে মাথা ঘামাবেন না।
বিনোদচন্দ্র ভালই জানেন, রগময়ীর সঙ্গে হেমকান্তর একটু গোপন সম্পর্ক আছে। তাতে রক্ষা নইলে এ বাড়ি থেকে এতদিনে উচ্ছেদ হতে হত। মাथা নেড়ে বিজ্ঞের মতো বললেন, 'রক্ধেে রক্ধের পাপ, রক্ধ্রে রক্ধৈ পাপ।

কার পাপ ?
এ বাড়ির। এই ডো তুনছি বাড়ির বউয়ের সঙ্গে নাকি উকিলবাবুর কী একটা কেলেক্কারী।
কারা বলছে?
সবাই। কে না জানে ! শহরে ছি ছি পড়ে গেছে। সেই ভয়েই ছেলের বউকে নিয়ে কর্তাবাবু পালালেন নাকি ?

হরে পারে।
ভাল। খুব ভাল।
রঙ্য়ী গিয়ে বাড়ির কর্তৃত্ব নিল। এ ব্যাপারে তার অধিকার যে প্রন্নাতীত ত সবাই জানে। রঙ্গময়ীকে এ বাড়ির দাসদাসী কর্মচারী সবাই মানে এবং যথেষ্ট ভয় খায় घরে ঘরে তালা লাগানো ছিলই। তবু রঙময়ী সব টেনেটুনে দেখল। বিশাথার ঘরে আর একটা নৌকি আনিয়ে নিজের বিছানা করাল।

বিশাখা ওয়ে একটা গল্পের বই পড়ছিল। বলল, কৃষ্ণকে আনাবে নাকি বারবাড়ি থেকে ?
হাঁ, ছেনেটা বড্ড পর পর ভাব করছে আজকাল।
তুমিই তো পোকা দুকিয়েছো।
তাই হবে। বলে রঙময়ী अভিযোগটা মেনে নিল।
কিস্তু বিশাখার মুখচোথে রাগ বা বিরক্তি নেই। বরং একটু কৌতুক ঝিকমিক করহ়ে। বইটা মুড়ে রেথে সে উઢে বসে বলল, আমার মাথাতেও পোকাটা ঢোকাবে পিসি ?

কিসের পোকা! কী যা তা যে বলিস!
ঢং কোরো না পিসি। গোপনে গোপনে তুমি যে স্বদেশীদের দলে তা আমি জানি।

স্বদেশী করতে তুই আবার আমাকে কবে দেখলি? মরণ!
সব জানি পিসি। আমাকেও ওই দলে ঢুকিয়ে দাও।
দলের থোঁজ আমি রাখি না।
মাকালু গদাই ওরা সব তবেে ঘুরঘুর করে কেন তোমার কাছে ?
ওরে চুপ, চুপ! ওসব উচ্চারণও করতে নেই।
তবে যে বললে খৌজ রাথো না!
আর জ্বালাসনি। ওরা আসে কে বলল তোকে ?
আমি বারান্দার কোণ থেকে দেখতে পাই।
থবরদার, বাপের কানে কথাটা তুলিস না। একে তো শশীর বাপারে জড়িয়ে পড়ায় চিম্তায় অস্থির, এসব শুনলে শয্যা নেবে।

বাবাকে বলব আমি অত বোকা নাকি ? কিন্তু তোমারও সাহস কম নয়। এসব করছো কেন বলো তো!

এমনি কি করি? ছেলেগুলো মাঝেমধ্যে দিদি বলে এসে দাঁড়ায়।
কী বলো তুমি ওদের ?
কিছু বলি না। এমনি থোঁ থবর নিই, কোথায় কী হচ্ছে।
ওরা তোমাকে স্বদেশী বলে চিনল কী করে ?
ফের স্বদেশী বলছিস মুথপুড়ি ?
আচ্ছ বলো, চিনল কী করে ?
শশী আসার পর থেকেই। ওরা ধরে নিয়েছে ওদের দলে।
ধরা যখন পড়বে তখন টেরটি পাবে তুমি।
রঙ্গয়ী তার ধারালো মুখে একটু হেসে বলল, আমার আর কিসের ভয় রে!
ওসব করো কেন ? করতে ভাল লাগে ?
সময়টা जো কাটতে হবে। বড্ড ল্মম্ব পরমায়ু আমার। সহজে ফুরোবে বলে মনে হয় না ।
আমাকেও একটু স্বদেশী করতে দাওনা।
কেন, তোর আবার এসব শথের কী হল ?
আমারও যে লম্বা পরমায়ু কাঁটাতে হবে। কিডু করেই সময়টা কাটাই।
তার দরকার নেই। ভাল পাত্র দেযে বাপ বিয়ে দিয়ে দিক।
বিয়ে! ক্ষেপেছো পিসি ?
কেন, করবি না ?
মাথা নেড়ে বিশাখা বলল, কদ্ষনো নয়। তোমার মতো থাকব।
তা কেন ? আমার জীবনটা कि থूব সूখের ?
খুব সুখের পিসি। বেশ আছো তুমি।
দূর পাগল! রাগ থেকে ওসব বনছিস।
মোটেই নয়। মাঝে মাঝে রাগ করি তোমার ওপর সে অন্য কারণে, কিষ্ডু তোমাকে ভালবাসি गा? বलো!

রभময়ীর চোথে জল এল এ কথায়। কিষ্তু দুর্বলতাটা প্রকাশ হতে দিল না । মুথে হাসি টেনে ললল, তা বাসবি না কেন ? কিষ্ৰু বিয়েতে অনিচ্ছেটা তো ভাল কथা নয় ।

বিশাখা ঠৈঁঁ উক্টে বলল, যা সব দেখছি তাতে আর বিয়ের কথা ভাবতেও ইচ্ছে করে না । को দেখলি আবার ?
বৃन्माবন नীলা, কেন, তুমিও কি দেখছো না ? ঢং করো না পिসি।

রभময়ী কথাটা ঘোরানোর জন্য বলে, স্বদেশী করার কেন শখ হল বল ডো!
এমনি। কিছ্ন নিয়ে থাকি।
কিষ্তু শশিভূষণকে তো তুই সহ্ই করতে.পারতি না । রোগা ভোগা ছেলেটা দু দিন ছিল, তুই খুব রাগ করহিিলি তার ওপর।

ভারী আনমনা হয়ে গেল বিশাখা। তারপর বলল, করতাম নাকি ? তথন বোধহয় ব্যাপারটা বুঝ্তে পারতাম না।

आজ পারিস ?
भाরি।
ছাই পারিস। এখন থেকে রোজ খবরের কাগজ পড়বি। তাতে দেশের হালচাল কিছু বুঝতে পারবি। দেশকলল সম্পক্কে একটু ধারণা না হলে কি এমনি এমনি স্বদেশী করা যায় ?

বেশ তো। পড়ব।
রোজ কিষ্তু।
হাঁ গো। এখন একটা গক্প বলো।
ধাড়ি মেয়ে গক্প গুতে চাস কেন ? এখনও কি ছোটো আছিস ?
আছি। অষ্তত তোমার কাছে।
বলব। রাত্রে । এখন যাই, গিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে আসি ।
নিয়ে এসো পিসি। ও কেমন ধারা যেন হয়ে গেল। আগের মতো ঝগড়া করে না, আদর খায় না। কেমন গঙ্לীর বয়ন্ক বয়ন্ক ভাব। ওর দিকে তাকালে আমার কামা পায়। कী হল বল তো !

কিচ্ছু হয়নি। বড় তো হচ্ছে।
ধ্যুৎ । কী যে বলো তার ঠিক নেই । কত আর বয়স হয়েছে ? এখনো গাল টিপলে দুষ বেরোয় । চলো ওকে ধরে আনি দুজনে। ক’দিন তিনজনে মিলে এ ঘরে খুব আড্ডা হবে।

রभময়ী একটা শ্বাস खেলে বলে, আড্ডা দেওয়ার ছেলেই কিনা। আসতেই চাইবে না হয়জো ।
কেন আসবে না ?
মেয়েদের সন্গ বর্ধন করছে যে।
আমরা আবার মেয়ে নাকি। একজন দিमি, অনাজন পিসি। দাঁড়াও ওর বায়ু আজ ছোটাবো।
না মা, ওসব জোর জবরদস্তি ভাল নয়। ওর মধ্যে একটু আখুন আছে। সেটট নিবিয়ে দিস না। यদি আসতে না চায় তবে জোর করার দরকার নেই।

আমার যে ওর জন্য ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।
হোক। কষ্টটা সহ কর। পিঠোপিঠি বড় হয়েছিস কষ্ট তো হবেই। বিয়ে হলেও তো ভাইকে ছেড়ে থাকতে হত !

বিশাখা প্রতিবাদ করস না। চুপ করে বসে রইই।
দুপুরে বিশাখার ঘরে রগময়ী একইু কোখ বুজেছে। বিশাখা ঘর থেকে বেরিয়ে এল । সिড়ি দিয়ে নেমে বারবাড়িমুখো হঁঁটতে হঁঁতে সে নানা কথা ভাবছিল। তার জীবনটা খু দूঃখের নয়। ভারী অপমানেরও। এত অপমান সয়ে সে बেঁচে আছে কী করে ? যে লোকটা তাকে বিয়ে করার জন্য আগ্রহী ছিল আজ সে মুখের ওপর জবাব দিচ্ছে ! ভারী আゅর্য। সেই লোকটাই আবার সাতব্বডড়র এক বুড়ি দুই ছেলেমেয়ের মা এক সধ্বার প্রেমে পড়ে হাবুড়ুু খাচ্ছে। এসব ভাবলে দাগল পাগল লাগে ভিতরটা। বিশাখা দিশাহারা হয়ে যায় । তার সমস্যা ৩ষু এটুকুই নয়। আজও বিশাখা বৃঝতে পারছে না কোনো পুরুষের ঘর সে সতিাই করতে পারবে কিনা । কাউকে তার সতিাই পছন্দ হবে কিনা কোনোদিন। এক সময়ে হাড় হাভাতে শশীভূষণকে সে দু बোথে দেখতে পারত না । আজকাল তার কथা ভাবতে ভাল মাগে। শচীনকে এক সময়ে সইতে পারত না সে। আজকাল

শচীনকে দেখলে বুক দুড় দুড় করে । কোকাবাবুর নাতিকে কি তার সত্যিই পছন্দ ছিল ? এথন সে ঠিক করে বলতে পারবে না। বিশাখা মাঝে মঝে ভাবে, সে বোধহয় সত্যিই পাগল।

ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে সে দেখতে পায়, কৃষ্ণ বিছানায় শিরদাঁড়া সোজা করে আসনপিড়ি হয়ে বসে একটা বই পড়ছে। তাকে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বাল, ছোড়দি!

কী ক্রছিস খुनि!
গীতাটা পড়ছিলাম।
খুব পড়য়া হয়েছো, না!
কৃষ্ণকান্ত ভারী সুন্দর করে হাসল, कী চাস বল তো!
বাবা বরিশাল গেছে জানিস ঢো!
জানি।
ডুই আমার সঙ্গে থাকবি চল।
তোর সত্স ? কেন ? ভৃতের ভয় ?
তোর মাথা! ভৃতের ভয় তো কী, মনুপিসি আছে না!
তাহলে আবার আমকে কেন ?
এমনি। চল, আর ঝগড়া করব না।
ক্ষষ্ণকান্ত একটু হাসল, বলল, आমি যে ব্রপ্মচর্य করছি।
তাতে কী? आমদের সঙ্গে থাকনে কি ব্রপ্মচর্য নষ্ট হবে?
শুধ্ধ মা ছাড়া আর কোনো মেয়ের মুখই দেখতে নেই ।
এই যে আমার দিকে তাকালি।
তा कী করা याবে ? এসে পড়লি হंঠৎ, তাই।
রোজ যে মনুপিসির কাছে সংস্ক্তত পড়িস, তখन মুখ দেখিস না ?
মনু পিসি তো মায়ের মতোই। তুই কিষ্ধু একটু ঝগড়া করছিস ।
কখন আবার ঝগড়া করলাম ?
এই তো করছিস।
আর করব না। চল।
না রে। আমার একা থাকতেই ভাল লাগে আজকাল।
ডूই একা কী রে ? ভূতের ভয়ও পাস না ?
ना। ভয় কিসের ? আমি তো রোজ ऊঁদের দেখি।
यাঃ। রাম রাম।
आমি যেখানে থাকব সেখানেই রোজ কাকা দেখা দেবেন, জানিস ?
ফের ওসব कथा ?
पूই डীষণ ভীতू।
বিশাথা তার ভাইয়ের মাথায় একট্ট হাত বুলিয়ে দিল। মা-মরা ভাই। বলল, রোগা হয়ে গ্গোছিস ।

রোগা ? कী যে বলিস। ইরফানদাদার কাছে রোজ नাঠি শিখি, মুখুর ঘোরাই, জানিস ? সব জানি। তবু রোগা হয়ে গেছিস।
এটা রোগা ভাব নয়। চর্বি মরমে এ রকম চেহারা হয়।
বাজে বকিস না। হাঁ রে, আমার সত্গে আর এক পাতে খাবি না কোনোদিন ?
না। এক পাতে খেতে নেই।
কী হয় খেলে?

স্বাস্থেরের পক্ষে খারাপ।
কী যে সব মাখায় ঢুকেছে তোর !
গীতা শুনবি ?
আমি সংস্কৃত বুঝি না जো ।
না বুঝলেও শুনতে ভাল লাগবে। শোন না।
পড় তাহলে।
বিশাখা তুনল। ভারী সুন্দর উচ্চারণ আর ক.্ঠস্বরে কিচুক্ষণ পড়ল কৃষ্ণকান্ত । বিশাখা কিছু না বুঝালেও মুগ্ধ হয়ে গেল। বলল, বেশ তো পড়িস ।

খুব লাজুক হাসি হাসল কৃষ্ণকান্ত । বলল, আমার যখন ফাঁসি হবে তখন গীতার শ্লোক মুখস্থ বলতে বলতে গলায় দড়ি পরবো

ওমা বলে চমকে ওঠঠ বিশাখা ফাঁসি হবে মানে!
হবেই কো একর্কদন
বিশাখা বিবর্ণ মুখে বাক্যহারা হয়ে চেয়ে থাকে ভাইয়ের দিকে । তারপর বলে, ফাঁসি হবে কেন ?
স্বদেশী করলে তো হয় ।
তুই কি পাগল ছিঃ ওসব কথা বলতে নেই।
তৃই কাঁদবি খুব। না?
কौঁদবো মানে। মরেই যাবো তাহলে ।
হি হি। খুব মজা হবে। বাবা কী করবে তখন ?
এইসব বুঝি ভাবিস বসে বসে ?
খুব ভাবি। আর ভীষণ মজা লাগে। কৃষ্ণকাম্তর ফাঁসি হচ্ছে আর তার বাবা কাঁদছে দিদিরা কौঁদছে দাদারা কাঁদছছ মনুপিসি কौঁদছে, হি হি হি হি...

থাপ্পড় খাবি এবার। চুপ কর তো ।
আমি কিম্তু সাহেব মারবোই।
মারা বের করছি তোমার । ঘরে তালা দিয়ে রাখব।
হঠাৎ জানালা দিয়ে বারবাড়ির মাঠের দিকে চেয়ে কৃষ্ণকাষ্ত চমকে উঠে বলে, এই ছোড়দি ! ওই দেথ. শচীনদা আসছে। উস্কোঁখুস্কো চুল, রাগী মুখ। কী হয়েছে রে ওঁর ?

## ひ ↔い !

যে সময়টায় রেমির পেটে ছেলেটা এল সেটা এক অদ্ডুত সময়। তার আর ধ্রুবর মধ্যে এক বিশ্বাস-अবিশ্ষাস, ত্যাগ ও গ্রহণের টানাপোড়েন। ভারী অনিশ্চিত তাদের দাম্পত্য জীবনের ভবিষ্যৎ । রাজা তখনো হানা দেয় টেলিযোনে, বলে, চলো রেমি, ডোমাকে একটা ভদ্র জীবনযাপন করার পথ করে দিই। ও বাড়িতে আর থেকো না। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।

এ প্রস্তাবের জবাবে রেমি তখন কিছ্হই স্থির করে বলতে পারে না। সে কিছুতেই তার পরিচিত ছক, তার চেনা গతী ছাড়তে সাহস পায় না আর ।

লতু यদিও ভীষণ বাচ্চা মেয়ে এবং বাড়িডেও বেশীক্ষণ থাকে না তবু একদিন সে তার বউদিকে ন্দ করল। বলল, ডোমার কী হয়েছে বলো ডো!

কী আবার হবে ! কিছু না।
ছোড়দার সঙ্গে তোমার য্যাকনীড সম্পর্কটার কথা জানি । সেটা তো নতুন কিছু নয় । কিষ্ঠু ৩৮২

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive! please Give Us Some share Credit When You share Our Books!



Visit U Give Us Any Credits, Solis ${ }^{\text {The }}$ Shared. Nothing

Cতামাকে খুব ফ্যাকসসে দেখচ্ছে আজকাল। কী গো ?
ভারী লজ্জা পায় রেমি। ননদকে লজ্জার কিছ্ত নেই। তবু পায়।
লতুর মারফং কথাটা অতএব প্রচার रয়ে গগেল।
আগেরবার কৃষ্ণকাশ্ত পক্কে ছিলেন না। সষ্ভবত কৃট সন্দেহবশে তাঁরই আভাসে ইগ্গিতে পেটের বাচ্চাটা নষ্ঠ করা হয়েছিল। কিন্তু এবার তিনি রেমির পক্ষ নিলেন। একদিন সস্নোহ ডেকে বল়েলে, কোথাও গিয়ে একটু ঘুরৌুরে আসবে ? স্বাস্থাকর কোেো জায়গায়?

র্রেম অবাক হয়ে বলে, কেন্ন বাবা ? आমি তো এখানেই বেশ আছি।
রোগা হয়ে গেছ মা, তাই বলছিলাম। মনটটকে সর্বদা উচুতে রেখো । ঠাকুর দেবতার কথা ভেবো। পবিত্র চিন্তা কোরো। এ রকমই নিয়ম।

পবিত্র চিন্তা কী রকম তা জানে না রেমি। তরে সে কোনো অপবিত্র চিস্তাও করে বলে মনে পড়ল না। সে মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা।

এসব পুরোনো প্রথার কোনো কার্যকারিতা আছে কিন্না আমি জানি না। তবে না জেনে কিছু
 এসে কিছুদিন থাক্বে এ সময়ে বাড়িতে এক্জন বয়স্কা অভিভাবিকার দরকার।

সময়টা এক রক্ম ভালই কাটছিল রেমির। ক্ষ্ণকান্তর মাসী মানুবটি থৈবই ত্রচিবায়ুপরায়ণা। उবে মনুষ্ণ হাসিখুশি। রেমির তাকে খারাপ লাগল না। কৃষ্ণকান্ত একজন মেয়ে গয়েনাকেলজিস্টকে সাপ্তাহিক চুক্তিভ্তে নিয়োগ করর্লেন, সে এসে প্রতি রবিবার রেমিকে দেখে যায়। পুষ্টিকর খাবার, ওমুধপত্র ইত্যাদির এক রেশ রাজসৃয় আয়োজন হল। তারে निয়ে ছোটোখাটো এবটটা হৈ-চৈ !
s্রুব আর সে আজকাল : একসস্গে থাকে, নীচের ঘরে। ফ্রুব যে তকে আগের চেয়ে কিছু বেশী ভালবেসেছে তা নয় । তন্ পেটে বাচ্চাটা আসার পর !েকেে আর দূর দৃরও কর়্ছ না আগের মতো । ময়া! হবেও বা

ધ্রুব নিজেই একদিন রেমিকে বলল. আটকে গেলে রেমি, বাঁধা পড়ে গেলে।
ভার মানে ?
এই যে ছেলের মা হতে ডলেছে, খুব জটিল হয়ে গেল সব কিছু।
তাই নাকি ? আমার जো কিছ্ছ জটিল মনে হচ্ছে না ! এরকমই তো इওয়ার কথা।
স্বাভাবিক নিয়মে হওয়ারই কथা বটে, কিস্ঠু আমি তো সাধারণ নিয়মে চলি না।
তাহলে ত্রম ত্তামার নিয়মেই চলো। আমি চলি আমার নিয়মে।
খুব চ্যাটাং চ্যাটাং কথ্থা শিখেছো দেখছি।
সব কিছूর মধ্যে অত জটিলত দেখ কেন ?
জটিল বলেই জটিল দ্দেখি। তোমার মতো বোকা তো নয়।
তৃমিঙ এক রকম বোকা। স্বাভাবিক কিছুই তোমার ভাল লাগে না।
শোনো খুকি, তুমি বাস করো কৃষ্ণকান্তর পুরোনো মৃল্যবোের জগভে । ওই লোকটাও যুগের সক্গে নিজেকে তেমন বদনে নিতে পারেনি। পারেনি বলেই মপ্তিত্ন গেছে, রাজনীতিতে প্রভাব কমে यাচ্ছে, কেউ তেমন পাত্তা দিচ্ছে না । কিত্তু তোমরা প্সশুর-পুত্রবধূ যে জগতে বাস করো তা তো আর বাস্তবিকই নেই। সমাজ একটা স্ছাণু জিনিস নয়। বার বার নানা চাপে পড়ে, নানা নতুন চিচ্তাভাবনার ফলে তার বিবর্তন হয়। ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণাভ পান্টে যায় ।

বাইরের সমাজ্ কী হচ্ছে তা দিয়ে আমার কী ?
তোমার কিছুই নয় ?
না। आমি বেশ আशি।
 ना।

কেন দেবে না ?
তোমাকে আমার মতো করে জগৎটাকে দেখতে হবে, কৃষ্ণকান্তর মতো কার নয়
বাবার নাম ধরছো ?
ধরার জনাই নাম । এতে যে চমকে উঠলে ওটাও সংস্কার । জানো, বিদেশে আজবাল মা-বা!পর নাম ধরে ডাকাটাই রেওয়াজ ?

মা গো! ভাবততও পারি না।
পারো। অভ্যাসে মানুষ সব পারে । পুরোনো ধ্যান-ধারণা ছেড়ে একটু ঝরঝ়়র মন নিয়ে ভাবতে শেখো তোমার বান্তবিকই ব্রেনওয়াশ হয়ে গেছে।

মোটেই না । ব্রেন জয়াশ হয়ে থাকলেলে তোমারই হয়েছে । এমন সব কি.ম্ভিত কথা বাললা যে পিত্ত জ্বলে যায় ।

ধ্রুব একটু হেসে বলে, তুমি তো খুব ঘর-সংসার সম্পর্ক সতীত্ত ইত্যাদিকে মাননা । ভुমি কি জ্ञান্না যে আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন জঙ্গলে বাস করত্তেন তখন বিয়ে-টিয়ে ছিল না, সম্পর্ব মানা হত না, ঠিক পশু সমজের মতোই যে কোনো নারী-পুরুষ মিলিত হত। আমরা তাঁদেরই বংশাবতংস নানা রকম ক্ত্রিম নিয়ম-কানুন বানিয়ে ব্যাপারটাকে ছেলেমানুষী করে তৃলেছি। জানো এসব ?

জানি । তোমাকে আর বক্তুতা দিতে হবে না। আমি তোমার পছন্দমতো নিজেকে বদলাতে পারব না।

ধ্বৃব একটু হতাশার ভাব প্রকাশ করল । তবে হাসলও । বলল, তুমি ইংলিশ মিডিয়াম্ম পড়ভে ना ?

आशা, জানनা না যেন।
জানি, কিষ্তু ত্তোমার হাবভাব দেখে বিশ্বাস হভে চায় না । তোমার শ্বশুর ত্তামাকে এ রকম হিপনোটাইজ করল কী কার বলো তো ! আমাকে ত্রে পারোন। ইন ফাকট আমাদের তিন ভাইয়ের কেউই, ওই বুড়োর দলে নই। দাদা এক্জন ড্ভিার্সী<ক বিয়ে ক্রেছে, বুড়োর থ্থোতা মুখ ভৌঁতা করে দিয়েছে।

তৃমি পারোনি বলে দুঃথ হচ্ছে ?
আমি অন্যভাবে চেষ্টা করেছিলাম । এ বংশে যা আজও হয়নি সেই ডিভোর্স কর্র কষ্ণকাস্তর মুথটাকে যথার্থ কষ্ণকাষ্ত করে দিতাম যদ্র তৃমি একটৃ কো-অপারেট করতে। রাজার সাঙ্গ যদি বোমবাই পালিয়ে যেতে রেমি, তবে সোনায় সোহাগা হত।

আর লিভিং টুগেদার ! সেটার কথা বললে না ! সেই য় মেয়েটা-
ধ্রৃব একট্ট গষ্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করে, ফিলিং জ্রেলাস ?
একটৃও না। যাও না তার কাছে, যাভ ।
যাবো ?
এৰूनि যাও।
খু যে তাড়া সেখছি! এত উদার হলে কবে থেকে ?
কেন, আমি কি খুব পজ্জেসিভ ? यमि তাই হতাম তাহলে আমার কাছে ডুমি অন্য মেয়ের কथা বলতে পারতে ?

ত্রা বলে তুমি উদারও নও।
সব উদারতাই কি ভাল ? কতবার তো তোমাকে বলেছি আমাকে একবার মেয়েটাকে দেখতে দাও। কই, দেখাও নি তো ! ডূমিও তো উদার নও তাহলে !

৩৮8

তুমি তো মেয়েটাকে পারলে খুন করবে।
না，করব না । তোমার পছন্দের মেয়েকে খুন করব কেন ？এখম দেখাও। দেখি তুমি আমার চেয়ে কত বেশী উদার！

ঠিক আছে। দেখাবো
কবে ？
দেখাবো এক．দিন।
এখানে নিয়ে আসবে？
צ্রুব একাটুও হাসছিল না এখন। মাथা নেড়ে বলল，না। उবে ভেবো না，কथা যখন দিয়েছি ঠিকই রাখব।

একটু বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিল রেমি । দ্রুব দেখাবে ！সত্যি ？কিষ্ঠু তथন কি সश্য করতে পারবে সে ？ একটু，ঘন শ্বাস পড়ছিল তার। বুক ধড়ফড় করছিল।

乡্রুব আনমনে অনা দিকে চেয়ে বলল，কিষ্ডু কোনো সীন করো না। মেয়েটার প্রতি আমার কেনো দুর্বলতা নেই। একটুও না। आমি তชু এক্সপেরিমেট্ট করছি একটা।

কিসের এক্সপেরিমেন্ট ？
একজন নারী ও পুরুষের সম্পর্ক কতটা নির্বিকার হতে পারে। বিশেষ করে যেখানে প্রেম নেই， अধিকারবোধ নেই，আবেগ নেই，অথচ সম্পর্ক আছছ।

রেমি বলল，তুমি একটা পাগল। পাগল। ওরকম কিছू হয় না। আর यদি হয়ই তবে আমার সঙ্গেই কেন ওরকম করো না ！या কিছু এब্সপেরিমেণ্ট তা আমার ওপরেই হোক।

ध্রুব মাথা নেড়ে বলन，না রেমি। এর জনা দুষ্ৰনরই মানসিক প্রস্ডুতি চাই ট্রেনিং চাই। जোমার তা নেই।

নেই আবার＇এত উপেক্ষা এত অবহেলা আর নিষ্ঠুরতা সইলাম তবু কি ট্রেনিং হয়নি ？আর কত চাঞ ？
s্রুব এ ক্থার জবাব দিল না। কিষ্ডু আচমকা রেমিকে আদর করল। থুবই উষ্ণ，থুবই আক্তরিকভাবে । মিষ্টি অবসা巾ে যখন দুজনেই শরীর এলিয়ে দিল ত্থন রেমি জিজ্ঞেস করল，তোমার आनन्म इए़ ना ？থ्रिल इয় ना ？

কিসের আনন্দ ？
এই যে বাবা হবে।
গ্রুব একটু হাসল，বলল，হয়। কিষ্ভু সে তোমার্র আনন্দের মডো নয়।
তূমি কি মসলগ্রহের মানুষ？কিছूই আমাদের মতো নম্য ？
বোধ হয় তাই। এই পৃথিবীতে বহ গ্রহান্তরের লোক বসবাস করে। তারাই একদিন সংস্কার ও গৌডড়ামীমুক্ত，বুদ্ধি ও यুক্তিগ্রাহ একটি সমাজ－ব্যবস্গ চালু করবে। সেদিন তুমি আর তোমার অ্ধণেরে মতো লোক যাবে নির্বাসনে।

আঃ，ফের বড় বড় কथা। ছেলে হবে，আনন্দ হচ্ছে কিনা সেইটে বলো।
বললাম তো，হচ্ছে।
তোমার মুষ দেথে কিন্তু বোঝা যায় না। কেমন গোমরা হয়ে থাকো।
বাচ্চা হওয়া কি একটা সাঙ্যাতিক ঘটনা নাকি ？ভিথিরিদেরఆ হচ্ছে ঢো।
তোমার＇তো বলতে গেলে প্রথম। একটাকে তো খুন করেছো।
乡ুব চুপ করে গেল। তারপর রেমিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে খুব ভালবাসম কিছুঁ্মণ। তারপর बलल，এখनো সেজना मूঃখ भाও，ना ？

भाबো ना ！की निष्षूर्र पूমি！

বাচ্চান কি আমার亠 ছিল রেমি ?
তোমার নয় তে কার ? कী করে শে সমীরকে তোমার সন্দেহ হন ! ছিঃ!


সাহস অজও नেই। সে কথা थাক। आমি নিজে উদ্দোগী হয়ে বাচাট নষ্ট ना করলে कী হত জানো ?

## को रण ?


 প্ছা নিতেন। সেকথ্া তোমার না শোনাই ভাল। इয়তে বিষ্যাসও করবে না।

## করব। বলো।

 ফেলে দিত অসাবथানতার ভান করে। কিংবা তোমার বাথকূমে তেল ঢেলে পিছন করে রাখা হত। কিংবা তোমার খাবারে মিশির্রে দেওয়া হত কেনো ওমুধ। তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবে আমিই অগ্রণী হয়ে নিরাপদ্দ ব্যাপারট করে ফেনি।

এতটা ? খুব অবাক হর্েে রেমি বড় বড় চোথ করে প্রুবর দিকে চেe্যে থাকে। চোv ভয় ।


 জना।

## বলো, आমি Өनব।

না, একদিনে এত নয়। তোমার মাথা দूর্বল। এত নিতে পারবে না। পেটে বাচ্চা রয়়েছে, এ সময়ে এসব বিষ্জ কাহিনী ঢোমার পढ़ক ভানও নয়।
 बরেছিহে ? তूমি তো আর আমাকে ভালবাসো না

आমি ঢোমাকে এক রকম ভাनবাभি রেমি। রকমটা আলাদা। ঢোমাকে অনেকবার বলেছি, पूমি বুঝহে পারোনি। आমি ডেমাকে একজন পৃথিবীবাসী হিসেবেই जালবাসি।

আর কিচ্ভ ন নয় ?
आর को ঢাও রেমি ?
 आমাকে তার ঢকে এঝাহ বেশী ভাनবাসো।
 ব্যधिবিশেষে সীমাব্ধ না রেেে সকনের প্রতি সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে। তোমার প্রতি তাই আমার বিশেষ দूর্বলত थाকচে নেই।







তোমার হিংসে করার কিছ্র নেই।
রেমি বড় অবাক হল্। ห্রুবর পাগলামি কোথায় পৌঁছেছে তা ভেবে একটু ভয়ও পেল সে । গাঢ়্যরে বলল, ওগো, পায়ে পড়ি। আমকে বরং ভালবেসো না । কিস্তু ভারসাম্য আনতে গিয়ে তুমিই যে ব্যালান্স হারিয়ে ফেলছো ! এসব कী হচ্ছে বলো তো!

थुব जप्पूए! ना?
ভীষণ̆ अদ্যুত। এ যে পাগলামী!
এর চেয়ে নরম্যাল আর কী হতে পারে রেমি ? আজ পাগলামী বলে মনে হলেও ভবিষ্যতের মানুষ यদি কথনো আমার এক্সপেরিম্টেন্টের কথা জানতে পারে তাহুলে বলবে বিংশ শতাব্দীতে এই একটা সত্যিকারের নরম্যাল লোক ছিল।

ওই মেয়েটাও কি তোমার মতো পাগল ?
মেয়েটা ! ওঃ, মেয়েটার কথা যে তুমি কেন ভুলতে পারছো না!
ভूलব ? को সর্বনেশে সব কা করছো তুমি, এ কি ভোলা याয় ?
তোমাকে অনেকবার বলেছি রেমি, মেয়েটা কোনো ফ্যাকটর নয়। মেয়েটা অ্যাকচুয়ালি নন-এনটিটি।

কেন নন-এনটিটি হবে ? সেও তো একটা মানুষ?
মানুষ তো বটেই। কিষ্ঠু তোমার প্রতিপক্ষ নয়। আবার বলছি আমি তার প্রেমে পড়িনি। আমি একটা সার্বজনীন ভালবাসা আয়ত্ত করার চেষ্ঠা করছি।

पूमि পাগन।
এই বলে রেমি অনেকক্মণ কौদল। 夕্রুব বাধা দিল না। চুপ করে তয়ে রইন।
এই घটনার কিছুদিন পরে এক দুপুরে একটি মেয়ে টেলিযোনে রেমিকে চাইল
রেমি গিয়ে ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে মেয়েটি বলল, আমি ধারা।
ধারা! কে ধারা ?
आমি আপনার সজ্পে একুটু দেখা করতে চাই।
কেন বলুন তো!
দরকার আছে। একটু এক জায়গায় আসতে পারবেন ?
রেমি অস্বষ্তিতে পড়ে বলে, না, সেটা সষ্ভব নয় ।
কেন, বাড়ির রেস্ট্রিকশন আছে ?
তাও আছে। আমার শরীরও ভাল নয়।
आপনি यে প্রেগন্যান্ট তা আমি জানি। কিষ্ঠু বেশী দূর নয়।
আপনিই আসতে পারেন তো আমার ষশুরমশাই আমাকে বেরোতে নিষেষ করে গেছেন।
आমি आসব ? মেয়েটা যেন অবাক হয়ে বলে, সেটা কি ভাল দেখাবে ?
आপনি কে বলুন তো! ধারা নামে কাউকে আমার মনে পড়হে না তো!
আপনার সজ্গে আমার পরিচয় নেই। צ্বুব কি आপনাকে কিছ্র বলেনি ?
उ की বलবে?
আমার পরিচয়!
না। © কি চেনে আপনাকে ?
মেয়েটি একটু হাসল, চেনে। তাহলে আমিই কি আসবো?
আপনার ইচ্চে।
sूব বनছিল आপनि आমাকে লেথতে চান!
এ कथায় রেমি হঠাৎ চমকে ఆঠ। তার্রপর্র एক্ক হয়ে যায়।

মেয়েটি আবার বলে，আমি কি সত্যিই আসব ？
রেমির মাथাটায় গળগোল লাগতে থাকে। צ্রুব কथা রেখেছে，কিন্ডু সে নিজে কেন মাঝথানে নেই ？এখন कী বলবে রেমি？তার পা কौপছছ। বুক কौপছছ।

রেমি অত্তষ্ত বিতৃষ্ণার সক্গে বলে，আপনার ইচ্ছে।
আমার তো ইচ্ছে নেই। আপনার ইচ্ছে বলেই যাওয়া।
ठिक आচ్，आमूন।
এখন গেলে আপনার কোনো অসুবিধে নেই তো！
না，अসুবিধে কিসের ？
তাহলে উইদিন ফিফটিন মিনিটস ！কেমন ？
ठिক आছে।
পনেরোটা মিনিট কী করে যে কাটল রেমির তা আজ আর সে বলতে পারবে না। ওই পরেরো মিনিট তার কাছে পৃথিবীট একদম শৃনা হয়ে গিয়েছিন । কোনো অনুভূতি，রাগ．হিংসে，জ্রালা কিছুই বোধ করেনি সে । বোধ করেনি শীত বা তাপ। যা সন্দেহের মধ্যে ছিল，अনুমানের রাজ্যে ছিন，যা ছিল চোখের আড়াল এবং যাকে শেষ পর্যন্ত চোথমুখ বুজে ভুলে থাকা যেত সেটা এমন রাঢ় বাত্তব হয়ে আসছে দেথে বড় অসহায় হয়ে গিয়েছিল রেমি । দুচোখ দিয়ে অজম্র ধারায় শুধ্ জল বেয়ে পড়ল কোলের ওপর। পায়ের তলা থেকে বাস্তবিকই মাটি সরে যাচ্ছে।

একজন চাকর এসে বলল，আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন। ড্রয়ীহরুমে বসিग্যেছি।

রেমি আর চমকাল না। উঠে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গেল। চোথ মুছে একট্টু পাউডার দিল মুখে। চুলটি আঁচড়ে নিল। তারপর কলিং বেল টিপে চাক্রকে ডেকে বলল．মেয়েটাকে এঘরে निয়ে আয়।

মেয়েটি ঘরে पুকতেই ঘরটা যেন ভরে গেল স্নিক্ধ রূপে। রেমি আশা করেছিল，ধ্রুব যেমন বলেছে তেমনই হবে বোধ হয় মেয়ৌা । কালো－টালো，কুচ্ছিৎ，তা মোটেই নয় । আপ্দিকালে যেমন পানপাতার মতো মুখের কথা শোনা যেত এর মুখটাও তেমনি ভরাট，নিটোল চাথের মণি একটু
 মুখে মিষ্টি ভদ্র হাসি । পরনে মণিপুরী কাজ করা তঁতের দারুণ শাড়ি। রেমি একট্ট হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল লেথে।

## ॥ ৬৭ 】

আজ শচীনের চেহারার মধ্যে একটা দूर্যোগের পুর্বাভাস ছিল। ফর্সা মুখ লাল টকটক করছে কোনো অভাষ্ররীণ উত্তেজনায় । চুল অবিনাষ্ত। চোখের দৃষ্টিতে নীরব হৃংকার। কৃষ্ণকাষ্ত আর বিশাখা পরম্পর মুথ তাকাতাকি করে বসে রইন। শচীন সাইকেলটা স্ট্যাত তুলল একটা হিংশ্র ঝটকায়। তারপর অতি দ্রুত পায়ে ভিতরবাড়ির দিকে চলে গেল।

কৃষ্ণকান্ত দিদির দিকে তাক্কেয়ে ভূ ఫুঁচকেে বলन，কোথায় গেন বল जো！
বিশাখা খুব ত্তিমিত গলায় বনে，বোষহয় বউদির থেौজ করতে।
কৃষ্ণকাষ্ড খুবই যু户্ধিমান। সে যতই ব্রক্চর্য করুক আর স্বেচ্ছা নির্বাসনে বাস করুক，ঘটনার औচ সে ঠিকই পায়। তাই，প্রসঈ্গঢা घুরিয়ে বনন，তুই বব্রং যা ছোড়দি। গিয়ে শচীনদাকে জিজ্ঞেস কর कारে そूंब्रा।

৩৮৮

দাসী-চাকররাই বলবে। আমার যাওয়ার কী ?
বিশাখা বিবশ হয়ে কিছ্হুক বসে রইল । শচীন এই এস্টেটের উকিল হলেও বাইরের লোক । এ বাড়ির অন্দরমহলে হুটহাট ঢুকে যাওয়ার অধিকার তার নেই । তার ওপর শচীন কেন অসময়ে এসে হাজির হয়েছে তাও জানে বিশাখা। সব মিলিয়ে তার ভিতরেও একাটা রাগের বौঁ টঠছিল । কিন্তু বেশী কিছু করার সাধ্য তার নেই । বাবা यদি একটু কঠিন ধাতের মানুষ হত তবে শচীনের এত বাড় হতে পারত না।

কৃষ্ণকান্ত এবার একটু চাপা গলায় বলে, শচীনদা একটু রেগে আছে মনে হচ্ছে।
কেন রেগে আছে তা বিশাখা অনুমান করতে পারে া ভিতরকার ঘটনা সে সবটা জানে না ঠিকই, কিম্তু বউদির এই যে হঠাৎ বরিশাল যাওয়া এটা যে এমনি নয়, ভিতরে যে আরো একটু কিছু আছে তা বুঝতে তার অসুবিধে হয় না। শচীনকে ফঁঁকি দিয়েই গেছে বউদি। মুখের গ্রাস সরে যাওয়ার খবর পেয়ে এখন জখমী বাঘের মডো এসেছে শচীন । কি কেলেক্কারী হয় কে জানে ! কৃষ্ণক্সাস্তর কথার জবাবে ঠধু বলে, হাঁ, খুব তেজ হয়েছে । দারোয়ান দিয়ে গলাধাক্কা দেওয়ালে ঠিক হত। কৃষ্ণকান্ত বলে, যাঃ, कী যে বলিস !
ঠিকই বলি। বাবা ওরকম মেনীমুখো বলেই এসব কেলেংকারী হচ্ছে। अন্য কোনো জমিদারবাড়ি হলে ওকে ঘাড়ধাক্কা ঢো দিতই, বাড়ির বউকেও চুলে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখত ।

কৃষ্ণকান্ত কোনো কথা বলল না । কৃষ্ণকাম্ত যে চুপ করে রইল তার কারণ একটাই। ভিতরে ভিতরে সে নিজের বয়সকে ছাড়িয়ে একটু বেশী পরিণত হয়ে উঠেছে। সে তার ছোর্ডির মতো সহজ্জে উত্তেজিত হয় না । প্রতিক্রিয়ার বদলে তার ভিতরে খরু হয় বিচার বিপ্লেষণ এবং সমাধানের চেষ্টা । বউদির সঙ্গে যে শচীনদার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তা শোন্ন আছে তার । অনেক ভেবে সে এই সমস্যার কোনো সমাধান খুজে পায়নি। এ কথাভ ঠিক যে; তার বাবা নিরীহ, বড়দা কনককাস্তি ব্যক্তিত্বহীন এবং সে নিজ্ঞে ছেলেমানুষ । সৌ কারণেই এই প্রায় অভিভাবকহীন পরিবারের কোনো রক্ষাকবচ নেই।

কৃষ্ণকাষ্ত ছোড়দির দিকে একদৃষ্টে খানিকস্মণ চেয়ে থেকে বলল, তূই ঢো খুব ঝগড়ুটে। এখন গিয়ে ঝগড়া করতে পারিস না ?

ঝগড়া ! বিশাখা অবাক হয়ে বলে, কার সজ্গে?
কেন, শচীনদার সঙ্গে !
ঝগড়া করব কেন ?
তুই তো ঝগড়ার কথাই বলছিস এতক্ষণ। এখন যা না গিয়ে ঝগড়া করে আয় ।
আমার বয়ে গেছে । যে যার কর্মফল ঠিক ভুগবে । ভগবান তো আছেন। এই বলে বিশাখা উঠে গেন ।

শচীনের মুথোমুখি হওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিন না বিশাখার । তবু একবার শচীনের রাগে গনগনে মুখটা দেখতে ইচ্ছে করছিল। বুকের জ্বালা খানিকটা জুড়োয় তাহলে ।

দোতলায় উঠবার সিড়ির গোড়ায় যখন বিশাখা প্রথম ষাপটায় পা তুলেছে তখন শচীন নেমে এল ঝড়ের বেগে। সামনে বিশাখাকে দেখেই একট্ট থমকে গেল।

বিশাখা দেখল, শচীনকে একদম অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। যেন বা উম্মাদেরই দৃষ্ট তার চোখে।
শচীন তাকে ধমকের স্বরে জিজ্সেস করে, চপনা কোথায়?
 দিয়েছিল বটে, কিস্তু তার আর কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই। উপরষ্তু লোকটার বেহায়া নির্লজ্জপনা দেখে ডার ভিতরটা আরো গরম হয়ে গেল ।

বিশাখা পান্টা প্রশ্ম করে, आপননি কার एকুমে ওপরে গিয়েছিজেন ?

তার মানে ? एबুমটা आবার কার কাছ থেবে নিতে হবে ? তোমার কাছ থেকে নাকি ? বাইরের লোক হয়ে আপনি যখন-তখন ভিতরনাড়িতে एুকবেন কেন ?
আমার দরকার ছিল।



ছোটো মুথে বড় কथা মানায় না বিশাथা। যাক, এ তর্ক হেমকাষ্তবাবু ফির্রলেই হবে। आমি জনতত চাই চপলা বরিশান গেন কেন। ঢूমি বनতে পারো ?

आমার বউদিকে নাম ४রে ডাকার সাহস কবে থেকে হন ?
যবে থেকেই হোক, জবাবাঁ তোমার জনা আছে ?
জানলেও বলব কেন ? आপनि কে ?
 গেন। বিশাখা যথেট তপ্ণ বোধ কন্ছে ভিতরে ভিতরে।





 জানো?

 आমার কাছू জাनতে চাও্যার?

 ক্রबই। लেখि তোমরা की ক্রতে পার্রো





 यान!
 बপর্রে উঠ্ঠ গেল…


 পড়ন वেবের্র Өপর্র।

মাগো!

 তাকাল क্ঁেজে হয়ে খাকা বিশাখার দিকে।

দাসদাসীরা ছুটে আসহিল বিশাখাকে ধরে তৃলতে।
ऊाদদর অবাক করে দিত্যে শচীন নিজেই লেষ ধাপটায় নেমে নিচ্ঠ হয়ে পাঁাকোলায় তুলে নেয় বিশাখাকে। নিঃশব্দে সিড়ি ভেঙ্ ওপরে উঠে আসে। ঘরে নিয়ে ওইশ্রে দেয় বিছানায়।
 বিম্ময়। তার নিজের মা-বাবাই তাকে কখন্না মারেনি। পিচোপিঠি ভাই কৃষ্ককাষ্ঠ কখন্ো-সখন্না কিলটা চড়টা দিলেও সে নিতাঙ্তই খুনসুটি সতিকাবের মার জীবনে সে এই প্রথম গেল। जাও এক পরপুরুষের হাতে।

দুজনেই ভীষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে দুজনের দিকে। ঘরে লোকজনের ভীড় হয়ে যাচ্ছিন। শচীন একাঁ চমকাল কেন যেন।
जারপর বিশাখার দিকে बেয়ে বলन, आমারই ভুন হয়েছিন।

তিन দিন শচীন आর এমুখো হন না।
ठিন দিন বিশাখারও কাট্ এক অप్ঠত घোরের মধ্যে। বौ গাनটা युलে লাল হয়ে ছিল
 রাত ঠাহর করতত পারল না সে। অনুভব করতে পারল ना তার চারদিককার বাז্তবত। টের পেল
 এত অপমান একজনকে করতেই বা পারে কি করে আর একজন ?

 খেতে বললে গেল, স্নান করতে বললে করল। যেন বা ঠিক বুম্তে পারহু না সে आসলে को করহে। कथा প্রায় ছিनऐ ना তার মুখে।
 घू হয়েছে। ঢোখের কোল ভরাট্।

 এসে মুখোমেি বসন।

কই, কিহ্র जে ভাবशি না!
ভাবছে না কেন ? একদু ভাবে।
को जाববো ?
আমার कী কর্রা উচিত একটু তেবে বলো তো ! গনায় দড়ি দিয়ে বুলেে পড়ব, নাকি বিষ খবো।

অপমানটা जো দেথলে।
निজ্জের बোে দেখিনি, তবে అনেছি।
जর পরেও बেচে থাক্তে বলো!
ब্बেচে थाबবि ना बেन ? भाগल नाकि ?
भीচঅन<ে মूン লেখাবে की করে ?
সে यमि লেथाয় ছোর লেখাত লোষ की?

সে কতা ছেলে । ছেলেদের তো সবই মানায় মনুপিসি ।
তোকে বলেছে ! পুরুষমানুষ হয়ে একটা মেয়ের গায়ে হাত তুলেছে লোকে তাকে দুয়ো দেবে না তার নিজ্জেরও কি কম লজ্জা

ওর কি লজ্জা বলে কিছ্ন আছে!
রঙ্গময়ী কথাটার জবাব চটজলদি দেয় না। একট্ চুপ করে থেকে বালে, শুনেছি, তিন দিন জলস্পর্শ কর্রনি।

বিশাখা কথাটা শুনে চ্পপ করে থাকে। বুকের মধ্যে কেমন এক অচেনা ব্যথা চিনচিন করতে থাকে । কেমন অদ্ডুত লাগে এক্টা সিরসিরে ভাব।

अন্নকক্ষণ বাযদ সে বলল, জলস্পর্শ কররন্র কেন ?
তা কী করে বলব? তবে মনে হয় প্রায়শ্চিত্ত করছে ।
আর প্রায়শ্চিত্ত করে কী হাব ? যা হওয়ার তা ‘তা হয়়হ গেছে । শহরে fি ঢি পড়ে র্যায়ান এতক্ষণণ ?

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, দূর বোকা ! দাসদ়াসীরা কানাক্ণান করবে সে তো ঠিকানোর উপায় ন্নই। তরে লোক জানাজানি হয়নি। হরেও না । শহরের এখন অন্য সব সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হচ্ছে। কে কাকে চড় মারল তা নিয়ে কে মাথা ঘামাবে ?

কী কাণ্ড মনুপিসি ?
ররল লাইনের ধারে গুদাম থেকে বিদেশী কাপড় বের করে আগুন লাগানো হল সৈদিন। গুলিগোলা চলেছে। ধরপাকড় হল কত। আহা !

কিষ্টु স্বদেশী আন্দোননের ঘটনা মোটেই স্পর্শ করল না বিশাখাকে। সে আনমনা इয়ে রইল । একটা হাই আসছিল, সেটা চেপে বন্ধ করে বলল, আমার বড় ঢঘন্না হচ্ছে নিজের গপর ।

কেন হবে ? দোষ তো শচীনের । তুই তো অন্যায় কিছু বলিসনি।
ঠিক বলেছি বলছো ?
নিশ্চয়ই। এই সত্যি কথাগুলো কারো মুখ <থকে বেরুনো मরকার ছিল ।
বिশাখা একथা তুনে একটু উब्धन হল। বलল, ठिক বनছে ?
ঠিক বল্নছি না তো কী ? आমি পরস্য পর, নইলে ক্যাট ক্যাট করে কিছু কथা ওর মৃখের ওপর বন্ততে আমারও ইচ্ছে করেছে কতবার।

বিশাখা বলে, आমি ভাবছিলাম কাজটা হয়তো ভীষণ অন্যায় হয়ে গেল। বাবা হয়তো ফিরে এসে সব তনে আমার ওপর রাগ করবে ।

রাগ করলেই হল ? সে নিজে তো কিছু পারেনি করতে । মুখচারা মানুষ, চোখের ওপর এসব ঘায়ননা দেখেও চোখ বুজ্জে থেকেছে। দোষ তো তারই।

বিশাখা চুপ করে থেকে কিছ্রুঙ্শগ ভেবে বসল, শচীনবাবু বোষহয় আর আমাদের কাজ করবেন ना ना ?

না করলেই মগ্গ । এইভাবেই যদি ভালয় ভালয় ব্যাপারটা মিটট যায় তবে খুব ভাল। বিপাশা মাথা নেড়ে বলॅল, না মनুপিসি: তাতে ভাল इয় না।
কেন হয় ना ?
আমার একটা কলঙ্ক থেকে যায় । লোকে বলবে আমি ঝগড়া করে শচীনকে তাড়িয়েছি।
जোকের আর খেয়ে বসে কাজ নেই। তूই রাখ তো ।
বিশাখা মাথা নেড়ে বলে, না মনুপিসি, আমার লজ্জা করছে।
ওমা ! লজ্জা কিসের ?
ঝগড়া করেছি যে ! সেই লজ্জা । আমি চাই না উনি এভাবে কাঞ্জ ছাডুন ।



শচীनব্यবু কি এথनো आমার उপর রেগে আছ్ন ？
 কোেে করে তোকে লোতনায় তুলে নিয়ে এসেছিন। র্রাগেন্র बжণ তো নয়।
धाए！की यে बजো ना। याध－
 मশণণ। जই जে বলছিলাম，पूই গলায় দড়ি দিবি কেন ？

সারাটা দুপুর বিশাখার কাটল ফের্র অনারকম এক ঘোরের মধ্যে। চড় যাওয়ার অপমান বুক থেকে নেমে গেছে। এখন সে ভাবঢে শচীন তাকে কোেে করে লোত্নায় ডুলেছিি। শচীন তিন
 अस्पूত। বড় সुখদায়।

একা বে বাবা ？বউদি কোথায় ？বিশাখা বাবাকে প্রায় হাত ষরে গাড়ি থেকে নামাতে নামাcে প্রপ্ন করে।

বউমা কनকাতা চলে গেল।
मে की ！『थान बে大ৌ？

কেন বলো কো！



 याबে।
 म्नान। মूथ অসष्ठব গজ্לী ।

হেমকান্ত সক্ধের পর তাকে ডেকে পাঠালেন।
जই बে শচীन，এপিককার সব थবর ভান ঢো！
डाबई। শगीন মামলায় উকिन मिত্大ে পার্রजেন ？

 চিত্তার কিছ্র নেই।

आমিও যাবো একবার？
যাबে？
यাবো বনেই जো ভাবহি।
ই原 रनে वেब।
आমি একা゙ কथा जাব্যছিলাম।
की कथा？
মামना মোক্দমা এখন অনেক বেড়েছে । এস্টেটটের কাब দেথার্র অনা যमि একজন পাকা লোক

তোমার বদনে ? হেমকাষ্ত কিছু বিস্মিত হয়ে উঠে বসেন ।
হ্যা । আমার একটু অবকাশ দরকার ।
হেমকাষ্ত ফাঁপরে পড়ে বলেন, কথাটা কী জানো ! नোক পাওয়া খুব সোক্জা নয় । এমনি যাক্রা পাকা লোক তারা সৎ বড় একটা হয় না। আমার অবস্থা তো জানোই। নিজ্ঞে কিছ্ পেখাশোনা করতে পারি না । তোমাকে পেয়ে ভেবেছিলাম আর সমসায় পড়তে হবে না।

आমি গোড়া বেঁชে দিয়ে यাচ্ছি। আপনিও একটু চোখ রাখবেন। হয়ে যাবে।
কেন শচীন, ডোমার কী পোষাচ্ছে না ?
শচীন জিব কেটে বলে, ছিঃ ছিঃ, তা নয় । পয়সার জন্যে আপনার কাজ করছিলাম নi। স্নেহ করেন, তাই।

স্নেহ তো এখনো করি ।
করেন ? বলে শচীন হঠাৎ হেমকষষ্টের চোখে চোখ রাখে।
হেমকাষ্ত মৃদু হেসে বলেন, না করার কারণ কী ?
শচীন দাঁতে ঠঁঁট চেপে বলে, স্নেহ না করার অনেক কারণ আছে । তবু यमি করেন তবে বুবিি যে आপনি সত্যিই অনেক উচুদরের মানুষ।

रেমকাষ্ভ লজ্জা পেয়ে বলেন, আরে কী যে বলো ! ছেলেমানুষ।
শচীন আবেগের সজ্গে বলল, আমার অপরাধের সীমা নেই। কিষ্তু সব তো বলা যাবে না । বুদ্ধিড্রংশ তো মানুষেরই হয়।

তা হয় বটে। কিষ্তু ব্যাপারটা কী বলবে ?
আজ্ঞে বলব। তবে তার উপযুক্ত সময় আছে। এখন নয় ।
ডাহলে আমার এস্টেটের কাজটা করবে তো!
করব। তবে আমি কয়েক मिন ছুটি চাই।
কেন ?
মা আর বাবাকে নিয়ে কাশী হরিদ্বার যাবো ।
বেশ তো, যাও।
বেশীদিন নয় । ততদিন কাজ চালিয়ে नিতে পারবেন ?
পারা যাবে। এখন বর্ষা সবে শেষ হয়েছে । ঢিম়ে সময় । পারব। যাও ।
শচীন হঠাৎ আজ হেমকাম্তকে একটা প্রণাম করে বলল, আমার যেতে দু-তিন দিন দেরী আছে । রোজ্ আসব। আপনি কাছারিতে আমার সঙ্গে একটু যদি বসেন তো সব বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারি ।

সে হবেখন। তোমার শরীরটা তো ভাল দেখছি না।
ও কিছু নয়।
জ্ররজারি হয়নি তো !
না। বেশ আছি।
হেমকাষ্ত খুশি হলেন। খুব খুশি। তার বউমা কলকাতা গেছে। শচীন যাচ্ছে হরিদ্বার আর কাশী। বেশ। লক্ষণ তো খুবই ভাল।
 शभि। नষ घ্রে বলল, आসবো?

आगून। व्विম कीণ कटहे बलन।


## बসून।




 आমার आमल नाম কিप्रू धार木ा नয়।

उबে कী?

তাই दूবि! র্রেমি এলানো গলায় বनে।
आপनाর नाমটो কिप्र्ड डोषण आधूनिक।
 সেকেনে।
 बেন্ বলুন ঢো।

এयनि।
 সচ্দে खাগড়া ক্ব<েন।
 সচ্গে বগড়া কন্নতা। এথन তো বড় रয়েखি।


- की बलেखिल ?

आर को?
जकमू बाध्यেमिड।
आপनার कि তাই মনে হচ্ম ?


 जबाू গার্ড नि®।

বलেঢে বুধি ?

 ना।

वाগबে ना ! बেन!

आমি যে জীবনের అধু ভ্রাইট সাইডটা সেथি। এবদম পেসিমিস্ট নই। বনে ধারা আবার হাসতে थाকে।

রেমি একবারఆ হাসতে भারেনি। এবারেও পারম না। তবে মেয়েটার মধ্যে এমন এষটা
 সে স্বাভাবিক গলায় বলन, আমি ঠিক উন্টে। ख্রাইট সাইড আমার চোথেই পড়ে না।

তার কাব্রণটা कী জানেন ?
की ?
आপনার নানারকম এঙ্সপরিয়েনস হয়नि। তাই। बীবনে যাদের খুব একটা ঘটনা ঘটে না, নানারকম अভিজ্ঞতা হয় না তারা সবসময়ে বিষষ্প बাকে আর ডাক্ক সাইড নিয়ে ভাবে।

आপনার কি অনেক অভিষ্জন্তা ?
তা বলতে পারেন। তবে বিয়ের পর আমাকেও আপনার মতো জবুথবু ঘরবন্দী করে রাখার একটা बেষ্টা হয়েছিল।

आপনার বিয়ে হয়েছে ?
ধারা হাসিমুখে বলে, দू’বার। आমি দুটাইম ডিভোর্সী ।
এইইু বয়সে ?
কী করব বলুন। কোনো বিয়েই এক বছরের বেশী টেকেনি।
কেন টिকन না ?
খুব সহজভাবে, যেন অন্য কারো গদ্ম বলহে, এমন সরল গলায় ধারা বলল, প্রথম যার সত্গে বিয়ে হয়েছিল হি পারशাপস হাড ইডিপাস কমপেকস। মা ছাড়া আর কিছ্ বুঝতেই চাইত না। তার মা কেমন ছিল জানেন ? ভেরি বিচী, ভেরী পজেসিভ। একদিন বরের সঙ্গে ড্রিংক করে ফিরেছিলাম বলে আমাকে উনি চড় মেরেছিলেন, কিষ্ঠু নিজের ছেলেকে কিছু বলেননি।

তারপর ?
তারপর আর কী? খুব আমেলা হতে শরু করল। আ্যাঙ উই সেপারেটেড।
प्विडीয় জनఆ कि जांः?
না। চौঁ ওয়াজ এ নাইস গায়। आমি কখনো ওকে ডিসলাইক করতে পারিনি। এখনো করি ना।

তাহলে ?
কী বলব! সামথিং ডিডনট ক্লিক। ওর সব ভাল, কিজ্তু হাজব্যাও মাস্ট বি সামথিং ডিফরেন্ট। উই ওয়্যার রাদার 《্রেগুস।

রেমির সামান্য একটু মজা नাগছিম । স্বামী-ত্রী সম্পকেে তার ভিতরে যে একটা বদ্ধমূন ধারণা
 কিছুতেই সে খুব অপছন্দ করতে পারছিন না । তাই একট্ট রাগ হচ্ছিল নিজের ওপর। মেয়েটা বড্ড সরল, বড্ড অকপট।

রেমি বলল, এখন ?
এথন ! ওঃ, এখन আমি ভেরী মাচ ফ্রি আ্যা ডেরী মাচ গাপী।
বিয়ে করবেন না ?
की দরকার ? आপनि भूব ঘরসংসার পছ্দ্দ কর্রেন ?
রেমি চুপ করে কিছুহ্মণ ভাবল। সে ধারার মতো अভিষ্ঞ নয় । ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া, কিড্ভ উচ্চকিত পোশাক পরা, কয়েকজন ছেলে বক্ধুর সহ্গে নিরামিষ মেলামেশা এবং সামান্য কিছ্ম বিদেশী নত্যগীত ছাড়া তার আধুনিকতার তেমন কোনো দীক্শা হয়নি। আধুনিকতা তো কেবল আচরণ নয়, ৩৯৬

ও একা বিশেষ মনোভগ্গী । ধারা জিনস্ পরেনি，চোখমুখের ভাবে বা অন্গগ্গিতেও ভারী শিষ্ট ভাব， কিষ্ডু ওর মনটাই অন্য রকম । এ পৃথিবীকে，এই টীবনকে রেমি যে－চোখে সেখে ও মোটেই সেরকম দেখে না। বেমি অনেকস্ষণ ভেবে বলল，কী জানি । বোষ হয় ঘরসংসার বলে নয়，ভালবাসি একজন বা দুজন মানুষকে। তাদের ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

ইচ্ছে না করলে ছাড়বেন কেন ？সেকথা বলছি না। কিষ্তু ধরুন，কখনো আপনার নিজের মতো করে থাকতে ইচ্ছে করে না ？আর একট য্রিডম পেডে ইচ্ছে করে না ？

করে । খুব করে। রেমি খুব আকুল গলায় বলে।
ধারা চমৎকার হাসিটা হেসেই যাচ্চে । বলল，আমাদের দেশের মেয়েসের কী মুশকিল জানেন ？ তাদের ইচ্ছৌাই মরে যায় । ছেলেবেন্না থেকে এমন সব শেখানো হয় যে：মাথাটাই তাদের অবসেসড । ঘরসংসার পেজেই তালের আর সব ইচ্চে মরে যায় । আর না হলে চুরি করে গোপনে কোনো লাভারের স⿰丬夕 ভয়ে ভয়ে মেলামেশা করে । কিষ্তু এটা তো ঠিক নয় । আমার যদি কাউকে ভাল লাগে তবে প্রকাশ্যেই মিশব，নিজ্জেকে তো বौঁधা मिইনি। বলুন ঠিক কিনা ！

রেমি বলল，ঠিকই তো ।
গ্রুব বলে আপনি ভীষণ সেকেলে।
রেমি এই প্রথম এক্টু হাসতে পারল । মাথা নেড়ে বমল，আমি ঠিক কেেম ডা ও জানেই না ।
কেন্ন জানবে না ？
জানে না，তার কারণ আমাকে এ নৰ করে না ।
বাট ইউ আর চার্মিং। সিম্পলি চার্মিং।
হবে হয়তো । কিষ্ডু ও সেটাও লক্ষ করেনি কখনো । ওর সক্গে আপনার পরিচয় কবে থেকে ？
বেশীদিন নয়।
কোথায় দেখা ？
সেটা একটু অদ্যুত ঘটনা। আমাদের লেখা খুব নরমাল সারকামস্ট্যানসে হয়নি ।
কিরক্ম ？
আমার মডো যারা একা এবং স্বাধীন জীবন যাপন করতে চায় সেইসব মেয়েদের পদে পদে বিপদ । আপনি ঠিক বুঝবেন না । যারা নিরাপদ ঘরে থাকে তাদের পক্ষে এ শহর সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন। ধরুন সোনাগাছি，টৈরিটিবাজার，চীনাপট্টি，খিদিরপুর ডক বা সম্ধ্যার এসপানেডের গলিঘুঁজি এসব মেয়েদের পক্ষে নিরাপদ জায়গা নয় । লোকে ডাকে，ইশারা করে，অফার দেয়， গাড়িতে তুনে নিতে চায়，আড়কাঠি পিছনে ঘুরঘুর করে，ছেলেরা দল বৈঁধে পিছু নেয়，টিটিকারি फেয় । এসব সश্য করে এবং এড়িয়ে চবে চলাফেরা করতে হয় ।

রেমি একটু শিউরে ওঠে। বझে，মা গো！आপनि ఆসষ জায়গায় একা यান ？
না গেনে আর স্বাধীনতা কিসের ？যখন যেমন খুশি ঘুরব ফিরব দেখব তবে না স্বাধীনতা ！आমি অ্যাডজাস্টেড হওয়ার চেষ্টা করছি। মাঝে মাঝে অবশ্য বেশ বিপদে পড়ে যেতে হয় । এরকম


বলে হাসে ধারা । নিয়মরক্মার খাতিরে রেমিও ঠেঁটটটা রবারের মতে। টেনে একট্রু হাসবার চেষ্টা কর্রে । বनে，তাই নাকি ？

ধারা বজে，যত রোম্যাত্টিক শোনাচ্রে তত রোম্যা্টিক কিষ্রু নয় ব্যাপারঁত। আপনি কি জানেন যে，ধ্রুবর এক मল অত্যष्ठ ন্যাস্টি ख্রেএস आছছ！

चাनिকটা জানি ।
 जকজन इচ্ছে নালू। চেনেন ？

রেমি মাथা নেড়ে বলে, না। ওর বষ্থুরা বড় একটা এ বাড়িতে আসে না।
ইউ আর লাকি। ওই লালুর একটা জুয়ার বাবসা আছে টালিগঙ্জে। বাবসাঢl অবশ্য দুনষ্বী। आমি आমার এক বয় ख্ৰেণের সঙ্গে একদিন জুয়া vেলতে গিচ্যেছিলাম।

आপনি? রেমি চোথ কপালে তোলে।

 গেनাম। আমার বয়-c্রেলু রাহ্ হারল দেড় হাজার টাকার মতে। আমাদের করো কাছেই আর টাকা ছিল না। রাজু यথন লেষ রাউও থেলছে তখন ওর বিড করার মহো টাকা পকেটে নেই। এর
 কিষ্ঠু তবু মুথে মুথে বিড দিয়ে যাচ্ছিল। শেষ বাজিতে ও আরো সেড় হাজার টকা হারল। কিষ্ঠু

 নয়। একটা বিদৌী ফার্ম্রে অ<্সিসার। মাইনে ভালই পায়, কিষ্ঠু বাপ করে দু'অড়াই হাজার টাকা
 আর তার তিনটে রাফি্য়ান বক্ধু ওকে চেয়ারে বসির্যে রেেে দরজা ব্ধ করে দিল। বলল, শেखে मেবে না, তরে खোন করতে দেরে।। কল সামওয়ান হ উইল পে ফর ইউ।

 করে কাউকে পাওয়ার উপায় নেই তথন লাनू की বनল জানেন ? বলল, ঠिक आহে, তোমার গাল
 ক্যান এনজয় হার।

রেমি কক্কিয়ে ওঠে, মাগো ! आপनि की করলেন ?


 রেসকিউ করতে আসবে না।

 তোয়াক্ করেছিন নাকি ওরা!
आभनि কিছ্দ কর়েন ना ?




রেমি উদ্ধেগের গলায় বলে, রাজ্ চলে গেল ?

 मশणन পर्य্য ডেডলাইন। তারभর आমাকে ওরা या भूশি করূে।

রাब্ পুলিসে খ্বর দিতে পারত जো!
 ভাবেন?

৩৯৮

তারপর কী হল ?
ধারা খুব হাসড়ত লাগল। একদম প্রাণখালা হাসি। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, আপনি হলে বোধ হয় মৃর্ছা যেতেন

শুধু মূর্ছা! ভয়ে হার্টফেন করতাম।
আমারও ভীষণ ভয় করছিল। তবে ওরা কথা রেথেছিল কিষ্তু । রাজুকে বের করে দিয়ে ওরাও ঘর থেকে ব্বেয়ে গেল। আমাকে একা রেথে।

आপনি পালালেন না ?
কী করে পালাবো ? দরজা ব⿸্ধ করে গেল যে!
তারপর ?
আমাকে অবশ্য দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি । ঘণ্টা খানেক পরেই দরজা খুলে দারুন স্মার্ট একটা ছেলে ঘরে ঢুকল। দেখে আমি অবাক। ওরকম একটা বিচ্ছিরি জায়গায় এরকম ভদ্র আর আ্যরিস্টোক্র্যাট চেহারার একজন ইয়ংমানকে দেখব ভাবতেই পারিনি।

সেই কি $\quad$ ?
ধারা খুব হেসে ওঠে। মাথা নেড়ে বলে, হি ইজ রিয়োনি স্ট্রাইকিং, তাই না ?
রেমি বিরস মুখে বলে, আমি তো তাই তুনি। মেয়েরা বলে। তারপর?
আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি লালুর হোস্টেজ ? আমি তখনো ভয়ে সिটিয়ে আছি। বললাম, হাঁ। काইণুলি আমাকে ছেড়ে দিতে বলবেন ? ও একটু হাসল। বলল, লিবারেশন কি এত সোজা ? জুয়া খেলতে অচেনা জায়গায় যখন আসতে পেরেছেন তখন বাকিটাও পারতে হবে।

বলल ?
বলল, তবে একইু হাসি ছিল মুখে। বুঝতে পারছিলাম, ইয়ার্কি করছে। হি ইজ নট সিরিয়াস ।
তারপর কী হু ?
বলমে आপনি বিপ্যস করবেন না। ওর সজ্সে আমার আরো কিছ্র কথাবার্ত হয়েছিল। আজ আর ডিটেল মনে নেই। তবে কাটা কাটা কथা, ডিবেটের মতো । কিষ্ঠু কয়েক মিনিটের মধ্যোই আমার ভিতরে সামথিং ওয়াজ টিকিং।

की সেটা ?
একটা আর্জ । আকৃতি। লোকটাকে আমার ভীষণ ইন্টারেস্টিং লাগছিল। আমাকে অনেক প্রন্ন করল। কোথায় থাকি, কার সজ্গে থাকি, কী করি, উড়নচণী কেন, এসব। आমিఆ बবাব मिচ्ছिলাম। কিষ্ভু থুব হাসি পাচ্ছিল আর মজা লাগছিল।

ভয় করছ্রিল না ?
একদম না। একাঁ आগেও যে সাজ্যাতিক ভয় পাচ্ছিলাম তা ওকে দেখে একদম উবে গেল। বললাম না, সামথিং ওয়াজ টিকিং ইনসাইড মি!

ওরা কিছ্ করল না ?
না । ওদের আর দেখতেই পেলাম না। 纟্রুব আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিল মিনিট পরেরো ধরে । তারপর বলল, চলুন পৌছছ দিয়ে আসি । আমি ওর পিচ্র পিছু নেমে এলাম । ও আমাকে একটা ট্যাক্রিতে তুলে দিয়ে চলে यাচ্ছিন। आমিই ওকে বললাম, आমার ফ্য্যাট পর্যণ্ড চমুন, भीজ।

В राधि इन ?
কেন হবে না ?
ఆनেছি B মেয়েদের বেশী পাত্তা দেয় না।
আমাকেও मिয়েছিল নাকি প্রথমে ? বনে ধারা খুব হাসলল। মাथা নেড়ে বলল, মোটেই ভাববেন

না যে এক কথায় প্ৰঁছে मিতে রাজি হয়েছিল । আমাকেই বেশ খানিকটা সাধাসাধি করত্ত হল । বললে বিশ্মাস করবেন না। অন্য মেয়ে হলে ఆই खায়গা থেকে পালানোর প্রথম চান্স পেলেই আর পিছু ফিরে তাকাত না। কিষ্তু আমি একটু অন্যরকম । পালানোর চেয়ে ইনভলভ্ম্মেণ্ট আমার বেশী ভাল লাগে।

রেমি করুণ গলায় বলে, আপনার খুব সাহস ।
তা বলতে পারেন । তরে সাহস করে আমি ঠকিনি। আলটিমেটলি দেখেছি, মেয়েরা স্বাধীন হয়ে থাকতত চাইলে থাকতে পারে। একটু-আধটু অসুবিধে যা হয় তার তুলনায় লাভই বেশী।

আপনি কি একা থাকেন ?
একদম একা । একটা সরকারী ফ্য্যাট আছে আমার । ওনারশিপ ।
চাকরি করেন ?
নিশ্চয়ই।
বাড়ির কেউ নেই ?
সবাই আছে । মাঝে মাঝে যাই। আমার বাবা অবশ্য গত বছর মারা গেছেন । কিষ্তু তিনি আমাকে কোনো কাজে বাধা দেননি। ইন ফ্যাকট লিবারেশনের প্রথম পাঠটা তাঁর কাছেই শেথা।

ওর সঙ্গে কি আপনার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ?
ध্রুব ?
शাঁ। বলে রেমি লख্জায় লাল হয়।
ধারা সামান্য একটু হেসে গষ্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, প্রসঙ্গটা খুব সেনসিটিভ।
ধারা এই প্রথম সত্যিকারের গস্টীর হল । রেমি দেখল, গষ্ভীর মুখ ধারাকে মানায় না । সৌন্দর্যটা যেন अর্ধেক কম্রে যায়।

রেমি বলল, अবশ্য आপত্তি থাকলে নতে চাই না।
ধারা মাথা নেড়ে বলল, আমার মুকোনোর কিছু নেই। আপনাকে ফ্যাংকনি বলতে পারি, সারা জীবনে এই একজন পুরুষ সম্পক্কেই আমি पুর্বन । সেন্টিমেস্টাল কোনো ব্যাপার আমার ছিল না । বাম্ধবীর চেয়ে আমার ছেলে-বক্ধু বেশী । তাই ইমোশন কমে গেছে। তবু ধ্রুব হ্যাজ ডান সামথিং ইু মি কিস্তু মেয়েদের যে আলাদা ইনস্টিংট থাকে তা দিয়ে বুঝতে পারি, হি ইজ ইনভিনসিবল্ ।

তার মানে ?
ও কোনো মেয়েকেই কানাকড়ি মৃল্য मেয় না ।
আপনার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা হয়নি ?
ধারা আবার হাসল, বলল, হয়েছে, আবার হ্যওনি। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় ওর সবটাই পে-অ্যাকটি। অনেক সুযোগ পাওয়া সד্মে হি নেভার প্সে্ট উইণ মি, নেভার কিস্ড মি ।

রেমির মাথা ঘুরছিল । চোথ কিছ্রুক্ষণ বক্ধ করে রইল সে । টের পেল, চোখের কোলে জল টলটল করছে।

ধারা হাত বাড়িয়ে তার একটা হাত ষরে বমলল, আপনি একটু ইমোশনানিি আপসেট । আজ বরং आমি যাই!

রেমি কিহू বজতে পারম না। থম মেরে বসে ख্রইন।
বফৃক্মণ বাদে যখন চোখ খুলম তখন ঘরে ধারা নেই।

শচীন কাশী রওনা হওয়ার আগের দিন চৌধুরি-বাড়িতে এসেছিল বিদায় নিতে। শরৎকাল শুরু হয়েছে। उ্রभ্মপুত্রের ওপাড়টা কাশফুলে সাদা। আকাশ গভীর নীল। মােে মাঝেে সাদা মেঘ এসে ক্ষণস্থায়ী বর্ষা দিয়ে যায়। ভারী মোলায়েম একটা হাওয়া বয়। নদীতে পালতোলা নৌকোর গতিতে লেগেছে এক খুশিয়াল চঞ্চলতা । শচীনের মন প্রকৃতির এই স্নিপ্ধতায় কিছ্ প্রসন্ন । ভিতরকার ক্ষচ ও রক্তপাত সে ভুলে যাচ্ছে পীরে ধীরে। কামনার বت్তু চোখের সামনে না থাকলে কামনা ষীরে পীরে কমে যেতে থাকে। ইংরিজি একটা প্রবাদবাকাও আছে না, আউট অফ সাইট আউট অফ মাইও ! চপলাকে যথার্থ ভোলেনি অবশ্য শচীন। কিস্তু কোথায় যেন একটা স্বপ্মভঙ্গও ঘটেছে তার।

ওই যে সেদিন চড় মেরেছিল বিশাখাকে, সেই থেকে তীব্র আঘ্মগ্লানি দিনরাত তাকে দক্ধ করেছে। কয়েকটট দিন সে প্রায় পাগলের মতো বিড়বিড় করত। নিজের গলা টিপে ধরত। ডান হাতে জাঁত চেপে ধরেছে, পিন ফুটিয়েছ়ে বহহবার। সে যে এত নীচ হতে পারে তা সে নিজেও জানত না।

আজ বড় সংকেচের সঙ্গে সে বারবাড়িতে সাইকেল থেকে নামল। তারপর সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে রেথে সে বারান্দায় উঠে সোজা গিয়ে কৃষ্ণকান্তর দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা ভেজানো ছিল, খুলে গেল।

কৃষ্ণকাস্তকে প্রায় রোজই দেথে শচীন । কিষ্ৰু এতদিন এক অবৈধ প্রেমের জ্রলম্ত আবেগ তাকে এমন অন্ধ করে রেখেছিল যে, দেখলেও কিছুই লক্ষ করেনি সে। আজ কৃষ্ণকাম্তর চেহারার মধ্যে ঋষিবালকসুলভ উজ্জ্রত দেখে সে একটু অবাক হয়।

কৃষ্ণকান্ত স্মিত হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বলन, ঠিক ख্রস্মচর্य নয়।
उবে की ? স্বদেশী ?
কৃষ্ণকাষ্ত একথার बবাব দিতে পারল না। মूদু হাসন মাত্র।
শচীন একটু গঙ্ভীর হয়ে বনে, আমাদের দিয়ে তো কিছू হবে না। আমরা ম্বার্থপর সংসারী হয়ে গেছি। তোমাদের মতো ছেলেরা যদি পারে।

কৃষ্ণকাষ্ত একথা তনে একটু উজ্ম্ ল হয়। তারপর বনে, বিপিনদার সহ্গে আমার একাু যোগাযোগ করিয়ে দেবেন শচীনদা ?

বিপিন এই অঞ্চলের চিহ্নিত স্বদেশী । কংগ্রেসের মন্ত পাঙা। তবে আজকাল তাকে বড় একাা কেউ দেখতে পায় না। শোনা যায়, গ্রেফ্তারের ভয়ে সে পালিয়ে বেড়াচ্চে।
 এখনো খুব কম। এখনই কেন এসব করতে চাইছো ?

আমার যে ভীষণ ইচ্চে।
তা আমি খানিকটা জানি। এই বুপ্ধিটা তোমাকে কে দিয়েছিল ওলো তো!
তেমন কেউ নয়।

শশীদাকে দেখার পর্র থেকে-
 म० निতে इয় ! জেল, हीপाष्ठব, याँসि, খि।

बानि।
उय्य क्र्र बा ई

শচীন চিষ্তিত মুখে বলে, ডোমার ভিতরে একটা ও্রাইটনেস আহে । ম্বদেশী করতে গিয়ে সেটা নষ্ট করবে কেন ? বরং আরো তৈরি হও। লেযাপড়া শেひো, ভ্ভানার্জন করো। ম্বদেশী कরা মানে তো সবসময়ে সাহেব মারা নয়।

आর কীরকম স্বদেশী आহে ?
দেশ্শর সুসষ্তান হয্যে উঠলে তাতেও দেশের কাজ হয় । যারা প্রতিভাবান তাদের উচিত প্রতিভার সম্পৃর্ণ সদ্ব্যবহার করা। তাতে আমদের আখেরে দেশের ভালই হয়।

বাবাও এরকম कী একটা বলেন।
ठिকই বলেন। উनि ঞ্ঞাनी মানুষ।
আমার খুব শশীদার মতো হতে ইচ্ছে করে।
কার মতো হবে সেটা কি এখনই স্থির্র করা উচিত ? সেইজনাই একটু বয়স চওয়া দরকার ।
কত বয়স ?
সময় হলে আমিই তোমাকে বলে দেবো।
খুব বাধ্য ছেলের মতো কৃষ্ণকাষ্ত ঘাড় নেড়ে বলে, আচ্ছা।
শচীन একটু সক্কোচ বোধ করছিল। ইতस্তত করে বলল, বিশাখা কেমন আছে?
ছোড়দি ! ছোড়দি তো ভালই আছে।
শচীন থুব লজ্জা-লজ্জা ভাব করে পকেট থেকে এক্টা মুঋ-আঁট খাম বের করে বলল, বিশাখাকে এই চিঠিটা দিয়ে দেবে ?

হাঁ। বলে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নেয় কৃষ্ণকান্ত।
শচীন মৃদুস্বরে বনে, রাগ জিনিসটা মানুষের মস্ত শতু। কত বড় শত্রু তা সেদিন বুঝেছি। কেলেকারীর আর কিছ্হ বাকি রাখিনি। ছিঃ ছিঃ।

কৃষ্ণকান্ত থুব লাজুক একট্দ হাসল। তারপর বলল, ভগবান যা করেন মঈলের জনাই করেন।
শচীন এবটু থমকে চেয়ে थাকে। তার্রপর आচমকাই তার মুখটা লাল হয়ে ওঠে । বিশাখাকে চড় মারার దেয়েও ঢের বেশি কেমেষ্গর্রি সে ষটাতে यাচ্ছিন। ফাঁড়াট কেটেছে এমন নয়। চপলার কथा মনে পড়নেই তার বুক ব্যথিয়ে ఆঠঠ, Шাস দ্রুত হয়, आবার একটা তিক্ট হতাশায় थौ चौ করতে थাকে চারধার। তবে সেই সক্গে আ্যাভাবিক বুদ্ধি, বিবেচনা ও বোধ ফিরে এসেছে শচীনের। দুই ছেলের্র মা, পরত্ত্রী একজনকে গ্রহণ করার যেসব অক্ধকারময় দিক আছে সেঙুলোও তার মনে आসে।

কৃষ্ণকাষ্ত নब্জায় মাथा নুইয়ে বनে, आমি ঋশ্মর-বিব্যসী হতে চাই।
শচীন একটা দীর্ঘষাস ছেब়্ে বলে, আমারও অনেক সাষ ছিল ভীবনে। এক এক বয়সে এক এক রकম। সবশেষে দেখ উকিল হয়ে জীবন কাটাত হচ্ছে।

ওকালতি তো খুব ভাল। খুব বুফ্ধি নাগে।
তা লাগে। তবে বড় মিথ্যে কथা बनতে হয়।
কৃষ্ণকাষ্তু একটু হেসে বলে, তা হোক। আমিও কিষ্ডু আইন পড়ব।
পড়। আইন জানা থাকা ভাল ।
শশীদার कী হবে শচীনमा ? एাঁসি ?
कী করে বলি! অপরাধ তো বেশ গুরুতর। প্রমাণ হলে—
आপনি শশীদার হয়ে মামলা লড়বেন না ?
নড়ে লাভ নেই। শশী সম্পর্কে আমি তেমন কিছ্ জানি না। তোমার বাবার সঙ্গে আমার কথা

रর্যেছিল অন্য বাপারে। উনি আমকে ॐঁর ডিফেনসে নামতে বলেছিলেন।
আমাদের বিরুদ্ধেও কি কেস হবে?
কে জানে ! পুলিশ মুচলেকা চেয়েছিল, তোমার বাবা দেননি। সেই রাগে কেস করতেও পারে পুলিশ। রামকান্ত রায় লোক ভাল নন। স্বদেশীদের ওপর খুব রাগ।

ওকে কেউ মারতে পারে না?
শচীন একটু চমকে ওঠে। তারপর বলে, ওসব কথা মনেও স্ছান দিও না।
কিষ্তু মারা তো উচিত। বাঙালি হয়ে উনি কেন ম্বদেশীদের ধরিয়ে দেবেন ?
সব বাঙালি যদি তোমার মতো ভাবতে পারত তাহলে ইংরেজ নিজে থেকেই পালাত। কিন্ডু সে কথা থাক। রামকান্ত রায় কিন্ডু ভয়ক্কর লোক।

কৃষ্ণকান্ত দুপ করে থাকে।
শচীন খানিকক্ষণ বসে থাকে, তারপর উঠতে উঠতে বলে, কাল आমি কিছুদিনের জন্য কাশী যাচ্ছি। ফিরে এলে দেখা হবে। তোমার ছোড়দিকে চিঠিটা মনে করে দিও কিষ্ঠু।

দেবো ।
ইচ্ছে ছিল বিশাথার সঙ্গে দেথা করে মাপ চেয়ে নেবো। কিষ্তু ভেবে দেখলাম সেটা না করাই ভাল । রাগী মেয়ে, হয়তো চটে যাবে। তীর্থযাত্রার সময় মনটা খামোখা ভার হবে। তাই ওই চিঠি।

ছোড়দি কিষ্তু রাগত না।
রাগত না ? শচীन অবাক হয়ে বলে, তুমি কী করে জানলে ?
एगম জানি।
শচীন ফ্লীণ একট্টু হাসে, কিষ্তু রাগের তো কারণ ছিল।
কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলে, তাও না। ছোড়দিটা বদ্ড বোকা। ভীষণ আদুরে তো। একটু শাসনে ওর ভালই হয়।

শচীন খুব হাসল, তুমি তো খুব পাকা মাথার মানুষ ! বাঃ। তোমার উম্মতি হোক। আজ আসি, शाँ ?

শচীন চলে গেলে কৃষ্ণকাষ্ত চিঠিটট নিয়ে ভিতরবাড়িতে আসে।
দোতনার ঘরে চূপ করে বসে আছে বিশাখা। কিছू শীর্ণ হয়েছে ইদানীং। তবু সেই শীর্ণতায় তার সৌন্দর্य হয়েছে আরো ফুরোর । আজকাল সে ঘর থেকে বড় একটা বেরোয় না । চুপচাপ বসে বসে ভাবে।

ছোড়দি, की করছিস ?
আচমকা কৃষ্ণকাষ্তর ডাকে বিশাখা চমকে ওঠঠ। সে কিছ্হ করহে না । ভিতরে, খুব গভীরে সে একটা গোপন ও গোলাপী শ্বপ্ম দেথে। কিষ্খু তার মনে হয়, ত্বপটা যে কোনোদিন যে কারো কাহহ ধরা পড়ে যাবে।

কী ‘রে ! আয় । বলে ভাইকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে বসায় বিশাথা । আজকাল একদু ত্যাৎ হয়ে थাকে বলেইই কৃষ্ণর এপর তার প্রগাঢ় মায়া।

যাঃ। বনে বিশাখা নিজের গালে হাত বোলায়, ফাজিল!
তোকে চড় মেরে শচীনদার যা অনুশোচনা হয়েছে বলার নয়।
বিশাখা লজ্জায় নালবর্ণ হয়ে বনে, ওসব কथা তোকে কে বলতে বলেতে!
বলবে কেন। জানি।
की खानिम ?
শচীनमा काশী চलে याচ্ছে।

কाশী! বলে प्রূ কৌচকায় বিশাযা, কাশী কেন ?
কাশীবাসী হয় না লোক বুড়ো বয়সে !
সে কি বুড়ো হয়েছে?
না, তবে বৈরাগ্য এসেছে।
কবে এল ?
সেই চড় মারার পর থেকে। কাশী গিয়ে শচীনদা সম্যাযস নেবে।
কৃষ্ণকান্ত এত গঙ্ডীর মুখে কথাশুলো বলে যে বিশাখা ধক্ধে পড়ে যায় । চারদিকে টালুমালু করে তাকিয়ে বলে, সত্যি কथা বলবি ?

সব সত্যিই তো বলছি।
की रয়েছে ওর ?
বলनাম তো, অনুশোচনা।
সুফলাটা অনেকদিন আসে না। এনে জিষ্ভেস করতাম। চিন্তিত মুখে বিশাখা বলে।
की জিজ্ঞেস করতি ? শচীनদার কथा ?
शाँ।
কেন ? শচীনদার খौজে তোর কী দরকার?
বিশাখা একটা দীর্ঘপ্যাস ছেড়ে বলে, আমার জন্য কেউ কষ্ট পাক তা আমি চাই না । শুনেছি, সেই ঘটনার পর ও তিনদিন নাকি উপোস ছিল। জল অবষি খায়নি।

তোকে চড় মেরেছে বলে ?
তাই তো ওনেছি। তবে রাগলে মানুষ অনেক কাগু করে। সেওুলো ধরতে নেই।
তোর কিষ্ঠু একটু ওরকম কিছ্ হওয়ার দরকার ছিল।
কেন রে দूँ्दू ? ও आবার को কश্দ ?
খুব বাড় বেড়েছিল যে তোর।
কবে বাড় দেখেছিস! এমন থাপ্রড় মারব না!
यथन বিয়ের কथा হয়েছিল তথन কী বলতিস মনে নেই?
বিশাখা লাল হয়ে হাসতে লাগল। তারপর বা গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, বেশ করতাম বলতাম।

আর এখন ?
এখन की ?
এথन বিয়ের কथা উঠলে কী বলবি?
তা জ্রেনে তোর কী হবে ?
जनिই ना।
ভাগ পাজী কোথাকার !
কৃস্ণকান্ত ছোড়দির মুথের ভাব খুব মন দিয়ে লহ্ষ করল। যা দেখল তাতে খুশিই হল সে। জামার পকেট থেকে চিঠিটা বের কর্র বলল, এই নে। শচীনদা দিয়ে গেছে।

বিশাখা প্রথমটায় যেন বিপ্মাস হচ্ছে না এভাবে চেয়ে ব্রইন । তারপর কুঠিত হাত বাড়িয়ে চিঠিটা निয়ে বনে, কখন এসেছিল ?

এইমাত্র। ঘ্টাখানেক आগে।
এত সকালে আসে না তো !
 একটা আনन্দ अनুভব কব্রল। তারপর ভাইয়ের দিকে চেয়ে বনन, কাশী যাওয়ার কथा की বলছিল ?

সতি নাকি?
সতি। শচীनদা কাল কাশী যাচ্ছে। তবে ফিরবে।
বিশাখা একটা শ্যাস ছাড়ল । বালিশের তলায় খামটা রেথে দিয়ে বলল, একবার সুফলাকে ডেকে আনভে পারবি?

সুফলাদি! কেন ?
দরকার আছে।
একাটু ভাবল কৃষ্ণকাষ্ত। তারপর বলল, বিক্冂েলে।
তাহলেই হবে।
কৃষ্ণকান্ত চলে যাওয়ার পর বিশাখা খুব সাবধানে খামের মুখ ছিড়ল । নীল রঙের বিলিতি মসৃণ কাগজে নেখা

সুচরিতাসু, তোমাকে কোন মুখে এই চিঠি লিখিতেছি তাহা জানি না। কিষ্খু না লিখিয়া শাঙ্তি পাইতেছি না। আমকে তোমার নিশয়ই রাহ্কস বলিয়া বোধ ইইতেছে। অতি হীনচরিত্রের, অতি কাপুরুষ বলিয়া বোধ হইতেঢে। এইরুপ হওয়াই স্বাভাবিক।

সেদিন আমার মাথার মধ্যে কী যে হইয়া গেল ! ক্রোধ মানুষের কত বড় রিপু তাহা সেদিন বুঝিলাম। আমার অপরাধের ফমা নাই। তোমার নিকট ফ্ফমা চাহিব না। কারণ, আমি নিজেও য্য নিজ্েেকে ফ্ষমা করিতে পারিতেছি না । তবে তোমাকে একটা কথা বলি। পুরুষ মানুষের অভিমানে বড় আघাত দিয়াছিলে। অনা কেহ হইলে আমার ওইরূপ উত্তেজনা হইত না। তোমার মুখ হইভে ওইসব কথা তুনিয়া যেন আমার ভিতরে এক বিস্ষোরণ ঘটিয়া গেল।

কেন এইর়প হইল তাহা লইয়া অনেক ভাবিয়াছি। নিজেকে ইচ্ছামডো শাস্তি দিয়াছি। কিষ্তু ভ্তরের গানি আজও মরে নাই। যখন তোমাকে ধরিয়া দোতলায় তুলিতেছিলাম তখন তোমার দেহ স্পশ্শ করিয়া আমার মনে ইইতেছিল, এই পবিত্রা দেযীদেছ স্পর্শ করিবার অধিকার আমার মতো কাপুরুষের নাই। এই কলক্কিত হাতে তোমাকে স্পর্শ করাও যে পাপ।

এ সকল আবেগের কথা ভাবিয়া উড়াইয়া দিও না । একদা আমাকে এবং আমার পরিবারকে তুমি ঘৃণা করিতে। তাহা আমি ভুলি নাই। তোমার উপর আমার কিছ্ আক্রোশ থাকিবারই কথা। কিষ্তু সেদিন সব আক্রোশ দূর হইয়া গেল। आক্রোশ आসিল নিজের উপর।

কিছুদিন যাবৎ আমি কেবল তোমার কথাই ভাবিতেছি। ভাবিতেছি, তৃমি এখন আমাকে আরো কত ঘৃণা করিতেছ, আরো কত হীন চক্ষুতে দেখিতেছ। এই জন্মে আর তোমার কাছে নিজেকে পুরুষ বলিয়া পরিচয় দেওয়ার কোনো উপায় রহিল না।

কিছুদ্নেনের জন্য आমি তীর্থ্রমণে বাহির হইতেছি। সজ্গে আমার মা-বাবাও যাইবেন। ফিসিয়া আসিয়া হেেকাষ্ভবাবুর কাছে আমার সকল অপরাধই স্বীকার করিব। তোমাদের এস্টেটের কাজটিও ছাড়িয়া দিব। আর কোনো কারণেই তোমাকে এই কলক্কিত মুথ্রী দেখাইতে পারিব না।

আমার भানির আরো কারণ আছে। একটি অতি অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ভাগ্যের দোষে এবং নিজ্রের দুর্বলতাবশে জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই নাগপাশ আজও কাটে নাই। তবে आমি তোমাকে এইটকু বলিতে পারি मায় সবটুকু आমারই ছিন না। অপরপক্ষেরও ছিল। সাফাই গাইতেছি না। আজ মনে ইইতেছে আমার আর বাচচিয়া থাকা বৃথা। এই জীবন লইয়া কী করিব ?
 বোধ হয়।

ছ্ছানাষ্তরে গমন বা ভ্রমণ আমার এই অস্ছিরতার কতক উপশম করিতে পারে বলিয়া বাহির ইইচেছ্হि। यमि হয় ভাল, নচেৎ অনা উপায় চিষ্ঠা করিব।

তোমর নিকট এই পত্র দেওয়ার আর একটি কারণ আহে। আমি তোমার কাহ ইইতে একটি

জবাব চাই। আমি জানি আমাকে তুমি কমা করিতে পারিবে না । कমা প্রার্থনা করিবার অধিকারও আমার নাই। আমি ख勺ৰু তোমার অকপট মনোভাবটুকু জানিতে চাই। यদি পত্রে আমাকে যথেচ্চ ভ'ৎসনা কর তবে বোধহয় কিছু জ্বালা জুড়াইবে। কারণ আমি .োমাকে সেদিন যে চৃড়াষ্ত অপমান করিয়াছি তাহার প্রতিশোধ লইবার সুযোগ তুমি পাও নাই।

এই পত্রে তোমকে সেই সুযোগ লইতে অনুরোধ করিতেছি।
একদা তুমি আমার নিকট দেবীদুর্লভ ছিলে। পরে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটায় আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করি। জীবন কী বিচিত্র ! ঘটনারও কী আকস্মিক পরিবর্তন ! আজ আবার তুমি যেন স্পর্শাতীত এক দুর্লভ আসনে সমাসীনা মহামহিম দেবীমূর্তি! আমি আর তোমার নিকটবর্তী হইতে পারিব না।

যে প্রলাপ বকিলাম তাহাতে বিরক্ত ইইও না । আজ আমি বড় ভপ্মহৃদয়, বড় হতাশ, বড়
 ঈষ্বর তোমার মঙল করুন।

ভগ্মহাদ়
শচীन
চিঠি পড়ে বিশাখা হাউহাউ করে কौদত্ত লাগল।

## ท १० ロ

গাড়ির ব্যাকসীটে বসে প্রুব নার্সিং হোমের উজ্জুল দরজার দিকে চেয়েছিল। কিছুই ভাবছে না, মনে পড়ছে না । মাথায় আজকাল এরকম এক একটা যাঁকা ভাব, হ্যাযংকনেস আসে । মাঝে মাঝে তার মনে হয়, মগজটা শুকিয়ে যাচ্ছে না তো !

नাन্টुদা বেরিয়ে এসে বাইরে দौড়াল। সিগারেট ধরিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। দেখার অবশ্য কিছু নেই। চারদিক নিষুম এবং জনশূনা। লাन্টুদাকে বেশ ম্বাস্থবান দেখাচ্ছে। বড় বেশী স্বাস্থবান। যথন খেলত তখন পেটানো ছিপছিপে শরীর ছিন। এখন রীতিমতো মুশকো, ভারী, তুতামীর চেহারা টাইট একটা ভুঁড়িও হয়েছে। ভাল কামায়, দেদার টনে। মনটা সাদামাট এবং মেজাজ উগ্র ।

ধ্রূবকে সচ্ধেবেলা একটা বড় চড় মেরেছিল লান্টুদা। এখনো কি চড়ের জায়গাটা চিনচিন করছে ? निজের গালে একটু হাত বোলায় צ্যুব।

গাড়িটা কাদের তা বুঝতে ધ্রুবর একটু সময় লাগল । মদ খাওয়ার পর হঠাৎ কোনো ধাকায় নেশা কেটে গেলে বোধশক্তি থুব ভাল কাজ করতে চায় না। পারসেপশন বড্ড কমে যায়। তবু কিছুহ্মণ গাড়ির গদি এবং ড্যাশবোর্ডের চাকতিతুলো নজর করে ধ্রুবর মনে হল, এটা তাদেরই গাড়ি। ইগনিশনে চাবি ঝুলছে । মতুহিম এই রাতের নিস্তেজ, ঘুমন্ত ভাবটা তার সছ্য হচ্ছে না । কিছু এব্টা করা দরকার। রেমি যদি মরে যায় তাহলে বিস্তর জবাবদিছি করতে হবে তাকে। লোকে বলে, রেমি থুব ভাল মেয়ে ছিল। ওকে নাকি মৃত্রুর দিকে ঠেলে দিয়েছে গ্রুবই। রেমি সতিাই মরে গেলে কধাটা ফের উঠবে। צ্রুবর এইসব আখীীয়্ষজন ঝাপিয়ে পড়বে তার ওপর। শোধ নেওয়ার চেৃ্টা করবে। রেমির বাপের বাড়ির লোকেরাও ছেড়ে কথা কইবে না। কিন্ডু শালারা বুঝবে না, ধ্বুব নিজেই মরতে চেয়েছিন বরাবর, রেমিকে বাঁচিয়ে।

রেমির মরার এই সময়টায় এখানে সেঁটে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না ধ্রুবর । তার পালানো উচিত। পৃথিবীটা তো একজন রেমির মতু ঘটছে বলে থেমে নেই । কালও সূর্য উঠবে। ট্যা করে
 করত বরাবর ।
 সামনে।

লাन্টू তাকিয়ে ছিল। צ্রুব গলা বাড়িয়ে বলল, বেড়াতে যাবে ? চनো একটু ঘুরে আসি।
নাল্টু অবাক হয়ে চেয়ে বলে, বেড়াতে যাবি মানে ? এটা কি বেড়ানোর সময় ?
आমার আর বসে থাকতে ভাল লাগছে না । এ邓ট̆ घूরে आসি।
লাन্টু এক পা এগিয়ে এসে জানানায় ঔুঁকে ডীন্শ চোথে ভ্রুবকে দেথে নিয়ে বলে, তোর কী হয়েছে?

ঋুব अস্থির লাগছে।
গাড়ির ড্রাইভার কোথায় ?
জানি না।
ডুই এই অবস্থায় গাড়ি চালাবি না । ড্রাইভারকে ডাক, সে ঘুরিয়ে আনবে ।
আমি পারব।
লান্টুদা নীরবে ধ্রুবকে আর একবার জরিপ করে । তারপর ঘুরে এসে ড্রাইভাররর দরজা খুলে ક্রুবকে এক্টু ঠিলে সরিয়ে मिয়ে निজ্েে স্টিয়ারিং হুইল ষরে বসে ।

কোথায় যাবি ?
ধ্রুব লাল্টুকে বাধা मেয় না । সে জানে, লাল্টুদা একট্ মস্তান টাইপের । ধ্রৃবর যেসব তুত বদমাশ ব有 আছে তারাও লাল্টুদাকে সমঝে চলে।

লাঁট্ট গাড়ি চালাতে থাকে দঋ্ষিণের চওড়া গড়িয়াহাট রোড ষরে । চালাতে চালাতে বলে, কাকা একদম ব্রেকডাউন ।

ঞ্রুব একটা বড় খ্যাস ছেড়ে বলে, জানি।
ইউ আর রেসপনসিবল ফর এভর্রিথিং।
এটা প্রঙ্ন নয়, ঘোষণা । ষ্রুব চুপ করে থাকে ।
লাन্টু বলে, এত ভাল একটা মেয়ে, আমাদের বংশে এরকম একটা বউ আর আসেনি, তাকে রাখতে পারলি না । ডিসগাস্টিং। ওর বদলে তুই মরালি না কেন ?
s্রুব চুপ করে থাকে । তবে তার কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না ।
লান্টু গ্রুবর দিকে চকিতে একবার চেয়ে দেখখ বলে, এখন টের পাচ্ছিস ?
কী টের পাবো ?
রেমি কেমন কেয়ে ছিল !
ভালই তো !
তুু ভাল নয় । শী হ্যাড বিন জেম অফ এ গার্ল । তোর মতো বানরের গলায় ও ছিল মুক্েোর মালা । জানিস ?

ধ্রুব একথার জবাব দিল না । उবে কীণ কঠঠে জিজ্ঞেস কর়ল, তूমি পাস্ট টেনসে কथা বজতো কেন লাन্টুদা ? ইজ শী ডেড ?
 বौচার ইচ্ছেটাই তো মরে গোছ ম্যেয়েটার । একটা ভাল মেয়েকে এনে ঘরে বন্দী করে র্রেথে তিজে তিলে মারলি তোরা । ও আর বেঁচে থেকে কী করবে ? তোকের বংশষর দরকার ছিল, দিয়ে গেन্স ।

ধ্রুব একটা দীর্घশ্বাস ছাড়ল । না, রেমির জন্য ডার শোক হচ্ছে না । অষ্তত তেমন নীর্র কোনো শ্াে নয় । একটু দুঃখ হচ্ছে, একট্ট ভয়ও । তার বেশী কিছ্র নয় । সে ক্ষীণ স্বরেই বন্ন, বাচ্চাটা

ভালই বোখ হয়। কেন ?
এমনন । রেমি यদি মরে যায় তবে ওটাও বোধ হয় বেঁচে থাকবে না ।
বেঁচেঙ থাকবে আর তোর মতো জানোয়ারের হতে আর একটা জানোয়ারও তৈরি হবে ভতার জনা ভাবতে হবে না।

লাল্টুর এইসব কথাবার্তার সামনে ধ্রুব একেবারেই প্রত্তিরোধইীন। সে লান্টুকে ভয় পায়. এমন নয় । কিন্তু লাল্টুর এমন একটা সহজ সরল অকপট এবং ধারালো জিব আছে যা অপ্রিয় কথাকে তরোয়ানের মতো বাবহার করতে পারে । লোকটা ঘুষ খায়, মাতাল হয়, গুগুমী করে, আবার পরের দায়ে দফায় ঝাঁপিয়ে পড়ে. জান কবুল কর্র লোযকর উপকার করে বেড়ায় । ব্যালান্সের অভাব আছে বটে, কিন্ত্ত লাল্টুর অস্তিত্ব বিশেষ রকামর ঝাঁঝালো।

গড়িয়াহাটার মোড়ে ডানদ্কিকে গাঙ়ি ঘুারয়ে রাসবিহারী আভেনিউ ধরে গাড়ি চালাতে চালা৷ে লাল্টে বলল, এVन কেমন লাগছছ ?

অস্থির ।
বমি করন্ি ?
ना।
 দিয়ে বলে, দুটো খেয়েন্ন ।

ধ্রুব একটা উদ্গার তোলে । ট্যাবলেট দুটো মুখে ফেলে চিবোতে থাকে। বিস্বাদে ভরে যায় মৃখ । লাল্টুদ!
की?
তুমি কি ঠিক জানো যে, বাচ্চাটা আমার ?
লাল্টু আর একবার টেরিয়ে ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে, আমার জানার কথা নয় । কিম্তু তোর কि সन्দেহ আছে ?

না, এমনি বলছিলাম । ভ্রুব হতাশ গন্ম্য বলে।
লান্টু বিষ গলায় বলে, রেমি কিরকম মেয়ে তা আমি জানি । তूই কেমন তাও জানি । নোংরামির লাইনে যাওয়ার চেষ্টা করিস না । একটট চড় খেয়েছিস, এবার গাড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবো ।

צ্রুব মৃদুস্বরে বলল, আমি রেমির বিরুদ্ধে কিছু বলছি না।
লাল্টু চাপা হিসহিসে গলায় বলে, তবে কী বলছিস ? তুই কথন কী বলিস তা থেয়াল করে বলিস ? তোর সেই কণণ্জ্ঞান আছে ? রাজার সছ্গে রেমিকে কে ভিড়িয়েছিল তাও সবাই জানে । ইউ রাসক্যাল, ইউ!

नাन্টু ব্রেক চাপে। গাড়িটা হোচট খেয়ে দौঁড়িয়ে দুলতে থাকে।
s্রুবর শরীরটা জোর টাল খেয়়ছিল । সামলাতে একটু সময় নিল সে । তারপর বমল, জুমি এত রেগে যাও কেন কথায় কথায় ?

লাन্টূ হয়তো মারত । কিষ্তু অতি কষ্টে নিজ্জেকে সামলে নিল সে । צ্বূবর मिকে বাঘা চোথে চেয়ে বসে, দ্যাখ কুট্টি, আমদের বংশে যদি সতিাকারের কন্ক কেউ থেকে থাকে তবে সেই অ্যাক স্পট হচ্ছি চুই। কাকার উচিত ছিল বষুদিন আগে ডোকে ঈুি কবে মেরে ফেন্না

צ্রুব খুব अসহায় গলায় বলে, আমার যে সিওর হওয়া দরকার ।
কিসের সিওর ?
বাচ্চাটা সম্পর্কে।

नान्ट्य তেমনি বাঘা চোথে চেযেে থেকে বনে, ঠিক আছে। তোর সন্দেহের কারণণা কী আমাে বল।

রেমি রাজার সকে মিশত। সবাই জানে।
דूই রেমির গা<্যে কাদা মাখাত চাস ?
ना। आমি সত্যি কথাঢা জননতে চাই।
ইস ! ষর্মপুত্তু ! বলে লাन्टू আবার গাড়ি স্টাঁ্ট দেয়। বলে, অনা কেউ হলে আমি কিছू মনে


রেমি कि তোমাদর কाহ রমণী-रण ?
আनবাৎ তাই তোর মরো লুপ্পেনের সল্গে বিয়ে হয়োছিন বলে আজ ওর এই দশা। মরেও
 यায়। তোর মরো হারামজাদ দূন্নিয়ায় আর একটাও বোধ হয় নেই রে কুটি।

乡্রু आপন মনে একাু হাসল।
লাन्टू সামদের্র দিকে চেয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে ম্বগত ভাষণের মতো বনতে নাগল, আরে মদ আমরাও খাই। তোর ঢেয়ে বেশীই টানতে পারি। তা বলে নর্দমায় পড়ে থাকি না, বেহেডও হই না। ঘরসংসার করি, চাকরি কর্র, পরোপকারও করি। সব বজায় র্েেে তবে ভদ্রলোকেরা ফৃর্তিফার্ত করে। তোর মতে আমাদরর বংশ্শ কে আছে বল তো ! কাকা পিছন্ন আছেন বলে乡্ঁচঢঢার জোরে তোর মতো মেড়া লাফায়। নইলে করে ফুটে যেতি। বংশের নাম ডোবালি, কাকার নাম ডোবানি, তার ওপর রেমির এই স্যাড এ৩। সভ লেশ হলে ঢোকে মার্ডার চার্ৰে ফঁঁসি দিত।

 আই শাাল কররগে। কিষ্ঠ यদি আর কারো কাছে রেমি সপ্পরে ওসব বলিস আমি জানে থেয়ে নেবে।

লাन्द्य ইগনিশন থেকে চাবিটो খুলে নিয়ে পরেটে রাখে।
 आছুন ক্কষ্কাষ্ত।

काबा!


ना काना, बहे की ?

आभनि ব্যু रबেन ना। কयि जে দিज্ছেই মাबে মাखে।
 रচ্Rে ना जেयন।

হরে। চিষ্ঠা করবেন না। শী উইন সারভাইভ।






হয়ে গেল লান্দু । কৃষ্ণকাষ্তকে কেউ কখনো এত দুর্বল হতে দেথেনি। লাল্টুর মনে আছে উনিশশো তেত্প্পিশে জেলে থাকার সময় কক্ণকান্তর একটি মেয়ে টাইফ্য়েডে মারা যায়। সে খবর জেলখানায় পৌঁছছ দিতে হয়েছিল লান্টুকেই। কৃষ্ণকান্ত একফু উদাস চোথে চেয়েছিলেন মাত্র । কয়েক ফেঁটা ঢোখের জল পর্ডেছিন । কিন্তָ ভেঙে পড়েননি। "লোহার মনুষ" বনে খ্যা৷ি হয়েছিল তো এমনি নয়।

রাজনীতিতে বহু জল ঘোলা হয়েছে বহুবার নানারকম বিপদ̆, বিপাকে পড়তে হয়েছে। কখনো উত্তেজ্তিত হননি।

এই বয়সেও কৃষ্ণকান্তর মনোবল অসাধারণ। যত বিপদই আসুক তাঁকে কেউ ভেঙ্ পড়তে দ্রেখেনি কখনো।

খুড়িমার মৃত্যু লাन্টুর মনে পড়ে যায় । अসাধারণ রূপসী সেই মহিলা সানাজীবন ম্বামীর অবহেন; সश্য করতে করতে একদিন আর পারেননি। গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়েছিলেন। একথাও ठिক, মানসিক দিক मिয়ে ছিলেন ভীষণ দूर्বল। আध্যহত্যার आগে তার পাগলামির লক্বণ দেখা গিয়েছিল। সেই পাগলামিরই কিছ్ উত্তরাধিকার সৃত্রে বর্তেছে প্বুবর ভিতরেও। কিষ্ডু খুড়িমার মৃতুতেও অবিচল ছিলেন কৃষ্ণকাষ্ত। ছেলের উচ্ছুংখলতাতেও তিনি বিচলিত নন। তাই কৃষ্ণকাস্তর এই শোকার্ত চেহারা বড় অচেনা লাগে লান্টूর।

লান্টু কৃষ্ণকাষ্তর হাতখানা ধরে বনে, কাকা, আপনি বাড়ি যান। একদু রেস্ট নিন। চমুন আমি आপনাকে রেথে আসি।

কৃষ্ণকান্ত লাन্টুর দিকে চেয়ে বনেন, রেস্ট আমাকে দেবে কে ? শরীরটা খইয়ে রাখলেই কি রেস্ট হয় ? রেস্টের সজ্গে মনের সম্পর্ক নেই ?

লাन্টু কৃষ্ণকাষ্তর কखिটা আলজো হাতে চেপে ধরে নাড়ীটা অনুভব করছিল। নাড়ীর গতি স্বাভাবিক নয়। প্রেসার বেড়েছে সন্দেহ নেইই। সে বলল, আপনার কাহছ প্রেসারের ওষুধ নেंই ?

ক্ণকাষ্ত মাথা নেড়ে বজেন, না ।
জগা ভীড়ের ভিতরে থেকে মাथা তুলে বনল, কর্তার প্রেসারের ওষুধ আমার কাতে আছে। मেবো ?

লাन্টু বলে, দে।
কৃষ্ণকাষ্ভ বিনা প্রতিবাদে বড়িটা গিলে চোখ বুজে হেলান দিয়ে থাকেন সোফায়।
সোতলার অপারেশন থিয়েটার থেকে একজন সিনিয়র নার্স নেমে आসে ; ভীড়টা তার দিকে নীরג প্রঈ पूलে बেয়ে থাকে।

नাनू এগিয়ে গিয়ে জিজ্ভেস করে, এনি নিউজ ?
স্টিन नाथिং।
তার মানে?
ब्राড চলरছ।
জপারেশন ?
এখনো అर্র হয়নি।
ד্র্গ্গার অবन्शा কিরকম ?
একই র্রকম। ডাক্তার্রা কনসাস্ট কব্রছেন।

 দরকার।

নার্সটি একটু থতমত খায়। এরা যে ভি আইপি-র আখ্যীয় তা সে জানে। বিনীত ম্বরে বলে,

পেশেণ্টের অবস্থা রিমৃভ করার মতো নয় ।
হেমারেজটা কি চলছে ?
চলছে । তবে আমার মনে হয় রেট অফ হ্নিডিং একটু কম।
তার মানে কী ইজ শী ইমপ্রুভিং?
এখনো কিছু বলা সম্ভব নয়। ডাক্তার বলতে পারেন ।
আপনি ত্রো ও-টিত্রেই ছিলেন ?
शाँ।
আপনি কী দেখলেন বলুন ।
নার্সটট খুবই অস্বস্তি বোধ করতে থাকে । अনিষ্চিত গলায় বলে, পেশেণ্টের এখনো জ্ঞান নেই । কোমা कि ?
অনেকটা তাই । তবে খুব ডীপ কোমা নয় । মাঝে মাঝে কনশাস হয়ে উঠছেন । তবে কাউকে চিনতে পারছেন না।

করো নাম করাছ ?
নার্স একটু চিষ্তা করে বলে, বোষহয় ওর হাজব্যাত্রের কথা বলছেন । স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না । কী বলছে ?
ডিলিরিয়ামের মতো । স্পষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছে না।
পেশেণ্ট কি তার হাজব্যাডুকে দেখতে চাইছে ?
নার্স মাথা নাড়ল, না। শী ইজ স্পিকিং টু হিম ইন হার ডিলিরিয়াম ।
লান্টু খুব বিরক্ত গলায় বলে, ডাক্তারদের জানাবেন যে, পেশেন্টের আশ্মীয়রা অত্তষ্ত উদ্বেগের মধ্যে আছেন। তাঁরা মােে মাঝে পজিটিভ কোনো খবর যেন দেন। একদম সায়লেণ্ট থাকল্ল আমাদের উদ্বেগ কীরকম হয় বুঝতেই পারছেন । পেশেত্টের অ্তের হাই প্রেসারের রুগী। নার্স মাথা নেড়ে বলে, ঠিক আছে। आমি বলব।
মেক ইট এ পয়েন্ট। সাইলেন্ট থাকলে এদিকেও এক-আধজন রুগী হয়ে পড়তে পারেন । নার্সটট চলে গেলে নাन্টू এসে ক্ণকাষ্তর পাশে বসে বলল, ভ্রিডিংটা কম।
তাই বলল ?
शाँ।
ঠিক ঈুনেছিস ?
ठिক শুনছি। आপনি ভাববেন না।
আর কী বলল ?
কষ্ণকাষ্ত সবই তনেছেন, তবু আবার শুনতে চান । লাল্টু নার্সের কথার সঙ্গে আরো কিছু যোগ করে রেমির অবস্থার উষ্মতি সম্পর্কে তौকে নিঃসন্দেহ করতে লাগল।

র্রমি বান্তবিকই ฟুঁছিল তার একমাত্র পুরুষকে ! পুরুষ ? না স্বামী?
স্বামী কাকে বলে তা এথন আর রেমি বুঝতে পারছে না। তবে সে জানে, সমস্ত পৃথিবীর সব পুর্ষ একमিকে, আর এই পুর্থষটি অন্যদিকে । একে সে আর সকলের সঙ্গে মিশিয়ে দেখে না । এ ০ধু তার । তধু তার ।

রেমি ডাকছিল, কোথায় তুমি ?
বহু দूর बেকে অক্ধকার ভেদ করে щীণ জবাব এল, কেন রেমি ?
কাহে এসো।
পারছি না রেমি
কেন ?

এখানে এমন বাবস্গা যে ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায় না। চেষ্টা করছি।
আমি এখানে। এই যে! ওগো
তুমি অনেক ওপরে রেমি। आমি যে উঠতে পারাছ না।
কেন্ন গো ?
পার্জছি না। কিছুতেই পারাছি না।

## ท १๖ ॥

বরিশালের জেলে সতীন্দ্রনাথ সেনের অনশন নিয়ে চারদিকে একটা তৃমুল উত্তেজনা বয়ে यাচ্ছিল। একশ দিন পার করেও সতীন সেন থাদ্য, পানীয়, ওষুধ কিছুই গ্রহণ করছেন না। গায়ের তাপ ধীরে ষীরে নেমে আসছে। নাড়ির গতি ক্ষীণ হয়ে আসছে। থবরের কাগজে যে বিবরণ থাকে তা সাঙ্যাতিক। সতীন সেনের নিদারুণ শয্যাক্ষুত হয়েছে, পেটে একটা মাংসের দলা পাকিয়ে উঠেছে, অসছ্য যষ্ত্রণায় মরাগান্মুখ বিপ্পবী ছটফটট করছেন। তবু কিছুতেই অনশন ভাঙছেন না। সতীন সেনের এই অনশনের ঘটনা এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে এত হৈ-চৈ হচ্ছিল যে শশিভৃষণেে ঘটনাটা চাপা পড়ে গ্গে ।

খবরের কাগজ এনেই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কৃষ্ণকান্ত।.সতীন সেনের খবরের পর সে সাগ্রহে পড়ে নেয় মীরাট ষড়यজ্রের মামলার খবর, সুভাষ বসু বা মহাষ্মা গাষ্ফীর বক্তুতা। তার ভিতরটা গমগম করতে থাকে এক অদ্ভুত উত্তেজনায় । এক বৃহৎ দেশের অগণিত দুঃখী মানুষেরে সজ্গে সে নিজের এক গভীর আখ্ীীয়তা অনুভব করতে থাকে। একদিন সে গিয়ে জনসভায় আলম সাহেবের বজ্হেতাও ऊতে এল।

রअময়ী সংד্ব্বত পড়াতে বসে একদিন বলল, তোর কী হয়েছে বল তো! সব সময় কী যেন ভাবিস!

কিছু হয়নি পিসি। বলে কৃষ্ণকাণ্ত একটু চুপ করে থেকে বনে, সতীন সেন কি মারা যাবেন ?
কৃষ্ণকাত্ত কেন অনামনস্ক তা এই কथা তেে রঙময়ী বুঝতে পেরে যায়। সতীন সেন কে তা রঈময়ী ভালই জানে। তবু না জানার ভান করে বলে, সতীন সেন কে রে ?

पूমি খবরের কাগজ পড়ো না পিসি ? সেই যে বরিশালের জেলে যিনি অনশন করছেন!
কয়েকদিন আগে সুখেন্দ দত্ত নামে কংগ্রেসের এক ভলাণ্টিয়ারকে চট্টগ্রামে খুন করা হয়েঘিন। সুথেন্দুর বয়স ছিল মাত্র ষোলো বছর । কংগ্রেসের ভিতরকার দলাদলি আর গఆগোলে প হায়ে-
 এই খুনের জনা দুঃখ প্রকাশ করেছেন । সেই ধেকে রभ্গয়ীর মনটা খারাপ। সে বলল, শোন বোঝা, স্বদেশী করতে চাইনেই হয় না । ওসব গগগোলে এখনই যাওয়ার দরকার নেই। বড্ড খুনোখুনি বাবा।

 ভবিষ্যৎ হিসেবে স্থির কর্রে নিয়েতে। জूमिরামের মतো।


 ক্বबে।

 হয়ে রইল।

বাড়ি ফिরে সে সোজা হেমোত্তর কাছু গিয়ে বলল, বাবা, শশীীাকে ধরিয়ে দিয়েছিন কে जानে ?

হেমকাষ্ঠ মাथা নেড়ে বললেন, কেউ ধরায়ানি। পুলিশই ধরেছে।
কিষ্ू কেউ না কেউ অবশাই পুলিশকে থবর দিয়েছিন। নইলে শশীদা বে আমাদের বাড়িতে লूক্রে আহू जा भूनिশ জानन कि कরে ?

 নিয়ে আলোচনা করেছে। পুলিশের স্পাইরাও সজ্জা। কে খবর দিয়েছছ তা বলা অসষ্ষব। आभनि 小োো স্পাইল্যের কथा জাनেन ?
হেমকাत্ত অবাক হলেও প্রিয় পুত্রের মুথের দিকে চেয়ে হেেে বললেন, ম্পাই শে কে আর কে नয়, जा जাবনার বিষয়। प্ষলেশীরা বোষকরি অমাকেও পুলিcের ম্পাই বনে মনে করে।

কৃষ্ণকান্ত রেগে গির্যে বলে, মনে করবে কেন ? ওরা কি বোকা ?
তा नয় বাবা। आমার দোষ হল, आমার বাড়িতেই শশীী ধরা পড়ে। ख्नॉढ হল ভায়ী অভ্पण।

 आপনার সশ্পকে কেউ খারাপ কিছ্ বললে আমার খूব রাগ হয়।
হেমকাষ্ত অবাক হয়ে বললেন, কেউ কি কিছু বলেছু ?







 করল।




এই घট্নার পর থেকে বাড়তি বিক্রম প্রায় সব ব্যাপারুই প্রকাশ পেক্তে নাগল তার। মুখ়



 মাগল जার।



চারদিকে। লোকের মুখে মুখে মাস্টারদার নাম।

 সব ছেড়েেঁ্ডে यौौপিয়ে পড়ত্ত।

ठিক এই সময়ে একদিন হেমকাণ্ত কোকাবাবুদ্রের বাড়িত্ত একটা অমপ্রাশনের নিমঅ্রণ থেকে



 यাঁকা রান্তায় বেশ জোরালো হয়ে কানে आসছে।


 পলিমাটির আস্তরণ পড়ে তার ওপর। কিষ্ৰু শয়নে অ্পপনে জাগরণে তিতরে ভিতরে ঘুণপোকার
 आবহের ভিতর দিয়ে আবছায়া নদীটির দিকে চেয়ে তার ভিতরে এক করুণ সুর বাজ্জত লাগল।
 পরিচ্যে নয়। সে এব डিম্ম अত্তি, এক ভিম জগৎ।



 जলৌকিকতায।
 ना।
 " হৌিিয়ার!"



 शত্ণ প্রসারিত করে দিল ভিতর দিকে।






 रख।




 शাতটা বাড়িয়ে তিনি ছোরাসুদ্ধ হাতটা డেপে ধরলেন। ঠিক এই সময়ে মোড়ার গাড়ির মাথা থেকে তার গাড়োয়ান গাজী মি凶্ঞা সপাটে চাবুকট্ট চালাन आত্তায়ীর পिटे।

হেমকাষ্ত অবশ্য হতঢট ধরে রাখতে পারলেন না। বরং অতা্ত ধারাল সেই লোখার ছোরায় তাঁর शাতে তেলো চড়াe করে ঝ্ডেডে গেন। ঝেয়ারার মতে রক্ত বারতে লাগল হাত দিয়ে।
 नाষ্শ্রে পড়़ এক দৌ़ে মিলিয়ে গেন পরকালের আবহায়ায়।

 तन।

গাজী এক মুহ্ত দেরী ক্রল না। নিজের আসনে উঠে মোড়াদুটোকে প্রায় নিংড়় যতদুর সষ্ষব मूত গতিতে এবড়োখেড়ো রাস্তায় গাড়ি গুট্রেয়ে দিল



 তিনজন ডাক্তার হেমকান্ভের পরিচর্य করতে লাগলেন। দারোগা রামকান্ত রায় অষ্তত দশবারোজন কनস্টেবনকে নিয়ে এসে হা্িির হলেন।

 लোক লাঠि, ব্ধ্মম आর মশাन नि<़ে বিতিম দিকে ধাওয়া করে গেল।

রামকাষ্ঠ রায় গাড়োয়ানের জবানবব্দী নিতে নিতে চারদিককার উত্েেজন ৩ শোক লক করে মুদ







 বিসাক্ত চোvে চেশ্যে রইল।

 निজ্জেদের মধ্যে পরামর্শ করcে লাগলেন।



 ম্বদमশীরা? शায় ভগবান, সে মে নিজে মনে মনে ঘোর মলেশী !

রাতটা উদ্ধেগের মধ্যে কাট্তে লাগল।
लেষ রাত্রের দিকে হেমকাষ্তকে নি<্যে যাওয়া হল হাসপাতালে।
 इड़नि।


 কৃষ্ণকান্তের চোথে এক গভীর শূনাতার চাউনি।


ডूম্ও তো ভাবছে। আমাকে ডোলাচ্ছে, ना ?
जোকে जোলাবো কি রে ? আমাকে ভোলায কে ? সারাঢ জীবন একজনের মুখ চেয়ে ভেঁচে


 লোক রটাত ঢে্যেছিন, কাधটা কোনো মুসলমানের। সেই ওুনে একটা উত্তেনার সপ্চার হয়েঘিন






শচীন পীর পায়ে দোতলায় উঠে আসে। সिंড়ির মুখেই উদ্নেগাকুন মুথে কৃষ্ণ, বিশাখা আর रभमड़ी।

বिশाथा বनल, সতি কথা বলছেন जো
সত্যি। ख্खान ক্র্রেহিন।
কिए्ड বনেছেন তथन ?
একটাই কথা বারবার বলঢেন। মन কৃষ্ণকে দেথো।


 অ্বর নেবো। চিষ্ঠা নেই।
 শচीन ?




এ কথা শুনে তিনজননেই চুপ করে রইল
সেই নীরবতায় দু’ জোড়া চোথ আাঁর দ্র জোড়া চোথের ওপর নির্নিমেষ হয়ে ছিল । শচীন আর বিশাখা।
॥ १२ ॥

একটি লোকও नার্সিং হোম ছেড়ে যায়নি। ষীরে ধীরে পৃবের আকাশ ফর্সা হয়ে আর্সিিন। লাউঞ্gে এক স্কাষ্ত নীরবতা। अদৃশ্য এক ঘড়িতে টিক টিক করে সময় বয়ে যাচ্ছে।

একজন ডাক্তার সিউ়ি দিয়ে মীর পায়ে নেমে এলেন। প্রায় ন্রিশ জোড়া চোখ একসক্গে তौর ওপর গিয়ে পড়ল।

ডাক্তারের মুথে হাসি নেই, কিন্তু খুব গঙ্টীরও নন। ভীড়টার দিকে তাকিয়ে একট্ থমকালেন। তারপর নেমে এসে কৃষ্ণকান্তের দিকে চুয়ে বললেন, স্যার, আর্পান এখন বাড়ি যেতত পারেন । ब্রিডিংটা বন্ধ হয়েছে।

কৃষ্ণকান্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, আরো স্পষ্ট করে বলুন অবস্গাটা কী।
অবস্গ এক্ৰ ভাল। তবে আউট অফ ডেনজার বলা যাবে না।
তাহলে বাড়ি যেতে বলছেন কেন ? আমার় কথা ভেবে ? আমার জন্য ভাবতে হবে না।
 তবু কৃষ্ণকান্তের সামনে তাঁকে নিতাষ্তই ছেলেমানুষের মতো লাগছিল । তটস্থ হয়ে বললেন, না স্যার, সে কথা বলিনি। বল্ছিলাম শী ইজ রেসপনডিং টু আওয়ার ট্রিটমেন্ট, কিছ్ ख্রাড দেওয়া গেছে। হাঁ্ট তেমন খারাপ নয়। ইফ এভরিথিং গোজ ওয়েল তাহলে সকাল আটটা নাগাদ আমরা অপারেশনটা করে ফেলতে পারব।

আপনার কথায় একটি ইফ থেকে যাচ্ছে। ওই ইফ্টা ইরেজ করুন তারপর বাড়ি যাবে। । আার বউমার যদি ভালমন্দ কিছু হয় ডাক্তার, তাহলে আমার নিজের ভালমন্দে কিছু যায় আসে না। অবস্থা কিছ্ ইমপ্রুভ করেছে বলছেন ?

অনেকটা।
সারভাইভ্যালের চানস্ কী ?
ফिखটি ফिखটি।
এढা কি ইমপ্রুভমেট ?
তা বना যায় স্যার, কারণ ঘনা দूয়েক आগেও শী ওয়াজ জাস্ট সিংকিং। आপনি এখन নিচিচ্চে বাড়ি যেতে পারেন । কয়েক ঘট্টার মধ্যে কোনো বিপদ ঘটবে না। বরং আমরা ইমপ্রুভমেন্টের কিছু পজিটিভ সাইন পাচ্ছি। নতুন করে কনভালশনও দেখা দেয়নি।

কৃষ্ণকাষ্ত ডাক্তারকে উপেল্মা করে প্র্াতুর চোথে লাল্টুর্র দিকে তাকালেন।
লাन্ট বলল, তাই কর্रন কাকা।
कী করব ?
বাড়ি যান। একটু বিআ্রম করুন। একটু বেলায় खের এনেই হবে।
তোরা কে কে পাকবি এখানে ?
आমি आহি। জগাও থাক। আর সবাই চলে যাক এখন।
आর কूস্টি ! সেই দামড়া কোথায় ?
গাড়িতে বসে আহে।
তার্र কি লब्জा হয়েছে?

কৃ্ককান্ত ডাক্তরের দিকে চে়্ে বনলেন, आমি আমার নাতিটাকে একবার দ্খখব। निশ্চ़ই। आমি आয়াকে বলে দিচ্ছি।

ठिक आছে। দেখছি।
একঢু বাদেই একজন পরিচ্ম্ন আয়া মোঢিসোটা ফর্স্গ একটি মুমষ্ঠ বাচ্চাকে কোলে করে নিয়ে
 করলেন। জগা দশ টাকার একটা লোট আয়ার शতে দিन।

কৃষ্কান্তু বাইরে এসে চারধারে ভোরের আবছা আলোয় নির্জন রাস্তাঘাটের দিকে অনামনন্ক
 মনের ভিতর একদ̆ जোর পাচ্ছেন। ছেলেরেলায় একসময়ে তিনি কিছूদিন ব্রশ্মার্য পালন করেছিলেন। তখন ধ্যান করতে থুব তাল লাগত। একটা মান্সসিক স্থিরত আসত ধ্যানে। বুকের জোর বেড়ে ভ্যে । নানা ঘটনার ওলট-পানট শ্রোত এপে ভািিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাকে দূরে। তবু জীবন্ন একট্ স্থির প্রতয়্যের ভূম্ম বরাবরই ছিল তার। আজও কি আছু ? কে জানে ! কিষ্ঠু ওই

 একরকম બোখের সামনে, বড় ছেলে বংশ্রে নাম ড়বিয়ে এক ঘর-থো্যান্নে মেয়েকে বিয়ে করে আলাদা হয়েছে, মেজ্েে ছেলে উচ্ছেে গেছে। কিষ্ঠু আজ হঠাং মনে হচ্ছে, এই শশষ ধাকাঢ, রেমিকে নিয়ে এই যমে-মানুেে টনাটানি তিনি বুমি সইলে পারয়ন না।
 সামনে এসে দাঁড়ানোর মচো সাহস পায় না। ত্বু খুজছিলেন। আচর্থ্যের বিষয়, সবচেয়ে অবাধ্য,

 কাউকে ভয় পৌ্যেছেন বলে মনে পড়ে না । এথনো পান না। কিষ্ঠू এই মধ্যা পুত্রটির ঢোখের দিকে

 নীতিবোধ ফৃৎকারে উড়িযে দেবে। একে তিনি বুঝতে পারেন না । তौরই শরীর থেকে জাত, তারই



 জেনারেশন গাপ নয়, এক ধররের নীরব বিদ্রোহ। নিজ্েের বাপকে সবচচফ়ে প্রধান প্রতিদ্দী বলে




 मिल।

जই নো হিলেন।

কোথায় ছিল ?
গাড়িত্তেই বসেছিলেন । একটু আগে নেমে গেলেন ।
ধারেকাছে আছে ?
ড্রাই心ার কয়েক পা হেঁটে চারদিকটা দেখে এসে মাথা নাড়ল, না । ডেকে আনব ?
কৃষ্ণকাস্ত একটু ভেবে বললেন, থাকগগ । বাড়ড চল। একটু বাদেই আবার আসডে হবে ।
বাড়ি বেশি দৃরে নয় । ক্য়েক মিনিটেই পৌছে গেলেন কৃষ্ণকাম্ত । চাকর, দারোয়ান সব তটস্থ, জাগ্রত । তিনি কোনোদিকে ঙ্রূক্ষেপ না করে দোতলায় উঠে নিজের চেম্বারে पৃকলেন । একটা করুণ দশ্য চোখে পড়ল । লতু টেলিফোনের কাছে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে । শোয়নি । বড় কর্তব্যপরায়ণ মেয়ে । কৃষ্ণকান্ত ওকে বলে গিয়েছিলেন যেন টেলিযোনের কাছে থাকে ।

মেয়ের মাথায় হাত রেখে ক্কৃ্ণকাম্ত ডাকলেন, ওঠো মা।
লতু এক ডাকে সোজা হয়ে বসে একটু হাসল, এসে গেছেন বাবা? বউদি!
একটু ভাল।
বেঁচে যাবে তো !
মনে তো হয় ।
ছেলেম্মেয়ে কারো দিকেই কোনোকালে নজর দিতে পারেননি কৃষ্ণকাষ্ত । এরা বড় হয়েছে মায়ের ছায়ায় এবং মায়ের মৃতুর পর দাসদাসীদের ত飞্ট্যাবধানে । তাই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তौর ঘনিষ্ঠতা কম । এদের শিশুকালেও তিনি খুব একটা কোলেপিঠঠ নেননি, ছানাঘাঁটা করেননি । সেই দূরত্বটা আজ আর অতিক্রম করা সম্তব নয় ।

লতুর দিকে তাকিয়ে আজ কৃজ্পকাষ্তর একটু কস্ট হন । মেয়েটা সারা রাত বসে ছিল টেলিযোনের কাছে । কত না জানি কষ্ট পেয়েছে । ড়িনি খুব নরম স্নেহসিক্ত গলায় বমলেন, যাও গিয়ে স্নান সেরে নাও । রাত জাগলে সকালে স্নান করতে হয় । তাতে ক্পাষ্তিটা চলে যায় ।

লতু একটা হাই চেপে বলে, আপনিও সারা রাত জেগে ছিলেন । চোখ তো মাল হয়ে আছে । টায়ার্ড দেখাচ্ছে।

কৃষ্ণকাষ্ভ এ্রকটু হেসে বলেন, আমার কথা আলাদা । সারাটা জীবন তো অনিয়মৌই কেটেছে মা । আমাকে কি কখনো আরামে পাকতে দেখেছো ? কিছ্ হবে না আমার । ভয় পেও না ।

লতূ এমনিতে বাবার মুখের ওপর কোনো কথা বলে না । কিষ্রু আজ নরম স্বরে বলল, এখন তো বয়েস হচ্ছে ! তাই না ! आপনার রাত জাগার দরকার ছিন না । আর সবাই তো ছিল ।

মেয়ের একটু লঘু শাসনে কৃষ্ণকাষ্ত কয়েক বছর আগে হল্লেও চটে যেতেন । আজ্জ চটলেন না । বয়স হচ্ছে, কथাটা তো মিথ্যে নয় । এতকাল নিকের বয়সটাকে একেবারেই পাতা দেননি তিনি.। বয়স একটা অ্যাবস্ট্রাঁ্ট জিনিস, একটা সংশ্কার মাত্র । জন্ম बেকে মৃতু পর্যষ্ত একটা মানুষের জীবনকে বয়সের পরিপ্রেপ্মিতে যে ভাগটা করা হয় সেটাও উঢ্টট। মানুষকে কিছ্ কাজ করার জন্যই জন্মগ্গহণ করতে হয় এবং শরীর পাত করেও সেইসব কাজ সম্পূর্ণ করার প্রয়াসই জীবন। এছাড়া জীবনের আর কোনো উদ্পেশ্য নেই।

মেয়েকে বনলেন, বউমার ఆরকম অবস্থা, घूম বা বিশ্রাম সষ্ভব ছিল না ।
অপারেশন কি হয়ে গেছে ?
ना । आজ সকাল आটটায় হবে ।
आপনি কি यাবেন আবার ?
ना গিয়ে উপায় কী ?
 मिই।

কক্ণকান্ত কিছ্ বললেন না । লতু চলে গেলে নার্সিং হোমে ফোন করে জানলেন, রেমির অবস্থা আর একটু ভাল। অপারেশনের তোড়জোড় চলছে। আর তাঁর সদ্যেয়জতত নাতি ভাল আছে। লাन্টুকে खোনে ডাকিয়ে নিম্নম্বরে জিজ্ঞাসা করনেন, দামড়াটাকে দ্র্থখিস নাকি ? ধরেকাছে आছে ?

না তো !
একটু দেখ। কাল রাত থেকে বোধ হয় কিছু খায়টায়নি।
দেখছি। কিছ্ন বলতে হবে ?
বাড়ি চলে আসতে বলিস। এসে স্নান-খাওয়া সেরে যেন যায়।
বলব। आপনি ভাববেন না।
একটু দেখিস ওকে লান্টু। বলে কৃষ্ণকান্ত টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।
একটা রেস্তারাঁ়় বসে এক কাপ চা থাওয়ার চেষ্টা করছছল ধ্রুব। পারছছল না। মুথটা বিস্বাদ্র ভরে আছে। মুথোমুথি বসে তার দিকে স্থির ও לাণ্গা চোথে চেয়ে ছিন জয়ষ্ত। খানিকহ্ষণ डগ্গীপতির দুরবস্থা লদ্ষ করে বলল, লেবুর জল খাবেন ?

লেবুর জল খেলে কী হয় ?
জানি না। শনেছি হ্যাওভারের পক্巾 ভাল।
দূর। লেবুর জল খেলে বমি হয়ে যাবে।
হোক না । তাতে রিলিফ পাবেন ।
না হে, রিলিফ অত সোজা নয়। অ্যাসপিরিন আছে তোমার কাহে?
না। আমি তো রাখি না। দরকার হলে এনে দিতে পারি। কিষ্তু খালিপেটে কি ওসব খাওয়া डाल?

আমার পক্শে সব সমান। এখন উপদেশ দিও না, আই নীড কুইক রিলিফ।
ঠিক আছে, এনে দিচ্ছি! বাইরের ওষুধের দোকানগুলো বোধ ইয় এথনো বোলেনি।
নার্সিং হোমে একটি মেডিসিন স্টোর আছে।
জয়ষ্ত উঠে গেল। একটু বাদে দুটো ট্যাবলেট এনে টেবিলের ওপর রেথে বলল, ইওর পয়জন ।
צ্রুব ট্যাবলেট দুটো গিলে বলল, তুমি সেই মাঝরাত থেকে আমার সত্রে আঠার মতো লেগে আছে, আর টিকটিক করে যাচ্ছা। কেন বলো তো !

আপনাকে আর একটু স্টাডি করছি।
খুব স্মার্ট ভাবছো নাক্কি নিজ্রেকে ? আমাকে স্টাডি করছো মানে ?
নার্সিং হোমের সামনে আপনার এই রাত কাটানোটা আমার একটু অজ্ভুত লাগছে। ভেরী आনলাইক ইউ।

এতে অস্বাভাবিক কী আহে ?
আমার দিদির জন্য आপনি কোনোদিনই কিছ্র ফি্ল করেননি । বরং নানাভাবে তাকে সর্বনাশের দিকে ঠेলে দেওয়ার बেষ্ঠা করেছেন । হঠাৎ এমন রেসপনসিবল্ হাब্যাত্যের মজো বিহেভ করছেন यে, খুব অবাক লাগল।
s্রুব এক্ুু হাসল, তারপর টপ করে মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে "ওঃ" বলে একটা কাত্রতার শব্দ করে চোথ বুজ্েে থাকে কিছ্রুণ। চোথ বোজা অবস্থাতেই বলে, তুমি বোধ হয় আমার সশ্পক্কে একট্দ সফ্ছ হয়ে পড়েছো জয়। ইউ আর টেকিং কেয়ার অফ মি।

खয় বলে, সে তো ঠিকই। আপনার প্রতি আমার ব্যক্তিগত কোন্নো সশ্থনেস নেই। কাল ব্রাতেই তো বজেছিলাম, मिদির জনাই আপনাকে চোথে চোথে রাখছি। मिमि বিষবা হোক এটা তো

আর চাইতে পারি না।
ষ্রুব খানিকস্মণ মৃদু মূদু হাসন। তারপর বলল, আপাতত ডোমার দিদি বিধ্বা হচ্ছে না। তাকে জ্মালাতে আমি আরো কিছूদিন বাঁচবো।

জয় মাথা নেড়ে বলল, আর আপনিও বোধ হয় এ यাত্রা বিপড্রীক হতে পারছেন না। অনেক কষ্দ করেছিলেন যদিও। বেটার লাক নেক্স্ট টাইম।

צ্রুব এবার হেঃঃ হোঃ করে হেসে ওঠে। খানিকক্শণ হেসে আবার একটা কাতর শব্ম করে থেমে যায়। বলে, পেটের মধ্যে একটা কী যেন হচ্ছে জানো ? একটা পেন। ֶুব বিচ্ছিরি টাইপের।

ডাক্তার দেখাচ্ছেন না কেন ?
ভয় পাই। দেখালেই হয়তো বলবে ক্যানসার।
আপনি তাহলে ক্যানসারকে ভয় পান ?
কে না পায় ?
পেলে তো ভালই। अষ্তত বোঝা যায় আপনি কিঘুটা হিউম্যান।
ধ্রুব এটাকে অপমান হিসেবে নিল না । বরং আবার তার মুখে শ্মিত হাসি ফুটে উঠল। «ুশিয়াল একরকম গলায় সে বলে, এত স্মার্ট কিষ্ডু কখনো ছিলে না खয়।

এখন হয়েছি তাহলে?
বোধ হয়। আজ বেশ ভাল ফর্ম দেখছি ডোমার।
সেটা আপনার মনে হচ্ছে আপনি আজ ভাল ফর্ম্ম নেই বলে।
ध্রুব একথায় হাসল না। কিছুক্巾 মুখ বিক্ত করে চোখ বুজ্েে রইল। তারপর বলল, जোমার লেবুজল প্রেসক্রিপশনটা একt ট্রাई করলে হত। এই রেস্টুরেে্টে কি পাতয়া যাবে ?

याবে ना মানে ? আপনি कि সোজা ভি আই পि ? এলूनि কौপতে কौপতে দেবে।
তাহুলে বলে দাও। আর এক কাপ লিকারও দিতে বোলো, দুষ চিনি ছাড়া खষ্ৰ পাতলা একটু লিকার ।

এক্টু इইস্কি মিশিয়ে দেবে নাকি? জয় ঠাট্টার গলায় বলে।
দরকার নৌই।
জয় উঠে গেল । 纟ूব নিজের ভিতরে অ্যাসপিরিনের ক্রিয়া అরু হওয়ার জন্য চোখ বুজে থুব ব্যু্্র মনে অপেক্মা করতে थাকে। তারপর হতাশভাবে মাथা নেড়ে নিজেকেই নিজে বলে, ইট ইজ নট ওয়ার্কি?।

লেবুজল এবং निকার একই সহ্গে টৈবিলে রেথে গেল বেয়ারা।
खয় বলंল, লেবুজলটা আগে খেয়ে নিন।
সভভ্যে भাসটার দিকে চেয়ে থেকে ধ্রুব বলে, থেলে কিছू হবে না তো!
বললাম তো, জানি না। তেছি।
आরে, নেছি তো আমিও। কখনো টচচ করিনি।
করে দেখুন।
 তাহলে খেয়ে নিন।
צ্রুব খেয়ে নিল । একটা মস্ত টেঁকুর তোলার পর একটু স্বস্তি বোধ করতে মাগল । লিকারের কাপ মুথে তুলে বলল, রেমির অপারেশন কটায় ?

আটটা এখনো দেড় ঘণ্ট দেরী আহে।
তउদ্মণ आমি কোথাও একद্ তয়ে থাকতে চাই।
বাড়ি চলে यान না। টেক এ ন্যাপ।

צ্বুব মাथा नেড়ে বনে, না। কারো গাড়িটাড়ি নেই ? ব্যাকসিটে একমू পড়ে থাকা ব্যে।
ना। গাড়ি সব চলে গেছে। তবে আবার आসবে।
उবে थাক।

মনে আছে।
 এबজन ডাত্তার লেখানো উচিত।

乡্রুব একটা বড় ষ্যাস ছেড়ে বলে, সৌা আমি জনি। आমি আগেকার মহো সুদু জার নেই।

জয়ষ্ত जবাক হয়ে বলে, ক্থাচার মানে को ?
पूमि বুঝ<ে ना।


কিরকম ভুল ?

জয়ষ্ত চূপ করে থাকে।
夕্বু বলে, কিহ্রু বুমলে ?
আপনার এ ধারণাঢও তে ডুল হতে পারে!

জয়ষ্ত একটট হাত তুলে বলে, आমার আর ওয়াকের দরকার নেই। এমনিতেই যব্থঘ টায়ার্ড।
তাহলে आমি এबাঁ घूরে आসि।
आमून।



 এথন একটা ব্বোার মচো মনে হচ্ছিল।
 रয়ে পড়़ গেन কঠিন শানের खুটপাথে।

## и १ง ॥



 বোধ হচ্ছিন্ন।

অপঘাত্ তার কাকা মাহা গিয্যেছিন। সেই কাকাকে ভাল বরে মনে৫ নেই তার। কিত্যু সে

 8२२

কৃষ্ণকান্তর। ফের তার নিরীহ বাবার ওপর এই বর্বর আক্রমণ তাকে উত্তেজিত করছে একটা কিছু করে ফেলতে। একটা মারাঘ্মক কিছু।

কৃষ্ণকাষ্ত একা একা অনেকক্ষণ ছাদে ঘোরাফেরা করল । কখনো জোরে, কখনো ীীরে। রাত্রি জাগরণের জন্য তার কোনো ক্সাষ্তি বোধ হচ্ছে না। তার फ़ৃষা-ত্ৰষ্ণার বোধও লুপ্ত। মাঝো মাঝো নিজের তপ্ত মাথাটা চেণ্পে, ধরছে দূহাতে। বাবা কি বাচবে ? বাবা यদি না বौচে তবে কৃষ্ণকান্তর মধ্যে একটা বিপুল কিছু ঘটে যাবে। হয়তো সে পাগন হয়ে যাবে। यদি তা না হয় তবে সে হয়তো হয়ে উঠবে এক সাঙ্גাতিক খুনী, তুতা বা ডাকাত। একটা লগুভত কিছ্ সে করবেই।

রোদ বেশ চড়া হয়ে ওঠার পর কৃষ্ণকাষ্ত থমথমে মুখে নেমে আসে নীচে । তালা দেওয়া একটা ঘরের সামনে দুদও দাঁড়ায়। চাবি কোথায় আছে তা সে জানে। একটু দ্বিধা করে সে গিয়ে হেমকান্তর ঘরে ডেস্কের দেরাজ খুলে চাবির গোছা নিয়ে এসে দরজাটা খুলে ঢোকে।

এ ঘর আজকাল খোলা হয় না বলে একটা বদ্ধ বাতাসের গছ্ধ। কৃষ্ণকাষ্ত দুটো জানাল্গা খুলে দেয় । চার পौচটা বন্দুকের বাক্স র্যাকের ওপর সাজানো। চেস্ট অফ ড্রয়ার্সটা খুলে ভিতরে উকি দেয় সে। প্রথম ড্রয়ারে কিছু তেমন নেই। শুধু চারটে টোটার বাঙ্স। দ্বিতীয় ড্রয়ারটায় বন্দুকের তেল, লোহার লম্বা শিকে লাগানো বুরুশ, या দিয়ে ব্যারেল পরিষ্কার করা হয় । তিন নম্বর ড্রয়ারে নেপালী কুকরি, জৌনপুরী ছোরা হ্যাধ্টি নাইফ এবং আরো কয়েকরকম লৌখিন বিলিতি ড্যাগার রয়েছে। পরের ড্রয়ারটা খুলে অভীষ্ট বন্দুকটা পেয়ে যায় কৃষ্ণকাষ্ত। চার পौচ রকমের গুপ্তি, বহু টোটার বাভ্স এবং নানাবিধ টুকরো-টাকরা জিনিসের মi্ো ন্যাকড়ায় জড়ানো চামড়ার খাপে সাবধানে লুকিয়ে রাখা একটা জার্মান মাউজার পিস্তন। জিনিসটা যে আছে এটা সে জানত। কিষ্তু কোনোদিন চোথে দেখেনি। হেমকান্ত অস্স্রশস্ত্র পছন্দ করেন না। এ ঘর তিনি কদাচিৎ খুলেছেন।

কৃষ্ণকান্ত পিস্তলটা জামার তলায় রেথে ড্রয়ারটা বক্ধ ক্রে। দরজায় তালা দিয়ে চাবি যথাস্থানে রেখে সে চলে আসে বারবাড়িতে নিজের ঘরে। তোশকের তলায় খাপসুদ্ধ পিস্তলটা রেথে সে বেরিয়ে আসে।

শচীন হাসপাতাল থেকে এল আটটা নাগাদ। কৃষ্ণকাা্ত তথন দালানের সিড়িতে বসে গভীর চিষ্তায় মগ। পিস্তল হাতে এলেও টোটা তার হাতে নেই। সে প্রথম ড্রয়ারটা হাঁটকে লেখেছে। সেখানে শুদ্ধু বন্দুকের টোটা আছে। পিস্তলটা বহুকাল ব্যাবহৃত হর্য়ি।

শচীন এসে সাইকেল থেকে নামতেই কৃষ্ণকান্ত মপ্পতা ভেঙে টান টান উঠে দাঁড়ায়। শচীনদা, বাবা ?
শচীন একটু হেসে বলে, ডয় নেই। ভাল আছেন।
জ্ঞ ফিরেছে?
शাঁ হাঁ। ইনজूরিটা খুব কম নয়। उবে জ্ঞান আছে। তোমার কथা খুব বলছেন।
আমি যাবো।
यাবে। আমিই নিয়ে যাবো। তবে এবেলাটা থাক।
কেন ?
এখনও দুর্বল তো । তোমাকে দেখলে यमি উত্তেজিত হন বা উঠে বসার চেষ্যা করেন তবে ভ্রিডিং হবে।

ক্ষ্ণকাষ্ত ম্ধানমুখে বলে, তবে পাক।<br>ডাক্তাররা বলছে, ভিজিটার্দের এখন না এনেই ভাল।<br>বাবা বাঁচবে তো!<br>বাঁচবেন না কেন ? ইনজूরি ফ্যাটাল নয়। নিশ্চিষ্ত থাকো<br>आপনার সজ্গে বাবার দেখা হয়েছে ?

 ওরকম দেখাচ্ছে কেন বলো ডতা ! কেমন যেন রেগে আছো!

কৃষ্ণকাম্ত জবাব দিল না। একটু হাসবার চেষ্টা করল মাত্র ।
শচীন বলল, যাও, স্নান করে কিছু খাও, অত ভাবতে হবে না।
বাবাকে কারা মেরেছে শচীনদা ? জানেন ?
না। পুলিশ খোঁজ করবে।
পুলিশ করবে জানি। আপনার কিছু সন্দেহ হয় না ?
শচীন মাথা নেড়ে বলল, এ তো ভাবনাচিস্তার অতীত । হেমকাম্তবাবুর মতো নির্বিরোধী লোক আমি তো অস্তত দেখিনি । ॐঁর কেউ শত্রু থাকতে পারে বলে কল্পনাও করা যায় না। আমার মনে হয় কেউ ভুল করে এ কাগু করেছে। হয়তো অন্য কাউকে মারতে চেয়েছিল।

কৃষ্ণকান্ত বলল, তা নয় শচীনদা । আমার ইস্কুলের একটা ছেলে ক’দিন আগেই বলেছিল, আমার বাবাকে নাকি স্বদেশীরা মারবে।

কেন মারবে ? তাঁর অপরাধ ?
স্বদেশীদের ধারণা বাবা শশীদাকে ধরিয়ে দিয়েছে।
শচীন এক্টটু হতভম্ব হয়ে যায় । তারপর খুব বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, সে কী ? এ কথা তো আগেও হয়েছে । আমি নিজে শশিভূষণের সঙ্গে কথা বলেছি । সেও তো এরকম সন্দেহ করে না । এমন কি উনি দারোগা রামকাম্তবাবুর অনুরোষেও নিজেকে বাঁচানোর জন্য কোনো ট্টেটমেণ্ট দেননি ।

কিস্তু লোকে তো বাবাকে ভাল বলে না ।
শচীন একটু ভাবে। তারপর বলে, আচ্ছা দেখা যাক। अুনী यদি ধরা,পড়ে তবে তার কাছ থেকেও তো কিছু জানা যাবে । তোমার স্কুলের সেই ছেলেটি কে বলো তো !

কেন, তাকে ধরিয়ে দেবেন ?
দেওয়াই তো উচিত।
কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলল, তার দরকার নেই। আমি আজ স্কুলে গিয়ে নিজ্েেই ব্যবস্থা করব ।
মারপিট করবে নাকি ?
কৃষ্ণকাষ্ত একটু হেসে বলে, দরকার হলে করতেও পারি। তবে আপনি কিছু ভাববেন না ।
শচীনকে একটু চিষ্তিত দেখাল। সে বলল, আজই স্কুলে যাবে ?
যেতেই হবে শচীনদা।
শচীন চিষ্তিত মুখে খানিকহ্মণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, তোমার বাবার জন্য তোমার রাগ হতেই পারে । কিষ্তু রাগের বশে হুট করে কিছু করে ফেলো না কৃষ্ণ । তোমার বয়স অল্প ।

কৃষ্ণকাষ্ত মাথা নেড়ে বল্লল, আমি তেমন কিছ্ৰ করব না শচীনদা । অধু জেনে নেবো, ছেলেটা কোথা থেকে অনল যে আমার বাবাকে স্বদেশীরা খুন করবে।

তার চেয়ে ছেলেটার নাম আমকে বলো। আমি গিয়ে তার সঙ্গে কथা বলব।
কৃষ্ণকাষ্ত লাজ্জুক হেসে বলে, সেটা ভাল দেখাবে না । শত হলেও সে আমার স্কুলের বক্ধু । তার নাম आপনাকে বলে দিলে বিট্রে করা হবে। आমিই ওর কাছ থেকে জেনে নেবো।

শচীন খুব ভাল করে কৃষ্ণকাচ্তর মুখটা দেখল। দেথে তার মনে হল, পাত্রটি খুব সহজ নয় । এইইকু ছেলে ঠিক এরকম আঘ্মপ্রত্যয় নিয়ে কথা বলে না । কৃষ্ণর রকম-সকম একটু আলাদা ।

শচীন চিষ্তিত মুখেই বলল, ঠিক আছে । তবে মুশকিলে পড়লে আমাকে সব বোলো। মনুদিদি কি ভিতর-বাড়িতে আছে ?

হ্যঁ। দোতলায় । ছোড়দি® আছে। यान না ।
কথাটায় কিছ্হু ছিল না, उবু একটু লাল হল শচীন । কচ্পিত বুক ও উদ্দীষু এক আনন্দ নিয়ে সে

ওপরে ওঠার সিসড়ি ভাঙতে লাগল।
বিশাখা ভেঙে পড়েছে অনেক আগেই। সারা রাত কান্নার পর সকালের দিকে অবসন্ন বিশাখা বিছানায় তেড়াবেঁকা হয়ে শुয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। রभময়ী ঘুমোয়নি। তার বুকের জ্রালা তাকে घুম্মেতে দেয়নি। স্নান করে সে দোতলায় ভেজা শাড়ি মেলছিল।

শচীন ওপরে এসে ডাক দিল，মনুদিদি！
की चবর শচীन ？
ভাল। একটু হাসি মৃথে টেনে শচীন বলে，घুম্মেচ্ছেন।
আমদের দেখা করতে দেবে না ？
আজ নয়।
তবে কবে ？আমার যে হাতে পায়ে বল নেই। অত রক্ত গেল।
অত घাবড়াবেন না। হেমকান্তবাবু তো দুর্বল লোক নন। একটু রক্ত গেলেও ক্তি কিছু হয়নি । সামলে উঠছেন।

ডাক্তাররা की বলছে ？
এমনিতে ভয় নেই। একমাত্র यদি ক্ষত বিষিয়ে ওঠঠে বা ধনুষ্টঞ্কার হয়। ওরা সব ব্যবস্থাই করছে।

বিষিয়ে ওঠার লশ্ষণ কিছু দেখা গেছে নাকি ？
आরে না ！আপনিও यদি অত উতলা হন তবে কি করে চলবে ？আমি আপনাকে আর একটা কথা বলার জন্য ওপরে এসেছি। কৃষ্ণর দিকে একট় লল্যা রাখবেন।

কেন্ন বলো ঢো！
একটু ইতস্তত করে শচীন বলে，ও একটু অন্য ধাতের । ইস্কুলে কোন ছেলে নাকি ক＇দিন আগে ওকে বলেছে যে，ওর বাবাকে স্বদেশীরা মারবে । ও আজ স্কেলে যাচ্ছে সেই ছেলের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। একটা হাগামা বাধাতে পারে। আপনি বরং বিপ্যসী কোনো দারোয়ানকে ওকে না জানিয়ে স্কুলে মোতায়েন রাখবেন। গণগগোল হলে গিয়ে যেন ছড়ায়।

কৃষ্ণ স্কুলে যাবে কী ？ওর বাবার এই অবস্গা ？
স্কুলে যাবে ক্লাস করতে নয়，৮ই ছেলেটাকে ধরতে।
কোন ছেলের কথাটা বলেছে জান্ন ？
না，আমাকে বলেনি।
ठিক आছে，आমি দেখছি।
आমি তাহলে যাই？
यাবে কেন ？মোড়াটায় বোসো। তোমার ধকল গেছে সবচেয়ে বেশী। বেলের পানা করতে বলেছি। একটু মুখে मिয়ে যাও। হাসপাতালে আমাদের কে কে আছে？

ওরে বাবাঃ，সে অনেক লোক। শচীন্ন হেসে বলল，শহর সু⿸্ধ ভেঙে পড়েছিল মাঝ রাতে। এখন প্রজারা आছে বেশ কিছ্র। কর্মচারীও आছে।

ॐকে সবাই কত ভালবাসে ！বলে রুময়ী উদাস নিশ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুল্巾ণ। তারপর বলে，ভাল হয়ে ফিরে এলে আর এখানে 心ক দ থাকতে দেবো না।

কোथায় যাবেন ？
যেখানৌই হোক। কলকাতায় পাঠিয়ে সেবো। কনকের কাহে গিয়ে থাকবে। কী বলো，ভাল रবে নा ？

শচীন একট্দ হেসে প্রগল্ভের মডো বনে ফেলন，আপনি কাছাকাছি না থাকলে ڤঁকে দেখবে কে ？উनि কি পারবেন আপনাকে ছাড়া ？

এ কथায় রগময়ীর যেমন আপাদমস্তক লজ্জায় শিউরে ওঠা উচিত ছিল তেমন কিছুই হল না। কথাটা যেন লজ্জাজনক বলেই মনে হল না তার কাছে। উদাস ঢোথে বারান্দার বাইরে দিগন্তের দিকে চেয়ে বলল, দরকার হলে আমিও থাকব। আমার আর কার জন্য বেঁচে থাকা বলো !

শচীন রঙ্গয়ীর এই কথায় চোথ নামিয়ে নিল। আশর্য এই, রঙময়ীকে তার থুব নির্লষ্জ বলে মনে হল না । বহুকাল ধরেই কৃষ্ণকান্ত আর রগ্গময়ীকে নিয়ে যে তুজব প্রচলিত আহে তা সবই সে জানে । কিষ্ডু দুজনের কাউকেই তার কখনো অপবিত্র মনে হয়নি। রঙ্গয়ীর এই সত্য ডাষণে তাই সে নির্নজ্জতার কোনো চিহ্ পেল না।

রभময়ী چীর স্বরে বলল, এমন মানুষ ঢো খুব বেশী পাবে না। কেবল़ আপন মনে ঘরে বসে ভাবেন, কারো অনিষ্ট চিন্তা করেন না, বিষয় চিন্তা করেন না । যেসব ভাবনা ভাবেন সেশুলোও আধ্যা丬্মিক ভাবনা। পৃথিবীতে কী ঘটে যাচ্ছে সে থেয়ালও নেই । এরকম মানুষকে কে মারতে পারে বলো তো! ওদের কি হাত ওঠে ?

প্রজাদের কেউ হতে পারে কি মনুদিদি ?
রभময়ী দীর্ঘপ্যস ফেলে বলে, না। ুঁর প্রজারা তো কেউ দুঃথv নেই।
তবে কি কৃষ্ণর বক্ধু যা বলেছে তাই সত্যি?
স্বদেশীরা ? হতে পারে। শশীকে নিয়ে তো কম গুজব ছড়ায়নি। যেই মারুক তার দশবার ফাঁসি হওয়া উচিত। স্ষদেশীরা আসল কাজ ফেলে যদি এসব করতে থাকে তবে আন্দোলনের বারোটা বাজতে দেরী হবে না। বোসো, আমি আসছি।

রঙময়ী চলে গেলে বারান্দায় রাখা হেমকান্তর আরামকেদারায় বসে ফুরফুরে হাওয়ায় ব্রদ্মপুত্রের দিকে চেয়ে थাকে শচীন । পাল তোলা নৌকো ররপোলি জল কেটে মম্থর গতিতে চলেছে । ওপরে ছিম মেঘ ভাসছে ভেলার মতো। বহু দূর পর্যণ্ত অবারিত মুক্ত পৃথিবী । দেখতে দেখতে শচীনের তন্দ্রা চলে এল। ক্থান্ত মাথাটা একটু কাত হয়ে গেল ডানদিকে।

ভারী কোমল ও নরম একটা দেহগন্ধ, খুব অস্পষ্ট একটু গয়নার টুংটাং আর শাড়ির খসখস তার চটকা ভাঙিয়ে দেয়। চোখ চাইতেই দूটি অপরাপ চোখে আটকে যায় সে।

বিশাখা খুব কেঁদেছে। চোখের কোল ভারী। মুখখানা থমথমে। তবু একটু রক্তভ উজ্জ্জলতা দেখতে পায় ওর মুখে শচীন । সে উঠে বসে । বিশাখা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলে, উনি ভাল আছেন। কোনো ভয় নেই।

বিশাখা চোখ নত করে বলে, মনুপিসির কাছে খনলাম।
তোমরা এবার নেয়ে খেয়ে একুু বিশ্রাম নাও। সারা রাত খুব ধকল গেছে তোমাদের।
আপনার তো তারও বেশী।
आমার জন্য ভেবো না। आমি তো প্রয়ষ্চিত্ত করছি।
কিসের প্রায়চ্চিত্ ?
তোমার কাছে এবং তোমাদের পরিবারের কাছে আমার অনেক দোষ জমা হয়ে আছে । সাষ্যমত बেষ্টা করছি সেতুলো স্থালন করতে। প্রায়ষ্চিত্ত কथাট্টার মানে জানো ?

না। আমাকে তো কেউ কিছ্ শেখায়নি।
প্রায়প্চিত্ত কধাটার মানে পুনরায় চিতে গমন।
তার মানে কি?
মানুষ যখন কোনো অন্যায় করে তখন যে তার স্বাভাবিক চিট্টবৃত্তি থেকে পতিত হয়ে যায় । সেই পতিত মনটিকে আবার শ্বস্গানে স্থাপন করাই প্রায়চ্চিত্ত।

ఆসব শজ্ট কথা আমি বুঝি না । তবে আপনার কাহছও আমার অনেক লোষ জমা হয়ে আছে। কাটাকাটি করে নিলেই হয়।

इয় ? সত্যি বলছো ?
একটু রাঙা হয়ে বিশাখা বলে, সত্যি না তো কী ? আপনাকে আর কাশী গয়া বৃন্দাবন করে বেড়াতে হবে না।

শচীন একটু হেসে বলে, ওটা তো বেড়াতে যাওয়া, প্রায়শ্চিত্ত করতে নয় । আমি তো ঠিক করেছিলাম তোমাকে আর মুখ দেখাবো না।

আমারও মুখ না দেখানোই বোধহয় উচিত ছিল
কাশী রওনা হওয়ার আগে তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম । তুমি তার জবাব না দেওয়ায় মনে বড় কষ্ট হয়েছিল।

আর আমি যে সুফলাকে দিয়ে আপনাকে অত বলে কয়ে ডেকে পাঠালাম আপনি তো গ্রাহ্যও করলেন না!

সুফলাকে দিয়ে ? কই সে তো বলেনি আমাকে !
বলেনি ! কী পাজি মেয়ে ! আমি ওকে ডাকিয়ে এনে বলে পাঠালাম, শচীনবাবুকে বলিস একবার যেন দেখা করে যান । আমি খুব আশা করে থাকব।

শচীন মৃদু হেসে বলে, বোধহয় হিংসেতে বলেনি । মেয়েরা একটু ও রকম হয় । তোমার ওপর সুফলার একটু রাগও থাকতে পারে । যাকগে, তোমার জবাব তাহলে গিয়েছিল, একটু অন্যভাবে ।

হ্যাঁ। আপনি রাগ রাখবেন না।
না । কিষ্তু সেদিন ডেকে পাঠিয়ে কী বলতে বলো তো !
বলতাম, আপনি কাশী যাবেন না, আমি' আপনার ওপর রাগ করিনি।
একটুও করোনি ?
না। আমাকে কেউ কখনো শাসন করেনি বলেই নাকি আমি একটু কেমনধারা হয়ে গেছি। কৃষ্ণও বলে।

বলে নাকি?
হাঁ । ওই তো বলেছিল, আমার নাকি মাঝে মাঝে একটু শাসন হওয়া দরকার ।
শচীন হেসে ফেলে বলে, দরকার ? তাহলে...
তাহলে কি ?
শাসনের জন্য এক্জন লোক তো চাই।
বিশাখা মুখ নত করল । হাসি নেই মুথে, তবে একট্ স্মিত ভাব । পর মুহূত্তেই সংযত আর গষ্টীর হয়ে বলে, বাবা সত্যিই ভাল আছেন তো ?

সত্যিjই ভাল আছেন । অষ্তত প্রাণের ভয় নেই।
आমি একটু পুজ্জো দিতে যাবো কালীবাড়িতে।
যাও না।
খুব ধীরে ধীরে বিশাখা সিড়ির দিকে এগিয়ে গেল । এক দৃষ্টে চেয়ে রইল শচীন । কী অপুর্ব, কী अপার্থিব সৌন্দর্य এই ম্যেয়েটির !

## n 98 ॥

s্রুবর যে একটা কিছু হয়েছে তা আশষ্কা করেছিল জয়ষ্ত । তাই সতর্কতাবশে সে রেস্টুরেন্টের দরজার বাইরে এসে গ্রুবকে দেখছিল। হাঁটার ভগ্গিটা কিছু অস্বাভাবিক। যেন জন ভেডে হাঁটছে । পদঙ্মেপ সমান মাপের নয়। শরীরটা একটু ষুঁকে আছে।

ভ্রুব যখন পড়ল তার আগেই জয়ষ্ত নম্বা নম্বা পায়ে এগিয়ে গেছে তার দিকে ।

צ্রুবর জ্ঞান ছিন না। কপালটা ऐুকে গেছে ফুটপাথের শানে। একটু রক্ত পড়ছিল ক্ততস্থান থেকে।

এত সকলে রাস্তায় বিশেষ লোকজন থাকে না বলে একটা সিন হন না । জয়ষ্ত দ্রুবকে চিৎ করে তুইয়ে হাইড্র্যান্টের নোংরা জল তুলে ঝাপটা দিল চোথে। কয়েকবার বাপটা দিতেই খ্বু তাকায়। আঙ্তে আস্তে উঠেও বসে। তবে চোথের দৃষ্টি কাচের মতো ভাবলেশহীন, মুখ সাদা।

জয়ষ্ত জিজ্⿰েস করে, এখন কেমন লাগছু ?
বেটার। कী হয়েছিল বলো তো ? পড়ে গিয়েছিলাম নাকি ?
আপনার ডাক্তার দেখানো দরকার।
বার বার ওকথা বলছ কেন ? আমার কিছ্হ হয়নি।
জয়ষ্ত একথার জবাব না দিয়ে প্রুবকে ষরে আষ্ঠে আশ্তে দাঁড় করাল। তারপর বলল, একটা ট্যাকসি ষরে দিই, বাড়ি চলে যান।

বাড়ি ! বলে প্রুব কিছুহ্মণ ভাববার চেষ্টা করে। কিষ্তু তার চিষ্তাশক্তি ভাল কাজ করছে না। মাথাটা শৃন্য। একটু ভাববার बেষ্টা করে হাল-ছাড়া গলায় বলল, তাই করি তাহলে। আমি কেন যে निজের ওপর ঘ্রিপ হারিয়ে ফেলছি!

সকালবেনায় ট্যাকসি সহজলভ। জয়ণ্ত একটা ট্যাকসি ধরল এবং ধ্রুব<ে তুলে নিজেও উঠে বসল পাশে।

চলুন, পৌঁছে দিয়ে আসি।
রেমির কী হবে ?
या হচ্ছে তা আপনাকে ছাড়াই তো হচ্ছে। কেউ তো আপনার সাহায্য চায়নি।
צ্রুব কथাটার জবাব দিম না প্রথমে। একটু বাদ্দ একটা দীর্घশ্যাস ছেড়ে বলল, তা বটে। আমার এক ঝোঁটা রক্তও নেওয়া হয়নি রেমির জন্।

বাড়ির সামনে খ্রুবকে নামিয়ে দেয় জয়ণ্ত, নিজে নামে না। ট্যাকসি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে, গিয়ে গরম জলে স্নান করে ভরপেট কিছু খেয়ে নিন।

צ্রুব ফ্টক খুলে বাড়িতে ঢোকে । লোকজন, চাকর বাকর আজ ঢোথেই পড়ল না । নিজের ঘরে এসে ধ্রুব কিছ্ছু্মণ চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকে। কাল রাতে সে মদের দোকানে ভাঙচৃর করেছে। তখনো সে বেশ ফিটি ছিল। তারপর পুলিসের খপ্রর থেকে পালাতে সৌড়েছে অনেকটা পথ। তারপর বাড়ি ফিরে রেমির খবর পেয়ে গেছে নার্সিং হোম-এ। সব ঘটনাখলো ভেবে লেখন সে। কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা ছিন না তার। अসুস্থতা তো নয়ই। তাহলে কী হল ? জ্ভানবয়সে সে কখনো অভ্ঞান হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

শরীরটা যে ভীষণ দুর্גন তা একটু নড়াচড়া করতে গেলেই সে টের পাচ্ছে। মাধাটা বড্ড বেশী खौका।
 পেল না।

যथन ঘুম ভাঙম তথন দূপুর গড়িয়ে গেছে। শীতের বেলা প্রায় শেষ হয়ে এম্প। রোদের আভায় লালচে রঙ ধরে গেছে।

ডাকছিল লতू। এই ছোড়দা, ওঠ! খাবি না!
 সে নিজের ঘর, জিনিসপত্র বা লতুকেও চিনতে পারে না। মাধাটা পরিষার হয়ে যেতে সে পাশ ঝ্রেরে। কনুইয়ের ৩পর ভর দিয়ে মাথাটা ডুলে ঘড়ি দেথে। তিনটে।

बতু বড় বড় চোথ করে তাকে দেখছিল। বনন, কখন এসেছিস কেউ పের পায়নি তো ! বাবা 8২৮

ভীষণ ভাবছেন। বোধ হয় থানতেও খবর দেওয়া হয়েছে।
প্রুব বহুক্ষণ কিছু খায়নি। সন্তবত কাল বিকেলের পর থেকে তার পেটে খাবার পড়েনি। এখন পেটের ভিতরে একটা ওলট পালট হচ্ছে। সে লতুর দিকে চেয়ে বনে, স্ককালেই এসেছি।

কাউকে ডাকিসনি কেন ?
ডাকবো কি করে? ঘুমোচ্ছিলাম না!
খবরটो দিবি তো যে বাড়িতে এসেছিস !
आমি একটু স্नান করব। গরম জল দিতে বল जেে।
কেন, বাথরুমে গীজার তো আছেই।
তুই ঢালিয়ে রেখে যা।
তোর কি শরীর খারাপ ?
হাঁ, উইক লাগছে।
হবেই। কাল থেকে কিছ্ছ খার্সন রোধ হয়। তার জপর ওই টেনশন।
এবার বিদ্যুৎ চমকের মতো রেমির কথা মনে পড়ল ধ্রূবর। টেনশন কথাটাই মনে পড়িয়ে দিল। নইলে—আশচর্য রেমির কথা তার মনেই ছিল না। সে লতুর দিকে চেয়ে বলল, রেমির কী খবর ?

লতু মাথা নাড়ল, ভাল।
কিরকম ভাল ?
অপারেশন হয়েছে। ब্নিডিং বন্ধ।
তার মানে বাচচে ?
হাঁ, বাঁচবে না কেন ? তুই ওঠ। आমি গীজার চালিয় দিচ্ছি। বলে লতু বাথরুমে গিয়ে গীজার চালিয়ে ঘরে এসে বলল, আবার যেন ঘুমিয়ে পড়িস না। আমি ঘাবার, তৈরি রাখতে বলে যাচ্ছি ঠাকুরকে। বাবাকে ফোন করে তোর খবর দিতে হবে। ওপরে यাচ্ছি।

বাবা কোথায় ?
দুপুর পর্যষ্ত নার্সিং হোমে ছিলেন। তার পর রাইটার্সে গেছেন। একটুও বিশ্রাম করেননি আজ। ভয় হচ্ছে অসুন্থ হয়ে না পড়েন । বউদির জন্যা যা কান্নাকাটি করেছেন আর যা টেনশন গেছে তাতে কাল রাতেই স্ট্রোক হয়ে যেতে পারত।

צ্রুব উঠল এবং টের পেল, তার শরীরের গ্যানি অনেকটা কম । দूর্বলতা আছে তবে তা মারা丬্যক নয় । তবু নিজ্জেকে তার ভারী শিশু-শিশ লাগছে আজ। লতু তার সঙ্গে কদাচিৎ এত ভাল ব্যবহার করে । এই যে তাকে স্নান করে খেয়ে নিতে বলে গেল লতু ঠিক এরকমটা ওর কাছে প্রত্যাশিত নয় । মন্নে মনে লতু তাকে ঘেন্না করে এবং সবচেয়ে বড় কথা, তাকে পাত্তা দেয় না। আজ দিচ্ছে। এতে কি খুশি হবে প্রুব ? নাকি কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটানোর মতো নয় ব্যাপারটা ?

সে উঠে হালকা কিছু বায়াম করল। তার শরীর নমনীয় এবং সুগঠিত । সহজে কোনো অসুখ করে না। কিষ্তু যখন করে তখন ভোগায়। ধ্রুব অসুখ-বিসুখকে বড় ভয় পায় । কারণ অসুখ মানেই একধরনের বন্দীত্য। বন্দীত্ব তার অসश্য।

গরম জলে কষে স্নান করল সে। শরীর অনেক ঝরঝরে লাগতে লাগল। ঘরে আসতেই ঠাকুর ऊँকি দিয়ে জিজ্ভেস করল, খাওয়ার ঘরে যাবেন, না এখানে খাবার দিয়ে যাবো ?

খাওয়ার ঘরে।
צ্রুব পায়জামা আর পাঞ্জাবির ওপর শাল জড়িয়ে নেয় । গরম জলে স্নান করার পর শীতটা একট্ বেশী नাগছে।

ঠাকুর গরম ভাত বেড়ে দিয়েছে টেবিলে। প্রুব ভাত ভাঙল। তারপর ঠাকুরের দিকে চেয়ে বলল, বউদি কেমন আছে জানো ?

ঠাকুর শশবাস্তে রলল, ভাল ।
ঠিক জানো
হাঁ দাদাবাবু। আমি তো দুপুরেই নার্সিং হোম গিয়েছিলাম।
নিশ্চিত্ত হল ধ্রুব। লতুর কথা যে তার বিপ্ষাস হয়ান তা নয়। তবে এমন হতে পারে যে, কোনো অশুভ কিছু ঘটে থাকলে লতু হয়তো সত্যি খবরটা তাকে দিতে চায়নি ।

পেট ভরে খাওয়ার পর ধ্বূ ঘরে এসে একটা সিগারেট ধরায় । পেট ভরার পর এক ধরনের আলরেস্সি জাড়য়ে ধরেছে তাকে। একবার নার্সিং হোমে যাওয়া উচিত সে বৃঝতে পারছে। কিষ্তু উৎসাহ পাচ্ছে না।

জানালা দিয়ে সে বাড়ির পিছনকার ছোট্ট বাগানটার দিকে চেয়ে থাকে। রাঙা রোদে নম্র ও স্বপ্নময় হয়ে আছে জায়গাট। পপি ফুল ফুটেছে অনেক। নিঃশব্দ এক প্রােের খেলা চলছে এই এক টুকরো বাগানের পরিধিতেও।

খ্রূব সিগারেটটা শেষ করে কিছুক্ষণ তয়ে থাকে বিছানায়। ভাল লাগে না । এরকম শুয়ে বসে সময় কাটানোর মানেই হয় না কিছু। বিকেলবেলা ঘরে থাকতেও পারে না সে।

ধ্রুব উঠল। চটি পরে আস্তে আত্তে বেরিয়ে এল বাড়ি থেবে.। তারপর হাঁটতে লাগল। এমন উদ্দেশাহীন ভানে বহুকাল সে হাঁটেনি । কিন্তু কিছুদ্মণ হাঁটবার পর সে বুঝতে পারে, এটারও কোনো মানে হয় না । হেঁটে যদি কোথাও যাওয়ার না থাকে তবে হঁঁটবার মানে কি ?

আসলে ভীষণরকম একঘেয়ে লাগছছ তার বিকেলটা। এরকম তো লাগগ না। আজ লাগছে কেন

গা গরম করা এবং সময় কাটানোর মতো একটা জিনিস আছছ। মদ। কিষ্ডু গত কালের অভিজ্ঞত তার ভাল নয়। আজ সকালে অক্পক্ষণের জন্যা হলেও সে অঞ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল রাস্তায়। না, আজ সে মদ খাওয়ার সাহস পাচ্ছে না। শরীরের ভিতরে যদি কোনো গোলমাল ঘটে গিয়ে থাকে তবে সেটাকে একটু থিতোনোর সময় দেওয়া ভাল।

তার দুরকম বক্ধৃ আছে। একরকম, জুয়াড়ি, মদ্যপ, বদমাস, লোচ্চা এবং ञুতা। আর একদল ভদ্র, শিকিকিত, মধ্য বা উচ্চবিত্ত- করো সহ্গেই বস্তুত তার খুব ঘনিষ্ঠতা নেই। থাকার কথাও নয়। সে কাউকেই খুব রেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না। নিয়মিত কোথাও সে আড্ডা দেয় না । তার অনেকগুলো ঠেক আছে। কোনোটা মেসবাড়ি, কোনোটা 凶ুড়িখানা বা জুয়ার আড্ডা, একজন নষ্ট মেয়েমানুষ্ষর ঘর অর্বধি, আর আছে কফি হাউস, ধারার ফ্লাাট, দুটো ক্লাব ইত্যাদি। যथন যেটায় খুশি যায় বা যায় না । মােে মঝেে প্রুব একা একা ঘুরে বেড়ায় ভৃতগ্রস্তের মতো । কখনো কলকাতার বাইরে পাড়ি দেয়।

শিগগিরই—यদি তার বাবা কৃষ্ণকাম্তর চাল খেটে যায় তবে তাকে যেতে হবে নাসিক। জায়গাটায় সে গেছে । ভান নয়, খারাপও নয়। কৃষ্ণকান্তর এক বক্ধুর ফার্ম আছে সেখানে। তার সঙ্গে বাবসাতে জুড়ে দেওয়া হবে তাকে। কিন্ত্ মুশকিল হল, কৃষ্ণকান্ত সেটা পেরে উঠবে কি না সেটাই প্রশ্ন।

তার বাবাকে সবাই সমীহ করে, এ কথা ঠিক। একথাও ঠিক বাংলাদেশের এনিমি প্রপারির শ্ফতিপৃরণ বাবদ টাকাও আইনত কৃষ্ণকান্তর প্রাপ্য। কিষ্ডু কথাটা সবাই মেনে নিচ্ছে না। তার দাদু হেমকান্ত অন্য দুই ছেলেকে বঞ্চিত করে ছোটো ছেলের নামে সব বিষয় সম্পত্তি উইল করে ন্যায্য কাজ করেননি একथা 丬্sুবও মানে। এই উইলের ফলে রাগ করে বহৃকাল আগে তার জ্যাঠা কনককাস্তি কলকাতার বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, আর কখনো এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াননি। সেই জ্যাঠা এবং সেজো জ্যাঠার ছেলেরা বড় হয়েছে। তারা ফুঁসছে। এনিমি প্রপাট্রি টাকা বড় কম নয় এ বাজারে। প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা দাবি করেছেন কৃষ্ণকাণ্ত। কাটছাঁট इওয়ার সষ্ভাবনা কম,
 ভার ভাগ आশা করবে না কেন? কৃষ্ককাষ্ঠকে তারা এত স্বাথপর হতে কেনই বা দেবে ?
 একনা লাগাতার দুশ্চিষ্ঠা থেকে অনাহতি পেয়ে রাজনীতিতে নডুন কোনো থেলা ৩রু করবেন। গনিমি প্রপাটির টাকার কিছু প্রুবকে দেবেন, বাকিটা ঢলবেন রাজনীতিতে। সাষ্ধী নারীী সতীয়, ধামিকের সততা, ন্তের आদর্শ থেকে তরু করে সব কিছুহ আজকাল ক্রয় বা বিক্রয়্যোগা।


 সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার কোথাও শেভে ইচ্ছে করে না আজ।

 ক্ষম্য।। এথन বোধ হয় সেটাও लেষ হয়ে आসছে। आর বেশীদিন नয়।
 প্রারেবেশ সে आর মনের খাদ পায় না। কেমন स्रिমিত হয়ে आসছে সব উৎসাহ, উদ্দীপना, यৌবন্নে উচ্ছলত। তার উচ্চাশা নেই, লোভ পর্যষ্ত হয় না কিছুতে। রোজ বার বার এক চেক থেকে আর চেক, এক চেনা মুখ থেবে আর এক চেনা মুথ, একইরকম ফৃর্তি বা జৃত্তির ঢেষ্ঠা করতে
 এরকম জীবনের। नাभिক তাকে এরককম জীবনযাপন থেকে মুক্তি দিতে পারে। আর এক মুক্তি घট্রে রেমির কাছ থেকে। এমন নয় যে রেমিকে সে ঘৃণা করে। ত নয়। ত্বু রেমি এক জগগ্দল বোঝার ময়ে চেপে আছে ঘাড়় । সে মেয়েেের সল্গে ভাবানুতার কথ্া বলতে পারে না. কোনো
 কোন্না দিনই ছিন না। তাই ভৌনতা ছড়া রেমির সল্গে সে ঘনিষ্ঠতর কোনো সম্পক স্থপন করতে পাররনি । आর কে না জানে, ভৌনত বড় অগভীর এক অভাাস মাত্র । তা দুই নরন্নারীর সশ্পর্ককে কখनো দৃঢ় করে না।
 কিছুতেই ছড়়েন না। রেমিও তে নতুন গেলনা পেল। ছেলে। এবার প্বুর মুক্তি।

 শেষ প্রান্ত অনা দুটো বাড়ির সল্গে জড়ামরি করে একটা লাল ছোো দোতলা বাড়ি দাড়ি়ে়ে আছে। খ্ব পুরোনো বাড়ি। প্রায় ত্রিশ বছর আগে বাড়িনা এক ল্দউলিয়া মর্কেলের কাছ থেবে থুব সস্তায়

小ানীঘাটে তাদর বাড়িতে আসেননি, তবে তার ভাইপো ভাইবিদ্রের কেউ কেউ আসে। মাঝে মাखে ।

 "xाक्या।



কোেো কটাক্ক করে থাকবে। মায়ের এই ম্বভাব ছিল। মাকে ভালবাসত জ্রুব, কিষ্ুু পটাও লষ্ষ করেছে বে, সুর্যেগ পেলেই তার মা নানা ছুতোয় তার বাবাকে চেয় করার డেষ্যা করত। বোখ হয় সেরকমই কোন্নে দাম্পত্র বাদানুবাদ হয়েছিন সেই রাত্রে।
কৃষ্ককান্ত হ হাe একটা হহকার দিয়ে চাকরকে ডাকলেন। বনলেন, ছেলে মেয্যেদের ডেকে নিয়ে आয়।

তারা তিন ভাই তখন ছোো, লডু নিতাষ্ঠই বাচ্চ। চারজনকে খাবার টেবিলের চারধারে বসালেন কৃঞ্চকান্ত। তারপর সকলের মুথের দিকে ভাল করে তাকিয়ে নিয়ে গট্ভীর গলায় বললেন, শোনো। ভবিষাত্ত একটা বিষয় নিয়ে কथা উঠত্ত পারে বলে তোমাদ্র আজ आমি একটা জিনিস পরিষারতাবে জানাতে চাই। চেতলার বাড়িতে রদময়ী নামে শে মহিনা থাকেন তিনি তোমাদর ঠাকুমা। आমি তাঁকে ছেলেবেলায় পিসি বলে ডাকতাম। তার বাবা ছিলেন আমাদের পুরোহিত। आমার বাবা তঁকে পরে ধর্মমতে বিবাহ করেন। आমি তাকে আমার মা বলে স্বীকার করেছি। जবিষ্যত্ত তাঁর সশ্পকে যদি কেউ কে小েো লোংরা বা খারাপ ইংগগত করে তোমরা তার প্রতিবাদ করবে। ঢোমরা বলবে যে, তিনি লোমাদর ঠাকুম। ধর্মত এবং বৈধ ঠাকুমা । বুঝলে ? এখन याও।

তারা কিছুহ বোবোনি। তবে ঘাড় নেড়ে চলে এবেছিন। বুবেছিিল পরে। বড় হয়ে।
 বেশ কিছूদিন একটানা চেতলার ঠাকুমার কাছে ছিল। जাকে তার ছেনো ভাই আর নতুক্লে এখানে দিয্রে গির্যেছিলিন কৃষ্ণকাষ্ত নিজে।



 ভাইপোরা ত্यা হয়েছে, নাতি নাতনীও বড় কেউ কাছে থাকে না। ঠাক্মার নাতनोদ্রুর মধ্যে একজন ছিল বিজয়া। \{্বুবর প্রথম ভিকটিম। অর্थা বিজয়া তার প্রেচ্ম পড়েছিল। সে পড়েনি। צ্রূব কোনোদিনই কেন कারো প্রেমে পড়তে পারল না ? কেন পারল ना ?

এই निদারুণ প্রশ্রট नিয়ে যথন সে হত্বুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে আছে ব্ধ দরজার সামনে তখन ওপাশ থেকে প্রান্ন এन, কে ?


## - צ्यूपमा!


ঠাকুমার এই নাতनীর নাম নবা।

বসে বসে বকবক করহছ। आর को করবে ? এपো।



 দেन, घनার পর घनা জপতপ কর্রেন। বनলে বনেন, খাটি বলে बেঁচে आছি।



নিবারিত হয়েছিল সংসারের কিছু অনিবার্য ভাঙন।
রभময়ী দোতলার সিড়ির মুখের চাতালে একটা মোড়া পেতে বসা । צুবকে দেখেই বলে উঠলেন, এই, जোর অশ্শৌচ না! সদ্য ছেলের বাপ হয়েছিস, আঁতুর-মাখা!

তাহলে চলে যাবো নাকি?
তাই বললাম বুঝি ? পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করিস না। তফাতে বোস।
তোমার বড় বাতিক।
जা তো বটেই। ছেলে কেমন হলো ?
ভাল করে দেখিনি। সব বাচ্চাই একরকম।
বাচ্চা একরকম হলে কি হয় ! বংশের ধারা যখন পাবে তখন দেখবি কেমন অন্যরকম হয় ! এই নবা, ওকে একটা চেয়ার দে।
s্রুব বসল।
রসময়ী বললেন, থুব কষ্ট পেল মেয়েটে।
কোন্ মেয়েটা ?
তোর বউটা। আবার কে ! বেঁচে যে আছে সেই ঢের। ও মরলে কৃছ্টটাও বুঝি বাঁচত না। আমি দিনরাত ভগবানকে ডেকেছি।

সব খবরই রাখো তাহলে ?
খবর রাথব না ? কেন, বিলেতে থাকিস নাকি!
s্রুব চूপ করে থাকে। রணময়ীর কাছে সে কেন এসেছে তা ঠিক বুঝ্ডে পারে না। কিষ্ঠু এসে তার খারাপ লাগছে না। এ যেন একটা প্রাচীন গাছের কাছে বসে থাকা। এ যেন পিদিমের আলোয় এক প্রাচীন "্ֵथि পাঠ।

## ท १® ॥

এক সাহেব ডাক্তার আনান্নে হন ঢাকা থেকে। সেথেশুনে তিনি বলনেন, হি হ্যাজ কনস্টিটিউশন অফ এ বুল। নাথিং দু ফিয়ার। হি উইল পুল আউট।

হেমকান্ত সম্পক্কে এই উক্তি যে কতটা খौটি তা দশ দিনের মাথায় বোঝা গেল । দু দুটো গভীর শ্যত এবং প্রচুর রক্তপাতজনিত অবসাদ কাটিয়ে হেমকাণ্ত উঠে বসলেন। বললেন, হাসপাতালে আর একদিন্ও নয়। আমার বংশে কেউ কখনো হাসপাতালে यায়নি।

এগারো দিনের দিন তিনি একরকম জোর করে হাসপাতাল থেকে বাড়ি চলে এলেন । তাঁর বাড়ি ফেরায় একটা উৎসবের মতো হৈ-চৈ ছড়িয়ে পড়ল শহরে। বহু লোক লেখা করতে এলেন । বিস্তর প্রজাও এল বিভিন্ন মহাল থেকে। বাড়িতেও বেশ মানুষের ভীড়। থবর পেয়ে বড় মেজো দুই ছেলেই সপরিবারে চলে এসেছে। এসেছে মেয়েরাও। গিজগিজ করছে বাড়ি।

ভীড় একট্ম কমলে দুর্גল শরীরে হেমকান্ত চোখ বুজলেন। আগগগাড়া তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল রসময়ী। এতক্মণ কথা বলেনি, বার বার শুষু চোখের জল মুছেছে औচলে। লোকের ভীড়ে কথা বলার সুযোগ পায়নি এতম্ষণ, এবার পেল।

হেমকাস্ত রঙময়ীর দিকে তাকাননি ভাল করে। তবে তার দেহের গদ্ধ এবং নৈকট্যজনিত একটা তাপ টের পাচ্ছিলেন এত তু-নৈ-এর মধ্যেও। আশ্চর্য এক সুখানুভৃতিতে তাঁর অভ্যষ্তর টৈটুম্বুর হয়ে याচ্ছিল। রঙময়ী যে তাঁর জীবনে কতখানি জুড়ে আহে তা যেন এতদিনে থুব ম্পষ্ট ভাবে অনুভব করলেন।

চোখ বুজে রেখেই হেমকান্ত মৃদুস্বরে ডাকলেন, মনু।
বলো।
অত চোখের জল ফেলছো কেন ? আমি তো বেঁচেই আছি এখনো ।
बোথে জল आসবে না ? बেঁচে আছে সেই আনক্দেই চোথে জল আসছে।
बেঁচে থেকে আমার কিষ্টু তেমন মানন্দ হচ্ছে না।
কেন, তোমার কি মরার ইচ্ছে নাকি ?
अনেকটা তাই । মরার জন্য দীর্घদিন অপেল্কা করতে আর ভাল লাগে না। মরতে যখন হবেই তথন সেই ভয়ংকর ব্যাপারটা এবারই চুকে গেলে হত। আর দूশ্চিষ্তা করতে হত না।

সে তো বুঝলাম । স্বার্থপরেরাই ওরকম ভাবে । তুমি মরলে আমার কী হত বলো তো ! কী নিয়ে বাকি জীবনটা কাটত আমার ?

একট্দু হেসে হেমকাষ্ত চোখ খুলে মুখ তুলে রসময়ীর দিকে তাকালেন । রभময়ী এই কয়দিনে খুব রোগা হয়ে গেছে। অনেক কান্নার চিহ্ পড়েছে চোখের কোলে। চুলে এনোমেলো ভাব। পোশাকে পারিপাট্ নেই । তবু রঙময়ীর ধারাল মুখখানা পিপাসার্তের মভো মুধ্ধ হয়ে চেয়ে দেখেন হেমকান্ত । বলেন, এমন অবস্থা হয়েছে নাকি ঢোমার ?

কেন, অন্যরকম অবস্থা আবার কবে ছিল ?
হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্যাস ফেলে বললেন, যেই আমাকে মেরে থাকুক সে আমার একরকম উপকারই করেছে। अনেক দিনের একটা দ্বিধা কেটে গেছে আমার।

কিসের প্বিষা গো ?
বিপদে না পড়লে তো মনটাকে ঠিক বোঝা যায় না । যখন লোকটা আমাকে ছোরা মারল তখন অমি হঠাৎ বুঝলাম, আয়ু ফুরিয়ে এল, আর সময় নেই। সেই সময় সকলের আগে কার কথা মনে পড়ল জানো ?

রभময়ী बোখ নত করল।
হেমকান্ত বললেন, ডোমার কথা। গাড়োয়ানকে বললাম, গাড়ি ছুটিয়ে শিগগির আমাকে মনুর কাহে প্পোহে দে। তারপর যা হয় হবে।

জানি । বলে রঙ্গয়ীী একটা দীর্ঘ্পাস ফেলে বলল, কিষ্গু এই বিপদের মধ্যে আর নয় । তোমাকে কলকাতায় বা अন্য কোথাও যেতে হবে।

হেমকাד্ত বিশ্মিত হয়ে বলেন, কেন মনু ?
যারা তোমাকক মারার চেষ্টা করেছিল তারা তো জানে তুমি মরোনি।
সে তো জানেই । তাতে কি ? আবার আটেমপট করবে বলে ভাবহো ? করুক। আমি ভয় পাই ना।

पूমি পাও না, কিষ্তু আমি পাই।
তুমিই বা পাबে কেন ? তুমি না স্বদেশী করো!
অদেশী করি কে বলল তোমায় ?
आমি কি বোকা মনু ?
 मোক মারতে बেষ্টা করহে আর আমি স্বদেশী করি বলে হাল ছেড়ে সেবো, এটা কেমন যুকি হন ?

তোমার স্বদেশীরাই তো মারতে চেয়েছিন আমাকে। ওদের ধারণা আমিই শশীকে ধরিয়ে मिয্যেছি। কারেই তোমার তো ভয় পেলে চলবে না মনু। তোমার আদরের স্বদেশীরা আমাকে মার্রবে, তোমাকে তার জন্য বাহবা দিতে হবে।

ঋুব বিধির্েে কथা বলতে শিখেছো তো ! এতদিনে এই दুঝলে!


 রাথথ। এখানে आর নয়।

उবে কোথায় ?

এস্টেটের कী অবश্श হরে তাহলে ?

শচীन ? সে कि বিশাখাকে বিয়ে করূেে জার ?

 এখন ঢো আর जा হয় ना।

কেন হবে না ?

शेরের आঙणिর आবার বौকা आর সোঘা।

শোনো। শচীন তেমন ছেলে নয় বে অनোর घল্রে বউক্কে ফুসমে निख্যে याবে। Cোমার বউমার




यमि বিশाधा রাबि थाब大?

 नেই-ই, বরং आগ্রইই আঢ়।
 भেयि।


 बका?

आমি চनে গেলে তোমার की হबে মनू?
आমান্গ आাবায্ की হबে ?
পার<ে थাক্তে आমাক্ চেড়ে ?
 बनে, চোমান্र जानत्र जना गय भाखि।




হেমকান্ত বললেন, ঘুম কি আসে ? এক কাজ করো, কৃষ্ণকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। দिই। বলে রभময়ী চলে গেল।
হেমকাষ্ত ঢোখ বুজ্ে শরীরের গভীর অবসাদ টের পাচ্ছিলেন । মৃত্যু স্পর্শ করে গেল তাঁকে। কত কাছ দিয়ে গেল। পলকের জন্য অবতুঠ্ উম্মোচন করে দেখিয়ে দিয়ে গেল তার মুখ। তবু রহস্যময় মৃত্যুর সবটুকু দেখা হল না । কিছু বাকি রয়ে গেল। আবার অপেক্ষা। সে অপেশ্ষা কি খুব দীর্ঘ হবে ?

শরীর ! শরীর ছাড়া অস্তিত্ব নেই। এই বাহ ররপ, এই ক্ষুধা তৃষ্ণা কামাতুর দেহ নিয়ে তাঁর কত না দুक্চিন্তা ছিল। ছিল মৃত্যু ভয় । আজও আছে হয় তো । কিষ্ডু মৃত্যুর फ্মণিক নৈকট্য তাঁকে অনেক জড়তামুক্ত করেছে। মনে হচ্ছে, সাহসের সঙ্গেই একদিন এই দেহ ছাড়তে পারবেন, যখন সময় হবে।

## আসব বাবা ?

হেমকান্ত চোখ খুলে হাসলেন। হাত বাড়িয়ে বললেন, এসো।
তাঁর প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্রটি দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। দীর্ঘ গড়ন আর দেবদূতের মতো পবিত্র মুথশ্রী। দেখলেই তাঁর মন ভরে যায় । জায়া শব্দের অর্ধ যার ভিতর দিয়ে পুরুষ আবার জম্মগ্রহণ করে । ন্ত্রীর ভভতর দিয়ে হেমকান্ত তাঁর পুত্র কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছেন নিষ্চয়ই, কিষ্ডু এই কনিষ্ঠ পুত্রটির দিকে তাকিয়ে তাঁর আজ মনে হন, এই দেবশিখর মধ্যেই তাঁর জय্মগ্রহণ বুঝি সবচেয়ে সার্থক হয়েছে।

বিছানায় তौঁর পাশে এসে বসল ক্পস্পাষ্ত। মৃখখানা ক্নো। চোখদুচো করুণ।
आপनि <্কমন আছেন বাবা এখন ?
তোমরা ভাল থাকলেই আমি ভাল। এখন আর নিজের একার ভাল থাকাটাকে বেশী মূল্য मिই না। তোমাদের সবাইকে নিয়ে তো আমি।

কथাটা নতুন। ঠিক এরকম কथা হেমকাষ্তর মুখে কখনো শোনেনি কৃষ্ণকাষ্ত। সে স্থির করল, কথাটা তার খাতায় টুকে রাথবে। আজকাল সে একটা উদ্ধৃতি লিvে রাখার খাতা করেছে। বাবার কथাটা তার বড় ভাল লাগन।

কৃষ্ণকাষ্ত বলল, আমি ইন্কুলের সেই ছেলেটটেে ধরেছিনাম।
কোন ছেলেটাকে ?
ক্রাস নাইনের চুনীলাল।
সে আবার কি করেছে ?
আপনাকে যেদিন স্ট্যাব করা হয় তার কয়েকদিন আগে চুনী আমাকে বলেছিল, স্বদেশীরা নাকি আপনাকে মারত্তে চায়।
 পাওয়া যাচ্ছে। একটা দীর্घ্যাস ফেনে বনজেন, সে যাই হোক, আমাদের ও নিয়ে আর দুক্চিষ্ডার কারণ নৌই। ছেলেটা কী বলম ?

প্রथমে কিছ্হ বলতে চায়নি । আমি একটু ভয় मেখাতেই বলল, সে అনেছে ননীলালবাবুর কাছে । কোন নनीলাল ? মেছোবাজারে যার তামাকের সোকান?
शाँ।
হেম্কাষ্ড আবার চুপ করে थাকেন । তারপর বলেন, এসব কथা যেন পौচ কান না इয় বাবা।
 পারে।
 8৩৬

তবে কী বাবা ?
স্বদেশীদের বোঝা উচিত যে কাজটা অন্যায় হয়েছে।
কিশোর ছেলের মুখে কথাটা শুনে একটু চমকে উঠলেন হেমকাষ্ত । যেন একজন বড় মানুষ কথা বলছে। তিনি একইু হেসে বললেন, তাদের বোঝাবে কে বলো ? কেবল আবেগ নিয়ে যারা চলে তারা সব সময় যুক্তির ধার ধারে না । সত্যকেও অনেক সময় সত্য বলে স্বীকার করতে চায় না । ঢাদের বোঝাতে গেলেই বরং হিতে বিপরীত হবে। তার দরকার নেই।

কেন দরকার নেই বাবা ?
यা করার পুলিশ ২ররবে। এটা তাদেরই কাজ।
পুলিশ কিছু করবে না।
হেমকান্ত অবাক হয়ে বললেন, এ কথা কে বলল তোমাকে ?
শুনেছি। দারোগা রামকান্ত রায়ের আপনার ওপর খুব রাগ।
তাই নাকি ? কেন বলো তো !
आপনার কাছে নাকি উনি একটা স্টেটমেন্ট চেয়েছিলেন, আপনি তা দেননি।
আমার স্টেটমেন্ট দেওয়ার কথা নয়। লিখিত পড়িত কিছু দেওয়া বিপজ্জনক বলেই আমি দিইনি। শচীনও বারণ করেছিল।

সেই জনাই রাগ। আপনাকে স্ট্যাব করে যারা পালিয়েছে তাদের ধরার জন্য পুলিশ কিছুই করেনি।

হেমকান্ত উদাস গলায় বললেন, তাদের ধরেইই বা কি হবে বলো তো ! হয় জেল-এ আটকে রাথবে নয়তো ফাঁসি দৌবে। তাতে আরো রাগ বাড়বে ওদের।

কৃষ্ণকান্ত চুপ করে থমথমে মুথে চেয়ে থাকে। দौঁতে দাঁত দৃঢ়বद্ধ । চোথে রাগ, জল।
হেমকাষ্ত সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, আমার জন্য ভেবো না । মানুষের জীবনের একটা সীমারেখা আছে। সেটা পেরোনো যায় না । কিষ্ভু তা বলে সে শেষও হয় না। পুত্র কন্যাদের মধ্যে বেঁচে থকে।

কৃষ্ণকাষ্ত তার বাবার দিকে তাকায়। মাथা নেড়ে বলে, না বাবা, না।
না কেন কৃষ্ণ ? আমার তো মনে হয় জীবনের সব কাজ আমার ফুরিয়েছে । আমার আর কিছু করার নেই। এই তো বিদায় হওয়ার সঠিক সময়।

কৃঞ্ণকাষ্তর চোখ বেয়ে টসটস করে জল গড়িয়ে পড়ে।
হেমকাষ্তఆ কौদলেন । বহু দিন পর বুক-ভাঙা এক শোক অনুভব করছেন আজ। আ巾র্য, সেই শোক নিজ্রেরই জন্য। ছেলের পিঠঠ হাত রেথে অবরুদ্ধ গলায় অস্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, আমার তো মনে হয়, তোমার মতো উজ্জ্ম একটি ছেলের বাবা হওয়াই আমার জীবনের উস্দেশ্য ছিন। এখন তুমি यদি बেঁচে থাকো, মানুষের মজো মানুষ হও, তবে আর চিত্তা কী ?

আপনি ওকथा বলছেন কেন বাবা ? আপনার শরীর খারাপ নয় তো ?
ना। आমি তো ভাनই আছি। ভাবছিলাম, यमि आবার কেউ আমাকে মারে $p$ आমি রাজनীতি
 আসবে সে আমার নিয়তি ছাড়া অন্য কিছू নয়।

মনুপিসি তো বলছ్, আপনাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবে।
বাপের ভিটে ছেড়ে কোধায় যাবো বাবা ? কसকাতাই কি আর বাচচিয়ে রাখবে ? সেখানেও মরণ আছে। তাছাড়া সেখানে কনক সংসার পেতে বসেছে। আমি গেমে ওসের অসুবিষে হবে। কৃষ্ণকাষ্ভ কী বলবে ? হूপ করে রইন।


 स্রেে ওटு। जूমি কি তা ढের পাও ?




 জानে ।

मে বनन, কति बादा।




आर्थनि घूट्েान आমি याई।

 क्रक्ल।

उरा धूप निमिक्षु, ना ? जान। खुব जाल।







 बब्रानन ना।



 वाइलে यान எाइलে ঢाल इश।



 मिलिन ना। श्रि पृष्टि वर्काण्य घूष्य निका।


চিষ্তার কিছ্হ নেই।
ছেলেরা চলে গেল।
হেমোন্ত বললেন，বসুন। की খবর ？
থবর একটা আছে। লোকটা ধরা পড়েছে।
হেমকাষ্ঠ চমকে উঠে বললেন，কে ？
বলব। আপনিই তাকে আইডেনটিফাই করবেন।
হেমকাণ্ত চিষ্তিত মুখে বললেন，সনাক্ত করব ？কিষ্তু আমি যে তাকে ভাল করে দেখিনি । अক্ধকার ছিন। আপনি তো জানেন।

সবই জানি। কিষ্ঠু তবু কিছू লন্ষণ ঠিকই মেলাতে পারবেন । ধরুন হাইট，গলার শ্বর，ছাতের গড়ন এইসব কিছ্ন না কিছ্হ।

যা মনে পড়েছে সবই বলেছি।
এইবার লোকটাকে চোথে দেখুন। इয়তো আরো কিছু মনে পড়বে।
কবে যেতে হবে ？
आপনি এখन কেমন আছেন ？থানায় যেতে পারবেন ？
আজ পারব না।
আজ নয় यেদিন পারবেন সেদিন গেলেই হবে। उবে দেরী করা চলবে না।
হেমকাষ্ভ চুপ করে রইললেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ছেলেটট ধরা পডুকু তা তিনি চাননি।
আচমকা রামকাষ্ত রায় বললেন，হেমকান্তবাবু একটা কथা বলব ？
বलून।
আমার প্রথম থেকেই কেন যেন মনে হচ্ছে আপনি লোকটাকে চিনতে পেরেছেন । কিষ্যু বলতে চাইছ্নেন না।

## n १৬ ロ

צ্রুব রঙময়ীর मिকে চেয়ে তার আঁকিবুকিওলা মুথে সেই নব যুবডীকে দেখবার চৌ্টা কর্ছিল， যাকে দেথে মজে গিত্যেছিল তার দাদু। সারা জীবন যথার্থ সংযম ও ঘটনাশুন্য কাটিয়ে বুড়ো বয়সে তিনি ওর প্রেমে মঞ্ম হন। ध্রুব প্রেম ব্যাপারটা আজও জানে না। সে কি খুব একটা ভসভসে আবেগ ？এককেল্দ্রিক কাম ？না বাযাখ্যার অতীত আর কিছू ？যে বয়সে তার मাদू প্রেমে পড়েহিলেন সেটা এ আমলের পল্巾 খুব বেশী বয়স নয় । প্রেমে পড়া চনে তো বটেই，হচ্ছেe আকছার । কিষ্যু


 করে ？র্রপ নাকি？

ध्रूব একট্টু হাসন। তারপর মাथা নেড়ে বলন，সত্যিই তাই ঠাকুমা। অলি তোমার্র র্রপ দেখছিলাম।
 বাদরী বলে মনে হত। আর তোর বউটাও ভারী ভাল সেখতে। তা তোদেব্র এত ক্ৰপের বশশ，ডুই আমার বুড়ো মুখের রুপ দেখছিস কি রে ？
 সে আবার কে ？

সে দাদ । বলো তো ঢুমি यদি সুন্দরীই না হবে তবে ঢোমাকে লেণে দাদু মজেছিন কেন ?
 এই বুみनि দাম ?
की বুঝ্রো ?
মজতে কি ঢেহারা লাগে রে! তাহলে ঢूই কেন মজলি না আমার অমন নাতবট পেয়ে ?आমার कथा বাদ দাওi
কেন তোর কथা বাদ থাকবে কেন ? তুই কি সৃষ্টিছাড়া কিছ্ম ? সেই দাদুরই নাতি, সেই বাপেরই ঢেলে। তোর কथা বাদ থাকবে কেন ? ত তোর দাদু কथাई ধর না, অমন বউ পেয়েছিন তবু
 কোনো মেয়েও এসে মন টनाয়नि। তবू उরকম হয়েছিন কেন তाর ?

সে সব ఆনবো বলেই ঢো এসে বসলাম ঢোমার কাছে। বলো।
মজবার बোনো আইন নেই, निয়ম নেই।
 কিছুরই একটা आইন আহে। থাকতেই হবে।
 সে সব जেনে কী করবি ? তোদ্রু বংশ্শর পুুুেেরা কোনোকালে কাউকে দ্খে মজেনি ।

এই বে আমার দাম মজেছিন, তোমার র্রপে!
রभมয়ী মাथा नেড়ে বলেন, সে ধাতই তোদের নয়। সারা জীবন आমি তার তাবৈদারি করেছি, সেবা দিয়েছি। কিষ্ूু তবি কি ভোলে রে পাগन ! সে পাথর শেষ অবধি গলেনি।

को बে बলো!
রभময়ী একটা দীর্ঘथाস खেলে বললেন, বাইরে থেকে অनেক রকম শোনা যায়। লোকে
 হয় না তथন মনে মনে হেসেছিনাম। তারই নাতি তে। হরে কি করে ? ওই বে কৃষ্ণ, পরের জনা প্রাণটা দিতে পারে, বুকে কত সাহস, কত তেজ, তবু নিজের বউফ্যের ঢোvের জল কোনোদিন
 माয়ে পড়़ আমাকে মেনে নিয়েছিলি মাত্র।
 भাচ্ছিল সে। বণণশর ধারা ? বৃশের খারাই কি সে বহন করে চলেছহ ? এরকম जো ক্থা ছিল না। সে তো ধারাট উল্টে বওয়াতে চেয়েছিন !
 ভালবাসেনি ?

র্পময়ী হেসে বনলেন, আজ যে তোর মুথে ও ছাড়া আর কথা নেই ! কী হন বল় তে তাই ?
বलো না! आমার জানা দরকার।
बाना দরকার কেন ?
बाরণ आঢে।






 भाরিসनि বनে। यদि পারতিস তবে ঘরে এতদিন श्रिছू হয়ে যেতি।

夕্রু কৃত্রিম শংকার গলায় বলে，তাহলে কি হবে ঠাক্মা ？
कि आর হবে！কত刃ুো কপাল পুড়বে，যেমন आমার পুড়েছে।
কিষ্মু শেষ অব氏ি जো তোমরা মিলেহিলে ঠोকুমা！
 जाবিস নাকি ？বউকে ভাল नা বাসলে की হয়，সে ছিল ছেলে－পাগলা। তাও সব ছেলে নয়। ওই

 বউ বড় কथা নয়，ছেলেই সব। তাও সব ছেলে সমান নয়। তাদর মধ্যে বিশেষ একজন।

লেই ছেলে কে ঠাক্মা ？
आश बानिम ना यেন।
ब大 बलো।
কেন，पूই！
आমি ！তোমার কৃख आমাকে দू－డোথ লেখতে পারে না তা জানো ？
জাनि，भूব জাनि। ঢেকে গালাগাল না দিয়ে নাকি জলশ্পর্শ করে না।
ऊাহলে ？




आমि कि স্বार्थপ ？
नোস ？Өরকম বাপকে তিলে তিলে দক্ধে মারহিস，তোর মহো মার্ৰর আঢে？

তার কর্মফ্ন पুই বিচার করবি কেন ？पूই কি তার জন্ম দিয়েছিস ？বিচার করতে হলে করবে আদালত，ক্রবে লেশ，করবে ভগানান। ঢোর অত মাধাবাথা কেন ？

ঠাকুমা，রেগে यাচ্মে।







 काছে কাঁদम ना। आমার কाছू এपে কাদ̆।
 मिয়ে বनलেন，आার কার काছেই বा याবে！কৃষ্বর जো যাওয়ার बায়গা नেই।



সক্রের অनেক পর সে খারার অ্যাct প্পেছোলো।

 ওख़ে পাকবে।

बयन मময় צ্צূ এल।
 বউ কেমন আহে?

ভান ।
याচ্চা ?
ভাল ।



 বিহ খাওয়াবে? আই আ্যাম হংরি।

की थाब ?
লাইট কিদ্র নেই?

 বোগাস পোनঢ্রির ডিমঠচো ঢোমরা খাও কি করে বলো তো ! আর কী অফার করতে পারো ?

भू!
তाइलে ? চীब घাবে जঅए ?


- ำ 아

৪ढেই হবে! অর বি কুইক।






ডাচ! Bমা, খেলে বরে দ্েবো।
ঢাত খাওয়ার পর यमि आমি खतে চাই।








খারা ঢ নিয়ে ঘরে এcে বলে, তোমার जাত র্রাধ্ছি কিষ্দু।

कडब ना। भाরপ্রাইজ থाক

नেই®।
योगा গেল।

উল্টে দিকের চেয়ারে বসে চাক্যের কাপের কিনারারা ওপর দিয়ে নিবিড় बোvে খারা লেখছিল

 जাব। শরীরে অश্शিরত।

जোমার कী হয়োে বলো जো

কেন ভাল নেই! आयाর সেই হিউমান রিলেশন निয়ে जাবছে নাকি?

यার থাওয়া পরার চিত্তা নেই, হूদয়্যঢিত প্রষলেম নেই, একমাত্র সে-ই ৫ইসব ফিসজফিক্যাল ব্যাপার নিয়ে जাবতে পারে।



 সা্গে ভাইয়ের, এমন कि প্রেমিকের সত্গে প্রেমিকার, টির পাও না ?

ভাল করে অবজার্ভ কোরো, টের পাবে। आসল প্রবলেম হল মানুষ্ের আজ আর কমিউনিষেট

 কাজেই সে কমিউনিকেট করবেই বা को ?

বাঃ, आজ खে একरम উল্টে কथा বलছে!
बनाशि नाकि?





बেন বनো जো!



s্বী চा लেষ করে হঠা উ
भারা जবাক হশ্রে বলে, তার মানে? जই শে খাে বনলে ! পাকবে!

বলেছি নাকি ? বাট আই आাভ డেনজড মাই মাইত।
ध्रूब! शीब!
না, আজ আমি এমন একজনকে চাই যে খুব নিবিষ্টভাবে আমার কথা ৩নবে। বাধা দেবে না, বিরক্ হবে না, তর্ক করবে না।

আচ্ছ বাবা, ঘাট হয়েছে। বোসো, आমি সব అনব, বাধা দেবো না, তর্কও করব না।
צ্রুব একটু হেসে বলে, বাধা দেবে না বটে, কিষ্ঠু মনে মনে বিরক্ত হবে। মেয়েরা এমনিতেই শ্যালো হয়। তুমি আরো অগভীর।

की बलनে?
বলनাম यে, অগভীর।
आমि!
কেন তোমার কি ধারণা ছিল তুমি খুব গভীর মানসিকতার মেয়ে ?
ধারা থমথমে মুখ করে চেয়ে রইল। कথ্া বলতে পার্রল না।
צ্রুব তার দিকে চেয়ে বলে, তোমার আঠা নেইই ধারা। যার নেই সে এসব বুঝবে না।
धারা মৃদू স্বরে বলল, একটা কথা বলবে ? তুমি সব সময়ে আমাকে অপমান করতে চাও কেন ? তूমি কি স্যাডিস্ট ?

কেন, স্যাডিস্ট কি তোমার অপছন্দ ? আমার তে মনে হয় তোমার দুদুটো স্বামীর একজনও यमि স্যাডিস্ট হত তাহলে ডোমাকে ডিভোর্স করতে হত না।

ধারা ঠাগা গলায় বলে, তাই নাকি? কি করে বুঝলে?
মেয়েরা অত্যাচারীদের পছন্দ করে, জানো না ? আমার বউ आমাকে কেন অত ভালবাসে বল্েো তো ! কেননা আমি ওর ওপর সবচেয়ে বেশী অত্যাচার করি ! ও কোনো সময়ে আমাকে ভুলে যায় না । প্রাণপণ আমকে জয় করার চেষ্টা করে। ফ্ষতবিপ্মত হয়, কাদদ, কপাল চাপড়ায়, তবু তপ্ত ই"্ডু চর্বণের মতো জলেে গাল, না যায় ত্যজন।

মেয়েদের সাইকোলজি খুব ভাল বুঝেছো তো -বাঃ!!।
ডোমার মতও কি তাই নয় ?
মেয়েরা অত্যাচারীদের ঘেন্না করে।
গ্রুব একটু হেসে বলল, তাই নাকি ?
তোমার বউ যে তোমাকে ঘেম্না করে তা তুমি টের পাওনা । কিষ্দু আমি ఆর সক্গে একদিন কथা বলেই সেটা টের পেয়েছি।

রেগে যাচ্ছো ধারা ?
মেটেই নয়। आমি কথনো রাগি না।
রেগো না। রাগলে তোমার চেহারাটা পাল্টে যা।।
আমার চেহারা নিয়ে তোমাকে অত ভাবতে হবে না।
চেহারা ছাড়া তোমার আর কী আছে ধারা ? বলতে বনতে ধ্রু্ব এবট্ এগিয়ে যায়। আनতো ভাবে ধারার দু গালে দুটো করতন চেপে ধরে। মুখখানা ডুলে ねুব নিবিষ্টভাবে চোখের দিকে তাকায়।

ধারার ভিতর ঠাণা রাগটা সেই স্পশ্শে মরে গেল । রক্েে লাগন এসে উত্खাপ । ভ্বূবর চোখে চোখ রেখে বলল, কেন মাঝে মাঝে ওরকম হয়ে যাও তুমি! কেন ওরকম অ巨্ফুত नাগে তোমকে !

আমি স্যাডিস্ট ধারা। ডোমাকে এখন আমার খুন করতে ইচ্ছে কর্রছে।
করো না খুন। করো !
কর্রব ?

ধারা হাসল, করো। তবু তোমার মুরোদ দেখে যাই। আর তো কিছ্ পারোনি। ভীহু কোথাকার।

কিষ্ঠু খুনটা পারি ধারা। আমার শরীরে খুনীর রক্ত আছে।
তাই নাকি ?
আমার বাবা খুনী। অবশ্য স্বদেশী খুনী। বাট হি ইজ এ ডাউনরাইট মার্ডারার অলরাইট । আমকে তোমার ভয় পাওয়া উচিত।

भाচ্ছि ना।
ध্রুবর হাত দুটো ধারার গলায় নেমে আসে। দশটা আডুল বাঁকা হয়ে ধীরে ধীরে চেপে বসতে থাকে তার নরম গলায়।

## 111 ११ ท

লোকটা কী বলছে তা কিছ্ুতেই বোধগম্য হচ্ছিল না হেমকাষ্তর। কিষ্ডু ষীর স্থির মানুষ, বেশী কथा বলা বা তর্ক করা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ । তাই তিনি খানিকক্ষণ সামান্য বিশ্ময়ের দৃষ্টিতে রামকাচ্তর দিকে চেয়ে থেকক বললেন, আমি তাকে চিনি ?

চেনারই কথা।
চিনতে পেরেও বলছি না ? এ কী করে সষ্ঠব ? যে আমাকে খুন করতে চেষ্টা করেছে তাকে চিনতে পেরেও দूপ করে পাকব কেন ?

আমাদেরও সেইটেই প্রন্ন।
হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, আমি কিছू বুঝতে পারছি না।
এমনও তো হতে পারে যে আততায়ী আপনার একজন প্রিয়পাত্রই হবে। সেক্ষের্রে তার নাম বলতে না চাওয়াটা স্বাভাবিক।

হেমকাষ্ভ চুপচাপ দারোগা সাহেবের মুখের দিকে বিস্মিত চোথে চেয়ে রইইলেন। এরা তিলকে তাল করতে ওস্তাদ। সরনকে জটিল করায় এদের खুড়ি নেইই।

হেমকান্ত মৃদू একস্দু হেসে বললেন, রহসা না রেথে যদি তার নামটা বলেন তাহলে আমার উৎকঠা অनেক কমে যায়।

রামকাষ্ত রায় হাসলেন । খুবই উচ্চাঙ্গের হাসি । তাতে প্রচুর অহংকার এবং প্রত্যয় মিশে আছে । বলनেন, ব্যু হবেন না। এখনই তার নামটা করতে পারছি না।

হেমকাষ্ত ধৈर্य হারালেন না। শরীরটা দুর্גল। আচমকা আততায়ী গ্রেফ্তারের খবরটায় এবং
 বুজলেন ।

রামকাষ্ত রায় বললেন, আপনাকে আমার দু একটি প্রা্ন করার ছিল।
করুন।
স্বদেশী অর্থাৎ টেররিস্টদের প্রতি আপনার এই দूর্বলতা কেন ?
কে বলन आমি টেররিস্টদের প্রতি দুর্גল ?
আমরা সবই টের পাই হেমকাষ্ঠবাবু।
হেমকাষ্ত একটা দীর্ঘ্যাস ছেড়ে বনলেন, আমি তো কিছूই করিনি যাতে আপনার ওরকম মাে হতে পারে!

আপনি করেন নি ? আপনার বাড়িতে শশীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন সেকथা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি।

কিষ্ঠু आপনার ছোটো ছেলে কৃষ্ণকাষ্ত যে ম্বদেশী হিসেবে তৈরি হচ্ছে সে খবর আপনার অজানা থাকার কথা নয়।

কৃষ্ণ! বলে হেমকান্ত চমকে উঠে বলতে চেট্টা করলেন। বুক্টা বড় বেশী ধক ধক করূড


কী করেনি বলুন ? সে স্বদেশী করবে বলে ব্যায়াম করে, লাঠি খেলে, বন্দুক চালায়, ব্রপ্মার্য করে। আমরা সব খবরই রাখি।

হেমকান্ত অবাক হয়ে বলে, শরীরচর্চা বন্দুক চালান্নে এসব তো আমরাও করতাম
কিষ্ঠু কৃষ্ণকান্ত এসব অকারণে করছে না । তার বষ্ধুদের কাছে আমরা জানতে পেরোছ সে খুব বেশী মাত্রায় ম্বদেশী মনোভাবাপন্ম।

হেমকাষ্ত মাথা নেড়ে বললেন, হতেই পারে না। আপনি ভুল জানেন।
আমদের ইনফরমেশন কদাচিৎ ভুল হয়।
কৃষ্ণ आমার ছেলে, তার নাড়ীনক্র আমি জানি।
সবটা জানেন না। আপনি স্নেহাষ্ধ বাবা, সবটা কি করে জানরেন ? আর একটা কথাও না জানিয়ে পারছ্ না।

বলুন।
आপনাদের পুরুতঠাকুরের মেয়ে রস্যয়ী সম্পর্কেও আমাদের কাছছ কিছ్ ইনফর্মেশন আছে।
হেমকাষ্ত ফের উত্তেজিত হয়ে উঠে বসার ঢেষ্টা করেন। কিষ্তু পারেন না। মাথাটা একটु ঘুরে याয়। বলেন, সে আবার की করল ?

ॐর প্রতি আপনার সফ্টনেসের কথাও আমরা জানি। এক্ষেত্রেও আপনি আমাদের সঠিক তথ্য
 ना।

হেমকাভ্ত খুব বিস্বাদ অনুভব করলেন মনটায়। তौর ও রঙ্গয়ীর সম্পর্ক নিয়ে পুলিশও কথা বसছू ! ভিতরটা উত্তলু হয়ে উঠছিল তौর। দারোগা সাহেব বেশ কিছুকুণ যাবৎ তাঁকে ছোটো ছেলের মতো ধমকচ্ছেন। এবার একট় প্রতিবাদ করা উচিত।

হেমকান্ড মৃদू স্বরে বললেন, আর্পনি আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্ঠা করছেন কি ?
ভয় দেখানো আমার কাজ নয়। আমার কাজ সতর্ক করা।
 হবে না। আপনাকে পরিষ্কার করে বলতে হরে আমার ছেলে এবং রঙ্গময়ী সম্পর্ক আপনার अভিযোগ कী।

अভিযোগ এখনো করহি না। শখু সন্দেহ প্রকাশ করছি। বিলিতি কাপড় পোড়ানোর ব্যাপারে
 खায়ারিং-এ দু জন মারা গেছে। যে কজন অ্যারেস্টেড হয় তাদের একজনের কাছ থেকে আমরা রক্গময়ীর সম্পর্কে ইনফ্র্মেশনন পাই। অবশ্য সন্দেছ আমাদের আগে থেকেই ছিল। শশীকে উনি শেনটার দেওয়ার খূব চেষ্টা করেছিলেন।

হেমকাত্ত হতাশভাবে মাथা নেড়ে বললেন, আমি কিছूই জানি না। আর বিলিতি কাপড় পোড়ানো থেকে তুু করে সব রকম আক্দোলন তো সারা লেশেই হচ্চে। এর জন্য রসময়ীর প্ররোচনার দরকার कী ? आর্পনিই বा এসব অনুমান করতে याড্ছেন কেন ?

अনুমান নয়। আমরা అধু अनूমাनের ওপর নির্ভর করে কিছ্ বলি না।
রামকাষ্ডবাবু, আপনি কার সামনে দौড়িয়ে কथা বলছেন তা ভূলে গেছেন। আমি সাঙ্তিপ্রিয় মানুষ বটে, কিষ্్ু কেউ আমাকে চোথ রাঙায় এটা আমি পছন্দ করি না।

রামকাষ্ত রায় একম অবাক হলেন। লোকটিকে তিনি নিনীई বলেই জানতেন। কিষ্ঠু আজ হঠাe
 নিতে পারেন। তাছড় তিনি জানেন, এসব জমিদারূদর কিছू রাজনৈতিক ফমত থাকে, প্রजাব প্রতিপত্ওিও जো কম নয়। একজন দারোগাকে বদলী বা বরথাত্ত করা খুব কঠিন নাও হতে পারে। হেমকাষ্ত দাপুটে বা প্রঢাবশালী লোক নন বটে, কিষ্ুু তাঁর প্রजাবশাनী তানুধ্যায়ীর অভাব নেই।
রামকাষ্ত রায় গলার ম্বর নরম করে <েেললেন । বলােন, आপনার जালর জনাই বলছি । आপনি শে নির্বিরোখী মননম এ কথা কে না জান ? ত্বু আপনার বাড়িতে কোনোরকম সিডিশাস আকাকন হলে ঢো বিপদ আপনারই। आমি সরকারের চাকর মাত্র।
 হয় आপনার এই পরিবারের প্রতি এঅদ্ আর্রেশও আছে।

ना ना, को बে বलनि !
হেমকাণ্ত একদু শীণ হেসে বললেন, প্রথম থেকেই আপনি ধরে নিয়েছেন বে, আমি ম্বদেনীদের প্রতি সিমপ্যাথেটিক। उরকম মনোঢাব ভাল নয়। যথন আমাকে ছোরা মারা হল তথন্নে আপনি

 তাহলে চनि।

को इन बाবा ?
হেমকাষ্ত সशাস্যে বললেন, কিছ্ন নয়। চিত্তা কোরো না।
कী বলতে এসেছেন ?
একট্ট খবর দিয়ে গেল। লোকটা নাকি ধরা পড়েছে !
পড়োহ ?
সত্যি মিথ্যে জনি না। তবে লোকটট সুবিধ্রে নয়।
কनককাষ্তি বনল, সুব্বিধে তে নয়ই। দারুণ বদনাম।
একটা অप্যুত কथা বলে গেল। শ্যে আমাকে ছোরা মেরেছে তাকে নাকি আমি চিনি। কিষ্হ বলাছি ना।।

এরকম অष्पण कथाর মানে कि? লোকট কে?

কৃষ্ه! কनক এবर बীমৃত দूজনেই जবাক।

 দেখলেই চমকায়।


 প্রকাশ করে আমাকে ঘাবড়ে দিতে চাইছে।

ऊाइलে এখन को करा ?




গোডাউনে বিলিতি কাপড় পোড়ানোর ঘটনায় ফায়ারিং করার দরকার্গ ছিল না। কাজেই কৃষ্ণ সম্পর্কে আমার দুর্ভাবনা হচ্ছে।

কনক বলল, তাহলে একটা কাজ করা যাক। কৃষ্ণকে এথান থেকে সরিয়ে নিলে কেমন হবে ?
হেমকাষ্ত একটা দীর্ঘষ্যাস ছেড়ে বললেন, আমাকে একৃদূ ভাবতে দাও। কৃষ্ণ আমাকে ছেড়ে কোধাও যেতে চায় না। এ জায়ার প্রতিও ఆর টান আছে। आমি ఆর সন্গে এবটু কथা বলে ભেথि।

কনক ও জীমৃত দুজনের মুখেই দুफিষ্তা। হেমকাষ্ত সেটা নক্ক করলেন। কিষ্ভু আম্চর্যের বিষয়্য মুথে দুশ্চিষ্তার কथা বললেও ভিতরে ভিতরে তিনি তেমন একটা ভয় পাচ্ছেন না । निজ্েের ভিতরে এই পরিবর্তন দেথে তিনি নিজ্ঞেও কম বিস্মিত নন । আততায়ীর ছোরা তাঁর কিছू উপকার করেছে।

রামকাষ্ত রায়ের আগমন এবং নির্গমন দুই-ই ছাদ থেকে নিরীীম্মণ করেছে কৃষ্ণকাষ্ত। তার চো়ে জালা । তার ভিতরে এক অধ্ধ রাগ। লোকটা যে তাদের শত্রু এ বিষয়ে তার বিদ্দুমাত্র সন্দেহ নেই । শশিভূষণের ঘটনা থেকে লোকটার আক্রোশের అরু। এ পর্যষ্ত নানাভাবে হেমকাষ্তকে জব্দ করার চেষ্টা করেহে লোকটা। অকারণেই।

কৃষ্ণকান্ত বুঝতে পারছে, তাদের শত্রুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। অথচ তারা তেমন কোন্মে অন্যায় করেনি। হেমকাষ্ভ সব রকম ঘটনার উর্ফে বিচরণ করেন। অথচ তাঁকেই লোকে ছোরা মারে। পুমিশ এসে তাঁকে बালাতন করে, শহরবাসী তौর নামে বদনাম রটায়।

কৃষ্ণকাচ্তর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জায়গা রগ্গয়ী। ছাদ থেকে নেমে সে রஈময়ীকে খুজতে গেল।

মন্দিরের চাতালে রঙময়ী একা উদাস মুথে বসে আছে। তাকে দেখ্থ খুশি হয়ে বলল, আয়। দারোগা এসেছিল, দেখেছো ?
দেখ্থে । মষ্ত ঘোড়া, নাল লাগানো বুট, কোমরে রেন্ট, চোখ রাক্ষসের মতো ধক ধক করছে। বলে র্সময়ী বিষম্মমুখে হাসল।

कী চায় বনো তো। রোজ আসে কেন ?
কী জানি বাবা কেন আসে! সেই স্টাবিং নিয়েই বোখ इয় কथা।
কেউ ধরা পড়েছে ?
পড়েহে বোষহয়।
কি করে জানলে?
র〒ময়ী মাথা नেড়ে বলে, জানব কি করে ? আন্দাজে বলা। ত্বে কানাঘুঠো అনছি কে যেন ধরা পড়েচে थানায়।

সোকটা কে জানো ?
রऊ্ছয়ী মাथা नেড়ে বলে, না।
ক্ষৃ্ণকাষ্ড গষ্টীর মুথে চুপ করে थাকে। যে ধরা পড়েছে সে কি সত্তিই স্বদেশী ? কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্চে হয় না তার। স্বদেশীদের সে মনে প্রাণে ভালবাসে।

র্ছময়ী খুব আলতো একটা হাত নরম করে তার পিঠঠ রেখে বমে, কী অত ভাবছিস ? পুলিশের কथা অত বিষ্যাস করতে নেই। যে ধরা পড়েছে তার সত্গে হয়তো घটনার কোনো সশ্পক্কই পাওয়া याबে ना।

কৃষ্ণকাষ্ত বলन, রামকাণ্ড রায় বাবাকে দেথতে পারে না কেন বন্লো তো ?

- ওইরকম। আমাকেও দেখতে পারে না। তোকেও না।

কৃষ্ণকান্ত চমকে উঠে বনে, কি করে বুঝনে ?

আমার কাছে থবর আসে ।
আমরা কি করেছি যে দেখতে পারে না ?
রケময়ী একটু হাসে । বলে, কত কি করেছি ! তোতে আমাতে মিলে ইংরেজ রাকত্বটার ভিতটাই নাড়িয়ে দিয়েছি বোষহয় । তাই ওত্ন অত মাथাব্যथা।

সত্রি বলছো পিসি ?
সত্যিই বলছি। আমার মনে হয় তোর এখন কজকাতায় গিঢ়ে কিছूদিন থাকা দরকার।
কেন পুলিশ কি আমাকে ধরবে ?
না ধরলেও জালাতন করবে। নজর রাথবে।
তাহলে তুমি কি কর্রবে ?
আমার আর কি করার আছে ?
তোমাকেও তো জালাতন করবে।
রॅময়ী মাথা নেড়ে বলে, করে করক্ক। आমি কোথাও যাবো না।
কৃষ্ণকাষ্ত মাथা নেড়ে বলে, তাহলে আমিও যাবো না।
রগময়ী এ কপাটার কোনো জবাব मেয় না । চুপচাপ বসে थাকে। চাক্র স্নেহময় হাতখানা ধীরে ষীরে কৃৃঞাষ্ভর মাথায় গভীর চুলের মধ্যে বিলি কেটে দেয় । অনেকম্মণ বাদে সে বनে, দাদা বউদিরা সব এসেছ্থে, তাদের সঙ্গে ঠিকমতো কথাটথা বলিস তো ? নাকি মুখচোরার্র মতো পালিয়ে বেড়াস !

কৃষ্ণকাষ্ত একটু নাজ্জ হেসে বলে, ওরা সব কেমন যেন ! কেবল সংসারী কথাবার্ত বলে । আর কেবল এক কथা, কড বড় হয়েছিস ! কী সুন্দর হয়েছিস ! আমার बসব ভাল লাগে না ।

রঙ্গয়ী হাসে । বनে, সংসারী মানুষ সংসারের কथা বসবে না ঢো কী বলবে ? একটু লিশিস ওদের সজ্গে, নইলে নিন্দে হবে। দুঃখ পাবে ఆরা।

কৃষ্ণকাষ্ত চুপ করে পাকে।
রঙ্গম়ী খুব নীচ স্বরে বলে, তোর ঘর ধেকে একতা জিনিস आমি চুর্রি করেছি।
কৃষ্ণকাষ্ত একু চমকে উঠে বজে, কি खिনিস ?
যেটা তুই তোর বাবার চেস্ট অফ ড্রয়ার্স পেকে চূরি করেছিলি ।
কৃষ্ণকাষ্ঠ রঙময়ীর মুথের দিকে চেয়ে বচে, পিত্ট ?
রঙময়ী একটু বিষঞ্ঞ হেসে বজে, বোকা কোধাকার ! এ मिয়ে তুইই কী কব্রবি বন তো !
কেন निनে ? আমার यে ఆটা দরকার ।
রभময়ী মাथা নেড়ে দৃঢ় গমায় ব大ে, না, ఆটার তোমার কোনো দরকার নেই।
কেন নেই পিসি ?
এই বয়সে ওসব অন্ত কাছে রাথতে নেই। কখন পুলিশ বাড়ি সার্চ করে তারও ঠিক নেই । কৃষ্ণকাষ্ত একটা শীভলতা অনুভব করে । পুলিস আসা ব্রিচিত্র কিছু নয় । আসতেই পারে ।
সে জিজ্ঞেস করে, कী করেছো ওটা निয়ে ?
ঢুকিয়ে রেখেছি। ভয় নেই।
बढार शनि ছিल ना।
জানি। आমি খুলে দেখে নিয়েছি।
তুমি পিস্তল ঋুনতে পারো ?
কেন পারব না ?
কে তোমাকে শেখাল ?
কেন তোর বাবা!

বাবা ।
তোর বাবাকে आমি কি কম জালিয়েছি?
বাবা ঢো নিজেই বন্দুক পিস্তল "্রুতে ना !
 পারত। ঢোর ডাকতের ভয় আছে না জমিদারদের। তাই শিৃে রাখতে হত।

को করে লেখাল? पूমি বায়না ४রেছেিলে?
রभময়ীর চোখ চিকচিক করে উঠন সুঈশ্মৃতিতে। এবদূ দু করে থেকে বলল, আমি অনা একচা বুদ্গি খাট্যেছিিলাম। তোর বাবাকে কিছू বলিনি। ধরেছেিাম সুনয়নীকে।

মা! মাকে ধরলে কেন ?
ওই ঢো মজ। आমি বললে यদি অनা কিছু মন্ন করে ! তাই তোর মাকে ষরে পড়লাম। বলनाম, তোমার কর্তাকে বলো আমাদের বন্দুক চালান্ো শেখাত। তোর মা তে তুেে ভিনমি খায় आর कि! মৌ্যেমনুষ আবার কবে বন্দুক পिস্তল চালায়! কিহুতেই রাজি হয় না।

তারপর कী হল?
आমিও ছাড়িনি। বলে বনে মাথাঢ থারাপ কর্লাম। তারপর সুনয়ী जোর বাবাকে গিয়ে একদিন ধরন, आমাদের বন্দুক চালানো লেখাও। তুে তোর বাবার कী রাগ!

রাগল কেন ?
ওই শে পুরুতের মেয়ে বুদ্ধি দিয়ে তার বউয়ের মাথাঢ বিগড়েছে সেই জন্য। আমাকে ডেকে
 তোর বাবা आমাদ্দে নিয়ে পিছনের বাগানটায় চौদমাযী তুকু কंরল।

মা পেরেছিন ?
রপ্য়ী থিলখিল করে হেসে বলে, একদুও না। বদ্দুকের প্রথম শঝটা তনেই পালিয়ে যায়। তোমার ভয় করেনি ?
ना। তবে नম্জা করহিন।
কেন, লম্জা কিসের?
 কানে डूलো দিয়ে, কাধে কাপড় অড়িয়ে অनেক কসরe করে শিখत্ হয়েঘিল তাকে।

तিখC大 গেলে কেন বলো जো!
সে কি आর এক কথায় বना যায় ! জাनिয়ানওয়ালাবাগের সেই ঘট্নার কথা খুব ভাবতাম। ঋ্মদিরামের ফাঁসি। এসব মনে করে করে কেন ভেন একদিন বদ্দুক চালানোর ইচ্ছে হয়েছিন। মনে হন, শিখে রাখি, পরে হয়েে কাজ্জ লাগবে।

## u १৮ ॥

 শাগীরিক आয়াস ! आর সামাना এबटू ইচ्ম।
 या খেলাচ্চলে মৃত্য তার্র आबা্িিচ।
 रয়ে বসেছিল খারার গনায়, কিষ্যু তত্দুর কঠিন হতে পারেনি। দूशতের ভিতর সে অনুভব ক্রল
 গলার সামান্য ঢাপে চোখ দুটো বিশ্pারিত হয়ে গেল। মুখ্যানা একটা অতিরিক্ত खোলানো লাল
 बब रूॅ्ध आर्ठनाम।
 তারপর প্র্প কর়ল নিজেকে, কেন ? ওকে ম্েেে কী হরে তোমার ?

निজ্েেই জবাব দিল, কিছूই কি নয় ? দেখা যাক, আমার जिতরে কোনো বির্ষেরণ ঘটে কিনা।
 ना ।

দেখা যাক। কিছ্র করা তো হরে। একটা অনারকম কিছ্ৰু या রোজকার কৃতকর্মের মতো নয়। যা अनারকম।

ফাসসির দড়ি আহে। আহে যাবষ্জীবন গরাদ্দর ভিতরে থাকার কট্ট। কিং্বা ছদ্মবেশে পালিয়ে বেড়ান্না। ভয় নেই ?

ভয়ই তো দরকার। আমার জীবন বে বড় নিরাপদ, বড় ঘটনাহীন। আমার প্রায় সব পথই
 आড়াन করতে চেষ্া কর্ছে। आমি সেই সিকিউরিটি ভেঙে দেরো। দিই?
 मर्गन नয়।

নয় ? आমার দর্শন বলঢে আছইই বা কি ? आমার ভিতরে এক চির घুমষ্ত আমি। কিছूঢেই তাকে জাগাত পারছি না বে ! কতবার cেet করেছি। হেরে যাচ্ছি। कী যে করতে চাই কিদুই জানি
 দ্বে্দে आমি বারুার মাতাল বা লশ্পট হওয়ার డেষ্টা করেছি। হতে পারিনি তো তাও।

খারাকে খুন করে কি কিদ্ন হতে পারবে ?
ওকে খুন করার পিছনে আমার কোনো মোত্তি নেই। অকারণ এই হ্যা সং্ঘটিত হলে আমার
 জ্ৰলে উঠত্ত भারি কথলना।

কোনোদিন ওইতাবে হিসেব করে তো জাগেনি মানুম। घৃণা থেকে যা জাগে ত তীব্রতর ঘৃণাই।
 জলের মতো ট্মম করে এই লেহের ভিতরে প্রাণবিদ্দু। এবদুতেই থসে যায়। মেরো না।

 পারবে না। সামলাবে তার বাবা কৃষ্ণকান্ত। সেটাও जারী অপমানক্র হবে। লোপাট করা হরে
 एমকিতে কেপে यাবে বিচারকের রায় লেখা হ্রাত। খারার হতাকারী বিমूচেই পরা পড়বে না। তার ชরা পড়়ে নেই।

 পড়ে গেল মেবেয়। एাঁ巾 घরে পতন্নে শবটা হল डীषণ।
 দিয়ে প্রাগপণে বাতাস টেনে আবার অ স্্ণার্রিত করতে থাকল ভিতরে। অনেকদ্巾ণ ষরে। প্রচক






 চেয়েছিলে ঢूমি ? মারতত ?
s्रुব মাथा नেড়ে বলब, जाँ। কিষ্शू পারनाম ना।
কिप्रू बেन? पूमि कि भागन ?

 কোন্না সিকিউরিটি নেই, পুকুষ সস্ৗী नেই, তাই ?

द্রুব মাथा নেড়ে বলে, ना।
थাকলে সাহস করতে ?

भারোনি ! बে বলল পারোনি। बাস্ট নাউ ইউ হাভ কিনড সামপিং ইন মি। आমি আর সেই आগের মানষषण নেই। জানো সৌা ?







बচট্টা করে লেখলাম পারা যায় কিনা।
पूমि याఆ। भीজ ! पूমि চलে याও।
आর आসবো না তো
 ち: 1




आघि अসব कथा दूळत大 চाई ना। मीब! याब।


 সब बाড়़।
 मে বড় অनायनॠ্ঠ। বড় অनाরকম।
 প্রান্তরের মতে কিদ্ম অঞ্ধকারে ভয়াল ও বিশাল হরেে আছে।

শহুরে 纟্রুব একবার পা বাড়িয়েও টেনে নেয়। অচেনাকে আজ তার ভয় করে।
 अস্তিত্বে সপ্পর্কে এত निঃসংশয় ছিল ना সে। आজ হन।

 ভয়－ভয় করে। কেমন ভ্যে নিজেকে অবিষ্ধাস হতে থাকে，নিজের সল্স সহবাস করতে অম্ধন্তি इए।
 ব্যাথাঢ ֶীরে 丹ীরে চাগড় দিচ্ছে।

আচ্মাই দুটো হেডলাইট তাকে বললে দেয় । প্বুব চোথ আড়াল করে দাড়ায়। তারপর হাত তোে，রোখকে ！

গাড়িটা পার্ক করাই ছিল। পুলিশের একটা জীপ । দू জন লোক নেমে এগির্যে আসে । থুব শ্লথ এヌং সতর্ক उओ।

घ্বূব ঢেধুরি না ？উই মীট এগেन ！
夕্রবব দেখতে পায়．একজন ইনস্পেকট্র বা ब̀জাতীয় লোক। মুথঢা ঢেনা। সে বলল，রাস্তা शারিয়ে কেলেছি।

आপনি তে প্রায়ই রাস্তা হারান। কিষ্দু এখানকার গভর্নমেন্ট হউউসিং এস্টেটের এক মহিলাকে यून করার ঢেষ্ধা করেছিলেন বলে থানায় একট্ট টেলিযেেন গেছে। कী ন্যাপার বলুন তে！
 কারো ফ্যাট থেকে। সেক্ষেন্রে থবরটা খারা গোপন রাথেনি বলেই ধরে নিতে হखে।

मে বলन．कী করবেন ？আরেস্ট ？
উপায় को ？
তাহলে চলুন।
আপনি জীপেউঠ্ঠ বসুন। আমাদের লোক ভদ্রমহিলার স্টেটমেন্ট আনতে গোছে। এলে আমরা রওনা হবো।

צ্রুব आপত্তি করে না। পুলিশের জীপ একটি চমৎকার নিরাপদ आख্রয়। সে ঠিক যথাস্হানে

 পুলিশ সামানা একটু আদর মেশান্ো শাসন করে নিজ্রেরের গাড়িতে করে তকে বাড়ি পৌঢছ দিত্রে आসবে।

צ্বুব জীপগাড়িতে উঠঠ বসল। চোথ বুজে মুদ হেসে আপনমনে বলল，খারা，তুমি পারবে না। সহজাত কবচ－কুএুन নিত্যে জત্মেছি আমি！आমি অবধা，অপরাজ্खে।

কতত্মণ বসে মশার কামড় থেতে থেতে দুলেছে প্রু তা থেয়ান নেই। আচমকা এবঢ゙ হাত তার কাঁ४ ४রে ঝौौকাन।

भुব্দা ！এই भ्रूबमा।
কে ？্রুব চোথ মেলে।
आরে आমি। आমি সদানन্দ।
সদানন্দকে बুনে צ্রু। পুলিশের সাব ইনসপেকট্। কৃষ্পকাণ্ত একে চাকরি করে লেন।

সদানন্দ ধ্রুবর পাশে উঠে বসে বলে，কী করেছিলেন বলুন তো！ভদ্রমহিলা সাঙ্লাতিক আপসেট।

ধ্রুব জবাব দেয় না । চারদিকে চেয়ে দেখে। ধারার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বহু দূর চলে গিয়েছিল সে। আবার কী করে যে ফিরে এল！

ধ্রুব সদানন্দর মুখের দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে，মেয়েটা কী স্টেটমেন্ট দিল ？
সে সাঙ্যাতিক । অ্যাটেমপটেড মার্ডার।
তাহলে ও বেঁচে আছে কি করে ？
সেটা পয়েণ্ট নয়। পয়েণ্ট হল，की হয়েছিল তা উनि জানেন না।
তাহলে ？
আমিও জানতে চাই কী হয়েছিল！বলবেন ？
乡্রুব একটা হাই তুলে বলে，आমিই কি জানি！না জানলে বলবটা कী？
গলা টিপে ধরেছিলেন নাকি ？
ধরেছিলাম। তবে মারার জন্য নয়। জাস্ট ফান।
মহিলা কে হন আপনার ？
খ্রুব একটু চूপ করে থেকে বলে，বক্ধু ।
কতদিনের চেনা ？
জেরা করছ নাকি সদানন্দ ？
আরে না। কেস তো ডিসমিস হয়েই গেছে। আপনার কেস কি টেঁকে！তবে মারডার হয়ে গেলে একটু ねঞ্木াট ছিল। মেয়েটা কি হাফ－গেরস্ত ？

তা নয়। এমনিতে শী ইজ গুড। হাই কানেকশনস। তবে একটু অ্যাডভেনচারাস টাইপের। বুঝেছি। সুশীল，কী করছ！গাড়ি ছাড়।
দুজন রাস্তার ধারে পেচ্ছাপ করতে করতে গক্প করছিল। ডাক শুনে প্যান্টের চেন টানতে টানতে এসে জীপ－এ উঠল।

তাদের একজন বলল，আসামী তো ধরা পড়েছে। এবার কি করবেন সদানন্দদা ？
সোজা কালীঘাট চলো। বাড়িতে পৌঁছে দিই আগে।
গাড়ি চলতে লাগল।
সদানন্দ ध্রুবর দিকে ফিরে বলল，বাড়ি গিয়ে একটা ট্র্যাককুলাইজার খেয়ে শুয়ে পডুন।
তোমরা কেসটা নেবে না সদানন্দ ？
কিসের কেস ？
এই ধারা यে নালিশ করল্！
সদানন্দ হেসে ওঠে，নিয়েছি তো। কেস কেবো না কেন ？
বাজে বোকো না। কেস নিলে আমাকে তোমার অ্যারেস্ট করা উচিত।
করেছি তে। ফর্মালিটি মেইনটেনড টু দি লাস্ট। এই তো আপনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।
কিষ্ধু লক－আপে নিচ্ছো না।
লক－आপ সকলের জন্য নয়। আপনার লক－আপ লাগবে না।
কেন नাগবে না ？
যেহেতু আপনি পালাবেন না।
কেস यদি ওঠে এবং আমাকে यদি খুঁজে না পাও ？
সদানন্দ খুব হাসে। তারপর বলে，সাত মন ঘি－ও পুড়বে না দাদা，রাধাও নাচবে না।
তার মানে ？

বাড়ি গিয়ে আগে ঘুমোন তো । কাল আমি বিকেলের দিকে গিয়ে দেখা কর়বখন । তখন কথা হবে।

आমি কিষ্তু আজ এক ফোঁটাও মদ খাইনি সদানन্দ।
খানनি! বলে সদানন্দ যেন খুব সতর্ক ভাবে বাতাসটা শৌকে। তারপর বলে, তাতেই বা কী প্রমাণ হয় ? आপনি খুন করতে চেয়েছিলেন ?

প্রাইমা ফেসি কেস তো তাই!
জীপু-এর সামনে বসা দুজনের একজন মুখ ফিরিয়ে বলে, আপনি তো বলেছিলেন ইট ওয়াজ এ ফान।

তাও বটে।
তাহলে আবার কী ? আমরা ভদ্রমহিলাকে কাল বুঝিয়ে দেবো ইট ওয়াজ রিয়েলি ফান। আর কিছ্রু নয়।
s্রুব একটু চুপ করে থেকে সদানন্দকে চাপা স্বরে বলে, আমাকে লক-আপ-এ নিয়ে চলো। সে कী ?
निয়ে চলো সদানন্দ। ধরো যে কমপ্রেন করেছে তা অনেকট। সত্যি।
রাখুন তো দাদা । ওসব মেয়েছেলেকে আমরা চিনি । দুবার ডিভোর্স করেছে. ছেলে ছোকরাকে নাচিয়ে বেড়ায়। ওসব আমরা জানি।

ডিভোর্সের থ্রর জানলে কি করে ?
বাঃ, এতস্মণ ধরে তদন্ত করতে হল না ?
লোকজন জমেছিল ?
দু চারজন। ও निয়ে ভাববেন না। সাঙ্ఘী কেউ দেবে না।
কেসট হাস আপ কররে সদানন্দ ?
কেসই নয় তার আবার হাস আপ।এটা কেস নাকি ? যেসব মেয়েছেনের পিছনে চোদ্দটা পুরুষ ঘোরে ওদের ও রকম কেস দুচারটে হয়ই। আপনি এর সঙ্গে আর মিশবেন না।

লবণহ্রদ ছাড়িয়ে জীপ বেলেঘাটা পেরোচ্ছে। নির্জন রাস্তাঘাট।
কটা বাজল বলো তো সদানন্দ!
সাড়ে বারোটা।
বাকি রাস্তাটা ধ্রুব চুপচাপই রইল। তুধু সদান্দর নানা কথার জবাবে 专 হাঁ করে ঠেকা দিয়ে গেল।

খুব निরাপদে এবং घটনাহীন ভাবেই বাড়ি প্পেঁছে যায় ধ্রুব। ডাইনিং হল-এ पুকে ঢাকা-দেওয্সা খাবার গো-গ্রসসে খায় সে। তারপর ঘরে এসে সিগারেট ষরায়।

বড় ভয় করহে তার । একা ঘরে ততটা ভয় হত না । আজ তারা দুজন । সে আর সে । ধ্বুব আর sूरो।

উঠে আলমারি খুলে ছুইপ্কি বের করে খ্রুব। তারপর অষ্তহীন অলস্রোতে ভেসে যেতে থাকে। একসময়ে বোতল এবং সে একই সন্গে গড়িয়ে পড়ে মেঝেয় । অচেতন অবস্থায় রাত কেটে যায়।

צ্রুবর ঘুম ভাঙন অনেক বেলায়, তীর্র মাথার यজ্ञণা, পেটে গোনান, মুখ তিট্ কষায় ওষ্ষতায় ভরা। চোখ খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে।

কে যেন ডাক্ছে, গ্রুব, צ্রুব !
কে ?
आমি।

গनার স্বরটা চিনতে পারে প্বু। ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মহো উळ্ বসে মেবের ওপর। দরজায় কৃষ্পকাষ্ত দাঁড়িয়ে।
কিছু বলছেন ?
বলছিলাম। তৈরি হয়ে একবার নার্সিং হোম-এ যা৫।
याছ्ছि।
বউমা আর বাচ্চা ভানই আছে। চিষ্ঠা নেই। তোমার একবার যাওয়া কর্তবা বলে শ্মরণ করিয়ে मिख़ि याष्ছि।

 মাসের মধ্যে বোষ়্ু এই প্রথম তার সল্গ কথা বললেন কৃষ্বকাষ্ঠ।

কিষ্ু রেন বললেন ? ব্যাপারট को ?

## ॥ १৯ ॥

"আবার সেই কিশোরী । কিন্তু এখন তাহাকে আর কিশোরী বলি কি করিয়া ? বয়সের এক নৃতন ঋতু আসিয়া তাহাকে যেন পত্রে পুপ্পে ফলভারে অপরাপ সাজে সাজাইয়াছে।
"কিশোরী यে সুন্দরী তাহা বলা যায় না। কিষ্ঠু সৌ্দর্যের সংজ্ঞা কী তাহাও তো খুজিয়া বা বুঝিয়া পাইলাম না। শাד্রোক্ত সৌন্দর্য লক্ষণের সহিত যাহার বিন্দুমাত্র মিল নাই সেও এমন এক আকর্ষণে বরণীয়া হইয়া উঠে যাহার ব্যাখ্যা হয় না। ক্ষীগ কটি, উন্নত বক্ষ, গুরু নিতম্ব, পক্ক বিম্বাধর বা হরিণ-নয়নের যতই প্রশংসা থাকুক, এ সকল যাহার নাই সেও অন্য কারণে যে সৌন্দর্যের লহর তুলিতে পারে এই কিশোরীই তাহার প্রমাণ।
"কি দিয়া ইহার সেই রূপের বর্ণনা করিব ? আমার ভাষাজ্ঞান বা বর্ণনাশক্তি তেমন নাই। ওখু বলিতে পারি, এই যুবতীর মধ্যে একটি বুদ্ধির দ্যুতি আছে. যাহা সচরাচর মহিলাকুলে দেখিতে পাওয়া যায় না । দীর্ঘ শরীর, মেদবর্জিত মজবুত গঠন, কাঠামোতে কোমলতার কিছু অভাব আছে বটে, কিষ্ডু মুখখানা কেছ যেন নরুনে চাঁছিয়া কুঁদিয়া তুলিয়াছে। ইহার গায়ের রঙ তাম্রাভ। जৌরী নহহ বলিয়া ইহার অগৌরবের কিছু নাই। যুবতীর গাত্রবর্ণ নৃতন তামার পয়সার মতোই উজ্জ্ৰল।
"এই বয়সে মেয়েদের কটাক্ষ করিবার প্রবণতা থাকে। এই যুবতী চোখের সেই কটাক্ষ দিয়া অনায়াসে পুরুষচিত্ত জয় করিতে পারে। সচ্চিদানন্দ তো চোখ দেখিয়াই মজিয়াছে। কিষ্তু আশ্চর্য এই, যুবতী তাহার এই একায়ী বাণ ক্রাচিৎ প্রয়োগ করে।
"মम্झখানে কিছুদ্নি বিষয়কর্মে কিছু ব্যত হইয়া পড়ায় এবং সকালে ঘুরিয়া বেড়ানোর ফলে সাক্মাফ বিলিষ হয় নাই। একদিন শীতকালে সধ্ধ্যাবেলা বসিয়া রবিবাবুর একটি কাব্য পাঠ করিতেছি এমন সময় সুনয়নী आসিয়া নিকটে এক মোড়া টানিয়া বসিল। আমি আড়চোথে তাহকে দেখিয়া মনে মনে কিছ্ সষ্্রস্ত ইইলাম। স্ত্রীলোকদিগের—বিশেষ করিয়া সংসারী ত্তীরোকদিগের স্বামীর সহিত বিশেষ কোনো প্রয়োজন কদাচিৎ দেখা দেয়। সর্বদা নৈকট্য ও বাক্যালাপ হেতু সুনয়নীর সহিত আমার নূতন করিয়া কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় না। কিষ্ডু স্ত্রীলোকেরা স্বামীকে অনামনস্ক থাকিতে দিতে চায় না । কি জান হয়তো ভাবে, স্বামী অনামনস্ক বা কর্মব্যত থাক্কেলে তাহার উপর अধিকার কমিয়া যায়।

[^0]"আমি ইशর জবাব দিলাম না।
"সুনয়নী উসখুস করিতে লাগিল। তারপর বলিল,
শুনছি।
একটা কথা।
বলো।
রাগ করবে না ঢো ?
ना।
একটা জিনিস শিখিয়ে দেবে ?
कि জिनिम ?
আমার খুব বন্দুক চালানো শিখতে ইচ্ছে করে।
"চমকিয়া উঠিলাম। এই নির্বো४ ক্র্রীলোক বলে কি? বन्দूক চালনা শিখিবে! বলিলাম, মাথা খারাপ নাকি?

কেন, শিখতে নেই?
শিখে করবে কি?
সে আমি বুঝবো। বলো শেখাবে।
এ বুদ্ধি কে দিল তোমাকে?
কেউ দেয়নি। আমি শিখব।
"आমি হাসিতে লাগিলাম। স্ত্রীর সত্গে ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও সুনয়নীকে আমি, চিনি। তাহার স্বভাবও আমার অজানা নয়। একে ধনীকন্যা বলিয়া আদরে লালিত পালিত হইয়াহে, জমিদার বাড়ির বধূ হইয়া আসিবার পর তাহার গায়ে আর হাওয়া লাগে নাই। বন্দूকের মতো হিংশ্র জিনিস ইহার হাতে কল্পনা করিরেও কষ্ট হয়।

হাসছে যে!
হাসবার কথাই ড়ে। তুমি শিখবে বন্দুক তাহলে সূর্य পশ্চিমে উঠবে।
কেন, এমন কি শক্ত কাজ ? মেয়েরা পারে না ?
মেয়েরা পারবে না কেন ? কিষ্তु তুমি তেমন মেয়ে নও।
শিখিয়েই দেখ না পারি কিনা !
তোমার কি শিকার করার শখ হয়েছে?
মা গো ! আমি বাপু জীবজন্তু মারভে পারব না ।
তাহলে শিথে কি করবে ? বন্দूক জিনিসটা খুব ভাল নয়।
কেন বলো তো!
"आমি একটা দীর্ঘ্যযস ছাড়িয়া কহিলাম, আমি দেথেছি বন্দুক হাতে নিলেই মনে একটা হিংশ্রতা আসে। ছেলেবেলা থেকেই আমার এরকম হত। বড় হয়ে কিছুদিন থুব বন্দুক নিয়ে মাতামাতি করেছি। টিপও খারাপ ছিল না। কিষ্ঠু মনটা কেমন কঠিন হয়ে যাচ্ছিল জীবজন্ত্ মারতে মারতে। তাই অন্তটা আর 氷 না।

তুমি একটা অর্ডুত মানুষ। বন্দুক হাতে নিলেই বুঝি কাউকে মারতে ইচ্ছে করবে আমার ?
"অমি ইতস্তত করিতে লাগিলাম। হয়তো সুনয়নীকে বুঝাইয়া কহিতে পারিলাম না। আর


তোমাকে বসেছে ! বারণ হবে তো মা দুর্গার দশ হাতে দশটা করে অস্ত্র থাকত না । মা কানীরও थाकত ना।

বাঃ. বুদ্ধিটা তো বেশ খুলেছে দেখছি।

ঠাট্য করতে रবে ना। लেখাে কিন্৷ বলো।
 नाई। অবশেষে সুনয়নী কবুল করিল «ে, ব্দ্যু চালাইবার প্রস্তাব जাহার মাথয় आসে নাই। आসিয়াছছ आর একজনের মাথায়। তাহর প্ররোচনায় সুন্য়নী নাচিয়া উঠিয়াছে।
"এই আর একজন সেই यूবতী। তাহার উম্লেখ মাত্র আমার ধমনীতে রক্ত प্রোত কিছू উদ্দাম হইল। বুক তুরুকু রবে ডাকিয়া উঠিন। কোনদিন শে এই অবিমৃষ্যাকারী যুবতী আমার পাথির
 এই ড্রতায় সে আমার নিকট নেকট্ট অর্জন করিত্ চাহিতেছে। চাই তে আমিও। কিষ্ডু তহা উচিত कि?
"একদিন কাছারির পিছন্রে বাগানে বন্দুক শিক্ষার আয়োজন হইন। একটি টারূগে বোরড
 ऊँজিবার ডুলারও অভাব রাখা হয় নাई। আগের দিন ব্দুকఆলি আমি নিজ্জ পরিষার করিয়াছি।
"প্রথচম দুইজনকেই বন্দুক বস্ডুটির সহিত প্রাথমিক পরিচয় করাইয়া দিলাম । সুনয়নীীর মুখ তখন ऊকাইয়াহ্। বলিল, 习ूব आওয়াজ হয় নাকি ?
"आমি বनिनाম, ज এबাू হয়।

आমি হসিয়া কহিলাম, তাহলে বায়না ধরেছিলে কেন ? বন্দুক তাহলে ডুলে রেখে দিতে বলি ?
ना, ना। শिখ্ব যথন বলেছি ঠिকই শিখ্।।
 याईবার উপক্রম। সেই শে সে পলাইল आর সেদিন এমুখ্যে হইন না।
"खलে বাগানে आমি ও সেই यুবতী রহিলাম।
"লथ করিলাম বন্দুরের বিকট শর্দে সে বিশেষ ঘাবড়ায় নাই। চোথমুখ ম্বভাবিক। তরে స্বীড়ার ভাবथানি আছে। আমি একটু হাসিয়া কহিলাম, ডूমি कী করেে?

শिय্ব।
কেন শিথতে চাইছে বলো जে
ডোমাকে বলব কেন
आমাকে বলবে না তো 小ােে বলার?
বললে তूমি বকবে?
बকার को आছू ?
তুমি তে বকতে ভালবাসো। সব সময়ে কেবন জ্যাঠামশাইয়ের মতো এমন গোমড়া মৃথ্ থাো শে, লেথলেই ভয় করে।

पूমি आমাকে বিশশষ তয় পাও বলে তো মনে হয় না।
ঋু পাই। তবে ভয় করনে আমার চলবে না বলে जোর করে তোমার সল্গে মিশি।
 কেন ?

কারণঢা कि জানো না ?


 आচ্ম ঠিক आছে। ব্দুকটা গাতে নাও।
"যুবতী বন্দুক গাতে লইল । দৃপ্ত ভभ্গিতে দাঁড়াইল। এবং আশ্চর্য, প্রথম বারেই চমеকার ফায়ার করিল।
"কিস্তু কথা তাহা নহে। কথা হইল তাহার নৈকট্য, তাহার দেহগন্ধ, जাহার ভগিমা আমাকে এমন আন্দোলিত করিতেছিল যে, নিজের মধ্যে এক বেসামাল ভাব টের পাইলাম।
" বেশ কয়েকবার গুলি ুूঁড়িবার পর সে হাসিয়া আমাকে বলিল, দেখলে তো ! আমি তোমার বড় বউয়ের মতো নই।
"কী বলিব। বড় বউ কথাটার মধ্যে যে প্রচ্ছন ইংগিভ আছে—তাহা না বুঝিবার মতো নির্বোধ आমি নহি। কাজেই না-বুঝিবার ভান করিয়া অন্য প্রসঙ্গে গিয়া কহিলাম, তোমার হাত ভাল।

আমি কিষ্তু রোজ শিখব।
শেথে লোকে একদিনেই। তারপর প্র্যাকটিস করে। কাল থেকে বন্দুক এনে নিজে নিজে চালিও।

তার মানে তুমি থাকবে না। না ?
আমাকে তোমার আর কিসে দরকার ?
বন্দুকেরই বা দরকার কী ছিল ?
ছিল না! অবাক হইয়া বলি, তাহলে শিখলে কেন ?
"যুবতী মিটি মিটি হাসিয়া সম্পূর্ণ বেহায়ার মরো বলিল, ক’দিন যাবৎ খুব বাড় হয়েছে তোমার, দেখাই দিতে চাইছো না। তাই অনেক ভেবে ভেবে এই বুদ্ধিটা বের করলাম। ভাবলাম বন্দুক চালানো শিখবার ছল করে লোকটাকে কাছে পাওয়া যাবে। নইলে তো পুরুতের মেয়েকে পাত্তা দেবে না।
"যাহা হউক সুনয়নীর চেয়ে এই যুবতী যে অন্নে সাহসী তাহা প্রমাণ হইল। ওখু তাহাই নহে। অনেক নারীর চেয়েই এই যুবতী বহুণৃণে সাহসী ও উপস্থিত বুদ্ধির अধিকারিণী।
"আমার মনে হয়, মেয়েদের মধ্যে এইসব ળুণই পুরুম খৌজে । রুপমুপ্রতা বেশীদিন স্থায়ী হয় না । পুরুষ মানুষ নারীর উপর নির্তর করিতে চায়, কিষ্ভু নির্ভরযোগ্যা নারী বড়ই দুর্লভ। এই যুবভীর মধ্যে आমি এই দুর্নভ জিনিসটির সঞ্ধান ক্রমে ক্রমে পাইতেছি।
"কোথায় গিয়া আমরা ঠেকিব তাহা জানি না। কিষ্ঠু আমার জীবনের সহিত এই যুবভীর নিগূঢ় সংযোগ আমি অনুভব করিতেছি। একটি চোরা স্রোত আসিয়া আমার জীবনে গোপনে যোগ হইতেছে।
"তুচ্ছ বন্দুকের ভিতর দিয়া আজ সত্যের আর একটি দিক উদ্ঘাটিত হইতেছে।"
ডায়েরীর পাতায় এই বিবরণ হেমকান্ত লিখেছিলেন বেশ কিছুদিন আগে। এই বিবরণ রঙ্গয়ী লুকিয়ে পড়েছে সুনয়নী মারা যাওয়ার পর। পড়ে কেঁদেছে।

আজ হেমকান্ত আর তার মষ্যে সুনয়নী নেই। কিষ্ঠু দুস্তর বাধাও কিছ్ কম নয়। আছে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে, আছে সংসারের অলিখিত निয়ম, আছে লোকলজ্জা।

রभময়ী সश্ধেবেলার দিকে হেমকান্তর ঘরে এল।
কেমন আছো এবেলা ?
হেমকাষ্ত মুথে উস্বেগ মেখে বসেছিলেন। বললেন, রামকাণ্ত দারোগা এসেছিল জানো ?
आমি সব জানি। ডোমাকে অত ভাবতে হবে না।
इবে না! লোকটা কি বनে গেল জানো ?
জানি। যে তোমাকে ছোরা মেরেছিল সে ধরা পড়েছে।
তाকে নাকি आমি চিनि!
চেনা অস্বাভাবিক নয় । সেও তো এই শহরের সোক।

দারোগার সব কথায় বিপ্ধস করতে নেই।
হেমকাষ্ত ঢোখ বুজে বললেন, মাথাট খनिয়ে যাচ্ছে।
याওয়ারই कथा। की ঠिक करলে ?
কিস্সের को ঠিক করব?
आমি তোমাকে বলেছি না এ জায়গা ঢোমাকে ছাড়ত্ত হরে।
एেমকাষ্ত মাথা नেড়ে বললেন, এখनই কি ?
খুব দেরীও कরা চলবে না। পুলিস, ম্বদেশী সবাই পিছনে লাগবে।
কেন ব্রে আমারই এত অশাঙ্ভি ?
ঘাবড়াচ্ছে কেন? অশাা্তি কোনোকালে পোহাওনি বলেই ওকরম মনে হচ্ছে।

জানি না । তবে আন্দাজ করতে পারি। ঠাকুরদালানে ঢে আর বসে বসে ৩পু মাছিই তাড়াই না।
পুলিসের স্পাই কেন আटে তাও জনি।
সবই यभि জানো তাহলে কিছू করহে না কেন ?
করততই जো চাইছি। ঢूমি जन্য কোথাও গেলে সব থिতিয়ে পড়বে।
 অनাত্র গেলে সে সমস্যা মিট্রে কী করে?





এबদু হেসে বললেন, তোমার বু户্ধি নিই না বুকি! তাহলে চলছি কি করে ?
তাহলে বলো, চলে যাবে এখান থেকে!
यাবো। उরে একা নয়।
তার মানে?
यमि याई তাহলে ঢোমাকে রেথে যাবো না।
র্কময়ী লম্জায় রাঙা হয়ে বলে, आমাকে बোথায় নেবে?
आমি ব্যোনে पूমিও সেখানে।

মানে আবার कि?



ওরা তোমার बে মনू? आমি ছাড়া তোমার आর কে আতে ?



জনनত। उतে লোকनজ্জ হিল, বাধা ছিল।

সে আর সে। צ্রুব আর প্রুব। না, צ্রুব আর একা নয়। কখনোই আর সে সম্পূর্ণ এবা নয় । একজন গ্রুবকে সে চেনে। মোটামুটি স্বাভাবিক আচরণশীল, একটু ভাবুক, খানিকটা প্রथাবিরোধী,
 צ্রুব আচমকা বেরিয়ে এসেছিল তার ভিতর থেকে সে সম্পূর্ণ আলাদা। সে অচেনা । আগষ্ধুক।

কৃষ্ণকাষ্ভ অপসৃত হ৫য়ার পর ফাঁকা দরজাটার দিকে বেকুবের মভো তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পাকতে క্রুবর এইসব মনে হন। একট্ট গা-শিরশির করছিল তার।
 খাওয়া । যতখানি সষ্ভব আজ পৌ পুরে থেয়ে নিন গ্রুব। अনেকটা ম্বাভাবিক বোষ করতে নাগল সে ।

নার্সিং হেম-এ যাবে বলে তৈরি হয়ে বসে ছিল সে । এমন সময় চাকর এসে খবর দিন, আপনার টেলিফোন।

ফোন ধরতেই ধারার গলা পাওয়া গেল, 纟্রুব ?
একটু কুঠার সজ্গে s্রুব বলে, शাঁ।
पूমি কেমন आহো ?
s্রুব অবাক হয়ে বলে, তার মানে?
आমি জাनতে চাই তুমি কেমন আছো।
आমার কি খারাপ থাকার কथा?
आমি কান সারা রাত ঢোমাকে নিয়ে খারাপ সব স্বপ্প লেখেঘি। বলো না কেমন আছো
ভালই আছি তো!
ধারা একটা দীর্ঘथাস ছাড়ল। তারপর বলল, पूমি আমার এবটা কथা বিশ্যাস করবে ?
की कथा ?
আই आম রিয়েলি সরি!
צ্রুবর একটু ওলট-পালট লাগছিল ব্যাপারটা। কাল রাতে যা घটে গেছে তাতে ধারার দুঃখ পাওয়ার কিছ্র নেই। দूঃখিত হওয়ার কथা তো তার।

গ্রুব বলল, সরি ফর হোয়াট ?
आমি পুলিশে খবর দিয্রেছিলাম।
भ্রুব এবচু হাসন, বनल, তাই নাকি ?
शাঁ। आब সকানে উঠে তাই ভীষণ খারাপ ম্নাগছে।
चবর দিয়ে তো ঠিক কাজই করেছো।
পুলিশকে কী বनেছি জানো ?
कী করে बানব?
বলেছি, হি ট্বায়েড ই মার্ডার মি।
কथাটা কি মিথ্যে ?
যাঃ! को যে বলো! আজ সকাল্ল आমার মাथা পরিষ্কার হয়ে গেছে। কাল আমি ভীষণ বোকার মতো কাজ করেছি।

কেন, বোকার মডো কেন ?
आমি তো জানতাম তোমার ভিতরে একজন স্যাডিস্ট আছে। যাকে ত্রু ভালবাসো বা পছন্দ করো তাকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাও। আজ সারাদিন ধরে এসব ভেবেছ্ছি আর হেসেছি । কাল র্রাতে

যে কী ছেলেমানুষী কাэ করেছি। আচ্ছ, পুলিশ তোমার কাছে যায়নি?
গ্রুব মৃদু একটু হাসল । বলল, না । তবে কাল রাতেই সপ্ট লেক-এর রাস্তায় আমি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলাম।

সত্যি ?
তারা আমাকে একরকম গ্রেফ্তারও করেছিল।
তারপর?
ডুমি তাদের কাহে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছিলে তার কथাও তুনেছি।
পুলিশগুলো ভীষণ অসভ্য, জানো ?
কেন, কী করেছে ?
এমন ছৌঁক ছৌক করে তাকাচ্ছিল। আর কেবল বাক্তিগত প্রঁ্প । ক’বার বিয়ে করেছি, কী করে চনে, কারা কারা ख্যাটে আসে। আশ্চর্य कী জানো, তোমার সম্পক্কে কোনো প্র্ৰই করছিল না । তাই नाকि?
কেন বলো তো!
ওরা যে আমকে চেনে।
তাই মনে হচ্ছিল। যে লোকটা আম্মীর ফ্যাটে এসেছিল সে বার বার বলছিল, কী করে বুঝলেন যে উনি আপনাকে খুন ক্রতেই চেয়েছিলেন। আমি বললাম, বাঃ, আমার গলা টিপে ধরেছিন যে। उचन कী বनल खानো ?

को बनल ?
বলল, গলায় আঙুলের দাগ তো দেথছি না ! आমি তথন ওকে দাগ দেখালাম । তখন বলল, এ তো আপনি নিজেই নিজের গলা চেপে ধরে তৈরি করে থাকতে পারেন! বোবো কাঔ!

সদানन্দর কথা ভেবে ও্রুব আপনমনে হাসছিল। বলল, তুমি বোধহয় .কাল রাতে আমাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলে!

ফোনে ধারার একটু উচ্ছদসিত হাসি শোনা গেল, বললাম তো কাল রাতে আমার মাথাটা ভারী বোকা-বোকা ছিন। এবটুও বুদ্ধি খেলছিল না।

আজ থেলছে তো!
আজ বুদ্ধিও খেলছে আর লজ্জাও লাগছে।
ফ্যাটের সবাই বোষহয় ঘটনাটা জেনে গেছে!
ভারী লাজুক গলায় ধারা বলে, কী করব বলো ! বললাম यে, কাল রাতে ভারী বোকার মতো কাঔ করেছি সব। পাশের ফ্র্যাটে টেলিযোন করতে গিয়েছিলাম । তাইতেই खানাজানি হয়ে গেল কিঘ্রুট।

এরপর আর তোমার ওখানে যাওয়াটা নিরাপদ রইল না ধারা। দেখলেই সবাই ধরে ঠ্যাঙাবে।
না, না। এরা কেউ সেরকম নয়। কেউ কারো ব্যাপারে নাক গলায় না।
ভাল।
পুলিশ তোমাকে অ্যারেস্ট করে কী করল বললে না তো!
को आবার করবে ! বাড়ি পেঁঁছে দিয়ে গেল। বলन, ওরা তোমাকে বুঝিয়ে দেবে যে, গলা টেপার ব্যাপারটা ছিল নিছক রসিক্ত। তার বেশি কিছू নয়।

তাই বमन!
צ্রুর একটু হেসে বলে, আমার বাবার কथা ভুলে যাচ্ছো কেন ধারা ? জানো না হি ওয়াজ এ মিনিস্টার ? তোমাকে খুন করলেও আমার কিছ্হ হত না।

रण ना ?

একেবারে রেড গ্যাত্ডেরলে বা আই উইটনেস থাকলে একটু আমেলা হত ঠিকই। কিন্তু তা নইলে কিছুই হত না।

আর এদিকে আমি ভেবে ভেবে মরছি যে, צ্রুবকে পুলিশ বোধহয় গ্যারাস করে মারছে।
না । বরং কাল তারা আমার অশেষ উপকার করেছে । সन্ট লেকের মরুভূমি থেকে জীপ-এ করে পৌঁ下ে দিয়ে গেছে।

বাঁচলাম। ওরা ঠিক কাজই করেছে।
তুমি কেমন আছো ধারা ?
ভালই তো।
আজ अফিসে যাওনি?
না। শরীরটা ভাল নেই। গলায় ব্যথা।
थूব ব্যथा ?
তেমন কিছু নয়। ডাক্তার দেথিয়েছি। হয়তো একটা কলার নিতে হবে।
আই আ্যাম সরি।
সরি ? यাক, তোমার মুখ থেকে যে কথাটা বেরিয়েছে সেই আমার ভাগ্য। তবে সরি হওয়ার দরকার নেই

কেন ?
আই आ্যাম এনজয়িং দা পেইন।
বটে! ব্যুথা কেউ এনজয় করে ?
আমি তো করছি । ব্যথাটা.যেন তুমিই । সারাা্মণ সর্গে আছো ভাল লাগছে ધ্বুব, বিপ্ধস করো ।
করলাম। আজকাল পাগলের সংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছে।
आমি একাই পাগল? তুমি নও ?
আমিও বোধহয়। কিষ্ঠু আমি আমার সষ্তাব্য হত্যাকারীর সঙ্গে তোমর মতো এরকম আকুলতা নিয়ে কथা বলতে পারতাম না। এ যে এক গালে মারলে আর এক গাল পেতে দেওয়ার চেয়েও মারাত্ঘক মনোভাব!

ইয়ার্কি কোরো না। আজ একবার আসবে ?
আজ! की যে বলো! আজ আসতে আমার লজ্জা করবে না ?
क्षीज !
কেন ?
কি জানি! আজই তোমকে দেখার জন্য পাগল-পাগল লাগছে। কোনো কাজ নেই তো! একটু আছে।
ওঃ সরি। তোমার বউ যে নার্সিং হোমে তা একদম খেয়াল ছিল না। কেমন আহে রেমি ? খবর পপয়েছি ভালই।
আর বাচ্চাটা ?
সেও ভাল।
তাহলে আসতে পারবে ? কাল খেতে চেয়েছিলে। খাওনি। আজ এসো, খাওয়াবো। তুমি নিজেই তো এক খাদ্য। अন্য খাবার লাগবে না।
आমি খাদ্য না অখাদ্য তা তো কখনো চেখে দেখনি। বুঝবে को করে उ্রস্ষচারীমশাই? আজ थাক ধারা। আর একদিন হবে।
কেন সংকোচ করহ ? কালকের ঘটনায় তোমার চেয়ে আমার লজ্জা ঢের বেশি। বিপ্ধাস করো । पूমি প্রলাপ বকছো কিনা জানি না । কিষ্তু यमি সত্যিই তোমার এরকম অ丬্যুত ইচ্ছে হয়ে থাকে

उবে শিগগির একদিন যাবো। কিষ্তু আজ নয়। আজ আমার ষ্বুবর সজ্গে একইু বোঝাপড়া আছে।
কার সঙ্भে ？
গ্রুব অর্থাৎ নিজের সঙ্গেই।
की यে সব अद्डूত कथा বलো ना！
কাল রাতে আমার ভিতর থেকে যে অস্ভুত লোকটা বেরিয়ে এসেছিল তার সজ্গে আগে আর কখনো দেখা হয়নি। তাকে দেখার পর থেকেই আমার একটা প্রবলেম শুরু হয়েছে। ওই যে কী একটা সিনেমা আছে না ক্র্যামার ভারসাস ক্র্যামার ！এ অনেকটা তাই। צ্বুব ভারসাস s্বুব একটা খিচান চলছে।

आমি একটা कथा বলব গ্রুব ？
বলো না।
লোকটা তোমার অচেনা হলেও আমার অচেনা নয়। তাকে আমি বহৃবার বসু অকেশনে দেখেছি।

বটে！তাহলে সাবধান করোনি কেন ？
ডুমি স্যাডিস্ট，সাবধান করে কী হবে ？আর ওই স্যাডিজমই তোমার आ্যাট্রাকশন। তুমি তো বর্বর নও，একট্ निষ্ঠूর মাত্র।

খুব পোয়েটিক্যাল ডায়ালগ দিচ্ছো যে ！
আজ যেন কেমন একটা লাগছে গো। এসো না，খুব মজা করবো দুखনে।
মজা আজ জমবে না ধারা । দুজনে মজা হয়，কিষ্ডু তিনজনে মজা হয় না । তৃতীয় লোকটা বাগড়া দেবে।

তিনজন আবার কে ？
তুমি，আমি আর ध্রুব！
ফের সেই হেয়ীঁলী！
থেঁ়াनী নয়। ডूমি বুঝবে না।
তাহলে সারাদিন বই পড়ে কাটতে হবে আজ？
বই পড়ো，গান শোনো，রौধো，খাও। या খুশি করো। সময় কেটে যারে ঠিক।
夕্রুব ফোন নামিয়ে রাখল।
জগা খুব কাছ থেকে আচমকা জিজ্⿰েেস করলো，কে বলো তো মেয়েটা ！


 করেছিল।
s্রুব একটু অবাক হয়। পুলিশের ডো ফোন করার কथা নয়। সদানন্দ বলেছিল কেসটা ডিসমিস इয়ে গেছে। সে জিজ্ঞেস করে，की বলল পুলিশ ？

पूমি সन্ট जেক－এ একটা মেয়ের ফ্যাঢে কাল নাকি एজ্জোতি করেছো！সত্যি নাকি？
করে थাকলে কী？
ঋুব ণণধর ছেলে হয়েছো তাহলে ！অাঁ ！আর যে দোষই পাক্ এ দোষটা তোমার ছিল না কখনো। এখন এটাও অভ্যাস করলে？

夕্পুবর রাগ হन না । बগার ওপর রাগ করে লাভও নেই। এক সময়ে এবং এখনো জগা

 8৬8


 Бয়ে থেকে বলল, ক্রলাম না হয়।

ওটাই স্সত্তি কथा। মে<্যেটির ফ্যোটে आমি यাই।
 भেখিনি কथनো।

কौদलেন नाকि?



ব্যাপারট் এমন কিছু नয় শ্যে কौদত হরে।
पूমি সদ্য বাবা হর্যেছে। এথনই ঠিক বৈঝরে না। তবে পরে বুমরে বাপ হলে কেমন নাগে বুকের डিতরট।
s্রু হপপাপ দাঁড়িয়ে রইল। কিছू বলল नা

তেমন কিছू नয়।
মেয়েটোকে पूমি মারধর্ করেছিলে? নাহলে পুলিশ জননল को করে?
এबাদ ঝাগড়া হয়্রেছিন



 হয়। पूমি হুজ্জতি করে বেড়াও কেন ? মাল লেয়ে সারা শহরে জানান দিয়ে বেড়াচ্চ, মেয়েমানুষ


তবে কিককম হত্ত হবে ?
ভে রকম হনে লাঠिß जাঙে না আবার সাপও মরে ! ঢোমার ঢো অত বুদ্ধি আর এই সামান্য বাপারাढা बোব্রে না ?

অগা বबल, মেয়ৌঁ কে ?
মেযেেটাকে ভুলে যাও জগাদা।

কড়কানোর দরকার নেই।
 - बिছ্ করেনি।

आর কিছू না করুক পুলিশের কাছে ডোমার নাল্ নালিশ করেছে। লোক জানাজানি হয়েছে। সৌা কি কম ? ঢুমি ঢো জানোই কর্তাবামু পলিটিক্যাল লিডার। তার ছেলেকে নিয়ে ব্দনাম রটটে




লাশও নাম়িয়ে দিয়েছে। ধুব জগার দিকে আবার অসহায়ভাবে খানিকছ্ষণ চেয়ে থেকে বলে，ওকে আমিই সাবধান করে দেবো

দিলে ভাল । মেয়েছেলের গণুগোলে আমি নাক গলাতে চাই না । তবে বেশি বেগড়বাঁই দেথলে আমকে বোলো। এখন চলো，নার্সিং হোম－এ যাবে তো！

প্রুব আবার বড় একটা প্যাস ফেলে বলে，玄।
রেমির জ্ঞা ছিল না। অপারেশনের পর এখনো আনাস্থেশিয়ার ঘোর কটেনি। তাছাড়া অপরিসীম দুর্বলত তো আছেই। নাকে নল，হাতে ঁঁ নিয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে আছে সে ।

খ্রুব মুখের দিকে চেয়ে ছিল। নার্স রেমিকে ডাকল，খনুন ！এই যে মিসেস চৌুরি দেখুন কে এসেছে！আপনার হাজবাণ্।

রেমি শধু＂উ，ऊँ＂বলল বার দুয়েক। একবার দूটি চোখের পাতা একটু কাঁপল।
থুব কষ্ট হচ্ছে ভেবে প্রুব বলল，থাক থাক।
নার্স বলে，ভিতরে কনশাসনেস আছে।
কেমন আছে ও ？
ভাল। এখন अনেক ভাল। ইুৰু ইউিনে এখনো র্বাড আসছে।
সেটা কি খারাপ লক্ষণ ？
একটু ডেনজার আছে এথনে！। বিকেলে একজন ইউরোলজিস্ট এসে দেখবেন।
প্রুব ডাক্তারি শাস্ত্রের কিছ্ছুই জানে না। তাই তুধু মাথা নাড়ল।
ছেলেকে দেখবেন না ？
ছেলে ！乡ুব যেন ঠিক বিপ্পাস করছে না এমনভাবে বলল।
मাঁড়ান，আয়াকে বলছি নিয়ে আসতে।
থাকগে।
থাকবে কেন ？বাবা হয়েছেন，দেখুন। খুব সুন্দর বাচ্চা ।
纟্রুব আর জগা গাড়লের মতো পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে দাঁড়িয়ে থাকে।
আয়া একটা বাচ্চাকে নিয়ে আসে । ন্যাকড়ায় জড়ানো একটুখানি রাঙা একটা ঁদুরুানা । হতে নম্বরের টিকিট বাঁধা।

প্রুব নিস্পৃহ চোথে দেখল।
बগা বলन，চৌধুরি বাড়ির ছেলে দেখনেই চেনা যায় ।
কি করে চিনলে ？
রং দেখছে না ？হাড়ের কাঠামোটাও দেখ। কত বড় হয়েছে দেখেছে ？সাড়ে আট পাউ ।
乡্রুব বিশেষ উৎসাহ বোধ করল না এই সং্বাদে। সে জানে এ বাচ্চা সে সৃষ্টি করেনিं। তার ভিতর দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে মাত্র । মানুষ একটা সূত্র ধরে জম্মায়। সে এই শিত্র জম্মের কারণ，শ্রষ্টা
 কৃষ্ণকান্ত এ তব্ব কি কোনোদিন বুঝবেন ？

## $\mathfrak{n}$ os $\mathfrak{u}$

＂প্রদোষের আলো ম্নান ইইয়া আসিয়াহে। আমার ঘরখানিতে কিছ্ন তোতিক ছায়া ঘনাইয়া উঠিতেছে। এইসব ছায়া আমার পরিচিত। আমি একা মানুষ বলিয়া এবং একাকী থাকিতে পছন্দ করি বনিয়া নিজের পারিপার্থিককে বড় বেশী অনুভব করি। এইসব ছায়াদের সহিত আমার পরিচয় 8৬৬

বহহানের। কথনো এমন ছইয়াছ্ বে，আমি নির্জনতায় একাকী আমার চারিদিকের ছায়াখলির মধ্যে একপ্রকার নীরব বাজ্যায়ত লক্ষ কর্রিয়াছি। ইহারা ভেন কিছू বলিতেছে，কিদ্ू প্রকাশ করিতে চাহিতেছে।
＂কিষ্ঠু কী বनिবে ？ছায়ারাজ্যের কোন গোপন বার্ত ইহারা আমাকে ঔনাইত্ত চাহে ？এক একদিন आমি এইসব ছায়ার সহিত কিছ্ ক্রীড়ায় মাতিয়া উঠि। দেরাজ্জে উপর হইচে সেজবাতিটি সরাইয়া আनমারির মাথায স্खপন করি। কথনো বা জানাनার তাকের উপর রাখि। এইরাপে ছায়াওলির রূপান্তর घটে，নকশা পান্টাইয়া যায়। কখनো বা আমি ছয়াখলির সহিত কथা কহিবার
 निर्ভরশীল এক প্রতিক্কিয়া মাত্র। এই সত্যানিয়াও মাবে মারে অইসব ছায়ার ভিতর आমি পরপার্রে অস্প্ট দর্শন পাইয়া याই।
＂আজও প্রchাষের আলো ম্নানতর হহল। घরে এথলো আলো দিয়া যায় নাই। শিয়রে ম্নানমুখী সেই কিশোরী বসিয়া আহে। আজ সে আর কিশোরী নহে। ব্য়েরে হিসাবে সে প্রবীণাই বোষহহ়।

 করে নাই। আমার বিষ্যাস，বিবাহ ছইলেও ইহার অষ্তর অমলিन थাকিত।




 তাহার হাত্।











＂मে বनिन，आম木्रा कि পার্रd ？
कि भाরা木্ কथा বनहো？
সব হেড়ে চলে যেচে হবে，ঢा बানো ？
কেন，সব ছেড়ে যাবো बেন ？
তোমার ঢেলে－মেয়েরা বড় হয়েছে। তারা সব সষ্ঠানের মা－বাবা।
मে সब बानि।
आমান্গ बাড়ি পেকেe কषা উঠবে।
बেन উ文《ে ？

দশ বছর আগে হলে উঠত না এখন উঠবে।
" आমি হাসিয়া কহিলাম, आমাদের এখন এসব ভাববার মডো সময় নেই। সময় জিনিসটট ভারী অप্ডুত। কখন যে মানুষ যুবক অবস্থা থেকে টক করে বুড়োর দলে চলে যায় তা টেরই পাওয়া যায় ना।
"সে চোখ পাকাইয়া কহিল, তুমি কি বুড়ো ?
"आমি একটু ভাবিয়া কহিলাম, নিজেকে বুড়ো ভাবার বাতিক আমার কেটে গেছে। বয়স নিয়ে বেশী ভাবি না। কিন্ত্ এটাও ঠিক, সময় खिনিসটাকে খেয়াল রাখতে হয় ।

আচ্ছা মানলাম। কিষ্ঠু ধরো যদি আমদের এক হতেই হয় তাহলে তার আগে কতশুলো কাজ সেরে নিতে হবে না ? হুট করেই কি এ বয়সে বিয়ের পিড়িতে বসা যায় ?

आমাদেব্র आবার বকেয়া কাজ বাকি की?
পুরুষমানুষের যদি কখনো কিছ্র খেয়াল थাকে। তোমার বিয়ের যুগ্যি মেয়ে ঘরে রয়েছে, নাবালক ছেলে। এদের ব্যবস্গা করতে হবে না ?
"আমি হাল ছড়িয়া কহিলাম, তবেই হয়েছে। Bসব করতে গেলে কত সময় বয়ে যাবে।
यাবে যাক। এতদিন যখন অহন্যার মজো अপেম্ম করতে পেরেছি আর কিছুদিনও পারব। বিশাখার বিয়েঢা হোক, पूমি কন্যাদায় থেকে মুক হও, তারপর সব।

नাবালक পু
কিছ্হ বলছিলাম না। ভাবছিলাম। তোমাকেও ভাবতে বनি।
কৃষ্ণকে নিয়ে তো কোনো আমেনা নেই। ভাবব আবার কী ?
"मে মাथা নাড়িয়া কহিল, ভাববার আছে বৈকি । কৃষ্ণ তো আর পীচাঢা ছেলের মজো নয় । ওর यद्धि বেশী, তেজ বেশী। यमि आমাদের এই বুড়ো বয়সের বিয়েকে না মানে তবে আমি বড় শশাজ্তি পাবো। ও আমার ছেলেই। আর ছেনে বলেই দুশিচ্তা।
"आমি একঢু ্িিষায় পড়িলাম। বান্তবিক কৃষ্ণ అধু বুদ্ধিমান নহহ, প্রবল রকম তেজস্বীও। সে আমার পুত্র এবং তাহার সহিত আমার বয়সের প্রচুর বাবধান থাকা সজ্বেও आমি তাহাকে কি করিয়া যেন ख্রদ্ধা করিতে খুরু করিয়াছি। এই ख্রদ্ধাবোধের পিছনে যথেষ্ট কারণও বিদামান। পুরুষমানুষের


 না। সৌভাগ্রক্রম आমি তেমনই ব্যজ্ত্র্ব্বান একtি পুত্র লাভ করিয়াছি। বয়ঃ্রাপ্ত হইনে সে
 চরিত্রের যে গঠন ब" করিতেছি তাহা यেমন আশাপ্রদ তেমনই আনম্পদায়ক।
"কাজেই কৃষ্ণকে লইয়া ভাবিতে হইবে বৈকি। সে মুথে কিছूই হয়তো বনিবে না। তাহার ভদ্রতাবোষ উদাহরণযোগ্য। সে বিনয়ী এবং নম্র। কিষ্যু তাহার অডাঙ্তরে ইশ্পাত-কঠিন এক मৃঢ়তাও आঢে। আজ এই বয়সে यमि आমি পুনরায় বিবাহ করি তাহা ইইনেে তাহার মনোভাব কী ইইবে সেটাই ভাবনার বিষয়। মনে হইতেহে,এক্মাত্র তাহার প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর্র কাহারও প্রতিক্রিয়া বা মতামত बইয়া মাধা घামাইবার किফूই নাই।
"সে বলিল, कী ভাবছো ?
ক্ষঞ্ণর কथा। पूমি ঠিকই বলেছো, কৃষ্ণকে নিয়েই ডাবনা ।

"आমি বিস্মিত হইয়া কহিनাম, বলবে! কৃষ্षকে এসষ বनবে কেন?
বना উচিত। किस्पू पूমি डেরো না। आমি বুঝিয়ে বমব।
 ভেবেই কর্রে জনি।

ভেবেই কর্। কৃষ্ণ অব্রবেেক নয়।
বিশাখার বিয়ের ব্যাপারে একদু রাজেনবাবুকে থবর గেবে
রাজেনবাব তো কালও তোমাকে দেখতে এসেছিলেন!
 হলে আলাদাভাবে আমস্গণ করে আনা উচিত। आমি বরং একটা চিঠি নিঘে পাঠাচ্ছি।

जाई जान।

বড় বউমা आসার পর থেকে আসহ్ না। বোধছহ় লজ্জায়।
 लिचে ख্সে।
"চিঠির মুসাবিদা করিয়া আজ বুকের ভার হানকা হইল। কন্যার বিবাহ হইবে, পিত হিসাবে দায়মুক্ত হইব। আনc্দেরই কথা। কিষ্ঠু মনে ইইতেছে এই পত্রের মুসাবিদা করিয়া যেন আমি আমার

 आभিবেন । তারপর को इইবে তাহ জানি না। आমার ঈপ্বরে বি্গাস পোক্ত ইইলে इয়েো বলিতাম,


 গেল।
"আজ উঠিয়া বসিতে পারিতেছি। তেমন দুর্বনতাও রোধ করিতেছি না। आজ সচ্চিদানनদ্রকে


 ভানবাসিয়াছান। আজ প্রবাসে গিয়া সে বড় উকিল হইয়াছ్, কৃগ্রেস করিতেছে, দেথা-সাক্ষে
 एেन्ना याয়ఆ ना।


 ইश একরাপ ভাन। ইशতে কথ্র জমিয়া উঠিবার অবকাশ পায়। পত্র লিখিবার आনन্দ বাহত হয় ना । जाश ছাড়া পত্র जো বাহক মাত্র। याश সে বহন কর্রিয়া লইয়া যায় তাহ হূদয়। लেই হৃদয়হ
 প্রুশ্পরের ক্রশলবার্ত না পাইনে অश্যির হইব এমন নহে।






উচিতবক্ত বলিয়া মনে কর।
"রжময়ী আब আর কিশোরী নাই। ডুমি এখানকার বাসস্থান খটাইয়াছ। বएুকাল এ শহরে পদার্পণ কর নাই। রञময়ীকেও সুতরাং তুমি এখনকার র্পে চাক্গুষ কর নাই। কিষ্ঠু আমার চক্झুর সম্যুখেই সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে । বড় ইচ্ছা করে আমার চক্কু দুইটি আজ তোমকে দিই, আমার দুই চস্মু দিয়া তুমি রসময়ীকে অবলোকন কর।
"র্রপের কथा কি ছাই বকিতেছি ? রসময়ীকে রূপের জন্য কে শিরোপা দিবে ? ধারাল মুথশ্রী ও
 মষ্যে আর এক অপরূপাকে তুমি দেখিতে পাইতে। একमা তুমি তাহার রৃপে মজিয়াছিলে। কিষ্ডু হুদয়ের কন্দরে তাহার যে এক দিব্য প্রস্রবণ আহে তাহাতে অবগাহন করিতে পার নাই।
"তোমাকে কী বলিব তাহাই ভাবিয়া পাইতেছি না। এ বয়ঃসধ্ধির প্রণয় প্রলাপ নহে। ইহা এক আবিষারের কাহিনী । কিষ্তু এমনই ব্যক্তিত সেই আবিষ্কার যে, খুব ঘনিষ্ঠ বয়স্যকেও বুঝিি বুবাইয়া বला यায় না।
"এই আবিষ্কার ঘটিল এক আকশ্মিকতার মাধ্যমে। এক আততায়ী আমাকে হত্যা করিবার জন্য আক্রমণ করে । বলা বাহল্য যে, সে সফল হয় নাই। তবে আমাকে সে মৃত্যুর দ্বারপ্রাষ্তে পৌৗছাইয়া দিয়াছিল বটে। আজও आমি একপ্রকার শय্যাশায়ী।
"এই घটনাটির কथा বিশদ লিখিব না । তাহার প্রয়োজনও নাই। মানুষের জীবনে দৈব-দूর্বিপাক তো ঘটিয়াই थাকে। কিষ্তু এই घটনার অন্যতর এক গভীর তাৎপর্य আছে। যেমন দूर्यোগের অশনিপাত্ত মানুষ আচমকা বহৃদূর পর্যষ্ত দেখিতে পায়, এই ঘটনার সময় মৃত্যু-অশনির w্শিিক স্পর্শে आমি সেইর্পে এক দূরদৃষ্টি লাভ করি।
"ভায়া হে, মৃত্যু চিষ্তার কথা তোমকে বহুবার ল্লিথিয়াহি। হয়তো বিরক্ত হইয়াহে। আজও লिখि, মৃত্যুর কथা आমি কখনো ভুলি না। সर्বদা বাচ্যিয়া थাকিয়া মৃত্যুর ধ্যান ইহজম্মে আমাকে ছাড়িবে না।
"কिষ্ডু প্রকৃত মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়া আমার জীবনে মোড় ফিরিন্ন । আब আর আমি সেই मूर्यनহৃদয়, মৃত্যু চিষ্তায় বিহ্ল হেমকাষ্ত নই। মৃত্যু যেন আমাকে ঘাড়ে ধরিয়া একটা ঝौকুনি দিয়া বमिয়া গেল, মরিতে হয় তো মর না! মৃত্যু এইরা ।
"आমি দেथিলাম এবং চিনিলাম । মনে হইন, ইহা তো খুব বেশী কিছু নয় । খুব অঘটন কিছू তো নয়। আততায়ীর অর্ᅮ্র, সक্ষ্যাস রোগ, यক্প্রা—উপলক্য যাহাই হউক, ঘটনা সামানাই।
" বালাকাল হইজ্তই आমি গাছপালা ও প-্লক্কীর সন্নিকটে থাকিতে ভালবাসি। ইহাদের মধ্যে
 একাষ্যणা আমার কোনোদিন ঘটে নাই। কোনোদিন মনে হয় নাই, একটি মানুষ বা একটি গাছের জম্ম বা মৃত্যু কোনো ঘটনাই নহে। বিখ্ধ জুড়িয়া প্রাণের যে অবিরল প্রকাশ ঘট্তিছে আমরা
 यে কেবল ব্যক্টিগত মৃত্যুর কथা ভাবিয়া বিষঞ্ণ হয় সে ঞানবান নহে।
"जক্দু ভু বকিতেছি কি ভাই সচ্দিদানন্দ ? হইতে পারে। আজ আমার মনটাঁ প্রগলভ। বাকা বা ভাষা তো তमনুরুপই হইবে। ফমা করিও। তোমার এই চির-নাবালক বয়স্যটির অনেক অত্যাচার সश্য করিয়াছ। এবারট゙ও কর।
"याহা বলিতেছিলাম। খানু পাগলের তাড়া খাইয়া বাম্যকানে আমার যে দুর্দশা ইইয়াছিল তাহা
 আপ্পোমন আমার রক্তে এখনও পোলাচল সৃষ্টি করে।
"এই ঘট্নার ফমে আমার অভাস্তরে যেন ঘুম ভাভিল। নিদ্রোখ্কের মতো চারিদিকে চাহিয়া

দেথিতেছি। বাস্তব জগৎ স্বপ্নের মরো নহে। সেই দৃষ্টিতেই রদ্গয়ীর দিকে চোখ ফিরাইলাম। এই যুব্ী বাল্যকাল ইইতে আমাকে প্রার্থনা করিয়া শিবের মাথায় জল ঢালিয়াছে, কলক্কের তুরুভার বহন করিয়াছে, বিবাহহীন কৌমর্যকে অবলম্বন করিয়া বড় অনাদরে বাঁচিয়া আছে। ইহাকে আদর করিবার কেহ নাই। কিষ্তু সকলেই ইহার নিকট কেবল আদর যড্থ ও সেবা প্রত্যাশা করে।
"এইসব দেখিলাম । মনে হইল, কেন ইহাকে আর কট্ট দিব ? সংসার ইহাকে কিছু দেয় নাই। সংসার দেয় নাই বলিয়া আমিও চিরকাল স্টোকবাক্যে ইহাকে তুষ্ট রাখিব ? আর কিছু তাহার প্রত্যাশা বा দাবী नाई?

সুতরাং-"
কর্তাবাবু
হেমকান্ত চমকে উঠে চিঠিখানা ঢাকা দিলেন।
চাকরটা ম্দু স্বরে বলল, দারোগাবাবু এসেছেন।
দারোগাবাবু ! বিস্মিত হেমকান্ত আপনমনে কথাটি উচ্চারণ করে একটা দীর্ঘ্্ষাস ছাড়লেন । তারপর বললেন, নিয়ে আয়।

একটু বাদে যখন রামকাষ্ত রায় ঘরে ঢুকলেন তখন সেজবাতির আলোয় তাকে আরও প্রকাণ দেখাচ্ছিল।

হেমকাষ্ত বললেন, বলুন কি খবর!
আপনি কেমন আছেন ?
একটু ভাল। বলে হেমকাষ্ত নড়েচড়ে বসলেন।
রামকাষ্ত রায় শালগাছের মডো সিধে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, আমি একটা অপ্রিয় কাজ করতে এসেছি।

হেমকান্ত অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললেন, কি কাজ ?
আপনার বাড়ি সার্চ করার আদেশ আছে।
আমার বাড়ি সাচ্চ করবেন ? হেমকান্ত হাঁ করে রইইলেন।
সরকারী কাब।
সে তো বুঝলাম। কিষ্ডু সাচ্চ করবেন কেন ?
সব কারণ তো আপনাকে বলা সষ্ঠব নয়। তবে আমার কাছে ওয়ারেেেট আছে। দেখবেন ?
হেমকাষ্ত ওয়ারেস্ট দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করসেন না । বিষ্তু তাঁর চোথে হঠাৎ একটা তীব্র রাগের দীপ্তি দেখা দিল। তিনি বলজেন, সাচ্চ করবেন । কিষ্তু আমার বাড়িতে এত রাত্রে আমি পুলিস फूকতে দিতে পারি না। বাড়িতে মেয়েরা রয়েছেন। আপনি কান সকানে আসবেন।

রামকান্ত রায় হেমকাণ্তর গলার দৃঢ়তা নক্ষ করে এবন্টু দ্বিধায় পড়লেন । বললেন, আমি বাড়ির সব জায়গা সাচ্চ করব না। তু বিশেষ কয়েকটা শ্পট।

হেমকাষ্ত মাথা নেড়ে বলজেন, আপনার একজন সেপাইও আজ রাত্রে আমার সেউড়ি যেন না পেরোয়। তার ফলাফল ভান হবে না।

রামকাষ্ত রায় একটু হেসে বললেন, আপনি রাগ করছেন কেন ? আমাদের তো সত্যিকারের बরুরীী প্রয়োজনఆ এটা হতে পারে। আজ রাত্র यमি সাচ করি চবে বাড়ির লোকদের একটুও বিরক করব না । কিষ্তু ষमি সেই অনুমতি না मেন কাল সকানে এসে গোটা বাড়ি ম৩ভঔ করে যাবো । সেটাই কি ভাল হবে?

হেমকান্ত বহুদিন পর সত্যিকারের র্রাগলেন। ষীরে ধীরে উঠে দাড়ান্েন। দুই হাত মুষ্বিব্ধ। কপামে একটা শিরা রাজট্কিার মজো ফুলে আছে । মুখ রক্টিমাভ । বলজেন, আমি জানি রাত্রে বাড়ি

সার্চ করার নিয়ম নেই। আপনি ইচ্ছে করলে বাড়ি ঘিরে রাখতে পারেন। তবু কেন জবরদস্তি করছেন ?

রামকান্ত রায় একটা ফ্যাস ফেলে বললেন, সরকারী নিয়ম আপনি আমার চেয়ে ভাল জানেন না হেমকাস্তবাবু।

यमि निয়ম থেকেও থাকে তবু বনছি, আপনি ওকাজ় করবেন না। এখন আসুন।
দুজনে দুজনের দিকক কিছুজ্মণ বিষদ্দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।
তারপর রামকান্ত বায় বললেন, আচ্ছ। ল্দেখা'যাবে।
সামান্য উত্তেননায় হেমকাা্তর, দুর্বল শরীর কौঁপছিল। দরজায় তাঁর দুই ছেলেমেয়ে এবং ছেল্রের বউরা উৎকণ্ঠিত মুখে নিঃশা্দ ভীড় করে এসে দাঁড়িয়েছে কখন।

কनক বलল, की रয়েছে বাবা ?
হেমকসস্ত মাথা নেড়ে বললেন, কিছু হয়নি । দারোয়ানদের বল দেউড়ি পেরিয়ে যেন কেউ ঢুকত্ত না পারে।

রামকান্ত রায় একটু হসলেন। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।
হেমকাষ্ত সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মেবেয়।

## ॥ ৮২॥

క্রূব, বাপ হয়েছিস ুনলাম। সেলিভ্রেট করবি না !
ধুশ্শ শালা, বাপ সবাই হয়, সেটা কোনো ইভেন্ট নাকি! দেখিস না, ফুটপাথে অবধি বিয়োচ্ছে ভিখিরিরা !

তবু এই প্রথম বাপ হলি, ফাণ্ডাই আলাদা।
সরকার বেশী বাপ হতে বারণ করেছে না ! এই বাঁধাবাঁধির যুগে বাপ হয়ে তো আমার লজ্জাই नाগছছ।

তুই মাইরি বেশ বলিস। তবে বেশী বাপ আর তুই হনি কোথায় ! সেই কবে মাক্ধাতার আমনে একটা বিয়ে কেলিয়েছিলি, ডারপর বাপ হতে হতে তো বুড়ো মেরে গেলি বাব!।

বাপ आরো একবার হতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সেবারটা টসকে গেল।
যেটা টসকে গেছে সেটা তো হিসেবের মধ্যে নয়। এটা হিসেবের মধ্যে। আজ একটা ্্যাকনাইট দুজনে মিলে উড়িয়ে দিই আয়। দাম आমি দেবো।

কেন, তুই দিবি কেন ? বাপ তো হলাম आমি, তুই ভো নয়।
आরে ওই হল। ডूই বাপ হলে আমিও বাপ। ডুই আর आমি কি আলাদা : এক পীইট ভ্যা|কন্নাইট প্ৰেিয়ে ঝুম হয়ে বসে थाকি আয়। মুর্গীর রয়ালাল থুচ্মে নিবি একটট ?

না, आমার কেমন ইচ্ছে रচ্ছে না।
पूই কি শেষে ফিলজফার হয়ে याবি ध্রু ? নাকি সাধুটাধু ?
বकिস ना অত।
মাইরি বলছি, তোর লক্ষ আমার ভাল ঠেকে না কোনোদিন। শালা মিনিস্টারের ঘরে রূপোর চামচ্চে মুখে করে জর্মেছিস, তোর শালা কত আপ খেয়ে বসে থাকার কथা । কেন যে শালা ডাউন ব্যাটারির লোক্দের সজ্গে মিশে মিশে বখে গেলি। তা বখবি তো ভাল করে বখ। তা না আবার মাইরি की যে সব উন্টোপান্ট বলিস মগ্গলগ্রহের ভাষায় কিছू বোবা যায় না। ভ্যাাকনাইট आবার ইচ্চে করহে না কী রে ?

তুই শালা আগের জম্মে ऊঁডড়ির নাতি ছিলি। দুনিয়ায় যাই ঘটুক সেই অকেশন ধরে তোর খানিকটা গেনা চাই। মামার গোয়ালে গাই বিয়োলেও ্্যাকনাইট, ห্রুব চৌধুরীর ছেলে হল বনেও द्याককনাইট-

তুই মাইরি বেশ বলিস। আসলে কি জানিস,একটা অকেশনে খেলে আর খুতখুতুনিটা থাকে না। আমার তো আবার ডাক্তরের বারণ । মাল খেতে গেলেই কেমন বুকটা থচ করে ওঠঠ। একটা অকেশন পেলে আর সেটা হয় না। তখন মনে হয়, নেশার জন্য তো নয়, এই একটা আনক্দের ব্যাপার घটन তাই একটু ফুর্তি করা आর কি।

তুমি হচ্ছো মালের গ্গঁড়ে। সবই বোঝো তবু নিজের সঙ্গে লুকোছাপাও করা চাই।
বাপু এই সौঁঝবেলাটায় আর এডুকেট করিস না আমাকে। এই সময়টায় আমি ভারী মাতৃহারা ছেলের মতো হয়ে যাই। ভিতরটা ফুঁপিয়ে 女ুপপিয়ে কাঁদে। আমার জীবনটা যে কিরকম द্র্যাজিক তা তো জানিস।

পাছায় দুটো লাথ কষালেলে তোর দুঃখ এখন কোথায় যাবে রে গ্গেড়ে ?
তুই কি गদ়যপান নিবারণী সভা তৈরি করতে লাগবি রে শেষ অবধি, প্রুব ? আমি ড়ার লক্ষণ যে जল দের্খছ না।

আমার তিতরে এখন অনেক দুষ্চিণ্তা।
আবার দুশ্চিষ্ঠা কি ? ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, দি ক্যাট ইজ আউট অফ দি ব্যাগ । বউ টিকিট কাটতে বসেছিল, শেষ অর্বধ ব্যাক করানো গেছে। ইউ আর এ গাপী ম্যান।

আই आ্যাম নেভার এ झাপী ম্যান।
সেইজন্নাই ঢতা বলি, খ্রুবটা কি শেষ অবধি ফিলজফার হয়ে যাবে ? তোর জন! বড্ড ভাবনা হয় রে।

লাথি গাবি।
মাইরি তু-ই বল দ্রোতু, তোর হাপী না ইওয়ার কারণটা कী ? একে তো রাজাগজার বংশ, তার ওপর খোদ একটা মিনিস্টারের ছেনে, লেখাপড়া শিখেছিস, চাকরি ধড়াষ্বড় ছাড়ছিস ধরছিস, মেয়েছেলেে চাইলেই পাস, তোর শালা দুঃখ-দুঃখ কি সইবে রে ?

তुই মাল খাওয়া ছড়া দুনিয়ার আয় কি বুঝিস বল তো দুনিয়ায় বহুরকম দুঃখ आহ্। তোর মতো মাতাল সেটা বুঝবে না।

মাতালও লোকে দুঃখ থেকেই হয়। দেবদাসের কথা ভুলে যাচ্ছিস দোস্ত ! তবে আমি অনেক ভেবেটটবে দেখেছি ফিলজফার হওয়ার কোনো মানে হয় না, নেতা হওয়ার মানে হয় না, কিছ্ন হওয়ারই কোনো মানে হয় না । কারণ, কেউ কিছু করতে পারবে না এই দেশের । চারদিকে মাইরি এত দুঃখ ঢেউ দিচ্ছে যে আমার সারাক্শণ বুক্টা एহ করে । তাই ঝুম হয়ে थাকি । মান খেয়ে যাওয়। ছাড়া কারও কিছ্ করার নেই, বুর্ালি !

বুঝলাম তুই তো দেখছি আমার চেয়ে ঢের বড় ফিলজফার।
ফিলজ্যারও কি মালের কथা বলে মাইরি?
কেন, তूই তো একসময়ে ফিলজফিতে এম•এ চমকেছিলি। তুই জানিস না?
ওসব বাত ছোড়ো দোস্ত। মরা ইতিহাস। কবে ঘি খেয়েছিলাম তার গক্ধ কি আজও লেগে


কাল্লও आমার পেটে একটা বিচ্ছিরি ব্যাथা হয়েছিম। তুই তো खানিস মम জিনিসটা আমার কোনোকালে সয় না। জোর করে খেয়ে যাই মাত্র। না খেলে কোনো কিছ্ন ফিল্ করি না। দ্যাথ ধ্রুব, ডूই কিষ্ছু আমাকে রাগির্রে मिচ্ছিস।
ब্েেন, তোর রাগের কী হম ?

आমি মালের বিরোষিতা সইতে পারি না।
তूই था ना!
আমি তো খােোই। আমি মাল খেয়ে মরার জনাই জন্মেছি। কিষ্ুু তুই শালা কি ভাল হয়ে যাবি ध্রুব ? এরকম जো কथা ছিল না।

আমার ভাল হওয়ার কোনো চান্গ নেই।
কেন নেই দোঁ্ঠ ? এই যে দেখছি মাল খেতে চাইছিস না। এ তো ভাল লদ্巾ণ নয় ! আমারও यে শালা এসব দেখলে কनযিডেন্স নষ্ট হয়ে যাবে।

আরে আমি ভাল হবোটা কী করে ? জभ্মেছি সামষ্ততাষ্ভিক পরিবারে, গরীবের রক্তচোষা পয়সা খেয়ে বড় হয়েছি। তার ওপর বাপ মিনিস্টার, সে আর এক কেলো । মিনিস্টার মানেই করাপশন। আমার রক্তে সেইসব বীজ কিলবিল করহে। আমার ভাল হওয়া কি সোজা ?

কিষ্তু তুই তাহলে এরকম করছিস কেন ? মাল খাবি, রাজা উজীর সাজবি, ন্দমায় ফুটপাথে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবি, তবে না লাইফ। ভাল হোস না গ্রুব, পীজ। তোর পা ধরতে রাজ্জি আছি।

তা ধর। किষ্ঠু ভয় পাস না। আমার মাথাটা আজ টিপটিপ করছে।
বাঃ তাহলে কেে ভাল লশ্ষণ। দू ফেঁঁটা পড়লে টিপটিপ একদ্ম নেমে যাবে।
তা নামবে। কিষ্তু আরো কथা आছে।
की कथा ?
आমার ब্রেনটা ভাল কাজ করহে না।
সে কীরকম ?
ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। কাল আর একটা কেলো করতে বসেছিলাম।
की কেলো ?
তা ডোকে বলা যাবে না । কাল রাতেও অনেকক্মণ টেনেছি। কিষ্ডু দেখছি গোলমান হচ্ছে।
গোলমাল না হলে মাল খায় কোন বুরবক, এত मাম দিয়ে কিনে খাওয়ার মানেটা কি ? সব
 মতো করে দাও মা।

আমার কেসটা একাটু অनায্রকম।
प্রই নিজেই অনারকম রে ધ্রুব। তোর সহ্গে মেশা আমার উচিত হয়নি।
দেখ চৈতন, আমার প্রবলেম অনেক সিরিয়াস।
তোর কোনো প্রবলেম নেই ধ্রূ। কেন ওসব বানাচ্ছিস। দেশের দিকে চেয়ে দেখ। চারদিকে দেখ কী দूঃখ! লোকে খেতে পাচ্ছে না, পরতে' পাচ্ছে না, মাগ-ভাতারে বনিবনা হচ্ছে না, ভিখিরি থরা, লোডশেডিং, করাপশন, आর্বজনা, अসুখ। মাইরি দম বक्ধ হয়ে আসছে। ওঃ।

লাপিটা এবার ঝাড়ব ? নে শালা পিছু ফের।
লাথি আজকল আর লাগে না রে । ইমিউনিটি এসে গেছে তো । ভাগোর লাথি, পুলিশের লাথি, বউয়ের লাথি, কুকুর ইঁদूরের লাথি, লাথিতেই তো আমার জীবনটা ভরা । লাথি মেরে কিছ্হ শেখাতে পারবি না রে বাপ।

মাজাটা তো ভাঙতে পারব।
মাজা নেই, মেরুদ নেই, ওসব নেই রে ধ্রুব। কে যেন বলছিল তোর মিনিস্টার বাবা তোকে भूना না বরোদা না নাসিক কোথায় यেন পাঠাবে।

কबा একটা आছে।
याবি ध्रूব ?
হয়জো যেতে হবে।

কলকাতার গাড্ডা ছেড়ে যাবি ? या। Өনেছি, ওসব জায়গা নাকি অনেক ভাল হয়ে গেছে। ঝা চকচকে রাস্তা, দারুণ ডিসিপ্পিন, ট্রামে বাসে ভীড় নেই, ট্যাকসি পাওয়া যায় আর ঞুডড়িরা মালে জল মেশায় না। या। ভাল থাকবি।

ভাল थাকা অত সস্তা নয়। বিস্তর ঝাঞ্জাট আছে।
কিসের ঝা্ধাট ?
সে সব ফ্যামিলি ম্যাটার। ঢোকে বলা যাবে না ।
কে শুনতে চাইছে ? ফ্যামিলি ম্যাটার শুনলেই আমার মাথা ধরে। ফ্যামিলি লাইনটা কী বল ঢো! যাচ্ছেতাই একেবারে।

আমারও তাই মনে হয়। কে বলে তুই ফিলজফার নোস ?
আজ একটু হয়ে যাক দোস্ত। তুই চলে যাচ্ছিস। একটা ফেয়ারওয়েল निয়ে নে। ্্যাাক নাইট।

না রে চৈতন, আজ থাক। আমার আজকাল কেমন श゙সयঁँস লাগে। কাল সকালে রাস্তায় অঞ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম হঠাৎ।

অब্ঞান! বলিস কি ?
তাই তো বলছি। আমার শালা দেখতে পেয়েছিল ভাগ্যিস। নইলে রাস্তার লোক হাসপাতালে চালান করে দিত।

তোর কোন শালা ? यাদের বাড়িতে গিয়ে আমরা হুজ্জোত করেছিলাম ?
হাঁ। সে-ই।
সে এখনো তোর সঙ্গে সম্পর্ক রেথেছে ?
ঠিক রাখতে চায় না। তবে বিপদে পড়ে রেখেছে।
তোর কপাল রে ধ্রুব। আমার যত রিলেটিভ আছে কেউ মাইরি ভয়ে আর সম্পর্ক রাথে না ।
তোকে ভয় কিসের ?
ওই যে মাঝে মাঝে একটু বেহেড হয়ে যাই। জীবনটা আমার বড় ট্র্যাজিক রে গ্রুব। এই দুঃখে হয়ে যাবে নাকি এক হাত র্যাযননাইট ?

তুই টাকা পেলি কোথায় বল তো !
কেন শালা, আমি কালোয়ারের ছেলে, আমার পকেটে টাকা থাকতে নেই ?
তা আছে। কিষ্তু হঠাৎ এত্তে র্ञাকনাইট র্রাকনাইট করছিস কেন ? তুই তো খাস ‘পঁচচা কালীর পেচ্ছাপ। কালীমার্ক।

মাঝে মাঝে একটু ফিন্িিনে নেশা করতে ইচ্ছে হয় না ?
আজ ইচ্ছেটা হয়েছে কেন ?
বড় দুঃখ রে ! একদু মুর্গীর রয়़াল দিয়ে মুথবম্ধন করে নিলে বড় ভাল জমত ব্যাপারটা।
তোর কি এথনো খিদে পায় চৈতন ? আমার পায় না।
আমার পায়।
আমার মনে হয় পেটে একটা গজকচ্ছপ पুকে বসে আছে। গ্যাস হচ্ছে।
দিনে বারোটা করে অ্যাণ্টাসিড খাবি।
তোর মাথা!
মাতালদের রেডবুকে লেひা আছে রে। বারোটা আান্টাসিড।

আপনাকে দারুণ ক্রেশ দেখাচ্ছে।
রেমি কথাটা তনে তরুণী নার্স মেয়েটির দিকে ড্রূ ক্চুকে তাকাল। কथাটা যেন ঠিক বুঝতে

পারছে না। বলन, आমি कि ভাল আছি?
ওমা ! ভাन নেই? এঝদম ভাল रয়ে গেছেন आপनি।
রেমির মনে হচ্ছিল তার শরীরের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। একতাল ময়দার মজো তাকে ঠেসে মেথে ছেনে তারপর দলা পাকিয়ে ফেলে গেছে কে যেন । মৃত্তুর এক আবছা অন্ধকার জগe থেকে ফিরে এসেছে সে, কিষ্ডু এখনো সেই মৃতুর একদু শীতল স্পর্শ, মাথার ভিতরে এখনো কয়েক ফোঁটা মৃত্যুর অপ্ধকার রয়ে গেছে। এখনো দুই बগতের এক মধ্যবর্তী মানসিক অবন্থায় রয়েছে রেমি। ঠিক স্বাভাবিক নয়।

নার্স মেয়েটি তা জানে দীর্ঘকাল সংख্ঞাহীনতার পর এরকম হఆয়াটাই স্বাভাবিক, সে রেমির আখ্মবিপ্পাস বাড়ানোর জনাই বলল, অসুস্থতার কোনো চিহ্ছই আপনার মুখে নেই।

রেমি ফ্ষীণ গলায় বলল, আমার শরীর বড় দूर्यল।
ও তো একটু হবেই।
ঁুঁচে বড় ব্যাথা
কমে যাবে। আর কয়েকটা দিন।
রেমি হাসল না । বড় বড় দুই চোথে अনিরিষ্টভাবে চেয়ে রইল। তার দৃষ্টি স্থির নয়, স্বাভাবিক নয়। শ্যাস ফ্ఘীণ, নাড়ী ফীণ, শরীর সাদা, শীর্ণ, শিরা-উপশিরার নীলাভ সরীসৃপ চামড়ার নীচে फ्गयान।

আপনার হাজব্যাঔ এসেছিলেন।
কथन?
আজ সকামে। না দूপুরে বোধহয।
আমার ছেলে?
কাল সকাল থেকে এ ঘরে বেবিকে দেওয়া হবে। আপনার হাজব্যাঔ দেথে গেছেন বেবিকে।
आমি একবার দেখব। দেখাবেন ?
निশ্চয়ই। বলে নার্স মেয়েটি আয়াকে ডেকে বেবি আনডে বলে দেয়।

র্রেমি হাসে না। थूশি इয় ना। खবाব लেয় ना।
ইনজেকশনটা দিয়ে দিই এবার।
দিন। আমার আর ব্যথা লাগে না।
নার্স ইনজেকশন দেয়। রেমি নির্বিকার দেয়ে তুয়ে থাকে। 気চটা বের করে নিয়ে নার্স বলে, লাগল না তো!
 नख्य।

আপনি আমাদের খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।
কেন বলুন ঢো!
এমন কা বौौালেন ! হেমারেজ থামে না। এখন-তথন অবদ্যা। ডাক্ঠাররা তো হাল হেড়ে দিয়েছিন।

মরলেই বা কী হত ?

কেন ? গर्मानের डয় को ?
 কে. চৌభুরি মানে আপনার অতমশাই সারারাত্রি মবিজে বসেছিলেন।

খুব হু－خৈ হরত্রিল？
সাঙ্গাতিক। নার্সিং হোমে একজন্ন হোমিওপ্যাথ，একজন কবিরাজ এবং একজন তাষ্রিককেও आना रয়েছিল।

বলেন কি？
তাই তো বলছি আপনার কিছ্র হলে মিস্টার চোধুরি আমাদের গর্দান নিতেন।
উনি আমাকে একটু বেশি ভালবাসেন।
ভি আই পি－দের আমরা এমনিতেই এক্টু বেশী যত্ন নিই। কিষ্ঠু আপনার ব্যাপারে আমাদের নাওয়া－খাওয়া ছাড়তে হয়েছিল ।

ইস। আমার ভীষণ লब্জা করছে।

রেমি একটু ভাবল। অब্ঞান অবস্ছায় সে সারাক্巾ণ যে সব অভ্যুত দৃশ্য দেখেছে তার মধ্যে এক अচেনা পুরুষ ছিল। সেই পুরুষ কে তা সে জানে না। তবু সেই পুরুষের সজ্গে একজনের সুন্দর একটা আদল ছিল।

B কে ？কার কथা বলছেন ？
আমার হাজবাও！
আপনার হাজব্যাঙ ছিলেন কিনা ওই ভীড়ের মধ্যে লৰ্ৰ করিনি। ছিলেন নিষ্চয়ই। সবাই ছিলেন।

রেমি একাঁ চেয়ে থাকে মেয়েটির দিকে।
মেয়েটা বলে，আপনার হাজবা কিষ্তু থুব শ্মাঁ। দারুণ।
আমাদের বাড়ির কেউ কি এখন আছে বাইরে？
आছে। बগা বनে একজন।
তার কथা বলছি না। आর কেউ ？
ひौब कরব ？
লেখুন না একৗু। আমার বাপের বাড়ির কেউ আসতে পারে।
তারা অনেকদ্মণ আগে এসে সেখে গেছে।
आচ্ছ।
ব্রেমি চোখ বোজে। দীর্ঘ একটা সময় চেতনাহীনতায় কাটিয়ে এথন তার প্রি্যজনদের লেখতে ই砛 কর্রছিল।
 দিতে হবে কিষ্ঠু।

রেমি নিস্পলক তাক্কিয়ে थাকে বাচাচার मिকে। তার। তার। একমাত্র তার্র বত্রিশ নাড়ী－čেড়া
 তার গর্ভে বাস করেনি কি ？বুক জুড়ে বাৎসল্যের মেঘ পুঞ্ভীভূত হয়ে এল। কোথায় ছিল এই


রেমি शাত বাড়ায়। এबন্টু ছোঁয় তার ছেন্েেকে
उকি घুম্মেচ্চে？
शौं बঊमि। খুব ঘুম্মেচ্ছে।
তাহসে बেথে গসো। আর শোনো，ফর্সা কাপড় मिয়ে खড়িও।
आয়া थूব হাসে，ফর্সা কাপড় কি গো！ఆत्र मापू যে ডজनथानেক माমী নत्रম তোয়ামে मिয়ে

গেছেন। বাচ্চার কি অভাব आছে নাকি কিছুর ?
রেমি লম্জা পায়। কৃষ্ণকাষ্ত যে একটা তুলকালাম কিছ্ করবেন এ তো তার জানাই ছিল।
ওর দাদু কি আজ এসেছিল ?
আসেনি আবার! তিনবেনা হানা দিচ্ছেন গো! আমরা সব ভয়ে জড়োসড়ে।
রেমি মিষ্টি করে বলে, উনি থুব ভাল। ভয় পেও না।
आপনাদের সবাই ভাল। বর ভাল, শ্বশুর ভাল, ছেলে ভাল । বাউটি না নিয়ে কিষ্ঠু ছাড়ব না ।
রেমি একটা শ্বাস ফেলে চোখ বুজল।
তারপর একটু অক্ধকার পেরোলো রেমি। শরীর এত দুর্যল যে চোখ বুজনেইই ঘুমের আঠায় জড়িয়ে যায় চোখ। বোধহয় ঘूমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে তাকে।

বিছানায় মিশে থাকা রেমি তার আধো-ঘুমের মধ্যে আবার দৃশ্যাবনী দেখতে পাচ্ছিল। একজন লোক একা একটা বিশাল রোদে-পোড়া মাঠ পেরোচ্ছে। দু’ বগলে ক্রাচ, গায়ে শতচ্ছিম পোশাক। কোধায় চনেছে?

צ্রুব না ? রেমি কেঁপে ওঠ ভয়ে।

## II bo ॥

সংজ্ঞা যथন ফিরল তখন হেমকান্তর উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে। দুর্বল শরীরে রাগ, অপমান এবং অযোগ্যের স্পর্ধা তাঁকে বড় বেশি আন্দোলিত করে ফেলেছিল। হেমকান্ত চারদিকে চাইলেন। ঘরভর্তি তাঁর আফ্মজনেরা। আ丬্মীয়দের দেথে এতটা প্রসন্ন তিনি কোনোকালে বোধ করেননি। ছেলেমেয়েদের সঙ্পে তাঁর বরাবর দূরত্ব ছিল। নিজের অনেক নাতি-নাতনীকে তিনি ভাল করে চেনেনও ना ।

একদম শিয়রের কাছে রসময়ী বসা। হাতে পাখা।
হেমকান্ত রжময়ীকে উপেস্কা করনেন, কারণ সে-ই সবচেয়ে নিকট আখ্মীয়া, তাকেই উপেক্ষা করা যায়।

কনক আরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। হেমকান্তর সংষ্ঞা ফিরে আসার পর প্রশ্ম করল, এখন কেমন আছেন ?

ভাল। দুর্বলতা আর আচমকা উত্তেজনায় মাথাটা কেমন করল।
করতেই পারে। দরোগদের স্পর্ধা মে কোথায় পৌঁছেছে!
হেমকাষ্ত একটা দীর্ঘপ্বাস ফেললেন। ঘরের সবাই চাপা ম্বরে ক্থা বলছে। সকলের চোথেই একটটা আতঞ্ক আর দিশেহারা ভাব এই অল্প আলোতেই লদ্ম করলেন হেমকান্ত । কনককে বললেন, দারোগার আর দোষ কি ? ইংরেজরাই ওদের মাথায় তুলেছে।

জীমূতকাষ্তি এগিয়ে এসে হেমকান্তর কাছে দাঁড়ায় । বলে, স্বদেশীরা আপনাকে মারার চেষ্টা করল আর রামকান্ত রায়কে ছেড়ে দিল এটা দেখে আষ্ঠর্य হচ্ছি। স্বদেশীরা কি শত্রুমিত্র ভুলে গেছে ?

হেমকান্ত মৃদু হেসে বললেন, আমাকে মারা সোজা কিষ্ৰু রামকান্তকে মারা তো সহজ নয়। তার কাছে অস্ত্র থাকে, সঙ্গে সেপাই থাকে। তাছাড়া সে নিষ্যয়ই সর্বদা সতর্ক হয়েই চলে। থাকগে, রামকান্ত রায় কি চলে গেছে!

বিশাখা মৃদু স্বরে বলল, গেছে।
হেমকান্ত ফের একটা দীর্ঘশ্ষাস ফেললেন। ভীড়ের মধ্যে তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রটির মুখ খ্জজছিলেন। কিষ্ঠু ঘরে কৃষ্ণকে দেখা যাচ্ছিল না। হেমকাষ্ত বিশাখার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে 896

বললেন, কৃষ্ণ কোঞায় ?
সে বোধহয় বাড়ি নেই।
এঅ রাভে কোথায় গেল ?
কি জানি।
रেমকাস্ত উদ্বিগ্ম হয়ে উঠে বসলেন। দুই ছেলের দিকে চেয়ে বললেন্, তোমরা দেখ তো ! দরকার হলে চাকর দারোয়ানদের চারধারে পাঠাও । আর প্রজাদেরও খবর দাও ।

কনক বলে, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ?
কারণ আছে বলেই হচ্ছি। কৃষ্ণর ওপর রামকান্ত খুশি নয়, জানোই তো । কি হয় না হয় তার ठিক কি?

আচ্ছা, আমরা দেখছি।
বাড়িতেও দেখ। আগে বাড়ির ঘরগুলো কাছারির ওদিকটা সব ভাল করে দেখে নিও । তাকে পেলেই জমার কাছে পাঠাবে।

থুব ফিসফ্সি করে রঙ্গময়ী বলে, তাকে আমি শচীনদের বাড়ি পাঠিিয়েছি।
হেমকান্ত বিস্মিত হয়ে বলেন. কেন ?
পুলিস দেখে।
হেমকাম্ত ছেলেদের দিকে চেয়ে বললেন, থাক আর খুঁজতে হবে না । তোমরা বরং রাজেনবাবুর বাড়িতে যাও । সে সেখানেই আছে । তাকে নিয়ে এসো । দেউড়িটা সব সময়ে বস্ধ রাখতে বলে দিও।

জীমূত আর কনক বেরিয়ে গেল । কৃষ্ণকাষ্ত মেয়ে আর বউদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা গিয়ে যে যার ঘর ভাল করে খুজে দেখ । বাড়ির আনাচ কানাচ তো রাত্রে ভাল দেখতে পাবে না । তবু চাকর আর দাসীদের দিয়ে খুঁজিয়ে নিও । কিছু আপত্তিকর জিনিস বা কাগজপত্র থাকলে আমার কছে নিয়ে এসো ।

চপলা বলল, কেন বাবা ?
অনেক সময় পুলিস নিজ্জেই আপত্তিকর জিনিস আগে থেকে রেখে যায় । ওদের তো কৃটকৌশলের অভাব নেই। আমার ওপর রাগ তো আছেই। কৃষ্ণর ঘরটা ভাল করে দেখো।

হেমকাম্ত এসব সিদ্ধাস্ত নিলেন ঠাণ্ডা ভাবে, একটুও ভয় না পেয়ে না ঘাবড়ে । নিজ্রের এই নিরুত্তাপ আচরণ এবং মোটামুটি বুদ্ধিমানের মতো চিষ্তা করার শক্তি দেখে নিজেই একটু অবাক হয়ে यাচ্ছিলেন হেমকাম্ত। अন্যেরাও হচ্ছিল বোষহয় । কিষ্তু তাদের মুখের ভাব ততটা অক্প আলোয় দেখা গেল না।

সবাই চলে গেল । রইল রঙ্গময়ী । বলল, দুর্বল শরীরে অনেক ধকল গেছে। এবার ঔয়ে পড়ো । হেমকাস্ত ऊনলেন না। বললেন, সারাদিন শুয়ে বসেই আছি। বিশ্রাম নিতে আর ভাল লাগছে ना।

তাহলে কি মুগুর ভাঁজবে নাকি ?
यা দিনকাল দখছি তাই ভাঁজতে হবে । দারোগার স্পর্ষী দেখে বড় অবাক হয়েছি আজকে ।
রケময়ী মৃদু একটু হেসে বলল, একটা কথা বলব ?
বলো। কি কथा?
রামকান্ত রায় যখন আসে তখন তুমি কী করছিলে ?
হেমকাম্ত অবাক হয়ে বলেন, কী করছিলাম মানে ? বসে ছিলাম।
বসে কিছু করছিলে না ?
না তো।

কোথায় বসে ছিলে ?
এই ডেসকে।
সেখানে বসে কী করছিলে মনে করে দেখ।
হেমকান্ত একটু ভেবে বললেন, মনে পড়েছে। একটা চিঠি লিখছিলাম।
কাকে ?
হেমকান্ত রগসয়ীর দিকে চেয়ে বললেন, অত থোঁজ নিচ্ছে কেন ?
কারণ আছে বলেই নিচ্ছি।
সচ্চিদানন্দকে।
তাতে এমন কোনো কথা লেখোনি তো যে অনো দেখলে কতি হতে পারে।
না । বলেই হেমকাষ্ড থমকলেন। সংজ্ঞাইননার ফলে শ্মৃতিশক্তি দুর্גল হয়ে পড়েছে বোধহয়।
की इल?
হাঁ মনু, তাতে আমি অনেক আবোলতবোল লিখেছি বটে।
লিথেছো! এই রে।
কেন, कী হয়েছে ? কেউ দেখে ফেলেছে নাকি ?
রжময়ী মাথা নেড়ে বলে, তোমাকে যখন অ区্ঞান অবস্থায় বাতাস দিচ্ছিলাম তখন দেখলাম, বিশাখা ডেসকে দাঁড়িয়ে চিঠিটা পড়ছে।

বলো কি ?
খুব বেশি পড়েনি। আমি ওকে ডাক দিয়ে জল আনতে পাঠাই। কারণ ওর ভাবসাব দেথে আমার মনে হল. এই বিপদের মধ্যেও যখন অত মন দিয়ে একটা লেখা কাগজ পড়হে তখন ওই কাগজে তেমন কিছুই লেখা আছে।

তারপর কী হয়েছে ? কাগজখানা কই?
আছে। আমি সরিয়ে রেখেছি। তোমার তোশকের তলায়।
ওতে তোমার কथা আছে মনু।
কেন সচ্চিদানন্দকে ওসব লেথো ?
দোষের কিছু হয়েছে ?
আগেই जো বলেছি উনি লোক ভাল নন।
তোমার সন্দেছ অমুলক। সচ্চিদানন্দ আমার বাল্যবক্ধু। আমি ওকে চিনি।
তোমার মতো সদাশিব কথনো কাউকে খারাপ দেখে না।
मেথে বইকি! এই যে রামকাষ্ট দারোগা এ ন্नाকটা খারাপ।
ভ্রুল। রামকান্ভ থারাপ হবে কেন ? বরংং রামকাঙ্ভ কর্তব্যপরায়ণ মানুষ, মাঝে-মধ্যে বাড়াবাড়ি করে ফেলে।

তুমি সব সময়ে আমার উল্টো দিকে দাঁড়াও কেন বলো তো!
রগময়ী মাথা নেড়ে বলে, সে সাহস আমার নেই।
তবে রামকাষ্তকে সাপোট করহো কেন ?
ক্রহি না। সাপোট ক্রবো কেন ? তবে সে যে সাৰ্চ করতে এসেছিন ৩।র কারণ আছে।
की কারণ ?
কৃষ্ণ তোমার একটা রিভলবার সরিয়ে নিয়েছিল।
হেমকান্ত চমকে উঠলেন, রিভলবার ?
श゙ঁ, বোষহয় সেটা সে এক-আধमिন স্কুলেও নিয়ে গিয়ে থাকবে। ওর যা বয়স নতুন খেলনা পেলে সকলকেই লেখানোর ইচ্ছে হয়।

8৮○

সর্বনাশ！
ভয় পেও না। ওটায় গুলি ছিল না । আমার মনে হয় কেউ ওর কাছে রিভলবার দেখে পুলিসকে জनिয়েছে।

সেটা आমাকে এতদিন বনোনি কেন ？
 ওর जालমक्म निয়ে ভাবি।

চাই্ইন，তবে চূপি চूপি সরিয়ে नि＜্যেছি। जढা এখন আমার কাছে আছে।
भুলিস জান বनছে ？
জানে বলেই ঢে মনে হয়। না হলে সাচ্চ করতে চাইৰে কেন ？একটা কথা বলি ？
বলো।

কিষ্তু এ त．丁 অలি বিপজ্জনক घটना
ছেনেমননম，ও কি आর অত बোেে ？
 नि＜্যে को করতে চায় বলো ঢো

লোমাকে ছোরা মারার পর থেকেই বোষছয় ওর একটা লোধ নেওয়ার ব্োক এলেছে। ভীষণ ভালবালে তোমাকে।

শো নেওয়ার जনা রিভলবার！ও তে জনেও না কে আমাক ছেরা মেরেছে।
তার ওপরেই শে লোধ নিতে হবে তার কেনো মানে নেই। ও লোধ নিতে চায় দলটার ఆপর। भুলিসের ওপরেও ચুব রাগ।

স্গ তোমাকে বলাতু হরে না। কৃষ্ণ যে আমারও ঢেলে সৌে ভুলে যাও কেন ？চরে বড় হচ্ছে， ক厄 आর সামা f斤ঙে পারব आমরা ？

তাহলে বলো ওবে निৰ্যে তাড়ততাড়ি কাশী চলে যাই।





 থেকে বিলিবাবস্श कরা याয়।
ঠिक কাबই করে়েছ মনু। आরো আগে বনলে ভাল করতে। कাল সকালে র্রামকাষ্ঠ সাচ করতে आস＜ে। র্রিজ্নবারটা সাব্যান রেখেছে তে।



সर्বनाশ। आবার को করलে？
এষাঁ ম্মদেশী ছেলেকে দিয্যেছি।
घनू！ছि：।


মর্তা লেখাপড়া জানি না। আমার অভ বৃদ্ধিও নেই্য! আমি ক্ষুদ্র বৃদ্ধিভে যা বুঝোছি করোছ । রাগ করেরো না।

হ্মেবান্ত চৃপ করে একট় ভাবলেন। তারপর একটা দীর্ঘপ্পাস ছেড়ে বললেন, পুলিস এসে রিভলবারটারহ ৷থাজ করবে ট্রেস করা না গেলে আমাকে ফেলবে জবাবর্দিহিতে। ডুমি ঠিকই বলেছো মনু, রিভনবারট। যে বাড়িতে নেই তা পুলিস জানে।
cোমার পায়ে পড়ড, এর জন্া শাস্ত্তি या আমাকে দিও। কৃষ্ণকে কিছু বোলো না।
 निজস্ব মতামভ নিজস্ব চররত্র ত্তের হচ্ছে। আমম কী করতত পারি বলো।

হ্মেকন্তর করুণ মুখখানার দিকে কিছুক্পণ চেয়ে থেকে রжময়ী মাধা নাড়ন। বলল, আমিও সেই কথ্রা বলি। তָমি ভ্তেবা না।

রগময়ী চাল. যাঙয়ার পর হেমকান্ত তাঁর খাস চাকরটটিকে ডেকে বললেন, হরি, মনুর কাছে কেউ আসে-টাসে নাক্ রে ? ছোকরামরো কেউ। দেখ্খছিস কখনো ?

হর্র জন্মাবধি এই বাড়িড়ে আছে। অসম্তব বিশ্পাসী । গলা কেটে ফেললেও কেউ তার মুখ থেকে ক্থা বের করভে পারে না কম কথার মননুষ, বুদ্ধিমান এবং সজাগ লোক। মাথা চুলকে একটু বিনয়ের ভাব র্দেখয়ে বলে. বাইরে থেকে তেমন কাউকে যাতায়াত করতে দেখি না। তবে...

তবে f
প্রতৃল দাদাবাব̧ কৃষ্ণদাদাকে পড়ডয়ে চলে যাওয়ার সময় ওঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতেন।
প্রতৃল! ছেলেটা তো এমনিতে নিরীই। স্বদেশী করে নাকি ?
হরি ফের মাथা চুলকে বলে, সে কি করে বলব ? তবে কৃষ্ণদাদাকে একনু-আধটু স্বদ্রেশী শেখাত।

হেমকান্ত বাড়ির খোজ্ৰ্যর বড় একটট রাথেন না । প্রতুনকে দেখেনওনি বহুদিন । তাই জিজ্জেস করলেন, ক্কককে কি এখনো ও পড়ায় ?

ना। দাদাবাবু आজকাল निজেই পড়ে।
প্রতুল आসে মাঝে মাঝে ?
মােে মােে আসতে দেখি। তবে চুপি চুপি। औौার হলে।
কি করে বেড়ার একটু খৌজ নে তো ?
হরি মাथा চুলকে ব工ে, থ্রেজ পুলিসেও নিচ্ছে। ধরতে পারছে না।
হেমকান্ত্ট বিমূঢ়ের মতো চেয়ে থেকে বনেন, তুই তো অনেক খবর জানিস দের্থি। বলিস না কেন आমাকে?

বলার কি! শরীর তো এর্মনিতেই খারাপ। এসব ওনে আরো বিগড়েবেন।
প্রতুম তাহলে কেরোর?
মনে তো হয়।
রিভলবারটা কবে কৃঞ্ निয়ে গেছ্ছ জানিস ?
কবে বলতে পার্ব না। उবে নিয়েছিন বেশ কিঘूদিন আগে।
पृই खানতে পেরেছিলি?
একদিন ঘরটা সাফ কর্রতে গিয়ে তোশকের তলায় দেখতে পাই।
তখनো आমাকে বলিসনি?

খুनি তো কিনতে পাতয়া যায়।
 8৮マ

থুব বুদ্ধিমান । বলেে হেমকান্ত গন্ভীর হয়ে কিছুুক্ষণ চেয়ে থাকেন জানালার বাইরের অন্ধকারে। তারপর বলেন, ওরা এল কিনা দ্দখ। কক্ণর জন্যা চিন্তা হচ্ছে।

এই যে যাই।
বলে হর্রি বেরিয়ে গ্গল
হেমকান্ত তোশকের তলা থেকে সচ্চিদানন্দকে লেখা চিঠিথানা বের করলেন। ভারী লজ্জা কর্রাছল চিঠিখানার fिকে চেয়ে। শার্শে जাই বলে শতং বদ মা লিখ। লেখা জিনিস দলিলের মতো । শত গজবেজ या করতে পারে না এক টুকরো চিরকুট তা অনায়াসে করর়ত পারে। হেমকাণ্তর একটা ডায়েরীজ আঢ় । এক fকশোরীকে নিয়ে নানা প্রণয়োপাখ্যান। এঙ্লো কি প্পুড়িয়ে ফেন্গা উচিত

বিশাখা যদ্দ চিঠিটা পড়ে থাকে তবে যথেষ্ট ক্ষত্তি হয়ে গেছে। আর কিছ్ করার নেই। বিশাখা ভাল স্বভাবের ম্যেয়ে হলেঙ নিন্দেমন্দ করা এবং কৃটকচাল তাদের প্রিয় স্বভাব। কোনো সময়ে তার মুখ দিয়ে কথাঙালো প্রকাশ পেতে পারে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ হেসে উঠলেন হেমকান্ত। তারে আর রহ্গময়ীকে নিয়ে প্রচার তো বহুকাল ধরে হচ্ছে। অতএব ভয়ের আর কী?

বাইরে সাড়াশব্দ পাওয়া গেল। হেমকান্ত চিঠিটা লুকোলেন।
ঘরে এসে ঢुকল কনক আর জীমৃত । তাদের মুখচোথের চেহারা ভাল নয়। কেমন উদ্ভ্রান্ত ।
কষ্ণ কোথায় ?
কনক বলল, সে ও বাড়িতে নেই।
নেই মানে? মনু যে তাকে পাঠিয়েছে।
গিয়েছিন। কিষ্ঠৃ তারপর কোথায় চলে গগছে।
হেমকান্ত উত্জেজনায় দौড়িয়ে পড়লেন, তার মানে ? এত রাতে সে যাবে কোথায় ?
তা কেউ বলতে পারছে না। সক্ধেবেলায় গিয়ে s বাড়িতে শচীন্নর থৌজ করে। শচীন ছিল না । কিছুহ্মণ বসে ছিল বাইররর ঘরে। ওদের এক ঝি বলল, একটা ছেলে নাকি সাইকেলে হুাৎ কোথা থেকে এসে ওকে ডেকে নিয়ে যায়। সেই সাইকেলেই উটে গেছে।

হেমকাষ্ত দুর্यল শরীরে অবসন্ন বোধ করে বিছানায় বসে পড়লেন। বললেন, তাহলে?
আমরা চারদিকে লোক পাঠিয়োছি। খৌজ পাजয়া যাবেই।
সাইকেলওলা ছেলেটা কে:
ওদের ঝি তা বলভে পারল না।
হেমকাষ্ত উర্ঠে পড়লেন । বললেন, গাড় জূড়তে বলো। आমি বেরোবো । কনক জীমৃত দূজনেই হাঁ-হাঁ করে ওঠে, এই শরীরে কোথায় যাবেন ?

শরীরে যথেষ্ট জোর পাচ্ছি। চিস্তা কোরো না।
মাথা घুরে পড়ে যাবেন। একটু আগেই তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।
বাধা দিও না। গাড়ি জুড়তে বলো।
থবর পেয়ে মেট্যেরা বউরাও এল।
কোথায় যাবেন বাবা ? আজ অষ্ধকার রাত।
आমি বিশেষ একজনের কাছে যাবো। সে বোধহয় বলতে পারবে।
জীমূত বनে, তার নাম বলুন। আমরা चেौজ निচ্ছি।
সে অ্যাবসকতার তার নাম বলা উচিত হবে না। आমাকে যেতে দাও। কষ্ণর কিছু হলে आমি মরেও শাশ্তি পাবো না।

তাহলে আমরা কেউ আপনার সক্গে যাই।
হেমকান্ড এবটু তেবে বললেন, কনক বরং চলো । আর শোনো, বন্দুকের ঘরটা কাউকে খুলতে

পাঠাও। আমি সজ্গ একটা অস্ত্র রাথতে চাই।
সকলেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কিষ্ঠু কেউ প্রতিবাদ করল না।
হেমকান্ত বন্দুকের ঘরে ঢুকে চেস্ট অফ ড্রয়ারস খুললেন। নীচের সেরাজ্রে একদম কোণের দিকে হাত বাড়িয়ে একটা পিস্তল বের করে তুলি ভরলেন + তাঁর হাত কौপছিল । বুকে কষ্ট হচ্ছিল। তিনি অस্ত্র পছন্দ করেন না । কিষ্ধু কৃষ্ণ, তাঁর প্রিয় পুত্র কৃষ্ণর জন্য তিনি দরকার হলে হাজারটা লোক্কে মারতে পারেন।

ঘোড়ার গাড়িতে বসে কনক জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন বাবা ?
প্রতুলের বাড়ি। কাছেই।
প্রতুল কে? কৃষ্ণর সেই প্রাইভেট টিউটর ?
হাঁ। ছেলেটা তুনেছি স্বদেশী করে।
কৃষ্ণর সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক ?
হেমকাত্ত একটু চুপ করে থেকে সতর্ক গলায় বলেন, আমার ধারণা কৃষ্ণ ম্বদেশীদের সজ্গে মেলামেশা করছে। এবার হয়তো আ্যাকশনে নামতে চাইছে।

সর্বনাশ।
হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্যাস ফেলে বলেন, তোমরা কেউ থাকো না এখানে। আমিও সবদিকে নজর রাখতে পারি না। কী যে হবে।

গাড়ি একটা ঘিঞ্ঞি পাড়ায় ঢেকে। তারপর এসে দौড়ায় একটা টিনের বাড়ির সামনে। হতদরিদ্র চেহেরার বাড়ি।

গাড়োয়ানের পাশ থেকে নেমে হরি ভিতরে গিয়ে এক বুড়ো ভদ্রলোককে ডেকে আনে। প্রতুলের বাবা। শশব্যস্তে এসে ভদ্রলোক হততজোড় করে দौড়ান, আজ্ঞে আপনি!

প্রতুল কোথায়?
প্রতুল|! সে তো মাসেকের ওপর বাড়ি নেই। পুলিস এসে রোজ থ্ৰ゙জ করে যাচ্ছে। হেমকাণ্তর শ্বাস হঠাৎ বক্ধ হয়ে আসতে থাকে।

$$
\|\vdash 8\|
$$

పৈতन ห্রুবকে লঙ্巾 করছিল। খুব নিবিষ্ট চোথে এবং অখণ মনোযোগে। এতকাল কর্রেনি।
 ও মিনিস্টারের ছেলে। এখন আর צ্রুবর বাবা মিনিস্টার নয় বটে, কিষ্ডু কিছ্হ কমও যায় না।

সে যাই হোক, ધ্রুব<ে মিনিস্টারের ছেলে বলে কোনোদিন খাতির দেখায়নি চৈতন । צ্রুবর বফ্ধুরা সবাই জানে বাপের সজ্গে ધ্রুবর বনিবনা নেই। তবু প্রুবকে সবাই খাতির করে। কিছू তো বना यায় না, শত হোক মিনিস্টারের ছেলে তো উপকার না করুক ফাঁসিয়ে দিতে পারে। সকলেই জানে

 आनाদা বা বিশিষ্ট কেউ বন্শেও মনে করেনি। কিষ্ঠু আজকাল একটু কেমন যেন बাগহছ ఆকে।

মপ্পিকপুরের এই বাগানবাড়িখানা শীতের দूপুরে রমরম করহে। বিস্তর পাখি ডাকছে গাছে গাহে। মাংসের্র গক্ধে মাত হয়ে আছে বাতাস। গাছতলায় শতরঞি পেতে জনা দশেক ইয়ারদোন্ত তিনপাতি থেলচে, পাশে বোতল, গেলাস, গরম মাছভাজা আর ফুলুরি। জনা চারেক এমনি এমনি


গছিয়ে দলে টানার চেষ্টা করছে। ভ্যেনটা হয় আর কি।দু তিনজন বেরিল্যেছে ইদিক সিদিক একমু घুরে আসতে।

লরি অর্তি এই যারা এcেছে，অর্থাৎ তারা মে খুব সুবিষ্ধের লোক নয় ত চৈতনের চে＜়ে ভাল आর কে জানে ？এদের মধ্যে তাসের আড্ডায় কলকাতার এক সেরা যুনে এবং পয়না নমরের అওা আছে। আছে অষ্ত তিনজন ম্যাগলার，মেজো বা সেজ্েে అ৩，মাতান，মেফ়েমানুবের কারারী ।


 খামোখা মুখের কেকো তোলা，কাউকেই তো নডুন কিছ্হ বনার নেই，কারো কাছ থেকেই নত্রন করে


 তারাপীঠঠ যাতায়াত আছে। এক সময়ে হাওড়ার দানুবাবুর সাকরেদ ছিল। সিনেমা করতে গিক্রেছিল একসময়ে। यাত্রার দল খুলেছিল। সব ছেড়েছ়ড়ে এথন হোলটাইম জ্যোতিযী। এ দলে সবাই শে সকলের বক্ধু তা নয়। কেউ হয়তো তার বাইরের বক্ধুকে ধরে এনেছে। অচেনা，आধচেনা বেশ ক＜্যেকজন আছে। পানু এই आধচেনাদের দলে।
 צ্রুব जারী বিরক্ত হয়ে হাতটা টেনে নিল। তারপর উদাস হয়ে বসে আছে ৫ই। পানু হাতের গেলাসে
 দুরে।

డেতন বিড়বিড় করে বলন，মরবে শালা，এবার মরবে। মরার আগে মুহ্গীদhর যেমন কিমুনি রেেগ ४রে এই শালাকেও ত্মনি ধরেছে।

তিনটে মেয্যেছেলে এসেছে দলের সল্গে । তিনজনই ভাড়াটে। হাফ－গেরশু। বয়স কুড়ি－বাইশের

 তবে তার বেশী কিছू নয়। সতী টাইপের আর कि।

সেই মেয়ে চিনজন এখনো ফিল্ড নাম্মে। সাজগোজ করছছ। তারা ফিম্ডে নামলে



 কथा বলহ下।

চৈতন উळ্ঠে গিয়ে শালপাতয় গোঢাকয় মাছ্যাজা নিয়ে এল রাল্木ার জায়গা থেকে। আবার



 বেগোছ এখन সব সেরেসুরে নতুন মেকআপ নিয়ে আসায় খোলটাই পাた্ট গেছে একেবারে।


 মেয়েটার।

उবে পুষিয়ে গেল। তিনপাত্তির আড্ডা থেকে একটা হাম্মা উঠন জোর, এসে গেছে ! এসে গেছে! কমলি এসে গেহে!

भूদ্দাড় উঠঠ जूটে গেল কয়েকबন। একটা పেপ রেকর্ডার চালু হল। बिनচাক হিপ্দি গান ঝলসাতে মাগল বাতাসে।
 मারুন। आবার একটা হামাচিমা উঠন।

जব্রকমই হత্যার্र कथा। এরকম ইఆয়াই निয়ম।
పৈতন একটা মাছের কাঁট দুটো মোটা আకুল मিয়ে কষের দौত্তের ফাঁক থেকে নেনে বের করার ব্যর্থ बেষ্টা করতে করতে ফের আপনমনে বলল, শালা সতী।

তিনজন মেয়েছেনেকে কত আর ভাগাভাগি করা যায় ? এক একজনকে নিয়ে তিন চারজন করে হামমে পড়ন। তিনপাত্তির আড্ডায় টিমটিম করছে মাত্র জনা চারেক। আর সব নাচানাচির জন্য তৈরি হয়েছে।

চৈতन बোখ বুজ্জে একটা মম্বা যাস নিল। তারপর বোতল হাতে নিয়ে উঠল । শালাকে একটু নাড়া দেওয়া দর্রকার।
s্রুব! आই बে s্রুব!
s্রুব প্রथমটায় সাড়া দিन না।
आই বে শালা ध্রু ! जनिি ?
s্রুব ঢোখ কেরোল।
কী ভাবছিস বসে বসে গাড়লের মতো ?
কিছ্র ভাবছি না।
भिকनिক ভাল মাগर्र ना ?
घाগर下। नाগবে না কেন ?
ফুর্তি করতে এসেছিস তা অমন শোকাতাপা মুখ করে বসে আছিস কেন ?
ওসব आমার ভাল লাগছছ না আख।
মাল টাनছिস, নा ?
না। পেটে ব্যथা হয়।
মাएভাজা थाবি?
そक्फ क्रदू ना।

s্রুব অবাক হয়ে बनম, সুইসাইড ! কেন, সুইসাইডের কী হস ?
আমার ছোঢো ভাই তোর্র মতো বয়সে সুইসাইড করেছিল। বেশীpিনের কथা নয় । মরার आগে তাকে ठिक जরকম मেষতাম।

এরকম মানে ?




রোকারা সুইসাইড করে।
पूই কি ঋু চালাক?
8৮৬

乡্রুব হেসে ফেলে। বলে, হঠাৎ আমাকে দেچে কেন যে সুইসাইডের কथা তোর্র মনে হল! পাগল আছিস মাইরি।

চৈতন একটা চাপা एুকা দিয়ে বলে, পাগল আছি ডো আছি, ডোর বাপের কী ? এথন সতি্য করে বল তো তোর হয়েছেটা কী ?

কिছ্হু হর্য়নন। তুই আজকান বড्ড আমার পিছনে নেশোছিস।
নাগাচ্ছিস বলে লাগছি।
কেন. একজন মানুষের কি একটু একা বসে পাকতে ইচ্ছে হত্র না ?
হবে না কেন ? আমিও তো এতঙ্মণ একা বসে ছিনাম। বসে বসে চুক চুক করে মাল খাচ্ছিলাম, মাছভাজা খাচ্ছিলাম। ডूই কিছू করহছস না। ধু বসে श゙ করে চেয়ে आছিস। কেন ?

তোকে নিয়ে আর পারি না పৈতন।
 একবার ভাল করে চেয়ে দেখলি না। মেয়েমানুষের এই অপমান কি ধর্মে সইবে রে!
s্রুব খুব शাসল খাণিকক্ষণ। তারপর বলল, এই মেয়েখলো বড্ড সাব-স্ট্যা৩ার্ড।
তা হোক না । সাব-স্ট্যাজার্ড ছাড়া ভাড়া খাটবে কেন ? তোর এত ฤিবায়ু কবে থেকে হল বল ডো ?

হবে কেন ? বরাবরই ছিল। কোনোদিন আমাকে সেখেছ্যিস মেয়েছেলের পিছনে ছৌক-হৌক করে বেড়াচ্ছি?

मেখিনি, কিষ্ঠু দেখতে চাই। पूই নরম্যাল নোস কেন ?
আমার তো মনে হয় বিশ জন লোকের পক্ষে তিনজন ভাড়াচে মেয়েমানুষের পিহনে চাগাই আ্যাবনরম্যাল এবং ইনহিউম্যান।

চৈতন রাগের চোথে কিছুকণ চেয়ে থেকে হঠাৎ ঠালা মেরে গেল। তারপর বলन, पूই কি নারীদরদী নাকি রে ?

कि জাनि की। उবে ఆই তিনজনের মধ্যে একজन<ে आমি চिनि।
চिनिम ? की সৃত্রে চिनिস ?
 করারও নেই।

তোর রিলেটিভ হয় ?
ওরূকমই।
কোন মেয়েঁ ?
তা তোর জ্রেন কাজ নেই।
 বংশের মেয়ে কখনো হাফ-গেরম্ত হয় ? ডুই అল ঝাড়ছিস।

বংশের মেয়ে কে বলন ?
এই শে বললি রিলেটিভ !
না। उবে রিলেচ্ভের মতোই।
সত্যি বनহিস?
সত্যি। মিথ্যে বমব কেন ?
মেয়েঁা ডোকে চিনতে পের্রেচে ?

এবচু সেখিত্যে লে গ্রুব মেয্রেটাকে।

কেন, কি করবি ?
কলকাতার গাড়িতে তুলে দিয়ে আসব
সাধে কি আর পাগল বলে ঢোকে ?
এতে পাগলামির কি আছে ?
মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিলে তোরা ওকে পুরো টাকা দিবি ?
দেবো।
তাতেও লাভ নেই। এটাই ওর ব্যবসা । এরকম ওকে করতেই হবে। খামোখা একটা সীন তৈরি করে লাভ কি ?

ওই মেয়েটোর জনাই কি এমন খাট্টা মুখ করে বসে আছিস ?
צ্রুব মাথা নেড়ে বলে, না। আমি ব্যাপারাঁ স্পোটিংলি নিয়েছি। আমার কোনো সংস্কার নেই, দেহের তচিতা আমি মানিও না । তবে মেয়়রা যখন শরীরটাকে ভাড়া খাটায় তখন খারাপ লাগে। আমি সহ্য করতে পারি না।

চৈতন আবার একটা দীর্ঘস্বাস ফেল্ন বলে, তোর জন্য দুশ্চিষ্তায় আমার নেশা ছুটে যাচ্ছে রে s্রুব।

কেন্ন, দুশ্চিন্তার কি ?
তুই কি শেশে সামাজিক জ্যাঠামশাই হয়ে দাঁড়াবি?
প্রুব হাসল না। চूপ করে রইল।
চৈতন তার আর একটু কাছ র্ঁঁষে বসে নরম গলায় বলन, কোন মেয়েটা তা বলবি না ? বলে লাভ কি ?
একটু দেখি।
দেখে কি হবে? বাকি দু'জনের সহ্রে ওর তফাৎ নেই। একইরকম।
তবু একটু দেখিয়ে দে।
צ্রুব রাগল না, তুধু একদ̆ হেসে মাথা নেড়ে বলল, না রে। তা एয় না। उকে আলাদা করে চেনার আর দরকার নেই।

প্রুব আবার शাসে, না। आমার ভিতরে সফ্টনেস বলে কিছু নেইই।
জানি। ধারাও সেই কथা বলে।
ষ্রুব চুপ করে থাকে।
সামনে বিষ্থৃত লন । দूभুর্রের ফল্লাও রোদে চারদিকে প্রকৃতির যেন এক উৎসব চলছে । बन्-এ তিনটে মেয়েকে নাচাচ্ছে মাতাল ও উদ্দ পুরুমেরা। একটা আদিম দৃশ্য।
 মুধ নিজ্রের মুখে তুলে নিন।
s্র্ব !
बन।
पूই আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিস।
কোধায়? बই তো তোদের সজ্গ জুটে চলে এসেছি।
এসেছিস ! সত্যি এসেছিস !
তার মানে?
সেই যে রবিঠঠকুরের গানে আহে, ত্ব মুখপানে চাহি এসেছো কি আসো নাই বুঝিব কেমনে ? यिन्नखि रक्ছि?

পাগল！মাতালের পেটে কি ফিলজফি সয় রে ！লাইনটা মনে পড়ে গেল তাই বললাম। কিষ্তু আমার সত্যি মনে হচ্ছে তোর থ্থোটা পড়ে আছে এখানে। তুই নেই।

आমি সেই অর্থে কোথা নেই রে চৈতন।
উन্টে ফিলজফি ঝাড়ছিস গুরু ？
না। आমি বাঙ্তবিক কেমন যেন একটা নেই－নেই ভাবের মধ্যে আছি।
আর একটা দীর্ঘপ্যাস ছেড়ে চৈতন বলে，আমারো সেই ভয় হচ্ছিল রে। কেবলই মনে হচ্ছে，乡্রুবটা কি বাঁচবে ？

চৈত্ন ফের রোতল মুখে তোলে এবং ঝুম হয়ে বসে থাকে।
এরা কে কখন খাবে তার কোনো ঠিক নেই। লরি কখন ফিরব্র তারও নিশ্চয়তা নেंই। কিস্ডু ধ্রুবর आর ভাল ল্গাগছিল না

নিঃশব্দে উঠল ધ্রুব এবং পায়ে পায়ে লন－এর উল্টোদিক দিয়ে घুরে বাড়ির পিছনের উঠোনটায় এসে দাঁড়াল। দুটো কয়লার উনুন্ন দু’জন ঠাকুর প্রবन বেগে রান্মা করছে।

ষ্রুবকে দেখে একজন গামছায় হাত মুছে বিগলিত মুখে এগিয়ে এসে বলে，কিছু দিই স্যার ？ মাংস，মাছভাজা，চপ ？

গ্রুব একটু ইতস্তত করে। তার খিদ্দ পেয়েছে।
লোকটা কোথা থেকে একটা কাঠের চেয়ার টেনে এনে ঝেড়ৌুড়ে বসত্ত লেয় তকে। ভঁড়় মাংস，শালপাতায় চপ আর মাছভাজা নিয়ে এসে দেয় । বলে，পোলাও হয়ে এল স্যার । একটু চেটে দেখবেন।

গ্রুব একটা চপ খেয়েই উঠঠ পড়ে । তার ভাল লাগে না। পেটের মধ্যে একটা অস্বত্তি হচ্চে। প্রবল একটা আলোড়ন।

খেলেন না স্যার ？
ना।
টেস্ট ভাল হয়নি স্যার ？
भूব ভাল হয়েছে। কিষ্রু आমার শরীরটो आজ ভাল নয়।
乡্রুব উঠে উঠোনটা থেকে বেরিয়ে পিছন দিকে খানিকটা এগোয় । এদিকটট পতিত জমির মতো
 গাছকে ঝেঁপে ধরে আষ্টেপৃষ্ঠে बেঁદে ফেলেছে একটা প্রবল লতা ।

बায়গাটা খুব নির্জন। গুব ঘাসের ওপর আস্তে আস্তে বসল। তারপর ওয়ে পড়ল। পেটে গৌতলানোর ভাবটা প্রবল হচ্ছে। বমি আসচে। সচ্তবত গ্যাস হয়েছে।

৩য়েই ধ্রুব বুঝডে পারল，একটা ভूল করেছে সে। শোওয়া উচিত হয়নি। শরীর জুড়ে একটা


 চোথের পাতা।
 বলে একটা ж্丸ী আশা ছিল তার।

की হয়েছে তোমার বলো ঢো！बয়ে आरছে কেন এथানে ？
जूই यা নোটন।
কাनো শাড়ি পরা সুন্দর মেয়েটা ষ্যাল ষ্যাল করে খানিষক্কণ তার সুখের দিকে চেয়ে থেকে


ঠাকুর বলল, এদিকে আসতে দেখেছে তোমাকে। ছুটে এসেছি। আর ডুমি তাড়িয়ে দিচ্ছে ? তোকে তাড়াবো না ঢে কাকে তাড়াবে ?
आমার সব লোষ, না ?
उবে কার লোম ?
নোটন ঢোের জনে মুখ ভাসিয়ে বলে, ঠিক আছে, আমার দোষ। কিষ্ঠু তোমার কি হए্যে: צ्रूपदा ?

কিছ্র হ হ़নি।
রাগ করছো কেন ? একটা থাপ্পড় মারো বরং।
आমার को হয়েছে জ্রেনে কী করবি ? এত দরূम করে হেকে হল ?
দরূ বরাবরই ছিল। ডूমি বুঝবে না।
ना, आমি বুব<ো কেন ? বুববি पूই। কবে থেকে ওরু করোছিস এসব?
বেেীদিন নয়। आমার দাদাকে জাঠाমশাई তাড়িয়ে मिक्যেছিলেন जा জালো ?


जোরা বাবার কাচ্র গেনি না কেন ?
গেলে यদি জ্যাঠামশাই রাগ করে ! या র্রাগ!


## ubeu

কেরার পথে মোড়ার গাড়ি যধাসাধ্য দ্তু বেেগই চলছিল, তবু হেমকাষ্তর মনে হচ্ছিল, গাড়ি

 भाब ।

 চাতানে।



आख्ञ, आभनि! आमून आमून।


 बउढा बाथ०?
 आल्ध या बड़ बाध্য।

किल्ड बाমना करजে भाधग़ा याয়?



চাইলে পাবো ?
ভক্তি করে একটু চেয়ে দেখুন না, চৌধুরীমশাই।
চাইব ? বলছেন !
পুরোহিত একটু হাসলেন।
হ্মেকাস্তকে চেষ্টা করতে হল না । আপনা থেকেই বুকটা থরথর করে কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘ্মাস বেরিয়ে এল । চোখ বুজতেই চোখের কোল ভরে গেল জলে । মনটা দীন হয়ে গেল, মাথা নুয়ে এল আবেগে । নিজেকে মনে হল, কত তুচ্ছ, কত নশ্বর, কী অসহায় ।

একেই কি ভক্তি বলে ? কে জানে ! তবে দীন নম্র হৃদয়ে ভিখিরির মতো নিজের প্রিয় পুত্রের মঙ্গল প্রার্থনা করলেন তিনি। অশ্ফুট স্বরে ডাকলেন, মা, মাগো!

পকেট থেকে কয়েকটা কাঁচা টাকা বের করে পুরোহিতকে দিয়ে হেমকাস্ত বললেন, প্রণামী।
একটা মানসিক করে যান, চৌধুরীমশাই।
মানসিক ! বলে হেেকাম্ত ভূূ বুঁচকক একটু ভাবলেন । তারপর বললেন, আচ্ছা, করা যাবে । আজ थাক। প্রথম দিনেই এতটা সইবে না।

পুরোহিত মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক আছে।
হেমকাষ্ভ গাড়িতে এসে উঠলেন । কোঁচা দিয়ে চোথের কোল ভাল করে মুছে নিয়ে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে বসে রইলেন।

বাড়িতে এসে তনলেন, এখনো কোনো খবর নেই। হেমকাষ্ত রাত্রে আর জলগ্রহণ করলেন না । বিছানায় য়ে চোখ বুজ্জে রইলেন । রিভলভারটা বালিশের পাশে রাখলেন । জানেন এটা কোনো কাজ্জে লাগবে না।

বাড়িতে বাচ্চারা ছাড়া কেউই అুতে গেল না । কনক আর জীমূত• বার বার বেরিয়ে গিয়ে বিভিন্ম জায়গা থেকে খবর আনছিল। অর্থাৎ খবর নেই। মেয়েরা হেমকাষ্তর পাশের ঘরে বসে নীচু স্বরে কথাবার্তা বলছিল ।

সময় ক্ত দীর্ঘ ও মళ্ళরগামী ! হেমকাষ্ত অনুভব করছিলেন । রাত যেন কাটতেই চায় না । ছেলেটা কোথায় গেল ? কেন গেল ? একবারও বলে গেল না কেন ?

এমনও হতে পারে, স্বদেশীরা হেমকাষ্তর ওপর আত্রেশশবশত কৃষ্ণকাষ্তকে মেরে ফেলেছে। এমনও হতে পারে, কৃষ্ণকে ষরে নিয়ে গিয়েছে পুলিস । খুব সষ্ভব ছেলেটা বিপদের মধ্যে আছে। কিরকম বিপদ, কতঢা সাভ্বাতিক বিপদ তা হেমকাত্ত কिছूতেই আন্দাজ করতে পারছেন না । বারবাড়িচে এক দুই করে কর্মচারী এবং প্রজারা জড়ো হয়েছে, টের পাচ্ছেন হেমকাষ্ত। অনেক জোকের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে।

হেমঝাষ্ত উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়াজেন ।
रরি!
হরি জৈগে ছিল । হেমকাষ্তর ডাক তনে দৌড়ে এন, আख্েে !
ఆরা ক্লেননা খবর এনেছ్ ?
না। খবর কিহू পাওয়া যায়নি।
পুনিস় বাড়ি সাচ কব্রবে বলে কथা ছিন । তাमের খবর কী ?
এখनো পুणिস आসেनि ।
জসবে । শেষ রাত্র । তৈরি থাকিস ।
তৈর্গি आছি। তবে-
তবে কি?
आभनाब्र বিছানার ఆढा কि সর্রিয়ে नেবো ?

না। রিভলভার আমার কাছেই থাকবে।
যে আজ্ঞে।
হেমকান্ত দুর্বল বোধ করছিলেন। একটু .তষ্ঠা পাচ্ছে কিষ্তু কেন যেন জলের গেলাস ঠঠঁটে ছোঁযাত্তেও প্রবৃত্তি হল না। তেষ্ঠা নিয়েই হেমকান্ত শুয়ে পড়লেন। চোখ বুজতেই কৃষ্ণর নরুণকাটা মুখখানা উজ্জ্রল হয়ে ভেসে উঠুল সামনে। হেমকান্ত আ丬্মবিস্মৃতের মতো দুখানা গাত সামনের দিকে প্রসারিত করে দিয়ে বললেন, এসো কষ্ণ, কোলে এসো ।

মিহি স্বরে কে যেন ডাকল, বাবা!
কে ? বলে একটু চমকে চাইলেন হেমকান্ত।
বিশাথা মুখের ওপর ঋৃঁকে পড়ে বলল, কাকে ডাকহিলেন ? কৃষ্ণকে ?
হেমকান্ত একটা দীঘ্মাস ছড়লেন । লজ্জাও পেলেন। স্তিমিত গলায় বললেন, তার কি কোনো খবর এল?

না, তবে চিন্তার কিছু নেই।
তার মানে ? সারা সন্ধে রাত অবধি ছেলেটার খবর নেই, চিন্তা হবে না? বলো কী?
বিশাখা শিয়রে বসল। হেমকান্তর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মৃদ স্বরে বলল, কৃষ্ণ ধারেকাছেই কোথাও আছে। আমার মনে হয় পুলিস বাড়ি সার্চ করবে বলে ভয়ে কোথাও লুকিয়ে आছে।

বিশাখা খুব কেঁদেছে নিশয়ই । তার গলার স্বর ভারী। শ্বাসে এখন্ো কম্পন। হেমকান্ত বললেন, সে তত ভীরু ছেলে নয়। যাওয়ার সময় তোমাকে কিছ্হু বলেনি তো!

আমাকে! বিশাখা মাথা নেড়ে বলল. তেমন কিছু বলেনি। বিকেলবেনায় একবার ওপরে এসেছিন। লালটুকে একটু আদর করল। তারপর চলে গেল।

लान्दू!
মেজদার ছেলে।
বুঝেছি। কিছু বলেনি তাহলে?
না। আমার ধারণ চেনা জানা কারো বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে আছে।
থাকলে ভাল। কিষ্ডু ভয়টা আমার যাচ্ছে না।
মশারিট টাঙিয়ে দিই, একট্ট ঘুমোন।
না। মশারি টাঙালে দমবন্ধ লাগবে আজ। তোমরা বরং গিয়ে ঘুমোও।
আমাদের কারো আজ ঘুম হবে না বাবা।
আমরো হওয়ার কথা নয়। কটা বাজল ?
রাত তিনটে।
ওঃ। তাহলে ডো ভোর হয়েই এল। বাইরে ওরা এখনো আছে?
আছে। বারবাড়িতে সবাই বসে আছে।
ওদের কিজ্ম খাওয়াও তো হয়নি
হয়েছে। চিড়ে ুুড় কলা দেওয়া হয়েছে সবাইকে।
শচীন সব খবর জানে
বিশাখা হঠাৎ কथा বলতে পারল না । লজ্জায় মাথা নুইয়ে ফেলল। হেমকান্ত প্রথমটায় মেয়ের এই প্রতিক্রিয়ার কারণটা বুঝলেন না। পরে বুঝলেন । বললেন, বড় যোগা ছেলে। বিপদে নির্ভর कরা যায়। সে কি चবরটা পেয়়ছে জানো ?

পেয়েছেন। খুব কুঠ্ঠার সঙ্গে বলে বিশাখা, থানায় গিয়ে বসে আছ্নে।
হেমকাষ্ত মেয়ের ভ্রীড়াবনত মুখের দিককে চচয়ে ক্ষণেকের জন্য একটা সুখের অনুভূতি বোধ 8৯২

করলেন। তারপর বললেন, ঠिক আঢে। এ বাড়িতে आসতে সে বোখ্য় এখন নজ্জা বোধ করহছ। বিরেেক ছেলে। आমি জানি কৃষ্পর জনা তার উদ্বেগ কম নয়।

आমि याই বाবा?
ศब्জा পেও না, মা। बোসো। এমनि করে মাথায় হাত বুলির্যে দাও। মনু কোথায় বলতে পারে ?

মन्দিরের দালানে বসে আছেন। इরিকাকাও আছেন। কেউ घুমোয়ান।
డनाজना সব বাড়িতে थেौ नেওয়া শেষ হয়েছে ?
 কেন, বাবা ?



এতে कि अলि डরা आহू ?
আছছ। এক কাজ করো এটা ওই দেরাজে রেথে দাও। সাবभানে নাও, प্রিগারাত্য আডুল দিও ना।

বিশাখা উঠে রিভলভারঢা দেরাজে রেেে আলে।



বিশাখা হেমকাষ্তর গা়়ে একটা ঢাকা দিল। তারপর निঃশদ্দে চলে গেল।
 বিযাদ্দ উথাল-भाथाল कরে आর ঢোখ বার বার ভরে যায় אলে।
 বুজ্জে থয়ে থেকে বছ্বার টের পেলেন তাঁর বড় দূই ছেলে, মেয়ে এবং বউরা বার বার নিঃশর্দে ঘরে


रब्रि!
একডাকে হরি এসে সামনে দौড়ায়, बে আख্ख।
रরির গলার ম্বরও ভারী। অর্থা কৃষ্ণর জন্য সেও সষ্ষবত ক্রেদhতে। হেেোষ্ঠ জিঞ্sে করলেন, পूলিস कि এসেছহ ?

आख्ध ना।
आসার কथा ছ্রিল, এল ना बেन ?
शরি চাপ बরে थाকে।


হেমকাষ্ঠ বিরক হয়ে বলেন, কौদशিস কেন ? তার তো এখন্নে কোনো খারাপ খবর আসেনি ! आख्यে ना।

## তবে?

आপনার বড় কष्ट হচ্ছে শে!




হরি চুপ করে রইল।
एেমকান্ত প্রাতঃকৃত্য সারতে আজ বেশী সময় নিলেন না। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসে বেরোনোর পোশাক পরতে পরতে হরিকে ডেকে বললেন，গাড়ি জুততে বল।

গাড়ি তৈরিই আছে।
आমি একটু থানায় यাচ্ছি। এদিকটা সব দেখেखুনে রাখিস।
आপনি চিষ্তা করবেন না।
यদি এর মধ্যে সার্চ করতে চনে আসে তবে সব দেখাবি，যা দেথতে চায়। কিষ্তু সব সময়ে সর্গে থাকিস।

आ区্⿱ে ।
হেমকাষ্ত সিড়ির মুখেই দাঁড় করানো ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বললেন，থানা । তাড়াতাড়ি চালা ।
গাড়ি ছুটল। সকালে ব্রহ্ষপুত্রের ধার－ঢেঁষা রাস্তায় চলন্ত গাড়ি থেকে হেমকান্ত এই দুঃথের মধ্যেও মুঞ্ধ দৃষ্টিতে প্রকৃতির রুপ দুটো ক্লাষ্ত，অনিদ্রাজনিত জ্রালাভরা চোথে দেখছিলেন আর স্নিহ্ধ হচ্ছিলেন। মানুষের কত বিপদ，কত উদ্বেগ，কত অশাত্তি，কিষ্ঠু প্রকৃতি কেমন শাা্ত，নির্বিকার， বৈরাগী ！ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবেের মধ্যে এরকম প্রকৃতি－বীক্ষপের বড় আবেগময় অভিজ্ঞতার কথা আ下ে। গাছপালা，নদী，আকাশ，পাহাড়，সমুদ্র，ফুল，পাতা，পাখি，প্রজাপতি，কীটপতঙ্গের যে জীবন সেই জীবনে এই দ্বক্দ নেই，এই উদ্ব্রে নেই।

থানার সামনে এত ভোরেও ভীড় দেথে ভারী অবাক হলেন হেমকান্ত। ভীড়ের জন্য তাঁর भাড়ি এবদ্দু দূরেইই থামল।

গাড়োয়ান নেমে এসে বলল，কিছ্ৰ একটা হয়েছে কর্তাবাবু।
কি रয়েছে चै＊জ निয়ে आয়।
গাড়োয়ান গেল। হেমকান্ত দুরু দুরু বুক হাত দিয়ে চেপে ধরলেন । কৃষ্ণর কোনো কিছু হয়নি তো ！ভীড়টা তার জনাই নয় তো ！কৃষ্ণকাষ্ত পকেটে তুলিভরা রিভলভারটা নিয়ে এসেছেন। কেন তা তিনি বলতে পারবেন না। বুড়ো বয়সে ছেলের জন্য উদ্বেগে মনটা যেন কেমন হয়ে গেছে। নইলে যে জিনিসকে তিনি সর্বদা এড়িয়ে চলেছেন সেই আभেয়াষ্ত্র স্পর্শ করে ভরসা পাচ্ছেন কেন আজ ？এক হাত বুকে চেপে রেখে অন্য হাত পকেটে ভরে তিনি রিভলভারটা ধরে র্রইলেন।

গাড়োয়ান খুব উত্তেজিতভাবে ছুটে এল।
কর্ত সर्বনাশ！
की হয়েছে ？
দারেগাবাবুকে ソলি করেছে আজ্ঞে।
হেমকান্ত দরজাটা খুলে নামলেনন，বলিস কি ？
आজ্ঞে। শচীনবাবুও आছেন ভীড়ের মধ্যে দেথলাম।
শচীন। ছুটে গিয়ে ডেকে আন তো।
গাড়োয়ান যায়। কয়েক মিনিট পরেই শচীন শশব্যযেে এসে বলে，আপনি এসেছেন
कী ব্যাপার বলো তো।
শচীন ইতস্তত করে বলে，সঠিক ঘটনা জানি না，আমি কাল রাত থেকেই থানায় বসে আছি। আপনাদের বাড়ি রেড হবে খবর পেয়েই চলে আসি। তারপর খুনলাম，কৃষ্ণ মিসিং। সেজন্যা রামকান্ত রায়ের সন্গে কथা বলার দরকার ছিল।

তারপর কী হন ？
উনি থুব ব্যান্ত ছিলেন। রাত বারোটা নাগাদ একজন ইনফর্মার এসে নাকি খবর দেয় যে， কেఆটখালির দিকে স্বদেশীদের একটা ঘাঁটির সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই তনেই উনি ছোটোখাটো

ফোর্স নিয়ে রওনা ইন। তi：，怆 আর ফেরেননি। একদু আগে থবর এল শট ডেড।
ডেড ？ঠিক জানো ？
তা জানি না । তবে গুজব ছড়িয়ে গেছে। খুব 录ং তজব। ম্যাজিব্ট্রেট সাহেব নিজে অ্যাকশনে নামছেন। প্র্রুর ধরপাকড় হবে।

ডেডবডি এসেছে ？
শচীন তকনো মুখে মাথা নেড়ে বলে，না।
কৃষ্ণর কোনো হদিশ করন্ভে পেরেছো
না। আর সেইটেই চিষ্তার বিষয়।
হেমকাস্তর বুকটা কেঁপে উঠল আবার । বলনেন．চিন্তার কারণ তো বটেই। একটু কোনো থবরও পাওয়া যায় না ？

শচীন খুব সোজালুজি（হেমান্তর দিকে চেয়ে থেকে বলল，একটা খবর আমার কাছে আহে।
হেমকান্ত কौপা গলায় বললেন，খারাপ খবর ？
একদ্দিক দিয়ে দেখতে গগলে খারাপই।
এসো গাড়িতে fগয়ে বসি। প্রকাশ্যে রাস্তায় এসব কथা না इওয়াই ভাল।
গাড়ি心ে দুজনে মুখোর্মুখি বসার পর হেমকান্ত জানালা দরজা বক্ধ করে দিলেন। তারপর খানিকক্ষণ দম নিয়ে নিজ্জকে প্রস্তুত করে বললেন，এবার বলো।

শถীন মৃদুস্বরে বলল，কৃষ্ণ রোধহয় স্বদেশীদের খপ্ররে পড়েছে।
থंপ্ররে বলতে কী বোঝাতে চাইছে ？গুম করেছে ？
না। আমি বলতে চাইছি，স্বদেশীদের সত্গে কোনো সৃত্রে ওর যোগাযোগ হয়েছে। Bকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

স্বদেশী বলতত কোন দল ？কার দল ？
বীরু সেনের দল।
হেমকান্ত চুপ করে গেলেন । বীরু সেন কে তা তিনি জানেন না । তবে জানতে চাইলেনও না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন，কৃষ্ণকে দিয়ে ఆদের কী কাজ হবে বলো তো ！ও তো নেহাত বাচ্চা ছেনে । বাচ্চাদের দিয়েই কাজ হয় । বিশেষ করে কৃষ্ণর মতো ব্রাইঁট ছেলে পেলে তো ক্াাই নেই।
কিষ্ডু यमि খুনখারাপি করায় ？
শচীন মুথটা नाমিয়ে নিল। কिছू বলल ना।
হেমকান্তর হঠাৎ মনে হল，শচীন কিছু গোপন করতে চাইছে। তিনি একটু 丸灬＜ে বনলেন， কোথায় রেখেছে ওকে জানো ？

শচীন মুখ ডুলল। চোখের দ্ষ্টি করুণ। বলল，যতদूর बানি কেఆটখািিতে।
যেখানে রামকাষ্ভ রায়কে মারা হয়েছে ？
তাই তো 冋্যব।
হেমকান্ত শচীনের হাতটা চেপে ধরে বললেন，यাবে ？চলো একবার গিয়ে হেলেটাকে সেঝে आসि ।
 অঞ্চहन पूकতে দেবে না।

ঠিক দেবে। আমরা ঠিক পণ্ব করে নেবো।
পুడ্রের জন্য উচ্ধেগে পাগল বাপের পাগলামি শচীনের অজানা নয় । সে ষ্নান এব্টু Cেসে বলল， आমি সে बেষ্ঠা আগেই করেছি। ওই অঞ্চনে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

পুलिস কि आ্যাক্শन निচ্ছে ওখানে？

নেওয়ারই তো কথা।
यদি কৃষ্ণর কিছ্হ হয় ？
শচীন জানে，কৃষ্ণ একা নয়，বীরু সেনের গোটা দলটাকেই পুলিস হয় ধরবে，নয়তো পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেবে। ইংরেজ ম্যাজিক্ট্রেট নিজ্েে সেখানে হাজির আছে। उবে শচীন সেকথা বলল না， বরং বলল，না তেমন ভয় পাওয়ার কিছু নেই। স্বদেশীরা কি অত বোকা ？নিশ্চয়ই পালিয়ে গেছে।

কিছু খবর পেয়েছে ？
এরুক জানি যে，এখনো কেউ ষরা পড়েনি বা মরেఆনি।
হেমকাষ্তর হাত পা বুক সবই কौপছ্ছ। তিনি অস্থির বোধ করতে লাগলেন। বললেন，ঠিক আছে। पूমি এথন কो করবে？

आমি থানায় আর কিছুহ্巾ণ অপেক্শা করি। খবর যা আসার তা থানতেই আসবে।
খবর পেলে আমাকে জামাবে সড্গ সঙ্গে ।
निफ্চয়। आপनি চিষ্তা কররেন না।
শচীন নেমে গেল। হেমকান্ত গাড়ি ছূটিয়ে ফিরতে লাগনেন।
কিষ্তু ফিরলেন না । নদীর ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নামলেন । গাড়োয়ানকে বললেন，গগা মাঝি घরে আহে কিনা দেখ তো ！থাকলে ডাক।

গञা মাঝি उলব পেয়ে ছूটে আসে।
কর্ত ডাকছেন ？
নৌকোটা আছে ？
आছে！যাবেন？
যাবো। চল।
নিঃশব্দে হেমকাষ্ত নৌকোয় গিয়ে ওঠেন । মাঝারি নৌকো। গস্গা মাঝি বৈঠা ধরতেই হেমকাণ্ত शাত বাড়িয়ে বলেন，आমাকেও একটা দে।

দুই সবল शত্তে বৈঠার তাড়নায় নৌকো কেওটথালির দিকে ঘুটতে থাকে। রোদে ঝকঝক করহে নদী। চমৎকার শাষ্ঠ ত্রী ছড়িয়ে আহে চারদিকে।

হেমকাষ্ত ডাকলেন，গস্গা।
आজ্大ে কर्ण ।
কাল রাতে এই রাস্তা দিয়ে পুলিস গেছে দেখেছিস ？
आख्ध ज चाँ कर्ण।
बण्छन ？
মেলা পুলিস।
থুলিগোলার শব্দ তনেছিস ？
आজ্बে না।
পুলিস কেఆটখালিতে কেন গেছে জানিস ？
গছ্গ মাथा নাড়ন，ना কर्ज।
কৃষকে কাল থেকে পাওয়া याচ্ছে না，खानिস ？
গগ্গা দুঃখिত মুথে বলে，সব ওই স্বদেশীদের কাজ । आমি তো সারা রাত ছোটো কর্তাকে খুজতে নৌকো বেয়ে এখানে সেখানে গেছি।

সারা রাচ，তবে তো ডোর নৌকো বাইতে কষ্ঠ इচ্ছে এখন ！


অনেকক্ষণ নৌকো চলল । শহর শেষ হল । নির্জন নদীর ধার । নিরবচ্ছিন্ম গাছপালায় শ্যামলিমা।

এই ককওটখালি। ওই শ্মশান গগ্গা অস্ফুট স্বরে বলে ।
দুইজনে নৌকো ভেড়ায় । পাড়ে কাদা, কাঁটা গাছ, আগাছার জঙ্গ । निস্তক্ধতা ।
গঙ্গা একটা খুটো পুতে নৌকো বাঁটে । হেমকান্ত নেমে চারদিকে চেয়ে দেখেন । একটু ই্তস্তত করে খাড়াই বেয়ে উঠতে থাকেন ওপরে। গঙ্গা নৌকোর খোল থেকে একটা লম্বা লাঠি টেনে নিয়ে হেমকান্তর পিছু পিছু উঠতে থাকে ।

শ্মশানের ঘাটে মস্ত বটগাছছর তলায় দাঁড়িয়ে হেমকান্ত চারদিকে তাকিয়ে কিছু খোঁজেন । এ সব দিকে তাঁর বড় একটা আসা হয় না । সামনে একটা সুড়কির লাল রাস্তা । তার ওপাশে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে কিছু টিনের চাল দেখা যাচ্ছে।

গঙ্গ নিঃশক্পে পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলে, এদিকটায় নয় ।
তবে কোনদিকে ?
আরো দক্ষিণণ ।
তুই জায়গাটা চিনিস ?
চিনি। বীরুবাবুরা আমার নৌকোয় অনেকবার এসেছেন ।
তাহলে তুই চিনিস। ওরা লোক কেমন ?
ভদ্রলোক।
দলে কয়জন আছে ?
বেশী না। দশ বারোজন হবে।
প্রত্রু ওদের দলে আছে ?
আজ্ঞে হ্যাঁ। উনিই চিনিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে।
কৃষ্ণকে কি ডুই এখানে এনেছিস কাল ?
आজ্ঞে না। ছোটো কর্তা আসতে চাইলেও আনতাম না।
হেমকাষ্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পা বাড়িয়ে বললেন, চল ।
চলুন ।
রাস্তাটা ষরে পুবদিকে খানিকটা এগোনোর পর ডানহাতে একটা সরু পথ পাওয়া গেন । গছা সেই দিকে দেখিয়ে বলল, এই কাছেই।

কয়েক রশি পথ । চারদিকে ঘন গাছপালা, আগাছা, বসতিহীন জমি । সে সব ডিঙিয়ে খানিকদূর এগোবার পর একটা খোড়ো ঘর নজরে পড়ল। চারদিকটায় ফौকা পোড়ো खমি। নির্জন।

কেউ তো এখানে নেই বলে মনে হচ্ছে। হেমকাষ্ভ সভয়ে বনनেন ।
থাকবার কथাও নয়। এক বজ্জ্রগষ্ভীর গলা পিছন থেকে বলে উঠল।

## 

צ্রুব আধবোজা চোখে নোটনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে । প্রয়োজনের চেয়ে একয় বেশীই চেয়ে থাকে ।

বলতে নেই নোটনের মুখখানা ভারী ছমছমে সুক্দর । আভিজাত্য নেই ঠিকই, কিষ্ভু চটক আছে, যৌন আবেদন আছে । নোটনের মুখে আভিজাত্যের ছাপ থাকার কথাও নয় । কিষ্যু একুু পবিত্রতা আশা করা যেত । কারণ ওর দাদু আর দাদুর বাবা দুই পুরুষ ধরে ধ্রুবদের मেশের বাড়ির বাঁধা পুর্রতত

ছিল। গুরুগ্গির করত। নোটন মনু ঠাকুমার দাদার সাক্ষাৎ নাতনী। ওই তেজস্বিনীর রক্তের উত্তরাধিকার এর মধ্যে কিছুটা থাকার কথা ছিল।

নোটনের মুখের দিকে চেয়ে এই সবই বোধ হয় খুজছিন খ্রুব।
কিন্তু নোটন সেই চোখের অন্যরকম মানে করে সিটিয়ে গিয়ে বলল, ওরকম তাকিয়ে আছো কেন ?

আমার চোথকে ভয় পাস ?
পাই না আবার ? या রাগী তুমি।
রাগী বলে ভয় পাস, না কি निজের মনে পাপ আছে বলে ?
এ কথায় নোটনের চোখ ছলছল করতে লাগল । কতটা অভিনয়, কতটা সত্যিকারের অভিব্যক্তি তা ধরা মুশকিল। 乡ুব সেটা বোঝার জন্ই নোটনের ক্রন্দনোম্মুখ মুখখানার দিকে ফের একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

নোটন হাঁটু জড়ো করে বসেছে, দু’হতে জড়ানো দুই হাঁটু, তার ওপর ঋুতনি ছিল। এখন মুখটা সরিয়ে আঁচল্লে চোখ মুছে বলল, আজ কেবল বকবেই বুঝি ?

বকেছি নাকি ? কই, বুঝতে পারিনি তো ?
বকেছে। বকতে তোমরা পারো, কিস্তু আমাদের অবস্থাটা তো জানতে না!
মুকুল এখন কোথায় ?
নোটন তার কচি ঠেঁট ভারী সুন্দর ভłতে উল্টে বলল, কি জানি কোথায় ? আগে ভাবতাম ঠিক একদিন ফিরে আসবে, সংসারের দায়িত্ব নেবে। এখন আর ওসব ভাবি না । কোথাও আছে বোধ ३য়, নাহলে মরেটরে গেছে।

তোরা খেঁজ করিসনি। ঠিকমতো খেঁজ করলে পাত্তা পাওয়া যেত।
পেয়ে লাভ কি ? ওুষু মা একটু ঠাণা হত, আর কি হবে বল ? বেকার ছেলেরা বাড়ি বসেবসে কেবল গারজিয়ানি করে ছোটোদের ওপর। গেছে ভাল হয়েছে।

צ্রুব স্থির দৃষ্টিতে দেখছিল নোটনকে। মায়ের পেটের দাদা সম্পর্কে এত ওদাসীন্য খুব স্বাভাবিক নয়। তবে বোধ হয় অস্বাভাবিকতাই আজকাল স্বাভাবিক। মননুষের মন আজকাল এরকমই।

ધ্রুবর শরীর এখন ততটা খারাপ লাগছিল না । খু গলা পর্যন্ত অম্বলের একটা জ্রালা। অম্বল আজকাল সবসময়কার সঙ্গী। এর ভয়ে সে মদ খায় না, তবু হচ্ছে। শরীরে ঝিমুনির ভাবটাও আছে। কিষ্ুু নোটনেব সামনে বসে থেকে শরীরকে খুব একটা টের পাচ্ছিল না সে । নোটনের এই অ४ঃপতন তার নিজেরও ব্যক্তিগত অপমান বলে মনে হচ্ছে । তেমন কোনো কারণ নেই মনে হওয়ার। সামান্য যে কারণটা ছিল তাকে কারণ বলে না ভাবলেই হয়। दেশ কয়েক বছর আগে নোটনের সন্গে তার একটা বিয়ের প্রস্তাব এনেছিল নোটনের মা । কৃষ্ণকান্ত তাদের ওই স্পর্ধায় এমন চটে গিয়েছিলেন যে তৌু হাতে-মারা বাকি ছিল। কিষ্ঠু কৃষ্ণকান্ত শেষ অবধি ভাতে ওদের ঠিকই মেরেছেন। নোটনের দাদা মুকুল কৃষ্ণকাষ্তর ওকালতি ব্যবসার কেরানী ছিল। ডালহোসির অফ্সিসে বসত। একটু कু’ড়ে ছিল ছেলেটট, কামাই করত। এছাড়া তেমন কোনো দোষের কথা ধ্বুব জানে না। কৃষ্ণকান্ত মুকুলকে তাড়ালেন তো বটেই, তার আগে যথেচ্ছ অপমান করলেন। সম্তবত মুকুলের আ丬্মসম্মান জ্ঞান কিছু প্রখর ছিল। সে সেই যে পালাল আর কথনো ফিরে আসেনি । নোটনদের অবস্থা খারাপই ছিল, আরো খারাপ হতে লাগল । মনু ঠাকুমা ওদের আশ্রয় দিতে পারত, দেয়নি । মনু ঠাকুমার অক্ধ এক স্নেহ আছে কৃষ্ণকান্তর ওপর। তার ধারণা কৃষ্ণ সাধারণ ছেলে নয়, দেবতার অংশ। কৃষ্ণ কখনো ভুল করে না, অন্যায় করে না।

কৃষ্ণকান্ত সম্পক্কে এরকম হঠকারী ধারণা আরো অনেকেরই আছে। যেমন ছিল ঞ্রুবর দাদু হেমকাষ্তর। তাঁর ধারণা ছিন, কৃষ্ণকাণ্ত ভারতবর্ষের প্রধানমণ্রী হবে। দেশের আরো অনেক 8 ৯৮

আহাম্মকেরই সষ্তবত এরকম কোনো ধারণা ছিল। কৃষ্ণকান্ত প্রধানমন্তী না হলেও ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নিজস্ব একট জায়গা করে নিতে পেরেছেন এইসব ধারণাকে ভাঙিয়েই।

প্রুবর স্থির ও অনুসষ্ধানী চোখের ওপর চোখ রাথতে পারল না নোটন। মুখ নামিয়ে নিল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, আমাদের তোমরা শেষ করে দিতে চেয়েছিলে ধ্রুবদা । দেখ, আমরা শেষ रয়ে গেছি।

צ্বুব একটা বড় রকমের শ্বাস ছেড়ে বলল, নাটক-ফাটক করিস নাকি ?
চকিতে একবার মুখের দিকে চেয়ে নোটন বলল, করি। করব না কেন ?
তাই বেশ সাজানো ডায়ালগ দিচ্ছিস।
সাজানো হবে কেন ? কথাটা খারাপ শোনাতে পারে, কিস্তু সত্যি কিনা বলো!
আমি তোদের শেষ করতে চেয়েছি একথা কে বলল ?
তোমার কথা তো বলিনি। বর্লেছি তোমরা।
আমরা বলতে কে কে ?
ষরো জ্যাঠামশাই।
জ্যাঠামশাই থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। তোমরা বলতে তাকে বোঝায় না।
ও বাবা, অত কথা आমি জানি না। ওษু জানি তোমরা সব একরকম।
খুব জানিস তো!
রাগ কোরো না צ্বুবদা। আমি তোমদের নিন্দে করছি না ।
ভয় পাচ্ছিস কেন ? রাগ করলেও আমি তো কোনো ফ্ষতি করব না। করার সাধ্য নেই।
নোটন মাথা নীদু করে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, দাদার দোষ থাকতেই পারে। কিস্ডু আমরা তো কোনো অন্যায় করিনি। মনু ঠাকুমা পর্যষ্ত আমাদের দৃর-দূর করে খেদাল।

צ্রুব একটু হাসল। নোটন বোধ হয় জানে না ওদের ওপর কৃষ্ণকান্তের এত রাগের প্রকৃত কারণটা কি। তাই সে বলল, তোর দাদার দোষটাই বড় নয় রে নোটন। আরও একটা ব্যাপার आहে।

নোটন একটু চমকে উঠে গ্রুবর দিকে চেয়ে বলল, की বলো তো!
पूই कि बानिস ना ?
নোটন কি ভেবে হঠাৎ ফের মাথা নীந করে বলে, সে তো জানি। ডোমার সন্গে আমার বিয়ের প্রস্টাব তো ?

তবে জানিস।
সেটা মার খুব ভুল হয়ে গিয়েছিন।
ভুল! ভুল কিসের?
মা তোমাকে দেথে একেবারে মুক্木। তারপর মা-মরা ছেলে বলে বোষ হয় মায়াও ছিল খুব। আমাকে অনেক অब্প বয়েস থেকে মা শিখিয়েছিল, ওই ঞ্রুবই চোর ব্র।

বটে! ঢूই€ তাই ভাবতি?
ভাববো না ! শিবরাত্তিরে শিবের মাথায় জল ঢালতে পর্যষ্ড তোমাকে ভাবতে হয়। এক সময়ে সেটাই তো বিষাস করতাম।

夕্রুব হাসতে গिয়েও একটू नाल হन नष्बाয়।
 বহ্বার বলেছে, ও কাब করতে যেও না, কৃষ্ণ খেয়ে ফেমবে। তবু মা কেমন बেহেড হয়ে গেল।



কর । আমি চুপি-চুপি কেটে পড়ি।
নোটন একটু কাছে সরে এসে বলে, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে শরীর ভাল নেই। কি হয়েছে বলো তো!

অম্বল। আজকাল হচ্ছে খুব।
এখনো কি ড্রিংক করো ?
করি। ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি।
আমার বাবা বলত তোমাদের বংশে নাকি মদের চলন নেই। কেউ কখনো খায়নি। তাই বাবার ধারণা ছিল, তুমি বোধ হয় মদ খেয়ে মরেই যাবে। সহ্য হবে না।

গ্রুব এ কথাটায় হাসল না । তবে মাথা নেড়ে বলল, মদ খেতে হলে হেরিটেজ দরকার হয় না । তবে একথাটা ঠিক যে আমার নেশাও নেই। জোর করে খাই। না খেলে কিছু ফিল করি না ।

জোর করে খাও কেন ?
তোকে কেন বলব ?
কেন বলবে না ?
সব কथা তোর জানার দরকার নেই।
নোটন আচমকা লঘু গলায় বলে, ভুলে যাচ্ছো কেন আমি তোমার বউ হলেও হতে পারতাম ।
এই প্রগল্ভতা ধ্রুব নীরবে সহ্য করল । তবে একটু বাদে তেতো গলায় ছোট্ট করে বলল, ভাগ্য ভাল যে হোসনি।

কেন ? ভাগ্য ভাল কেন বলছো ?
বড্ড দু নম্বরী হয়ে গেছিস রে নোটন।
বিয়ে হলে হতাম ?
যারা হয় তাদের মধ্যে বীজাণু থাকে।
নোটন হঠাৎ খামচে ধরন ধ্রুবর হাত । প্রবল শ্বাসের সজ্গে তীব্র স্বরে বলে, কক্ষনো নয় ! কিছ্ছুতেই নয় । বরং বিয়ে করোনি বলেই আজ আমি এরকম । এখনো তোমার ওপর রাগে अভিমানে आমি অনেক সময় একা ঘরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি।

ভূল कরিস ।
করি ত্তো । কিষ্তু কি করব ? মা কেন ভুল শিখিয়েছিল ?
সেতোর মা জানে আর তুই জানিস । শোন এখন সীন ক্রিয়েট করে লাভ নেই । তোর একটা ছোটোভাই আছে না ?

আছে। চঞ্চল।
তার বয়স বোষ হয় পনেরো ষোলো হল!
বেশী। আঠারো।
আমার কাছে চঞ্চলকে আসতে বলিস ।
চাকরি দেবে ?
দিতে পারি।
কত টাকা মাইনের চাকরি ?
হঠাৎ এ প্র্ম কেন ?
নোটন একটু হাসে, আমাকে এসব করতে দেবে না তো ? কিষ্ঠু এসব করে আমি যা রোজ্জগার করি চঞ্চল ডার অর্ষেক টাকাও মাইনে না পেলে তো হবে না।

צ্⺀ুব ফের স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে, স্ট্যালার্ড অফ লিভিং খুব বেড়েছে তাহনে ! অঁঁ !
এঝাঁ বেড়েছে। আর শোনো, আমার ভাল করতে চেও না।

তোর ভাল করতে কে চাইছে ! ভালই তো আছিস । আমার আবার বেশী সওীপনা ভালও লাগে না। চঞ্ধলকে চাকরি দিতে চাইছি তোর জন্য নয়। অন্য কারণে।

কি কারণ সেটা তো বলবে।
একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে।
কিসের প্রায়শ্চিত্ত ?
আম্মার বাবা বিনা দোষে তোর দাদাকে তাড়িয়েছিল। আমি বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

צ্যুব ষীরে ষীরে উঠল। কিছू না বলে আस্তে আત্তে পিছনের ফ্টকের দিকে এগোতে লাগল। বেলা পড়ে এসেছে। সামনের দিক থেকে মাতাল গলার কিছু স্তিমিত কোলাহল আসছে। এখন কেউই আর স্বাভাবিক নেই।

কয়েক পা এগোতেই নোটন ডাকল, কোথায় यাচ্ছো ?
চলে यাচ্ছি।
একটু দौড়াও। আমার দরকার আছে।
আমার সন্গে তোর আর দরকার কিসের ?
আছে। শোনো, আমি তোমার সহ্গে যাবো।
צ্রুব মাথা নেড়ে বলে, পাগল ? ওরা তোকে পয়সা দিয়ে এনেছে। ছাড়বে কেন ?
নোটন উঠে এসে প্রুবর মুথোমুথি দাঁড়িয়ে বলল, সবাই ডেড ড্রাংক। কেউ টের পাবে না।
ড্রাংকদের আমি চিনি রে নোটন। ঠিক টের পাবে।
তাছাড়া টাকা आমি সবটা আগাম নিয়ে নিয়েছি।
কত দিয়েছে?
হাজার।
বাঃ, (তার রেট তো ভাল।
নোটন মাथা নামায়।
ধ্রুব বলে, দিনে হাজার হলে তোর মাসের রোজগার ত্রিশ হাজার।
মেটেই নয়। এরা বেশী দিয়েছে। তাছাড়া সব দিন এসব হয় নাকি ?
এরা ডোকে বেশী দিল কেন ?
জ্রেদাজ্েেি করে।
সেটা কিরকম ?
आমি ফিলমে ছোটখাটো রোল করি, জানো ?
তনেছিলাম। তোর ছবি আমি দেখিনি। একটাও।
দেথবে কি ? রিলিজই হয়েছে মাত্র দুটো। একটা সুপার ফ্রপ।
তারপর বল রেট বেশী পেলি কেন।
আজ আমার అটিং ডেট ছিল । ডিরেকটর ছাড়বেন না, এরাও ছাড়বে না । টানাটানিতে হাজার টাকা পেয়ে গেলাম।

বাঃ, ব্যবসার মাथা ডো পরিষ্কার ।
ঠাট্টা করহো ?
ना। थथू ভাবছি এত টাকা পেয়েও यमि পালিয়ে যাস তবে পরে এরা বদना নেবে কিনা। निजে नেবে। কিষ্ডু তোমকে मেখার পর আমার আর এখানে थাকতে ইচ্ছে করছে না। কেন, आমি কি দোষ কর্লাম ?

কি করেছেে তা জানি না। কিষ্তু আমাকে নিয়ে চলো ।
নিয়ে যাওয়ার কি আছে। रেঁটে বা রিক্শায় স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চাপলেই কলকাতা । আমাকে এত ঘেন্না করো কেন ধ্রুবদা ?
ঘেন্না কেন হবে । ওয়ার্কিং গার্লদের ঘেন্না করার কি আছে। তবে তোকে বলি, যা তোর রেট বলছিস তার দশ ভাগের এক ভাগ মাইনেও চঞ্চলকে কেউ দেবে না।

নোটন একটু হাসল । বলল, তোমার প্রেস্টিজ্েে লাগছে, না ?
লেগেছে একটু। এসব করে রোজগার করছিস তারও আবার দেমাক কিসের ?
দেমাক তোমকে দেখাবো না তো কাকে দেখাবো ? তোমার ওপরেই যে আমার সবচেয়ে বেশী রাগ।

সে তো বুঝলাম, রাগ থাকতেই পারে । কিম্ভু এদের কেন বঞ্চিত করবি ? পরে হয়তো ঝামেলা করবে ।

করবে না।
কেন করবে না ?
আমি বলব, ধ্রুব চৌধুরি আমাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ।
তাতে কি হবে ? ওরা মানবে ?
খুব মানবে । তোমাকে ওরা ভীষণ ভয় খায় ।
তা বলে আমার বদনাম দিবি ?
বদনাম একটু নাও ধ্রুবদা, আমার জন্য নাও । বিয়ে করোনি আমাকে, তোমার জন্য কম দুঃখ সইতে হয়নি, তার বদলে এটুকু বদনাম সश্য করবে না?

কিষ্ঠু এই নাটকটারও দরকার ছিল না ।
ছিল । আজ শধু ত্রোমার সঙ্গে অনেকটা পথ ফিরব । আর কোনোদিন হয়তো সুযোগ হবে না । ধ্রুব হা ! জাতীয় একটা শব্দ করে বলল, চল তাহলে । আর় দুটো মেয়ে কোথায় ?
থুব খেয়ে পড়ে আছে।
বাগানের চোরাপথে গাছপালার আড়ালে ফটকের দিকে হাঁটডে হঁঁটতে ্্রুব হঠাৎ কি ভেবে একটূ চোখ ফেরাল । দেখল, চৈতন উঠোনের পাশটায় দাঁড়িয়ে সোজা তাকিয়ে আছে তাদের দিকে ।

একজন দেখছে । নোটন চাপা গলায় বলল। বলেই ঘোমটা চ্রুলে মুখ আড়ান করল । ళ্রুব বলল, ভয় নেই। ও চৈতন । আমার খুব ইপ্টিমেট ख্শেশ ।
ওকে ডেকো না তা বলে। আজ তধু তুমি আর আমি ।
এ যে আধুনিক গানের লাইন রে । ভ্যাট।
পীজ צ্রু<দা, পায়ে পড়ি ।
ডাকব কেন ? চৈতন এখন অনেক খাবে। যাবে না । তোর ভয় নেই।
 বলल, রিকশা না।

কেন রে ?
जকটু श゙ঁট। পাশাপাশি।

- বাবা ! ছুই যে বাড়াবাড়ি করহিস নোটন ।
 দুটো বড়ি দিড়ে ষ্রুবর मিকে বাড়িয়ে বলল, আমারও ভীষণ অষ্বন হয়। সজ্গে রাখি। यাও।

ষুব ড্রিংক কর্রিস নাকি নোটন ?
ঋুব করমে কি চলে ? কাজ করে খেতে হয় না ? अक्रস্বज्र খাই।

তবে অপ্বল হয় কেন ?
কি যে বলো না । অম্বল বুঝি শুধু ড্রিংক করলেই হয় । আমার ওপর দিয়ে কত অনিয়ম যাচ্ছে, খাওয়ার সময় অসময় নেই, রাতে ঘুম্মানোর সময়ও হয়তো হল না । এসব থেকে হয় ।

কতদূর নষ্ট হয়েছিস নোটন ?
নষ্ট ! নষ্ট কিসের ?
ও তাই তো ! আমিও তো নষ্টামিকে খারাপ ভাবি না। সরি !
ডুমি ভাবো । ভাবো বলেই বললে । বরং আমার কাছেই আর ওসব নীতির মূল্য নেই ।
আমার কাছেও নেই রে । ঘোমটাটা এবার ফেলে দে ।
কেন দেবো ?
আর ঢো কেউ দেখছে না ।
তুমি ঢো দেখছো ।
आমি কি দেখবো ?
নোটন একটু ঝিলিক দিয়ে হাসে, আজ ঘোমটাটা থাক । ঠিক এইভাবে একদিন তোমার পাশে পাশে হাঁটবো বলে সেই শিশুকাল থেকে স্বপ্ন দেখছি। আজ সতিযই হাঁটছি তো, তাই ঘোমটাটা থাক।

চোর এখনো এইসব রোমাণ্টিক ইচ্ছে হয় ?
হয় । কেন হবে না ? ওই যে বয়ঃসক্ধিচে তোমাকে বর বলে মনে হয়েছিল, ঢাইডেই সর্বনাশ হয়ে গেল আমার । কখनো কোনো মেয়েকে বিয়ের আগে বলতে নেই, ওই ভোর বর । ভীষণ খারাপ ওট゙, জনো ?

বুঝলাম।
কোনোদিনই বুঝবে না צ্রুবদা । মনে মনে হাসছো ।
হাসছি ঢোর ঘোমট দেখে লোকে কি ভাবছে ?
ভাবাতেই তো চাইছি। বড়ি দু টো খাও ।
হাডের বড়ি দু টো মুঢে ফেনে চিবোয় খ্রুব । বলে, শীচের কিছু গায়ে मिজি না । এখানে খুব ठोणा।

আমার বেশ লাগছে।
হৃইক্কি খেয়েছিস নাকি ?
না। আজ খাইনি।
आমার সম্মানে নাকি ?
বলতে পারো ।
ধ্রুব আড়চোখে তাকাল । খুব কাছ ঘেষে ঘোমটা মাথায় হাঁটছে নোটন $\mid$ গা থেকে সুপ্দর গহ্ধ
 অণস্হায়ী চার ঢাৎপর্य ।

## ท ৮৭ ロ

বর্র্ণনির্ঘেষের মতো কঠ্ঠব্যর্রট তে হেমকাষ্ঠ স্থাণুবৎ দौড়িত়ে রইলেন । কিছুক্মণ তौর শরীরে সাড় রইन না, মনটो থমক্ষে গেল । চौর যে निজশ্ব জগৎ সেখানে উচ্চকিত ক্শেনো घটনা घটে না, শব্স হয় না । সবকিছ্ৰই সেখানে ক্োমন, নম্র, মৃদু । এরকম একটা পারিপার্ষিক তিনি তৈরি করে

নিভ্যে সেখানে নির্বসিতি করেছেন নিজেকে। পৃথিবীর সৃশ্ম সৃশ্ম সব মায়া সেখানে শির্রের মজো

 यেन বा থেচ্ম গেল রক্তের প্রবহ্মানতা，বক্ধ হয়ে গেল қ্লপি৩।

তারপর খুব 丹ীরে 丹ীরে হেমকা্ত মুখ কেনোলেন। যা দেখলেন ত আরো চমকে দেয় তাঁেে। জটাজৃট্যারী এবং সামানামাত্র রক্সম্ব পরিহিত এক সাখু কটমট করে ঢেয়ে আছে তার দিকে।
 उपू ঢোখ দूढि उয়ংক্র রকম্মে উজ্ঘ্বল।

হেযোষ্ত অनूমান করলেন লোকটির বয়স आশির কাছাকাছি। এই বয়çে কৃশ শडীীরের ভিতর থেকে এরকম বাজ্থঋই ম্বর কি করে বেরোয় সেটাই রহস্য।

হেশকাত্তর বিম্ময়্রোধ স্তিমিত হলে তিনি বললেন，কারো থাকার কথা নয় কেন ？কোথায় গেছে সय ？

লোকটা आবার একটা পিলে－চমকান্নে হৃকার দিন，てেনাম করেছেস ？সাধু সষ্ভ লেখলে পেন্াম করतত श़ জानिम ना ？




হেমকাষ্ত মাটির ఆপর হঁঁূ গেড় বসে মাथা নোয়ালেন। উঠে বললেন，आমি আমার ছেলের


সাধু দौত কিড়মিড় করহিন্ন। রাগে নi কোনো শারীরিকি কারণে তা কে বলবে ！তবে এবার এবহু গলার পর্গ নামন। বनন，তারা এখানে থাকবে কেন ？বোকা নাকি ？পুলিশ आসবে খবর পের্যে কালই সব সরে পড়োহ।
ఆननाম जুनिগোना চলেছে ！



দারোগাবাদু ছাড়া আর কে？
তা জানি না। ঢোর ছেলে কচ বড় ？
বেশী বড় নয়।
বাচ্চা नाকি ？
ठिक जाउ नग़।
ハौজ नে। नाম कि বল जে।
কৃষ্ণোষ্ত নিখেরি।
তোর নাম কি？
হেমকাষ্ত ঢৈৈֶুরি।
ज। তোরা সেই অমিদার বুঝি ？

 वम।

হেমকাষ্ত বির্ত হলেন। মাখেন লোকরে দু ঢো：খ দেখতে পারেন না। তাই দুপ করে রইহেন।

সাধু একটা গা-জ্রালানো হাসি হেসে বলল, पूই কৃপণ নাকি ?
হেমকাষ্ত গধ্টীর মুখে বললেন, প্রণামী কিসের ? आমি প্রণামী-টনামী দিই না।
হাড়-কেপ্পন কোথাকার ! কৃপণের বড় কষ্ট তা জানিস ! টাকার ওপর বসে থেকেও ভোগ করতে পারে না। জ্যাণ্ত यম। ডুই কৃপণ কেন ?

কৃপণ কে বলল?
তবে প্রণামী দিচ্ছिস না কেন ? দে, দে, দিয়ে ফেল। যত দিবি তত বাঁচবি।
সাযু বেশ আষ্মবিপ্যাসের সহ্গে হাত বাড়িয়ে দিন। হেমকাষ্ত বিরক্ত বোধ করলেন। লোকটার হাবভাব সন্দেহজনক এবং ব্যবহার অপমানকর। তাঁকে ‘ডুই’ করে বলে এমন লোকের সংখ্যা ঋুবই কম । অन্য সময় হলে তিনি লোকটাকে উপেস্কা করে স্থানত্যাগ করতেন । কিষ্ঠু এখন ছেলের জনা চিষ্তায় তাঁর বুক তুকিয়ে আছে। এ লোকটা কিছু খবর দিতে পারে বলেই মনে হয় । এ পন্ষের দুজন মরেছে, তাদের মধ্য কৃষ্ণ নেই তো ?

হেমকাষ্ত পকেটট থেকে একটা টাকা বের করে লোকটার হাতে দিয়ে বললেন, স্বদেশীদের মধ্যে यে দুজন মারা গোছ তাদের নাম কি ?

সাধু টাকাটা কাঁধের একটা গেরুয়া ঝোলায় রেখে বলল, তোর ছেলে মরেনি। ভয় নেই। তবে মরবে।

তার মানে?
দারোগাটাকে ওই মেরেছে কিনা।
ও মেরেছে? হেমকাষ্ড হাঁ করে রইইলেন।
মেরেছে বলতে মেরেছে! একেবারে সাক্শাৎ নিজের হাতে।
বাজে কথা।
আমি নিজের চোখে দেথেছি, বুঝলি ব্যাটা!
হেমকান্ত তবু চেয়ে রইলেন। চোথে অবিপ্গী । কিছুর্শণ কথাই এল না মুখে । তারপর বললেন, আমার ছেলে একাজ করতে পারে না।

সাখু চারপাশটা একদু দেখে নিল। তারপর মৃদू একদু হেসে বলল, সংসারী মানুষের অনেক সোষ রে শালা। একটা দোষ কি জানিস ? বড্ড মায়ায় জড়িয়ে পড়ে । ওই মায়ার চোখ मिয়ে সেথে বলে ছেলেপুলে সম্পর্কে সত্যি কথ্াটা মানডে চায় না। ভাবে নোকে বানিয়ে বলছে।

আপনি দেখেছেন ?
বলছি না, नিজের बোথে দেথেছি ?
কী দেখেছেন ?
সে তোকে বলব কেন ? একটা টাকা দিয়ে কি মাथा কিনেছিস নাকি ?
হেমকাষ্ত ভারী অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, টাকা मिয়ে মাथा কিनব কেন ?
জোদের চিনি না ভেবেছিস ? টাকাটা দিলি, কিষ্তু ঘেন্না করে দিলি, দিয়েই নানা রকম থোজ থবর করতে লাগলি। ভাবছিস টাকা যখন দিয়েছি তখন এই জষ্ঠুটা সব গড়গড় করে বনে দেবে !

হেমকাষ্ত আসলে তাই ভেবেছিলেন। কিষ্ঠু লোকটা তা বুঝল কি করে ? হেমকাষ্ত লষ্জিত হয়ে বললেন, ঢা ভাবছি না। আমি আমার ছেলের জন্য বড্ড দুস্চিজ্ডায় আছি।

ছোর্ ছেলে ! তোর ছেলে হবে কেন ? ছেলে কি তোর নিজের হাতে গড়া ? ছেলে ভগবানের, पूই निমিওমাত্র। বাড়ি या, গিয়ে কथাটা বসে বসে ভাব। শাষ্তি পাবি।

घটनাটা বলবেন না ?
থটমটে এবং খিটখিটে সাধুটা হঠাৎ ফোকলা এবটা হাসি হাসল। বলল, भুব জানতে ইচ্চে করহে?

জানা দরকার। ছেলেটের কি হল না জানলে ম্বস্তি বোখ করছি না।
তাহলে আর একটা টাকা দে। দেথিস অবহেলায় দিস না।
হেমকাষ্ত বিনাবাক্যে আর একটা টাকা বের করে সাধ্র বাড়ান্না হাতে দিলেন।
সাধু সেটা बোলায় পুরে বলন, আমি কিষুু ম্বদ্দেীদের দলের নই। লেথিস বাবা, পুলিশ লেলিয়ে দिস ना। ওরা বড় মারে ওণনছি।

না, आপनि বলুন। आমি বড় অশাষ্তিতে আছি।
বলছি। आয়, ওই সর্ষ্ষেক্ষেতের মধ্যে গির্রে বসি। এ জায়গায় লোকজন এস্সে পড়বে।
হেমোষ্ত রাজি হলেন। সাধু তাদদর সর্ষ্যেক্ষেতের মধ্যে নিয়ে এল। এবড়ো থেবড়ে জমির ওপর
 ছিন দশ বারো জন। সকলের মুখ চিনি। काল মাঝরাতে ঘুমিয়েঘিছাম, এমন সময় তनিগোলার

 পর এবটা দশাসই লোক, তার গায়ে পুলিশের পোশাক, লোড়ে পালিয়ে আসছিন। जার ডান হাত দিয়ে খুব রক্ত গড়াত্র দেখেছি।

## তারপর ?

তার হাতে একটা খ্ঁেটে বদ্দুক ছিল, কিষ্ুু মনে হয় তাতে গুড়ল ছিল না। লোকট゙ ছুটতেও পারে
 সটান পড়ন আমার ধুनীর সামনে, বাবা গো, বাঁচাও।

আপনার কাছে ?
उবে আর বनছি কি ? आমি বুঝ্রতে পারছিলাম, ব্যাটার আয় বেশীৗథণ নয়। লোকটা পড়তেই भাট্শেত থেকে বড় এবটা দা হাত্ত একটা ভারী সুদ্দর চেशরার ছেলে বেরিয়ে এল। পরনে পুতি, গায়ে একটা বালাপোকের কোট। থুব ফর্সা, লম্ঘা আর মজবুত তার চেহারা।

হেমকাষ্ত ডুকরে উঠলেন, ক্কু !
जा আর বলতে।
তারপর কি হল?
নিজ্েের ঢোে দেখেছি বনनাম না ! আমার চার হাতের মধ্যে ঘটনা। সেই ছৌড়া এসে এক बোপে ঘাড়া অর্ধ্রে নামিয়ে দিয়ে এক লেয়ে চলে গেল।





 তার্পপ্র?

 পড়ল। माরোগাকে बে भूন করেছু, जা তাদ্পে बनঢত হबে।

आপनि बनलেन?
 मिয়েছি उয়ে ভিড়মি থেয়ে পড়़ছিনাম, বিছ্ন লেथिनि।

তারা বিপ্ধাস করল ?
সে তারাই জানে। তবে সাখু দেখে আর ঘাঁয়়ি।
হেমকান্ত একটা দীর্ঘষ্পাস ফেলে বললেন, তারা হিন্দু বলে সাধু দেখে ছেড়ে দিয়েছে। ষর্মা্ধ ভীডু জাত তো । কিষ্ঠু এরপর সাহেব আসবে। তারা ছেড়ে কথা কইবে না । দরকার বোধ করনে बেটে থানায় নিয়ে বেত মারবে। তখন কি করবেন ?

সাধু বড় বড় চোখে চেয়ে বলল, তাই করে নাকি ম্লেচ্ছথুলো ?
করে। ওদের অত ধর্মভয় নেই।
তাহলে তো ঝুলিয়েছিস আমাকে।
আপনি বরং এক কাজ করুন । কিছ্ু টাকা দিচ্ছি, এখান থেকে সরে পডুন । কাউকে কিছু বলবেন ना।

সাধু তеফ্কণাৎ হাতটি পেতে বলে, দে তাহলে।
যাবেন ?
यাবো বলেই তো বেরিয়ে পড়েছি। আমি কি বোকা ? দে, তাড়াতাড়ি দে।
হেমকাষ্ত পকেটে হাত দিয়ে বললেন, পীচটা টাকা দিলে হবে তো ?
ডুই খুব কৃপণ, দে, তাই দে। কৃপণের বড় টাকার কষ্ট রে।
হেমকাষ্ত টাকাটা দিয়ে বললেন, স্বদেশীরা কোনদিকে গেছে জানেন ?
সেটা खেনে কি হবে ? তারা কি কোথাও বসে থাকবে ? যে যেদিকে পারে পালিয়েছে। বাড়ি या ।

কোনো হদিশ দিতে পারেন না ?
ছেলের জন্য ভাবছিস তো ! পাগল। ছেলে যে তোর নয় এটা বুঝবার চেষ্টো কর গে। যখন ছোটে ছিল তথন পেলেছিস, পুষেছিস, এথন দুনিয়ার হাতে ছেড়ে চলে यা।

ছেলেটে যে বড় ছোনো।
आমি কত বছর বয়সে সম্যাস নিই জানিস?
কত বছর? বলে হেমকাষ্ত বিস্মিত ঢোথে তাকালেন।
అनলে হাসবি। মায়ের বুকে দাগা मिয়ে বাবাকে কাদিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তাও এ खল্মে বুঝি সিপ্ধি হল না। ক্রে আসতে হবে।

मার্শনিক কथাবার্ত হেমকাষ্তর এখন সহ্য হচ্ছিল না । সাধুদের তিনি দু চোথে সেখতেও পারেন


সাক্ষী রাঋতে চাস না তো ! आমিও কি সাকী পাকতে চাই রে। কি যে সব হড়্যুক্রু বাবা, মানেই सूँखে পাই নा।

এই বলে সাখু উঠল। বলম, তোদের তো নৌকো আহে।
आてে।

কোনमिকে यাবেন?
ఆরেে তোর্র ভয্য নেইই। आমি গরো পাহাড় পেরিয়ে হিমাকয়ের দিকে চনে যাবো। সাহেব आমাকে *ँखে পাবে না।

ना পাওয্যাই मরকার। आপनि यमि সাঙী मেন তবে आমার ছেলের यাঁসी হबে।
धानि। आমি কারো নিমিত হতে চাই না, এবায় ওঠ। বেनা হন।
रেম্বাজ্ঠ উঠলেন।


তখন সারা শহরর থমথম করছে। রাস্তায় নোকজন নেই। বাচ্চারা পর্যস্ত চলাযেরা করছে না । রঙ্গময়ী অপেক্ষায় ছিল। হেমকান্ত বাড়িতে পা দিতে না দিতেই ছুটে এল ।
কোথায় গিয়েছিলে ?
হেমকান্তর ভিতরটা দুশ্চিস্তায় কেমন বোবা হয়ে গেছে। কিছুহ্মণ রঙ্গয়ীর দিকে চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বললেন, পাওয়া গেল না।

তুমি ওকে খুঁজতে গিয়েছিলে ? রঙময়ী রীতিমত ধমক দেয় ।
কেন, তাতে দোষ হয়েছে ?
খুঁজতে গিয়ে নিজ্জের বিপদ ডেকে আনবে যে !
তার মানে ?
স্বদেশীরা যদি কৃষ্ণকে নিয়ে গিয়ে থাকে তবে ওরাই ওকে দেখবে । কিষ্তু তোমাকে কেউ দেখবে ना ।

তার মানে ?
তোমাকে রহ্মা করার কেউ তো নেই।
আমার কি হবে ?
কি হয়েছিল মনে নেই ?
হেমকান্ত একটু চুপ করে থেকে বললেন, এর চেয়ে মৃতুই শ্রেয় । আমি এই মনের ভার আর বইতে পারব বলে মনে হয় না।

পারতে হবে। কৃষ্ণর জ্রোরই তো তুমি। কত ভালবাসে তোমাকে।
এই কি ভালবাসার লহ্ষণ ?
নয় কেন ?
একবার বলেও গেল না কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে।
ঠিক কাজই করেছে। এ তুমি বুঝবে না । তবে একথা জ্নেনো, ও তোমাকে যত ভালবাসে তত আর কাউকে নয় ।

ভান্যাসা নিয়ে জোর জবর্ত্তি দাবি তর্ক কিছু চলে না, ভালবাসার বিচারও বোধ হয় এক জীবনে শেষ হয় না । হেমকাষ্ভ তাই তর্ক করলেেন না । খুব সংশয়পুর্ণ এবং বিষঞ্ম চোখে কিছুর্মণ চেয়ে রইলেন রঙময়ীর দিকে । তাঁর আজ মনে হচ্ছিল, কৃষ্ণর সবই ভাল, কিষ্ভু ওর মনটা বড় নিষ্ঠুর প্রকৃতির । মায়া দয়া কিছু কম ।

হেমকাষ্ত নিজ্রের ঘরে এসে চুপচাপ বসে রইলেন । মাথার মধ্যে চিষ্ঠার একটা ঘৃর্ণিঝড় । সাধুর কथा কি তিনি বিশাস করবেন ? এ কি সষ্ভব?

বাড়িটা আজ খুবই নিস্তব্ব । কিষ্ঠু হেমকাষ্ত আজ তौর পুত্রকন্যা পুত্রবধূ এবং নাতিনাতনীদের কোনো সাড়া শব্স পাচ্ছিলেন না । সষ্টবত তাদের কানে০ খজবটা পৌছে গেছে। হেমকাষ্ঠ অস্হির হলেন না। খুব সামান্য বিপদ ঘটটলেও কিঘूদিন আগে পর্যष্ত তিনি বড় অস্থির হয়ে উঠততেন, অসহায় বোধ করতেন । আজ তা হচ্ছিল না । একটা বিষাদ অনুভব করছ্ছিলেন তিনি। খুব গভীর বিষাদ ।

দুপুরে কিশাখা খুব ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে এসে বলন, সকাল থেকে কিছু মুখে দেননি । এবার দুরো খাবেন চলুন ।

খাওয়ার কপায় হেমকাষ্য খুব বিস্মিতভাবে চেয়ে রইইলেন মেয়ের দিকে। তারপর বলজেন, তোমরা খেয়েছো ?

বিশাখা মাथা নাড়জ, নাড়তে গিয়ে তার চোখ থেকে অবাধ্য জন খসে পড়ন গাল বেয়ে ।



বিশাখা চোখ বড় বড় করে বাবার দিকে চেয়ে বলল，बেঁচে আছছ ？কার কাছে থবর পেলেন ？
তোমরা কি ধরে নিত্যেছিলে শে সে মারা গেছে ？
आম木া को जাবব ज বুঝতেই পারহি না। কত লোক এসে কত কি বলে याচ্ছে！
की बलाए ？
একজন বলে গেল，ুলি লেগেছে। হাসপাতালে। হাসপাতালে খবর নিয়ে জানা গেল বাজ্গ কথা। আবার একজন এসে বলन，নদীতে লাশ পাওয়া গেছে। কেউ বনছছ ম্বলেশীদের দনের সল্গ চলে গেছে।



बোথায় आছে ？
সেট্যা বলা যাবে না। তাছাড়া তার এথন এ বাড়িতে পা না দেওয়াই जান।

হেমকাষ্ত মাথা নেড়ে বললেন，কিছूই জানি না। জানার উপায়ఆ নেই। এমন কি সে ভে ভেঁচে
 বিপদ，आমাদরও বিभদ।

थাকুক। বাড়ির লোককেও বना ঠিক হবে না। সকলের মনের জোর তো সমান নয়।


 बनরে，आनि ना।
 ヘেธে দিं।
 आมাকে বহং এबমू সরবত দিতে বলো। आর নোমরা যা পারো এबাू খাষ।
 করচে লাগলেন।

## $\mathfrak{n}$ ৮ い








लেना बाয्रभाय बमवि P आब बেम ठोण।

হোক। थ্যাটফর্মতা निর্জন। দুজনে কथা বना यাবে।
তোর আর ক্ত কथা আহে রে নোটন ？
অनেক অনেক। এক खन्ম ধরে বলনেও ফুরোবে না।
তা নাই झুরোক। बिষ্টু সেসব কथा आমার কানে না ঢাললৌ নয় ？
पूमि ছাড়া আমার কে আছে আর বলো！
নাটকে এই ডায়ান্গ তোকে প্রায়ই मিতে হয় বোধহয় ？
ঢোমার সজ্গে নাটক ？আর যেখানেই করি এই একটা জায়গায় নোটন কেবল নোটন।
তাই বুঝি！অতিভজি কিসের লক্ৰণ জানিস ？
अতিভজ্কি হবে কেন ？ভট্তি কর্রতে তো দিচ্ছোই না।
আत्र ভজ্টিতে কাब নেই।
শোনো，চলো ওখানে সিয়ে নির্জনে বসি । একটু ঠাণা লাগে লাগুক। তোমাকে আবার কবে এইভাবে পাবো ভগবান জানেন। হয়তো আর দেখাই হবে না ।

धूব হেসে বলল，র্রোমাধ্টি আবর্জনা ঢালবি তো কানে？ঢালিস। তার আগে একটা গ্রাকটিক্যাল কাब সেরে নিই। ঢिকিটটা কেটে ট্রেনের সময়টা खেনে আসি। ডूই এগো।

बनহीন কাউট্টরেে গিয়ে s্রুব দুটো কলকাতার টিকিট কাটল। ট্রেনের টাইম যা জানन তাতে সময় रয়ে গেছে। ब্নেন এল বলে।

צ্রুব খোনা ম্যাট্ৰর্ম্ম এসে প্রষমে নোটনকে দেখতেই পেল না । তারপর দেখল，কাছেরটা ছেড়ে বেশ দৃরে অধ্ধ巾ার্রমতো এলাকায় একটা বেঞ্পে বসে আছে নোটন । তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

ళুব কাছে 刀িয়ে পাশে বসে বनन，ট্রেনের সময় কিষ্ুু হয়ে গেছে।
बষणा ब্রেन হেড়ে माও ना।
বनिम बि ？এর্र পর্গ হয়তো ঘ্টাখানেক বাमে आর একটা आসবে।
হোক গে। পায়ে পড়ি।
তোর্র অত কबা কিসের্প রে নোটন ？অনেক তো বলেছিস ？

आর কি বলার आচে？
आহে। বলব। তাব্র আগে তুমি বলো।
आমার बबাই आসে না।
বউमिब्र কबा बजো। ছেলের্র কथा বजো।
খুব হাসল ध্রূ। তাব্রপর বনল，হিংসে ？
মোটেই না।
তবে জেনে কি হবে ？বউদি থুব ভাল মেয়ে এই পর্यষ্ভ বলা যায় । তবে আমার সজে বনে না ।
কেন বनে না ？
আমার্গ সজ্গে কার্রোই বনার কथা নম্র，धানিস তো আমার স্বভাব।

कि धानिम？
पूमि निब्大েকে या প্রমাণ কর্রতে চাও जा पूमि মেটেই নß।
दि প্রমাণ बব্রতে চাই？

তा नह？
जाटें ना।

কিষ্ֶু লক্ষণ๙লি তো মেলে।

आমার बোে কি আছে রে নোট্ন ?

বেশ বলनि তে! কেন্ নাটক থেকে দিলি এটা ?
নোট্ হেলে কেলে বলল, এট মিলে গেছে কিষ্ুু । নাটকেরই ডায়লগ। তা বলে কथাট মিষ্যে नয়।

চাनिए্যে या।
লোটন মাथা নেড়ে বলে, ভীষণ ইয়ার্কি করে যাচ্ছে তথন থেকে। বলো না ! বলে নোট্ন খুব মীরে 夕্বূবর বাহ্হ স্পর্শ কন্নল। এবাু কাহে সরে এল।

রাখলে তूমি বকবে ?
বকার কিচ্হ নেই। রাথতে পারিস। তবে आমার কাঁধ डীষণ ঠাળ।
কौौौ मोधा घानে ?
মানে তোর বুঝে কাজ নেই। এবার মোমট্ৰ ক্লেে ম্বাভাবিক হ।
ঘোমটা কেন ফেলব ? ल্লোকে তোমাকে আর আমাকে বর-বউ ভাববে ভয়ে ? ভাবুক। আমি তা চাই।
 না তথন কাকে আর ঘোমটা দেখাবি ?

কেন তুমি ঢো আছে। ডूমিই দেখ। দেখে ভাবে।
कि जাবd ?
আমাদের বর-বউ বলে ভাবো।
বাড়াবাড়ি করহিস নোট্ ?
বাড়াবাড়িকে কি নাট্কের পেশাদার মেয়েরা তয় খায় ? না ডूমিই ভয় খাও ?
 धরव।

ना, ধরবে ना।
পরবই।

बেন পারব ना ?
কারণ आমি তাহলে গাড়িটার তলায় পড়ব। রান ওভারের কেস হলে ট্রেন সহজে নড়বে না।
সব মেয়েই পুকুষদের একটা ভয় খুব দেখায়। মরার ভয়।
आর কোন অন্ত आমাদের দিত্যেছে বলো!
बেन, खिय ! ఆढ कि कম?
 বनल, এবার কাঁ九 মাथাढ রাখঘি। शीज, সরে শ্যে ना।

भ্রূবদা! নাটক করলनाম বলে ভাবছে!
কি জানি কি। তোর ঢো আমার ওপর এত টান থাকার কथা নয় রে নোটন ?
কেন থাকবে না?

তোর সবরকম অভিজ্ভে হয়ে গেছে। তারপরও কি आর হूদ় থাকে ?



ना গো। ওরকম বোলো না। শগীীর मिয়ে कि তোমাকে বোষা যায়?
उবে कि ?
নাটক করি, সিন্নো করি, आরো অনেক খারাপ কাজ করি, অস্ধীকার করহি না। জীবনে একজন কেউ নেই আমার। সেই এবজন কেউ হতেও পারবে না কোেোদিন।

সেই একজন কে ?
জাनि ना। কিষ্ু पूমি হতে পারতে।
আমার হఆয়ার কথ্া ছিন না जে।
मেও জাनि। সব ভুল। এই যে বসে आছি কাধে মাথা রেখে, घোমটা দিয়ে, এও ভুল। কাল
 এবদু নোট্ন আছি। সেই আগের নোট্ন। তাই না ?
आগের নোটনটাকেঞ তো আমি ভান চিনতাম না রে ?
पूমি চিনতে না। आমি ঢোমাকে চিনতাম। স্বামী বলে, ইহকাन পরকালের দেবতা বলে।
夕্রুব শম করে হেসে উ১ল

চালिয়ে या।
লোনে। একটা জিনিস দuবে ?
आयार कि? কাঁ४ পर्य


কि शन भ্রুবमा! রাभ कরলে ?
ना। গाড়ি आসढ़।
 বनल, গাড়़ দिয়ে कि হরে? आমরা जো এখन याবো না।

তाइলে पूँ বসে थाक। आমि চলि।



 দখোে ?





दই आার भার্রলাম।


কেউ খেলে খাদ্য হতে আমার আপত্তি ছিল না । কিষ্ঠু মেয়েমানুষকেও আমার আজকাল ভাল লাগে না।

মেয়েমানুষ! आমি কি তোমার কাছে তষু মেয়েমানুষ! আর কিছ্ নয় ?
আবার কি?
আসার সময় সারা রাז্তা একটিও কথা বनোনি। ঘাড় শক্ত করে চোথ অন্য দিকে ফিরিয়ে রেখেছে। মনে মনে আমি অপমানে পুড়ে গেছি, জানো ?

তা হয়তো গেছিস।
একবার তো অষ্তত রিকগনাইজ করতে পারতে !
করা উচিত ছিল বুঝি ?
কেন করবে না ? নষ্ট হয়ে গেছি বলে কি সব পরিচয় মিথ্যে হয়ে যায় ?
নষ্ঠ তো আমিও रয়েছি।
তুমি হওনি। বলে হঠাৎ একটু আবেগবশে দूই শীতন নরম করতলে নোটন প্রুবর দুতো গাল চেপে ধরল।

গ্রুব মুখটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, নষ্টামির কি আছে। এদেশের যে বিপুল অধঃপতন ঘটেছে তাতে মেয়েদের শরীর বেচে খাওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার।।

নোটন একটু বিষঞ্ হাসি হেসে বলে, শরীর বেচে খাই বুঝি ? না গো, অতটা নয়। তবে সতীও নই ঠিকই । থাকা সस্ভব.নয়।

আমার অত শচিবায়ু নেই নোটন। তবে তোকে এদের দলে দেথে আমি ভারী অম্বস্তি বোধ করছিলাম। সেটা খেন্না নয়, অপমান করাও নয়।

সত্যি বলছ?
বলছি। সত্যি বলতে আমার কোনো বাধা নেই।
ঘেন্না করো না তো!
না, করি না ।
তাহলে দাও। একবার। একটিবার।
पৃষিতের মতো নোটন তার মুখখানা এগিয়ে দেয় । ঠৈট দুটি একটু ফাঁক করা। চোখ স্তিমিত আলোতেও স্বপ্মাচ্ছচ্ন দেখায়। তার পরিষ্কার ঘ্যাস এসে লাগে ধ্রুবর মুখে।

ध্রুব মৃদু ম্বরে বলে, একটা কथা তোকে বলি নোটন । এখনো প্রকাশ্যে এদেশে মেয়ে পুরুষ চুমু খায় না। খেতে নেই।

কেউ তো নেই।

কিষ্ঠু আর যে সুযোগ হবে না!
কেন হবে না ?
কে কোথায় চনে যাবো।
কেন চাস ?
তোমাকে কি সব বোঝানো যাবে ?
यাবে ना কেন ? বাংলা ভাষাতেই তো বন্নবি।
সব ভাব যে কथায় আসতে চায় না।
बেষ্টা কর, হবে।
আবার বলবে না ঢো নাটকের ডায়ালগ দিচ্ছিস।
তा বললেই কি! নাটক তো बীবন থেকেই আসে।

চাই তার কারণ ওটা আমার চিহ্ হয়ে থাকবে। আমার পরিণতি কি হবে জানি না,কিষ্ডু মরণ পর্যণ্ত মনে থাকবে, স্পর্শ থাকবে। দাও।

夕্রুব খুব করুণ দৃষ্টিতে মুখখানার দিকে চেয়ে রইল কিছুদ্মণ। আবহাওয়ায় নোটনের মুখখামা যেন সীমানা ছাড়িয়ে চারিদিককার আলেছায়ার মধ্যে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছিন। চোখে জল। বড় সুন্দর।

কেন চিহ্ রাখতে চাস নোটন ? आমি তোর কে ?
কে তা জানো না ?
ওরকম ভাবতে নেই। তোর একদিন ভাল বিয়ে হয়ে যাবে। বরের ঘর করবি ; ভান্লবাসা হবে। কেন একটা চিহ্ চাস ? পৃথিবীতে কেউ কারো নয়। ওরকম ভাবাই ভूল।

এটা বুঝি নাটকের ডায়ালগ নয় ?
হতে পারে। আমি নাটক বফুকাল দেখিনি।
আচমকাই নোটন ধ্রুবর গলাটা দুহতে জড়িয়ে ধরল। צ্রুব বাধা দেওয়ার আগেই নোটনের
 বুকে তুনল সে। বাধা দিল না।

শুচিবায়ু এবার গেল তো ! নোটন ঠাঁট সরিয়ে নিয়ে মুখের দিকে চেয়ে বলে।
ધ্রুব সামান্য তেতো গলায় বলে, এত লিপস্টিক মাথিস কেন ? বিত্রী আঠা-আঠা ভাব।
কত দাম জানো এই লিপস্টিকের ?
দাম দিয়ে কি হবে? বিশ্রী।
নোটন তার র্रমাল দিয়ে dौঁ মুঢে নিয়ে বলन, এবার দাও।
আবার কি? এই তো হল।
তুমি তো দাওনি। আমি দিয়েছি।
ফল তো একই।
মোটেই নয়। आমি চাই তুমি নিজে থেকে দাও।
একটা সীन क्रिয়েট না করেই ছাড়বি না।
আমার এটা తীবন-মরণের প্রং্ম ধ্রুবদা। সীনের কथা ভাবছো ডুমি ? ভেবো না। পৃথিবীতে কোনো সীনই চিরদিন থাকে না। মুছে যায়।

धूব একটা দীর্ঘ্যাস ফেলে বলল, বুঝলাম । কিষ্থু यদি দিই সেটাও যে নিজের ইচ্ছেয় দেবো এমন তো নয়। তুই বলছিস বলেই।

তাহলেఆ বরহ ভাঙুক।
ध্রুব চারদিক চেয়ে দেথে নিল। কেউ নেই। থুব কোমল হাতে সে खড়িয়ে ধরল নোটনকে।
 তার্রর মুখখানা সরিয়ে নিয়ে বলল, হয়েছো তো!

নিজের গলার স্বর ভারী অন্যরকম শোনাল ধ্রুবর কানে। স্বাভাবিক নয়। তার বুকে একটা अস্থিরতা ত্তু হয়েছে। শাসকষ্ট হচ্ছে। কিষ্ঠু সেটা শারীরিক কোনো কারণে নয়। তার গলাটাই কেমন যেন অन্যরকম।

নোটন बবাব मिल না । চোখ বুজ্खে পিছনে হেলান দিয়ে সে স্বপ্মাচ্ছমের মতো বসে হিল।
প্রুব নোটনের দিকে বেকুবের মজো চেয়ে রইইল। কি কব্রবে তা বুঝতে পাব্রল না । নোটন বড় দूর্রের মানুষ হয়ে গেছে হঠাৎ।

উল্টোদিকের একটা ট্রেন এসে থামতেই কিছ্হ লোকজন দেখা গেন । তারপর আবার চুপচাপ হয়ে গেল স্টেশন।

নোটন ঢোখ মেলে বলन, মুখে যতই বলো তোমার তচিবায়ু নেইই, তোমার সতীত্মে বিষ্যাস নেই, © 38

ऊं বूみनि?
বুমব কেন, জানি । তেমাকে ছেলেবেনা থেকে এত ধ্যান করেছি বে ডোমার কিদ্হু আর আমার जজ্রাना नেই।

ধ্যানে জেনেছিস ? ভাল।
ঠাট্ট করহ্ছে। ধ্যান বলে কি কিছু নেই ?
 লোককে ধ্যান করার কি ?

এ তো সাধুদের ধ্যান নয়। आমার ধ্যান। এক এক মানুखের এক এক ধ্যান थाকে।
আমার अপর তোর এত টান হল কবে থেকে, কি ভাবে-সেটাই তে রহস্য।
তাহলে সেটা রহসাই थাক। তूমি বিখাস করবে না জানতাম। বলে এबমু হাসল नোট্।





কিরকম आর লাগবে ? রোজ যেমন লাগে।
निজ্खেে অপবিত্র মনে হরে না? বিभाসঘাতক মনে ভাববে না?
बোটেই ना।
 शेत्रित्र खाशि।

जত বকবক কর্রিস কেন বলতো
इू बबে थाबव ?
थाक ना जबटू।
তাহনে কাধে মাধা ব্রাখত্ত দা৫।
द्राथ। उदू 反ू कर।




সমत्र হब्रে গেन ?
शब।

भाগन !
ब্লেন, ঢোমার্গ জना বউদি ভাববে ?

তাহনে?

याয় यमि ভাক্যাসা थाखে। চোমান্গ ঢো নেই।
ब*न बठ।

উ方衣।

 রাইরের অধ্গকারের দিকে बেয়ে ছিল।

ना थाक।
कि लिथाइ ？
বাইরেন।
বাইরে লেখার কিছ্র নেই।

কচ পাগनামি ক্ববি এক বিকেনে ？তোর কোট ষুরোয় না ？
ना। आध এकট जनारक् पिन।
ऊाই নাকি ？
आब आমि মন্রব।

## レ ৮৯ ！






 घू ম্বরে ডাকন，বাবা ！
 জবাব मिল্লেন，বমো＇।
आপनि जর্রকমভাবে অমজল ত্যাগ ক্রচে শে শরীর ঢেঙে পড়বে।
आমি ঢে ठिक आघि। শड़ीर डालো आहு।


या लোना याচ্চ जाত जো খूব খারাপ কिए মনে रচ্চে ना।
নভুন কিহ্র बনেছে ？

कि巨्ड बनख भाध ？



कृष्ब木 नाम ？बबन ？


आর কিম্হ শোনো ？

－बব को করে বুঝলে ？
তজব না হলে এতদিন পুলিস এসে আমালের ঝাড়ি তছনছ করত। সবাইকে ধরে নিয়ে ব্যে। मে সময় এথनো যায়़ि।
आমার মনে হয় পুলিস అজবটা বিभाস করে ना।

थानाর अ＜্সিসার্দের সट্দ কথা বলেছि।
जोंता की यनट్न ？
 ছেলে। बয়স নিতাষ্ত কম। ফলে．．．
דাত की ？ఆढा बোনে অఱूशाত হভে भाরে ना।

की वেथt ？

তারপর ？
 বাকি बाबढা সারে।

शून बोडeम，ना ？
शां，पেখে মনে इয় খু ক্রুয়েল 小োনো লোক করেরে।

ঠिष তাই। পুলিসের आরো এবটা भারণা আহে।
की সৌ্？

সতिए दि जाई ？

 बानে। 乡ुব বुक्धियान।

 কथा পরে বোেো，এฟন आমি কৃক্পেরে কণ্！আরো Өনতে চাই।

की णनঢ़ চान बलून।


पृथठि？চिनि नाकि जाबে？
ম্েছোরাজারে थাबচ।
चुन रू कि कर大 ？

 मिप्रिएिए।

হেমষাষ্ত এবদ̆ শিউরে উঠলেন। তারপর বপলেন，এতত 丬ুন এত র্রক্পাত কি ভাল হয়েছে बाया ？

आমরাও সেই কथाই आলোচনা করি। की बে সব হচ্ছে ？
 बেরে সেটা করতে হবে ？ঢোমরা कী ভাবছো জানি না，কিষ্মু এ সব দেখে আমার ভেঁচে थাকার उপর প্ন্না ধরে যাচ্ছে।

দেলের অনা সব জায়গায় এত হাক্পমা নেই। यত আমালের এই বাংলায়। এথানকার ছেলেরা এবদ্দ বেশী মিলিটাচ্ট হয়ে याত্大।

 রाজमाশ্की কর্যার কथाఆ পুলিস ভাবছে।
 কथा। আগে जো জাঙ্ত অবস্থায় ধরা পড়ু।

आপनि অত जাববেন না।
 বিস্ম্যক্র হবে।

সবই তো জানি বাবা। তবু आপনি ম্বাভাবিক ভাবে থাকলে আমরা জোর পাই। সবাই কাম্木াকাঢি ক্রছছ সারা দিন। বিশেষ করে মেয়েরা। বাড়িটায় একটা শোকের ছায়া।
आমার बन্যে তোমরা খবব চিষ্তিত，বুঝি। আচ্ছ লেখি।
তাহলে উঠ্रू। স্নান করে দুটি মুখে দিন। সাড়ে বারোটে বেজে গেছে।
তোমরা कि आমি না থেলে কেউ খাও না ？
অनৌঢা সেইরকমই।
তাহলে আমার जো খুব অন্যায় হয়ে গোে।
ना，ना，এরकম তে জोবনে কিছু घটনা घটেই। आপনাকে আমরা থুব শক্ত মনুষ বলে জানি। आপনি ভেঙে পড়লে আমরা আর মনের জোর পাই না। आপনি আমাদ্দের সল্গে থাকনে এতটা অসহায় বোধ করতাম না।

হেমকাষ্ত মাथা নাড়লেন। বুঝেছেন। এবদু চুপ করে থেকে বললেন，শচীনের কथা কী बनशिनে ？

निয়েছি তবে তোমাদের সত্গে পরামর্শ না করে পাকা সিদ্ধাা্ত নিতে পাব্রি না। তোমাদের কি जमड आएए ？
 नख़।
 শচীन भाসমাক্ক পাবে।

आমি ব্শমর্यা｜ার কथা ডেবে বলছিলাম।

 ছাড়़ বিख़ে इয় ना।
 ©Sb

হেমকাষ্ত মাথা নাড়লেন। বললেন，ওটা বিবেচনার কथা হল না।
তাহলে ？
কৃষ্ণের জন্য আমরা অপেক্ষা করতে পারি না । বিশাখার বিয়ের বয়স হয়ে গেছে। তোমরা তো জানোই ওর মা না থাকায় আমার দায়িত্ত এথন অনেক বেশী। আর একটা কথাও আছে।

को कथा বाবा ？
आমি হয়ত এখানকার পাট চুক্যেয়ে ফেলব। আমার আর ভাল লাগছে না।
চুকিয়ে ফেনবেন ？তাহলে কোথায় থাকবেন গিয়ে ？কলকাতা ？
না। ও শহরে আমার ভাল লাগে না। আমার ইচ্চে ভাল খफ্দের পেলে এস্টেট বিক্রি করে দেবো। তারপর সব টাকা পয়সার বিলিব্যবস্থা করে নিরিবিলি কোथাও গিয়ে থাকব।
$এ$ সিদ্ধাা্ত কি आপনার পাকা ？
হেমকাষ্ত মাथা নাড়লেন，না। ভাবছি।
এস্টেট কেনার লোক পাওয়া যাবে বলে ভাবছেন ？এথন নগদ টাকার থুব অভাব চলছে।
খদ্দের তবু পাওয়া যাবে । इয়তো দাম পাবো না।
আপনি এস্টেট বিক্রি করে দিন সেটা আমরা৫ চাই। কিষ্ঠু ডিিপ্রেশনটা কেটে যাওয়ার পর করনেই ভান।

দেখা যাক। আর একটা কধাও ভেবে রেখেছি।
কি কथा বাবা？
আমার এখানে থাকার ইচ্ছে নেই । এস্টেটের সত্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে আজকাল আমার আর ভাল লাগে না । তাই ভেবেছি বিশাখার বিয়ে দিতে পারলে শচীনকে এস্টেটের অভিভাবক করে রেখে যাবো।

হেমকাষ্ত মূদू হেসে বলনেন，ভয় পেও না। आমি मामाর মত সম্যাস নেবো না।
কনক তবু निकिষ্ত হল না। বলম，আমাদের বংশে এরকম এবটা প্রবণতা তো আছে।
आহে। কিষ্তু আমার ধাডু সেরকম নয়। ভয় পেও না।
সম্মাস নেওয়ার তো দরকারও নেই বাবা।
হেমকান্ত হাতটা উল্টে বললেন，কি জানি বাবা জীবনের গతীর গভীরে কত কী আহে। সুথের সংসার ছেড়ে মানুষ যখন ঋথর সষ্ধানে যায় তখন বুঝতে হবে সুথের ধারণা সকনের এক রকম নয়। ক＇দিন আগে কেওটখালিতে এক সন্য্যাসীর সন্সে আচমকা দেখা। প্রথমটায় চমকে উঠে ভেবেছিলাম，দাদা বুঝি।

आপनि কেఆটখালি গিয়েছিলেন কি খুনের मिন ？
হেমকাষ্ত মাथা নাড়ালেন，গিয়েছিসাম।
কাজ্ৰটা ভাম করেননি। বিপদ হতে পারত।
 কে बানে।

হেসকাষ্ত একটা দীর্घथাস खেস্মনেন।
बनब बनल，সक्षाসीঢा बে ？
হেমকান্ড মাथা नেড়ে বলজেন，কি ক＜ে বলব ？তবে খুব পার্রসোনাजिট आर下। मোকটাকে
 এবার উঠুন বাবা।
শচীনকে निয়ে কथাঢা শেষ হল না।

या বलनाম সকनের সढ্গে পরামর্শ করে দuvে।
করব বাবা।
হেমকাষ্ত উঠলেন। তিন দিন পরে স্নান করলেন তিনি। ভাতের পাত্ß বসলেন এশমু।




 চबष्ठ মাथा जেখা গেन।

বিশাখার হাশ-পা হিম হয়ে যাচ্ছিল ভয্রে। বুকের ভিতর ঠিক উল্টোরক্ম এক ডথাল-পাथাল।


ना। आমयाभान সम्পুর্ণ निर्জन এবং निঃশय।



## उलब बেन ?

বিশাখা চোখ নত করে. বলে, থুব খাঁিি পড়েছে বুবি ?
बেन ? খাঁ্মनित की দেখলে ?
आबকাল তো কাছারিত্セ आসেন না!
 निয়ে ক'मिन थूব ব্যাঁ্ত थाকत্তে হল।

भাওয়া গেছে जে অনেক। কোনটা বিষ্যাসযোগ্, রোনটা নয় তাই এখন ভাবনা।
आমরা ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছি।

कि कथा?
 ডোমরা কি দিয়ে আটকাবে ?




সबाई भूব बर কथा বनঢছ आজকান, ना ?


শচীन হেমে ख্লে বলে, ఆঃ তাই जে। আচ্ম আর বলব না।
খ্ব রোগা হয়ে গেছেন বিষ্ৰু।

जাড়ন जো ঠিকই। उবে-
उবে টবে নয়। এখনই বনো।
লষ্ট্র করে।

আমাকে আবার অध্জা কিসের ?
তোমাকে ছাড়া আাবার অামার লজ্জা কাকেই বা!
এই তো বলেচো ।
বিশাখা জিব কেটে বনে, ইস, বেরিয়ে গেতে।
তাহলে তো হয়েই গেল।
বিশাখা মাथা নেড়ে বनে, না, হन না।
रল না बেন ?
বাড়িতে কিচ্রু নতে পাচ্ছি না।
को निए़ে তুবে ?
বিয়ে নিয়ে।

## जुनছে ना ?

ना। की বিশ্রী यে লাগছে।
এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল। এথন বিয়ে নিয়ে ভাববার মডো মানসিক অবস্থা কি কারো आছে ?

সে ঠिক কथा। কिস্টু आমাদের कী অবস্থা বসো তো!
শচীনের মুখ উদাস হয়ে গেল। বলन, এক দूर्मिনে তোমার आমার চেনা-জানা হন বিশাখা, সইতে হবে।

সইছি না বুঝি? ভাই निরুপ্দেশ, ডোমার দেষা নেই। কষ কি কম?
শচীন এই 下েলেমানুষी কथায় এबढ্টু হাসন।
বিশাখা হঠাৎ বনল, সেই পেড্রীর কি থ্বর?
কোন পেষ্ৰী ?
ఆই यে কে এক জমিদারের মেয়ে আমার গাসে ভাগ বসাতে চেয়েছিন ?
শচীন উঁদू শ্বরে হেসে ফেনেই সতক্ক হল। বলল, ভয় নেই।
নৌ তো!
না। ডোমার গাসে ভাগ বসায় সাধ্য কার ?
या ভয়ে ভয়ে ছিলাম।
এখন ভয় কেটেছে ঢো!
সবটা কি কাটে ?
আর ভয় কিসের ?
পুর্র্য মানুষকে কি বিষ্মাস आহছ?

ইংগিত आবার কি ?
তাহনে বিயাসের কथাটা উঠম কেন ?
বিশাখাও গষ্টীর হয়ে গেল। চাঈ পাক্য়ে বলল, आমার কপাল ভাল নয়। ঢাই ভয় পাই।
শচীন ছুপ করে রইই।

মরবি! মরবি কেন ?
এমন সুন্দর দিন তো আর জীবনেও আসবে না।
সুন্দর দিন বলেই বুঝি মরতে হয় ?
তুমি তো মেয়েমানুষের মন জানো না।
মেয়েরা বুঝি খুব মরতে ভালবাসে ?
খুব। একটু সুন্দর ভাবে মরতে পারলে আর কী চাই ?
ডুই বোধহয় খুব বোকা।
মেয়েমাত্রই বোকা।
ধ্রুব শীতে গুটিয়ে যাচ্ছিন। বলল, এবার জানালাটা বद্ধ করতে দে। শীত লাগছে।
তুমি আমার কাছ ঘেঁেে বোসো, তাহলে গরম লাগবে।
তুই বড্ড বাজে বকিস।
নোটন স্বপ্রাতুর চোথে ધ্রুবর দিকে চেয়ে থেকে বলল, খুব খারাপ লাগছে আমকে তোমার না ?
খারাপ লাগছে না। उবে বড্ড বকিস।
প্রগল্ভতা ! তা আজ একটু প্রগলভ না হয় হলাম।
এটাও নাটক থেকে দিলি নাকি ?
হতে পারে। আজকাল নাটকের ডায়ালগের সহ্গে মনের কথা গুলিয়ে ফেলি গো।
খুব মুশকিল তো তাহলে তোর।
আমার না । নোটন মাথা নেড়ে বলে, মুশকিল তোমার । তুমি অনবরত আমাকে সন্দেছ করে যাচ্ছে । डাবছো যা বলছি সব বানিয়ে বলছি। একটাও মনের কথা বলছি না। তাই বড্ড মুশকিল হচ্ছে তোমার।

乡্রুব অপ্রস্তুতভাবে একটু হাসল। বলল, হবে।
নোটন জানালাটা বহ্ধ করে দিল। চুল ঠিক করল। তারপর খুব কাছ ঘেঁষে গায়ে গা লাগিয়ে বসে বলল, আমকে ঘেন্না করবে না, খবরদার।

ধমকাচ্ছিস কেন ? ঘেন্না করলে কি চুমু খেতাম ?
নিজের ইচ্ছেয় খাওনি। আমি জোর করে আদায় করেছি।
তা হোক। ঘেন্না যে করি না তা তো বুঝতে পেরেছিস।
নোটন মাथা নেড়ে বলে, না, এখনো বুঝতে পারিনি। তবে বুঝতে চাই।
সন্দেহ বাতিকটা তো তোরই ষোলো আনা দেথছি।
ধ্রূবর কাঁধে মাথাটা রেখে নোটন চোখ বুজেে বলল, আজকের পর আর তো আমকে কোনোদিন পাবো না। আজ ঘেম্া কোরো না।

की या या-তা বनছिস :
একটু জড়িয়ে ধরো।
भ্রুব অনায়াসে বিনা দ্বিষায় জড়িয়ে ধরন নোটনকে। বলল, ওরকম করিস না। आমি ভাল লোক নই। आমার জन্য কেউ বেশী উতলা হলে খুব খারাপ লাগে।

বউদি ঢোমাকে খুব ভালবাসে না ?
তা বোষহয় বাসে। কিষ্ভু এ কथা আগে হয়ে গেছে নোটন।
হয়েছে হোক। আরো হবে। আজ কেবল উল্টোপান্টা বকে যাওয়ার দিন।
সরে বোস। স্টেশন আসছে।

ना।
লোকে দেখবে ।
দেখুক গে।
ধ্রুব হাসল, নোটনের মাথাটা নেড়ে দিয়ে বলল, তোর যত সাহস আছে আমার তত নেই । সরে বোস ।

নোটন মাথাটা তুলল । স্টেশনে গাড়ি থেমে আবার চলল । কেউ উঠল না তাদের কামরায় । নোটন আবার ঘন হয়ে বসে বলল, বড্ড জ্বালাচ্ছো। বলছি না আজ আমি মরব ! মরার দিনটায় একটু দয়ামায়া করবে তো আমাকে ।

মরবি কেন তা কিস্তু বলিসনি। হেঁয়ালি করছিস ।
আর बেঁচে থাকার কি কোনো মানে হয় ?
এটাও হেঁয়ালি ।
তোমার কাছে হেঁয়ালি লাগছে কেন জানো ? তুমি আমার মনকে তো বুঝতে পারোনি।
মন বোঝাবুঝির সময় দিলি কোথায় ? এখনকার এই তোকে আমি কতটুকু চিনি বল তো ! তুই বা কতটুকু এখনকার আমাকে চিনিস ?

তেমনি স্বপ্মাচ্ছন্ন চোখে নোটন নিষ্পলক কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে ধ্রুবর দিকে । ঠেঁট দুটি অক্প ফঁক । এক মায়াবী আলো যেন ঘিরে আছে মুখমগুল । জীবনে এই প্রথম নিজের স্ত্রী ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মেয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তেমন অস্বস্তি বোধ করছে না ধ্রুব । বরং ভাল লাগছে । মায়া হচ্ছে ।

ધ্রুবর মাথাটা কেমন হয়ে গেল । বুকের মকে্子ে সামানা তরঙ্গখেলেগেল । নোটনকে সোজা করে বসিয়ে দিয়ে বলল, মরিস না নোটন । তুই তো পাগল, হয়তো যা বলছিস তাই করে বসবি ।

নোটনের দুই চোথ টলটল করে উঠল জলে । ধরা গলায় বলল, আমি তোমাকে কিষ্তু চিনি । থুব চিনি ।

কি ভাবে চিনিস ?
সারা দিন রাত এক সময়ে তোমাকেই ধ্যান করতাম তো । বোঝাতে পারব না । তবে চিনি । তুমি আমাকে একটুও চেনো না।

ষ্রুব চুপ করে ফাঁকা দীর্ঘ কামরাটার দিকে চেয়ে রইল শূন্য চোখে। তারপর বলল, আমার সেণ্টিমেণ্ট বলে কিছ্ নেই। আবেগ নেই। আমি সত্যিই ইমোশন্যাল ব্যাপারগুলো বুঝি না। যদি বুঝতাম তাহলে তোর অবস্থাটাও বুঝতে কষ্ট হত না ।

সবই বোঝো। স্বীকার করতে অহকারে বাঝে।
অহক্কার! তা একটু বোধহয় আমার আছে।
আছেই তো । তুমি অহক্কারী, নাক উচু। কিষ্তু ওরকমই থেকো । অহক্কারই তো তোমাকে মানায় । সস্তা হবে কেন ?

ও বাবা! আবার উन্টো চাপান !
নোটন মাথা নেড়ে বলে, এও তুমি বুঝবে না । আজ তোমাকে যত কাছে টেনে এনেছি এত কাছে টানা উচিত নয় । তোমাকে একটু তফাতে, একটু দূরে রাখলেই ভাম । তবে আজকের কথা তো আলাদা। এ রক্ম দিন তো আর আসবে না।

ফের নোটন !
ঢোমাকে "্ूুয়ে বনছি আজ आমি মরব।
গাড়ি শিয়ালদায় ঢুকছে নোটন ।
চটকা ভেঙে নোটন তাকাল, বলল, ফুরিয়ে গেল রাষ্তা ?
তোকে কি বাড়ি পৌছে দিয়ে যাবো ?

अসুবিধে না হলে দাও।
अসুবিধে কি! বেশী রাতও হয়নি।
তাহলে চলো।
প্যাটফর্ম পার হওয়ার সময় কেউ কथা বলল না তেমন । মপ্মিকপুরের কুয়াশাচ্ছম সেই স্টেশনের ম্বপ্ৰলোক গাড়ির কামরার নিরক্কশ নির্জনতার পর এত আলো আর লোকজনের মধ্যে এসে একটা বেসুর বাজল।
s্রুব বাইরে এসে এঝটা প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করল । নোটনকে পাশে বসিয়ে বলল, আমাদের खোন নম্বর তো জানিস।

खानि।
কাল একবার ফোন করিস।
কাল! কেন বলো ঢো!
করিস তো । কथা আছে। তোর ভাইয়ের একটা চাকরির ব্যাপারে কিছ্হ হয়ে যেতে পারে।
नোটন হঠাৎ খিল খিল করে দूলে দুলে হাসতে লাগল।
হাসছিস কেন?
पूমি ভয় পেয়েছো।
ভয় কিসের?
কান आমি সত্যি बেঁেে থাকব কিনা সেটা ভেবে ভীষণ ভয় পেয়েছো তুমি ।
आবার খিলথিল হাসি। অनাবিল, সত্যিকারের খুশিতে ভরা সেই হাসি তনে ধ্রুবఆ হেসে एেनल ।

নোটন বনन, বলো ভয় পেয়েছো কিনা।
এবটু পেয়েছি।
आমি মব্রনল তোমার কি ?
মরার কপায় আমার ভীষণ খারাপ লাগে।
কিষ্যু আমার यে ইচ্ছে করছে।
ইচ下চ ఆর্রকম হয়। রোমাি্টিক ইচচן। Bটার কোনো মানে নে'ই।
নোটন এবার নিঃশক্मে হাসতে লাগল। হোট একটা চিমটি मिল sুবর্র হাতে। বলল, আজ आমােের কী হয়েছে গো!
s্রুব চুপ করে ভাবতে ন্নগল । এই যে লঘুভার সময় সে কাটাচ্চে, উপভোগ করহে একাি চপলা

 কবেকার চেনা এжটা মেয়ের সহ্গে फেয়ানা ক্রহে। এর কোনো মানে হয় ?

কি ভাবহো?
बिक्र ना।
চूপ করে আহো যে!
তোকে একাট্ পরে ছেড়ে দিতে হরে তো, তাই মন থাব্রাপ।
आবান্র চিমটি मिয়ে নোটন বनে, ইয়ার্কি मिज्ञে ? তোমাকে आমি চिनि ना, নा ?
সত্তিই।
पूমি अना কथा ভাবহো।
ঢूই কि अष्डयमी?
তাই তো

उবে বল की ভাবছি।
একটা খারাপ মেয়েকে＂্রুয়ে আজ অপবিত্র হয়েছো কিনা তাই ভাবছো
দूর বোকা। পবিত্রতা অপবিত্রতা निয়ে বহুদিন মাथা ঘামাইনি। ఆসব নয়। তবে তোর কथা ভাবছি।

কি ভাবছো ？
সে তোর তনে কাজ নেইই।
পায়ে পড়ি，বলো। না তুনলে মরে যাবো।
তোর কথাই ভাবছি，সজ্পে নিজের কথাও।
কি ভাবছো বলো। বলে নোটন প্রুবকে অঁকড়ে ধরে।
ध্বুব নিজেকে ছাড়াল না। নরম হাতে নোটনের মাথাটা নিজ্েের শরীরে একট্ট চেপে ধরে বলে， আমাকে তুই আজ হিপনোটাইজ করলি কি করে ？আজ অব氏ি কেউ এতটা পারেনি।

সত্যি বলছো ？
সত্যি ছাড়া মিথ্যে বলবব কেন ？তাই ভাবছি আমার কি বয়স হয়ে গেল ？প্রতিরোধ ভেঙে याচ্ছে।

নোটন চুপ করে বেড়ালের মতো কাছ ঘেঁষে বসে রইল কিছ্মুক। সামনে ড্রাইভার বার বার आয়না দিয়ে তাদের দেখছে। কিষ্ঠু তারা আাহ করল না। নোটন বলन，आমি खানি। বলব？

বল না।
आমি তোমাকে এত ভালবাসি বলে’ই তুমি ঠেকাড্ড পারনি আমাকে ？সত্যিকারের ভালবাসার কাছে ধরা তো দিতেই হয়।

সমস্যা সেখানেও।
কিসের সমস্যা ？
তোর অত ভালবাসা কোথা থেকে এলো ？ইজ ইট বিলিভেবল ？
आমি ঢং করহি না গো।
জানি। তবু বিপ্বাস হচ্ছে না।
এক কাজ করবে ？
कि काজ ？
आজ রাতটা आমার কাছू থাকো।
তার মানে？
মানে আবার দू রকম হয় নাকি ？মানে একটাই। आজ आমার কাচহ थাকে।
 そচ্ছে इल ना। किष्पू मে বলलও ना किष्डू।

बেমা इচ্চে？
বার বার ঘেম্木ার কथা বनছিস কেন ？
তাহলে থাকো।
s্গুব মৃদू একたू হাসল। বলन，বাড়িতে মা ভাই নেইই？
ওথানে কে যাবে？
তাহলে？
কোনো হোটেলে চলো।
s্রুব ．হতাশায় মাथা নাড়ল，না রে। ওটা খারাপ দেখাবে，খারাপ লাগবে।

## খারাপ কেন ？

মনে হবে যেন তোকে নিয়ে ফুহ্তি করহি। जা তো নয়।
ना．जा नয়। তাহলে ？
নোট্লের উন্মুঘ ভাব দ্দেে 夕্বু বলে，অত অস্থির হচ্ছিস কেন ？
नেiটন বनে，अস্থি रবো ना ？को জोবन याभन करि জानো ？
সে জীবন থেকে তোকে বাচাবে কে ？
पूমি। তूমি ছড়़ আর কে？
कि डाबে ？তোর সc্গ রাত কাচিফ্রে ？
মাথা নেড়ে নোট্ বলে，মা। কিষ্ঠू यদি आমি বুঝজে পারি আমার জন্য তूমি আছে তাহলে এথनো আমার আশা আছে।

কিসের আশা নোট্ ？
এই বহ পুরুষের স⿰⿱乛亅㇒⿵冂⿰入入一 করা，অনেকের মন রেথে চলা，দিন রাত টাকা রোজগারের কথা ভাবা এসব থেকে মুক্তি।

রোজগার করা कि খারাপ ？
খারাপই তে। মেয়ে হয়ে রোজগার করে মরহছ। আমার বে ভাল লাগে না।
তোর শরীরে এখন্নে পুকুতের রক্ত রয়ে গেছে।
আছেই তে।। আমি ইচ্ছে করে রোজগারে নামিনি।
যথन नেমেছিস তথन মেনে নেওয়াই লে ভাল।
आমাকে এড়াতে চাইছে ？
মানটট নয।
শোনো，আমার জনা তোমাকে কিছুহ করতে হার না। বিয়ে করতে বলব না，ভরণ পোষণ চাইব না．রাত কাটাতও না। ও甘ু আমাক লোমার বলে ভেবো একদূ，একদু ভালবেসো তাহলেই হবে।



乡্রে মাথা নেしে বলन，এই या বলছিস এও जোর মনের কথা নয়। বে রকম চাইছিস সে রকম


（यে জोবन কাটাচ্ছিস जा आক্সেণ্ট করতে পারহিস ना।
ठिक जाइ।
आমি বनि অ্যাক্সেপ্ট করে নে। সব ঠিক হশ্রে যাবে।
তুমি এ কথা বলবে কেন ？
आমি या বিষ্ধাস করি তাই বनि।
ना। जुমি এরকম জীবन বউদিকে যাপন করূ గucে ？

কেন？
आমি রেমি সম্পকের অক্ধ নই，পজেজিভও নই।
পীজ，ওরকম বোলো না। उয় পাई।
डয় পাস কেন ？
তোমাকে অত নিষ্ঠेর ভাবতে ভয় করে।

গাড়িওয়ালা লোকট এতঅন দयিণে চলছিন। এবার জিজ্গেস করন，বা হাতি রাঙ্তাট নেবো ？夕্বূব সচকিত হর্রে বাইরের দিকে তাকায়। জায়াঢা বুख্রে নেয়। বলে，ঠিক আহে। নোট্ন দু হাতে মুখটা ঢেকে রেখেছিল। সোজ হয়ে বসে হাত সরিয়ে বলল，আমাক অনা কে小াও निख्यে याও।

কোথায় যাবি ？
ভেখানে খुশি। आমি বাড়ি যাবো ना।
কেন ？
আজ বাড়ি যেতে ইচ্ছে করহছ না।
কেন সেটা বলবি তে ？
 অথচ আমার রোজগার থে＜্রে बেচেে আছে।

बই जना ？দूर！
आমি বাড়ির আট্মোসফ্যিয়া সইতে পারি না।
সেট্ তোর মনের দোষ।
কেন মনের লোষ হবে কেন ？
पूই রোজগার করহিস বলে নিকয়ই পরিবারের সবাইকে নিজের তাবে রাখ্ত চাস।
অত শত ভেবে লেখিনি । বাড় য়থন ফিরি তথন ভীমণ টায়ার্ড থাকি। বোেো তে। ফিরে এসে সকলেে মুখ আষাঢ়ের মেঘের মতো লেখলে কেমন লাগে বলো তো！

आমি তে काরো মুখের দিকে जাকাই না। তুইও তাকাবি না।
ना जাকানেই कि！বাক্যাণ आহ్ নा！कानఆ कि বूজে রাখতে বनো ？
यनि।
ना। ওসব হয় না। তার চেয়ে আমি यиি আলাদ थাকি ？
जब？
ধরো যদি তাই थाকি！
आজকাল মেয়েরা তো এবা•থাকেই।
বनছে থাকতে ？
आমি বলার কে？ইচ্ছে হলে থাকবি।
पूমি বलো। তूমি या बलবে खनবে।

ना। जোমার आख্ঞাবাझী হয়ে থাকবো। বলো।
 দिবি। বিয়ে কর্নেেই সব आমেনা মিচে যাবে।

বिख्यে？
নয় কেন ？
डूमि বनल్ख ？
বला़ि।
এই আমার প্রতি ডোমার ভানবাসা ？

आর याई করি বिए़ে कর্রেম ना।
बেन বल जে！

দूर, अवটा बীবन नाকि?
আর आমার আজ্ঞাবাহী হয়ে দিন কাটানোটা জীবন ?
তোমার बন্য সব পারি।
গ্রুব মৃদু হাসল। আस্তে আশ্ঠে তার ভিতরট়া কঠিন হচ্ছে। দানা बেঁধে উঠচে প্রতিরোধ। এতন্ফণে এই অস্থিরমতি মেয়েটির প্রতি তার প্রত্যাথ্যানের ভাবটা আসছে।

সে বলল, না পারিস না।
কে বলল পারি না ?
তাহলে একটা কथা বলি, অনবি?
তুনবো।
आজ বাড়ি যা। আমাকে ছেড়ে দে।
তোমকে কি ধরে রেথেছি।
রাখার बেষ্টা করছিস।
দু হাত তাকে আঁকড়ে ধরে নোটন। বলে, আমকে ঘেন্না কোরো না গো।
কে ঘেন্না করহে ?
ঢোমার চ্চেখ করছে। आমি টের পাচ্ছি।
ছাড় নোটন।
না। ছাড়ব না। কিছ্রেতে না।

## ! ৯ ৯ !

হেমকাষ্ত একটু সামলে উঠেছেন বটে, তবু দিনরাত কৃষ্পকাষ্তর কথ্থাই চিষ্ঠা করেন। স尺স্সারের আর সব কিছুই গ্গৌ হয়ে গেছে। দিন পনেরো কুড়ির মধ্যেই ছেলেমেয়েরা যে যার জায়গায় ফিরে গেল । বাড়িতে মাত্র দু’টি প্রাণী। হেমকাষ্ত আর বিশাখা। রभময়ী ঠিক আগের মতোই ম্বাভাবিক আসে যায়। তবে তার মুখে ইদানীং একট্ট কাঠিনা দেখা যায়। বেশী হাসে না

একদিন রжময়ী বেশ চোখা গলায় বলল, দিনরাত বসে বসে ভাবলৌই হবে ? মেয়ের বিয়ের চিত্তাটা করবে কে ? পাড়ার লোক ?

হেমকান্তর কানে কথাটা ঢুকন, কিষ্ডু মগজে কোনো ছাপ ফেনন না। সম্পুর্ণ অন্যমনস্ক চোথে চুয়ে বলनেন, কার বিয়ে ? की ভাবব ?

এই মানুষকে নিয়ে কী যে করি!
হেমকাষ্ভ মৃদু একটু হাসলেন । বললেন, এই মানুষটা যে অপদার্থ তা তো বएকান ধরে জানো। নতুন করে চিনমে নাকি ?

অপদার্ধ•একবারఆ ভাবি না।
पूমি না ভাবলেও লোকে ভাবে।
কেউ ভাবে না। খু বনতে এসেছিলাম ভাবন কাজী হয়ে বসে থাকনে তো চলবে না। বিশাখার বিয়ের কथাটা একাঁ মনে রেথো।

- তৃমি মনে রাখো গে। আমার ওসব নিয়ে ভাববার মতো মনের অবস্থা নয়।

আচ্ছা লোক, তুমি বাপ না ! আমি ভাবলে কী হবে ? আর তষু ভাবলৌই তো চলবে না, উদ্যোগ নিতে হবে।

ক"টা দিন থাক মনু। হেমকান্ত কাতর স্বরে বললেন।

দিন আর কত যাবৈ বলো তো! বিশাথার কত বয়স হল হিসেব আছে ?
হেেকাষ্ত একটা দীর্ঘশ্পাস ফেলে চুপ করে রইলেন।
রभময়ী চাপা ম্বরে বলে, আর खুধু তাই-ই তো নয়, দেবা-দেবীর মুখ তো দিন দ়িন खুকিয়ে যাচ্ছে তোমার এই উদাস ভাব দেখে। पুমি তো কোনোদিকে তাকাও না, কিছ্ লক্ষও করো না।

বিশাখা আর শচীনের কথা বলছো নাকি ?
তাছাড়া আবার কে ?
হেমকান্ত আর একটা দীর্ঘ্ষশ্যাস ছেড়ে বললেন, বিয়েটা দেওয়া তাহলে দরকার বলছে!
দরকার। থুব তাড়াতাড়িই দরকার।
সে বিয়েতে কৃষ্ণকান্ত তো থাকবে না মনু।
কৃষ্ণর কথা কেন ভাবছো বলো তো ! বাপ হয়েছো বলেই কি তার ওপর তোমার যোলো আনা অধিকার ? তাকে দেশের দরকার নেই, মানুষের দরকার নেই ? ছেলে বুকে আগলে বসে থাকাটাই कि রীতি?

তা বলিনি। হেমকান্ত বিষাদ মাখা ।মুথে বললেন, বলছিলাম যে, বিশাখাকে তো বড় ভালবাসে। ছোড়দির বিয়েতে সে থাকবে না

ওসব মেয়েলি ভাবনা তোমকে মানায় না। কৃষ্ণ যেমন সত্যিকারের পপুরুষ তার বাপ হিসেবে তোমারও কিছু পৌরুষ দেখানো দরকার।

তুমি বড্ড ক্যাট ক্যাট করে কথা শোনাও মনু।
তা শোনাই। আমার কপালই যে অমন । নইলে তোমার কানে কথা ঢুকবে কেন ? কৃষ্ণর কথা সারা শহরের লোক ভাবছে। সারা দেশ ভাবছে!

ভাবছে?
বিশ্যাস रচ্ছে না ?
কি জানি! বলে হেমকান্ত চুপ করে গেলেন।
কিষ্তু সারা দেশ না হোক, কৃষ্ণর নাম যে রাজনৈতিক মহলে পৌছছে গেছে তার প্রমাণ পেতে হেমকাষ্তর বিশেষ দেরী হল না।

একদিন সকালবেলা কয়েকজন অচেনা লোক দেখা করতে এল।
খবর পেয়ে হেমকান্ত বৈঠকখানায় গিয়ে দেখেন, ধুতি এবং পাঞ্জাবি পরা বিশিষ্ট চেহারার কয়েকজন মানুষ। यুবক, মধ্যাবয়স্ক দুরক্মই আছে। মধ্যাবয়স্কদের একজন বেশ ফর্সা, মুথে আভিজাত্যের ছাপ। হাতজোড় করে বললেন, আমার নাম সোমক দাশতপ্ত। আপনার সজ্গে একটু দেখা করতে এলাম।
 দেখলেন আগচ্তুকদের পরনে খদ্দরের পোশাক। একটু স্বদেশী মার্ক চেহারা।

সোমক বললেন, আমরা কৃস্ণকাষ্তর কথা কাগজে পড়েছি।
কাগজ্জে ? হেমকান্ত সোজা হয়ে বসে বললেন, কাগজে তার কথা বেরিয়েছে নাকি ?
আজকের কাগজ্彐েই আছে । বলে একজন ভাঁজ করা-একটা বাংলা খবরের কাগজ এগিয়ে দিল ।
ভিতরের পাতায় ছোট্ট একটু খবর লাল পেনসিলে দাগানো । কিশোরগঞ্জের এক গ্রামে এক দল বিপ্পবী পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। দলের কয়েকজন পালিয়ে যায়। তাদের মধ্যে পুলিশ একজনকে চিনতে পেরেছে। জমিদার হেমকাষ্ত চৌধুরির নিরুপ্দিন্দ ছেলে কৃষ্ণকান্ত চেধুরি। হেমকান্ত আর্তনাদ করে উঠলেন, সর্বনাশ।
সকলেলে চু ।
একটু বাদে সোমক বললেন, বাবা হিসেবে আপনার দুকিষ্তা স্বাভাবিক। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত আমার

হেমকাম্ত অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন । তারপর বললেন, আমার এই ছেলেটির অনেক সম্ভারন্ন ছিল । ভারী মেধাবী, সাহসী । ও চলে যাওয়ায় আমার একটা অবলম্বন হারিয়ে গেছে ।

সোমক বললেন, জমিদারদের ছেলেরা যেমন হয় আপনার ছেলে তেমন হয়নি । এটী খুব শুভ লক্ষণ । আমার বাবাও জমিদার । যশোরে আমাদের বিষয় সম্পত্তি আছে ।

হেমকাম্ত চুপ করে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন । কথাগুলো ভাল বুঝতে পারছিলেন না । কৃষ্ণ পালিয়েছে । কিষ্তু কতদিন পালিয়ে থাকতে পারবে ? হয় ধরা পড়ে জেল খাটবে, ফাঁসি হাব, কিংবা গুলি খেয়ে মরবে অস্থিরতায় মাথাটi নাড়লেন হেমকাষ্ত । বলে উঠলেন, নাঃ।

সকলে তাকে নিবিষ্ট ঢোখ্থ দেখছিল । হেমকাস্ত সচেতন হয়ে লজ্জা বোধ করেন । প্ধাস ছাড়তে গিয়ে টের পেলেন, শ্বাসের বাতাসটা কেঁপে গেল ।

সোমক বললেন, আমরা কংগ্রেস করি । তবে টেররিস্ট দলের নই । সেই ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে কিছু কशা বলার ছিল ।

आমি রাজনীতির কিছুই «ুবি না । আমাকে বলে কী লাভ ?
यদি কখনো কৃষ্ণকাম্ত আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাহলে আমাদের কথা আপনি যদি দয়া করে বলেন তাহলে খুব উপকার হবে ।

আমার সঙ্গে সে কি যোগাযোগ করবে বলে আপনাদের ধারণা ?
শুনেছি সে অত্যম্ত পিতৃতক্ত।
হহমকাস্তর বুকটা দুলে উঠল গর্বে, আনন্দে, অহংকারে । কিছু বলার মরো খুজেে পেলেন না ।
সোমক বললেন, টেররিস্ট দলে একবার ঢুকলে অবশ্য বেরিয়ে আসা মুশকিল । তবু কৃষ্ণ হয়তো পারবে । তার নামে অস্তত মার্ডার চার্জ নেই।

নেই ? হেমকান্ত খুব উদ্গ্রীব रয়ে প্রশ্ন করলেন।
না । থাকলে আমরা খবর পেতাম ।
কী বলতে হবে কৃষ্ণকে ?
সে যেন মহাষ্মাজীর সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করে ।
হেমকাষ্ত চूপ করে রইলেন । তারপর বললেন, মহাত্মজী কি ওর কথা জানেন ?
আমরা তাঁকে জানাবো ।
কেন জানাবেন ?
কৃষ্ণ খুব ব্রাইট ছেলে । কিষ্ঠু পথটা ঠিক নয় । ও পথে গিয়ে লাভ নেই ।
रেমকাষ্ত একটু অসষ্ঠুষ্ট হয়ে বললেন, তাহলে কী বলর তাকে ? পুলিশের কাছে ধরা দিতে ?
সোমক হাসলেন । বললেন, সেটা মহাড্মাজী স্থির করবেন ।
হেমকাষ্ত মাথা নেড়ে বললেন, উনি মত্ত মানুষ । ऊঁকে এইসব ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে বিরক্ত করবেন কেন ?

উनি বিরক্ত হবেন না ।
হেমকगস্তর এ প্রস্তাব পছন্দ হল না । কৃষ্ণ টেররিস্টদের দলে पুকেছে, খুন করেছে, ফেরারী হয়ে घুরছে । অর্থাৎ চিহ্হিত, দাগী । সে এখন মহাড্মাজীর শরণ নিলেও পুলিশ অকে ছাড়বে না । খুন প্রমাণ না হলেও ছাড়বে না । অস্তত জেলে পুরবেই। তার চেয়ে বরং পালিয়ে থাকা ভাল ।

হেমকাষ্ত বিরস মুখে বললেন, সে যদি আসে তখন দেখা যাবে । এখন কিছুই বলে কোলো লাভ নেই ।

আমাদের বিশ্ধাস, আজ হোক কাল হোক, সে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেই ।
লোকলুলো চলে গেলে হেমকাষ্ত হাঁফ ছাড়লেন । চিষ্ঠা অবশ্য তাঁর আরো বাড়ল । घরে র্রেসে

খবরের কাগজ খুলে বসলেলন । আজকাল খবরের কাগজ বড় একটা পড়েন না । খবরটা বেশ কয়েকবার পড়লেন । তারপর একজন চাকরকে ডেকে বললেন, মনুকে খবর দে ।

রঙ্গময়ী আসতেই বললেন, খবর জানো ?
কিসের খবর ?
এই যে।
রঙ্গময়ী খবরটা পড়ে একটু সাদা হয়ে গেল । বলল, কারা এসেছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে ?
কংগ্রেসের লোকেরা ।
কি বলল ?
তারাi্ খবরটা দিয়ে গেছে।
ওরা কী চায় ?
ওরা চায় কৃষ্ণক্ক মহাআ্মার কাছে নিয়ে যেতে ।
মহাজ্মা ! ও রাবা ! সে যে অনেক বড় ব্যাপার ।
তাই তো দেখছি।
গিয়ে কি হবে ?
আমি জানি না মনু, আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন ? পলিটিকস আমার চেয়ে তুমি ভাল জানো ।
রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলল, না গো, আমি মেয়েমানুষ অত কি বুঝি! তবে কংগ্রেসের মধ্যে এখন বড় গণুগোল ।

পলিটিকস মানেই গগুগোল । কৃষ্ণ যে কেন ওর মষ্যে ঢুকতে গেল। বোকা ছেলে ।
তুমি কিছু কবুল করোনি তো ?
না । চিনিই না কি কবুল করর্ব ?
নামগুলো জেনে নিয়েছো ?
শুনেছি, তবে মনে নেই। একজনের নাম সোমক দাশগুপ্ত।
রঙময়ী একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, জানি।
কিরকম জানো ?
নাম শুনেছি।
নেতা নাকি!
নেতাই। তবে বড় কিছু নয় । নামটা শোনা যায় লোকের মুখে।
কি করব বলো তো !
কি আর করবে, কিছু করার নেই ।
ওরা বলল, কৃষ্ণ নাকি ঠিক আমার স⿰্গে দেখা করবে। আমার বিশ্বাস হয় না।
আমার হয় ।
কৃষ্ণ আসবে?
আসবে । সে তোমকে ভীষণ ভালবাসে ।
হেমকাষ্ত হতাশ গলায় বলেন, সকলেই ওই কথা বলে, কিস্তু আমি তো কিছু বুঝি না । ভালবাসে তো এরকম একবস্তে একবারও না বলে চলে গেল কেন ?

नিমাই যখন সন্ন্যাস নেয় তখন কি শচীমাকে বলে গিয়েছিল ? ওরকম নিয়মরীতি কিছু নেই গো।

হেমকাষ্ত চুপ করে রইলেন । হাতে খবরের কাগজ । মনে দুশ্চিষ্ঠা ।
রগময়ী বলল, কতবার বলতে হবে যে, কৃষ্ণর জন্য চিষ্ঠা করার কিছ্ নেই । ভগবান আছেন, তিনি দেখবেন ।

হেমকাষ্ত মাথা নেড়ে বললেন, তোমার মতো ঈব্বর্প্বিসটা আমার পাকা নয়।
তোমার কোনো বিশ্ধাসই পাকা নয়।
হেমকান্ত একটু হাসলেন, বললেন, তুধু তোমার ওপর বিশ্ধাসটাই খুব পাকাপোক্ত, তাই না ?
রঙ্য়ীও একটু হাসে। তারপর বলে, বিশাখার বিয়ে নিয়ে কথাটা কবে এগোবে ?
হেমকান্ত বিরক্ত হলেন । তবে বিরক্তি প্রকাশ না করে শান্ত স্বরে বললেন, ওরা খুব অস্থির হয়ে পড়েছে, না ?

না । ওরা অবিবেচক নয় । এ অবস্থায় যে তোমার পক্ষে বিয়ে নিয়ে চিষ্তা করা মুশকিল তা ওরা জানে। বিশাখা তো ভাইয়ের জন্য প্রায়ই কাঁ火म ।

আমি ভাবছিলাম ক’টা দিন গেলে আমার মানসিক অবস্থাটা একটু স্বাভাবিক হত।
রঙ্গয়ী মাথা নেড়ে বলে, সেটা হবে না । তোমার মনকে আমি চিনি। যত দিন যাবে তত বেশী করে ভাববে, দুশ্চিস্তাও বাড়বে। তার চেয়ে বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকো, কোমর বেঁেে কাজে নামো, তাতে খানিকটা ভাল থাকবে। দूশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেয় কাজ।

বলছো ?
বलছি।
তাহলে বোধহয় সেটাই করা ঠিক হবে।
তাহলে বাবাকে দিন স্থির করতে বলি ?
বলো।
একটা কথা।
আবার কী ?
কৃষ্ণ তার ছোড়দির বিয়ের খবর যদি পায় তাহলে হয়তো এসে পড়তেও পারে।
হেমকান্তর চোথ উজ্জ্মল হল, আসতে পারে ?
হাঁ। তার কারণ বিয়ে বাড়ির হট্টগোলের মধ্যেই তার পক্ষে আসা সষ্ভব। অন্য কোনো সময়ে আসা সষ্তব নয়।

কেন বলো তো!
তুমি কি কিছু টের পাও না ?
কী টের পাবে ?
কৃষ্ণর কথা জেনেও পুলিশ তোমার কাছে একবারও কেন আসেনি ?
হেমকান্ত অবাক হয়ে বললেন, কেন, আমার কাছে কেন আসবে ?
আসাই স্বাভাবিক ছিল় । জিজ্ঞাসাবাদ করাটাও তো দরকার । তুমি কিছু জানো কিনা বা তোমার সহ্গে যোগাযোগ আছে * কিনা।

তা বটে।
পুলিশ আসেনি, তার কারণ পুলিশ চব্বিশ ঘন্টা তোমার বাড়ির ওপর নজর রাখছে।
बलো को?
সত্যি কথ্থাই বলছি।
কই, आমি তো কাউকে লক্ষ করিনি।
তুমি আবার কবে কাকে লæ করো ? বাইরে কদম গাছটার তলায় আজকাল একটা ভিখিরি সারাদিন বসে থাকে। পিছনের আমবাগানে কয়েকটা দারোয়ান খাটিয়া পেতে বসে সারাদিন খৈনি ডলে । একটা নতুন বোষ্টম পাড়ায় ভিক্ষে করতে আসছে আজকাল। একটা আצ-্যাংটা পাগলকেও দেখবে সক্ধের নৌকে বিড়বিড় করে বকতে বকতে এদিক সেদিক ঘুরঘুর করে বেড়ায়।

ও বাবা, এত আয়োজন!

তাই বলছি, এমনিতে কৃষ্ণর পক্ষে আসা বিপজ্জনক।
বিয়ে বাড়িতে কি নজর রাখবে না বলছো ?
রাখবে। নিশ্য়ই রাখবে। তবে অনেক লোক নিমপ্ত্রিত হয়ে আসবে। কাজের লোক থাকবে অনেক। তার মধ্যে নজর রাখা খুব মুশকিল।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, আমি চাই না বিপদ মাথায় নিয়ে কৃষ্ণ আসুক।
সে বুদ্ধিমান ছেলে। বিপদ বুঝলে আসবে না।
হেমকান্ত হঠাৎ সন্দিহান দৃষ্টিতে রঙময়ীর দিকে চেয়ে বললেন, মনু একটা কথা বলবে ?
কি কथा? বলো।
তোমার সঙ্গে কি কৃষ্ণর যোগাযোগ আছে ?
রঙময়ী দাঁত দিয়ে ঠৈঁঁ কামড়াল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, সরাসরি নেই। তবে মাঝে-মধ্যে থবর পাই।

কি খবর পাও ?
ভাল আছে। চিষ্তা কোরো না।
ভাল বলতে ?
ফেরারী অবস্থায় যতটা ভাল থাকা যায়।
যাদের সহ্গে আছে তারা ড়ো বিপজ্জনক লোক।
হাঁ। তবে কিশোরগঞ্জে দলের প্রায় সবাই ধরা পড়ে গেছে। বিপজ্জনক হলেও তারা কৃষ্ণকে বুকে করে রাখত। তারা ধরা পড়ায় একটু চিচ্তার কথা।

হেমকাম্ত হাত বাড়িয়ে রহ্গময়ীর একটা হাত চেপে ধরলেন, মনু, বাপের মুখের দিকে চেয়ে সত্য কথা বলো।

রঙময়ী বড় বড় চোখদুটো হেমকান্তর চোখে রাখে। তারপর শ্শুরিত অধরে একটু অভিমান প্রকাশ করে বলে, আর আমি ওর মা, একথাটা ভৃলে যেও না।

হেমকাষ্ত তটস্থ হয়ে বললেন, জা়ি। জানি।
তার জন্য আমারও বুক পোড়ে।
মানছি মনু।
রभময়ী মাথা নেড়ে বলে, মানলে আমকে সন্দেহ করতত না ।
সন্দেহ! কিসের সন্দেহ ?
সন্দেহ যে, আমি কৃষ্ণর খবর জেনেও লুকোই।
লুকোও তো ঠিকই মনু, সব কথা আমাকে তো বল্েো না।
সেটা লুকোবো বলে নয়। বলি না বলার মডো খবর নয় বলে।
হেমকাস্ত রঙ্গময়ীর হাতটা ছাড়লেন না। একটু চেপে ধরে বললেন, বিয়ে বাড়িতে সে আসবে এসব কি ঠিক?

রभময়ী মাথা নেড়ে বলে, না। আমার সন্দেহ সে আসডে পারে।
সে কোথায় আছে জানো ?
না। কি করে জানবো ?
হেমকান্ড হতাশায় চোখ বুজলেন । অনেকক্巾ণ ঝૂম হয়ে বসে থাকার পর উঠলেন, বললেন, ঠিক আহু, ব্যবস্ছা করো। বিশাখার বিয়েটাই আগে দিই।

দিন স্থির করা আছে। আমিই দেথে রেথেছি। বাবাকেও দেখিয়ে নেবো।
কবে ?

ফাब্ধৈন। তেরোই। মোটে এক মাস হাতে আঢে।

॥ ৯২ ॥
বাথৰুম্মের দরজা খুলে এক অচেনা ঘরে পা দিল রেমি। বিশাল জনানা দিত্যে সকালের রোদ
 করল কেমন अनिष्ठिळ হয়ে গেল शত পা। কার ঘর ? কে থাকে এখানে ? তাকে লেথে কেউ কি চৈচচচিয়ে উঠঠ বनবে. কে, কে पूমি ? এখানে কেন ?

রেমির মুখ থেকে, মাথা থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে মেব্রেয় । মুথ মুছতে ভুলে গেছে সে। কিন্তু তোয়ালেটা হাতে ধরা আছে এখনো। ভূ কুঁচকে সে মন্তু তোয়ানেটের দিকে তাকায়। সাদা उমির ওপর आবश গোলাপী ফুল। খুব দামী, নরম তোয়ানে। কিষ్ूू কার ? অना কারো বাবशার করা নয় তো অর্নের ব্যবহার করা তোয়ালে বা গামছায় মুখ মুহতে বড় ব্যেন্না তার।

একটা টাইমপিস টিকটিক করছে নীছ টেবিলের ওপর। বাইরে কাকের ঝগড়। একটা দুটো গাড়ির শব্দ । রেমি ঘরের মধ্যে আরো এক পা এগোলো। তারপর ফের দাঁড়িয়ে তোয়ালেটা দু'হাতে

 उপর পাত একढ़া সবুজ অয়েল ক্রথ। দু ঢো খুদদ পাশবালিশ, একটা ছোট মাথার বালিশ, কাঁथ। কোনো শিশ নেইই অবশ্য। এ সব ঋूব অবাক চোখে দেখল রেমি। কিছू মনে পড়ছে না ।

বউमिं! ও বউদি! জলে बে মেঝেেে ভিজে গৌন গা! ওম্মা!
রেমির বিশ্মৃতি এক বাটকায় কেটে গেল। ঝম করে ভেন মাট্তিতে পড়ন পা । স্মপ্র থেকে ঢোখ মেলল জগরণে। একটা ম্বস্তির ম্যাস ফেলল সে"। তারপর লজ্জায় তাড়াতাড়ি মুখ মুহতে মুছেতে বলन, বাচাটা রে小ায় গেল রে রাধা ?

কেেথায় আবার ? বড়বারু তাে টেবিলে তইয়ে পেট বুক ঢোখ কান সব দেখছেন মন দিয়ে । ল্খখগে যাও। আর নোমার বাচ্চাও বটে দদুকে চিনেছে। অমন আঁঁুরে ছেলে যে এমন লেয়ানা হয--বলতে বলতেই রাধা একটা ন্যাকড়া রের করে মেবোটা মুচে ফেল্ল। তোয়ালেটা রেমির হাত থেবে নিয়ে বাথরুুেে রেখে এল।

রেমি দুর্বল শরীরে বিছানায় বসন একদু। রাধা একটা মন্ত চोনেমাটির ঢকন্ন দেওয়া সুপ বউল এনে রেথেছে টেবিলের ওপর। ওতে আহে গরম দূধ-সাঔ। থেতে হবে। বাধ্যতামৃলক এই
 খেতেই হবে। এতে স্থস্যু ভান হবে। বুকে দूধ আসবে।

থেয়ে নাও গো বউদি।
आজ অर্ধেকটা খাই, বাকি অर্ধেক বাথরুম মूপি মूপি কেলে पে।
চাকরিण থেতে চাও আমার ? গর্দনটটও না যায় সেই সс্গ।
উঃ, को खে छाना।
থেয়ে নাও না নাক চোথ বুজে ! থারাপ জিনিস তো নয়। পোয়াতিদ্দের থেতে হয়।

 অম্থ অक्ष করে খায় রেমি । তার শাঔড়ি নেই, মা কাছে थাকে না, কিষ్ু একজন তার সব অভাব
 গडोর ্েহ মিশে আহে।


চোথ ভরে জল আসে রেমির। কষ্ট হয় বটে, তবু সে নিঃশেষে দুধ-সাগুটা খেয়ে নেয় । কেন তার মােে মঝেে মাথাটা এমন কুয়াশায় ঢেকে যায় সেটা সে কিছুতেই ভেবে পায় না ; কী হয় তার ? কেন হয় ?

রেমি এখনো কাউকে বলেনি তার সমস্যার কথা। বলার মতো কে-ই বা আছে তার ! একমাত্র কৃষ্ণকান্ত। কিন্তু বুড়ো মানুষকে নতুন করে উদ্বেগে ফেলতে চায় না রেমি । ধ্রুবর সজ্গে তার বড় একটা দেখাই হয় না। ছেলে নিয়ে বাড়ি ফেরার পর থেকেই রেমি থাকে দোতলায়, প্বুব ওপরে আসে না। যতদূর খবর পায়, ধ্রুব আজকাল মদ খাচ্ছে না । একটু রোগা হয়ে গেছে। মাঝে মােে অফিসের কাজ নিয়ে বাইরে যাচ্ছে। কিন্তু রেমিকে বা বাড়ির আর কাউকেই সে কিছু বলে যায় না ।

রেমির এখন কাউকে দরকার। সব কথা তো সবাইকে বলা যায় না। ঘনিষ্ঠ বিপ্ধাসযোগ্য একজন আপনজন দরকার। ্রুব ছাড়া আর কেউ তো নেই সেরকম । পরের মতো ব্যবহার বটে তার, কিষ্তু রেমির তো আর কেউ নেই।

রেমি অন্যমনস্কভাবে সুন্দর পাত্রটির দিকে চেট্যে ডাকল, রাধা!
को বলতেছো ?
তোর কাকাবাবুর থবর কী রে ?
বাড়িতেই তো ছিলেন সকালবেলায়।
এখন নেই?
দেখছি।
তাড়াতাড়ি দেখ। থাকলে একটু ওপরে আসতে বল।
রাধা বউলটা নিয়ে চলে গেল। রেমি প্রত্যাশ্যাহীন অপেক্ষ করতে লাগল। হয়তো আসবে। হয়তো আসবে না। ধ্রুবর তো কিছু ঠিক নেই।

কিষ্তু একটু বাদেই সিড়িতে হাওয়াই চষ্মলের চেনা শব্দ পেল রেমি । ধক করে উঠল তার বুক। আজও বুকটা এরকম করে ! কেন করে জ কে বলবে ?

ধ্রুব দরজার ख্রেমে এসে দাঁড়াতেই রেমি দুর্বল শরীরে ওঠে। ভাল. করে চেয়ে দেখে মানুষটার দিকে। কিরকম মেজাজে আছে ? রাগ না স্বাভাবিক ? ঘেন্না নয় তো ?

না, ध্রুবর মুখে ঘেন্না নেই। বরং একটু উজ্জ্বল হাসির পৃর্বাভাস তার ঠেঁঁ ছूँয়ে আছে।
রেমি আপ্বস্ত হল। বলল, এসো, ঘরে এসো।
চটি খুলে, না না-খুলে ?
তার মানে ?
শুনলাম ওপরতলাটা নাতির সম্মানে কোযার প্বতুরমশাইপুরো স্টেরিলাইজ করে রেখেছেন,,ারতার যেকোন অবস্থায় ওপরে আসার অধিকার ন্নই।

आমি তো অতসব জানি না।
আমরা ভুক্তভোগ্গীরা জানি।
তোমকে ওপরে আসতে কি উনি বারণ করেছেন ?
ডাইরেকটলি করেননি। তবে ফরমান জারি আছে যে, হাত পা সাবান দিয়ে না ধুয়ে এবং পরিষ্কার জামাকাপড় না পরে কেউ•যেন ওপরে না আসে।

তাই বুঝি হूমি আস ना ?
অনেকটা তাই। কাজ কি বড়লোকদের সঙ্গে মাখামাখি করে ? নীচের তলার লোক আমরা নীচুতেই বেশ থাকি।

বড়লোকের তুমি বুঝি কেউ নও ?
आমি! আমি আবার কে? এ লায়াবিলিটি।
তোমার ছেলের জনাই এসব প্রিকশন নেওয়া হচ্ছে, পরের জনা তো নয়।

ছেলে ? বাপরে ? ও আমার ছেলে নাম-কো-বাস্তে । ওর আসল পরিচয় হল, কৃষ্ণকাষ্ত চৌধুরির নাতি

রেমি হেসে ফেলে । বলে, থুব ইয়ার্কি শিখেছো ! এসো তো, তোমার সঙ্গে কথা আছে । চটিটা বাইরেই রাখো বরং।

ধ্রুব চটি ছেড়ে ঘরে আসে । চারদিকে উৎসুক চোখে তাকায় । তারপর বলে, সে ব্যাটা কোথায়, সেই খাঞ্জা খাঁয়ের নাতি ?

কার কথা বলছো ? ছেলে ?
তাই না হয় হল।
তাকে তোমার দেখতে ইচ্ছে করে তাহলে ?
ইচ্ছে তো করে মাঝে মাঝে ভাই । তবে কী জানো, আমার তো মোহর নেই যা দিয়ে মুখ দেখব ।
ছেলের মুখ দেখতে বাপের বুঝি মোহর লাগে ?
তাই তো শুনছি। দাদু নাকি পঁচ মোহর ডাউন করেছে!
দাদুর ছিল তাই দিয়েছে । তোমার নেই, তুমি দেবে না।
ভরসা দিচ্ছো ?
রেমি খুব হাস্ল, বলল, আসল কথাটা বললেই তো হয় । ছেলে, বউ, সংসার এসবের ওপর তোমার কোনো টান নেই। খামোখা ম্বশুরমশাইকে দুষছো কেন ?

ধ্রুব বিছানায় বসে । তারপর গেঁয়ো লোকের মতো চারদিকে চেয়ে চেয়ে घরের আসবাবপত্র দেখতে থাকে। স্ট্যাণ্ডে ছোট্ট দোলনা, ঘরের কোণে পাথরের টেবিলে নতুন কেনা একটা স্টেরিলাইজার, নানারকম ওষুধপত্র, জীবাণুনাশক, একটা ওজন নেওয়ার যক্ণী, ডোয়ালে ন্যাপকিন, বাচ্চার জামাকাপড়ের ছড়াছড়ি । ধ্রুব একটা শ্বাস ফেলে বলে, এত আয়োজন মাত্র একজনের জन्य ?

রেমি একটু লজ্জা পেয়ে বলে, শ্বশুরমশাই ওকে বড় ভালবাসেন।
তা বাসুন। কিস্তু ফুটপাথেও বাচ্চা জম্মায় এবং বেঁচে থাকে।
ওসব কথা থাক। পীজ!
ধ্রুব হাসল। মাথা নেড়ে বলল, থাক। এখন কেন ডেকেছো বলো।
আমার একটা বিদঘুটে অসুখ হয়েছে।
কী अসুখ ?
মাঝে মাঝে আমি সব ভুলে যাই। এই ঘর, এই বাড়ি, কিছুই চিনতে পারি না । আজ একটু আগেও হল । বাথরুম থেকে ঘরে পা দিয়েই মনে হল, এ ঘর তো আমার নয় । অন্য কার ঘরে पুকে পড়লাম আমি! বেশিক্ষণ থাকে না ব্যাপারটা, কিজ্ট প্রায়ই হয় ।

ধ্রুব মুখ গষ্ভীর করে খ্ছছিল। বলল, মানুষজনকেও চিনতে পারো না ?
ना।
নিজ্রের ছেলেকেও না ?
রেমি একটু ভাবল । তারপর বলল, যখন ওরকম হয় তখন মিনিটখানেকের জন্য মাথাটাই ফौকা হয়ে যায়। কিছুই স্মৃতি থাকে না । ছেলেকেও তথন চেনা লাগে না।

ডাক্তারকে বলেছো ?
না। ভাবলাম আগে ডোমাকে বলি।
ডাক্তার তো রোজ্ আসে।
আসে ।
আজ ডাক্তারকে বোলো । আমরা লে ম্যান, অসুথের কী বুঝি ? ৫৩৬

আমার কি মাথার গগ্গগোল হবে গো ?
তা কেন ? এটা কোনো ডেফিসিয়েক্সি থেকেও হতে পারে। খুব সিরিয়াস কিছু বলে মনে হয় ना ।

আমার ভীষণ ভয় করে, মনে হয় পাগল হয়ে যাবো না তো! সেই ভয়ে ডাক্তারকেও কিছু বলি ना ।

ডাক্তারকে ভয় কী ?
यদি বলে, आপনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন!
দূর বোকা। ডাক্তাররা কখনো ওরক্মভাবে বলে না।
রেমি মাথা নেড়ে বলে, আমি পারব না। তুমি ডাক্তারকে বলো।
आমি! आমি কেন ?
তুমি আমার স্বামী না ?
নামকোবাস্তে।
সে তো জানিই। তবু স্বামী তো। তুমিই বলো।
দায়িত্বে জড়াচ্ছে ?
না হয় ᄎড়ালাম। হাত দিয়ে তো পারলাম না, यদি দায়িত্ব দিয়ে পারি।
ডাক্তার কখন আসে?
দশটা নাগাদ।
এখন মোটে আটটা! দুঁন্টা দেরী।
রেমি একটু নাকি সুরে আব্দার করে বলে, তা হোক, আজ না হয় অফ্সে একটু দেরীই হবে।
s্রূব একটু হাসল। আজ সকালে পরিষ্কার করে দাড়ি কামিয়েছে, চুল আচড়েছে, পরনে একটা ষবষবে সাদা পায়জামা, গায়ে পিত্ত রঙের একটা র-সিক্কের পানজারি। চেহারাটা বড় বেশী ধারাল দেখাচ্ছে আজ। একটু শীর্ণতায় ওর লাবণ্য নষ্ট ডো হয়ইনি, বরং শক্তপোক্ত দেখাচ্ছে। হাসির বিদুए মুখখানায় এক দারুণ সৌন্দর্যের আলো ফেলল।

इয়তো বা ধ্রুবকে এত সুন্দর দেথে রেমি একাই । বারবার এক বিভোর তস্ময়তা পেয়ে বসে। পেয়ে বসে মুभ্ধতা, কাম, তীব্র আকর্ষণ, আজও বুদ্ধিড্রহশ হয়ে গেল রেমির। হঠাৎ সে ঘন শ্যাস ছেড়ে বলল, তুমি কি জানো তোমার মতো সুপুরুষ আর একজনও নৌই।

এরকম কথা রেমি কখনো বলে না । צ্বুব অবাক হয়ে রেমির দিকে চাইল় । তারপর বলল, তাই नाকি ?

কथাটা কি তোমাকে আর কেউ বলেছে?
ঞ্রুব মাথা নেড়ে বলন, না। কারণ কথাটা সত্যি নয়।
বটে! বলে রেমি ধ্রুবর কাছ ঘেঁচে বসল। আলতো করে হাত রাখল কাঁধে।
צ্রুব বলল, সত্যি হলে কেউ না কেউ বলতই। তাছাড়া আর একটা কথা। আমার শরীরে জমিদারের রক্ত আছে। ব্রু ব্বাড। জমিদাররা সব সময়ে সুন্দরী মহিলাদের বিয়ে করতেন। ফলে বংশানুক্রমে তাঁদের বাচ্চারাও সুশ্রীই হত। আমার সেই উত্তরাধিকার থাকতেই পারে। কিম্ঠু কেবন শারীরিক সৌ্দর্য দিয়ে পুরুষের বিচার চলে না। তার মধ্যে আরো কিছু থাকা চাই।

সেটা কী?
পৌরুষ এবং চরিত্র । আমার তা নেই। এক রকমের চেহারা আছে যা দিয়ে কেবল মেয়ে পটানো চলে। পুরুষের সত্যিকারের সৌন্দর্य ওটা নয় । డেহারা হবে এমন যার সাম্নে পুরুষ নারী নির্বিশেষে মাথা নোয়াবে।

রেমি Эনছিন না । צুবর খুব কাছে বসে, তার কাঁধে খু খুতনি রেথে মুখের দিকে অপলক চোথে

চেয়ে ছিন। আফটার শেভ লোশনের মৃদু গন্ধ আসছিল নকে। মুभ্ধ সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছিল। এত সব কথার পর হঠাৎ মৃদু স্বরে বলল, আমার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে কি তোমার খুব অসুবিধে হয় ?

ধ্রুব একটু হাসল। বলল, থাকিনি কি ? কিন্তু তোমার মাননীয় শ্বঞুরমশাই তো তা হতে দিচ্ছেন ना।

উনি বিবেচক বলেই দোতলায় রেখেছেন আমাকে। উনি ভাবেন, বাচ্চা থাকলে সে তো রাতে কौদবে, বিছানা ভেজাবে, তুমি হয়তো বিরক্ত হবে।

তাই বুঝি ?
তা নয় ? একা আমকেই তো তুমি সইতে পারো না । মাঝরাতে ছেলে রোজ কাঁদলে পারবে ?
পারব বললে কি বিপ্গাস করবে? আমাকে তো ট্রায়াল দিয়ে দেখনি।
ট্রায়াল দেবো না হয়। আজই নীচের ঘরে বাবস্থা করছি।
ধ্রুব একটু তটস্থ হয়ে বলল, আজ থাক।
কেন, থাকবে কেন ?
একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আবার পান্টানো অনেক হাঙ্গামার ব্যাপার। পরে হবে।
রেমি একটু হেসে বলে, ভয় পেলে ?
ভয় ना ।
রেমি হাসল । করুণার হাসি । দীর্ঘ একটা শ্যাস কেলে বলল, জানি গো জানি। আমি মরলে তুমি বাঁচতে।

ध্বুব খুব গঙ্ডীর মুখে মাথা নেড়ে বলে, না । তুমি মরলে আমার কোনো লাভ হত না রেমি। আমি यদি অन্য কোনো মেয়েকে চাইতাম তাহলেও না হয় হত। আমার সেরকম কেউ নেই।

কিষ্তু আমি তো তোমাকে বেঁধে রেখেছি।
তা রেখেছো। তবু প্রথমে যতটা খারাপ লাগত এখন ততটা লাগে না। আচ্ছা, দরজা-ফরজা থোলা রেথে এমন গা ঘেঁষাঘেঁষি করছো আজ কোন সাহসে বলো দেথি ? কেউ দেখে ফেলবে না ?

দেথুকগে। পরপুরুষ তো নও।
খুব সাহস হয়েছে তো আজকাল?
রেমি একখানা হাত বাড়িয়ে ধ্রুবর মুখ চাপা দিল। বলল, जুমি কাছে থাকলে আমার শরীর-মন সব অন্যরকম হয়ে যায়। কত ভালবাসি তা ডো বুঝলে না।

ধ্রুব কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিষ্তু আচমকাই ঘরের বাতাস প্রকম্পিত করে একটা বাজ পড়ল।
বউমা!
সচকিত রেমি ছিটকে উঠে দাঁড়াল । ধ্রুব একা ভ্যাবাচ্যাকা থেয়ে দেখল, দরজার অতি সৃক্ম ও স্বচ্ছ পর্দার ওপাশে কৃষ্ণকাষ্ত দাঁড়িয়ে আছেন। কোলে কাঁথয় সযত্বে মোড়া নাতি। ঘরের ভিতরটা তিনি খুব স্পষ্ট ও পরিষ্ষার দেখতে পাচ্ছেন।

খ্রুব বা রেমি কেউ একটাও শব্দ করতে পারেনি বিমূঢ়তায়।
কৃষ্ণকান্ত পর্দ সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন গ্রুবর দিকে দৃক্পাত করলেন না। রেমির দিকে চেয়ে বললেন, বাপের বোধ হয় এখনো ছেলের মুখ দেখার সময় হয়নি, না মা ?

রেমি ঘোমটায় ঢাকা মুখ নত করে থাকে। बবাব দেয় না।
কৃষ্ণকাষ্ত তপ্তস্বরে বললেন, যদি বাপের সময় বা ইচ্ছে হয় অষ্তত তাহলে তাকে একবার আমার দাদাভাইয়ের মুখখানা দেখিয়ে রেখো। অন্তত মুখচেনাটা হয়ে থাক।

এবারও ঘরে স্তক্ধতা।
কৃষ্ণকান্ত নাতিকে রমির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, শরীরটা একটু লালচে দেখাচ্ছে আজ। বুঝলে ! হাম-টাম হতে পারে। আজ আর গায়ে জলস্পর্শ কোরো না। তেলটেলও দিও না। ডাক্তার এলে একবার ভাল করে দেখতে বোলো। রেমি ছেলেকে কোলে নেয়।

কৃষ্ণকান্ত নাতির ঘুমন্ত মুখখানার দিকে মায়াভরে একট্টুক্ষণ চেয়ে থাকেন । তারপর ধীরে ধীরে দরজার কছে যান । একটু (থমে পিছন ফিরে বলেন, পৌরাণিক অভিধান আর কয়েকটা বই থেকে গোটা দলেক নাম বেছে রেখেছি। কোনটা খাপ খাবে তা বুঝতে পারছি না । লিস্টটা পাঠয় দেবো, ছেলের বাপকেও বোলো একটু দেখে রাখতে। বলে কৃষ্ণকান্ত চলে গগলেন।

রেমি ছেলেকে বিছানয় ওুইয়ে স্ট্যাতুর মশারি দিয়ে ঢাকা দিল! তারপর চাপা স্বরে বলল, ওগো ।

को বलছ ?
ছেলে দেখ।
দেখছি। বলে ধ্রুব হাসল। আড়চোথে গোলাপী নাইলনের মশারির মধ্যে শোয়ানো ছেলের টুলটুলে মুখখানা কয়েরে সেকেণ্ড চেয়ে দেখল সে।

রেমি বলল, कী মনে হচ্ছে ?
কী আবার মনে হবে ?
নিজেকে বাবা-বাবা লাগছে না ?
ধুর ! কে কার বাবা ? জন্মননোর জন্য ওর আমকে এবং তোমাকে দরকার ছিল মাত্র ।
ও আবার কি রকম কথা ?
দুনিয়াটা ঠিক ওরকমই প্রকৃতির নিয়মে চলে রেমি।
চুপ করো তো। অত জ্ঞানের কথা ভাল নয়।

## ॥ ৯৩ ॥

প্রস্তাবটা দ্বিতীয়বার তুলতে খুবই লজ্জা করছিল হেমকান্তর। রাজেনবাবু ভাল মানুষ, হয়তো কিছু মনে করবেন না, বরং খুশিই হবেন। কিষ্তু হেমকাষ্ত নিজের মানমর্যাদার কথা ভেবে সক্কোচ বোধ করছিলেন। বিয়ের কথা আগে একবার হয়েছিল, বিশাখা অরাজি থাকায় এগোয়নি। এখন আবার নতুন করে প্রস্তাব তোলার একটা ভাল অজুহাত থাকা চাই।

ভেবেচ্চেড্যে যে কিছু স্থির করবেন তার উপায় নেই। তেরোই ফাল্লুন বিয়ের দিন ধার্য করলে হাতে সময় খুবই কম । রপ্গয়ী রোজ তাগাদা দিচ্ছে। বলছু, অত সক্কোচ করছো কেন ? রাজেনবাবুরাও জানে যে, শচীন আর বিশাখা এথন বিয়ের জন্য মুখিয়ে আছে। কেউ কিছু মনে করবে না।

দিনকাল পাল্টে গেছে। আজকাল ছেলেমেয়েরা নিজেদের বিয়ে নিয়ে নিজ্েেরাই বোধ্য় মাথা घামায়।

ছুটির দিন দেখে হেমকান্ত একদিন রাজেনবাবুকে দুপুরে খাওয়ার নিমষ্ত্র করে পাঠালেন । খুবই একাষ্তে এবং সাধারণভাবে প্রস্তাবটা করবেন বলে।

নির্দিষ্ট দিনে রাজ্েেনবাবু এলেন। যাওয়াদাওয়ার পর দুজনে বসলেন বাইরের ঘরে।
হেমকান্ত বিনীতভাবে বললেন, আমার দুর্ভাগ্যের কথা তো সবই জানেন।
দूर्ভগগ্য ! দूर्ভাগ্য की বলছেন ?
ছেলেটট গৃহত্যাগী হল। মা-মরা ছেলে। বলে একটা দীর্ঘ্যাস ফেনলেন হেমকাষ্ত।
রাজেনবাবু ম্নান হেসে বললেন, বাপ হয়ে ছেলের জন্য উদ্বেগ থাকবে না তা ঢো হয় না। তবू বলি অমন ছেলের বাবা হতে পারলে আমি নিজে ভারী গৌরব বোধ করতাম।

এ কথায় হেমকাষ্তর ঢোথে জল এল। সামলাতে একটু সময় নিলেন। তারপর ষরা গলায় বললেন, আমি নানা দিক দিয়েই ভাগ্যতাড়িত। ग্ত্রী অকালে চনে গেলেন, ছেলে বিবাগী।

আমরা সব থবরই রাখি হেমবাবু । डগবান সবসময়ে তো থখু দেন না. কিছু নেনও । কর্ত্রী বড়

লশ্জীমমষ্ত ছিলেন। তিনি চলে যাওয়ায় আমরাও একরকম মাড়হারা হয়েযি। আমার দুর্দিনে তিনি অনেক সাহাयা করেছেন।
 একটা প্রস্তাব ডুলেছিলাম। আপনিও সম্মতি দিয়েছিলেন। নানা ঘট্নায় আর সে ব্যাপারে এগোনো সষ্ᅥব হয়নি। এখनো यদি आপনার মত থাকে তবে অগ্রসর হই।

রাজেনবাবু সহসা জবাব দিলেন না। Гুপ করে রইলেন। তাঁ বিচম্মণ মুখখানায় কোেো ভাব
 নেই। বিলেষত পাত্র ও পাত্রীরও যথন পরপ্পরকে পছন্দ। কিষ্ঠ একটা ছছাট্ট বাধা হচ্ছে।

হেমকান্ত উদ্মিম হয়ে বললেন, कী বাধা ?
यमि অडয় দেन जো বनि।
जভয় ना দেওয়ার কিছু নেই। आমি গোলামেলা মানুষ।
রাজেনবাহু आবার একদু ভাবলেন। তারপর মুদুম্বরে বললেন, আপনি বিপদ্রীক। কিষ্ুু বেশ কম বয়সৌ বিপt্রীক হয়েছিলেন। ইচ্ছে করলে আবার বিয়ে করতে পারতেন, কিষ্দু করেননি।

হেমকাষ্ত ভারী অসহায় বোখ করে বললেন, আবার ওসব কथা কেন রাজ্জনবাদু ?
 पूলতে চাইহি।

হেমকাষ্তর অভান্তরে একটা ভয় টিকটিক করহহিন। বুমতে পারছেন, একটা আঘাত আসছে।






হেমকাষ্ত ক্ঠঠায় চক্মু নত করলেন।

 ছেলে প্রবাসে, বিশাখার বিয়ে হয়ে গেলে আপনি সশ্পুর্ণ এবা হয়ে যাবেন । তখন যमि দেখােোনার লোক না थाকে তবে খুবই जসूবিষে হবে।

आমার অভ্যাস আছে।
 পারচেন না। बয়স যথन হবে তখन বুঝ<েন।


 বनलেন, বনুন।

आমি মনে করি কাनc্শেপ না করে आপনার आবার मার পরিণ্রহ করা প্রয়োজন।

 রেখেছিলেন। তবু সক্ষেচ ছিন। उয় ছিল।
রাজেনবামू नख গলায় বললেন, आমি সব দিক বিবেেনা কভৌই কथাট বলার সাহস পেলাম।


হেমকান্ত মাথা নাড়লেন । বুঝেছেন । তারপর বললেন, কিন্তু এ প্রস্তাবটার পিছনে অন্য কিছ্র নেই जো রাজেনবাবু ? কোনো গুজব বা রটনা ?

রাজেনবাবু সামান্য হাসল্লেন । তারপর হেমকান্তর দিকে একটু চেয়ে থেকে শান্ত গলায় বললেন, রটনা যাই থাকুক আমি কিন্তু আপনার চরিত্র জানি । যাকে যথার্থ পৌরুষ বলে আপনার তা আছে। यদি না থাকত তাহলে আজ এ বাড়ির মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব কানেও তুলতাম না।

হেমকান্ত কী বলবেন বুঝতে পারছিলেন না। সঙ্কটে তাঁর মাথা গুলিয়ে যায়। বললেন, বিশাখাকে পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে এটাই কি আপনার শর্ত ?

রাজেনবাবু জিব কেটে বললেন, ছিঃ ছিঃ, শর্ত কিসের ? আপনার মতো মানুষকে শর্ত দিয়ে বেঁধে কি ছোটো করা উচিত ? आমি প্রস্তাবটা করছি অন্য কারণে।

কারণটাই জানতে চাই, यদি বলতে বাধা না থাকে।
রাজেনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, বলতে যে হবে তা জানতাম। তাই অনেক ভেবেছি। ভেবে ভেবে বুঝলাম আপনার সঙ্গে সোজাসুজি এবং খোলাখুলি কথা বলাই ভাল । আপনি তো জানেন, পুরুষ মানুষ যেমনই হোক তার পিছনে একটা অन্দরমহল থাকে!

হেমকান্ত মৃদু হেসে বললেন, আমি অন্দরমহলের বিশেষ খবর রাখি না । সুনয়নী বেঁচে থাকতেও রাথতাম না। আর এখন তো আমার অন্দরমহল বনেই কিছ্হ নেই।

রাজেনবাবুও সহাস্যে বললেন, আপনি একদিক দিয়ে ভাগ্যবান। আমাদের ঔখু অন্দরমহলের খবরই রাখতে হয় না, ওই চাবির গোছার ঝনৎকার, ওই বালা আর চুড়ির শব্দের মধ্যে যেসব সক্কেত আছে সে সম্পর্কেও শুশিয়ার থাকতে হয়।

দুজনেই হাসলেন।
হেমকান্তর হাসি কিছুটা ম্নান। বললেন, বুঝেছি। अन्দরমহলে আমাকে নিয়ে কোনো কथা উঠেছে। তাই না ?

রাজেনবাবু হাঁ-না কিছু বললেন না । চুপ করে রইলেন । অনেকটা সময় পার করে বললেন, ঠিক তা নয়। মেয়েরা কৃটকচালি পরনিন্দা পরচর্চা করে বটে, সেটা স্বাভাবিকও। কিষ্ুু আমার অन্দরমহলে একটু অন্যরকম মনোভাবও আছে। আপনার প্রতি আমাদের এক ধরনের দুর্גলতা আছে। আমরা বাস্তবিকই আপনার সুথে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী ইই। কৃষ্ণ নিরুস্দেশ ইওয়ায় আমার त्री খুবই কান্নাকাটি করেছেন।

কৃষ্ণকাষ্ত প্রসর্গে হেমকাষ্ড ফের উদাস হয়ে গেলেন । স্থির দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে কিছ্হু্মণ চেয়ে থেকে বলनেন, आমি বড়ই হতভাগ্য। জীবনে কোনো কিছूকেই আমি নিয়জ্রণ করতে পারিনি। যা घটবার সবই ঘটে যাচ্ছে, আমার যেন কিছूই করার নেই।

রাজ্েেনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, ওরকমভাবে বলবেন না। মানুষ সব সময় সব কিছ্র নিয়ষ্মণে রাখতে পারেও না। তা বলে আপনাকে কেউ দুর্বলচিত্ত বলে ভাবে না।

হেমকাষ্ত মৃদু হেসে বললেন, ঠিক সেটাই ভাবে। আমিও জানি যে, আমি দूর্বলচিত্ত। কিষ্টু আপনি বিপ্ধাস করুন, আমার কথনো কোনো পদশ্থলন ঘটেনি।

ছিঃ ছিঃ, সে ইগ্গিত আপনার শত্রুও করে না।
করে। आমি জানি।
কিছ্হ দূর্মুখ থাকতে পারে, তাদের কথা আলাদা।
দুর্মুথ নয়, যেটা ঘটা স্বাভাবিক সেটাই তারা বলে। কিষ্তু আমি এমনই দুর্বনচিত্ত যে মনু সশ্পর্কে সিদ্ধাষ্ত নিতে আমার বए্ বছর লেগেছে।

মনু! বলে রাজেনবাবু সোজা হয়ে বসলেন।

হেেকাঙ্তর आর ভয় করল না। দুর্גলত তিনি কাটিয়ে উঠ্ঠেছেন । সহজजাবে রাজ্জনবববুর দিকে চেয়ে বनলেন, ছাঁ মনু। তকে নিয়েই তো যত রট্না।
রাজেনবাবুর মুথ থেকে হাসিটা মুছে গিল্যেছিন। আবার ফিরে এল। বললেন, आপনি কি সতিই কোন্না সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?
निয়েছি। আমরা বিয়ে করার কথা ভাবছি। তবে এখানে নয়, প্রকাশ্যেও নয়।
গোপনীয়তার দরকার আছে কি ?
আছে। আমার ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, তারা সামাজিক জীব। আমি তাদর কোনো অপ্বত্তিতে एেলতে চাই না।
রাজেনবারু একটা স্বত্তির শ্যাস ছেড়ে বনলেন, আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে গেল।
সহজ হन ?
হল। आমি आপনাকে এ ক্থাটা বলতে চেয়েযিনাম।
হেমকাষ্ত অবাক হয়ে বললেন, সে कী? आপনি আমাদরর বিয়ে অনুহ্মোদन করেন ?
করি। কারণ आমি পুরুষমানুষ। মধাবয়েে श্তী-বিয়োগ घটলে বে পুরুষের কী দুগ্গতি হয় তা आমি আन্দাজ করতে পারি। অনেককে দ্টেছি।
आর आপনার অন্দরমহল ?
অन্দরমহলের কথা আলাদ।। বাইরের জগতের সব কিছুই তাদর কাছে বौঁক ভাবে গিয়ে পৌঁছোয়। आপনি ও নিয়ে চিষ্তা করবেন না।

কিষ্ুু চিস্তার কথা আছে বে। আমার মেষ্যেটি যদি আপনার অন্দরমহলের কাছে আমার কনক্কের জনাই গ্গহণযোগ্য না হয় ?
কলक आর থাকছে কই ? आপনি यদি মনুকে বিয়ে করেন তাহলে তো ল্যাঠা ুুকেই গেল।

आমার অন্দরমহন মনে করেন, পুরুূের বিয়ের বয়সটা বড় কথা নয়। আর আপনার তেমন বয়স হভ্যেছে বলেও তেে আমরা জানি না । आপনি আমার চেয়ে বয়সে অন্তত সাত-আট বহরের ছোো। তাই না ?

आমার পধ্ণাশ পৃর্ণ रয়েছে।
ছেলেমনুম। আর মনুও তো হামা দেয় না। সেও যথেষ্টেবয়্কা মহিনা।
তবু आপনার অन्मরমহলে সব কথাई জনাবেন। আপত্তি থাকলে আমি আর মেয্যের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হবো না।

জনাব। তবে আপক্তি যে আর উ১বে না এ বিষয়ে আপনি নিক্চিষ্ত থাকতে পারেন।
হেমকান্ত মাথা নাড়লেন।
 গडীর বিষষ্।

সামনেই এঝাদ্ম নড়াচড়া লশ্ষ করে চিষ্তারাজ্য থেকে বাস্তবে নামলেন। ঢোখর দৃষ্টি চিষ্তামুক্ত रखে সময় নিল। जারপর দেথলেন, রপময়ী।

রभময়ী বলল, সব তনেছি।
ऊुनেছে ? याক।
याब कि? जত शাল ছড়লে চলবে না।
आমার হান নেই মনু। বহহকাল আমার নৌকো बেছাল হয়ে শ্রোতে ভেসে চলেছে।
তাই বूबি ?
তा নয় ঢে কি ?

বেশ স্বার্থপরের মতো কথা কিষ্তু ।
কथাট কি মিথ্যে ?
নয় ? হাল তুমি ধরোনি বলেই কি আর কেউ ধরে নেই ?
হেমকাস্ত একটু হাসলেন । বললেন, হাল ধরেছো নাকি ? কাছেই আসতে চাও না তো হাল ধরা !
নইনেে এতকাল সত্যিই স্রোতে ভেসে যেতে।
রাজেনবাবু কি প্রস্তাব দিয়ে গেলেন শুনলে তো ?
শুনেছি।
এবার বলো কী করা যায় !
কী আবার ! তুমি তো সবই জানিয়ে দিয়েছো।
কাজটা কি ঠিক হল ?
খুব ঠিক হল। ঢক-ঢাক গুড়গুড়ের চেয়ে ভাল।
বিয়েটা যদি ভেঙে যায় ?
পাগল নাকি ? মিঞা-বিবি রাজি তো কাজির সাধ্য কি ?
হেমকান্ত বিষঞ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বললেন, রাজেনবাবুর একটি অন্দরমহল আছে। সিদ্ধান্ত হবে সেখানে। আমাদের বেশীরভাগ সংসারেঁই গুরুতর সিদ্ধান্তগুলো আসে হেঁসেল থেকে।

আসে বেশ হয় ! তোমর মতো উদাসী পুরুষদের সিদ্ধান্ত হেঁসেল থেকে আসবে না তো কোথা থেকে আসবে ?

রাগ করহো কেন ? আমি বলছছি সেখানে যদি অন্য কোনোরকম সিদ্ধাস্ত হয় ?
রাজেনবাবুর অন্দরমহলকে আমি ঞ্র চেয়েও বেশী চিনি।
চেনো ? তাহলে বলো তাঁর মত কী!
তাঁকে আমি সব বলেছি। উনি ওানে মোটেই রাগ করেননি। বরং নিশ্চিন্ত হয়েছেন। পौচজনের পাঁচ কথা রটানোর সুয়াগ দেওয়ার চেয়ে বিয়ে অনেক ভাল। তাতে একটু ছিঃ ছিঃ হতে পারে বটে, কিন্তু শেষ অবধি মুথে কুলুপ পড়বেই।

হেমকান্ত একটু দীর্ঘপ্ধস ছেড়ে বললেন, কৃষ্ণকান্তটা यদি কাছে থাকত!
আবার তার কথা এখন কেন ?
সে থাকলে আমি স্বাভাবিক মাথায় সব কিছু চিন্তা করতে পারতাম । এখন অর্ধেক মাথায় কেবল তার কথা ভাবি, বাকি অর্ধ্র মাথা নিয়ে বিষয়চিষ্তা করি।

সে যে দূরে আছে সেটাও ভগবানের আশীর্বাদ বলে জেনো।
কেন বলো তো !
সে কাছে থাকলে তুমি হয়তো শেষ অবধি আমাকে বিয়ে করার কথা ভেবেই যেতে কিষ্তু করতে পারতে না। তোমার লজ্জা হত, সক্কোচ হত।

হেমকান্ত চুপ করে রইলেন। কথাটা যুক্তিযুক্ত।
রঙ্গময়ী বলল, রাজেনবাবু তোমার কাছে আর একটা কথা জানতে চাইবেন।
সেটে कী ?
উনি জানতে চাইবেন তোমার আর আমার বিয়ে কবে হবে।
কী বলব বলো তো!
বলবে হয়ে গেছে।
হেমকান্ত চমকে উঠে বললেন, মিথ্যে কথথ বলব ?
মিথ্যে হবে কেন ? তার আগেই যে আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে।
সে কী? বলে হেমকান্ত উত্তেজনায় উঠে ’লন।

রжময়ী এগিয়ে গিয়ে হেমকান্তর হাত ধরে বলল, ওরকম করছো কেন ? বোসো। হেমকাষ্ত বসলেন। বললেন, আমি তো ভেবেই কুল পাচ্ছি না মনু, কী বলছো তুমি! রभময়ী হেমকান্তর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলল, সেই ছোট্ট থেকে তোমার দিকে চেয়ে বসে আছি। মগডালের ফল তুমি, হাতের নাগালে তো নও। একটা জীবন তোমার দিকে চেয়েই কাটিয়ে দিতে পারতাম। আর তো বয়স নেই। রক্ত কত ঠাণ্ড হয়ে গেছে। তবু আজ তোমার মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে রই কাজ তোমাকে আর আমাকে করতে হবে। ওদের বিয়ের পর আমরা না হয় কাশীবাসী হবো।

কিস্তু আমাদের বিয়ের কथা কী বলছিলে ?
আমাদের বিয়ে আজ।
आজ ?
চমকে উঠো না। আজ লঞ আছে, দিন আছে।
বलো की ?
ঠিকই বলছি। এ তো সানাই বাজিয়ে লোক ডেকে বিয়ে নয় । বিয়ে হবে ঠাকুরবাড়িতে । বাবা পুরোহিত হবেন। যজ্ঞ হবে।

হেমকান্ত নিজের কানকে যেন বিপ্ধাস করতে পারছিলেন না। স্থির চোথে রঙ্গয়ীর দিকে চেয়ে ছিলেন।

রभময়ী বলল, জানি এটা বড় সুখের সময় নয় । কৃষ্ণ বাইরে, তোমার মন ভাল নেই । তবু বলি, সময় আর কথনো হবে না।

গোপনে বিয়ে করতে হবে মনু?
আমি তো তাই বলি। গোপনই ভাল।
হেমকান্ত অনেকক্ষণ ভাবলেন । তারপর অস্ডুত একটা কথা বললেন, কিন্তু বিয়ে তো উপোসী থেকে করতে হয়।

বিয়ে কত রকম আছে তুমি জানো ?
না। তা জানি না।
তবে ওটা নিয়ে মাথা ঘামিও না । আমি জানি। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে সম্পূর্ণ শান্ত্রীয় মতে। একটুও ত্রুটি থাকবে না।

কাজটা কি ভাল হবে মনু ?
তা आমি জনি না গো। পাত্রী পছন্দ না হলে এখনো ভেবে দেখ।

## u ৯8 ॥

স্বচ্ছ গোলাপী মশারির মধ্যে শিশুশরীর আর টুলটুলে মুখখানা অনেকক্ষণ দেখল ধ্রুব। ঠিক বটে, তার নিজস্ব দর্শন অনুযায়ী ওই শিশুকে সে নিজের বা নিজস্ব বলে দাবী করতে পারে না । প্রকৃতির নিয়মে মানুষ জন্মায় । জন্মানোর জন্য দুটি নরনারীকে ওর দরকার মাত্র । তার শরীর থেকে জন্মগ্রহণ করেছে বলেই নিজস্ব বলে দাবী করবে এমনতরো যুক্তি সে মানে না। কিস্তু যুক্তি এক জিনিস, বাস্তবে যা ঘটে তা অন্য রকম । মশারির ভিতরে শোয়ানো ছোট্ট শিশুটিকে দেথে প্রুব কেমন নরম रয়ে याচ্ছিল

বড় মায়া!
কথাটা শুনে রেমি মুখ টিপে হাসল। তারপর বলল, তাই নাকি ? এই তো কি সব অলস্ষুণে কথা বলছিনে ?

সেটাও মিথ্যে নয়। আবার মায়াও মিথ্যে নয়।
অত বোকো না তো । ছেলেটাকে একটু ভাল করে চোখ চেয়ে দেখ । আমি যা পারিনি তা হয়তো ও পারবে।

সেটা আবার কী ?
তোমকে বাঁধতে।
প্রুব থুব হাসল। বनল, সেকেলে ডায়ালগ দিচ্ছো যে! বাধাবौধি আবার কিসের ? ওকে আমি ছেলেবেলা থেকেই বষ্ধনমুক্তির মষ্ণ্র শেখাবো।

তোমার ছেলে, তুমি या খুশি শিথিও। আর আমি কী শেখাো জানো ?
की ?
আমি ওকে শেখাবো, এই লোকটাকে যেন সব সময়ে দুই হতে আঁকড়ে ষরে থাকে।
পারিবারিক এই আবহাওয়া খুব খারাপ লাগছিল না ধ্রুবর। যদিও সংসারের আবহাওয়া থুব তাড়াতাড়ি বদলায়, তবু সকালটা আজ তার ফুরফুর করে কাটছে। রেমি শরীরের সঙ্গে লেপ্টে বসে আছে, সামনের দরজাটা তবু খোলা ।

צ্রুব রেমির কাঁধটা আলতোভাবে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার কi, হয়েছে বলছিলে, স্মুতিত্রংশের মতো ?

রেমি একটা দীর্ঘশ্যাস ফেলল। তার পরিষার শ্যাসের বাতাসটি লাগল ધ্রুবর গালে। কানের কাছে মুখ রেথে রেমি বলল, আমার কী মনে হয় জানো ?

বলো শুনি।
মনে হয় তোমার অত অবহেলা সইতে সইতে আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।
তোমাকে অবহেলা করলাম আর কই। প্রবলেমকে কি লোকে অবহেলা করে ? বরং সেটার কথাই সব সময়ে ভাবে।

আমি কেন তোমার প্রবলেম বলো তো ? যাওয়াতে হয় না, পরাতে হয় না। এমনকি একসঙ্গে না থাকলেও চলে। আমি তো ছায়ার মতো থাকি। কায়াহীন।

বাঃ বেশ বলেছে। পিওর কবিতা । তবে এ নিয়ে আমরা এত কথা বলে ফেলেছি অলরেডি যে আর আলোচনার মানেই হয় না।

নাই বা আলোচনা করলে । কিষ্তু আমার মাথার অসুখটা কেন করল সেটা একটু ভাববে তো ?
মাথার অসুখ নয়।
নয় বলছো ? তूমি ভাল করে আমাকে একটু দেখ না গো !
কী দেখব ? आমি কি ডাক্তার ?
তুমি আমার সবচেট্যে বড় ডাক্তার। আমার চোখ দেখ, নাড়ী দেখ, ঠিক বৃঝতে পারবে। পাগল আর কাকে বলে!
কোনোদিন তো এমনভাবে বলিনি। দেখ না, বুঝতে পারো কিনা!
צ্রুব রেমির মুখখানা দুহতে ধরে চোখের দিকে চাইল। অনেকক্কণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল। রেমিও পলক ফেলन না।

তোমার চোথের দৃষ্টি খুব স্বাভাবিক।
মেটেই না।
তুমি কি করে বুঝলে যে স্বাভাবিক নয় ?
 দৃষ্টি স্বাভাবিক হবে কি করে ? আমার চোথে এথন আনন্দের আলো জ্রলছে।

প্রুব হাসছিল, মৃদুম্বরে বলল, খুব শেয়ানা হয়েছো। এত বুদ্ধি করে কथা বলতে পারছে, তবু

ভাবছে পাগল হয়ে যাবে কিনা ?
রেমি মাথাটা নেড়ে বলে, না গো, বিশ্ধাস করো। স্সতিইই হচ্ছে। যখন হয় তখন কিচ্মু চিনতে পারি না। আর মনে হচ্ছে, দিন দিন বাপারটা বাড়ছে।

ধ্রুবকে চিষ্তিত দেখাল। জিজ্ঞেস করল, বাবাকে বলেছে ?
বাবা ? শ্বশুরমশাইকে বাবা বলছো তুমি? বলে রেমি অবাক হয়ে তাকাল।
ध্রুব বড় একটা কৃষ্ণকান্তকে বাবা বলে সম্বোধন বা উম্লেখ করে না । হঠাৎ মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। সামলে নিয়ে বলে, নাবাই তো হয় লোকটা সম্পর্কে, তাই না ?

তোমার ফিলজফ্তিতে তো তা নয়!
২ুকহো ডিয়ার। এখন একটু ছেড়ে দাও। ডাক্তার এলে ডেকে পাঠিও।
কোথায় যাবে?
আসছি একটু।
পালাবে না তো ?
না, পালাবো কেন ? আর পালিয়ে যাবোই বা কোথায় ?
এসো তাহলে।
রেমি ছেড়ে দিল। צ্বুব খুব পীরে মীরে ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে এল । রেমির চোথের দৃষ্টির মধ্যে একটা ঘোলাটে ভাব সে লস্ষ করেছে। অবহেলা করে বটে সে, কিষ্ডু রেমির সবকিছুই তার জানা । ওই চোথ তার গভীরভাবে চেনা । কী হয়েছে রিমির ? একটা শক্ত अসूখের প্রতিক্রিয়া কি ? মানসিক ভারসাম্য গোলমাল নয় তো ?

নীচে নেমে এসে সে বৈঠককখানার টেলিযোনটা একবার তৃলে ডায়াল কব়তে গিয়েও রেথে দিল। একটা চেয়ারে বসে চুপচাপ অপেক্কা করতে লাগল ডাক্তরের জন্য। ডাক্তার আসতেই পথ আটকাল ফ্রুব, আপনার সঙ্গে কथা আছে।

ডাক্তার বয়স্ক মানুষ, কৃষ্ণকান্তর প্রায় পারিবারিক বক্ধু । ধ্রুবকে এইইূক বয়স থেকে চেনেন। হেসে বললেন, বল রে পাগলা ।

রেমিকে ভাল করে দ্থেছেন দু-এক দিনের মধ্যে ?
ডাক্তার উদ্দিম্প হয়ে বললেন, কেন বল তো ?
ওর চোথে কিছু অস্বাভাবিকতা লঙ্ষ করেননি ?
ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, না । তবে বউমা তো ভাল করে কিছু বলে না । চেক আপ একটা নামমাত্র করতে হয় বলে করা । তোর বাবা আবার বাচ্চাটার জনাই বেশী অস্থির, তাই ওটাকেই বেশী করে দেখে যাই। কেন, বউমার কোনো কমপ্পিকেশনস দেখা দিয়েছে নাকি ? बোখে কী দেখেছিস ?

ওর দৃষ্টিंঢা স্বাভাবিক নয়। কেমন ঘোলাটে। মাঝো মাঝে ম্גৃতিঙ্রংশের মতো হচ্ছে।
কই, আমাকে বলেনি তো ?
লজ্জায় বলেनि।
আহা, এতে লब্छার কী আছে ? বাঙালী মেয়েরা এই করে করেই ডো যত গળগোল পাকায়। চল তো গিয়ে দেখি।

একটু সাবখানে গাশেল করবেন।
ডাক্তার একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, নে চল তো। তোর কাছে আর আমাকে ডাক্তারী শিখতে হবে না ト
 নীচে নেমে এসে একাষ্ঠে বললেন, মানুষের মন বড় বিচিত্র बিনিস । কখন কোন খৌটায় বাঁধা পড়ে মাথা কুটে মরে তার তো ঠিক নেই। বউমাকে কয়েকদিন অবজার্ভেশনে রাখা দরকার। তারপর

প্রয়োজনমতো সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে হবে ।
মনের कথা कী বল্লছলেন ? খেঁটা না कि যেন বললেন ?
ডাক্তার একটু হাসলেন, বললেন, এ হচ্ছে অবসেশনের যুগ। মানুষ চট করে অবসেশড হয়ে যায় । বউমারও সেরকম একটা কিছু আছে মনে হয় । খুব দুশ্চিস্তা করে নাকি ?

তা করে বোধ হয়।
তার ওপর ডেলিভারির সময় ওরকম একটা ধকল গেল । শরীরটা ভীষণ দুর্বল তো । মাথাটা চিস্তার বোঝা বইতে পারছে না ।

সাইকিয়াট্রিস্ট यদি এখনই দেখানো হয় ?
দূর পাগল ! খামোখা সাইকিয়াট্রিস্ট কতগুলো ওষুধ গেলাবে । তাতে ভালমন্দ কত কী হতে পারে । আমি পুরোনো আমলের মানুষ রে বাপু, ন্যাচারাল কিওরের পক্ষপাতী বেশী। দেষ না দুদিন । চট করে কিছু হবে না, ভয় নেই।

आমি একটা জিনিসকেই ভয় পাই।
সেটা কী ?
মানুষ, বিশেষ করে মেয়েরা একটু সেণ্টিমেণ্টাল হয় । আপনার বউমা খুব উইক ন্চোরের । তাই ভাবছিলাম মানসিক স্থিরতা হারিয়ে সুইসাইড-টাইড করে বসবে না তো!

आরে না! সেরকম কিছু দেখেছিস নাকি ?
না, ভাবছিলাম আর কি।
নতুন মা হয়েছে, এথন সুইসাইডের কথা ভাববে না । তবু নজরে রাখিস না হয় । তোর বাবাকে কিছ্হু বলতে হবে এ বিষয়ে ?

না, থাক। উनি খামোখা দুষ্চিষ্তায় পড়ে যাবেন ।
জানি বউমা-অষ্ত প্রাণ।
ডাক্তার চলে গেলে ধ্রুব অফ্সিসে বেরোলো ।, একটা অন্যমনস্কতা আগাগোড়া রইল সজ্গে । अফ্সেসে এসেও সেটা ছাড়ল না। কাজ্েে মন গেল না বলে একটা কাগজে ধ্রুব কয়েকটা পয়েন্ট লিখল । রেমির ওপর কতরকম মানসিক বাধা পড়েছে তার একটা হিসেব। স্বামীর উপেক্মা, স্বামীর প্রণয়িনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, নিজস্ব প্রেমিকের সগ্গে প্রেমে ব্যর্থতা, স্বামীর নীচতা ও ইীনতা (কখনো কখনো) সভ্বেও তার প্রতি আনুগত্যবোধ এবং কিছ্ বস্তাপচা সংস্কার মানার অভ্যাস, স্বামীর মাতলামী, শ্শুরের আধিপত্য, প্রথম় সষ্তান ধারণ করা সত্বেও ভ্রৃণহত্যা, যৌন মিলনের অভাব( ?) ইত্যাमि ।

অনেকস্মণ হিসেবটা মনোযোগ দিয়ে দেখন সে । আরো কিছু বোধ হয় বাদ থেকে গেন । তবু এইুক্ থেকেই বোঝা যায় রেমির পাগন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

টেলিফোনটা এল তিনটে নাগাদ । যথন ধ্রুব কেটে পড়ার তাল করছে।
צ্রৃবদা! आমি নোটন ।
कী খবর রে ?
তোমার সঙ্ ভীষণ দরকার ।
কিসের দরকার ?
আজ সক্ধেটা আমকে দেবে ?
না রে, আজ উপায় নেই। ডোর বউদির শরীর খারাপ।
ঋুব সিরিয়াস কিছ্রু ?
ন্নঃ, চবে বাড়ি ফেরা দরকার ।
খুব ד্রৈণ হয়েছো তো ।

त্ত্রণ ক্রন হবো ?
নাকি ছেলের মুখ দ্দেে বিঙ্ধ ভুলেছে ?
ওসব নয়। তোর দরকারটা কী ?
সব কথ্থ কি ফোনে বলা যায় ?
তাহলে পরে কোনো সময়ে দেখা করিস।
শোনো, আমি তোমার অফিস-বাড়িরই দোতলা থেকে যোন করছি। পালাতে পারবে না। বোসো আসছি।

জ্রালালি, দোতলায় আবার কার কাছে ?
কত পাটি থাকে আমাদের।
আয় তাড়াতাড়ি। সময় নেই আমার।
ধ্রুব ফোন রেথে দিয়েই বুঝল, তার বুকে হুদশ্পন্দনের শব্দ বেড়ে যাচ্ছে। দ্রুত হচ্ছে। শ্বাসে একটু জোর পড়ছে। লক্ষণগুলি ভাল নয়। নোটন সস্তা মেয়ে, ভাড়াটে মেয়ে। মপ্পিকপুর এবং ফেরার পথে ট্রেনে যা ঘটেছিল তার জের টানার একটুও ইচ্ছে নেই ધ্রুবর । নোটনের কথা সে ক’দিন ভাবেওনি। কিষ্ছু এখন নোটন আসছে বলে তার এরকম সব হচ্ছে কেন ?

গ্রুব উঠে দাঁড়াল । ভাবল, নোটন আসার আগেই চলে যাই । ডারপর মনে হল, সেটা দুর্বলতা । এত সহজ্জে হার মানবে কেন সে ? ভেবে আবার বসলো । মনটাকে কঠিন ও নির্বিকার করার একটা অক্ষম চেষ্টা করন সে।

নোটন যথন তার সামনে এসে দাঁড়াল তখন হৎ্প্পন্দন একটু দামামার মতো বেজ্েে গেল তার। চালাক, ভীষণ চালাক মেয়েটে। একটুও সাজেনি। জানে, না সাজরেই প্রুব পছন্দ করবে বেশী। চওড়া পাড়ের একটা সাদা খোলের শাড়ি পরেচ্, ডান হাতে একটা মোটা রূপোর বালা, কানে দুটো লাল পাথরের টপ। মুথে রুপটান নেই, কাজল নেই। একটু স্মিত হাসি আর চোথে দিপদিপ आলো।

প্রুব গলাঢা যথাসষ্টব ভারী করে বলল, কী বলবি ?
বসি এবটু ?
বোস।
নোটন বসে শাড়ির আচল দিয়ে যুখের ঘাম মুছল । বলল, ভাবছিলাম তোমাকে বুঝি ধরতেই পারবো না। আমার সঙ্গে একটা জায়গায় কয়েক মিনিটের জনা যাবে ?

乡্রুব সপ্ধিহান হয়ে বলে, কোথায় ?
চলো না। বেশী দूর নয়। কেরার পথ্থেই পড়বে।
आমাকে কোথাও निয়ে याবি কেন তूই ? आমাকে দিয়ে की काজ ?
আমার কাজ आমি বুঝবো। চলো ।
 প্রকৃতিদত্ত ক্যামোফ্যেজ আছে। বলল, তোর কাজে আমকে দরকার হচ্ছে কেন সেট্টিই জানতে চাই।

এত প্রক্ম করলে বড্ড অপমান হয় জানো ?
অপমান ! বলে s্রুব একদু ভাবে। সে বুঝতে পারছছ, নোটন আজ আর একটু এগোবে। কিষ্তু কেন ? ্রুবর কাছ থেকে ওর পাওয়ার তো আর কিছু নেই ! প্রেম खিনিসটা ওর মতো পেয়ের হতে পারে না আর। সেই মন ওর মরে গেছে কবে। তবে কি ও প্রত্তিশোধ নিতে চায় ? কৃষ্ণকাণ্ত ওর দাদাকে অপমান করেছিলেন । দাদা নিরুস্দেশ । ध্রুবর সজ্গে ওর বিয়ের ম্বপ্র সেথেছিল ওর মা। সেই স্বপ্প ওর দूরমার হয়ে গেছে। স্বাভাবিক জীবনयাপন থেকে বিচুত হয়ে প্রায়-পতিতার এক ©8b
 निজ্জের কজ্জায় নিয়ে সেই শোধটাই ঢ়নতত চায় নোট্ন।
 চाम।



প্বু অবাক হয়ে বলে, গাড়ি কিন্নলি নাকি?
ना। भाড়़ आমার নয়। খার निয়োছি। ওळে।
 মালিক নোট্নের ক্রায্যেণ্ট।

লোট্ পাশে বসেই ঘন হয়ে এল। ৷্রুবর একখানা হতত নিজের হাতে চেপে ধরে বলল, এরকম করো কেন বল जো ?

कि रकम ?
এই मক্দেহ কেন ? घেন্না কেন ?
घ্রূব हृ পচাপ বসে রইল। জবাব দিল না।
जোমাকে একটা কथা আজ বলব খ্বুব্র।
बन।
आমি ঢোমাকে চাই। যেভাবেই হোক চাই। তোমাকে ছড়া আমি বাচব ना।
夕্রুব शাতটা টেনে নিয়ে বলে, পাগলাম করিস ना।
রাগ করহ ?
করহছ। বাড়াবাড়ি করলে এর পর जোর মঘ•ও দেথব না।

## ॥ ล๔ ท





 চির্রকানের মন্াোে।









খাত্ই বহিতেছে। এই নারীীকে সাধ্বী বলিব না তে কাহকে বলিব P তাহার সেই সাষ্ধী অনুরাগকে


 করি। आমি র্রপমুক্ধ নহি, হইলে বলিতাম आমি তহার র্রপানলেে বौপ मिয়াছি। বিষ্হ जবু এই বয়ে পুনরায় দারপরিগ্গহ কর্রিবার মতো উদ্যম এবং উৎসাহ আমার ছিল না।

 তহার কিশোর মুখের ত্রী आমার ভিতরে এক কোমল অভিযৃতির সৃৃ্টি করিंত। कতকাল ハ্যে





"সত্য বটে বিবাহের অনুকুলেও यूতি আছে। পুরোহিচ-কন্যার জীবন লইয়া জার ঘিনিমিनि











 आभनात গরূদে পাঞ্ঞাবি बের কর্রে র্রেখেছি।

आब পत্রচে হবে না ?
आब! जब की ব्याभात ?

 শ্বাভাবিক!


 कো ইश নৃতन नाइ।



কহিলেন, এ कী, এখनো যে প্রষ্তুত হননি!

## কিসের প্রষ্ঠুত ?

"রাজেনবাবু আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, দেখুন, আপনার মডো ভাগ্যবান খুব কম লোকই আছে । লোকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে গেলে ত়ার আখ্খীয়স্বজন বক্ধুবাক্ধব কেউ বড় একটা খুশি হয় না। কিষ্টু আপনার ক্ষেত্রে ঘটেছে উন্টো।

কিরকম ?
স্বয়ং আপনার মেয়েই চায় আপনি বিয়েটে করুন। আমি আপনার হবু বেয়াই, আমিও চাই করুন। কারণ বিশাখার বিয়ের পর আপনি একদম একা হয়ে যাবেন। আমরা আপনাকে এক अসহায় অবস্থায় ফেলতে পারি না। অনেক আলোচনা, গবেষণার পরই আমরা সর্বাষ্তঃকরণে এই বিয়ে অনুমোদন করেছি। এবার আপনি অনুমোদন করলেই হয়।
"বুঝিলাম মনু সব দিক দিয়া আঁট বাঁধিয়া লইয়াহে। সে কিছুতেই আমার মুযে চূন-কালি লেপন হইতে দিবে না। তবু বিশাখা কেন অনুমোদন করিল তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। কিষ্ভু কৃতজ্ঞ বোধ করিলাম।
"রাজেনবাবু তাড়া দিলেন, উঠুন, উঠুন, লগ্মের বেশী দেরি নেই। আমার গিন্মীও আসছেন।"
आমি ব্যথিত হইয়া কহিলাম, এই তামাশায় আবার তাঁকে কেন ?
রাজেনবাবু সহাস্যে কহিলেন, তামাশা হবে কেন ? তিনি এয়োর কাজ করতে আসবেন। ব্যাপারটা আমদের কাছে তামাশা নয়। আমরা আপনার খुভাকাঙ্যী।
"বিপ্বাস হইল না। মনে হইল ইহারা রস দেখিতেই আসিয়াছেন। আমাকে লইয়া পরে নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা বিদ্রপ করিতেন। শেষ অবধি জল কোথায় গড়াইবে ?
"এক এক সময়ে মননমের স্বীয় বুদ্ধি লোপ পায়। ভাবিয়া কৃল করা যায় না। আমরও আজ সেই অবস্থ। মস্তিষ্ক অসাড়, মন জড়বৎ, দেহ শক্তিহীন। আমার যেন এক কঠিন অসুথে বিকারের মত অবস্शা। চারদিকে যাহা সব দেখিতেছি তাহা যেন স্বপ্পবং এবং অপ্রাকৃত।
"উঠিলাম। কিছু বেশবাশ করিতে হইল। রাজ্জেনবাবুর ত্ত্রী আসিলেন । অবশ্য তাঁহার অবশুঠিত মুখের ভাবটি দেখিতে পাইলাম না । বিশাখার সহিত নীচু স্বরে কथা কহিতে কহিতে ঠাকুরদালানের দিকে চলিয়া গেলেন।
"রাজেনবাবু বলিলেন, শচীনেরও আসার কথা ।
"মোলোকলায় পৃর্ণ হয় তাহা হইলে। ভাবী জামাতাবাবাজীবন অশরের বিবাহ দেখিতে

"রাজ্েেনবাবু আমার মুখের ভাব দেখিয়া মনের ফথা अনুমান করিয়া কহিনেন, आপনি বড় বিমর্ষ इয়ে আছেন। র্ছময়ীর দিকটাও ঢো ভাববেন ! বহ্কাল ষরে সে আপনার পরিচর্যা করে আসছে। বিয়ে অবধি হন না। তার একটা সামাজিক পরিচয়ের কি দরকার ন্নই!
"জবাব দিলাম না।
"রাজেনবাবু নিজেই কহিলেন, বলতে পারেন শচীনই একরকম এই বিয়ের হোতা। আমরা সেকেনে লোক, সে শিপিত এবং আধুনিক স্বভাবের। কাজ্खেই সে আমাদের কাছে সব কিছू বুঝিয়ে বनেছে। রभময়ীকেও সে রাজী করিয়েছে। ঔখু আপনাকে রাজ্ করানোর সাহস मেখায়নি। সে ভার রभมয়ী निয়েছিল। অयथा শচীনের জন্য সংকোচ বোখ করবেন না।
"একটা দীর্घ্যাস खেলিলাম। বাড়ির চাকর বাকর मাসमাসী এবং কর্মচার্রীরাও आহছ। তাহারাఆ




আছে। বিনোদচদ্দ্র কিছু উদ্বিম, তট্থ। একথানা পুথি शাতে বসিয়া ছিলেন, আমাদের ল্দথিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ।
"যখन आসন গ্রহণ করিলাম তখন মনে হইতেহিল যৃপকাষ্ঠে আমাকে ঝেলিয়া বলির আয়োজন

"আমি মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিলাম।


 মनू যথন আমার হ"্যে সমপিতা হইতেছিল তথন একবার চারচোখে মিলন घটিল।
 यে জিনিসটি প্রকणिত ইইতেছিন তাহা অভাঙ্তরীণ এক দীপ্তি। নারীর নিজস্ব দীপ্তু थাকিতে পারে।

 উড়াইয়া দিল, বুকে বল আসিল। মনে ইইল, আমার এই অপ্রতিভ পরিহ্शিতিতে আর কেছ না থাক, পাশটিতু তে মনু थাকিরে। তাহার উপর आমি কি সর্বাপিক নির্র্যশীল নহি?"
"বিবাহ হইয়া গেन।
"এই বিবাহে বাসর জগিবার দায় নাই। সকলে বিদায় লইল। শচীন ঠাকুরদালানে ওঠঠ নাই।



 ইইতেছিল। ভাঁটনো বয়ােে বেশ আবার জোয়ার লাগিয়াহে। মনে হইতেছে পৃথিবীর দুথখ, স্তাপ,


 অयन করহছিলে কেেন

ऊটण्रू शইয়ा करिनाম, बেমন ?
ঢোরের মতো বসে থোে এমন একখানা ভাব করহিহেে লেন কেউ তোমাকে ধরেরেেেেে বিয়ে ক্রতে বসিয়োো

 आब। बलো তাই किना!







 ৫৫२

সে আর নিতাণ্ত পুরোহিতকন্যা নহে，সে এ বাড়ির গৃহিনী। তাহার গ্হহিীীপনা লেথিবার মতোই। এমন সুচারুতাবে সে সবকিছু গোছগাছ করিতে नাগিল শ্যে আমি ভরসা পাইলাম।
＂দ্বিপ্রহরে একাঙ্ভ সে আমাকে বলিল，ハোনো，আমরা কিষ্ঠু এখানে থাকব না।
কে小থয় থাকবে ？
কাশীতে লোক পাঠাত।
काশी
शाँ। आমাদের বাড়িটl সেখানে ফাঁকা পড়় আছে। লোক গিশ্রে সৌা লেরামত করতে থককক। বিশাখার বিয়ের পরই আমরা চনে যাবে।

সেটাই কি ঠিক হবে ？
হবে। এস্টেট শচীন দ্খবে। তোমাে ভাবভে হবে नা।
＂「ूপ করিয়া গেলাম। মন যাহা বলে তাহা ঠিকই বলে। তাহার পরামর্শ 刃নিয়া আমার কথ্নো क्यकि ऱ नाई।
＂কালরাত্রি কাটিয়া ফুন্লयযা आসিন। কিরাপে লেই রাত্রির বর্ণনা করিম ？आমার ভিতরে শে পুরুষ এতকাन निস্রিত ছিল，সুনয়নীর সং্প্পশ্শে যাহার ঘুম পুরাপুরি जাঙে নাই，সেই পুরুষট্টিকেই যেন মনু आজ জগাইয় पूনিল। কাম ও প্রেমের মধ্ধে পার্থক যোজনবিস্তার। কাম তো যে কোন
 পরর্পরকে প্রার্থনা করে এবং কালের সকল নিয়মকে উপেক্ণ করিয়া অননুাগে পরীক্ষায় উత্ৰীর্ণ হয়


 পরশ্পরের মধ্যে পরপ্পর বিনীন इইয়া যাইতে লাগিলাম। ，बौদিলাম，হাসিলাম，কত শ্মৃতি রোমহ্নন করিলাম। অবশে＜ে পরুপ্পরে সদদ় বাফপাশে কাঙালের মতো আাকড়াইয়া ४রিয়া কথন যেন धूমाইয়া পড়িनाম।
＂মাত্র একটি মাস পরেই বিশাখার বিবাई । সুতরাং আর সময় নাई। পরদিন হইতেই বাড়িত্ত মনু রাজমিত্রি লাগাইন। বিবাহের খরচের জনা শচীন এঙ্টেটে ঘুরিতেত বাহির হইন। आমাকেఆ নানা মशালে यাইতে ছইল।
＂কাশীঢে লোক পাঠান্নে ইইয়াছে। বাড়ি মেরামতের কাজ সেখানে চলিতেছে। সুতরাং নানা
 করিয়া দেওয়া গেল। বড় এস্টেটের আামেলা অনেক।
 সৌজন্েের মুথোশ খুলিলয়া সশ্মূ丬ে দাড়াইন।
 ছেলেমেয়ে সকলেই আসিতেছে। সকলেরই মুখ গন্টীর। ভূবৃঢি，বাকাহীনত।




 করে নাই।

 ₹う" ${ }^{1}$

## II ৯৬ ॥



 आওয়াब থেলে।

সেই গলাঢেই বনলেন, আয়। বোস।
কষ্ণকান্ত বিছানার পালৌ একঢা డয়ারে বসলেন। বললেন, কেমন আছেন ?
বয়স হলে মানুষ এবাদু রোগ্োগের কো বলতে ভালবাসে। জীমুতকাষ্তিরఆ তাই। বললেন,



 ছিলেন। প্রথমদিকে তার্ সষ্ঠানাদি হয়নি। এবমू বেশী বয়সেে দুই ছেলে এবং এক মেয়ে পর পর জমায়। যথन তারা জমায় তথन কৃষ্ণকান্ত জেল-এ। জেল থেকে বেরির্যেই ফের ম্বেসীী आव্দোনनে নামলেন । আবার জেল-এ গেলেন। সেই সময়েই খবর পেল্যেছিলেন কাশীীাসী হওয়ার
 বিষয়স্প্তি উইল করে দিয়ে গেছেন । অছি হিসেবে নিযুক্ত হয় শচীন, রাজ্জেন মোত্তর এবং হুনীয় বিশিট্ট কয়েকজন বার্তি।

 পুত্রক বধ্পিত করে অনায় করেছেন।

কनককাষ্তি কলকাতায় ব্যে বাবসা করতেন তা শেষ অবধি ডোবে। পয়সাকড়ির টানাঢানির মধ্যে
 বেশ খারাপ। কनকাতার বাড়িতেও তিনি थাকতে চাইছিলেন না, প্রেস্টিতে লাগছিল। কৃষ্ণকাচ্ত

 কলকাতায় ফি্রে এসে কিষ্থু তিনি সরাসরি কৃষ্ণকা্ভকে বনলেন, বাবার বিিষ্যসম্পত্তি থেকে আমরা


 शাতে পাওয়ার পর তিনি উদার হাত্ড দানধান করেছেন। বए বিপধীর সংসার টেনেছেন তিনি। লেশ ভাগের সময় নগch, গয়নায় তিনি প্রূর টাকা নিয়ে চলে আসেন। এ বাপারে তৗকে অত্ত্ত সুচ্চিত্তিত পরামর্শ দিয্রেছিল তার ছোেে জামাইবাবু শচীন।



তাঁর কোনো পুত্রই বৈষয়িক ব্যাপারে তেমন দড় নয় । বিশেষ করে খ্রুব। এদের জনা একটা পাকা ব্যবস্शা তিনি করে যেতে চান। সেই জনাই এনিমি প্রপার্টির wতিপৃরণ দাবি করেছেন।

মুশকিল হল，মানুষ স্বভাবত অকৃতজ্ঞ। কনককাষ্তি মারা গেছেন，কিষ্ঠু তাঁর ছেলেরা লায়েক হয়েছে। জীমূতকাষ্ঠির ছেলেরাও কম यায় না। এখন সকলেই বলতে চায়，হেমকান্তর উইল সিদ্ধ নয়，তা বে－আইনী। তারা এখন এনিমি প্রপার্টিব টাকার ভাগ চাইছে।

কৃষ্ণকান্ত তাই চিষ্তিত। উদ্বিঞ্গ । ভাগ চাইলেই পাবে，এমন নয়，কিষ্ঠু কেউ একটা অবজ্জেকশন দিয়ে বসলে টাকা পেতে গখগোল হবে।

কৃষ্ণকান্ত এ বাড়িতে ঢোকার পরই চারদিকে একটা তটস্থ，সষ্রমাঘ্যক এবং সખ্ভবত খানিকটা ভীত নিষ্তক্ধতা বিরাজ করছে। বউমারা সামনে আসছছন না，বাচ্চারা চচচামেচি করছে না।

কৃষ্ণকান্তু জানেন，এখনো তাঁকে এরা সবাই ভয় পায়，সষ্রম করে । এখনো মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো প্রতিবাদ করার মতো বুকের পাটা কারো নেই। কিষ্তু এরকম চিরদিন পাকবে না। তিনি বুড়ো হয়েছেন，আগের দাপুটে ভাবটা একটু মিইয়ে গেছে। রাজনীতিতেও প্রভাব কমেছে। এখন হয়তো এরা ক্রমে ক্রমে সাহসী হয়ে উঠবে। অবাধ্যणা করবে। আর তাঁর মৃত্যুর পর যে কী হবে তা বেশ ভাবনার বিষয়।

কৃষ্ণকাষ্ত আখ্রীয়ম্ষজনদের প্রতি অত্যধিক স্নেহশীল। তাদের দায়ে मফায় বরাবর গিয়ে পড়েছেন । নিজ্রের গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর সীমাহীন আসক্তির ফলেই দাদাদের এবং দিদিদের ছেলেরা ভাল চাকরি পেয়েছে，মেয়েদের বিয়েও হয়েছে চমৎকার সব ঘরে－বরে। কিষ্ভু তবু তাঁর আখ্টীয়েরা এতে খুশি নয় । তারা আরো কিছু চায় । কৃষ্ণকান্ত তাদের সোষ দেন না । মানুষের তো চাওয়ার শেষ নেই। কিষ্ঠু এনিমি প্রপার্টির টাকা তাদের পাওনা হয় না।
 দেখে কেমন প্রতিক্রিয়া হয়েছে। লল্ম করে বুঝলেন，মেজमা অস্বষ্তিতে পড়েছেন। মানুষটা কোনোদিনই শক্সেপোক্ত ছিলেন না।

কৃষ্ণকাষ্ত খুব শাষ্ত গলায় হঠাৎ প্রঙ্ন করনেনন，মেজদা，আমি ৩নতে পাচ্চি আপনি এনিমি প্রপারি ক্রেম করবেন！

জীমूতকাষ্ভি এত সরাসরি প্রঈটা আশা করেননি। ভারী অস্ধি্তি বোধ করে বললেন，আমি ঢো এসব কিছ্ভ জাनि ना। उবে ছেলেরা কী সব যেন বলে ।

कী ব洜？
उদের সन্গে একট্ম কथা－টथा বলে मেখ।

 বाবा आমामেন্র धानाननि। শচীनের কাছ্ছে গচ্ছিত ছিন।

তাতে की इন ？উইबणा কি সিদ্ধ नয় ？
তा বसহि ना।
আর কপাটা जতকাল পরেই বা উঠহ্ কেন ？
आমি বুড়ো হয়েছি，যে কোনোদিন রওনা मেব। আমার ওসব मिয়ে কী হবে ？ছেনেরা এখন সাবান্ক হয়েহে，ఆధের নিজশ্য মতামত হয়েছে।

निজম্ব মতামতের কোনো माম নেই，यमि তा অनाযাया इয়।
पूই बद्रং बमের্র সচ্গে कथा बन।
 বমা সষ্টব হবে না। आর आপনি बেচে পাকতে ఆमের্র কোনো দাবী দাওয়া थাকতে পারে না।

आমि की करुব बन।

यमि বुঝত্ ना छाয়？
তাহলেই বা সুবিষে হবে কিসের ？অবজ্জেকশন দিলে ক্রেম পেচে এবদ্ম লেরী হবে ঠিকই। বিষ্ছু आইন মোতাবেক आমিই তা পাবে। তथन ？

उরা ঢো অবজেকশন এথनো দ্য়নি！



ज হলেও বিষয়টা আপনার জানা উচিত। আজকাল ব্যেথ পরিবার ডেঞে যাচ্চে，পারিবার্রিক বাগড়ারীঢি প্রায় প্রত্তেক পরিিারে।

मে 大ে ठिকই।

 ডিতরকার সপ্পর্কের কথা সবাই জানবে।

জীशूОকাঙ্ডি মাথা নেড়ে বললেন，সে ঢো ঠিকই। पूই आমাকে कী করতে বनिস ？
आমি জানি আপনার বাড়িতে এবং বড়দার বাড়িতে আমার ভাইপোরা প্রায়ই মিটিং করে। তাত্ত
 বক্ধ কর্তে বলুন।

জীমৃতকাঙ্তি অনাদিকে চেয়ে দুর্বল গলায় বললেন，মি৮িং ঠিক নয়। একদিন বুঝি ছেেেরা বসে को সব কथा বলেছে।

কক্ককাষ্ত মাথা নেড়ে দৃঢ় গলায় বললেন，মিটিং হয়েছে এই ঘরে এবং তাত্ত আপনিও পাচ্সিস্পেট করেছেলেন। आমি সব খবরই রাখি।


 બোখের দিকে তাকালে একদ্ অস্বস্তি সকলেরই হয়। জীমৃতকাষ্তি রাগলেও সেই ভাব গোপন করে বলেन，जোর ডিসিশনাঁ कী？

আমার ডিসিশন জানাত্ছই আজ আসা। आপনার বা বড়দার ছেলেরা यদি মেনে নেয় ঢো ভাল，



 आপনার ছেলেরা টাকাটা সমান তিন ভাগে ভাগ করে হিস্যা নিতে চায়। সেট অন্যাया আকার।
 কেতার মেয়ে । ব্য়াটা দুল রাথে，দারুণ সব মড পোশাক পরে এবং সিগারেটে মদও নাকি খায় বলে



কৃষ্ণকান্ত সবই লক্ষ করলেন। মেয়ৌা সহ্বe জান।


पूমি কেমন आছো মা ?
ভাল। চায়ে চিনি দিয়েছি কিষ্ঠু।
দেবে না কেন ? আমার চিনি বারণ নয়। उবে ওসব খাবার-টাবার নিয়ে যাও। আমি যখন-তখন ひাই ना।

এबढूও ना ?
না মা । যখন-তখন খাই না বলেই এখনো ভাল আছি। তা অজ্জ ছুটির দিন লালটুটা কোথায় গেল ?

কোথায় বেরিয়েছে।
কৃষ্ণা সম্রমসূচক দূরত্বে ঘোমটা মাথায় দौঁড়িয়ে রইল। দৃশ্যটা জীমূতকাষ্তি অবাক হয়ে দেখলেন । তিনি নিজে তাঁর পুত্রবধূর কাছ থেকে বিশেষ সমীহ পান না । আজকালকার স্বাধীনচেতা মেয়েরা মানবেই বা কেন ? কিষ্টু প্রশ্ন হল, তাহলে কৃষ্ণকে মানে কেন ?

চায়ের কাপ নিয়ে কৃষ্ণা চলে যাওয়ার পর জীমৃতকাষ্তি বললেন, ঢোর ওপর তো কথা বলার সাহস কারো নেই। তাই আমি বলি, তুই নিজেই ভাইপোদের সক্গে কথা বললে পারিস । তোর কথা ওরা ঠিক মেনে নেবে।

আপনি আমাকে বার বার একথাটা বলছেন। আমার আঘ্মমর্যাদাষ্ঞান একটু বেশী। ছোটোদের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলাতে আমার রুচিতে বौধে।

তাহলে আমি এক কাজ করি। ওদের বলি, ঢুই এই চাস।
বলবেন। একটা কথা। কারো জন্য কিছু করে সে বিষয়ে পরে উল্লেখ করতে বা তার জন্য উল্টো কিছু দাবী করতে আমি ঘৃণা বোধ করি।

তেকে আমরা জানি।
ওদের একথাটা বুঝিয়ে দেবেন যে, ছেটো কাকা নিজ্েের পরিবারের, নিজের বংশের ভাল ছাড়া মন্দ কখনো দেখেনি। এটা যদি সত্য হয় তবে ভবিষ্যতেও তাই করব। কিষ্ভু आমি यদি দেথি আমার বংশের ছেলেরা, আমার নিজ্জের ভাইপোরাই পিছন থেকে নানা মড়যষ্র করহে তাহলে বাধ্য হয়েই তাদেব্র সংশ্রব আমাকে বর্জন করতে হবে। সেটা ওদের পক্ষে ভাল হবে না মন্দ হবে তা ওদের ভেবে দেখতে বলবেন।

জীমূতকাষ্ডি আবার রক্তাভ হলেন। কৃষ্ণকাষ্ত যে স্পষ্টই एমকি দিচ্ছেন সেটা বুকতে অসুবিধে নেই। তিনি এও জানেন, কৃষ্ণকাষ্ত কখনো ফাঁকা আওয়াজ করেন না । জীমুতকাষ্তি তাই বললেন, না না, তুই অত বাড়িয়ে ভাবছিস কেন। ওদের কার ঘাড়ে কটা মাथা যে তোর বিরুক্েে দাঁড়ায় ?

কৃষ্ণকাষ্ত উঠলেন। চিষ্তিত বিরক্ত মুथভাব। জীমৃতক্যাষ্ডিকে একটা প্রণাম করলেন।
জীমৃতকাস্তি বললেন, หুবর ছেলেকে নিয়ে একদিন ওরা যেন আসে। आমি তো কোধাও যেতে পারি না।

আসবেখন। বউমার শরীরট্ ভাল নেই।
की रয়েছে?
মাঝে মাঝে শ্মৃতিজ্রংশের মডো হচ্ছে। অনেকদিন রোগটা লুকিয়ে রেথেছিল। এখন গড়িয়ে গেছে খানিকটা।

সেটা কিরকম রোগ ? পাগলামি নাকি ?
ना। মনে হয় সাময়িক।
ডাক্তার দেখছে ঢো !
রোজ।
কৃষ্ণকাষ্ত বেরিয়ে এলেন। দরজার বাইরে ছোটো বউমা আর বাচ্চারা বশংবদ দাঁড়িয়ে ছিল।

কৃষ্ণকাষ্ত বেরোতেই ঢিব ঢিব প্রণাম । কৃষ্ণকাষ্ত বাচ্চাদের কারো মাথায় হাত রাখলেন, কারো গালটা টিপে দিলেন একটু। মায়াভরে একটু তাকিয়ে রইলেন । নৌধুরিদের রক্তবীজ। বাড়ছে। ছড়িয়ে পড়ছে । নিজ্জের বংশ, নিজের গোষ্ঠীর প্রতি তौর অসীম মমতা । अসীম স্নেহ । তुধু বেয়াদবি আর বিষ্ধাসঘাতকতা তাঁর সহ হয় না।

নাতি হওয়ার পর কৃষ্ণকাম্তর বাইরে যাওয়া একটু কমেছে।
বিকেলে একটা দলীয় মিটিং সেরে একটু তাড়াতাড়িই ফিরে এলেন । বৈঠকখানার মুথেই জগা দौড়িয়ে ।

কি রে, কিছু বলবি ?
একাঁ কथा ছिन ।
দামড়াটীকে निয়ে নাকি ?
श্যা ।
কथाটা कী?
आপनি জামাকাপড় ছেড়ে অবসর হয়ে বসুন। তারপর বলছি। তেমন জরুরী কিছু নয় ।
ক্ষষ্ণকাষ্ত খুব একটা দুম্চিস্তাগ্রস্ত হলেন না । క্রুব সম্পর্কে খারাপ থবর পেয়ে পেয়ে এখন ভোঁতা হয়ে গেছ্নে ।

ওপরে এসে জামাকাপড় বদল করে সাবান দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নাতি দেখতে গেলেন।
হাম হয়েছিল বলে ছেলেটা একট্টু রোগা হয়ে গেছে। পিট পিট করে তাকিয়ে আছে ঝি-এর কোল থেকে ।

ক্ষৃকাষ্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, সবসময়ে কোলে রাখিস কেন ? বিছানায় ছেড়ে দিয়ে নজর রাঈবি ৩খু। ওই হাত পা ছুঁড়বে, চৈচাবে ওইডে ব্যায়াম হয়। বউমা কোথায় ?

এঝটু বেরোলেন ।
সঙে কেউ গেছে ?
গেকে। মোকদা।
বেশীদूর্र यায়নি তো !
না, বোধহয় কাটারা অবধি।
কাতার্রা ! সেখানে কেন ?
बानि ना।
বউমা এनে আমাকে একটা খবর দিবি ডো !
নিজ্রেব্র ঘরে এসে চুপচাপ বসে কিছ্র কাগজ্জপত্র দেখতে লাগলেন কৃষ্ণকান্ত ।

## II ৯৭ u

"আজ এই দিনপঞ্জীতে যাহা লিখিতেছি তাহা লিখিতে আমার কলম সরিতে চাহিতেছে না। आজ্জ জীবন সায়াহ্নে আসিয়া আমি দার পরিগ্রহ করিয়া যদি ভ̧লই করিয়া থাকি, তাহা হইলেও তাহা এমন বিকট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির উপযোগী ঘটনা ছিল কী ? ইহারা-—অর্থাৎ আমার আযীীয় পরিজনেরা যে আমার এত বড় হিতাকাঙ্যী তাহা জানিতাম না। সম্ভবত অহরহ আমার ইষ্ট চিষ্তা করিয়া ইহাদের ভান ঘুম ইইতেছে না ।
"घটনাটা ঘটিন সকালে । বিবাহ উপলক্ষে বাড়িটা মেরামত হইতোছ, শামিয়ানা খাটানোর জনা গাড়ি গাড়ি বাঁ आসিয়া নামিতেছে, স্যাকরা, কাপড়ওয়ালা, আতরওয়ালা প্রভৃতি নানা রকম

লোকজনের সমাগমে বাড়ি মুথর। সকনেই তদারকে ব্যস্ত। আমিও পুর্ব দিকটার একটা জানালার থড়খড়ি মেরামত করাইতেছিলাম।
"ভিতর বাড়িতে একটা শোরগোল শোনা গেল, বেরোও, বেরোও বাড়ি থেকে! নইলে ঝাঁটা মেরে তাড়াব
"গলাটা আমার কন্যার । ললিতা । এত চিৎকার করিতে তাহাকে কখনো শুনি নাই। তাড়াতাড়ি ভিতর বাড়িতে আসিয়া দরদালানে উঠিতেই ললিতা ছুটিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া এক বিকারগ্রস্ত মুখে অনুরূপ বিকট কণ্ঠে বলিল, আপনি কি চান আমরা মুখে চুনকালি মেখে ফিরে যাবো ? কোন আক্কেলে আপনি ওই ডাইনীকে বউ বলে ঘরে ঠাঁই দিয়েছেন ? কোন মজ্গে আপনি এমন ভেড়া হয়ে গেলেন ?
"হেমকাম্ত চৌধুরি শান্ত প্রকৃতির লোক, সন্দেহ নাই। কিন্তু তা বলিয়া আজ অবধি তাহার মুখের উপর এত বড় কথা বলিবার মতো বুকের পাটা তাহার পুত্র কন্যাদের ছিল না । তাহ হইলে ?
"প্রথমভ বিম্ময়ে আমি কোনো জবাবই দিতে পারিলাম না। ললিতা আরো अন্নে কিছু কহিতেছিল। অশ্রুরুদ্ধ লালাসিক্ত, উত্তেজিত কथ্ঠস্বরে সব কथা ভাল করিয়া স্পষ্ট হইল না। কিস্তু কথার দরকারই বা कী? মনোভাব তো বুঝাই যাইতেছে।
"आমি লজ্জায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করিলাম । দরদালানে অনেকেই আছে। মেয়ে বউ, নাতি নাতনী লইয়া জনা দশ বারো। ইহার উপর আষ্মীয় স্বজন কুটুম জ্ঞাতি লইয়া সংখ্যাটl বড় কম হইবে না। कী একটা গুঞ্জন চলিতেছিল।
"आমি লनिতাকে বলিলাম, को হয়েছে ?
"লनिতা প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, কী इয়নি তাই বলুন ! ময়ের গয়নার বাক্স কোন সাহসে ওই ডাইনী নিজে আগলে বসে আছে ? ওর কী অধিকার ? কোন সাহসে ও বলে যে সিন্দুকের চাবি আমাদের হাতে দেবে না ?
"বুঝিলাম রোগ গুরুতর। আখ্রীয় স্বজন আসিবার পৃর্বেই মনু সিন্দুক ও আলমারি খুলিয়া তাহার স্বর্গতা সতীনের সব গহনাপত্র বাহির করিয়াছিন। ইতিপৃর্বে এই গহনার বাক্স কিছু লুট হইয়াছে। আমার দুই বিবাহিতা কন্যা ও পুত্রবধৃরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছুতায় উপটৌকন লইয়াছে, কিছু লইয়াছে কাহাকেও না বলিয়া। তবু সুনয়নীর অবশিষ্ট গহনাও বড় কম নাই। যাহা আছে তাহা গড়িয়া পিটিয়া কোনওক্রমম বিশাখার বিবাহটা পার করা যাইবে। কিষ্তু বুঝ্চেতেছি, ইহাদের অপরিমিত লোভ এখনো ওই গহ্নার বাক্সে থাবা দিবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে।
"आমি বলিলাম, গয়नার বাক্স দিয়ে তুই कী করবি ?
"সে সতেজে বলিল, সে আমি বুঝবো। আমার মায়ের গয়নার বাক্স ওর হেফাজতে থাকবে কেন ?
"এবার একটু কঠোর হওয়া আবশ্যক মনে করিয়া কহিলাম, ওর হেফাজতে নেই। আছে আমার হেফজতত। গয়না ভেঙে নতুন গয়না গড়ানো হবে বিশাখার জন্য।
"ললিতা প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, বিশাখা ! শুধু বিশাখার হলেই হবে ? আমরা কি ভেসে এসেছি ? ও গয়নায় আমাদের ভাগ নেই ?
"ভাগ আছে কিনা জানি না। গহনা সুনয়नীর, তাহার মৃতুর পর ভাগ বौটোয়ারা যথেষ্ট হইয়াছে এবং মনু ও বিশাখার মতে কন্যা ও পুত্রবধূরা প্রপ্যের অধিকই জোর করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহার পরেও ভাগ থাকে কী প্রকারে তাহা জানি না । বলিলাম, এখন এ নিয়ে চেচচামেচি কোরো না । ঘরে গিয়ে মাথা ঠাতা করো। পরে ভেবে দেখা যাবে।
"সে বিকট স্বরে বলিল, পরে ? পরে ও গয়না থাকবে ? স্যাকরা এসে বসে আছে না !
"বিরক্তির স্বরে কহিলাম, তোমার স্পর্ধা সীমাহীন । णुরুজনের সত্রে কী করে কথা বলত্ত হয়

তাও শেখোনি। তোমার এই বেয়াদবির দরুন সকলের সামন্ন আমদের মাথা হৃঁট ইচ্ছে । যাও ঘরে যাও।
"ললিতা এ কথায় একটু"দমিল। কিষ্তু দরদালানের ধূমায়িত जুঞ্জনটি এই ফাঁকে উসকাইয়া উঠিল। আমদের বয়স্কা এক আய্ীীয়া-সম্পর্কে আমার কাকীমা-इঠাৎ ফোড়ন কাটিলেন, বুড়ো বয়সের বে তো, বউকে একটু সাজাবে-গোজাবে। এথন তোরা কোথাকার কে লো ?
"দাঁড়াইয়া এইসব ঈনিতে ঘৃণা ইইতেছিল। নিঃশব্দে সিড়ি বাহিয়া উপরে আসিলাম, সামনেইই মনু দাঁড়াইয়া ধোপার হিসাব লইতেছে, সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেখানে হইতে দরদালানের কথা সবই শোনা যায়। তবু তাহার মুখে বৈলফ্ষণ্য নাই।
"আমি ক্রুদ্ধ স্বরে তাহাকে বলিলাম, গয়নার বাঙ্গটl ওদের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দাও।
"রঙ্গয়ী লঘু স্বরে কহিল, তাতে ওদের নাক ভাঙ্গবে ? কিষ্ডু তুমি অত রেগে যাচ্ছো কেন ? বলছে বলুক না। গয়না দিলে আমদের চলবে না।

কেন চলবে না ?
মোট একশ বাইশ ভরি সোনা আছে। পান বাদ দিলে অনেক কমে যাবে। কর্মকার মশাইয়ের সঙ্গে কথা হল তো সেদ্নি।

ठिক आহে। আমি গয়না নতুন গড়িয়েই বিশাখার বিয়ে লেবো।
তা না হয় দিলে। কিষ্ঠু জরোয়ার যে সেট সুনয়নীর আছে তার পাথরগুলো কী জানো তো ? ত্রিশখানা হীরে, আশিটা মুক্তে, পান্না এসব কি গাছ থেকে পাড়বে ? অত টাকা ডোমার কই ?

ना হলে হবে না।
"মনू «ুঁসিয়া উঠিয়া কহিন, কেন হবে না ? বড় দूই মেয়ের বেলা হতে পেরেছে আর বিশাখার বেলাতেই বা হবে না কেন ?
"আমি বিরক্তির সঙ্গে কহিলাম, সুথের চেয়ে স্বস্তি ভাল মনু। ওরা গয়না নিয়ে খানিকক্কণ কামড়াকামড়ি করুক। সেই ফौঁকে বিয়েটে শাস্তিমত চোকাই।
"রইময়ী রহস্যময় হসি হাসিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, आমি আর সেই আগের মনু নেই গো যে, যা বলবে তাই ৩নবো। এখন আমি ডোমার বউ, এ বাড়ির ভালমন্দ আমাকেও ভাবতে হবে, মতামত দিতে হবে।

ওরা यদি তোমাকে সন্দেহ করতে কুু করে মনু?
"মনু হাসিল, সन্দেহ আবার কী ? গয়नা यদি আমি নিজেই নিই তাহলেও তো চুরির দায় অর্শায় না গো। বড় বউয়ের গয়না ন্যায়ত ষর্মত ছোচো বউয়েরই প্রাপ্য।
 মनू ?

হবে। কারণ গয়নার বাক্স দিলেও অশাষ্টি মিটবে না। ఆরা বিশাখার জন্য প্রায় কিছूই রাখেনি। আমার হিসেব মতো সুনয়নীর সাতশো ভরির ওপর সোনা ছিল । আহে মোটে একশ বাইশ ভরি । আমি এ থেকে কাউকে এক রুতি নিতে फেবো না।
"आমি खানি রুময়ীর জীবনে গহনার প্রয়োজ্রন নাই। ছাতে মোট চাব্রিগাছা করিয়া সোনার চুড়ি, দूটি বালা, শীখা ও নোয়া এইই সে ধারণ করিয়াহে। গলায় সরু চেন। কানে দুটি বেনকুড়ি। এছাড়া आর কিছूই সে লয় নাই, অইবেও না। নিজের অভাবী পরিজনদের জনাও সে এ বাড়ি হইতে কখনো কিচু পাচার কর্রে নাই বা করিবেও না। সে অন্য ধাতুতে গড়া। কিষ্খু তবू তাহার এই দৃত়তার অন্য একটা অর্থ করিবে आমার দूই বড় কन্যা, এবং অनाना आघীয়রা।
"मीর্ঘ্ধাস ফেনিয়া পোশাক পরিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। মনটা বিরস, ভম, হতোদ্যম।


পড়িয়াছে অখ্যীয় পরিজননেরা । আমি যে বুড়া বয়সে মদনানলে ভন্মীভৃত হইয়াছি, একটি ডাকিনী आসিয়া यে সুখের সংসার ছারেথারে দিতেছে ইহাই বক্ত্য। তবে সকলে একমত নয় । বিশাখা রभময়ীর পল্ఘ बইয়াহছ এবং তাহাকে সাধ্যমতো সাহাय্য করিতেছে কয়েকজন अমিততেজা आप্ীীয়রা। তবে রঙ্গভূমিতে রঙ্সয়ী নাই। সে বিলক্ষণ প্রশাস্তমুখে চাবির গোছাটি আঁচলে বাঁধিয়া রামার তদারকি করিতেছে।
"সেই দ্বিপ্রহরে অনেকগুলি পেট উপবাসী রহ্রিল। অনেক অশ্রু বিসর্জিত হইল। পুরুষেরা গা্টীর রহিল।
"সষ্ধ্যায় আবার লাগিল ধুষ্ধুমার।
"বিশাখার বিবাহের পৃর্বদিন পর্যষ্ড এইরাপ চলিল। আর ইহার মধ্যেই রঙময়ী গোপেনে স্যাকরার मোকানে গহনা চালান দিল। নৃতন গহনা আসিয়া পৌঁছাইতেই তাহা সিন্দूকজাত করিয়া চাবি আগলাইয়া রহিল। আমি তাহার সাহস দেখিয়া অবাক হইয়া কহিলাম, তুমিও কুঁদুলি কম নও।
"সে গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, কবে কৌদদল কর্রতে দেখলে!,
এটাও তো এক ধরনের নীরব কোন্দল। কিছ্ বলছ না, কিম্ঠু উসকে দিচ্ছ।
ওদের ভিতরে অন্নে স্টীম জমেছে। সেশুলো বেরোক। বেরোলে ঠো্া হবে।
এরপর তোমাকে মারতে আসবে যে!
এসেছিল।
"চমকাইয়া কহিলাম, কে এসেছিল
তোমার ওনে কাজ নেই।
মেয়েদের কেউ ?
মেয়ে বউ সবাই।
তারপর কী হল ?
आমি পরিষ্ষার বল়ে দিলাম, তোমরা মানো বা না মানো আমি এখন এ বাড়ির কर्ञ্রী। গয়नা আমার। যা খুশি করব।

পারলে বলতে ?
পারলাম। কারণ ওদের আমি এইটুকু বেলা থেকে দেখছি। প্রত্যেকের নাড়ীনক্ষত্র জানি।
ऊরা কী বলল
ঝগড়া অনেকদূর গড়াত। আমি তখন এক একজনের নাম করে কে কোন গয়না হাতিয়েছে তার হিসেব দিতে লাগলাম সব আমার মুখস্থ। ফঁস হয়ে যাওয়ায় সবাই চুপ। তারপর নিজেদের মধ্যে লেগে গেল। আমি বললাম গয়না আমি নিজে তো নিচ্ছি না । বিশাখা পাবে। আর বিশাখাই যাতে পায় তা আমি শেষ অবধি দেখব।

তোমার সাহস আছে।
"রऊময়ী মাথা নাড়িয়া কহিল, সাহস নয় গো, কর্তব্য। জানি এ গয়না হাতছাড়া করলে তোমাকে অনেক দ্দনা করতে হরে। বিয়ের জন্যা এমনিত্তই একটা মহাল চলে গেল । খরচ তো কম নয় । তাছাড়া আমরা তো কাশী চলেই যাচ্ছি, এদের সংশবে আর আসতে হবে না।
"আমি" কহিলাম, সেই ভাল মনু । কাশীই জাল। এরা বড় নীচ ! এরা বোধহয় তোমাকে আমার むপপড্রী ভাবচে।

তার চেয়েও ঋারাপ । বলছে বিয়ে নাকি হয়ইনি। আমি নাকি এসে জোর করে তোমার ঘরে ঢুকে পড়়েছি।
শुनिলাম। স্বকর্ণু সব শুনিলাম। निজের आप্মীয়দের প্রতি অপ্রসন্নতায় মনটা তিক্ত হইয়া গেল আমার উজ্জৃলত্ম সষ্তানটি আজ কাছে নাই। সেই বিবেচক, বুদ্ধিমান, হুদয়বান ও



 बরিয়া দাড়াইল।
की तে ?

की कथा?
आড়ানে বলা म্বबার।

 পায় एबूన।

को रয়োে বলবি তো!
তিनि এप্দেন্। आমার নৌকোয় आছেন।
কে? কে ? बात्र কथा यनছিস ?
 মারুন। या यनছि কক্ন গে।


"घরে आসিতেই কनককাষ্তি উঠিয়া দা"ড়ইয়া কহিন, कী হয়েছছ বাবা ? आপনি এমন করছেন কেন ?

उ लোকটা কে বলুন जো
তুমি চিনবে না।
কোনো খারাপ খবর নেই ঢো !
না, না। চিষ্ঠা কোরো না।
"निজের মনের ভাব গোপন করিবার কোনো প্রতিক্রিয়াই আমার জানা নাই। এর জন্য বহ্বার

"কनককে ষ্ৰ斤 মিনাইচে বসাইয়া নিজের খরর আসিলাম। একটা কালো শাল আলমারি হইতে বাহির করিয়া কাধে লইয়া বাহির ছইতে যাইব, এমন সময় মন আসিয়া দ"ড়াইন, কে小থয় যাচ্মে ?

একঠু घूরে আসি।
এত রাতে খুরত यাচ্মে
মাথাট গরম লাগছছ মনু।
সে তোমার মूথ দ্রেথ বোকা যাচ্ছে।
"মনু খানিকক্দন অপলক নেত্রে আমাকে লেখিল। তারপর ভুকের উপর হাত রাথিয়া কহিন,


जा কालো শাল निলে কেন
ইচ্ছে হन।
অমन भूঁটিই বা পাকিয়েছে কেন ? গা়্যে দাও।
"তাড়াতাড়ি শাল খুলিয়া গায়ে मिबাম ।
 नाल। কেন গো ?

কि इয়नि মनू। मোহাই।
"মनू পब্ব ছাড়িস না, হঠাৎ ব今িল, দাড়াও। বেশী সময় নেবো না।
की কব্রবে?
आমি সক্গে যাবো।
पूমি ? দোহাই মनু, না।
কেন বসো ঢো!
কান্রণ আহে। ফিরে আসি, তারপর তুনো।
"মনু একটt দীর্घथাস खেলিয়া কহিন, দूর্গা দूर्গা + এসো গে। ভাল্ থবর হলেই ভাল•।
"বাহির ইইতে যাইতেছি, মনু হঠাৎ ডাকিন, শোনো, থিড়কি দিয়ে বের্রোবে তো!
"অবাক ইইয়া কহিলাম, হাঁ ।
না। ওमिকে পুनিসের লোক আছে।
তবে?
কুজ্জবনে চলে যাও। দौঁড়াও आমিও যাচ্ছি।
! ৯৮ !

কৃষ্ণকাণ্ত নিজের বাইরের ঘরটায় এসে বসবার প্রায় সঙ্গে সস্গেই নিঃশব্দে জগা এসে দাঁড়াল । মুখ গঙ্টীর এবং কঠিন।

কৃষ্ণকাষ্ত একবার তার মুখের দিকে চেয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে বললেন, বল কী হয়েছে।
সেশের বাড়ির পুরুত বিনোদচন্দ্রের নাতনীকে আপনার মনে আছে?
কে বল তো!
দাদাবাবুর সজ্গে যার সম্বন্ধ এসেছিল বলে আপনি খুব রাগ করেছিলেন।
তার को হয়েছে ?
সে এখন কল গার্ল। সিনেমা থিয়েোরও করে বেড়ায়।
বটো
দাদাবাবু ফের তার খপ্ররে পড়েছো
एের বলতে ? আগে কিছু ছিন নাকি ?
না। তবে বিয়ের একটা কथা হয়েছিল তো! ওর মা খুব হন্যে হয়ে পড়েছিল।
घটनाট की ?
দাদাবাবুকে ক’দিন আগে অফিস থ্কেকে তুলে নিয়ে যায়। সেদিনটার বিশেষ খবর জানি না অফ্সিসের অনেকেই দেখেছে। একজন বেয়ারা আমাকে খবরটা দেয়।

তারপর ?
মেয়েটা টালিগঞ্জের দিকে একটা ফ্য্যাট কিনেছে। দাদাবাবুকে মাঝে মাঝে ওখনে নিয়ে যায়।
কৃষ্ণকাষ্ত ভূকুটিকুটিল মুখে জগার দিকে তাকালেন, এটা নিয়ে কটা হল ?
বেশী নয়। কিন্তু দাদাবাবুর আর যাই দোষ থাক মেয়েমানুষের কারবারটা ছিল না ।
ক্ষৃ্ণকান্ত একটা দীর্ঘ্বাস ফেলে বললেন, ছিল না বলতে কী বোঝাতে চাস ? বরাবর মেয়েরা

बর্ন পিহনে झूत्रত। পাखा मिত ना। এই खো !
शाँ তाई।
আबকাল मिচ্চে ঢো!
মনে হচ্ছে। ধারা নামে সo্ট সেকের সেই মেয়েটা ডো পুসিশ অবধি ডেকেহিল।
 बनलেন, রুচিটি नেমে यাচ্চে।

रूচि?
কৃষ্ণকাষ্ড জগার দিকে কঠিন बোথে চেয়ে বলনেন, এসব থার্ড ঙ্কাস মেয়ে এর নাগাল পাচে কী করে ?

সব খ্রর তো পাওয়া যায় না।
এ মেয়েটার নাম কি জানিস ?
নোটন ভট্টাচার্য।
খুব খারাপ ?
বলलाম ঢো কল গার্ল।
বামूনের মেয়ে হয়ে এত নিচে নামে কী করে?
বামুন কায়েত అদ্দুর সব আজকাল আর আলাদা করা যাচ্ছে না, একাকার
ভদ্রলোক ছোটলোকও আজকান আর আলাদা করা যাচ্ছে না, না ?
खগা মাথা निচू করল।
কৃষ্ণকান্ত সামান্য একটু হাসলেন। বললেন, নোটন না কি যেন নাম বল্ললি!
নোটন।
ওর ফ্যাটে ওর মা ভাই थাকে না ?
না। তারা আলাদা বাসায় থাকে।
মেয়েটা একা ?
श゙ँ।
মেলামমশাটা কতদূর তা থবর নে।
কিছু করতে হবে ?
না । এখন হাত দেওয়ার দরকার নেই।
यদি বলেন তো মেয়েটাকে একটু শাসিয়ে দিতে পারি।
কৃষ্ণকান্ত একটা ধ্কক দিলেন, নাঃ। একবারের বেশী দুবার বলতে হয় কেন ?
ठिক आছে।
এখन या।
জগা চালে গেল।
কৃষ্ণকান্ত ফাঁকা ঘরেও ভ্রূকুটি করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ আপন মনেই হেসে উঠলেন ।

```
তেকে কে রেখেছে বল তো!
```

রেখেছে ? নোটন ভ্রূ কুঁচকে ধ্রুবর দিকে তাকায়, তার মানে ?
এই যে চকচকে নতুন ফ্য্যাট, ভাল সব ফার্নিচার, টিভি, তোর নিষ্চয়ই এত রোজগার নয়। কে দিচ্ছে এত ?

তার মানেই কি রাথা ?
 স্পনস্র করতে বল তো! বেশ এলেমদার আদমী মনে হচ্ছে।

নোটন হাসল না। স্রূ ষ্চকে রেথেই বলল, তোমার মন বদ্ড নোররা।
এতদিনে বুঝলি ?নোহরা না হলে তোর মতো মেয়ের খপ্পরে এত সহজ্ে পড়ে যাই ?
এই রাঢ়তায় নোটন অভ্যস্ত হয়ে গেছে গত কয়েকসিনে । তবু মুখখানায় ব্রিষ্ট একটা ভাব দেখা দিল । তারপর বনল, খুব সহজে হয়নি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে তোমাকে পেয়েছি। আমি কির্রকম মেয়ে বলো তো!

ওসব निয়ে আর কथा তুলिস ना । या বলছি তার জবাব দে। लোকটা কে ?
তা জ্রেনে তোমার কী হবে ?
প্রুব স্থির চোথে নোটনের দিকে চেয়ে রইল। নোটন জানালার কাছে একটা টেবিলের ওপর বসে আছে। মুখ বাইরের দিকে ফেরানো। צ্রুবর দিকে ইচ্ছে করেই চাইছে না তা ধ্বুব জানে।

একটু আগেই তারা বিছানায় ছিন। বাইরে মরে আসছিন বিকেন। צ্রুবর সেই শারীরিক যুদ্ধ মোটেই ভাল লাগছিল না। নোটন তাকে জোর করে নামিয়েছে এই যুদ্ধে। অকারণ। সে জানে নোটনের মতো মেয়ের fবশেষ একজনের প্রতি অত টান থাকার কथা নয় । উপরণ্ডু ধ্রুব এও জানে, এই ফ্যযযাট, এই বিছানা, এই সাজসজ্জা এত সব আয়োজন অनক্ষ্যে কেউ করেছিল নোটনের সর্সে ফুর্তি করবে বলেই। নোটন সষ্ভবত তার প্রতি বিপ্পস্ত থাকছে না। রাখা মেয়েমনুষেরও একটা এখিকস থাকা উচিত।

צ্রুব বলল, তার নাম জেনে আমার লাভ নেই ঠিকই। কিষ্ঠু কেউ যে একজন তোকে স্পনসর করহে এটা তো ঠিক!

शाँ।
সে এই ফ্য্যাটে আসে ?
এখনো আসেনি।
आসবে তো ?
সে এখন দেশের বাইরে আছে।
বিদেশে?
शाँ।
আর সেই স্যেযোগে তুই আমাকে ফাউ জুট্য়ে়িস
নোটন চুপ করে রইল। নারপর ম্লান গলায় বলন, ফাউ কেন হবে ? তুমি ফাউ একথা কে বलল?

ফাউ নই ঢো কি ?
ওসব কথা থাক। তুমি আজ আমকে সহ্য করতে পারছো না।
পারছি না তো বটেটই। সব কথ্থ তুই কখন্নে আমাকে খুলে বলিসনি।
নোটন যুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কौঁদতেই অস্পষ্ট গলায় বলল, নতুন কোনো কথা তো আর নয়। আমি কেমন তা তো তুমি জানোই।

আমাকে জুটিয়েছিস কেন আমকে দিয়ে তোর কী হবে ? বিয়ে করে ঘর করতে চাস ? সেটা আকাশ-কুসুম কল্পনা । তোকে আমি কোনোদিনই বিয়ে করব না। তারপর তোর নিজের মক্কেল আছে। বিদেশ থেকে সে একদিন ফিরবে। তখন তাকে রিফিউজ করার মজো জোর তোর থাকবে ना । তাহ!ল এসব ক্নন করছিস ? आমি এসব এনজয় করহি না নোটন, আমার ভাল লাগएছ না।

এত বক্ছো কেন গো ? একদু চুপ করো না!

反ूপ করহ্মি নোটন। আজ উঠি।
চকিতে নোটন উঠ্ঠ কাছে আসে। সামনে দাঁড়িয়ে সজল দুখানা চোধ তুলে চোথে রেথে বলে, কাল आসবে না ?

না। আমার ডোকে আর ভাল লাগে না।
গ্রুব এই কथा বনে আর দौড়াল না। দরজা খूলে বেরিয়ে এল। তীब্র এক পরাखয়ের भানি তার্র সমস্ত শরীরে অবসাদের মতো জড়িয়ে আহে। মাঝে মােে নিজেকে ভীষণ त্মমা হয় তার।

আজ অবধি, নোটনের আগে অবধি কোনো মেয়ের সত্গে এতদূর নামেনি গ্রুব। ইচ্চে হয়নি। এ ব্যাপারে কোনো তচিতাবোধ বা সংস্কার নেই তার, কিষ্রু মেয়েমানুষের শরীর ভিফার মধ্েে পৌক্রষের একটা অবনমন ঘটে বলে তার ধারণা । তার বোধ তাকে অহরহ মেয়েমানুষ থেকে দূরে রেথেছে। কিষ্তু পা কাটল পচা শামুকে। নোটন। হায় নোটনের মতো সহজলভ্যার কাছে তাকে হার মানতে হল।

কেন ? এ প্রল্লের জবাব সে নিজের মধ্যে খুঁজে পায় না । সষ্তবত নোটনের মধ্যে একটা করুণ আษ্মসমর্পণ তাকে নরম করে ফেলেছিন। কিংবা ওদের যে একসময়ে খুব অপমান করা হয়েছিন তার প্রতিক্রিয়া কাজ করেছে ভিতরে ড্ডিতরে। যাই হোক, পরাজয় ঘটেছে। আর ঘটেছে বনেই নোটনকে আর একটুও সহ করতে পারছে না ধ্রুব।

তিনতলা থেকে ঝড়ের বেগে নিচে নামছিল ধুব। সिড়ির নিচে একটা লোক দারোয়ানের ঢুলের পাশে দাঁড়ানো। উর্ধ্বমুথ।

צ্রুব থমকাল। ख्याতন ना!
ফ্যাতনই। 纟্রুবকে দ্থেখে একটু হাসল, কী जুরু,।এখানে ?
צ্রুব একটু হাঁফাচ্ছিল। উত্তেজনায়, পরিশ্রমে। মুখোমুখি হয়ে বলল, তুই এখানে কেন ?
এ বাড়িতে কার কাছে গুরু ?
আছে একজন ।
এটা আমার এলাকা, জানো তো!
না জানার की ?
সব দিকে নজর রাখতে হয়। তোমার চিড়িয়াট কে ?
বললাম ঢো চিনবি না।
নোটন নাকি?
צ্রুব একই রোষ কশায়িত চোথে চেয়ে বলল, তাতে তোর কী?
কিছু নয় বস। রাগছো কেন ? जুনলাম মাল খাওয়া ছেড়ে বৈরাগী হওয়ার ফিকির খুজছে!
কে বলছে এসব কথা ?
তোমার দোস্ত প্রশাণ্ত।
না, মাল খাচ্ছি না। পেটে ব্যথা হয়।
ব্যথা ফের কমেও যায়। চলো, আজ আমি থাওয়াবো।
না ফ্যাতন। আমার তাড়া আছে।
নোটনের সন্গে তোমার কবে থেকে ?
তুই ওকে চিনিস ?
বহুৎ খুব। মালটা ভাল।
তোর সার্টিফিকেটের দরকার নেই।
আছে গুরু, আছে
প্রুব বিরক্ত হয়। কিন্তু সেটা তেমন ঝাঁেের সঙ্গে প্রকাশ করতে পারে না । ভিতরে ভিতরে একটা ৫৬৬

অবসাদ একটা অপরাষবোধ কুরে কুরে খাচ্ছে। একটা খ্যাস ফেলে বলল, ফ্যাতন, আমাকে বেশী বকাস না। আজ মেজাজ ভাল নেই।

কেন, নোটনের সঙ্গে কিচাইন হয়েছে নাকি ?
ना।
হলে বোলো, মাল ফিট করে দেবো।
তোর মতলবটা कী বল ত্তে ফ্যাতন।
ষ্যাতন হাসল। প্রশাষ্ত হাসি। তার বেঁটেখাটো মজবুত চেহারাচা এবং চোখের দৃষ্টিতেই সরিষ্কার ছাপ আছে মানুষটার । उওামি, লোচ্চামি, খচরামি সবই ফুটে আছে চোথে আর চেহারায় ।
s্রুব একটু চেয়ে রইল । তারপর চাপা গলায় বলল, মেয়েটাকে ট্রাবল দিস না । ও কিছ্ কর্রেনি।
কে বলन ঢ্রাবল দেবো ?
ঢোর মতলব ভাল মনে হচ্ছে না।
ফ্যাতন মাथা नেড়ে বলল, ওসব নয়। জগাদা এসেছিল।
জগাদা! কবে?
পরশু। বলে গেল নজর রাখতে।
জানে নাকি কিছু ?
সব জানে।
কী বলে গেছে ? উদ্বিপ্প ধ্রুব জিজ্ঞেস করে।
বলে গেছে, নজর রাখতে। মেয়েটা সৃবিধের নয়। তোমাকে বিপসে ফেলতে পারে।
বাবার কানে গেছে ?
তা आমি জানি না। আমার কাজ আমি করছি।
তোকে কিছ্হ করতে হবে না। লিভ হার আ্যালোন। মেয়েটা এরনিতে যাই করে বেড়াক, আসলে দুঃখী। ওকে ছেড়ে দে

ধরবার কথাও তো কিছু হয়নি বস। आমি কিছ్ করূ না। ভয় নেই।
তাহলে আজ তুই এখানে আমার জন্ন অপেক্ষা করছিলি কেন ?
ফ্যাতন হেসে বলল, তোমাকে অভয় দেওয়ার জন্য।
তার মানে ?
তার মানে, চালিয়ে যাও বস, লাইন ক্রিয়ার।
জগাদা কি তোকে এই কথা বলে গেছে ?
ফ্যাতন মাথা নাড়ল। বলল, জগাদা বলে গেছে, দাদাবাবু এখানে নোট্ন নামে একটা মেয়ের কাছে আসে। তুই একটু নজর রাখিস।

ব্যাস! আর কিছ্ বর্ন্নে ?
ना ।
তীব্র একটা ঘেন্না হচ্ছিল প্রুবর। নিজের ওপর। নিজের চারপাশটার ওপর । ফ্যাতন তার সজ্গ বাইরে এল। একটা ট্যাক্সি ষরে দিয়ে বলল, যখন খুশি চলে এসো। লাইন ক্লিয়ার থাকবে কেউ হুজ্জোতি করবে না।

কथাটlর জবাব मिल না ध্রুব। ট্যাকসিতে পাথরের মতো বসে রইম।
বাড়ি ফিরেই সে জগাকে ডাকল নিজের ঘরে।
কী ব্যাপার বলো কো জগাদা ?
জগা একট্ট তটস্থ হয়ে বলে, কিসের ব্যাপার ?
তুমি নোটনের খবর পেলে কি করে ?

জগা কঠিন মুথ করে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, কেন ?
জানলে কি করে বলো আগে।
সেটা জেনে কি হবে ?
নোটনের কথা তুমি বাবাকে বলেছো ?
বলেছি।
সব ?
সব आমি জানি না। यেট্রুু জানি বলেছি।
বाবা की বলन ?
কिছूই না।
তার মানে?
কর্তাবাবু তোমাকে ষর্মের নামে ছেষ়ে দিয়েছে।
বলে একটা দীর্ঘপ্ধাস ফেলল জগা
ধ্যুব বলল, আমার ওপর এখনো তোমরা নজর রাখখা ?
রাখতে হয়। না রাখলে তুমি বিপঢদ পড়বে।
আমার বিপদ নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাভে কক বলেছে?
জগা এবার ধ্রুবর দিকে তাকায়। চোথে আগুন । চাপা কিষ্ধু সাঙ্যাতিক আক্রেশের গলায় বলে, তোমার বংশে এরকম বেলেল্মাপনা কেউ কখনো করেনি দাদাবাবু। বুঝলে !আমাদের মতো ছোটো ঘরে যদি জন্মাতে আর এসব করে বেড়াতে তবে কবে তোমার গলা টিপে ভূত ছাড়িয়ে দিতাম ।

প্রুব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল । তারপর বলল, সাব্বাস জগাদা । আর তুমি তোমার কর্তাবাবুর হয়ে যা সব করে বেড়াও সেগুলো সব পুণ্যের কাজ, না ?

পলিটিকসে ওসব লাগে। কিষ্তু বলো তো কর্তাবাবূর কখনো কোনো চরিত্রের দোষ ছিল ?
প্রুব হেসে ফেনল। তারপর বড় একটা শ্বাস ছে:ড় বলল, মদ আর মেয়েমানুষ বাদ দিলে আর কোো কজেই বোধহয় চরিত্র নষ্ট হয় না, না

কর্তাবাবু পলিটিকস করেন, আর কিছু নয়। ওরকম মানুষ বেশী নেই বুঝলে দাদাবাবু।
צ্রুব অপলক চোvে এই সম্মোহিত লোকটিকে দেখছিল। কৃষ্ণকান্ত একে যে গভীর হিপ্নটিজ্জেম আচ্ছন্ন করে রেখেছে তা থেকে এর মুক্তি নেই। এর পাপ পুণোর ধারণাও রাল্থগ্রস্ত। একে কিছুই বোঝানো যারে না।

夕্রুব বলল, নোটনকে কী করতে চাও ত্তামরা ?
জগা একটা চাপা গর্জনের স্বরে বলল, কিছুই না।
কেন, ওর ওপর এত দয়া কেন ?
কর্তাবাবু চাইলে ওর লাশ আদি গসায় ভাসত। কিষ্তু-
কিষ্তু কী জগাদা ?
কর্তাবাবু তোমাকে ধর্মের নাম্ম ছেড়ে দিয়েছেন, বললাম তো !
আমিও তো তাই জানতে চাই, হঠাৎ ত্রোদের নোটনের ওপর এত দয়া কেন ?
শুনবে ?
শুनि।
কর্তাবাবু প্রথম দিন তুনে রেগে গিয়েছিলেন। পরদিন সকলে আমাকে ডেকে বললেন, প্রুবর তো কখনো মেয়েমানুষের দোষ ছিল না । এ মেয়েটার সঙ্গে যদি তেমন মেলার্যশা করেইই থাকে তো করতে দে। পুরুষমানুষের বোধহয় একটু স্বাপীনতা দরকার। বেশী আঁটবौঁধ দিলে বিগড়ে যায়।

צ্রুবর চোখ থেকে. যেন একটা לুলি খুলে পড়ল। কৃষ্ণকাষ্ত একথা বলেছেন! কৃষ্ণকান্ত!

তুমি যাও জগাদা।
বলে ধ্রুব বিছানায় এলিয়ে চোখ বুজে রইল। এর চেয়ে বড় পররাজয় জীবনে তাকে ভোগ করতে হয়নি। অবসাদ ছিলই এখন যেন এক জড়ত তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ষরল। সবাই সব জানে । সবাই সব খবর রাথে। শুধু তাই নয়, নোটনের সস্গে যাতে সে নিরাপদে মেলামেশা চালিয়ে যেতে পারে তারও সুষ্ঠ ব্যবস্থা হয়ে আছে।

এর চেয়ে মৃতু fo ভাল ছিল না ?

কে ?
আমি। বলে রেমি এসে ঘরে ঢোকে। কেমন অস্বাভাবিক ঝলমল করছে মুখ লালচে একটু আভা। ठৌটটে অস্বাভাবিক হাসি।

তুমি ! ध্বুব একটু নির্জীব হয়ে যায়।
কখन এলে?
अনেকক্ষণ ।
আমি তোমার কাছু একট্ট বসব?
বোসো।
রেমি কাছে এসে বসল। পা গুটিয়ে, জড়োসড়ো হয়ে।
ক্যী চাও রেমি?


> U ৯৯ ॥

নীল आকাশের প্রতিবিব্বে নীলাভ জন, তাতে ছলাৎ ছন ঢেউ ভাঙ্ডহু। পচা পাট আর বাঁশের
 জায়গাটা আসলে আঘাটা। মানুষের মল అকিয়ে আহ্রে এখানে সেখানে। खলে হোন্টো এক্টা ছ̄ৈ-তোলা নৌকো। একট দূরে নোঙর করেছে। কাউকে লেখা যায় না।

ऊँছু পাড়ের ওপর হেমকাষ্ত দौঁড়ালেন। সতর্কভাবে চারদিক সেথে নিলেন। কেউ ধারেকাছে নেই। দ্রুত পায়ে তিনি নামতে লাগলেন। শেয়ালের গর্ত, 苂চু নিচু জমি, মাটির ঢেলা-চলা বড় শক্ত । তবু হেমকাষ্ত দ্রুতবেগ বজায় রাখলেন । ধুতি কাঁটবোপে লেগে ফড়ফড় করে ছিড়ে গেল । চামড়ায় চিড় ধরল কয়েক জায়গায়। बুতো ফাদায় মাচ্তিতে মাখামাপি। শেষ কয়েক পা ভারসাম্য র্রাথতে না পেরে পড়ে গেলেন $\mid$ উঠলেন, आবার পড়জেন । অবশেশে ঋানিকটা मমফোট অবব্ছায়
 পাচ্ছেন না। আকুল, তৃষ্ণার্ত দूই চোথে চেয়ে রইইলেন অদূরে বौশের ল্গগিতে বঁধা নৌকোর ছৈয়ের अধ্ধকার মুখটির দিকে।

পরে ভায়েরীতে লিখেছিলেন "...শরীর বनিয়া যে একটা ছাইবষ్হু আছে তাহা তো টেরই পাই নাই। কাঁটাবোপ, খানাখव्म, পিছল মাটির সেই নাবালকে যেন যাাজপপ মনে হইতেছিল। কাঁটায়

 ব্যথা-বেদনা সর্প দংশन কিছছই তথন आমি টের পাইতাম না। শরীরী হইয়াও সেই মুহুহ্তে আমি


আমাকে যেন আছাড়ি-পিছাড়ি করিয়া লইয়া যাইরেছিল।
"घটনার কথা পরে লিখিতেছি। তাহার আগে আমার এই শরীর-চেত্নার কथা বলিয়া बই। নদীতটে সেই দিনেের সেই অভিজ্ঞে লইয়া যতই ভাবিতেছে ততই যেন এক ঘন কুয়াশায় ঢাকা রহসোে যবনিকা থিরথির করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। যেন কী একটা সতা ষরা পড়িবে পড়িবে করিতেছে। অনেক ভাবিয়া ভাবিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল মনে হইজেছছ, স্লেহের টান যদি শরীর ভুলাইতে পারে তবে বৃহত্তর স্নেহ, আরও প্রগাঢ় স্নেহ হয়তো বা শরীরের মোছ চিরদ্দিনের মতো ঘুচাইতে সক্ষম।
"মানুষ মরিতে ভয় পায়। মত্যুকে জ্য করাই তাহার তৈৈিবিক চাহিদা। বীচচব, মরিব কেন, ওiই বাতই তাহার অন্তস্তল হইতে নিয়ত প্রবাহিত হইত্তেছে আমিৎ জীব। কিষ্তু প্রিয় পুত্রের দর্শনাভিলাশে সেদিন ওই দুর্গম পথে মৃত্ত ঘটিলে বা ঘটিবার উপক্রম করিলে লো বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করিতাম না কেন ? তাহার কারণ ওই স্নেহ। স্নেহ যে কী প্রগাঢ় বত্তু ইহ য্য কত মৃল্যবান এবং যুগে যুগে যে কেন স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার এত জয়গান করা হইয়াছে তাহাও অক্পসল্প বুঝিতে পারিতেছি। প্রেম মৃতু উপশমকারী. ইহার মতো নিদান আর নাই।
"ঈম্বরকে আমি তেমন ভালবাসিতে পারি নাই। যাঁহারা পারিয়াছেন তাঁহারা ভাগাবান। ভালবাসিবার পৃর্বে ঈপ্ধরের অস্তিত্বে বিপ্ধাসটা পোক্ত इওয়া দরকার। তঁহার সৃষ্ট জগতের স্বকিচ্রুরই अস্তিप্ব প্রকাশমান, কেবল তাঁহার অস্তিप্বই প্রমােে অপেক্ষা রাখে—ইহ কি দৃষ্টিকর্তার এক প্রচও রসিক্তা ! সমস্যাও সেখানেই। যাহাকে দেখি নাই, যাহার অস্তিত্বের তেমন কোনো প্রকট প্রমাণ নাই, কেবল কত্তকুলো শাশ্ত্রগোলা কথা আছে,,তাহাকে যুক্তির খাতিরে এবং পুর্নাহিতদের ভয়ে না হয় মানিয়া লওয়া গেল। কিন্তু ভালবাসা তো সেই পথে আসিবে না !
"সত্য বটে, সেই বিরাট বিপুল নিরাকারকে ভজিবার জন্য আবহমানকাল হইতে মানুষ নানা প্রडীক খাড়া করিয়া আসিয়াছে। আমদের তো তেত্রিশ কোটি প্রত্তীক। কালী, দুগা, জগদ্ধাত্রী, শিব, কৃষ্ণ অভাব নাই। কিষ্তু এই প্রতিমা পৃজার বাাপারটি মানিয়া লইলেও আমি কি জানি কেন ইহার মধ্যে একটি ছেলেমানুষী দেথিত্ত পাই। মাি, সোনা বা রুপা याহ দিয়াই গড়িয়া লও না কেন উহ তো মানুষেরই নির্মাণ। তাহাকে দেবতা ভাবিয়া হৃদয় উদ্বেল হইবে কি করিয়া ?
 কিষ্তু ইহাতে প্রবৃত্তির গায়ে হাত পড়ে না, ফলে বিগ্রহ পুজারীর মধ্যেও নৌর্यবৃত্তি, शীনגনাতা এবং
 शूंজিয়া পাই নাই।
"नलिनी বौচিয়া থাকিতে একদা আমাকক বলিয়াছিন, দাদা, পুরোহিতের কাহে ধর্ম বাযাখা শোনার• চেয়ে নাত্তিক হওয়া ভাল । কুनতুরু বা পুরোহিত সে দুই চোথে সেখিতে পারিত না । সে প্রায়ই বनिত, তিनि রাপ ধরে आসেন, তাঁকে জश্মাতেই হয় বারনার. নंইলে চলরে कী করে ?
"नलिनी তাহার ঠাকুরের মধ্যে তাঁহাকে পাইয়াছিন । সে যে সঠিক পথেরই সধ্ধান পাইয়াছিল তাহা তাহার চোথ মুখের দীপ্তিতেই প্রতিভাত ইইত। অকান্সমৃত্যু তাহাকে সংসারের বক্ধন ইইতে
 পাব্না। याই ঠাকুরকে একবার সেখিয়া आসি। কিত্ভু গড়িমসি করিয়া যাওয়া হয় নাই। গিয়া
 याহा নनिनी পাইয়াছিল, याহা কাनক্রমে কৃন্ণও পাইবে।
 লিখিবার পুর্বে বার বার অF শিহরিভ ইইয়াছে। তাহার মুখখানি পেখিয্যাiি। आগ অক্রিয়া मেথিয়া । কতमिন বাচিব কে জানে ! হয়ত্েে এই আয়ুতে আর বেড় পাইব না। কর্মচক্রে সে

কতদূর ভাসিয়া যাইবে，आমিও বা গিয়া কাশীর কোন গলিতে খাবি খাইতে খাইতে মরিব！
＂ছू সহ নৌকা নীল জলে দুলিতেছে，ভাসিতেছে। উপরে অখ্খ আকাশ，बনেে তাহারই শতষা ভঙ্গুর ছায়া। ঠিক এই জীবনের মতো। একটি শাশ্বত，একটি মায়া। তবে মায়ার ডিতরেও ওই শাষ্রেরই ચণ্ড ચণ ছায়া আছে। যে ছায়া লইয়া থাকে সে তাই থাক। যে আরো কিছू চায় সে উপরের দিকে চাহিবেই।
＂আবার দर्শন। বড় জ্রালা ইইল। বুড়া বয়সে কেবল কथা আসে，টিকা－টিঝ্রনী আসে। রাজেনবাবু বলেন，মনুও বলে，আমি নাকি বুড়া নই। ভাল কथা। কিছ্ভু এই বকবগানি কিসের লক্巾ণ তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে ？
＂যাহ বলিতে ছিলাম। নৌকা দুলিতেছে，ভাসিতেছে，আমার বক্ষদেশ আপ্দোকিত ইইতেছে। শ্বাস গাঢ় হইয়া আসিত্ছে। চোখের পলক পড়িতেছে না। খবর সত্য তো সে আসিয়াছে কো ！ তাহার কোনো বিপদ ঘটিবে না তো！
＂আচমকা ছৈ－এর ভিতর হইতে একজন সুঠাম মাঝি বাহির হইয়া আসিল। লগিणা অবহেলায় তুলিয়া লইল। তাহার পর একটি ঝাঁকুনিতে নৌকাটিকে একেবারে তীরবর্জী করিয়া সংকিষ্ত একঢা शাঁক মারিল，আসুন কর্ত।
＂কम্পিত পদে ও বক্ষে তাড়াতাড়ি গিয়া নৌকায় উঠিলাম। লোকটটা নিম্নস্বরে কহিল，ভিতরে यान।
＂ভিতরে ঢুকিলাম । একদম শেষ প্রন্তে একটি সবল চেহারার কিশোর বসিয়া আহৃ। বেশভৃযা মলিন । কিষ্তু অমলিন তাহার হাসিটি। আমি বজ্রাহতের মতো দौড়াইয়া পড়িলাম। মাত্র এই কয়েক মাসের মধ্যে কৃষ্ণর কি এত পরিবর্তন হইয়াহে ？এ যে সেই বালক নহে। এ যে রীতিমডো যৌবনোদ্দত পুরুষ ！মুখের সেই কমনীয়তা কোথায় গেল ？তৈ－এর ভিতরকার প্রপোষবe অছ্দ আলোকেও তাহার মুখের রেখাগুলির কাঠিন্য ও কর্কশভাব চোথে পড়ে।
＂সে উঠিল। বলিল，বাবা，আপনি কেমন আছেন ？
＂आমি জবাব দিতে পারিলাম না। দীর্ঘকাল পরে সেই বিস্মৃত কঠ্ঠে বাবা ডাক ৩নিয়া আবেগে আমার কঠ রুদ্ধ ইইল，সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। আমি তাহার দিকে কস্পিত্ঠ একখানি হাত বাড়াইয়া मिनाম।
＂সে সবল দুই বাহুতে আমাকে ধরিল। 丹ীরে 丹ীরে পাটাতনে বসাইয়া দিল। जারীপর কোমল কৃ্ঠে বলিল，आপনার শরীর ভাল আহে তো বাবা ？
＂তাহার কণ্ঠে উদ্বেগ，উৎকঠা। নিজ্জের পুত্র কন্যাদের নিক্ট आমি যथার্থ ভাणবাসা পাফ নাই，
 যেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই মথিত इয়। आর সেও বিষ্যসংসারে সক্নের নিকট অপमার্ष বनিয়া চিহ্তিত তাহার এই বাপটিকে কেন যেন বুক ভরিয়া ভালবাসে＋
 দুथাनि जোখ বার্থংবার মার্জনা করিন।
＂আমি প্রশ্ন করিলাম，তুমি কেমন আছ ？
＂ডাল आ⿰亻 বাবা। आপনি অকারণ ভাববেন না।
बোथায় আছ，को थाও，को পরো কিছूই তো জানি না ।

 বেড়াই। তারপর একमिন হঠাৎ পাবনার خাকুরের আশ্রমে হজ্জির হয়ে यাই। কাকার ঠাকুর তো， তাই সেখানেই আख্রয় নিলাম।
＂একটা नि户্চিন্ষের দীर्ष্যাস ৫েनিয়া কহিলাম，निলে ！याক বাঁচ গেन।
＂সে కূ কৃপ্চিত কর্রিয়া কহিন，নিলাম，কিষ্ু সব কথ্া ঠাকুরকে বলিনি । কেমন সংকোচ आর ভয় शल।
＂आমি মুদ্মবে কহিলাম，यौঁকে তুকু বলে মানবে তাঁ কাছু কেনো কথা গোপন করতে নেই।


 যাও，সেখানে গি＜্রে সারেগার করো।

উनि বनलেন ？
शाँ। उनে आমি চমকে উঠলাম। आমি কে বা কোथা থেকে এসেছি তা তে ওকে বলিনি।



पूमि की बनऩ ？
आমি কিছ্র বলিনি। মাথা নিছ করে ছিলাম। উনিই বললেন，এভাবে পালিয়ে বেড়িয়ে কোো नाভ হবে না। বরং সারেখার করলে পথ পাবে। তথन आমি বললাম，आমার বিকৃদ্ধে খুলनর চার্জ आহू। ধরলে ফौসি দেরে। উनि তবু বললেন，या বলছি তা করলে ভালই হবে। এখানে নয়， ঢাকায় চলে যাও। সেখানে সারে৩ার করো।


 সারেণার করার ব্যাপারে আমার দিধা আছে।

তুমি বুদ্পিমান，বিবেচে। आমি আর তেমাকে कী বলঢত পারি ？या जাল বুঝ্রে করবে।
ना বারা，आyি आপনার পরামর্শও চাই। সাত দিন আগে आমি ঢাকয় যাচ্ছি বলে आख্রম থেকে
 ছোড়িির বিয়ের খবর পেফ়োছ ।
＂आমি একটা দोर्ष্ধধ্গস 火েলিলাম। কহিনাম，आরও একট্ খবর তোমার জানা দরকার। जোমার কাছে সত্য গোপন করতে পারব না，তাত ত্মি आমাকে ঘুণা করনেও না।
＂मে মু হাসিয়া কৃণ্ঠিত ম্বরে বলিল，आপনাকে বলভে হবে না ！आমি জানি। মনুপিসি আমাদরর নতूন মা হয়েছেন।

बানো তাহলে！
জनि বাবা।
आমাকে তোমার ঘুণা হয় না ？
আপনার জনা আমার জারি দৃশ্চিত্তা ছিল। আমি বেরিয়ে এসেছি，ছোড়দির বিয়ে হয়ে যাচ্চ， आপনি একা। লেখাশোনার কেউ নেই। মনুপিসি আপনার ভার নেওয়ায় আমার দুক্ষিন্তা গেছে।
সणि বनছছ ？



 আসিয়া যায় না । বড় নি户্চিষ্ঠ，বড় সৃখী রোধ করিলাম। जারপর প্রসসা্তরে গিয়া প্র্ন করিলাম，

এখन তাহলে কী করবে ?
সেটা জানতেই আপনার কাছে আসা। আপনি বলে দিন की করব।
"আমি সামান্য হাসিলাম । সংসারী অদূরদর্শী মানুষ আমরা, আমাদের সাধ্য কি যে কাহাকেও সৎ পরামর্শ দেই ? কিসে ভাল ইইবে, কিসে মন্দ ইইবে সে সম্পকে সমাক ধারণা করিবার মতো অন ও বিচারবোধ কয়টি লোকের থাকে ? কয়জনই বা অత্র পচাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে পারে ? মাथা নাড়িয়া কহিলাম, যার আশ্রয়ে গেছ তার পরামর্শई মেনে চলো। তাতেই ভাল হবে।

आপনি বলছেন ?
বলছি। তাঁর ওপর নলিনীর বড় বিফ্যাস ছিন। তিনি যা বলবেন তাই করো। অণ্গ পচ্চাৎ তিনি যত দেখতে পান আমরা তা পাই না।
"এককথায় হঠাৎ কৃষ্ণর মুথ উজ্ভাসিত হইয়া গেল।. কিছুক্শ স্মিত মুখে বসিয়া थাকিয়া সে হঠাৎ নত ইইয়া আমার পদধৃলি গ্রহণ করিয়া বলিল, আমার দ্বিষার ভাবটা কেটে গেহে।
"आমি মাথা নাড়িলাম বলিলাম, ফেরারী জীবনে বিপদ অনেক। তাছাড়া তুমি এখন বিচ্ছিম, একা। এর চেয়ে সারেণুর করাই ভাল।
"কৃষ্ণ फ্কণকাল চিষ্তা করিয়া কহিল, আশ্রমে অনেক রাজনৈতিক নেতা আসেন । ঠাকুর রাজনীতি বিষয়ে ভালই থেঁজখবর রাখেন। তিনি যখন সারেঙার করতে বলছেন তখন তার পিছনে নিশ্চয়ই কারণ আহে। গত কদিন ষরে সেই কারণটা অনেক ভেবেও ষরতে পারিনি।
"আমি কাঙালের মতো তাহার মুখখানি আমার দুই চক্ছু দিয়া পান করিতেছিলাম। কহিলাম, যখন একটা থুঁি পেয়েছো তখন সেইটেই ধরে থাকো । জীবনের সব ক্শেত্রেই একটি কেন্দ্রবিন্দু থাকা দরকার, একটা বিপ্পসের স্থল। আমার তেমন কিছ্ম ছিল না বলেই জীবন থেকে অনেকটা বিচ্যুত হয়েছি। নলিনী খানিকটা তौককে অবলম্বন করেছিল। কিষ্ঠু যতদূর জানি, ঠাকুর তাকে পাকাপাকিভাবে নিজ্রের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। নলিনী হবে হচ্ছে করে বিলম্ব করছিল। না করলে হয়তো তার অপঘাত হত না।
"কৃষ্ণ আমার মুথের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। কহিল, আপনি যা বললেন তাতে আমার দ্বিষা আরো কেটে গেল। আমি আজই তাহলে ঢকা রওনা ইই?

আজই ? বিশাখার বিয়েটা… ?
"সে মাथা নাড়িল। বলিল, আমার কথা বাড়িডে উচ্চারণও করবেন না বাবা। खভকজে মানুষের মন ভারাক্রাষ্ত হবে। শ্ধু আপনি জানলেন, আর মনুপিসি যেন জানেন। আর কেউ না ।
"নৌকা ইতিমধ্যে মাঝগাঙে আসিয়া পড়িয়াছে এবং মাক্ষি মহা উৎসাহে জাল ফেলিতেছে পকেটে কিছ্র টাকা আনিয়াছিলাম। বাহির করিয়া কৃষ্ণর হাতে দিয়া কহিলাম, তোমার কাজে লাগবে।
"সে ঈষе শিহরিয়া বলিল, এত টাকা কোন কাজে লাগবে ? অब्প কিছ্ দিন ।
"আমি দীর্ঘ্্যস ফেলিয়া কহিনাম, বিষয় সম্পত্তি সব তোমারই থাকবে। ফিরে এসে নিও।

## ॥ ১০० ui

প্রুব খুবই মনোযোগ দিত্যে রেমিকে লছ্ষ করছিল। বিশেষ করে ওর চোখ, দৃষ্টিতে কিছু অनिশ্চয়তা এবং আখ্মবিশ্যাসের অভাব আছে, কিষ্ভু পাগলামি নেই। তবে কিছুই বলা যায় না মানসিক ভারসাম্য এমন একটা জায়গায় হয়ত পৌঁছে গেছে যেখান থেকে এক পাএগোলেই পাগলামির অথে খাদ্।
 রেমিকে নিজ্জের খুব কাছে টেনে আনল। একটা হাত দিয়ে তার কোমর अড়িয়ে নিজের শরীরের


 রাথল । তারপর বলब, पूমি বनছ ? তুंমি यमि আরো जোর দিয়ে বল শে সতিই আমার কিছू হয়নি דহলে বোখহয় আমার কিছু হবে না।

 তো ! भাগन হয়ে यাচ্চি বলে ভয় পাচ্হ ?

צ্রে মাথা নেড়ে বলে, না। ডूমি পাগল হবে না রেমি। পাগলামির লক্ণ ত্তেমার মধ্যে নেই।
पूমি তে आর ডাক্জর নও।

आমি ঢোমার বউ ঢে কেবল নামে।
 आমার জনাई হবে। आমি তোমার মাথায় এতদিন ধরে নানা উন্টোপান্টi আইডিয়ার বীজ বুন্ছি । बाबंच श्राज ठिक श़्रनि।
 आমি এథটা জিনিস এবদম সইতে পারি না, সেটা হন আমাকে তোমার ত্যাগ করার কथা। তোমার


sুব মাथा নেড়ে বলল, ঠिक তাগ নয় রেমি. याক গে, সেসব কथा বড্ড পুর্রো হয়ে গেছ্V।


की গাে? जয়ের कथा 小োন ?

की कथा?
आमाइ आজষान মनে হচ্ছে, आমি शूব বে⿵िিिन বोচ্ব ना।






 करে बमा याয়।



 जোমান্গ কध্গ घनে হল।

তাহলে বল কোমার কী হয়েছে ？
কিছ্ন হ হ়নি আর সেটাই সমস্যা। আমর কিছু হচ্ছে না，आাম কিছু হয়ে উঠছি না，আমার अস্তিত্রের কোন তরঙ ন্নই। ভিত্রে একটা বিরাট ভাকুয়াম ．তামার পাগলামির চেয়েও যেটা বেশি যজ্তণাদায়ক।

এबট বুঝিশ়ে বল আমার রো বেশি বুদ্ধি নেই।
বুদ্দির দরকার নেই রেমি। শুষু একটু অনুভব করার ঢেষ্ঠা কর তাহলেই হবে। বুদ্ধি দিয়ে কাউকে বোঝা যায় না，ভালবাসলে বোঝা যায়।

ডাহढ্ল ত্রমি স্বীকার করছ যে আমি তোমাকক ভালর্বাসি
স্তীকার করি। তোমার ভালবাসা সাযোকেটিং，আমর কাছে অর্ব্বস্তিকর। আমি যে ধরনের
 মানুষে गানুরে সম্পকের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা এবং অধীনতার জটিল সব সমস্যা আছে তुমি হয়ত ＜ুঝ＜ে ना।

शঁ গো，আমার মত ত্নমিও কি একটু পাগল হয়েছ ？
ডुমি आমি কেউ পাগল নই। শুধু পরিস্থিতির শিকার। তোমার আর ডমার মধ্যে একটা আদৃশ্য बড়াই ছিন। স্স নড়াইটা আইডিয়া ভারসাস প্রিমিটিভন্নস । কিন্ডু ওসব তুমি বুঝবে না । তোমাক্ ৩ধু আমার প্রবলেমটার কথা বলি।

বल ना（．গ刀।
আমার মনে হচেচ，অনেকদিন ব্রেচে আছি। আরো বহুদিন বেঁচচ থাকার কোন মানে হয় না। आমি তা পেরে উঠঠব না। কারণ আমার আর কিছু করার নেই

সে কী গো？
आমি אমিमার পরিবারে জন্মেছি，বাবা লেত এবং মন্তী। জীবনে আমাকে কোন অর্থনৈতিক সংथাম কর্রতে হয়নি．হবেও না। यদি মা বাবা বউ বাচ্চ＇র জন্য রুজ্ভি রোজগারের লড়াই করততে হত उবে বোধ হয় बौবনটা এত আলুনি লাগত না। আমি কাউকেই তেমন ভালবাসি না，কারো জন্য কোন রেসথর্নসিবিनিটি আছে বলেও মনে इয় না，আমার কোন উচ্চাকাঙ্মা নেই। কিসের জন্য बেঁচে थाका र्রোম ？
 णাক্কে মানুষ করবে কে ？

ছেনের জন্য আমার কিছ্হ করার আছে কি রেমি ？দাদूর সেদার টাকা，আদরের নাতির জন্য সব
 ধনদৌनত বা বাড়ি ऊমি। আর যদি বাপের স্নেহের কथা তোল，তাহন্ে বলব তারও ওর मরকার बেই！

小েমি বড় বড় ঢোষ করে বনে，তুমি কী বলতে চাইছ বল ঢো ？মরতে চাও মানে কি तুইসাইড্র্र कथा ভাবছ ？

 বिथा कर्र ？

## बनि ना।




রেম্ন্নি বিখ্যাড বড় বড় দूथানি চোথ চসটসে बনে ডরে উঠন । গাল ভাসিয়ে নামল। যুুপিয়ে
 তোমার কাছে যদি সলিউশন থাকে তো দাও। আমার বौচার ইছ্ছেটাকে জাগিয়ে তোল, यদি পার। কেঁেদ্র ভাসিয়ে দিলে তো সমস্যাটা মিটবে না।

आমি বোকা, আমার বৃক্ধি নেই, आমি এসব কथা তুনে আরো পাগল পাগল হয়ে যাচ্ছি।
গ্রুব হেসে রেমির নাকটা টিপে দিত্যে বলল, এরকম বক্ধু দিয়ে আমার কী হবে বল তো ! বক্ধু হবে শক্ত সমর্থ. দৃঢ়চেতা, যার ওপর হেনান দেওয়া যায়, যাকে অবলম্বন করে বাঁচার জোর পাওয়া যায় ।

রেমি চোথ মুছল। ধ্রুব<ে দুহাতে জড়িয়ে ষরে বলল, মরার কথা ভাবতে পারবে না। কथা দাও।

এসব কি প্রতিজ্ঞা করা যায় রেমি ? ভিতরকার ব্যাপার, নানারকম জটিল কজ আ্যা৩ এফেকটের ওপর নির্ডরশীল।

আমি আজ থেকে তোমার প্রবলেম নিয়ে ভাববো। কিষ্তৃ আমি তো ম্যো থিংকার, একনু সময় লাগবে। আমকে সময় फেবে তো!

দिलাম।
আর শোনো, আজ থেকে আমি এই ঘরে থাকব।
ওয়েলকাম, মগ্রীমশাই চটবেন না তো ?
না, চটবেন কেন ?
ভয় পাচ্ছ একা ঘরে কিছ্ করে বসি পাছে ?
রেমি মাথা নেড়ে বলে, তা নয়। তোমার কাছে কাছেই ত আমার থাকার কথা! ফিরে তাকাও না বালেই বাবা আমাকে দোতলায় থাকতে বলেছেন।

খ্রুব মাথা নেড়ে জানাল যে, সে সবই জানে। একটা দীর্ঘষ্যাস ফেলে বলল, তোমাকে আর এক;া


একসজ্গে বেশি কি आমি সইতে পারব ?
পারবে। পারতেই হবে। यপি আমার বক্ধু হতে চাও তাহলে লেয়ার কর।
রেমি ঝকমকে চোখে চেয়ে দেখল ধ্রুবকে। বলन, ঠিক আছে বলো।
আজই তোমাকে বন্ার ইচ্ছ ছিন না। কিল্ভু ভাবি, কি आনি কি হয়। হাতে হয়ত বেশি সময় নেই।

উঃ ফের সেইসব কথা,।
आমার সঙ্গে কোন মেয়ের্র কখনো কোন ফিক্রিক্যান রিলেশন ছিল না । তুমি ছিলে একমাত্র ।
 ইনঅ্যাকটিভ, চিষ্তাকে আমি কদচিৎ কাজে অনুবাদ করি, ভাষাটা একটু সাখু শোনাল রেমি ?

উঃ, বল আমি বুঝ্চতে পারছি। কার সজ্সে কোমার को হয়েছে ?
পচা শামুকে পা কাটল, ডুমি চিনবে না তাকে, নষ্ট ब্রষ্ট একটা মেয়ে আমাদের দ্লেশের বাড়ির পুরুতের নাতনী, ওর মা এক সময় মেয়েটlকে আমার সত্গে বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল । তাতে হেড
 তোমার অখর তাকে নিজের চাকরি পেকে তাড়ায়। ছেনেচা সেই থেকে নিরুস্দেশ। এটুকু হন ব্যাকগ্রাউঔ। বুঝলে?

বूसाई, বল।
মেয়েট্র সংসার চালাতে নিচে নামডে থাকে। এরক্ম আকছার হচ্ছে। কিন্তু এই মেয়েটার


৫৭৬

## মেয়েটারে আমি চিনি ?

বোধহয় না । তার নাম নোটন, সিনেমা থিয়েটারে ছোট পাট্ট করে। আসলে কল গার্ল, কেপট এবং আরఆ হয়তো কিছু। অত জানি না। এক পিকনিকে মেয়েটার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। দूঃथী মেয়ে, নিচে নেমেছে, তার ওপর ওর জীবনে আমাকে নিয়ে একটা ট্রাজেডী আছে বলে আমি খুব একটা এড়াতে পারিনি ওকে।

সে কী? বলে রেমি বড় বড় চোথে তাকায়।
বন্ধু, শক্ত হও। অমন চমকে উঠলে বা রিআ্যাi্ট করলে আমার মনের জোর কমে যাবে। আমি ভীষণ দুর্বল, শূন্য, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন। এখন আমাকে গাইড করার দায়িত্ব তোমার। শান্তভাবে শোন, উত্তেজিত হয়ো না।

রেমি স্তিমিত হল। বলল, বল।
এখন আমি তোমার স্বামীই শুধু নই, বক্ধু। তাই না ?
বেশ, বল।
ম্যেয়েটার কছে আমি বশ মনলাম। কিন্ডু কেন মানলাম তার কারণটা আমার কাছে স্পষ্ট নয়, আমার মনে হল সামথিং ইজ ভেরি মাচ রং উইথ মি। ভিতরে যে ভ্যাকুয়ামটার কথা তোমাকে বলছিলাম সেটাই কারণ কিনা কে জানে ! একদিন বিনা কারণে ধারার গলা টিপে ধরেছিলাম। মেয়েটা মরতে বসেছিন।

রেমি চমকে উঠে বলে, বল কি গো! গলা টি!প-
צ্রুব কঠিন গলায় বলল, রেমি ! পীজ ডোন্ট রি-আ্যাক্ট । পাদ্রীরা যে রকম মুখ করে কনাফ্শশন শোনে, পাকা জুয়াড়িরা যেমনভাবে জুয়া খেলে ঠিক সেইরকমভাবে তোমাকে এসব ঔনতে হবে। পাথর হভ কঠিন इও।

রেমি নিজের কপাল টিপে ধরে বলে, পারছি না। ধারাকে খুন করতে চেত্য়িলে !
না । আমি চাইনি। আমার ভিতরে একজন অচেনা ধ্রুব চেয়েছিল । সেই প্রুবকে আমি ভয় পাই । কে জানে একদিন সে" ত.তামার গলা টিপে ধরতে চাই্বে কিনা ।

ধরো, তাহলে বেঁচে যাই।
আবার রি-আা্ট করছ ?
রেমি একটা মদ দীর্ঘপ্পাস কেলে বলে, আচ্ছা বল।
নোটন্রে সঙ্গে মিশবার সময় আমার কোন প্রতিক্রিয়া হন না। ঘেন্না হন না।
রেমি আচমকা প্রশ্ন করে, নোটন দেখতে কেমন ?
মজানোর মত রূপ নয়। তবে চটক আছে । প্লীজ জটা নিয়ে আর থুঁটিয়ে জানভে চেঙ না । তুমি ওর চেয়ে অনেক সুন্দর।

সত্যি কথা বলছ?
মিথ্যে বলব কিসের ভয়ে বল তো ? কোন ভয় থাকলে কি এত কথা বলতাম ?
মাপ চাইছি। রাগ কোর না। বল।
আমার সমস্যাট বুঝ্রে পারছ তো ? নোটনের সঙ্গে শারীরিক মেলামেশা আমার পক্কে স্বাভাবিক নয় , কারণ আমি ওরকম নই। তবে কেন হল ? আমি ভাবতে বসলাম । ভেবে কিছুতেই সলভ করতে পারলাম না। আমাদের বশশটা কেমন জান ? জমিদারি হাবভাব থাকল্লেও লাম্পট্য নেই। আমার দাদু বুড়ো বয়সে একটা বিয়ে করেছিলেন বলে খুব হই হই হয়েছিল। কিষ্ডু আমি জানি তার মধ্যে কোন কামমর উন্মাদনা ছিল না। তোমার শ্বশুরের জ্যাঠামশাই সন্ম্যাসী হয়ে যান, কাকা স্বদেশী এবং ব্রদ্ষচারী ছিলেন। তোমার মশুরকেও লোকে ঢোর, ফ্মতালোজী স্বজনপোষক বলগ্ন: बে.উ কখন লম্পট বলেনি। আমার মধ্যেও সম্তবত ওই শুদিতার বোধ ছিল। প্রত্রিরোধ

ছিন। সেই প্রতিরোধ নোটন ভাভল কি করে ？नোটনের কি সেই ॠমতা आতে？




ब্রেমি বमল，ब্রকম করে বোল না，आমার গা इম एম করে।
जा কর়ে চলবে কেন সিস্টার ？এ তো ভৃত্তে গক্প নয়।
কিষ্যু এমন করে বসছ যে ভয্য করে।
ডাঔার ফেমন রোগীর ত্রোগের বিবরূ শোনে তেমনি কর্রে শোন। এদুনি বमनাম এটা তৃতের
 প্রুবর ভৃত।

আবার？
রেমি，সবটা না অনলে বুねবে না। না বুঝলে চিকিৎসা করবে কি করে ？
আচ্চা বল।
এবার आসল কथাটা বলছি। আজ বিকেলে আমি নোটনের কাছে ছিনাম।
मে की ！आख ？
আবার চমকাচ্ছ？
রেমি সাদা মুখ করে চেয়ে থাকে।
शীজ রেমি！
রেমি ফের দীর্ঘ্র্যাস ফ্েেে বলে，यমি ভাবহিলাম এসব অনেক আগের কथা।
না। একেবারে টাটকা খবর।
बन।
যখন ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিলাম ত叉ন দেখি নিচে ঢানিগঞ্ঞ পাড়ার এক মেজো মস্তান দॉড়িয়ে আহে। আমার চেনা।

মারল নাকি তোমাকে ？
ध্রুব হাসল，মাথা নেড়ে বলল，না । आমাকে মারলে কালই গিয়ে জ্রগাদা ওর হাত কেটে দিয়ে আসবে।

জগাদা কি అা ？
গুণদের जুরু। তবে আদর্শবাদী অতা প্রশেশ্যন্যাল নয়। জগাদার কথাতেই আসছি। সেই মেজো তুা আমাকে খুব অভয় দিল，নোটনের কাছে আমার যাতায়াতকে অ্যাপ্রুভও করল। आমি ওকে দু’চার কথা জিজ্গেস করতেই যা বেরিয়ে এল সেটা অননে তুমি বোধহয় মৃর্श যাবে।

को গো！
সে যা বলল তাতে বুঝলাম জগাদা সব খবর রাথে। সে গিয়ে ষ্যাতনকে বলে এসেছে যেন आমি নিরাপদে নোটনের কাছে যাতায়াত করতে পারি সেদিকে নজর রাখতে।

बগাদা！দौঁড়াও অওরমাইকে ওর নাম বলছি।
ध্রুব ম্नাन হেসে বলে，সবটা শুনে নাও। अহ্হির হয়ো না।
অত আस्大ে আस্ঠে ভাঙছ কেন ？
রহস্য কাহিনী এ ভাবেই বলতে হয়। একটু আগে বাড়ি ফিরে আমি জগাদাকে চার্জ করেছিলাম। সে कী বলল জান ？বলল，নোটনের কাছে আমার যাতায়াত ম্বয়ং তোমার অরমশাই অনুমোদন করেছেন।

রেমি রাঙা হয়ে উঠে বলম，ষ্যাৎ！হত্ছেই পারে না।

জগাमা প্রয়োজনে মিথ্যে কथা বলে বটে, কিষ্ভু কৃষ্ণকান্ত প্রসন্গে কখন বলবে না। গলা কেটেে ফেললেও না।

जরমশাই কি তেমন মানুম ?
 পড়ে। আলুনের মধ্যে মা বেশুন পোড়া হচ্চে।

आবার পুরনো कथा ?
 কেন রি-আ্যাষ্ট করলেন না ?

উঃ, आমি এত ভাবতে পারি না।
 ব্যাপারটা আমি হজম করতে পারছি না। উনি কি ভাবেন যে আমার কোন সেকসুয়াল চাহিদা মিচছ্ছে না বলেই आমি বटে যাচ্ছি ? আর তাই সেই পথ প্রশশ্ত করে দিচ্ছেন ?

উनি ওরকম করেননি, জগাাদা মিথ্যে বলেছে।
ডুমি অন্ধ, একদেশদর্শী। আমার বক্ধু হতে গেলে আর একট্ম নিরপেক্ম হতে হবে। নিজেকে রেফারি বলে ভেবে নাও। ফাউল যে করবে তার বিরুদ্ধেই বাঁশি বাজাবে।

শ্রতমশাই এরকম ফাউল করতে পারেন না।
কেন পারবেন না ? উনি বহু ফাউল জীবনে করেছেন।
তা বলে নিজ্রের ছেলেকে নিয়ে-
নিজ্রের ছেলে বলে কি তাকে নিয়ে এঙ্সপেরিমেন্ট করতে নেই। আমার তো মনে হয় উনি আমার রোগ ধরতে না পেরে মরীয়া হয়ে এখন বেপরোয়া নিদান দিচ্ছেন।

ছিঃ, তোমার মুখে কিছ্ৰ আটকায় না।
না, আমার মুখ তোমার ম্বওরও আটকাতে পারেননি। আর সেইটেই ওর মন্ত অশান্তির কারণ।
চল আমরা কোথাও চলে যাই।
যেতে তো হবেই রেমি । তোমার শ্বশুর এনিমি প্রপাটির বিস্তর টাকা পাচ্ছেন। সেই টাকা দিয়ে আমকে তিনি নাসিকে পাঠাবেন তাঁর এক বন্ধুর সর্সে পার্টনারশীপে ব্যবসা করতে। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।

কেন, তুমি যাবে। আমিও যাব।
যেতে আপত্তি নেই । কিস্তু আমি এতদিনে বুঝেে গেছি কোথাও গিয়েও আমি ভাল থাকব না।
হাঁ গো, মদ ছেড়ে দিয়ে কি তোমার কষ্ট হয় ?
না রেমি। মদের কোন নেশা আমর ছিল না। বক্ধুরা জানে আমি বরাবর জোর করে মদ থেতাম। একথা জিজ্ভেস করলে কেন ?

ভাব্িল্লাম এতদিনের নেশা ছেড়ে দেওয়ায় তোমার ব্রেনটা হয়তো গোলমাল করছে।
না। ওসব নয়। আমার ব্রেন ঠিক আছে। বুযু বেচে থাকার ইচ্ছেটা চলে যাচ্ছে।
आমি কী করব বল তো ?
বসে বসে ভাবে। সারাদিন ভাব। দেখ কিছু করতে পার কিনা ।
आমি দিবাকে নিয়ে আজই চলে আসছি এ ঘরে।
দিবাটা আবার কে ?
তোমার ছেলে।
ওর নাম দিব্য ? কে রাখল ?
শ্বশুরমশাই। দিব্যকান্ত। পছন্দ নয় ?
<েশ নাম ।
ఆর মুঝেব্থ मিকে রোজ কিছুঙণ চেয়ে পেক । मেখো তোমার সব অসুঈ সেরে যাবে । তাই নাকি ? రবে তूमि निखে পাগन হয়ে যাবে বनে ভয় পাচ্ৰ কেন ?
রেমি নष्छाয় হাসল। মাथा नেড়ে বসन, আর ঢেমন মনে হচ্ছে না। পাগলামি তूমি সারিয়ে मिड़िए।

## -И ЈOよ ॥



 किশোর পুত্রট কোথায় ভাসিয়া গেল ? याश आমার প্রিয়, <ে আমার প্রিয় তাহােেই কেন দেশের প্রয়োজন शইন ? কেন তাহােই গা করিল এই মহাপৃথিবী ?

 नशि। घটना आমাদ্রর লইয়া घটে মাত্র।

 आসিল। বেশ শক্ত পোত্ত దেহারা, পরন্ন পুলিসের পোশাক। লোকটা आসিয়া আমার পখ

"বিन्यिज इইয়া কহিলাম, की कथा ?
"এখানে নয়, আমার সc্স আসूন।


 কহিলাম, কেন বলুন जে।
"উनि সামাनা উथाর সহিত কহিলেন, বनার জনাई आড়ালে নিয়ে যেতে চাইছি।
"आयाর বাড়িতে অনেক खौँকা ঘর आரছ। সেথানে বসে কथा বললে হয় ना ?
"উनि এবার সামাनা হািিয়া বলিনেন, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিষ্ুু আপনার মেয়ের বিয়ে,
 जেখুন


 কাঁপিত্তছিন। বিপ্রী পৃত্তের পিতা হওয়া বড় কম বিপজ্জনক जে নয়।
"বলिলাম, চলুन।
"लোকটি আমাকে ब্রোপর আড়ালে একটা ফঁ"কা জায়গায় নইয়া গেল। জায়भাটি নির্জন। মুথামুথি দাঁড়ইয়া কহিন. কোথায় গিৈ্যেছিলেন ?
"বিপদের গभ্ধ পাইলাম। ঢেঁক গিলিয়া কহিনাম, आমার মেয়ের বিয়ে। কত কাজ। একদু
 অনেক্টা দয়াভিক্বার সুর বাহির হইল।
"লোকটা আমার দিকে কিছুহ্ণ স্থির ক়েথে চাহিয়া থাকিয়া কহিন, আপনি কোথায় গির্যেছিলেন তा आমि खानि।
"জানেন ? বলিয়া বেকুবের মতো চাহিয়া রহিনাম।
"উनि কহিলেন, কৃষ্ণকাস্তকে আ্যারেস্ট করা আমার পক্মে শক্ত ছিল না। কিষ্ডু করিনি কেন জনেন ?
"আমি মাথা নাড়িলাম, না।
"তিनि কহিনেন, একটি মাত্র কারণে। আপনার বাড়িতে একটা কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে চাইনি। কিষ্ঠু আমি কৃষ্ণকাষ্তর গতিবিধি জানতে চাই। আপনি কি বলবেন ?
"আমি ফঁঁপরে পড়িনাম। কৃষ্ণ ধরা দিবে বলিয়াই রওনা হইয়াছে। কিষ্ডু এখানে নয়। আমি তাহার সেই পরিকघ্পনা বানচাল করিব কেন ? यमি এ লোকটা কৃষ্ণ ঢাকা পৌঁছাইবার আগেই তাহাকে গ্রেফ্তার করে ? তাই কহিলাম, আমি জানি না। সে আমাকে কিছু বলেনি।
"লোকটা একটা দীর্ঘ্ম্যাস ফেলিয়া কহিল, সেটাই স্বাভাবিক। তবে সে বলে থাকলেও আপনি আমাকে কিছ্রেত বলতেন না। তাই না ?
"आমি নীরব রহিলাম।
"উনি ষীর স্বরে কহিলেন, ও যেখানে যেতে চায় যাক। আমার তাতে ফতিবৃদ্ধি নেই। কিষ্ধু বিপদ কী জানেন ? সর্বত্র কৃষ্ণের জন্য ফौঁদ পাতা আছে। इয় ধরা পড়বে, নয়তো মারা পড়বে। আমার এলাকা থেকে বেরিয়ে গেলেই যে পরিত্রাণ পাবে তা নয়।
"आমি कী বनिব! চूপ করিয়া রহিলাম।
"উनि গাঢ় স্বরে কহিলেন, ও কোথায় যাচ্ছে হদিশ দিলে ওর উপকারই হত।
"কী ভাবে ?
आমি ওকে নিরাপদ্ সেখানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতাম।
"আমি একটা দীর্ঘশ্যাস ফেলিলাম। পুলিশকে বিপ্ধাস নাই। ইহারা মিষ্ট কথায় নানা ছলে মানুষকে ভুলাইতে জানে। রামকান্ত রায়কেও দেখিয়াছি কখনো মিছরি কখনো ছুরি। তাই মাথা নাড়িয়া কহিলাম, আমি জানি না।
"লোকটা আর চাপাচাপি করিল না। ধुধু কহিন, আপনার এবং আপনার বাড়ির সকলেরে ওপরেই পুলিশের নজর আছে। কাজেই একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন। আর কৃষ্ণর সর্গে যদি যোগযোগ হয় তবে তাকে বলবেন, কিছুতেই যেন দিদির বিয়ের সভায় উপস্থিত না থাকে।
"আমি মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। গলার স্বর ফুটিতেছে না।
"লোকটি চলিয়া গেলে আমি ষীরে چীরে বাড়ি ফিরিলাম। কুঞ্জবনের যে রক্ধ্রট দিয়া নির্গত হইয়াছিলাম সেইটি দিয়াই প্রবেশ করিলাম । ঘরে আসিতেই উদ্বিঞ্ম মনু জিঞ্ঞাসা করিল, দেথা হল ?

তুমি সবই জানো তাই না ?
না গো। তবে আন্দাজ করেছিলাম । কী বলল ?
অনেক কথা । মনু, ফেরার সময় পুলিশের খপ্পরেও পড়েছি।
তারা कী বলল ?
লোকটl ভাল না খারাপ বুঝলাম না। কৃষ্ণর খবর চাইছিল।
मिলে নাকি?
না। পাগল তো নই।

नোকঢা কে ?
万िनि बा।
বেশ बমা হিপছিপে চেহারা। নিচের ঠौটে কাটা দাগ!

 शौं, దেन नाকি?


## बেन ?

স্বদেশীদের প্রতি এর একtূ मয়ামায়া আহে।
তা आমি की করে জাनব ?
না বজে ভালই করেহে। এবার কৃষ্েের কণা একটু అनि।
 হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া কহিন, ধরা দিচ্ছে। ঠাকুর, সেখো।

ঠাকুর मেখবেন বলেই আমার বিশ্ধাস। यদি না লেখেন তো ভবিতব্য মনু।
চোমাকে কেমন ষ্যাকাসে দেখাচ্ছে। শরীর ভাল ঢো!
ভানই। उবে বুক্টা কौপছ্, একটু ব্যথাও টের পাচ্ছি।
শোও। চুপ করে একটু তয়ে থাকো।
ना। अनেক काब।
কাজ তো कী ? একটা শকু অসুখ বাौালে কাজটা করবে কে ? বুকের ব্যथা খুব ভাল কथা নয় । ডাক্লারকে খবর পাঠাই।

 শরীর লইয়া আজ আর আমার মাथাব্যথা নাই। आমি এখনো স্বপ্পবৎ একটি ঘোরের মধ্যে বিরাজ করিতেছি। কৃষ্ণর মুখখানা চোথের সম্মুখে ভাসিতেছে। চোথে জল আসিল। বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। এত স্নেহ আমার কোথায় ছিল জানি না। আমার অन্য সষ্তানদের কাহাকেও লইয়া আমার भिত্ড এমন উথলিয়া উঠে নাই।
"মনু মাथার কাছে বসিয়া কহিল, বুকে একটু হাত বুলিয়ে দেবো ?
माध।
"মনু নর্রম হাতে আমার বুক স্পর্শ করিয়া কহিন, ডোমকে নিয়ে আমার অনেক সাষ।
তাই নাকি ? সাধ কি বুড়োকে নিয়ে হয় ?
তুমি বুড়ো হলে আমিও তো বুড়ি । বয়সটা তো কथা নয়। যতদিন বাঁচি ততদিনই তো জীবন। মরার আগে অবধি তো ছাড়াছাড়ি নেই।
"একটা দীর্ষব্যাস ফেলিয়া কহিনাম, তা বটে । কিষ্ডু আমার কেবলই কেন মনে হয় বলো তো যে, আর बেঁচে थাকার কোনো মানেই হয় না ?

মানে হবে না কেন ?
কেবল মনে হয় যথেষ্ট বেশীদিন বেঁচে আছি। এবার বিদায় নেওয়াই ভাল। কে জানে কোথা থেকে আবার কোন দूঃখ বা আঘাত আসে।

এই ভয় তো তোমার চিরকালের । কিষ্ঠু ভয় পেলে চলবে কেন ? ভয়ের কিডু নেই । ডুমি কৃষ্ণর কथা বদ্ড. বেশী ভাবো।

ভাবি। না ভেবে পারি না।

এবার আমাকেও একটু ভাবতে দাও। তোমার ভাবনার ভার নেবো বলেই না বউ হয়েছি। ভাবना कि ভাগ করা যায় মनू?
ধরে নাও, মনু যখন ভাবছ্ছে তখন আমি একটু কম করে ভাবি না কেন । এরকম মনে করলেই দেখবে দুস্চিষ্জা কমে यাচ্ছে।

बেঠt করব।
একবারটি ডাক্তার ডাকি ?
আবার ডাক্তার কেন ? তুমিই जো আমার ডাক্তার।
তা বটে। কিষ্ডু সামনে একটা তভ কাজ, अনেক খার্ছুন। একটু দেখিয়ে রাথা ভাল্ল।
"「প করিয়া রহিনাম। মনু ডাক্তার ডাকিল। ডাক্তার আসিয়া বুক পরীক্মা করিয়াই কহিল, করেছেন কী?

कী रয়েছে ডাক্তার?
প্রেশার ভীষণ বেড়েছে। একটু মোক্ষণ দরকার।
মোক্ষণ ! বলো कী?
"ডাক্তার আমকে বিশেষ আমল না দিয়া তাহার আসুরিক চিকিৎসার আয়োজন করিতে লাগিল। आমি ভয়ে কাঁট ইইয়া রহিলাম। ছেলে মেয়ে বউ নাতি-নাতনিরা আসিয়া ভীড় করিল। ডাক্তার जूরি শানাইতে লাগিল।
"শরীরটা যে আমার ভাল নাই, অপরিসীম ক্লাস্তি ও দুর্বলতা যে আমকে আছন্ন কররিয়া ফেলিয়াছে তাহা টের পাইতেছিলাম। সারা শরীরে ঘাম, উত্তাপ। ঘ্যাস গরম। মাথা ঘুরিতেছে। বারবার চোখে অক্ধকার দ্দেিতেছি।
"মনু আমার ডান হাত শক্ত করিয়া ধরিল। ডাক্তার স্পিরিট দিয়া বাহুর উর্ধ্বদিকে একটা জায়গা ভাল করিয়া মুছিল। ছুরির আघাত आমি টেরই পাইলাম না। उুধু শুনিতে পাইনাম একটি পাত্রে কলকল করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। কত রক্ত ঝরিল তাহা বলিতে পারিব না। হঠাৎ প্রগাঢ় এক निप्राবেশ आসিল। আমি ঢলিয়া পড়িলাম।
"घूম ভাভিল সকালে। শরীর অতিশয় দুর্বল। পাশ ফিরিবার সাষ্য নাই। শিয়রে অ্নানমুখী মনু উপবিষ্ঠা।

आমি কেমন आशि মনू?
ভাল आছে। ুয়ে থাকে, উঠো না।
থুব ফौড়া গেল নাকি ?
গেল। ডাক্তার না ডাকলে কী यে হত।
कী आর হত।
খুব দूर्यू रয়েছে। ডক্ক বাজ্যে চেেে যেতে সবাই भারে। সংসার দেথত কে ?
আমার সংসার আর কোথায় মনু ? पूমি ছাড়া আর কে আছে?
आমি তো আছি। আমার প্রতি তোমার দায়িত্র নেই ?
"হাসিলাম। কে কাহার দায়িত্ব লইয়াছে তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। এতকাল ঢো মনুর উপর নির্ভর করিয়াই কাটিল, বাকী জীবনটাও সেই ভাবেই যাইবে বলিয়া অনুমান করি । आমি আর তাহার কী ভার লইব। হাতটা বাড়াইয়া তাহার হাতখানা মুঠা করিয়া ধরিলাম। कী यে এক ভরসা ও শাঙ্তি
 পাইয়া নাচিয়া উঠিল, আর কেছ না थाক, মনু আएে। মনু কাছে थাকিলে কিছूपিন বौচিয়া थাকা याয়।
"মনু आর একটু ঘन হইয়া বসিয়া কহিল, সারা রাত ওই মুখখানা দেখে দেথে কেটে গৌল।

সারা রাত জেগে ছিলে ?
জাগব না? এই তো আমার বাসর জাগা ।
জেগে পাকার দরকার ছিল কি ? আমি তো ঘুমোচ্ছিলাম ।
কান ডাক্তার কত রক্ত বের করে ফেলল শরীর থেকে। ভয়ে মরি। বুকের ব্যথাটা কেমন ? টের পাচ্ছি না।
তয়ে থাকো। একদম উঠবে না। আমি বিছানাতেই তোমার সব করে দেবো।
"आমি মাथা নাড়িয়া কহিলাম, থয়ে থাকলে শযাকাকন্টকী হয়ে যাবে মনু। আমার মেয়ের বিয়ে, ভুলে যেও না।

যাইনি। কিষ্ভু আমি আছি, ছেলেরা আছে, তোমার অত ভাবনার কী?
"ভাবনা লইয়াই জগৎ, ভাবনার হাত ইইতে নিষ্কতি কোথায় ? বলিলাম, আমাকে না হলেও চনে জানি। কিষ্টু বড় अস্থির লাগে।

আজকের দিনটা বিশ্রাম করো।
"করিলাম । প্রাতঃকৃত্যাদির পর নির্জন ঘরে আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমার এই দীর্ঘ বিঙ্রামটির থেন প্রয়োজন ছিল । বিকাল গেল । ঘুম হইতে জাগিয়া আবার ঘুমাইলাম । অজাষ্তে দিন কাটিল রাত কাটিল।
"যখন বিছানা ছাড়িয়া উঠিলাম তখন সানাই পোঁ ধরিয়াছে। মনু মৃদু হাসিয়া কহিল, এই তো ঝরঝরে লাগছে।
"ম্নান হাসিলাম ।
"বিপদে পড়িলেই মানুষ চেনা যায়, এই সাবেকী কথাটি যে কত খঁটি তাহার প্রমাণ আর একবার পাইলাম । বিশাখা ও শচীনের বিবাহ উপলক্কে লোক জড়ো হইয়াছিল মন্দ না । আখ্মীয় স্বজন কুটুম বয়স্য পরিচিত মিলাইয়া হাজার দেড়েক। তাহার উপর প্রজারা তো আছেই। আখ্ীীয় কুটুমদের কথাই বলি, যে-বিবাহ উপলক্ষে তাহারা আমপ্ত্রিত সেই বিবাহ লইয়া কাহারো মাথাব্যথা নাই। মাথাব্যথা যত আমাকে ও মনুকে লইয়া । সকলেই কেবল আমাদের কথা ফুস ফুস ওুজ ওজ করে, টিপ্পনী কাটে, তামাশা করে, এমন ভাবে তাকাইয়া থাকে যেন আমরা দুটি চিড়িয়াখানার কিষ্ভূত জন্তু। জীবনে আমি কদাচ এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হই নাই। প্রবল অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম । সষ্ভবত রক্তচাপ বাড়িল ।
"আমার তো সমস্যা একটি নহে। শ্লেষ বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইতেছে, পুত্রের জনা দুশ্চিষ্তা ভোগ করিতে হইতেছে, শরীরও বেচাল । মনু শুধু মাঝে মাঝে কানে কানে বলিয়া যায়, একটু সহ্য করো । আর কটা দিন। আমরা তো চলেই যাবো
"বিবাহের দিন সকাল হইতেই ধুম লাগিয়াছে। আমি উপরের বারান্দায় একটি ইজ্জিচেয়ারে বসিয়া সেই কর্মব্যস্ততা কিছু লক্ষ করিতেছি। মনু আছে। সে বহ্হ যজ্ঞ সামলাইয়াছে, এটিও পারিবে। তাই দুষ্চিষ্তা নাই। কিষ্তু অস্বষ্তি আছে। তাহাকে হয়তো অনেক কটুকাটব্য বিদ্রূপ ও অপমান সহ্য করিডে ইইতেছে। গহনার অধিকার সে ছৃড়ে নাই। বিশাথাই সুনয়নীর অবশিষ্ট গহনা পাইয়াছে । ইহা এক স্থায়ী অশাম্তির কারণ হইয়া রহিল । কৃষ্ণকে সর্বস্ব উইন করিয়া দিতেছি, ইহা জানাজানি ইইলে অশাচ্ভি চরমে উঠিবে! কাশী গিয়াও পরিত্রাণ পাইব না।
"বসিয়া বসিয়া এই সকল ভাবিয়া মনটা বিকল হইতেছিল । এক বয়স্কা আখ্রীয়া উপরে आসিয়া কशিলেন, ও হেম, কেউ তো কাজ করছে না । যে যার ঘরে বসে আছে। বলি বিয়েটা ওতরাবে কি করে ?

くも8

की रয়েছে?
জানি না বাপু, কী সব রাগবাগ হয়েছে সকলের। তোমার মেয়েরা বউমারা কেউ ঘর থেকে বেরোচ্ছে না । কাজকর্ম দেখিয়ে দেরে কে ?

কেন, মনু নেই ?
সে তো কালীবাড়ি পৃজো দিতে গেছে। একা মানুষের সাধ্যও তো নয়। কত লোক এসে কত কিছুর খেঁজ করছে।

मनू आসूक, आমি कী বলব? কনককে খুঁজে দেখ। আজ সেই কন্যাকर্তা
কনক তো বিদ্ধি করতে বসেছে। এ বেলা আর উঠতে পারবে না।
"একটা দীর্ঘ্পাস ফেলিলাম। স্পষ্টই অসহযোগ। কিষ্তু আমার তো কিছ্ করিবার নাই। চোখ দুইটি মুদিয়া রহিলাম। কয়েক ফেঁঁা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।"

## ॥ ১०२ ॥

দরজা থুলে বৃদ্ধা স্নিभ্ধ ঞ প্রসন্ন মুথে বললেন, আয়। মনে পড়ল তাহলে ?
মনু ঠাকুমা, আমি তোমার কাছে কিছू কথা জানতে এর্সেছি।
দরকার না হলে যে এই পোড়াকপালীকে তোদের মনে পড়ে না সে আমি জানি। আয় বোস এসে ।

বাইরের ঘরে নয়, ভিতরের দিকের চিক-ঢাকা বারারান্দায় একটা মোড়ায় রসময়ীর মুখোমুখি বসল ध্রুব। রभময়ীর বাঁ হাঁটুতে কঠিন বাত। উঠতে বসতে কষ্ট ছয়। কা্টৃই বললেন, পুরোনো কथা জানতে এসেছিস তো!

তা বলতে পারো।
আমার বাপু আজকাল মাथায় বুড়োমি ঢুকেছে। ভীমরতি না কী বলে। কিছু তেমন মনে থাকে না। या बानডে চাস এইবেলা জেনে নে।

সত্যি করে বলবে আমার পিত্দেবতাটি কেমন লোক ?
কী কथার ছিরি ছেলের ! আবার বেষেেে নাকি ঢোদ্রে বাপ-ব্যাটিয় ?
বাঁধলে বে বাধতেও পারে।
বাঁধলে यদি বাঁধতেই পারে ঢো গিয়ে ধূষ্ধুমার লাগিয়ে দে না সোরাব-রুস্তমের কাণ । আমার কাছে এসেছিস কেন ?

তোমার কাছে কিছ্ পয়ৌ নিতে এসেছি। ঝগড়া করতেও ডো কিছ্র পয়েট্ট লাগে ! তুমি যে ฮোপনা নিয়ে বসে আছো।

কিসের টোপলা রে বদমাশ ?
भুরোনো কथার। ডুমি ছাড়া আর তো কেউ জানে না।
সে সব জেনে গিয়ে বাপের সন্র্র লাগবি ?
s্রুব একটু হাসল, আমার যে জানা দরকার ঠাকুমা।
পুরোনো কथा अনেক তনেছিস। আর তনে ডানা গজাবে না।
उবू বলো । আমার একটা কथাই बানা দরকার। কৃষ্ণকাষ্ভ কেম̣ন লোক।
সেও তোকে অনেকবার বলেছি। কৃষ্বর মডো মানুষ হয় না ।
এইই যে তোমরা বলো এতে আমার ভীষণ অবাক লাগে। কৃষ্ণকাষ্ত যপি এতই ভাল তবে আমি কেন লোকটাকে শ্রদ্ধা করতে পারিনি ? কেন লোকটাকে আমার ভゃ আর দাভ্ভিক বলে মনে হয় ?
 একটাও নেই।

কেন ঠাকুমা, সেটই বুবিয়ে বলো।
आগে বল তোদের বাপে ব্যাঢ়য় হয়েছেট্ট कী ?

 ชুরু আমার ভিতরেই লোকটা সম্পর্কে যভ সন্দেহ।


 मেখানে।
 लোক গিয়্য कী সব কनকাঠি नেড়ে তাকে ছড়़িয়ে आनে।
 উชেজনা, कী তোনপাড়। তোর দাদ্ বোষহ় তিন দিন তিন রাত জলস্পর্শ করেনি, घूম্মোয়নি।
 ভিতরের কथা জনাত ঢাই।
 মানুষ নয়, जোদের দলেরও নয়।

आমরा कि খूব খারাপ ঠोकूমা ?
তোর খারাপ হওয়ার কথা তো নয় দামু । খারাপ হবি কেন ? কৃষ্ণ যার বাপ সে কি থুব খারাপ रতে পারে কথলো ? তবে তোকে বে ভৃতে পেল্যেছ সে কথাও সত্যি। নইলে ওসব ছাইপীশ গিলে মাতनামি করে বেড়াত্ত পারিস কথন্নে ?

पूমি জাनো ना, आমি কিষ্ডু ছেড়ে দিয়েছি।


 ভিত্-বার এক নয়। जোরা बোন সাহসে কৃষ্ণর বিচার করিস ?

নাঃ ঠাক্মা, ডूমিও হিপনোটিইভড।
 সময় কাটানোর মানুষ ছিন না। সে সারাজীবন কাজ করেছে। জ্ছেন থেকে বেরিয়েই বौभिয়ে
 চোর, ডাকাতকে ম্বদেশী করে ডুলেছে। প্রাণ হাত্ত করে চলতে হয়েছে তাকে। ঢোের মাতা বাবুগিরি করে সময় ঢো কাটায়নি।

কে বলেছে পানটাল ? ঢোরা তাকে ঝুঝতেই পারলি না বলে ఆসব কथা বলিস। ময়ী হয়েছিল



## बनक్ছে ?

বলহি কি সাধে ? বলাচ্ছি বলে বলছি। ওর সশ্পকে কেউ আকপা কু-কথা বনলে তার জনাই

आমার দুঃұ হয়। আহা বেচারা তো জানে না।
শোনো ঠাকুমা, আমি কৃষ্ণকাষ্তর মুথে কালি মাথাতে চাই না। সত্যিই চাই না।
एবে কী চাস?
ঠিক তোমরা যে চোথে লোকটাকে সেখ সেই চোথেই দেখতে চাই 1 কিছুত্তেই সেটা পারম্হি না । আমারও ইচ্ছে হয় লোকটাকে শ্রদ্ধা করতে, ভালবাসতে। পারি না। কেন পারি না বলো তো!

সেটা তুই বোঝ গিয়ে। আমাকে জালাস না।
তোমার নাতবউ রেমিও অসষ্তব ভালবাসে অ্বতরকে। নিজ্জের বাপের চেয়েও বেশি। আমি अনেক বলেও টলাতে পারিনি।

তবেই বুঝেে দেখ কৃষ্ণ কেমন মানুষ।
s্রুব মাथা नেড়ে বলল, তুমি বা রেমি বা আর সবাই লোকটার কেবল একটি দিক দেখতে পাও, দিকটা আলোকিত। কিষ্ঠু ওর একটা অধ্ধকার দিকও ডো আছে। তোমরা সেটা দেখতে পাও না কেন ?

কৃষ্ণর নামটাই কৃষ্ণ। তাছাড়া ওর মধ্যে আর কোনো অঙ্ধকার নেইই। চিরকাল লোকে ওকে ঠককিয়েছে, ন্যাय্য পাওনা দেয়নি, কলক রটিয়েছে । কৃষ্ণ নির্বিকার। ভোগসুখ বनে ওর জীবনে কিছ্ নেই । কাশীতে গিয়ে আমার কাছে যখন ছিল তখন ভালমন্দ রেঁধে খাওয়াতে গেলে খুব বক্ত। বলত, দেশের লোক যতদিন…

आঃ ঠাকুমা, তোমার ঝौপ খूनलে বক্ধ করা বড় মুশকিল।
তাহলে খোলাস কেন ? বোস, চা করে আনি। মুখখানা তো তুক্যে আমের আটি হয়েছে দেখছি।

চा माउ।
आর को খাবি ?
या দেবে।
 মাबে <ূঝি না। বাপ यার অমন পিত্ভক্ত তার ছেলের এ দশা কেন হয় ?
s্রুব আस্ঠে আহ্তে আনমনে খাচ্ছিল। জবাব দিল না। খাওয়া শেষ করে বলল, একটট কথা ठोকুমা।

बन ना।
অনেক ভেবেচিষ্ডে মনে হচ্চে, আমারই কোধাও একটা ভুম হয়ে থাকরে, দোষ কৃষ্ণকাষ্ভর নয়, আমার।

তোদের করোই দোষ নয় দাদু। মনটাকে পরিষার কর, বুঝতে পারবি। কৃষ্ণ কখনো দশজনেরটা মেরে নিজের ঘর গোছায়নি। বরং নিজেরটা দিয়ে দশজনকে খুশি করতে চেয়েছে। আমার তো মনে হয় কৃষ্ণর আর একটু স্বার্থপর হওয়া উচিত ছিল। তাতে ডাল হত।

ধ্রুব বসে রইল চুপ করে। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, ঠাকুমা, নোটন এ বাড়িতে আসে ? ন্সেটন ! কেন বন তো!
ব সৌাই ना।
রंभময়ীর মুঝে শ্রৃ<ুটি দেখা দিল। মাथা नেড়ে বললেন, নোটনের অত সাহস নেই।
তুমি কি তাকে ঘেম্ করো ?
ঘৈম্রার কাজ করে বেড়ালে তো ঘেন্না কর়াই উচিত।
पूমি কি জানো নোচন্নের সক্সে আমার বিয়ের প্রস্তাব উঠেছিল বলে... ?
রभময়ী ধ্মক দিয়ে বললেন, সব জানি। পাপ।

তার মানে ?
নোটনের সঙ্গে তোর বিয়ে হয় নাকি? আप্মীয়তায় আটকায় না ?
লতায় পাতায় আখ্মীয় । সেকথা বলছি না । বলছিলাম বিয়ের প্রস্তাব উঠেছিল বলে. তার দাদাকে কৃষ্ণকান্ত কী করেছিলেন জানো ? লোকটার আজও কোনো খেঁঁজ নেই।

বললাম তো, সব জানি। কৃষ্ণ নিজে এসে জানিয়ে গেছে। ঠিক করেছে ।
দোষটা কী বলো তো !
বিয়ের প্রস্তাব তোলাই সোষের ।
নোটন যে জীবন যাপন করে তার জন্য কি সে দায়ী ? না দায়ী কৃষ্ণকাষ্ত ?
রঙ্গময়ী বার্ষক্যের তেজইীন দুই চক্ষু যথাসষ্ভব তীক্ষ্ম করে ধ্রুবর দিকে চেয়ে বললেন, নোটনকে নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। সে তার কর্মফল ঠিক ভোগ করবে।

ষ্রুব ধীরে ধীরে উঠল । তারপর বলল, তুমি নোটনকে যত ঘেন্না করো কৃষ্ণকাষ্ত ততটা করেন না। তিনি নোটনকে...

ধ্রুব মঝপপথে থামতেই রঙময়ী ব্যঙ্গের স্বরে বললেন, তিনি নোটনকে...বল, বল না, থামলি কেন ?

খ্রুব মাথা নেড়ে বলল, তোমকে বলা যাবে না। কিষ্তু শুনে রাখো, তিনি নোটনকে আমার পিছনেও লেলিয়ে দিয়েছেন।

রঙ্গময়ী অত্যষ্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, তাই যদি হয় তবে জেনে রাখ, ওর মধ্যেও কিছু মঙ্গল आছে 1

নোটন না তোমার নাতনী ? আষ্মীয় ?
বটেই তো । এমন আত্মীয় যে পরিচয় দিতে ঘেন্না হয় । এখন বল তো ঘটনাটা কী ? নোটন তোকে পেল কোথায় ?

আর একদিন ঠাকুমা। আজ চলি ।
না বললে বলিস না। কিষ্ঠু নোটনের মুখ থেকে কথা आমি টেনে বার করবই।
গ্রুব ম্নান হেসে বলে, তোমাদের নিয়ে পারা যাবে না ঠাকুমা, কিছুতেই পারা যাবে না। যত দিন যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে দিস ওয়ার্ধ বিলংস টু কৃষ্ণকাম্ত, ওনলি কৃষ্ণকাষ্ত। আমরা তোমাদের কাছছ ফাউ, ফালতু। আজ চলি ঠাকুমা, আবার আসব।

ধ্রুব বাড়ি ফিরল একটু গাঢ় রাতে । घড়িতে বোধ হয় দশটা । ফটককর ধারেই দাঁড়িয়ে ছিল জগা । নিঃশব্দ শ্বাপদের মতো । বলল, এই ফিরলে ?

ফিরলাম কিছু বলবে জগাদা ?
এক্ুু ওপরে যাও। কর্তাবাবু তোমার জন্য বসে আছেন।
হঠাৎ কী ব্যাপার ?
কি করে বলব ? আমরা চাকরবাকর মানুষ ।
চাকর বলে চিনতে পারছো নিজ্েেকে এতদিনে ?
বরাবরই চিনি।
চিনলে অনেকদিন আগেই নিজের ভিতরের চাকরটাকে নিকেশ করে কৃষ্ণকান্তর তাঁবেদারি ছেড়ে চলে যেতে । তুমি যে চাকর, তোমাকে যে চাকর করে রাখা হয়েছে সেটা বুঝতেই পারোনি ।

বুঝলাম । এখন ওপরে যাও । কর্তাবাবু তোমার জনাই বসে আছেন। সকালের পেনে দিমি যাবেন । তাড়াতাড়ি ঘুম্মেনো দंরকার । যাও ।

ধ্রুব ধীর পায়ে ওপরে উঠে কৃষ্ণকাম্তর অফিসঘরে উকি দিন। কৃষ্ণকাষ্ত একখানা বই く৮b

পড়ছিলেন । চোখ ডুলে তাকালেন ।
কিছু বলবেন আমাকে ?
কৃষ্ণকাম্ত স্মিত মুথে বললেন, এসো, ভিতরে এসো ।
ঞ্রুব খুব বিস্মিত পায়ে पूকল ।
বোসো, বোসো ।
ধ্রুব বসল।
কাল সকালে আমাকে একবার দিষ্লি যেতে হচ্ছে ।
জগাদা বলছিল ।
ফিরব কবে তার ঠিক নেই। তারপর…
ধ্রুব অপেক্মা করতে লাগল । কৃষ্ণকান্ত বেশ কিছুদ্মণ থেমে ভ্রূ কুচকে চেয়ে রইলেন । ডারপর বললেন, অনেক কাজ

কাজ ! ধ্রুব প্রতিধ্বনি করল মাত্র । কৃষ্ণকাম্তর কথাবার্তা তার বেশ अসংলঞ্ম লার্গছিল ।
কৃষ্ণকাম্ত স্বগতোক্তির মতো করে বললেন, ছেলে দুটো বাইরে রয়ে গেল । লতুটার কথ্থাও ভাবা দরকার ।

ধ্রুব একটু ধৈর্যহীন গলায় বলে, আমাকে কি কিছু করতে হবে ?
কৃষ্ণকাষ্ত মাথা নেড়ে বললেন, সেইজনাই ডাকা ।
বলুন কী করতে হবে।
তোমার দাদা আর ভাইয়ের একটু খেঁজ নাও । ওদের চিঠিপত্র অনেককাল পাই না ।
দাদাকে তো আপনি ত্যাজ্যপুত্র করেছেন।
আমার ত্যাজ্যপুত্র হলেও সে তোমার ত্যাজ্য ভাই তো নয়।
ठিক আছে। খবর নেবো । লजুর কথা কী বলছিলেন ?
লতুর বিয়ে দেওয়া দরকার ।
ও। সে ক্ষেত্রেই বা আমার করণীয় কী?
করণীয় অনেক। यদি করো।
পাত্র দেখা তো !
হ্যঁঁ। উপযুক্ত ঘর বর চাই। কাজ্ঞট সহজ নয়।
দেখব। আর কিছু ?
আপাতত তোমাকে নাসিক যেতে হবে না ।
প্রোগ্রামটা কি ক্যানসেল হল ?
হল । ভেবে দেখলাম এসময়ে তোমাকে নাসিক পাঠালে এদিকে অসুবিধে দেখা দেবে । দিবা এখনও ছোটো। তাকে নিয়ে বউমা অত দূরে যেতে পারবে না ।

এখানে থেকে অমি কী করব ?
সেটা ডোমার ওপর নির্ভর করছে।
তার মানে ?
তুমি একটা চাকরি করছো তুনেছি । চাকরি खিনিসটা আমার পছন্দ নয় । একটু বौथা কাজ, একট্টু বौঁধা মাইনে, ওতে মানুষ फ़দ্র হয়ে যায়, খতিত হয়ে যায়, জীবনের স্বাদ পায় না । आমি কেমন চাই জানো ? কাজ অফুরষ্ত, আয় অফুরষ্ত, আয়ু অফুরষ্ত। ইংরিজীডে একটা কপণ-কथা আছে, কাট ইखর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর ক্সথ । আর ঠাকুর ঠিক উন্টো করে বলতেন, কাট দি ক্থথ আ্যাকর্ডিং দু ইওর কোট ।

आমি ঠिক বুঝতে পারলাম না।

বোঝা সহজও নয়। যাক গে, সবটাই তোমার ওপর নির্ভর করে । ডূমি চাইলে চাকরিই করবে, আমার সাজেশন यদি নাও তো বলব, বাবসা কর। একটা কোনো প্রোডাকশনে নামো। তাতে এমপ্পয়ী না থেকে নিজেই এমপ্পয়ার হতে পারবে।

ভেবে দেখব।
দেখ। আর একটা কথা।
বলুन।
বউমা খুব কাম্রাকাটি করেছে আজ।
কেন ?
তোমার জন্য।
আমার জন্য ?
হাঁ। প্রথমে আমাকে বলতে চায়নি। কিষ্ঠু শেষ অবধি একটু বলেছে। তোমার নাকি একটা ডেथ উইশ হয়েছে আজকাল।

भ্রুবं চোখ নামিয়ে নিচের ঠৈঁট কামড়াল। তারপর বলল, ওটা কিছ্র নয়।
কৃষ্ণকান্ত একটা দীর্ঘপ্পাস ছেড়ে বললেন, তাহনেই মঙল। বাবা হয়েছো দায়িত্বও অনেক। মরলেই মরা যায় বটে, কিষ্ঠু সেটা প্রকৃতির আইন নয়, জৈবিক চাহিদাও নয় । বাবা পিতামহের কাছ থেকে পাওয়া এই জীবন যতটা সম্ভব প্রলম্বিত করাই হচ্ছে জৈবিক আকৃতি। বউমা আমার কাছে কথাটা ভেঙেছে বলে তাকে আবার বকো না, সে বড় নরম মানুষ। পাজি হলে চেপে রাথতে পারত।

आজ্ঞে ।
সে তোমার অতিশয় অনুগত। নিশ্চয়ই সেটা টের পাও ?
© সব কথা থাক।
আচ্ছ থাক, যে কথাটা বলছিলাম। কাল দিল্ছি যাচ্ছি বিশেষ একটা কাজে। ฆুব বাস্ত থাকব। হয়তো আমার চিঠিপত্র পাবে না। ফিরতেও দেরি হবে। সেক্ষের্রে তোমাকে কিচু দায়িত্ত নিতে বলনে অসষ্ঠুষ্ট হরে না তো!

צ্বুব এবার কৃষ্ণকাম্তর দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা औচ করতে बেষ্ঠা করল। কৃষ্ণকাম্তকে বেশ প্রশাষ্ত, পরিত্প্ত ও উজ্জ্রল দেখাচ্ছে। দিপ্মিতে একটা বড় রকমের অফার আছে নিশ্চয়ই। কেক্ট্রীয় মগ্রিত্ব নাকি ? সেটাই সষ্ভব। প্রধানমণ্ত্রী এবং হাই কম্যাতের সজ্গে সষ্ভবত একটা আঁতাত হয়েছে।
s্রুব বলল, অসণ্ডুষ্ট হব কেন ?
জগা রইইল, অন্য সবাই রইল। বউমা তো আছেই।
ठिक आছে।
এখনই উळঠা না। একটু বসো।
জ্রুব अপেক্শা করল । কৃষ্ণকাষ্ত তাঁর দেরাজের চাবি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এটা রাখে। নিচের দেরাজে আরও কিছু চাবি পাবে। আनমারি, সিন্দूক এই সবেব্র।

এখেো আমাকে দিচ্ছেন কেন ?
यमि मরকার इয় ?
आপনার সব জিনিস, आমি शাত मिতে याব কেন ?
शাত সেওয়ার কथা বলিनि। চাবি নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কোন মানে ছয় না বনে তোমাকে দিয়ে याচ্চি। রাথো।

अनिচ্ছের সঙ্গে s্বূব হাত পেতে চাবি নিয়ে বলে, আর কিছ্র বলবেন ?
গাঁ। এनिমি প্রপার্টির কিছू টাকা পেয়েছি। সেটা ক্যাশ করে আলমারিতে রাখা আছে। यमि

কোন ব্যাবসার কথা ভাবো তাহলে নিও। আমার অনুমতি দেওয়া রইন।
সে টাকা निয়ে আখ্যীয়দের कि সব ঝামেলা চলছে না ？
এখন আর নেই । ঋামেলা হলেও গ্রাহ্য করো না । টাকা আমার । ওরা প্রপ্যের অনেক বেশি আমার কাছ থেকে পেয়ে এসেছে।

小ামেলা আমার ভাল লাগে না।
কৃষ্ণকাম্ত একটু হেসে বললেন，এ ব্যাপারে আমি আর কিছু বলতে চাই না । তবে তোমার যमি ইচ্ছে করে তাহলে আষ্মীয়দের ওই টাকা থেকে কিছু ভাগ দিতেও পারো। তাতে তোমার সুনামই বৃক্ধি পাবে।

আমার সুনাম নেই।
আমারও বোধহয় নেই। তবে সৎকাজ করে গেলে একদিন না চাইতেও সুনাম হয়ে যায়। প্রসঙ্গা থাক। মোট কথা যা ভাল বুঝবে করবে। আমি দূরে যাচ্ছি，সেখানেই থাকতে হবে আপাতত। নিজ্জের বুদ্ধি বিবেচনা খাটিয়ে চলো।

आচ্ছ ।
এবার যাও। বিশ্রাম করো।
צ্রুব উঠল। ঘরে আসবার পথে সে ভারী অনামনস্ক রইল। কৃষ্ণকাষ্ত কি সতি্যুই কেন্দ্রীয় মত্র্রী इक्रू ？

## II ১০৩ ॥

＂বিশাখার বিবাহই বোধহয় আমার জীবনের শেষ তুভ কাজ। কারণ，আমার কন্মষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণকাস্তর বিবাহ আমি দিয়া যাইতে পারিব বলিয়া ভরসা করি না । স্ষদেশী ও সম্যাসীী কৃষ্ণকাস্ত आপাতত ঢাকার পথে। সেখানে সে আষ্যসমর্পণ করিবার পর কী হইবে তাহা ঠাকুর জানেন । ফাসী यमि নাও হয় যাবজ্জীীন দ্বীপাম্তর কি ঠেকানো যাইবে ？লॠণ দেখিয়া বুঝিতিছি তাহাকে বেশ কিছুদিন হাজতবাস করিতে ইইবে। সে গেল এক কथা। তাহার উপর পুত্রের মতির্গাি দেথিয়া বুঝিতেছি，সংসারধর্ম পালন করিবার বিন্দूমাত্র আগ্রহ তাহার নাই এবং অদুর ভবিষ্যতে হইবেఆ না। আমার আয়ুর বেষ্ঠনী দিয়া আমি আর তাহার জন্য বিশেষ কিছ্হ করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। তাই ধরিয়া লইয়াছি，বিশাখার বিবাহই আমার জীবনের শেষ তভ কাজ। কাজটি নির্বিয্রে সমাধা হয়， ইহাই আমার ইচ্ছা।
＂এই কাজে বাঋ্ পড়িলে মর্মপীড়ার কারণ ইইতেই পারে। আমার প্রতি পুত্র কন্যা ও পুত্রবধূুের বিরাগগর ভাবটি তাহারা গোপন র্রাথে নাই，স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ করিয়াছে। মনুর প্রতি আমার গোচরে ও অগোচরে আরো কত লাপ্ফনা বর্ষিত ইইতেছে তাহা জানি না। মনুও আমাকে খুলিয়া
 আমার সত্তা，আমারই শোিিত ধারণ করিয়া আহে তাহা ভাবিলে নিজের প্রতিই ষিচ্巾ার দিতে ইচ্ছা করে। আমি অপরাধ यमि বा করিয়া थাকি তাহার দ৩ বিশাখাকে পাইতে ইইবে কেন？
＂अभঘু শরীী্র লইয়াই উঠিলাম। घूরিয়া ঘूব্রিয়া বিবাহের आয়োজন দেথিতে নাগিলাম। পুবের চওড়া বারান্দায় কনককাড্তি পুরোহিতের সামনে বসিয়া বৃদ্ধিশ্রাপ্ধ করিতেতে। নিচের উঠানে জেলেরা
 চোথের পলকে খ বিখ ইইয়া বুড়িতে সৃপাকৃতি ইইতেVে। উঠানে，বাহিরের মাঠ শামিয়ানা টাঙানোর শেষ পর্ব চলিতেছে। ফটটেের উপর নহবৎখানায় সানাই বাজিয়া চলিয়াছে। বাহির হইতে

লেথিলে কোনো গ৩গোল নাই, সবই সুশুংথল ভাবে চলিতেছে। এস্টেটের পুরাত্ন ও বিষষ্ত
 এথন্না आসিত্ছে তাহ হিসাব করিতে পারি না। তবू এইসব आয়োজনের আড়ানে একটি উনটা

 घরে বमিয়া অশুবিসর্জন করিচ্তেছে। মনুর মাকে ছোটাঘুটি করিতে দেখিলাম, কিষ্ছু সে মনুর মা বनिয়াই মহ অপরাধী। তাহাকে কে আমল দিবে ?
 গা-ঢাক দিয়াছছ। জামাই বাবাজীবনদদরও পাত্তা নাই।
 आগাইয়া आসিয়া কহিন, কর্তাবাু, একथানা চেয়ার বের করে দিই।
"মাথ नাড়িয়া কহিনাম, চেয়ার্রে দরকার নাই। लোন, আমার বাড়িতে এয়োর কাজ করার
 এখনই নিয়ে আসুক। এটা আযার দায় বলে জেনো। এ দায় উদ্ধার করাতেই হবে।
"मে ব্যু হ ছয়া উঠিল, কহিন, बে আজ্xে।
"आমি आयाর কহিনাম, वেলি দেরী ভেন না হয়।
"मে অনুগত্তে মতো মাথা নাড়িয়া কহिন, खে আख্গে।
 इইত্তে না। পাড়া প্রতিবেশী দিয়া कि সব কাজ इए :
 কাত্েে এত্তেনা পাঠাইয়া নিজের घরে বসিয়া অপেক্পা করিত্ লাগিলাম।


 जाর जर्थ को ? जোমাদ্রে মানমर्याफার श্গান হল किসে ?
 आभिপত। आমরা যেন কেউ কিছুই নই।

সেই এবজন কি মन ?
 ওদের সংসার চলোছু। কাঙালকে শাকের ক্কেত দেथাcে या হয়।

সে কি जোমাদর কোনো উমম্যাদা করেরেহ ?
 जোকে, ज आমাদর জাना नেই।



 भारशि ना।
cোমরা कি এথানে आসবার आগগ থবর পাওনি ?
आপন কি आমাদ্র জান্য়েছহন ?

জানাইনি ঠিকই, ত্বে-
আপনি একজন নষ্ঠচরির্রের মেয়েমানুষকে ঘরে ঠ兀ঁই দেবেন জানলে আমরা বিশাখার বিয়েতে আসতাম না। আপনার জামাইরাও చ্রত্যান্ত লজ্জ্যায় পড়েছেন।
"নিজেকেই কহিলাম, چীরে রজনী পীরে । উত্তেজিত হইয়া লাভ নাই, ক্রুদ্ধ হইনে ব্যাপার আরে৷ বহুদূরে গড়াইবে। কিন্ত্ বাহিরে ক্রোধ বা উত্তেজনা প্রকাশ পাইতে ন্া দিলেও আমার ভিতরে ঝড় বহিতেছিল। বুকে আবার চাপ ও মুদু বেদনা অনুভব করিতেছি। সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমারই তো কন্যা, ইহার শিরায় আমারই রক্ত প্রবহমান। এত কঠিন কथা ইহার মুখ ইইতে বাহির ইইন কিরৃপে ?
"মৃদুস্বরে কহিলাম, তোমার কথার জবাব দেওয়ার সাধা আমার নেই। তবে মনুকে নিয়ে তোমরা आন্দোলন কোরো না। তাকে আমি অঞি ও শালগ্রাম সাক্ষী রেখেই বিয়ে করেছি। কিষ্তु তার বিচার পরে হতে পারবে। বিশাখার বিয়ে ত্ত আর ফিার আসবে না।

আমাদের আপনি কী করতে বলেন
ব্যাপার-বাড়িতে কত কাজ !
বললাম ঢো, কাজ করতে আমদের কেউ ডাকেনি । আপনার মনুই যখন সব দিক সামলাচ্ছে, তথন আমাদের আর কিসের দরকার ?

বউমদেরও কি তাই মত ?
জানি না। আপনি তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করতত পারেন। তবে আমি আজই শ্বখুরাড়ি রওনা হয়ে যাচ্ছি। সেখানেও এসব কেলেক্কারির কथা পৌঁছবে। কি করে যে অখতর শাঔড়ির কাছে মুখ দেখাব তা জানি না

বিশাখার মুথের দিকে চেয়েও আজকের দিনটা থাকতে পারবে না ?
কারো মুথের দিকে চাইতেই আর প্রবৃত্তি নেই। এ বাড়িতে পা দেওয়াই পাপ। বংশের মুথে এगন চূনকালি পড়বে তা জানডাম না।
"আজ ख!মি আর সেই হেমকান্ত নাই যে অল্প আघতেই আহত হইবে! নানা দাগা খাইয়া পরিণত বয়সে আজ আমি একটু শক্তপোক্ত ইইয়াছি। কিন্তু আমার ভুকের ব্যাথাটা চাগাড় দিতেছে। রক্ক্চাপ বাড়িততছে চেয়ারের হাতলট! শক্ করিয়া ধরিয়া কহিলাম, যদি যেতে হয় তবে যাবে। आমি আটকাবো না $i$ आমি खুখূ জান্ভ চেয়েছিলাম ত্রোমাদের অসছযোগিতাটা কেন। এখন জ্রেনে নিষ্চিষ্ত হয়েছি।
"সবিতা বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গগল। আমি একাকী বসিয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিলাম। শরীরটা বড় দুর্বল লাগিতেছে। ম!थাতা ঘূরাইতেছে। চোখে অন্ধকার দ্রথিতেছি বারান্দায় কাহার পদশব্দ পাইলাম। ফীী কচ্ঠে ড্রাকিলাম, ওরে, ক্র আছিস ? মনুকে একটু থবর দে।
 মूখখানি উপবাসে কীণ, তবু জ্যোি্মির্য়ী হাতখানা <াড়াইয়া নিয়া কহিলাম, আমার শরীর আবার খারাপ লাগছে।
"মনু আসিয়া আমাকে র্ধারল। তারপর আর কিছু মনে নাই।
"মরিবার আর একটি মাহেন্রক্ఘণ নিকটে आসিল। কিন্তু মরিলাম কই ? মানুय কখন মরিবে তাহার কেনো স্থিরতা নাই। কিস্তু আমার মনে হইভেছে ঠিক সময়ে মরিতে পারাটাও এক মস্ত বড় সাধনার বד্তু। আমরা মরিড় জানি না!
"যথন জ্ঞান ফিরিল তথন আমার চারিদিকে ভীড়। ডাক্তার গন্ভীর মুথে বসিয়া আছু। বুক্ কौপাইয়া একটা मीর্घশ্গস বাহির ইইয়া গেল
" কে প্রদ্ম করিল, কেমন आছেন ?
"কহিলাম, ভাল । বেশ ভাল । প্রায়চিত্ট इচ্ছে।
"ডাক্তার কহিন, প্রাय্যকিত্ত আপনার একার্থ কেন। অমাদেরও । এবার বজুন তো কী হয়েছিল ? কিছু না। বসে ছিলাম। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল। এখুनি ঠিক হয়ে যাবে।
रৰে ভাল । মনে রাখবেন, আপনার শরীরে দু দুটো ফেটাল অসুখ। ভ্রাডপ্রেশার আর হার্ট ট্রাবল । কোনোরকম রিস্ক নিলে কিষ্তু বিপদে পড়বেন ।

আমার তো এসব রোগ কোনোদিন ছিল না ডাক্তার ।
শরীরং ব্যাধিমন্দিরম, শরীর থাকলে রোগ ভোগ আছেই। একটু সাবধানে থাকবেন।
"বিছানার চারদিকে জমায়েত লোকজনের মধ্যে হঠাৎ স্সবতাকেও দেখিতে পাইলাম । সে এখনো যায় নাই। সর্পিল কঠিন এক চোথে আমার দিকে চাহিয়া আছে। আমার মৃত্যু কামনা করিতেছে কি ? আহা, তাহার বাসনা কেন যে ঈশ্যর পূরণ করিলেন না !
"ডাক্তার বলিল, আপনার এখন ফুল রেস্ট দরকার । বিশাখার বিয়ে না হলে আমি ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যেতাম । তা অবশ্য করছি না। কিষ্তু এখন ঘন্টা কয়েক আপনি একদম নড়াচড়া করবেন না। বিয়ের সময়ে আপনাকে ধরাধরি করে অসরে নিয়ে যাওয়া হবে। খবর্দার সিড়ি ভাঙবেন না কিষ্তু । শরীর খারাপ বোধ করলেই শুয়ে পড়বেন এসে।

ঠিক আছে, তাই হবে।
"ডাক্তার চনিয়া যাইবার আগে সকলকে সাবধান করিয়া গেলেন, কোনো কারণেই যেন আমাকে বিরক্ত করা না হয় । এই সাবধানবাণী खুনিয়া ধীরে ধীরে সকলে বাহির হইয়া গেল । রহিল শুধু মনু । সে যথারীতি আমার মাথায় হাত বুলাইতেছিল।
 আছেই। রত্তের চাপও যে বেশি তাহাও অনুভব করিতেছি। চোখ বুজ্জিয়াই ডাকিলাম, মনু। বলো ।
আমরা কবে কাশী যাবো ?
यেদিন তুমি যেতে চাও।
আমি তো আজই যেতে চাই।
আজ তো আর হয় না । বউভাত মিটে যাক, ডার পরেই ।
आজ যে হয় না তা জানি। একটা কथা জিজ্ঞেস করবো ?
এখন একাঁ চুপ করে ওয়ে থাকো । কथা পরে হবে।
ना, छ<्रत्री कबा।
বरো।
अम्रा रिख्यिंणा ना क्रतन की एँ ?
किन भिा, किए फिए उसिक्र ?
ডোমাক্ তো বজে।
आমাক্ক বબে বनूख। ঢোমাকে বসেकে কिना বझো।
বसिद्रा।
कে ? সरिजा नाকि?
षूटि की ङत्रि धानजि ?
 অসে সৈөि তোমার बই অबन्रा।
 দোষ ! দোষ হবে কেন ? ఆসব কथা ভেবো না । যত ভাববে ఆর থৈ পাবে না । サুমোও ।

মাথাটাকে একা̆ শ্শাষ্তি দাও।
आधকের্র मिনটায় জা়া য়ি কেউ বিয়ের উৎসবে যোগ না দেয় তাহলে কেমন দেখাবে মনু ？ লোকে ভাববেই বা কি ？

আবার কथা বলছে！ডাক্তারবাবু की বলে গেলেন মনে নেই ？
ডাক্তার কি আর ঘরের কথা জানে ？ওরা চোখ বুজে নিদান দেয়，বিশ্রাম করুন，ঘুমোন， ভাববেন না।

कী বলব বলো ？তোমাকে সাষ্ত্রন দিতে পারি এমন কথা আমার জানা নেই। তবে আমার একবারও মনে হয়নি যে বিয়ে করে আমরা ভুল করেছি।

ডুল যে করিনি তা বুঝিয়ে দিতে পারো ？
পারি। তবে কথা দিয়ে নয় । কথায় কি সব হয় গো ？তুমি নিষ্চিষ্ড থাকো，যতদিন বাঁচবো उতদিন ধরেে তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করবো যে，বিয়ে করে আমরা একট্টুও ভৃল করিনি।
＂আজ কাশীতে বসিয়া অন্নেক বিলম্বে সেদিনের কথা লিখিতেছি। লিখিতে নিখিতে মনটা ন্নিক্ক হইতেছে। আজ আমারও মনে হয়，কিছ్মার্র ভুল করি নাই। মনুকে বিবাছ করিয়া আমি ঠিকই করিয়াছি। বক্কিমবাবুর সেই লাইনটি মনে পড়িতেছে，আমরা একই বৃস্জের দুটি ফুল। চন্দ্রশেখর একটি ফুन ছিড়িয়াছিলেন। আমার ক্⿰েত্রে পুম্পটি বড় বিলন্大ে ফুটিয়াছে।
＂বিবাহসভায় घটl হইয়াছিল মন্দ নহে। আমার বিরূপ आখ্রীয়স্বজনেরা কিছু নিপ্প্রভ ছিল। কিষ্দু অভ্যাগতের সমাগম আমার কলঙ্ক সর্বেও বড় কম হয় নাই। সামনের উঠানটিতে ভীড় উপছাইয়া পড়িতেছিল। বিবাহ বাসরের একপার্শ্বে কয্রেকখানা চেয়ারে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সমাসীন। গ্গোপজল ও আতরের গক্ধে চারিদিক ম ম করিতেছে। কলকোলাহলে অনুষ্ঠান পরিপৃর্ণ। ভিতরে ভিতরে কীটের দংশন হয়তো ছিল।
＂রাজ্রেনবাবু আমার পাশেই উপবিষ্ট ছিলেন। इঠাৎ নিম্নম্বরে কহিনেন，আপনার আप্মীয় কুইম্বরা বোষহয় খूব খুশি নন ？

না। খুশি इওয়ার কথাও নয়।
＂রাজেনবাবু মাथা নাড়িয়া কহিলেন，জানি । বুঝিও স্তব। आপনার এই অপমানের জন্য आমি निজ্জেও খানিকটা দায়ী।
（ কিছ্ন নয়। সংসার বিচিত্র জায়গা।
তা বলে आমি নিজ্জেকে অপরাধী ভাবছি না । রসময়ীর সহ্গে আপনার বিয়ে হওয়াটার পিছনে একটা কারণ ছিল।

आপনি তো আমাকে তাও বলেছেন।
आপনার आध্যীয়দেরও কারণটা আমি বুকিয়ে বলতে চাই।
তার দর্রকার की ？Bরা বুঝ্ডে চাইবে না ।
＂রাজ্েনবাবু একটi দীর্ঘ্রাস ছাড়িয়া কহিলেন，সে কथাও ঠিক। এ সংসারে যে যার নিজের সুবিধেমতো ঘটনাবলীর অর্থ বা ব্যাষ্য। করে নেয়। আমরা আমাদের মতো ব্যাখ্যা করেছি। ওরা ওদের মজো করবে। কিষ্ঠু আমি ভাবছি，আপনার মানসিক চাপের কथা । আপনাকে অনেক সইতে रচ্ছে তো！শরীরটাও তাই বোধহয় খারাপ！

শরীর সেরে যাবে। এখন ভালই আছি। আমার কোনো अন্মুশোচনা नেই।
＂রাজেনবাবু একটু कী ভাবিলেন। তারপর বলিলেন，শচীনকে आপনি কতঢা চেনেন জানি না।

 আপনার হেলেটি রভ্রবিশেষ।

आপনাদ্রেই আশীর্বাদ ।
"সেদিন রাজ্জেনবাবৃর উক্তি বড় স্বাদু লাগিয়াছিল। রাজ্জেনবাবু আমাদের ত্যাগ করেন নাই। তিনি সমর্থন জানাইয়াছেন. মন্দার বাজারে সেইট্টেরই ত্রা অনেক দাম ।
"অন্নক রাতত শयাাগ্রহণ করিলাম। ডাক্তার ঘুমমর ওষুষ ঠাসিয়াছে। মনু তথনো আসে নাই। একাই ঘ্মাইয়া পড়িলাম । ঘুম ভাডিল মাঝরাতে । আমার পাশে তইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মনু ফলিয়া ফুলিয়া কাঁদিত্রেছে । মনুকেে ইদানীং কौদিতে দেখি নাই। তাহার কাম্মার রকমটাই জানি না ।

মনু. কাঁদছো কেন ?
ওরা তোমাকে জরকম করে কেন ?
কারা কিরকম কর্রে ?
তোমার ছেলেমেয়েরা ?
করুক। ভুমিই ত্রো বলেছ ওসব গ্রাহ না করতে ।
বলেছি. কিন্ত্র ত্ধমি ক্রো আর সে কथা তনছো না!
শুনছি बো আর ভাবছছ না।
তোমার শরীর ভাল নেই, জেনেও গরা কেন যে-
তৃমি কেঁদো না মনু । ত্ৰিমি কौদ্লে আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়।
সেইজ্জনাহ তো লুকিয়ে কौদছিলাম।
লুকিয়ে ভ্রেদো না স্বামী-স্ত্রীর দুজ্জানর মধো একজনকে অম্তত শক্ত হতেই হয় ।
नব মানি । কিষ্তু জদের কথায় ত্ত্রামার গু সন্দেই হচ্ছে আমাকক বিয়ে করে ভুল করেছ কিনা !
সাক্দई নয় মন্। ভ্য̧ল যে করিনি জার একটটা আসুয়ারেম্স তোমার কাছ থেকে পেতে চাইছিলাম

ত্ৰেমার ন!়্দহ হলে আমারఆ যে পায়ের ত্তলায় মাটি থাকে না ।
কাশী কাব যাম্ছি আমরা ?
কবে যেতে চাও ?
দ্বিরাগ!মনের পর চরো ।
তাই হবে।
শচীনকে সব বুঝ্ষিয়ে দিতে কদিন সময় লাগবে।

- আর দৃজনের ঘুম ইইন না । সারা রাত্রি আমরাও নানা কথা কহিয়া একরকম বাসর জাগিলাম ।


"দ্বিরাপমন্নে পর একদ্ন শচীনকে ডাকাইয়া উইল পাকা করিলাম । স্থাবর অস্থাবর সমুদ্য়


" আ্রার এই জায়গা ভাল লাগিভ্ছেছিন্ন না স সব বক্ধন যেন ছিম ছইয়াছে। একদিন তু লম

 সঙ্সার্রে অর্থাৎ দেশ জ দশ্শর সেবায় আश্মনিয়োগ করা নিধ্রি ছিল । জঙ্গস্নে যাওযার বিধান বলিয়i
 ₹श কেবन পলায়ন
 বসসয়া এই ডায়রী লিখিতে লিখিতে মা্ল ইইঢত্তছে. জীবনা৷ বড়ই করুণi-মধ্রু

『ふ৬
"পৃথিবীতে আমার কোনো কীর্তি নাই, বৃহৎ ত্যাগ নাই, যশ নাই । आমি একরাপ আফ্মগোপনকারী পলায়নবাদী কাপুরুষ মানুষ। কিস্তু মানুষ তো এক প্রজম্মের নহে। সে যেমনই হোক তাহার উত্তরাধিকারী, বংশপরম্পরার ভিতর দিয়া তাহার রেশ চলিতে থাকে। পুত্রের ভিতর मিয়া পিতাই তো জগ্ম লাভ করে। আজ মনে হইতেছে আমি यদি কৃষ্ণকান্তর ভিতরে একদুখানিও জম্ম লইয়া थाকি उবেই জীবন সার্থক হইবে।
"খবরের কাগজে আকস্মিকভাবে একদিন কৃষ্ণকাষ্তর নাম দেখিতে পাইলাম। স্বদেশী নেতা কৃষ্ণকাষ্ত চৌধুরি বিচারে সোবী সাব্যয় হইলেে তাহার তরুণ বয়সের কथা বিবেচনা করিয়া गাত্র পীচ বৎসর কারাদত্তে দত্ত করা इইয়াহ্ছ।

## || 208 ॥

ওঅজবটা কি করে ছড়াল কে জানে । কিষ্গু থবরের কাগজে একদিন বেশ ফলাও করে ছাপা হল, কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী কেন্দ্রীয় মষ্তিত্ব পাচ্ছেন। হাই কমাাতের সন্গে তौর औতাত হয়ে গেছে ' চৃড়াষ্ত


থবরটা ছাপা হওয়ার পর আখ্যীয়, ব扁 ও পরিচিভ মহলে একটা উম্মাসের হাওয়া বয়ে গোল। সর্বভারতীয় এই পরিচিতি কৃষ্ণকাস্তর তো পাওনাই ছিন । দেশের জন্য তিনি তো কিছু কম করেননি।
 টেবিলে ফেলে রেখে রেমিকে বলল, তোমার অখুর আবার মত্তী হচ্ছেন, খবর রাখো?

ना তো :
খবরের কাগজে আছে। সেন্ট্রাল মিনিস্টার। ল্যাজ বেশ মোটা হল।
ও কি রকম কथ!! ছিঃ।
 নয়। এবার ভারতবর্ষের মডো বিশাল চারণভূমি।

যোগ্য বসেই बকে निচ্চে।
হাঁ, যোগ্য বইকি, ভাল চচँচাতে পারেন। পার্লামেপ্টে ওর ভয়েস ভালই শোনা যাবে।
উঃ, তোমকে নিক়ে আর পারি না।
গ্রুব ফের থবরের কাগজটা তৃলে নিয়ে খবরটার দিকে চচয়ে রইল । সে থবরটা দেখছিল না। সে ভাবছিন। ক্কষ্ণকান্ত কলকাতার পাট প্রায় চूকিয়ে দিল্নে। তাকে চাবি দিয়ে দিয়েছেন। টাকা পয়সার উত্তরাধিকার দিয়েছেন। আর দিচ্ছেন দুর্নভ স্বাধীনত্ড। সবচেয়ে বড় কशা, নিজের জ্জোফ্ ও কনিষ্ঠ পুত্রের জনা তেমন কোনো বিলিবাবস্থাও করেননি। সম্ভবত সেটাও ধ্রুবর বিবেচনার ওপর
 বাণপ্রস্থ। কিষ্సু তা তো নয়। কৃষ্ণকাষ্ত চলনেন বৃহত্তর মগয়ায়। খ্রূব জানে, ক্ণষ্ণকাষ্ত সাদামাট ভাবে চোর নন, ঘুষ নেন না । কিষ্ভ তাঁর দूর্নীতির রকমটাই আলাদ, যাকে भর্নীতি বালে চেনাও যাবে





 বনে মনে করেন না।

ध्रूব একটা मीर्घथাস एেनল ।
রেমি তার্র বাচ্চাকে ঘूম পাড়িয়ে সাবধানে মশাব্রিতে ঢাকা দিম । তান্রপর এসে s্রুবর হাত থেকে থবরেম কাগজটা নিয়ে সাগ্রহে থব্রটা পড়ন। তাব্রপর্ম বনম，এঃ মা！

की इल！
সেন্ট্রাল মিনিস্টার ！তার মানে জো অককে দিপ্দিতে থাক্তে হবে।
সেটাই তো স্বাভাবিক।
উनि मिম्मि গেসে চমবে कী করে ？
চলবে ना কেন ？
বাঃ，এদিক সামনাবে কে ？
की সামলানোর আছে ？একরতি बকট্ সংসার। এটা সামলানের জন্য কৃষ্ণকাষ্তর মতো বৃহৎ মস্তিক্কের দর্রকার কী ？উনি ডার্তবর্ষের জনগণের বৃহৎ সংসার সামলানোর পবিত্র দায়িড্র নিয়ে यাচ্ছেন রেমি।

আর দিব্য！उকক ছেড়ে উনি थাকতে পারবেন？

 থাকতে হয়েছে। বৈরাগ্য ฝুর রক্কে।

ঠাট্টা করহো ？
বাপ রে，अকে निয়ে ঠাট্টা！ডন কুইকসোটকে নিয়ে ঠাঁ্টা চরে নাকি？
কে ডন কুইকসোট！অ্বखরমশাই！তাহনে অকে তুমি ছাই চেনো।
সেটা ঠিক। आমি ওকে চিনি না। কে বজো তো লোকটা ？কেমন লোক？
ফের ইয়ার্কি？চুপ করো।
কেন চুপ করবো রেমি ？आমি ভারতের জনগণের একজন। আমার জানার অধিকার আহে， আমদের পরবর্তী কেন্দ্রীয় মঞ্তীীটি কেমন লোক।

ভাল লোক। এত ভাল লোক কোথাও পাবে না । তোমার ভারতবর্ষের অনেক ভাগ্যি যে ওর মতো লোক মত্তী হচ্ছেন।

সাবাশ，এ না হলে পুত্রবখূ！
उখ্ধু পুত্রবধূ নই，আমি ওঁর মেয়েও।
তুমি পারো বটে রেমি। এত জেনে এত বুৰ্রেও অন্ধ। হিপনোটাইজড অ্যা র্রেন ওয়াশড।
বেশ। আমরা কিছ্র লোক এই রকমই অ⿸্ধ এবং হিপনোটাইজড হয়ে থাকতে চাই। লেট আস বী হোয়াট উই আর।

ওढा यूক্তি হन ना।
এটাiই यूষ্তি মশাই，কারণ এই হিপনোট্জিম অনেক बেষ্টা করেও ত্রম ভাঙতে পারোনি।


তাই मেখ্ি।
তাহলে এবার ग্বীকার করো，өর মধ্যে একটা দার্ণণ পজিটিভ ফোর্সఆ আহে।
हिन।
এখনো আছে। তूমি অপোজিশনের লোক বনে টের পাও না।
अभোজিশন ？বनে প্রুব খুব হেঃ হোঃ হাসল।

अপোজিশনই ডো। তাছাড়া আর কী বন্গা যায় ডোমকে?
বেশ বলেহে! आসলে कী জানো ? আমরা হচ্ছি সোরাব রুস্তম।
आমি একাঁ এंর কাতে याই, প্রণাম করে आসি।
याও।
 কিছ্র বুঝ্ে পারছ্ছি না।

উनি পরশুদিন আমাে চার্জ বুঝিয়ে मিয়েছেন।
তার মানে ?
মানে আমাকে কলকাতার সিংহাসনে অভিষ্কিক্ত করেছেন।
কী বলতে চাইছো ?
আরো বুঝিয়ে বলতে হবে ?
জানোই তো आমি একটু বোকা।
উনি আমার হতে সিন্দুক আনমারি ইত্যাদির চাবি তুল্ে সিয়েছেন।
তোমার হাতে! বলো কী?
আমিও বিন্মিত এবং ডোমার মডোই বজ্রাহত রেমি। কিষ্ডু ঘটনাটা ঘটেতে।
তूমি চালাবে?
তা বनতে পারি না । उবে কৃষ্ণকাষ্ত সি গ্রেট-এর এটা একটা নতুন চালও হতে পারে। মে বি হি
 এত বিব্য় এবং প্রিয়পাত্রী হఆয়া সত্বেও চাবির গোছা তোমার হাতে দেননি। অপচ সেটাই স্বাভাবিক হত।

नেंই বলহো?
 मिয়েেেন।

এমন নয় তো রেমি যে, তোমাকে উনি আর বিপ্ধাস করেন না ! কিংবা তেমন ভালও বাসেন না আর !

কক্মনো নয়। ڤंর ভালবাসা উপচে পড়ে। মাপা জিনিস নয় সেটা। তুমি বুঝ<ে না।
তাহলে কেসটা की ?
आমি ब゙র কাছে যাই।
হিপনোটাইজড। কমপ্পিটলি হিপনোটাইজড।
বেশ। হিপনোটাইজড তো হিপনোটাইজড।

 এষশোবার্র উপযুख্ত। अ্যক্ম মানুম লেশে বেশি নেই।
তाइमে সেটা आমি यिन्न কत्रि ना কেন ?
সেটা ডোমার সোষ।
रि কिबড शाা्र।
की बमझে?
रि কিলড মাই মাদার্গ।
কжনো নয়। এটা হতেই भারে না। ডুমি ভুল ব্যাখ্যা করহো।

ज़मझও চनला ना।
आমি अকে প্রণाম করি ना।


রেরি মুখ খ্রুরিয়ে চলে গেন।
 ना। उुपु চ্যে थाcে।

 প্রতাশা উদ্বেল হ<্যে উঠেছ্, তাই তারা থাকত্তে না পেরে আগাম সেলাম বাজাতে চলে এসেত্ছ।





 नित্রেে ছাড়া উনি आর কিছूহ বোঝেন না।














 उठठनि बে!






 বেছে নিয়েছিন্ল। কিষ্ঠু কোথাও পৌঁছোতে পারেনি．কিছ্ লাভ एয়নি।

আজ ক্ষৃ্চকাষ্ঠ তাকে দয়া করঢেন। দয়া ছড়া আর को ？निক্জেকে দিপ্মিতে সরিয়़ নিচ্ছেন，

 ভিতরটা আজ ঢেতো，বিষাক্ত।

अফ্সিসে আब্জ অनেকেই তাকে অভিনন্দন জানাতে এল। তার বাবা কেক্দে মঞ্রী হচ্ছেন．সোজা কथा তো নয়। अভিনন্দনটা ધ্রুবর পাওনা নয়। কিষ্ভু সে হাসিমুখেই ক্ষষ্ণকান্তর পাওনা গ্রহণ করল টেলিফোনটা এল দুপুরে। প্রথম রেমির।

की গো，না বলে কয়ে চলেে গেছ যে বড় ！থেয়েও या®নি！
या অবস্গা দেখनাম ভাই．তাতে মনে হন আজ প্রুব নৌধুরীর মভো একজন নগণ্য লোকককে अফ্সিসের ভাত দেওয়ার কথা কারো খেয়াল হওয়ার নয়।

বাজে কथा বলো না। সব রেডি ছিন। ঘরে এসে দ্দেখি বাব্ নেই ।
বাবু যে নেই তা এতক্ষণে খেয়াল হন ？
বাড়ি ভর্তি লোক，সকলের তদারক করতে হচ্ছে না ！আম রো ধরে নিয়েছি ডুমি কোথাও আড্ডা মারতে গেছ।

বাঃ，চমৎকার।
ইয়াক্কি কোরো না！কি巨্হ খেয়েছো ？
খেয়েছি। ওটা কোনো প্রবハ়েম নয় ।
রাগ করোনি তো！
আরে না।
দিব্য डীষণ দूষ্ষ্রম করছে，কোন ছাড়লাম।
আচ্ছা।
প্বিতীয় ফোনটট কৃষ্ণকাষ্তর। কদাচিৎ তিনি প্রুবকে ফোন করেছেন। আদৌ কোনোদিন করেছেন কিনা তাই আজ s্রূব মনে করতে পারল না।

夕্বুব ？आমি কৃষ্ণকাস্ত বলছি।
কथাটা ધ্রুবর কানে থট করে লাগল। צ্রুব যে কষ্ণকাষ্তকে ‘বাবা’ বলে ডাকে না এটা হয়তো তারই পাল্টি।

ધ্রুব একটু চমকে উخলেও স্বাভাবিক স্বরেই বলল，বলুন।
তুমি বোধহয় আজ বউমাকে না জানিয়েই অফিসে চলে গেছ। উনি খুব চিচ্তা করছিলেন।
একটু কাজ ছিল，তাই।
তা থাকতেই পারে। বউমা ভাবছিলেন বনেই আমি তোমার খবরটা নিলাম।
আচ্ছ ।
আজ সকালে বাড়িভে অনেক লোক এসেছিল । মেস্ট ডিস্টার্বিং ！তবে আমি লোককে ফিরিশ্যে দিতেও পারি না। তোমাদের হয়তো একটু অসুবিধে হয়েছছ ।

না，अসুবিধে কিসের ？আমি তো ছেলেবেলা থেকেই বাড়িতে ভিড় দ্থ্থাছ।
তা অবশ্য বটে। এখন বড় হয়েছে，নিজস্ব মতামত হয়েছে। বলে কৃষ্ণকান্ত একটু থামলেন । তারপর বলনেন，আমি আগামীকাল দিপ্পি যাচ্ছি। বিকেনের প্লেনে। আমার ইচ্ছে কালকের দিনটা তুমি বাড়িতেই থাকো।

ধ্রুব একটু অবাক হয়ে বলল，आমি！

आচ্ছা।
आমি হয়তো শীগগীর ফিরব না । বউমা থুব কামাকাটি করছেন। मिব্য় জना आমারও মনणা থারাপ হবে। তবু कী আর করা!

প্রুব কী বनবে! চूপ করে ব্রুন।
কৃষ্ণকাষ্ত একদু গनা খौকারি দিলেন। তারপর বললেন, কালকেরে দিনটার কथা ভুলে যেও না ।
ना ভूलব ना।
কৃষ্ণকান্ত ফোন ছেড়ে দিলেন।

 মতো মুখটুখ ধুয়ে একটা চেয়ারে বসে একখানা বই খুলন্ল। রেমি ঘরে নেই। বোষ হয় ওপরে

 বাকরেরা ফিস ফিস করে কथা বলে, বাসনের শব্দ হয় না, কেউ রেডিও চালায় না বা হঠাৎ গান গেয়ে ওঠে না, পা টিপে টিপে হাঁটে। এমনকি বাড়ির আবহাওয়াঢাও যেন একদ্টু পমধমে थাকে।
 বাড়িতে নেই। বই রেখে সে ওপরে উচে এল।

কৃষ্ণকান্তর ঘরে বাস্তবিকই রেমি বিশাল এক ফাইবার গাসের স্যুটকেেস গোছাতে বসেহে। তाকে সাহাय্য করছে দूজন बि।

কী করহো?
গোছাচ্ছি। বাবা কাল দিপ্পি যাচ্ছেন।
बानि।
पूমি এত তাড়াতাড়ি ফিক্রলে যে!
এমনি। ছেমেটা কোথায় ?
घুম্মেচ্ছে।
এত घूমোয় কেন ওটা?
বাচ্চারা ঘুমোয়, ওটাই নিয়ম । কেন, তোমার কি একটু ছেলেকে আদর করতে ইচ্ছে করছে ?
না বাবা, আদর করতে হলে তো বোধ হয় ডেটল দিয়ে হাতমুখ ধুতে হবে ! অতটা পেরে উঠবো ना।

ডেটন नা হলেও চলবে। সাবান দিয়ে হাতমুখ ধুলে আর বাধা নেই। বাচ্চাদের চট করে ইনযেকশন হয় বলেই শ্বশুরমশাই সাবধান হয়েছেন। ওরকম বौকা ভাবে সব কथা ধরো কেন ?

তোমার শ্বশুরমশাই কোথায় ?
পার্টিয কী একট জর্র্রী মিটিং-এ গেছেন। জানো, আজ প্রাইম মিনিস্টার্রেন ন্রাংককম এসেছিল ?

বলো কী! তাহমে তো আমরা পন্য। বাড়িতে আনোকসষ্জা ক্পতে বজো।
ফের ইয়ার্কি ?
তা প্রাইম মিনিস্টার কী বলल ?
को করে खानব?
צ্রুব একটু হাসল। তারপর বলল, তোমার ষ্ণর একট্টা অম্ড্ত আবার করেছেন।
কিসের আব্দার ?

তाई नाकि ? प्रमि र्याधि रलে ?


דूমि® मिमि গেলে भाর্रा। याखে?

উनि की बबलেन?

बढた! ! जতवड़ কथा!
किन बड़ बबार की इन ?
বড় কधা नয় ? आমি কि एেলেমননম ?
पूমि जात्र बक्यxe অ४ম।










की कथा?
 তবে এয়ারপোর্টে আমার সট্গ ব্যে। রান্তায় বলা যাবে।
 জিনিসপত্র এয়ারপোব্চে পাঠিয়ে দিতে বললেন। তারপর खোনেই প্রুবে ডেকে বললেন, সব দিক সামলে চল্লে। সাবধানে থেকে। এখন ডूমিই अভিভাবক।

भ्बूप বलन, ठिक आए़।
বউমাকে একমু যঢ্ন করো। লঢুর বিয়ের কथা ভুলো না। সব তোমাকেই করতে হবে। बেষ্যা করব।
চलि।
आচ्श।


＂কাশী आসিবার পর চার বৎসরের বেশি অতিত্রোষ্ঠ इইল। ইতিমধ্যে কত ষী ঘण্য্স গেল। অরতবর্ষের রাজনীতিতে কত ঘটনার চমক। তবে তাহার ঢেউ আমাকে বড় এ邓টা স্পর্শ করে না ।

 ভোলানাथ সরকার নামক পাবনার आশ্রমবাসী এক ভদ্রলোক आসিয়া একमिন ষবর मिয়া গেলেন， পাবনায় অষ্তরীণ थাকিবার শর্তে কৃষ্ণকে মুষ্তি সেওয়া ইইবে। আমার নানা প্রক্নের জবাবে তিনি যাহা
 मिপ্মিতে চালান লেওয়া হয়। তাহার বিরুদ্ধে অরুতর অভিযোগ ছিল，যাহাত ফাঁসি বা ট্বীপাষ্তর निশ্চিত। পीচ বৎসরের মেয়াদ সেই ড্রননায় কিক্রুই না। সেই মেয়াদ ফুরাইবার।আগেই সে মুক্তি পাইল। আশ্রমবাসী কতিপয় ব্যক্তি গিয়া সিম্মিতে দরবার করায় সরকার খুবই আকপ্মিক ও अप्षুত ভাবে তাঁशদের आবেদন মানিয়া লন।
＂ইহার কিছूদিন পর পাবনা আঞ্রম হইতে কৃষ্ণর চিঠি আসিল। সে লিখিয়াছে，আসনি চিষ্ঠা করিবেন না，আমি ভান আছি। তারপর অন্যান্য সব কथा। আমার B মনুর প্রসF সে এড়াইয়া গিয়া उชษু লिখিয়াছে，নৃতন মাকে প্রণাম দিবেন।
＂চिঠि পড়িয়া মনু রাগিয়া বলিল，आমি আবার ওর নতুন মা হতে গেলাম কবে ？আমিই তো আসল মা，খু ডাকের পিসি ছিলাম। এখন ত্ৰু মা বলে ডাকবে，নয়জো পিসি，ওকে নিথে দাও।
＂আমি হসিয়া কহিনাম，তুমি ওর পিসি হলে তোমার সক্গে আমার সম্পক্ক হয় ভাইবোন। সেটা कि ভাল দেখাবে ？
＂কৃষ্ণ যে আর ঘরের ছেনে হইয়া ঘরে ফির্রিবে না তাহা মনে মনে বুঝিতে পারিতেছিলাম। তাই তাহার বিরহের অনভূতিও چীরে ষীরে তীর্রতা হারাইতেছিল। উপরণ্তু আমি এই অণ্র বয়সে আজ
 সহিত বিচ্চেদ সতেও তেমন একটা অভাব কিছ্ বোষ করি না। সষ্টবত ইহাই মানবের ধন，ইহাই． সতा।
＂আজকাল আলসো সময় কাটাইব সাষ্য কী ？মনু নৃতন সংসার পাতিয়াছে，সুতরাং সেই সংসারের জোগানদার，বাজার সরকার，বরকন্দাজ সব ভৃমিকাই আমাকে পালন করিতে হয়। আমি কর্মচারী নিয়োগের কথা তুলিয়াছিলাম，মনু আমল দেয় নাই। তার বক্তবা，এতটুকু সংসারে একজন বাজার সরকার বা হিসাবরক্ষকের দরকার নাই। জমিনাররের গাঁটবাট কিছ্ডু ছাড়িতে হইবে। বুড়াবয়সে যাতে বাতে না ধরে তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। একজন ধিস ও একজন চাকর সম্বল করিয়া আমদের চলিতেছে।
＂এইসব কাজ করিতে আমার খারাপও লাগে না। তাছাড়া কাশীতে বাজার করিয়া সুখ আছে। আমদের দেশ বেগুনের জন্যা প্রসিদ্ধ। এখানে দেখিলাম তদপেক্ষা বৃহৎ ও সুস্বাদু বেগুন মিলে। অन্যান্য সষ্জীর স্বাদও ভাল। মনুর রান্না তো চমৎকারই। রাবড়ি，প্যাঁড়া ইত্যাদিও এখানে সস্তা ও यौটট । ুুরুভোজনে আমার কোনোকালেই আসক্তি নাই । কিন্ডু সুস্বাদু খাদোর প্রতি আকর্ষণ আছে । সুতরাং নৃতন সংসারে এবং নৃতনরকম জীবনধারায় প্রবেশ কররিয়া অতীতের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে যে ক্রেশ বোধ করিতে পারিতাম তাহার অনেকটাই মনু নানাভাবে নিবারণ করিয়াছে। তাহার প্রতি আমার কৃতজ্ণতার শেষ নাই।
＂কনক বা জীমৃত এবং আমার জ্যেষ্ঠা দুই কন্যা বড় একটা খেঁজখবর করে না। ইशাত দূঃখ্য অনুভব কর্রি না। কারণ এইরপই ঘটিবার কথা। তার বিশাখা ও শচীন একদিন আকস্মিক্ডার凶っ8

आযিরা কাশীতে হানা मिল। বিশাখার কোলে একটি ফুট্যুটে শিশ্। তাহাদের পাইয়া আনন্দে আघ্মহারা इইলাম।
"শচীন জनাষ্ঠিকে আমকে জানাইন, পাবনা হইতে কৃষ্ণকাষ্ট আবার উষাও ইইয়াতে। আমাকে দুশ্চিষ্তা করিতে নিষেধ করিয়া শচীন বলিল, সে সষ্ভবত আপনার কাহে আসবে।
"आমি অবাক ইইয়া কহিলাম, কি করে জানলে ?
"मে হাসিয়া কহিন, পাবনায় आমি গিয়ে তার সহ্গে সেখা করে এসেছি। आর কারো জন্য নয়, আপনার জন্য সে সবসময়েই বেশ উদ্দিম ও ব্যাকুল।
"বুক্টা ভরিয়া গেল্। স্নেহ স্বভাবত নিম্নগামী । পিতা যেমন পুত্রকে ক্নেহ করেন, পুত্র তততা স্নেহ পিতাকে করিতে পারে না। আমার ক্ষেত্রে স্নেহের প্রকৃতি আরো বিচিত্র । কৃষ্ণ ছাড়া অন্যান্য পুত্রকন্যার সহিত আমার তেমন সম্পক রচিত হয় নাই । আমার দিক হইতে স্নেহ হয়তো কিছ্র ছিন, কিষ্ভু তাহাদের দিক হইতে স্নেহের প্রকতি কিরাপ তাহা কখনো পরীদ্মা করা হয় নাই। কৃষ্ণ আমাকে কিছু স্নেহ করে জানিতাম । আজ আবার নৃতন করিয়া তাহার ব্যাকুলতার কथা তনিয়া আমার কু াার্ত পিত্ত্ন জাগিয়া উঠিন।
"কহিলাম, আমার জন্য সে কি খুব ভাবে ?
"শচীন কহিল, খুব ভাবে। आপনার অসুস্থতার সংবাদ সে তেেে। তাই ঋু দুস্চিষ্তা।
"যে কয়দিন বিশাখা ও শচীন আমাদের কাহে ছিল সেই কয়টা দিন বড় আনc্দে কাচিয়া গেল। ভাবিতে লজ্জা করে আমরা উভয়পক্ষই নববিবাহিত দম্পতি। आমি ఆ মনু বয়সে কিছু প্রবীণ, উহারা নবীন। প্রায় একই সময়় আমাদের বিবাহ হয়। আমার ও মনুর মধ্যে প্রগন্য়তা নাই,
 মনে উভয় দম্পতির তुলনন না করিয়া প্লারলাম না । ওধু একটা বাাপারে বিশাখা ও শচীনের তুলনায় আমরা শিছাইয়া আছি। আমার ও মনুর সন্তান হয় নাই।
"কয়েকদিন থাকিয়া বিশাখা ও শচীন ফিরিয়া গেল। বাড়িটা বড়ই শৃন্য মনে হইতে লাগিল। কিষ্তু শূন্যতা ভরিয়া দিতে মনুর জুড়़ নাই। গানে, গল্পে সেবায় সে আমাকে সর্বদা ঘিরিয়া থাকে। আমার মনের কথাটি মুখে আসিবার আগেই সে কী করিয়া যেন টের পায়। তাই অভাব থাকিতে দেয় না। আমার কাছে তাহার যেন চাহিবার কিছুই নাই, 刃ुষুই দেওয়ার আছে। মনু দিবসরজনী সেই দানयজ্ভই করিয়া চলিয়াছে। উজাড় করিয়া নিজ্জেকে সে যতই দিত্তেছে ততই যেন অফ্রোণ
 आহে।
"শীত্য মরিব এমন মনে হয় না । ত্বু একদিন তো ভবের খেনা সাঙ্গ করিতেই হইবে। তখন মনুর কী হইবে ? আমা অপেক্ষা সে বয়সে প্রায় বিশ বеসরের ছোটে। তাহার সেহে মনে কোথাও বয়সের ভাঁঁ পড়ে নাই। সে এথনো দীর্घদিন বौচিবে। সুতরাः তাহার প্রত্ আমার কিছু কর্তব্য থাকিয়াই যায় । তাই কাশীর বাড়িটি আমি তাহার নামে বেজ্স্স্টারি করিয়া দিলাম ড্ডাকঘরে তাহার
 অঙ্গস্পর্শে ধন্য হইৰবে কিন্না জানি না। সে গহনা পরে না।
"আমাক এইসব আঁটঘাট বাঁধিতে দেখিয়া একদিন সে হািিয়া কগিল. যদি মরার কথা ভেরে

"আমি কহিলাম. তোমার চেয়ে বয়স্স আমি বড়। আমার আগ়া মরাই ত্ত স্বাভাবিক। তোমাকে ভাসিয়ে দ্চ্য় যেতে পারব না।
"এ কথায় মনু রাগগল, কাঁদিল এবং ঝগড়াও করিল ভাহাকে কি কর্রয়া বৃঝ্মাইব বোধ হয় বৃঝাইবার কিছুই নাই, ভালবাসার কাtছ পরাজয় মানিয়া লওয়াই বৃদ্ধিমানের কাজ। আমি জাহাকে



"मে আমার চোথে বিহ্ন চোখ রাথিয়া কহিন, আমি সাজবো কেন ? কাকে ভোলাতে ? তাছাড়া आমি বড় বড় ছেলেম্শেশ্যের মা, আমার নাতিপুতি আছে।
"করুণভাবে হাসিয়া কহিলাম, তা বটে, তবে একতরফা। তোমাকে তারা এই জৰ্মে মা বজে স্বীকার করবে না।
"মনু মাথা নাড়িয়া কহিল, কৃষ্ণ স্বীকার করুবে, বিশাখাও করবে। স্বীকার না করলেও দুঃষ নেই। আমি তো জানি, তাহলেই হবে।
"মনু প্রত্যহ বিষ্ধনাথ মন্দিরে যায়। আমাকেও টানাটানি করে। মাঝে মাঝে যাইতে হয়। কিষ্ডু আমি মন্দিরের বিগ্রহহ ডেমন আকর্ষণ বোখ করি না। বিগ্রহ মৃক, श্शবির। মাহুষ ইচ্ছা করিলে বিগ্রহকে সামনে রাখিয়া নানা দুষ্ষার্য করিতে পারে। বিপ্রহ আমাদের শাসন করে না, উপদেশ দেয় না, বিগ্রহের কোনো জोবনদর্শন নাই। আমি বিপ্পাস করি, তিনি যেমন ত্রীকৃষ্ণ বা রামচক্দ্রর্গপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তেমনি এখনো অবতীর্ণ হন। মানুষ তাঁহাকেই থৌজে। পরম প্রেমময় করুচাঘন, সর্বఱ, মানুষের প্রতি তাঁহার ভালবাসার শেষ নাই। ঐশ্বর্কে আমি মানুষের মধ্যোই পাইতে চাই। কিষ্ঠু মনু তত প্রাজ্ঞ নহে। সে ঠাকুরপৃজা বোবে। এই ব্যাপারে তাহার সহিত আমার কিছू মতভেদ আছে। কখনো কখনো তর্কও হয়। মনু শেষে হান ছাড়িয়া দিয়া কহে, বেশ তো, তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি।
"आমি বলি, মানবে কেন ? বুঝতে হবে।
"সে মাথা নাড়িয়া বলে, অত বুঝে কাজ নেই। আমি এই বেশ বুঝেছি আমার ব্রদ্মা বিষ্ণু মহেষ্র সব তুমি। আর ঠাকুরে আমার দরকার নেই। বিপ্ধনাথ মন্দিরে যাই তোমার কথাই বলে আসতে। বলি, ও দেবতা, আমার দেবতাটিকে ঠিক রেখো।
"উচ্চৈস্বরে হাসিয়া ফেলি। আমাকে দেবতা বানাইয়াও তাহার ভয় কাটিতেছে না। আর একজন দেবতাকে রু্লক হিসাবে ধার করিতেছে।
"মাঝে মাঝেে দশাশ্বমেষ ঘাটে গিয়া বসি । একা একা নিজের জীবনের র্থা বসিয়া বসিয়া ভাবি। বছরের হিসাবে অনেক দিন পৃথিবীতে আছি বটে, কিষ্ঠু এই জীবনের পরিসর কতটা ? গভীরতাই বা কতथানি ? আঘ্মগানিতে মনটা বড় তিক্ত হইয়া ওঠে। আমি আঘ্যমুभ্ অধ্ধ নহি। নিজ্রের দোষ তুটি দুর্বলত কোনো কিছুকেই এড়াইয়া যাই না। জমিদার বংশে জম্নগ্রহণ করায় আমাকে খাটিয়া খাইতে হয় নাই। यদি উপার্জন করিতে হইত তবে আমি কী করিতাম ? অর্জনপটু হইতে পারিতাম কি ? नाকি উঞ্शবৃত্তি করিয়া ন্যুজপৃষ্ঠে অকালবৃদ্ধ चিটখিটে এক কৃপণে পরিণত হইতাম?
"নিজ্রেকে লইয়া আমার এই নিরবচ্ছিন্ন ভাবনাও হয়তো একপ্রকার আয্যরতি। কিষ্তু আমার সমস্যা যে নিজেকে লইয়াই। উত্তরবাহিনী গাা ওই যে অবিরন বহিয়া চলিয়াছে উহার স্রোতোধারার মধ্যে যে অবিরল চরৈবেতি-চরৈবেতি মষ্ধ্র জপ হইয়া চলিয়াছে জীবনের মৃলমজ্ত্র তাহাই। চল, অগ্রসর হও, তীব্রতা ও ক্রমাগতিতেই জীবনের সৌন্দর্य ও সার্থকতা। নদীর বিশ্রাম নাই, ঘूম নাই, আছে তধু চলা। উৎস হইতে মোহনা পর্यষ্ঠ তাহার গতিতে কোথাও মৃত্যুর ছায়াপাত ঘটে নাই। যতঙ্মণ জীবন, যতস্মণ গতি ততক্ষণ মৃতু নাই।
"আমি আজকাল ফের মৃত্যুর কথা একটু বেশি ভাবিতেছি। গত বংসর আমার হুদयজ্ণ বেশ কয়েকবার বেয়াদপি করিয়াছে। রক্তচাপটাও যে বিদায় লয় নাই তাহা অভ্যণ্তরে টের পাই। আর এইসব বৈকল্যই বোধ করি আমাকে মৃত্যুর কথা মনে করাইয়া দেয়। সেই যে কয়েক বৎসর আগে এক প্রত্যুষে কৃয়ার দড়ি হাত হইতে পড়িয়া গেল সেদিন হইতেই আমার জীবনে মৃত্যুর ছায়া আসিয়া ৬০৬










 थनध্রয় বন্দ্যোপাধায়।


 কররেখা লেখিয়া কিছ্হ আঁক কষিয়া কহিলেন, आপনার দ্বিতীয়বার দার পরিগহ করার মোগ দেখছি। आপनाর प्विठोয়া त्री সूलकणा।


"आমি কशिनाম, মৃহ্যুর কथा कि किছू বना সस्बd ?
"উनि বनिলেন, সষ্ষব। उবে আরো ভাল করে বিচার করতে হবে। সময় সাপেক্ক।

 मिन।
"আxर्य এই বে, ধনজয় ইशাত্ত আপাত্তি প্রকাশ করিলেন না। সাগ্রহে বলিলেন, লিখবেন ? বেশ एে! কাহেই आমার বাসা। সকালের দিকে চলে আসবেन।

 প্রথমটায় থটোমটেে লাগিল। তারপর বেশ মজিয়া গেनাম।
 বিচার কর্র ! মनू হসিয়া বলে, এ রোন নডুন বাই চাপল মাथায় ! অত ভাগ্য বিচার কন্নার আcেই वा ही ?

 বিচার করিত্তে । এসব বু বাইয়া বলায় মনু বলিল, जাহলে বলো তো আমি সষ্বা মরবো कि नা !






আক কবিয়া কरिলেন, ইनि অनেকদিন বौচবেন।



 ইইবার পর বুবিতে পার্রিলাম। সকালে বিকালে তাহার সস পাইবার জনা রোজ মন आনচান করে।
 আর ঢिकिর नाগाल পাই নा।
" নৌকায় করিয়া একमिन দूই পরিবার বেড়াইতে বাহির হইলাম। মণিকর্ণিকার ঘা屯 পার ইইয়া
 জমিয়া গেन। কথায় কথায় প্রকাশ ₹ইয়া পড়িন बে, आমি এশ্রাজ বাজাইচে জাनि। মनूই आগ
 চर्চ ছून। जा डाয়া একদিন জलসা বमान्ना याक।


 ধনজ্জয় পুরানো বাংলা গান চমеকার সুরে লয়ে গাহিল। आমি এশ্রাজ মন্দ বাজাইলাম না। মালকো

 কौँদিত্তেন।



 উপ্ড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিন, কেমন আছেন




 ऊড়াইয়া ধরিলাম, এলে! অবশশৰে এनে!

[^1]
 भाরে নাई। মনে মনে প্রার্থনা করিত্তেছি, সে যেন একেবারে आমার মুथाभि কর্য়য়া याয়।"







 राशन।

পরদিন মণিকর্ণিকার घাটে হেমকাচ্ত পঞ্চভূত্ত বিনীন হয়ে গেলেন । তাঁর আর কোনো চিছ্ রইল ना।

 जো
চিতায় জল ঢেলে অস্ছি নিয়ে কৃষ্ণকান্তু যथन স্নান সেরে কিরে এল তখনও রপময়ী অচেতন। তাকে পাथाর বাতাস দিচ্ছ্ন ধনজজ্যের श्री।





## ॥ ১০৬ ॥


 ইত্যাদি পেল। কিদুই সরাল না। কৃষ্ণকান্ত তাকে একরারনামা দিয়ে গেলেও নিজের ভিতরে কোনো







 ব্যাপারেই তাঁর এক অनाয়াস সিছ্ধি।


চোখ নিয়ে সবকিছ্রুকে বিচার করার চেষ্টা করে । ল্লাকটাকে বুঝভ্ত চায় ।
রেমি এসে বলে, এখানে কেন ভৃতের মতো বসে থাকো বলো তো ?
সিংহাসনটা কেমন তা ফিল করার চেষ্টা ‘করি।
সিংহাসন হবে কেন ?
সিংহাসনই তো । হি ইজ এ কিং ইন হিজ ওন কিংডম । উনি আমকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে গেছেন। তাই নেট প্র্যাকটিস করছি।

তুমি কোনোদিন ওরকম হতে পারবে না। তোমার সেই মুরোদই নেই ।
কৃষ্ণকাস্তর মতো থার্ডরেট পলিটিসিয়ান ইওয়ার ইচ্ছেও আমার নেই।
শ্বশুরের পক্ষ নিয়ে রেমি কিছুহ্মণ তর্ক করার চেষ্টা করে তারপর হাল ছেড়ে রণে ভঙ্গ দেয় । আজ্সল সে 丬্রুবকে একেবারেই চটাতে চায় না ।

কৃষ্ণকাস্ত মাঝেে মাঝে দিল্পি থেকে ট্রাংক কল করেন । কথা হয় রেমির সঙ্গেই। কী কথা হয় তা צ্রুব জানে না।

তবু একদিন ধ্রুব রেমিকে জিজ্ণেস করল, তোমার শ্বশুরের মন্তী इওয়ার আর কদ্দূর ? কাগজ্ঞে তো কোনো উচ্চবাচ্য ন্রেই দেখছি।

রেমি বিরস মুখ করে বলে, তোমার বুঝি সে জন্য ঘুম হচ্ছে না ? শ্শুরমশাইকে ঠিকই মন্ত্রী করা হবে।

কোন দফতরের সর্বনাশ করবেন তা শুনেছো ?
সেটা নিয়েই একটু মতের অমিল হচ্ছে । প্রাইম মিনিস্টার ওঁকে রাষ্ট্রমষ্ত্রী করতে চাইছেন । উনি চাইছেন ক্যাবিনেট স্ট্যাটাস।

ও বাবাঃ, একেবারে ক্যাবিনেট মন্তী ! সাঙ্যাতিক কथा ।
ওকে তাই করাও় হবে। কथা এগোচ্ছে।
צ্রুব একটা কপট দীর্ঘশ্যাস ফেলে বলে, বিচিত্র নয় । এ দেশে সবই সম্তব ।
একদিন কৃষ্ণকাষ্তর ট্রাংক কল এল রাত এগারোটায় । রেমি গিয়ে ফোন ষরল । কিছুহ্মণ কথা বলার পরই দৌড়ে এসে ধ্রুবকে ডাকল, ওগো, ষ্বশুরমশাই তোমার সগ্গে কথা বলতে চাইছেন । শীগগীর যাও।

आমার সक্গে কী কथा ?
यাও না, উनি কী বলবেন যেন তোমাকে।
ষন্য হলাম। যাচ্ছি, আর হাতে খিমচি দিও না।
ষ্রুব গিয়ে বৈঠকభানার এঙ্সটেনশন ধরল।
কিদ্র বলবেন ?
তেমন কিছু বলার নে’ই। কেমন আছো সব ?
ভালোই তো ।
আজ প্রাইম মিনিস্টারের সজ্গে ফাইন্যাল কथা হয়ে গেন। আমাকে উনি ইনফর্ম্রশন অ্যা৩ उ্রডকাস্টিং দিচ্ছেন।
s্রুব একট্রে উৎসাহ বোধ না করে বলন, তাই নাকি ?
বুঝতেই পার্ো, এখন স্থায়ীভাবে দিপিতেই পাকতে হবে । তোমাদের সজ্গ ফ্ট করে দেখা হবে না। সং্সার্রের দায়াদায়িচ এখন সবহ তোমার হাতে।

এमिকে সবই ঠিক আহে।
বউমার কাহে সব থবব্রই পাই। আজ হঠাৎ ডোমার গলার্ন ग্যর ৩নতে ইচ্চে করল। তাই ডাকজাম । घুমোচ্ছিমে নাকি?

না। বই পড়ছিলাম।
দিব্য কি জেগে আছে？
ना，अनেকক্ষণ घूমিয়েছে।
জেগে থাকলে ওর সর্নে একটু কथা বলার চেষ্টা করতাম। আমকে খুব চিনে গিয়েচিল। আय্টার অन রক্乛ের টান ডো，শিখরাও বোঝে।

এই অপ্রাসগ্গিক কथায় ध্রুব বিরক্ত হল। বলল，আর কিছ্ বলবেন ？
না। বেশি কथা কিছুই বলার নেই। এই একটু আগে প্রাইম মিনিস্টারের সত্গে বৈঠকক শেষ হল। ফিরে এসেই ফোনটা করলাম। এথন একটু বেড়াতে বেরোবো।
－। রেশ ডো।
যাও，তूমি গিয়ে ঘুম্মেও। आর একঢা কথা।
বলুন।
आधমানি সিন্দুক সব भুলে লেখেছো নাকি ？
দেথেছি।
কাগজপত্র সব ధেথেছে ？
ना，সব मেখা इয়নি।
দেথো। দলিল－দ্তাবেজ্জ সব তूমি বুঝবে না। আমাদের উকিল ভট্টাচার্যর কাছে সব বুবে निও। ওকে আমার বলা আছে।

आমার＜ুঝে কী হবে？
বুঝেেোরা ভাল। কখন কিসের দরকার হয় কে জানে।
আমার তো বিষয় সম্পত্তির কোনো প্রয়োজন নেই।
তোমার না থাক দিব্যর আহৃ। তাছাড়া সম্পত্তি，বিষয়，টাকা এनব शাতে থাকলে তুমি
 পার্রনে এখনো ম স্টায় ।

आপनাহ্গ জিনিস आপনিই কাজে লাগাবেন।
কৃষ্ণকাষ্ত একটটু হেসে বলনেন，এইসব সম্পত্তির বেশির ভাগই উত্তরাধিকার সৃত্রে পাওয়া । আমি ఆকালতি করে খুব একটা অর্জন করিনি। ওকালতি করলে অবশ্য পারতাম। তুমি यদি কাজে মাগাতে না চাఆ তবে অষ্ঠত রদ্মণবেশ্মণ কোরো ।

मেया याবে।
そৈर्य হান্মিও না। সব দিকে চোখ রেথে চসরে ভাল হরে। আর বউমাকে কষ্ট मिও না। अমন মেয়ে দুঢি इয় না। की そৈर्य，সश आর অধ্যবসায়। সে যथन মরতে বসেছিি তথন आমি দुनिয়া হারিয়ে ফেনেছেিাম। বুুুলে ？

বুঝোি। এ সবই আপনি আমকে আগে বনেছেন।

তাহलে एাড়াি।
शाँ।
 থেজूরে আলাপ কেন করল তা বুঝতে পারল না সে।
 ना ？

ধ্রুব অবাক হয়ে বলে，ডাকার কী হन ？

ডাকতে হয়।
তার মানে ？
＊র খুব ইচ্ছে ছিল তোমার মুখে একবার বাবা ডাকটা শোনেন।
তাই নাকি ？
আমাকে কী বললেন জানো ？বলनেন，র্রুবর মুখে বহৃকাল বাবা ডাক শুনিনি，ওকে একটু ডেকে দাও जো বউমা，কথা বলি।

ওসব সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার ুঁর আছে নাকি ？
না शককেে বলবেন কেন ？
औকে বাপ ডাকার অনেক লোক আছে রেমি। আমি না ডাকনেও ঞ̛র চলরে।
ছिঃ，उ की कथा ？
কিছু খারাপ নয় । ऊককে বহু লোক দায়ে পড়ে বাপ ডাকে। আরো বহু লোক ডাকবে। আর আমরা—আমরা ڤٌর কে ？＇ছেলেবেলায় লোকটাকে মনে হত বাড়ির পেয়িং গেস্ট। সর্প্পকটা তো एটট করে তৈরি হয় না，丹ীরে ধীরে গড়ে নিতে হয়। উনি তা গড়েননি।

রেমি ছলছল চোথে চেয়ে থেকে বলল，তুমি মানুষকে কষ্ট দিয়ে খুব আনন্দ পাও，তাই না ？
জানোই তো আমি স্যাডিস্ট।
মোটেই নয়। স্যাডিস্টরা অন্যরকম হয়। তুমি সেরকমও নও।
এখন ঘুম্মেতে চলো।
তूমি ভীষণ निষ্ঠूর।
निষ্ঠুর হয়ে থাকলে সেটাও কৃষ্ণকাস্তর কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসৃত্রে পাওয়া।
রেমি আর তর্ক করল না।
পরদিন সকালে ফের দিপ্মি থেকে ট্রাংক কল এল । কৃষ্ণকাম্ত নন，তাঁর সেক্রেটারি ফোন করছে， খ্রুব চৌধুরিকে চাই। অর্জেন্ট মেসেজ।

भ্রুব গিয়ে ফোন ধরল，की হয়েছে ？
মিস্টার চৌধুরি ভীষণ অসুস্ছ। হাসপাতালে রিমুভ করা হয়েছে। আপনাদের এঙ্মুনি আসা দরকার।

की इয়েছে？尿াক ？
ठিক বুঝ্তে পারছি না।
কधिশन कि খूব সिরিয়াস ？
থুব। ডাক্তররা কোনো ভরসা मিতে পারছেন না। ুঁর একটা চিঠি রয়েছে，আপনাকে। অ্যাড্রেস করা। আর একটা পুলিশশকে।

পুলিশকে？
श゙ं। आপनि চলে आসूন। ফেনে সব বनা याবে না।
ফোনটা রেখে র্বুব কিছ্রুদ্মণ বুঝতে পারন না，কী করবে বা कী করা উচিত। একষরনের পাथুরে अসাড়তা তার সর্বাত্র। বোঝা ভার।
 मिढ्रে বनल，की रয়েছए ？

ध্রুব जার मिকে চেয়ে মাथा নাড়ল। কिएू বলল ना।
কর্তার কিছ্র হয়েছে ？

জগা কোনো আহা উহ্ছ করল না，বেশি জিख্ণাসাবাमের মধ্যেও গেল না। বরং সত্যিকারের ৬ゝ२


 তোমার সс্গ যাবে।





 কিদ্হ বোলো না। আমি টিকিট কাট্তে এয়ারলাইনস অফ্সিসে यাচ্ছি। কেটে না রাথলে পরে গড়বড় হাে পারে।
s্রে घরে এল।
রেমি উৎকঠিত গলায় বলन, কার ढেলিরোন গো ?
অফ্সিসের। আজ এবাদ্ বাইরে য্যেে হরে।
কোথায় ?
জয়পু।
ক'দিনের জना ?
ঠिक निই। भেখি। তাড়াতাড়িই ফिরে আসবে।
ঢোমাকে ওর্রকম पেখাচ্পে কেন ?
夕্বী आনমনে একটা কপ্পেত হাত নিজের মুখে বুলিয়ে নিল। রেমির কথাটার জবাব না দিয়ে
 ন্মিপি বড় আ্যাচি কেসটায় গছিয়ে দাও।


 দেथছিন। ভাবতে ভাবতে বড্ড বেশি अश্থির আর চঞ্পল লাগছিন তার




किए्र ना।
ઢৈলির্মেনাঢা পাওয়ার পর থেকেই ডোমাকে অনারকম লেখছি।
s্রু মাथा नেড়ে বলन, अय্সিসের একটা প্রবেন निয়ে जাবছি।
अयिস निয়ে पूমি এত जবো নাকি ?
মাबে মাজ্যে ভাবতে হয় বৈকি।

आরে না। जট অना ব্যাপার।
 করবে 1




ना। की थबरद ?
জগা একবার ডাইনে বায়ে মাথা নেড়ে বলन, নেই।
घाने ?
তোমার বাবা बেচে নেই।

দूপুরে মারা গেছেন।
किए्ड बनल की इर्यেशिल ?



 जोর जো बোনো उাट্টुশन ছিল না!

 বিব্ণতা।

 बোনো কথ্া আहु।

সেক্রেটারি মাथा नেড়ে বनলেন, না। उবে কাল রাচ্ত উनि आমাকে হঠাৎ বनলেন, आমার
 आমার হঠৎ কিহ্র হয় তবে আমার ছেলেেে সবার আগে খবর দিও। চিঠিন পড়বার পর সে गা সिষ্ধাষ্ট নেবে তাই হবে।
© कण উनि बनलেন ?
 ম্য়্য নিয়ে বিলাসিতা কब্রেন।

आপনার খটা बাগেনি ?
লেগেছিল। কিষ్হ বেশি কিছू জিজ্⿰েে করতে সাহস•হয়নি।
क्रूव ठिठिण धूलन।

 आब्ब বिमात़ ₹そতেছি।


 জেনথানায় ইহার উপর অনেক উপप্রব গিয়াছে এবং তাহাত্ত এই দেহ বরং আরো পাকাপোক ইইয়া
 ইইয়া পড়িয়াছে। সেই প্রয়োজনটি इইল তूমি।

 आমার দুঃখখর কিছ্ছু নাই। आমার প্রতি তোমার মনোভাব অনুণৃল নাহ তাহ জানি। आমার ভাবপ্রবণত বিশেষ নাই, কাহার ম্নেহ পাইলাম বা পাইলাম না তাহা লইয়া বড় একটা মাথাও ঘামাই
 কাঢ্য়া গিয়াহ, কাজেই এখন নিজ্জেকে লইয়া जাবিবার কিছूই নাই। किষ్হ এথন को বা কাহাকে রাথিয়া যাইতেছি তাহ একদু হিসাব করিতে হয়। তোমাকে যতট্টুন বুঝিশ্যাছি, তাহাতে অনুমান হয়
 বিप্জোহের মৃল কোথায় তাহ বহ চিষ্জা কর্যিযাও সঠিক সক্ধান পাই নাই। তোমার সহিত আমার



 সম্মানও आহ్, নিन্দাও বড় কম নাই। কিষ্ুু নিজের পুত্রদের কাছ ইইতে আমি যাश পাইয়াছি তাহা অবিমিশ্র উীতিমিশ্রিত ঘুণা। কেন এই বিদ্বেষ অন্যাইল তাহার কারণ অনুসপ্ধান করিয়া কিছুই লাভ
 கেল্না যাইবে না। যেমন নিজেকে এই পরিণত বয়াে আর आমূল পরিবর্তনও आমি করিতে পারিব





 আর কাহাকেও লইয়াই ভাবি নাই। আর এইরূপে আমার চিষ্তারাজ্জ যুমি যত অনুপ্রবেশ করিয়াছ
 মনে হউক ना কেন, $এ$ জोবনে आমি आপনজনের স্নেহ কমई পাইয়াছি। বান आমাকে বড়






 বোধ করিও ना। आयाর रূদভ্যে তোমার প্রতি কোনো অভিশাপই উদাত ইইবে না। তোমার প্রতি आমার म्निহ ধৃতরা




হারাইয়াছি। বৃদ্ধবয়সে ফের তাহার ভিতর দিয়া মা আসিলেন। বিসর্জনের বাজনা বাজাইয়া आসিয়াছিলেন । ঈপ্বরপ্রসাদাe তিনি আমাদর ত্যাগ করেন নাই। তौঁহার হাদয়টিকে চিনিবার চেষ্টা করিও। আমার মায়ের অপমান করিও না। মনে রাখিও তিনি যথেষ্ট লাঞ্ৰনা ও গঞ্জনা পাইয়াও আমাদের নিকটে আছেন ! তিনি বিদায় লইলে কুললক্ষ্মী আমাদের ছাড়িবে । আমি তাঁহার মষ্ত সহায় ছিলাম। আজ আর আমি থাকিব না। তুমি তাঁহার যथার্থ রক্ষক হইও।

ডোমার সারা জীবন ধরিয়া পিতারাপ যে পাষাণভার চাপিয়া বসিয়াছিল আজ সেই ভার অপসৃত হইল। তোমাকে সুখী করিবার জন্য, তোমাকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য, তোমাকে স্বাভাবিক জীবনयাত্রার পথে ফিরাইয়া আনিবার জনা আজ ম্বেচ্ছায় বিদায় লইতেছি। পোস্টমর্টেমেরের নামে আমার দেহটি লইয়া কিছু টানাহাঁচড়া হওয়ার সষ্ভাবনা। ডাক্তার বিকাশ জৈনের সজ্গে দেখা করিও। তিনি আমার সব জানেন। বিনা কাটাছেঁড়ায় আমার দেহটি তিনি হস্তান্তর করিতে সাহায্য করিবেন । কোনোক্রমেই এই মৃতদেহ কলিকাতায় নিও না। দিপ্পি ভারতবর্ষের রাজধানী, সেখানেই আমার শেষকৃত্য সম্পন্ন করিও। আমার মৃতদ্দেহ কলিকাতায় লইয়া গেলে বউমা বড় অস্থির হইবেন। সেটা অভিপ্রেত নহে।

আর একটা কथা। দিব্য চিরকাল শিখ থাকিবে না । বড় ইইবে, ব্যক্তিप্ববান ইইবে। তাহার প্রতি তুমি এমন আচরণই করিও যাহাতে পিতাপুত্রে সহজ সম্পর্ক স্शাপিত হয়। তোমার ও আমার মডো দুস্তর দুরধিগম্য দুরত্ডে দু’জনকে বাস করিতে না হয়। আমি যাহা পারি নাই তুমি তাহা পারিও।

আজ आমি সুখী ও তৃপ্ত। আমার কোনো ক্ষোভ নাই। আজ তোমাকে মুক্তি দিলাম, নিজ্েে -মুক্তি লইলাম। আজ অनাবিল হুদয়ে তোমকে আশীর্বাদ করি, সুখী इও, সকলকে সুখী করিয়া তোলো। বউমা ও দিব্যকে আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ করিলাম। মঙ্গলময়, তোমার ইচ্ছাই পুর্ণ হউক। ইতি,

শ্রীকৃষ্ণকান্ত চৌধুরি

ধ্রেব নিথর হয়ে বসে রইল কিছूজ্巾ণ। কাম্মা এল না, তেমন কষ্ট হল না। ওখু বুকের ভিতরটা মথিত হয়ে একটা ডাক উঠে আসতে চাইছিল-বাবা!

## For More Books

 Visit
## www. $\mathcal{B D}$ e Books. Com



জন্ম ২ নভেম্বর, ১৯৩৫ ।
দেশ-ঢাকা জেলার বিক্রমপুর । মোক্তার দাদু আইন ব্যবসা জমাতে দেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন ময়মনসিংহে । সেখানে ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে জন্ম । শৈশব কেটেছে
নানা জায়গীয় । পিতা রেলের চাকুরে । সেই সূত্রে এক যাযাবর জীবন । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় । এরপর বিহার, উত্তরবাংলা, পূর্ববাংলা, আসাম । শৈশবের স্মৃতি ঘুরে-ফিরে নানা রচনায় উকি মররেছে । পঞ্চাশ দশকের গৌড়ায় কুচবিহার । মিশনারি স্কুল ও বোর্ডিং-এর জীবন । ভিকটোরিয়া কলেজ থেকে আই-এ । কলকাতার কল্জজ থেকে বি এ । স্নাতকোত্তর পড়াশুনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে । স্কুন-শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। এখন বৃত্তি—সাংবাদিকতা । আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত । ছাত্রজীবনের ম্যাগাজিনের গণ্ডী পেরিয়ে প্রথম গক্ষ্প-দেশ প⿵্তিকায় । প্রথম উপন্যাস ‘মুণপোকা’ । 'দেশ' শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত । প্রথম কিশ্রোর উপন্যাস-‘মনোজদের অদ্ডুত বাড়ি’ । কিশ্শের সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্ব্বের স্বীকৃতিরূপপ ১৯৮৫ সালে পেয়েছেন
বিদ্যাসাগর পুরস্কার । ১৯৮৯ সালে পেয়েছেন সাহিত্য আকাদমি পুরস্কার । আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দুবার । খেলায় তাঁর উৎসাহ অদম্য । বকসিং, টেনিস, ক্রিকেট, ফুটবল, টেবিল টেनিস সম্পর্কে যেমন, অ্যাথলিটকসেও তেমনই আগ্রহী । জীবনের এক সংকটম!য় মুহूর্তে তিনি জীবনের প্রতি আস্থা ফিরে পান শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসে । नিরামিষাশী । ঠাকুরের মষ্ত্িশিষ্য । তাঁর রচনাতেও घুরে-ফিরে আসে আধ্যাষ্মিক অম্বেষণ । পঠঠক হিসেবে সর্বগ্রাসী । ধর্মবিষয়ক গ্রস্থ প্রিয়, প্রিয় প্রিলার এবং কল্প্রবিজ্ঞানও ।

## 표 <br> BDeBooks



## E-BOOK

(3) www.BDeBooks.com
(9) FB.com/BDeBooksCom

- BDeBooks.Com@gmail.com


[^0]:    "সুনয়নী একটা এমব্রয়ডারি হাতে নিয়া কিছুহ্ষণ সেলাই মকশো করিল। তারপর দাঁত দিয়া একটি সৃতা কাটিয়া বলিল, বাব্বাঃ, যা কঠিন ডিজাইন !

[^1]:     অসহনীয় কষ্ট আছে। শ্বাসের গতিও অনিয়মিত। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছে, রক্তচাপও মারাঘ্যক। সবই ঠিক. তবু মরি তো নাই। দুই চক্ষু ভরিয়া পুাত্রে মুখ দেখিয়াছি। আর এখন মরিলেই বা দুঃখ को ? মনু বিধবা इইবে ! সে আর র্বেশি কথা कী ? সে তো জানিয়াই আমার সহিত সংসার शाতियाएँए ।
    "না আজ আর অন্য কথা নহে। ঔধু কৃষ্ণর কথা ভাবিব। পুত্রের ভিতর দিয়া পিতাহ আবার
     কর্রিয়াছি जात ককন মিথ্যা এই फেशUি লইয়া থাক:

